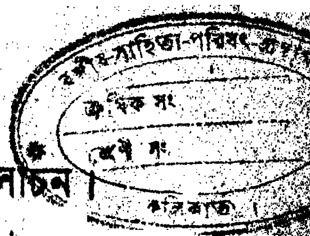
২১শ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল। [১ম সংখ্যা।





মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩৩ সালের বিজ্ঞাপন।

শ্রীভগবানের কৃপায় "উৎসব" আগামী বৈশাখ মাসে একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিবে। এই দুর্দ্দিনে "উৎসব" যে এখনো জীবিত আছে, ইহা শ্রীভগবানের কৃপায়। আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে ভ্রম, প্রমাদ এবং ক্রটী খুবই সম্ভব। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। গ্রাহক মহোদয়গণ যদি মনে করেন "উৎসব" তাঁহাদের নিজের এবং আমরা কেবল সেবক মাত্র, তাহা হইলেই আমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবেন।

নব বর্ষের চাঁদার জন্য ১ম সংখ্যা বৈশাখের ১৫ই হইতে ভিপি ডাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিব। ইহার পুর্ব্বে মনি অর্ডারে চাঁদা পাঠাইলে অগ্রেই বুক পোষ্টে ১ম সংখ্যা পাঠান হইবে। সমস্ত টাকা আদায় না হইলে ২য় সংখ্যা পাঠান হয় না। সুতরাং মনি অর্ডার করিলে কাগজ অগ্রে পাইবেন এবং ৵০ রেজিষ্ট্রেসন ফিঃ দিতে হইবে না। যাঁহারা বুক পোষ্টে পত্রিকা লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এপর্য্যন্ত দেয় চাঁদা পাঠান নাই। আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন দয়া করিয়া এই চৈত্র সংখ্যা পাইলেই টাকা পাঠাইয়া দেন। নচেৎ আমরা নব বর্ষের কাগজ পাঠাইতে পারিবনা। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যাঁহারা আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া ১৫ই বৈশাখের পূর্ব্বে আমাদিগকে সংবাদ দেন, তাহা হইলে ভিপিতে কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইব না।

১৩৩২ সালের বর্ষসূচি আগামী বৈশাখ সংখ্যায় বাহির হইবে। ইতি—

বিনয়াবনত—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
অবৈতনিক কর্ম্যাধ্যক্ষ।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল। { ১ম সংখ্যা।

শ্রীভগবচ্ছরণপঞ্চকম্।

(১)

জয়েশ্বরাণাং পরমেশ কেশব
প্রভো গদা-শঙ্খধরাসি-চক্রধৃক্।
বিসৃষ্টি-নাশ-স্থিতিহেতুরীশ্বর
ত্বমেব নান্যৎ ভগবন্ প্রসীদ॥

(২)

প্রসীদ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞমূর্ত্তে
ত্রায়স্ব সর্ব্বান্ স্ববংশজাতান্।
পাপোদ্ভবাদ্ভীত-বিপন্ন-লোকান্
বেদাশ্রিতাংশ্চৈব দ্বিজপ্রমুখান্॥

(৩)

হে পদ্মনাভ ভগবন্ দেবেশ
সতীকুলানাং ধ্রুব-ধর্ম্ম-গোপ্তা।
রক্ষস্ব তাসাং শিব-ধর্ম্মমেনং
বিনশ্য দুষ্টান্ কলি-ধর্ম্ম-দৃপ্তান্॥

(৪)

গাবো বিপন্না-বিধয়ো বিপন্না
নাসৌ দ্বিজর্যস্য হৃতং ন সর্ব্বম্।
ন তদ্দেশং যদ্ব্যভিচারশূন্যং
সনাতনাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ॥

(৫)

চেষ্টাহসুরাণাং প্রবলা হি কৃৎস্না
প্রজাশ্চ মগ্নাস্ত্বঘবেগঘাতৈঃ।
অয়ং হি কালস্তবাবতারে
এহ্যেহি লোকেশ জগদ্ধিতায়॥

শ্রীগোবিন্দ পঞ্চকম্।

(১)

গোবিন্দমার্ত্তিহন্তারং
ভূতানাং হৃদয়ং শুভম্।
সর্ব্বশ্রেয়স্করং নিত্যং
বন্দে দেবমধোক্ষজম্॥

(২)

ভীতানামার্ত্তজীবানাং
ক্লিষ্টানাং ক্লেশনাশনম্।
স্বল্প বুদ্ধি মনুষ্যাণাং
ধ্বান্তাপহং নমাম্যহম্॥

(৩)

নারীণামভয়াশ্বাসং
বিপ্রাণাং পরমাশ্রয়ম্।
গবীনামাশ্রয়ং পুণ্যং
ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥

(৪)

সর্ব্বশাস্ত্র-স্বরূপস্থং
সাধূনাং শরণং সুহৃৎ।
দ্বিষতাং কালদণ্ডস্থং
ত্রায়স্ব নো জগৎপতে॥

(৫)

পরিত্রাণায় সাধূনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়
এহ্যেহি পরমেশ্বর॥

নূতন বৎসরে।

আহা! তুমিই নিত্য তুমিই চিরনূতন! তোমায় ভাবিতে পারিলে, তোমার কাছে থাকিতে পারিলে, তোমারই জন্য সব করিতে পারিলে, নূতন হওয়া যায়। প্রকৃতি নূতন হয় কিন্তু নূতন থাকেনা। নিত্য নূতনের গায়ে ভাসিয়া প্রকৃতি নূতন মত দেখায়, কিন্তু চিরদিন সমভাবে নূতন থাকে না, নিত্য পরিবর্ত্তনে নূতন মত দেখায় মাত্র।

জীর্ণ যাহা তাহা ফেলিয়া দিলে নূতন হওয়া যায়—জীর্ণ পত্র ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ নূতন হয়, কিন্তু নূতন পত্র আবার জীর্ণ হয়, আবার ফেলিয়া দিতে হয়।

যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মানুষের দেহে তাহাই আছে। হাজারও উপায় কর দেহ নূতন থাকিবেই না। কালে দেহ জীর্ণ হইবেই। দেহ ফেলিয়া দিলে, আবার নূতন দেহ আইসে, আবার তাহা জীর্ণ হয়, আবার তাহা ফেলিয়া দিতে হয়—নূতন দেহ পাইবার জন্য। এই ভাবে নূতন হওয়া, নূতন হওয়া নয়—ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা যায় না, বরং বাড়ে।

মানুষকে নূতন করিতে চাও, জাতিকে নূতন করিতে চাও, নিত্য নূতনের কাছে মানুষকে আন, নিত্য নূতনের নিকটে জাতিকে আন। ইহারই নাম উপকার। উপ মানে "সমীপে", কার মানে "করে দেওয়া"। সমীপে—কার সমীপে? নিত্য নূতনের সমীপে চল, নিত্য নূতনের সমীপে লইয়া চল, যথার্থ উপকার হইবে।

হইবে নূতন? যাইবে সমীপে? সমীপে যাইতে হইলে যাহা করিতে হয় তাহা কি ঠিক করিতে পার? তুমি পারনা—সে ক্ষমতা তোমার নাই। পার না বলিয়াই তিনি তোমায় ভাল বাসিয়া তোমাকে তাঁহার নিকটে রাখিবার জন্য উপায় বলিয়া দিয়াছেন। এই উপায় হইতেছে শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম। শাস্ত্র বলে বেদকে। বেদ তিনি আপনি।

তোমার মধ্যে এই জন্যই তিনি জ্ঞান ও দিয়াছেন, আর কর্ম্মও দিয়াছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম তুমি কলুষিত করিয়াছ। তুমি পরিবর্ত্তনের নূতনতাকে রমণীয় ভাবিয়া প্রকৃতির বশে আসিয়া সব কলঙ্কিত করিয়াছ। প্রকৃতির কথা না শুনিয়া যদি তুমি পুরুষের কথা শুনিতে অভ্যাস করিতে পার, তবে তোমার

স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মকে তুমি শোধন করিয়া চিরনূতনের কাছে থাকিতে পার। তিনি নিজেই এই জন্য বলিতেছেন স্বাভাবিক জ্ঞানও কর্ম্মে চলিয়া— ইন্দ্রিয় সকলকে বাহিরে বিলাস করিতে ছাড়িয়া দিয়া তুমি যে রাগ ও দ্বেষের জ্বালায় জ্বল "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" ইহাদের বশে যাইওনা। কেননা "তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ"—তাঁহার কাছে থাকিবার শত্রুই স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম্ম জাত এই রাগ ও দ্বেষ।

শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মকে পদদলিত করিতে হইবে। তোমার শক্তিতে ইহা কুলাইবেনা। তাই সেই নিত্যনূতন কৃপা করিয়া বলিয়া দিতেছেন অলৌকিকী আমার মায়া দুস্তরা। আমার শরণাপন্ন হও, আমি এই দুস্তরা মায়া পার করিয়া দিব। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"। যে আমার কথা মত জ্ঞান ও কর্ম্মকে শুদ্ধ করিতে প্রাণপণ করে তার জন্য আমি আছি। সে যদি এই জন্মে নাও পারে তথাপি আমি তাহাকে ত্যাগ করিনা—আমার কথা শুনিতে প্রাণপণ করিয়াছে বলিয়া—প্রাণপণ করিতেছে বলিয়া। তাহার প্রাণপ্রয়াণ সময়ে আমিই তাহার কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিয়া বলি—

সেতুংস্তর ॥ দুস্তরান্ ॥ দানেনাদানং ॥

আবার বলি সেতুংস্তর ॥ দুস্তরান্ ॥ অক্রোধেন ক্রোধং ॥

আবার বলি সেতুংস্তর ॥ দুস্তরান্ ॥ শ্রদ্ধয়াহশ্রদ্ধাং ॥

আবার বলি সেতুংস্তর ॥ দুস্তরান্ ॥ সত্যেনানৃতং ॥

দান না করা, ক্রোধ করা, অশ্রদ্ধা করা, মিথ্যাকে আদর করা—পাপের এই খরতর প্রবাহ পার হইবার কিছুই করিতে পার নাই, তোমার এই প্রাণপ্রয়াণ সময়ে আমি তোমার হইয়া দান, অক্রোধ বা ক্ষমা, শ্রদ্ধা ও সত্য—এই সমস্ত করিয়া দিলাম' তোমাকে এই চারিটি সেতু পার করিয়া দিলাম।

আহা কত কৃপা করিয়া সেই চিরনূতন বলিয়া দিতেছেন—এষাগতিঃ। এতদমৃতং ॥ এই গতি, এই অমৃত। আহা! করুণাবরুণালয় তুমি! বাঞ্ছাতিরিক্ত দাতা তুমি—কত করুণা করিয়া তুমি প্রাণ প্রয়াণ সময়ে নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত কাতর তোমার দাসকে, তোমার "তোমার আমি" নিত্য যাচ্ঞাকারী ভৃত্যানুভৃত্যকে আজ্ঞা করিতেছ স্বর্গচ্ছ ॥ জ্যোতির্গচ্ছ ॥ সেতুংস্তীর্ত্বা চতুরা ॥ যাও স্বর্গে যাও। যাও আমার জ্যোতিতে যাও—যাও চারিটী সেতু পার হইয়া—আমার কাছে থাক।

এস এস এই নূতন বৎসর হইতে আবার প্রাণপণ করি, নূতন হইতে, নূতন ভাবে শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পথে নূতন করিয়া চলিতে॥ নববর্ষে মঙ্গলাচরণে ইহা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে।

নববর্ষে—মঙ্গলাচরণ।

মঙ্গলের আচরণকে বলে মঙ্গলাচরণ। আচরণ বলে অনুষ্ঠানকে। জাতি বা ব্যক্তি এখনও কত অনুষ্ঠান করে। সকল আচরণে যদি জগন্মঙ্গলকে বসাইতে পারে—সকল অনুষ্ঠান যদি জগন্মঙ্গলের জন্য করিতে পারে তবে মঙ্গলাচরণ হয়।

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত, আবার সন্ধ্যা হইতে পুনঃ প্রভাত পর্য্যন্ত, হে জগন্মাতঃ আমি যাহা কিছু করিব তাহা যেন তোমার পূজার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলাচরণের জন্য জগন্মাতার নিকটে এই প্রার্থনা। শাস্ত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধি স্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বাগিরো
যৎ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভোতবারাধনম্॥

আমি তোমাকে আত্মা বলি—আমার "যথার্থ আমিই" তুমি আর আমার সতত নৃত্য পরায়ণা মতির—বুদ্ধির—"নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই" গিরিজা—আমার পঞ্চ প্রাণ তোমার সহচর, আমার এই শরীর তোমার মণ্ডপ, বিষয়োপভোগ জন্য দ্রব্য সংগ্রহ তোমার পূজা জন্য, আমি যে নিদ্রা যাই তাহা তোমাতেই সমাধি স্থিতি, চরণ দ্বারা আমার ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ইহা তোমারই প্রদক্ষিণ বিধি, আমার বাক্য উচ্চারণ তোমারই স্তুতি জন্য—হে শম্ভো! আমি যাহা যাহা করিব—আমার নিখিল কর্ম্ম যেন তোমার আরাধনার জন্য আচরিত হয়।

জগন্মঙ্গলকে জগন্মঙ্গলাকে সকল অনুষ্ঠানে বসাইবার জন্য এই প্রার্থনা।

তুমি আমি কতটুকু দেখিতে জানি? প্রথম কি ছিল দেখিতে পাই না, শেষে কোথায় যাইবে দেখিতে পারিনা—মধ্যের স্থিতি মাত্র দেখি। ইহাতে বুঝিতে

পারিনা—কোন কর্ম্মে কোন দুঃখ আসে। ঋষিরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিকালজ্ঞ বৈদিক ঋষিগণ সকল দিক দেখিয়া—আপদ্ কাল জানিয়া এই সমাজ গড়িয়া দিয়াছেন। তাই ভারতের নর নারীর জন্য ব্যবস্থা হইতেছে উথানে মঙ্গলকে বসাইতে হইবে, স্নানে, আহারে, ভ্রমণে বাক্যালাপে, শয়নে, উপবেশনে সকল কার্য্যে মঙ্গলকে আনিতে হইবে। চক্ষে, কর্ণে, সর্ব্বাঙ্গে, সকল ইন্দ্রিয়ে তাঁহাকে বসাইতে হইবে। তাঁহাকে হৃদয়ে মনে বসাইয়া তাঁহারই প্রীতি জন্য সংসারও করা যায়, সকল ব্যবহারিক কার্য্যও করা যায়। যে জাতি ঋষিগণের ব্যবস্থা মত চলিতে চেষ্টা করে, চলিতে পারে সেই জাতিই শ্রেষ্ঠ জাতি হয়, সেই জাতিই যথার্থ উন্নত হয়। এই ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরায়ণ জাতি কর্ম্মের বন্ধনে পড়িয়া যাতনা ভোগ করেনা, কখন পরাধীন হয়না; এই জাতির নরনারী আপন আপন কর্ত্তব্য করিয়া বন্ধন দশা হইতে মুক্তি পথে চলে—এই জাতির মানুষ দাসোহহং হইতে সোহহং পথে উঠিতে সমর্থ হয়—এই জাতির জীবন কখন উন্মত্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হইতেই পারে না।

আবার বলি—কিছু করিবার পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণে ঈশ্বরের ভাবনা করা—ঈশ্বরকে অন্ততঃ বিশ্বাসেও জানাইয়া ভাবনা, বাক্য, কর্ম্ম করা—ইহাই হইতেছে বৈদিক আর্য্য নীতি। ফলকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্য করা স্বাভাবিক বলিয়া—দৃষ্ট—প্রয়োজনে কর্ম্ম স্বাভাবিক বলিয়া—ইহা অসুর নীতি। গীতাতে এই নিষ্কাম কর্ম্মের বিধি দেওয়া হইয়াছে।

কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যখন কেবল মাত্র ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য কর্ম্ম কৃত হয় তখন কর্ম্মে কোন বন্ধন পড়েনা। কর্ম্ম করিয়া সুখী হওয়া বা দুঃখী হওয়া ইহাই কর্ম্মবন্ধন। সুখ পাইবার জন্য কর্ম্ম করিনা, দুঃখ পরিহারের জন্য কর্ম্ম করিনা—কর্ম্ম করি ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া, ঈশ্বরের দাস হইয়া—ভৃত্যের মত কর্ম্ম করিয়া প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য, প্রভুর আদরে ভরিত হইবার জন্য—এই কৌশলে কর্ম্ম করিতে পারিলে মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে, মানুষ বুঝিতে পারে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর তাহার রক্ষা কর্ত্তা—তখন কি আর মানুষের কোন ভয় থাকে, না জাতির কোন অভাব থাকে? তাই প্রথমে স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম্ম নিগ্রহ কর—মলিনতার গ্রহণ নিঃশেষ জন্য সাধনা কর, করিলেই অনুগ্রহ বা পশ্চাৎ গ্রহণ বুঝিবে।

ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া যখন মানুষ সর্ব্বত্র ঈশ্বরের প্রীতি অনুভব করে তখন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্"—তখন সাধক দেখেন জগতে যাহা কিছু গতিশীল বস্তু দেখা যায় সমস্ত ব্যাপিয়া একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, সমস্ত ঈশ্বর দেখিতে পারিলে অসৎ আবরণ যাহা, অজ্ঞান অবরণ যাহা, প্রকাশের আবরণ যাহা তাহা সরিয়া যায়, এই ভাবে ত্যাগী হইয়া যিনি আত্মাকেই ভোগ করেন তিনিই আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মারাম—ইনি আর কাহার কি গ্রহণ করিবার ইচ্ছা রাখিবেন? আত্মদর্শনে ভরিত সাধক পূর্ণ হইয়া যায়—ইহার অভাব কি থাকিবে? ইহাই জ্ঞান।

বলিতেছিলাম নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের ভিতরে আছে—

(১) ভগবৎ প্রীতি জন্য কর্ম্ম করা।

(২) ফলাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করা।

(৩) অহং কর্ত্তা এই অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ করা।

সর্ব্বত্র মঙ্গলাচরণ রূপ কর্ম্ম যোগের অভ্যাসে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনেরই সাধনা আছে। এই কর্ম্ম যোগ সাধাই জাতির যথার্থ উন্নতি।

এই যে মঙ্গলাচরণের কথা বলা হইল ইহা কি বৈদিক আর্য্যগণের বুদ্ধি-কল্পিত—না ইহা বেদের আজ্ঞা?

সংস্কৃতা বুদ্ধি বৈদিক আর্য্যগণ বেদের আজ্ঞা ভিন্ন কলুষিত বুদ্ধির কোন ধর্ম্ম আচরণ করিতেন না।

মঙ্গলাচরণ, মাতেব হিতকারিণী শ্রুতিরই প্রদর্শিত পথ। কিরূপে? দেখাইতেছি।

বেদ পাঠ করিতে হইলে—আদিতে ও অন্তে শান্তিমন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে। বেদই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। শান্তিমন্ত্রগুলিই বেদপ্রদর্শিত মঙ্গলাচরণ। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা হউক। সমস্ত সামবেদীয় উপনিষদের শান্তিমন্ত্র হইতেছে—

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং, মাহং ব্রহ্মনিরাকুর্য্যাং—মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ বল ও ইন্দ্রিয় সমূহ আপ্যায়িত হউক। উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই সব। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ না করি—অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে নিরাকরণ—প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন। অনিরাকরণই হউক—অনিরাকরণই আমার হউক। সেই আত্মাতে নিরত—আত্মনিষ্ঠ যে আমি সেই আমাতে উপনিষৎ প্রোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রকাশিত হউক—আমাতে তাহা থাকুক।

কোনও অঙ্গ আপ্যায়িত হয় কখন? বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল—সমস্ত ইন্দ্রিয়—কখনও কোনও ইন্দ্রিয়কে অপ্যায়িত হইতে কি দেখিয়াছ? চক্ষুত কতই রূপ দেখিল পূর্ণ কি হইল? কর্ণ, বাক্—বল কি তৃপ্ত হইয়াছে? যে আপ্যায়িত হয় সে কি আর রূপ দেখিতে ছুটে—না কথা শুনিতে ছুটে—না কথা কহিতে ছুটে? আপ্যায়িত হয় নাই। যতদিন না জগন্মঙ্গল সর্ব্বাঙ্গে বসেন—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে বসেন, তত দিন আপ্যায়িত হইবার উপায় নাই। তাই শ্রুতি বলিতেছেন উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ব্রহ্মই সব। আহা! আমি যেন এই জগন্মঙ্গলকে কখন অস্বীকার না করি আর তিনিও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। প্রভু! তুমি আমার প্রাণে, মনে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, সর্ব্ব অঙ্গে অধিষ্ঠিত হও। আমার ভাবনায়, আমার বাক্যে, আমার কর্ম্মে, আসিয়া উপবেশন কর। তবেই উপনিষদের সমস্ত ধর্ম্ম আমাতে প্রকাশিত হইবে—প্রকাশিত হইয়া চিরদিন থাকিবে।

মঙ্গলাচরণ হইতেছে প্রাচীন রীতি। নানা শাস্ত্রে নানাভাবে এই একই মঙ্গলাচরণ দেখা যায়।

মঙ্গলাচরণে যে "মঙ্গল" পাই তাহার কথা একভাবে বলা হইয়াছে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। তাই বলি "মঙ্গল" কথাটী উচ্চারণ করিলে কোন্ ছবি হৃদয়ে ভাসে? জাতি, ব্যক্তি, দেশ—ইহারা মঙ্গলাচরণ অঙ্গে মাখিলে জাতির উন্নতি—যথার্থ উন্নতি কিরূপে হইবে? কোথাও ইহার দৃষ্টান্ত কি আছে? আছে—দেখাইতেছি।

ব্যক্তিতে মঙ্গল বসিলে ব্যক্তির কি হয় অগ্রে তাহাই দেখান যাউক। আমরা গীতা হইতে ইহা দেখাইতেছি। যিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া সেই সর্ব্বমঙ্গলের জন্য বা সর্ব্বমঙ্গলার জন্য কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করেন, ভাবনা ও বাক্য তাঁহার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া করিতে অভ্যাস করেন তাঁহার কি হয়? গীতা তৃতীয় ষট্‌কে সে ছবি দিয়াছেন, দ্বিতীয় ষট্‌কেও তাহা দেখাইয়াছেন এবং প্রথম

ষট্‌কেও তাহা সম্মুখে ধরিয়াছেন। তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানীর চিত্রে আমরা পাই—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩।২৭

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং বিনশ্বর ভূতগণে অবিনশ্বর রূপে অবস্থিত পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিই দেখেন অর্থাৎ সম্যক্ দর্শন তাঁহারই হয়—অন্য কিছুই তিনি দেখিয়াও দেখেন না।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮।১৩॥

সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত—চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া যিনি স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা স্বচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে হিংসাকরেন না—নাশ করেন না—এইরূপ করিয়াই তিনি পরম গতি লাভ করেন—স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করেন। এইরূপ ব্যক্তি—

সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ১৪।২৪

তিনি সুখে দুঃখে সমান, আত্মরূপে স্থিত, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে তুল্য জ্ঞান সম্পন্ন, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে একরূপ, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবান্ এবং নিন্দা ও স্তুতিতে অচঞ্চল।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ১৪।২৫

মান ও অপমান তাঁহার নিকটে সমান, মিত্রও শত্রু তাঁহার নিকটে সমান, কোন কিছু আরম্ভ আর তাঁহার নাই—ইনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত।

কোন্ অবস্থা ভাল, কি মন্দ ইহার বিচার করিতে হইলে সর্ব্বজীবে ইহা প্রসারিত করিয়া দেখিতে হয়। তবেই মঙ্গলের ছবি আমরা ধরিতে পারি।

গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে জগন্মঙ্গলকে ভক্ত চিত্রে আমরা যাহা পাই—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১২।১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

সকল প্রাণীতে—উত্তমে দ্বেষশূন্য, সমানে মিত্রতা, হীনজনে করুণা—আমার আমার রূপ মমতা শূন্য, আমি কর্ত্তা রূপ অহংকার শূন্য, অন্যের সুখে ও দুঃখে সুখী ও দুঃখী, ক্ষমাশীল, লাভে, অলাভে সদা সন্তুষ্ট, সর্ব্বদা সমাহিত চিত্ত যোগী, জিতেন্দ্রিয়, আমাতে স্থির নিশ্চয়, মন বুদ্ধি আমাতে সদা অর্পিত—এইরূপ যে ভক্ত সে আমার প্রিয়।

যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

যাঁহা হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না, যিনি স্বয়ং লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হননা, যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

কামনা নাই বলিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না যিনি, যিনি শৌচাচার সম্পন্ন, আলস্য শূন্য, শত্রু মিত্রে পক্ষপাত শূন্য, আধি বা চিত্ত ক্লেশ শূন্য, কোন কিছুর আরম্ভ আর নাই, এমন ভক্ত আমার প্রিয়।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

প্রিয়লাভে যিনি হৃষ্ট হননা, অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ করেন না, ইষ্টনাশে দুঃখিত হননা, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, শুভ পুণ্য ও অশুভ পাপ যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

শত্রুতে মিত্রে, মানে অপমানে, শীতে গ্রীষ্মে, সুখে দুঃখে একই রূপ যিনি, সর্ব্ব সঙ্গ—সর্ব্ব আসক্তি যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, নিন্দা স্তুতি যাঁহার কাছে সমান, বাক্ সংযমী যিনি, যাহাতে তাহাতে যিনি সন্তুষ্ট, নিয়ত এক স্থানে যিনি বাস করেন না, একনিষ্ঠ বলিয়া স্থির চিত্ত যিনি এই প্রকার ভক্তিমান্ আমার প্রিয়।

আবার গীতার প্রথম ষট্‌কে ত্বম্পদার্থ শুদ্ধ কর্ম্মীর ছবিতে পাই—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥২।৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

মনের সমস্ত লালসা ত্যাগ করিয়া যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। দুঃখ আসিলেও যাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়না, আবার সুখ আসিলেও যাঁহার তাহাতে কোন ভোগ ইচ্ছা থাকেনা, যাঁহার আর কোন কিছুতে আসক্তি নাই, কোথাও ভয় নাই, কোথাও ক্রোধ নাই সেই আত্মবিৎ মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি পুত্র মিত্রাদিতে আমার আমার করেন না, প্রারব্ধবশে আগত শুভ বা অশুভে যিনি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কচ্ছপ যেমন স্বীয় করচরণাদি গুটাইয়া দেহ মধ্যে রাখে, সেইরূপ যিনি দেখা শুনা ইত্যাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গুটাইয়া লইয়া আত্মাতে রাখিতে অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই স্থিত প্রজ্ঞ।

ব্যক্তিতে মঙ্গল বসিলে কি হয় তাহা দেখান হইল। আর ব্যক্তি লইয়াই জাতি। জাতির অধিকাংশ লোক যখন মঙ্গলানুষ্ঠানে পূর্ব্বোক্ত পথ ধরিতে চেষ্টা করেন তখনই জাতিকে উন্নত বলা যায়। এখন মঙ্গলাচরণে দেশের অবস্থা কিরূপ হয় তাহাই দেখান যাইতেছে।

দেশ যখন মঙ্গলাচরণে উন্নত হয় তখন ভগবান ব্যাসদেব বলিতেছেন—

ববৃষুর্জলদাস্তোয়ং যথাকালং যথারুচি।
প্রজাঃ স্বধর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ ॥

ন পর্য্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদনর্থো নাস্তি কশ্চন ॥
লোকে দস্যুভয়ং নাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
বৃদ্ধেষু সৎসু বালানাং নাসীন্মৃত্যুভয়ং তথা।
রামপূজাপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রাঘবচিন্তকাঃ ॥

তখন মেঘ সকল যথা সময়ে প্রয়োজন মত জল বর্ষণ করিত, প্রজা সকল স্বধর্ম্ম নিরত এবং বর্ণাশ্রমগুণে ভূষিত ছিল। তখন বিধবা হইয়া বিলাপ করিবার কারণ ছিল না, হিংস্র জন্তুর ভয় ছিলনা, ব্যাধি ভয় ছিল না, লোকে দস্যুভয় ছিলনা। রাম রাজত্বে দেশ এইরূপ ছিল। তখন বৃদ্ধ থাকিতে বালকের মৃত্যুভয় ছিল না। সকল লোকে রাম পূজা পরায়ণ ছিল—সকলেই রাঘবকে চিন্তা করিত। ভগবান্ বাল্মীকিও এই কথাই বলিতেছেন—

নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ ॥
নির্দ্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্য্যাণি কুর্ব্বতে ॥
স্বকর্ম্মসু প্রবর্ত্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
আসন্ প্রজা ধর্ম্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ ॥
সর্ব্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
রাম মেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥

বৃক্ষ সকল সকল কালেই ফলমূল পুষ্পবিশিষ্ট থাকিত, মেঘ সকল ইচ্ছামত বর্ষণ করিত, বায়ু সর্ব্বদাই সুখস্পর্শ থাকিত, লোকের মধ্যে কেহই দস্যু ছিল না। কাহাকেও অনর্থ স্পর্শ করিত না। বৃদ্ধকে কদাপি বালকের বা যুবকের মুখাগ্নি করিতে হইত না। প্রজাগণ পরিতুষ্ট হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিত, এবং আপন আপন বৃত্তি আচরণ করিত। রাম শাসনে প্রজা সকল ধর্ম্ম পরায়ণ ছিল এবং কোথাও মিথ্যা প্রতারণাদি ছিল না। সকলেই লক্ষণ সম্পন্ন, সকলেই ধর্ম্ম পরায়ণ, কেহ কাহাকেও হিংসা করিত না—সকলেই রাম রাজাতে অনুরক্ত ছিল।

জাতিমধ্যে মঙ্গলাচরণে ঈশ্বর ভাবনায় যদি কখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় তবেই এই জাতি জাগিবে। এই জন্য শাস্ত্রপ্রদর্শিত যে সমস্ত মঙ্গলাচরণে

বিশেষভাবে ঈশ্বর ভাবনা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই আমরা এখানে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি। এই গুলি নিত্য পাঠের জন্যও আবশ্যক। যেরূপ ভাবে পরে পরে সজ্জিত করিলে এই শ্লোক সমস্ত মনের অসম্বদ্ধ প্রলাপ সরাইয়া, চিত্তভূমিতে ঈশ্বর ভাবনার প্রবাহ তুলিতে পারে—যাহাতে চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে, মঙ্গলাচরণে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে তাহা এই।

প্রথম স্তবক—শ্রীগুরুঃ।
দ্বিতীয় স্তবক—মহাপ্রলয়ে শক্তি—শক্তিমান্ ভাবনাও প্রার্থনা।
তৃতীয় স্তবক—দেবতা—আবাহন—বন্দনা।
চতুর্থ স্তবক—বেদে সর্ব্বব্যাপী দেবতার নিকট প্রীতি-ভিক্ষা।
পঞ্চম স্তবক—অদ্বৈত ভাবে মঙ্গলাচরণ।
ষষ্ঠ স্তবক—চিত্তের, মনের উদ্বোধন।
সপ্তম স্তবক—গীতার মূল উপদেশ।
অষ্টম স্তবক—অবিচারিতসিদ্ধা মায়া ও সদঃ বিদ্যাভ্যাস- শান্তি।
নবম স্তবক—সম্পূর্ণ সাধনা।

মামেকং শরণং ব্রজ।

বসন্তের রৌদ্রতাপানলে
হরি হরি গণি মনে চলেছি প্রাণ সংগ্রামে
দেহ কিন্তু মাঝে মাঝে জ্বলে।
ভাবিলাম এ জ্বলন শরীরের হেনধর্ম্ম
আমি আত্মা নাই সুখ দুঃখ,
তথাপি কেনরে হরি আমি এ সবাতে মরি
বলি করিলাম ঊর্দ্ধ মুখ।
নয়ন দেখায় ব্যোম নবদুর্ব্বাদল শ্যাম
সূক্ষ্ম দেখে রূপ শ্রীপতির
নির্ম্মল হইল চিত্ত দেখিনু যশোদা সুত
যেন কূপ মধ্যে থাকে নীর।

শ্রীপতি, যশোদা সুতে নাহি ভিন্ন কোন মতে
নামান্তর মাত্র সে হরির
তথাপি কেনহে হরি তোমা হ'তে ভিন্ন করি
রেখেচ তোমার এ শরীর ?
অভিন্ন সকল দৃশ্য তুমি এ প্রপঞ্চ বিশ্ব
আছ মাত্র অন্য উপাধিতে,
মলিন এ আবরণ ঘুচিবে হরি কখন
এনে দাও উপায় আমাতে।
সহসা হইল মনে কৃষ্ণের উত্তর যেন
নাহিক আমার রূপ গুণ,
কেবল তোমার তরে, স্থিতির কারণে ওরে
পরেছি এ মায়ার ভূষণ।
দেখিছ যেরূপ তুমি, সত্য কি সেরূপ আমি
নাম রূপ ধরি মায়াছলে।
মায়াতীত সদা রই তবু মায়াধীশ হই
তোমার উপাস্য হব ব'লে ॥
সাগরের এই জল দেখায় শুধু শ্যামল
সত্য কিবে এইরূপ বর্ণ
মায়াতে দেখাই নিতি শ্যামল মধু মুরতি
উপাসনে নামরূপ চূর্ণ।
আমার ইচ্ছার বলে সৃষ্টির বিকার তুলে
এক আমি মায়া ক'রে বহু
পুনঃ খেলা সাঙ্গ করি প্রলয়াবসানে ধরি
আপনি আপনি মহাবাহু।
বিষন্ন না হোয়ো তুমি, অনাসক্ত সদা আমি
ভোগ সর্ব্ব শুধু মায়াভূমি।
নাহি কিছু অবিচার আমি দয়াময় সার

মামেকং শরণং ব্রজ তুমি ॥

ওঁ শান্তিঃ।

(দস্তখত) শ্রীআনন্দ চন্দ্র মহান্তি. ম্যানেজার অফিস আল।

অযোধ্যাকাণ্ড—মধ্যলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অন্ধমুনির অভিশাপ কথা—রাজার মৃত্যু।

"গতেঽর্দ্ধরাত্রে ভৃশ দুঃখ পীড়িত স্তদা জহৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ"

বাল্মীকি।

মানুষ যাহা হইতে যখন কোন ক্লেশ পায়, তখন যদি বিচার করিতে পারে, তবে নিশ্চয় করিতে পারে যে তাহার এই জন্মের ক্লেশদাতাকে সে পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয়ই ক্লেশ দিয়া ছিল। এই বিচার যে করিতে পারে সে সুস্থ মনে ক্লেশ সহ্য করিয়া যায়। দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি এই বিচারের উপরে নির্ভর করে। রাম রাম করা শেষ।

এই বধ বিবরণ স্মরণে রাজা ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে বলিতে লাগিলেন দেবি! অজ্ঞানত এই পাপ করিয়া আকুলেন্দ্রিয় হইয়া একাকী ইহাই ভাবিতে লাগিলাম কি করিলে মঙ্গল হইবে? তখন সেই বারিপূর্ণ কলশ লইয়া ঋষিকুমার কথিত পথ ধরিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তথায় বৃদ্ধ অন্ধ তাপস দম্পতি ছিন্নপক্ষ বিহগ মিথুনের ন্যায় একস্থানেই অবস্থিত, কোথাও লইয়া যাইবার কেহ নাই। আমি তাঁহাদের সকল আশা ছেদন করিয়াছি, তথাপি পুত্র জল আনিয়া দিবে এই আশা করিয়া তাঁহারা পুত্রের কথা কহিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র শ্রম বোধ হইতেছেনা। একে আমি শোকাক্রান্ত চিত্ত, তাহাতে আবার ভয় সন্ত্রস্ত চেতন, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। আমার পদশব্দ শুনিয়া মুনি বলিতে লাগিলেন পুত্র এত বিলম্ব করিলে কেন? শীঘ্র জল আন। তুমি যে এতক্ষণ জলে খেলা করিতেছিলে সে জন্য তোমার মাতা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন এখন শীঘ্র কুটীরে প্রবেশ কর। যশোভাজন! আমরা যদি কোনরূপ ব্যলীক—কোনরূপ অপ্রিয় তোমার করিয়া থাকি, তাহাতে তুমি কিছু মনে করিও না—"ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং ত্বয়া তাত যশস্বিনা"। আমরা অগতি তুমি আমাদের গতি আমরা চক্ষুহীন তুমি আমাদের চক্ষু। আমাদের প্রাণ তোমাতেই

আসক্ত—তবে তুমি কেন কোন উত্তর দিতেছনা? মুনি পুত্র মনে করিয়া ব্যঞ্জনাক্ষর অভিব্যক্তি রহিত গদ্ গদ্ ও অস্ফুটস্বরে এইরূপ বলিলে আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম; আমি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম তপোধন আমি দশরথ, আমি ক্ষত্রিয় আপনার পুত্র নই। সজ্জন বিগর্হিত স্বকর্ম্মজ এই দুঃখ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌশল্যে আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলাম, শেষে বলিলাম আমি না জানিয়া আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছি। তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন—য' হইবার হইয়াছে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি কঠোর কথা বলিলাম—তিনি আমাকে ভস্ম করিতে পারিতেন কিন্তু করিলেন না। বাষ্প পূর্ণ বদনে শোক মূর্চ্ছিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস সহ বলিতে লাগিলেন মহারাজ! যদি তোমার এই অকার্য্য তুমি স্বয়ং আসিয়া না জানাইতে তাহা হইলে তোমার মস্তক এখনই শত সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়ও যদি বাণপ্রস্থকে এইরূপে জ্ঞানপূর্ব্বক বধ করে তবে ইন্দ্রকেও ইহা স্থানচ্যুত করিতে পারে। আমার পুত্র তপস্বী ও ব্রহ্মবাদী—এইরূপ তপস্বীকে জ্ঞানপূর্ব্বক হত্যা করিলে তোমার মস্তক সপ্তধা বিশীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানে ইহা করিয়াছ বলিয়াই এখনও বাঁচিয়া আছ, জানিয়া করিলে সমস্ত রঘুবংশ নির্ম্মূল হইয়া যাইত। রাজন্ এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। আমি আমার পুত্রের অন্তিম দশা দেখিতে ইচ্ছা করি। রুধিরাবসিক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অজিন ও বস্ত্র, ভূমি পতিত, নিঃস্বংজ্ঞ, ধর্ম্মরাজ বশতাপন্ন—আহা! আমার পুত্রের অবস্থা কি হইয়াছে? রাণি! ভৃশ দুঃখিত আমি একাই ভার্য্যার সহিত তাঁহাকে তীরে লইয়া গিয়া তাঁহাদের পুত্রের মৃত দেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শমাত্রে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রের শরীরের উপরে পতিত হইলেন। আহা! মুনির করুণ বিলাপ স্মরণে আজ আমি প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না। মুনি বলিতে লাগিলেন বৎস! আজত তুমি আমাকে অভিবাদন করিলেনা? কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না? কি নিমিত্ত তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? বৎস! তুমি কি আমাদের উপর ক্রোধ করিয়াছ? পুত্র আমিই যদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি তবে তুমি তোমার এই ধর্ম্মশীলা মাতাকে একবার নিরীক্ষণ কর; পুত্র! তুমি কি জন্য আলিঙ্গন করিতেছ না বল? তুমি একবার সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ কর। আমি আর শেষরাত্রে কাহার হৃদয়ানন্দকারী মধুর বাক্যে শাস্ত্রাধ্যয়ন শুনিব? আমি শোকেও ভয়ে কাতর হইলে প্রাতঃকালে কে আর স্নান করতঃ সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া

আমার নিকট উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে? আমি কর্ম্মানুষ্ঠানে অক্ষম, নীবারাদি সংগ্রহে অসমর্থ এবং পালকহীন, এক্ষণে কন্দ ফল মূল আহরণ পূর্ব্বক কে আর আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? এই তোমার মাতা বৃদ্ধা, অন্ধা, একান্ত নিরুপায়; বল তোমা বিনা আমি কিরূপে উঁহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিব? বৎস! তুমি একাকী যমালয়ে গমন করিওনা—অদ্য অপেক্ষা কর কল্য আমাদের উভয়ের সহিত গমন করিবে। আমরা উভয়ে শোকার্ত্ত অনাথ দীন হইলাম, তোমাবিনা আমাদিগকে অচিরাৎ যমভবনে গমন করিতে হইবে। আমি যমালয়ে গিয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিব ধর্ম্মরাজ! তুমি আমার পুত্র বিয়োগ জনিত পূর্ব্বকৃত অপরাধের ক্ষমা কর—আমার এই পুত্র এক্ষণে স্বীয় পিতামাতা—আমাদিগের উভয়কে পালন করুক। তুমি লোকপাল, তুমি মহাযশা, আমি অনাথ—অনাথের এই এক অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার উচিত। আহা! তুমি নিষ্পাপ, পাপকর্ম্মা এই ক্ষত্রিয় দ্বারা যে প্রকারে তুমি নিহত হইলে, তাহাতে তুমি আমার সত্যের বলে অবিলম্বে শাস্ত্রযোধী বীরগণের লোক লাভ কর। অথবা যাঁহারা সংগ্রামে পলায়ন না করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন, পুত্র তুমি তাঁহাদের পরমাগতি লাভ কর। অথবা যে গতি সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার পাইয়াছেন, পুত্র তোমার সেই গতি হউক। অথবা স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমি দান, নিত্য হোম, একপত্নীব্রত, গোসহস্র দান, গুরু সেবা মহাপ্রস্থানাদি দ্বারা পরলোক জন্য তনুত্যাগ এই সকল কার্য্যে মানুষের যে গতি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তুমি প্রাপ্ত হও। এই তপস্বি-কুলে যে জন্মিয়াছে তাহার কখন অগতি হইতে পারেনা। আমার প্রিয় পুত্রকে যে বধ করিল তাহারই অশুভ গতি হইবে। এইরূপে করুণ স্বরে বিলাপ করিয়া তিনি ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদ্দেশে উদক ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর ধার্ম্মিক মুনি কুমার স্বীয় কর্ম্ম প্রভাবে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তিনি পুনরায় ইন্দ্রের সহিত ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতাকে মুহূর্ত্ত কাল আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন আপনাদের সেবা করিয়া দিব্যস্থান অধিকার করিয়াছি এক্ষণে আপনারাও সত্বর আমার সমীপে আগমন করুন। এই বলিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিপুত্র সুপ্রশস্ত দিব্য রথে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। এইরূপে পরম তেজস্বী তাপস ভার্য্যার সহিত অতি সত্বর পুত্রের উদক ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান আমাকে বলিতে লাগিলেন রাজন্ আজই আমার প্রাণ বিনাশ কর "মরণে নাস্তি

যে ব্যথা” মৃত্যুতে আর আমার কোন যাতনা নাই। আমার একমাত্র পুত্র ছিল তাহাকে বিনাশ করিয়া তুমি আমাকে অপুত্রক করিয়াছ। তুমি না জানিয়া আমার বালককে বিনাশ করিয়াছ এই কারণে আমি তোমাকে অতি দুঃখপ্রদ দারুণ শাপ দিতেছি। সম্প্রতি আমাকে যেমন পুত্র বিয়োগজ দুঃখ দিলে মহারাজ! তোমাকেও এমনি পুত্রশোকে কষ্ট পাইয়া মরিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞানতঃ এই কার্য্য করিয়াছ সুতরাং হে নরাধিপ ব্রহ্মহত্যা সদৃশ পাপ তোমার স্পর্শিতেছে না কিন্তু দাতার দানের ফল যেমন অবশ্যই হইয়া থাকে সেইরূপ তোমাকেও অচিরে আমার ন্যায় এই প্রকার প্রাণান্তকর ঘোর দশায় পড়িতে হইবে।

আমাকে এই শাপ দিয়া এবং বহুবিধ করুণ বিলাপ করিয়া সেই ঋষি ভার্য্যার সহিত চিতারোহণ করিলেন ও স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! আমি যে তৎকালে অজ্ঞান প্রযুক্ত শব্দবেদী হইয়া তাদৃশ পাপ করিয়াছিলাম, অধুনা চিন্তা করিতে করিতে তাহা মনে পড়িল। অপথ্য অন্ন ভোজনে যেমন ব্যাধি জন্মে সেইরূপ আমার ঐ কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইল। ভদ্রে! উদার স্বভাব মুনির বাক্য সত্য হইল। এই কথা বলিয়া রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে ভার্য্যাকে বলিতে লাগিলেন! কৌশল্যে! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বাহির হইবে, আমি আর তোমাকে চক্ষে দেখিতে পাইনা, তুমি আমাকে স্পর্শ কর। দেখ মানুষ মুমূর্ষু কালে কাহাকেও দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাম যদি একবার আমায় নিজে স্পর্শ করিতেন বা অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ করিতেন এবং যদি আমার ধনাগার ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আমি বাঁচিতে পারিতাম। আমি রামের প্রতি যে আচরণ করিয়াছি তাহা আমার উচিত হয় নাই কিন্তু রাম আমার প্রতি উচিত ব্যবহারই করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত হইলেও কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সংসারে পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? অথবা বনবাস দিলে কোন্ পুত্রই বা পিতার প্রতি অসূয়া না করে? দেবি! আর আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছিনা, আমার স্মরণ শক্তি লোপ হইয়া আসিতেছে। ঐ দেখ যমদূত সকল আমাকে ত্বরা করিতেছে। আমি ত মরিতেছি কিন্তু মৃত্যুকালেও যে সত্য পরাক্রম ধর্ম্মজ্ঞ রামকে দেখিতে পাইলাম না ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? রৌদ্র যেমন বারিবিন্দু শোষণ করে সেইরূপে রামের অদর্শন শোক আমার প্রাণ শোষণ করিতেছে। তাহারা মনুষ্য নহে দেবতা যাহারা চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে রামের সুন্দর কুন্তল শোভিত মুখমণ্ডল দেখিবে। হে সুভ্রু! পদ্ম পত্রের মত সেই চক্ষু, সেই সুন্দর দন্ত পঙ্‌ক্তি, সেই

চারু নাসিকা—আহা! তাহারই ধন্য যাহারা আমার রামের সেই শারদীয় শশাঙ্ক তুল্য প্রফুল্ল কমল তুল্য প্রিয়দর্শন মুখমণ্ডল দেখিবে! আমার রামের সেই সুগন্ধি মুখপদ্ম—বনবাস শেষ করিয়া রাম যখন অযোধ্যায় ফিরিবে তখন যাহারা তাহা দেখিবে তাহারাই ধন্য। উচ্চ স্থানস্থ শুক্র দর্শনে মানুষ যেমন সুখী হয়, রামকে যাহারা দেখিবে তাহারাও সেইরূপ সুখী হইবে।

কৌশল্যে! চিত্তমোহে আমার হৃদয় অতিমাত্র অবসন্ন হইতেছে। আমি সংযুক্ত শব্দ স্পর্শ রস অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈল শূন্য হইলে ভস্মীভূত দীপরশ্মি যেমন হয় সেইরূপ চিত্তের অবসাদ হেতু আমার ইন্দ্রিয় সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জল প্রবাহের বেগ যেমন নদীতীরদেশকে ভগ্ন করে সেইরূপ এই আত্মকৃত শোক আমাকে অনাথ, অচেতন করিয়া বিনাশ করিল।

হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাসি গতঃ সুতঃ॥
হা কৌশল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।
হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকেয়ি কুলপাংসনি॥
ইতি মাতুশ্চ রামস্য সুমিত্রায়াশ্চ সন্নিধৌ।
রাজা দশরথঃ শোচন্ জীবিতান্তমুপাগমৎ॥

হা রাঘব! হা মহাবাহো! হা শোকনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমিই আমার নাথ! তুমিই আমার পুত্র! এখন তুমি কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে হা তপস্বিনি সুমিত্রে আমি যে আর তোমাদিগকে দেখিতে পাই না! হা দয়াহীনে কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! তুমি আমার পরম শত্রু! এইরূপে রাম মাতা ও সুমিত্রার নিকটে বিলাপ করিয়া রাজা দশরথ জীবনান্ত করিলেন।

তথাতু দীনঃ কথয়ন্ নরাধিপঃ
প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসনাতুরঃ।
গতেঽর্দ্ধরাত্রে ভৃশ দুঃখ পীড়িত
স্তদা জহৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ॥

প্রিয় পুত্রের নির্ব্বাসনে আতুর, উদারদর্শন নরাধিপ দীনভাবে ঐইরূপ বিলাপ করিয়া ভৃশ-দুঃখ পীড়িত হইয়া অর্দ্ধরাত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। মরিবার সময় রাজা রাম রাম করিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

রাম রাম কহি রাম কহি,
রাম রাম কহি রাম।
তনু পরিহরি রঘুবর বিরহ,
রাউ গয়যু সুরধাম ॥

রাম রাম বলিতে বলিতে রামের বিরহে দেহত্যাগ করিয়া রাজা স্বর্গে গমন করিলেন। রাম রাম বলিয়া রাজার মৃত্যু হইল তথাপি কেন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইলনা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—ভক্তি শাস্ত্র তাহাতে উত্তর করেন—ভক্ত বিষয় ভোগ না চাহিলেও শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় তাঁহাকে স্বর্গ সুখ ভোগ করান—তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না।

কোথা গেল সে?

"তোমার সহিত দেখা করিতে আসিলাম?"

"আমার সহিত?"

"হাঁ, তোমার সহিত।"

"কেন?"

"বলিতেছি, আগে বসি!"

"বসিবে?"

"বসিব না? তুমি কি রকম লোক? মানুষ আসিলে বসিতে ব'ল না কেন?"

"বসিতে বলিব না কেন?"

"আমি আসিয়াছি—তুমি ত বসিতে বলিলে না?"

"তুমি যে অসময়ে আসিয়াছ?"

"অসময় কি রকম?"

"অসময় নহে?"

"দেখিতেছি ত স্নান আহার করিয়া আপন ঘরে একাকী নীরবে বসিয়া আছ—এখন অসময় কি করিয়া?"

"স্নান আহার করিবার পূর্ব্বে আসিলেই বুঝি অসময়ে আসা হয়!"

"তোমার ঘড়িতে ত দেখিতেছি একটা—এ সময়ও যদি তোমার স্নান আহার না হইয়া যাইত আর আমি আসিয়া উপস্থিত হইতাম তাহা হইলে 'অসময়ে আসিয়াছি' বলিতে পারিতে।"

"একটায় সময় স্নান আহার হইয়া গেলেই বুঝি সকলই হইয়া গেল?"

"আবার কি বাকি রহিল?"

"স্নান আহার ব্যতীত মানুষের বুঝি আর অন্য কাজ নাই?"

"অন্য কাজ থাকিবে না কেন?"

"তবে?"

"তবে আর কি? যাহাদের অন্য কাজ আছে তাহারা কাজে চলিয়া গিয়াছে।

"কি রকম?"

"এই তোমার দাদা এখন আদালতে ওকালতি করিতে গিয়াছেন। তোমার ভাই এখন বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছে।"

"আর আমি বুঝি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছি?"

"তুমি ত দেখিতেছি বসিয়াই আছ।"

"না, আমি বসিয়া নাই!"

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

"হাসিতেছ যে?"

"হাসিব না?"

"কেন হাসিবে?"

"হাসাইলে তাই হাসিলাম?"

"হাসির কথা কি বলিলাম?"

"একাকী নিজ কক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া আছ আর বলিতেছ যে তুমি বসিয়া নাই!"

"না,—আমি বসিয়া নাই।"

"বসিয়া নাই ত কি?"

"আমি এখন বড় ব্যস্ত!"

"বড় ব্যস্ত?"

"হাঁ—অত্যন্ত ব্যস্ত।"

"একেবারে স্থির হইয়া বসিয়া আছ আর বলিতেছ 'বড় ব্যস্ত'!"

"এই যে স্থির হইয়া বসিয়া আছি—ইহাই ব্যস্ততার লক্ষণ।"

"বেশ, বেশ!"

"হাস কেন?

"দিন দিন তোমার অবস্থা বেশ গড়াইতেছে!"

"রঙ্গ রহস্য ত্যাগ কর—আমি এখন বড় ব্যস্ত তোমার সঙ্গে বাজে গল্প করিবার আমার আর সময় নাই।"

"তুমি এখন কি কাজে ব্যস্ত?"

"সে কথায় তোমার দরকার কি?"

"এই দুপুর বেলায় ঘুমাইলে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইবে না। তাই তোমার সহিত একটু গল্প করিয়া দুপুরটা কাটাইব বলিয়া আমি আসিয়াছি। তুমি এখন কাজে ব্যস্ত। আমি দেখিতেছি তুমি বসিয়া আছ। এ অবস্থায় এমন কি কাজে ব্যস্ত তাহা না বলিলে আমি যাইব না।"

"তাহা বলিলে যাইবে ত?"

"দেখ, তোমার কাছে আসিলাম, তুমি কোথায় আদর অভ্যর্থনা করিয়া দুদণ্ড বসাইবে, তা' না—নিতান্ত অভদ্রের ন্যায় আমাকে তাড়াইয়া দিতেছ!"

"তুমিই বা কি রকম ভদ্রলোক?"

"কেন?"

"আমি বলিতেছি—আমি এখন বড় ব্যস্ত, আমার সময় নাই, তবুও তুমি এখন এখানে বসিতে চাহিতেছ।"

"আচ্ছা,তুমি ত চিরদিন এমন ছিলে না!"

"না, ছিলাম না।"

"এখন এমন হইলে কেন?"

"এখন যে বৃদ্ধ হইয়াছি।"

"বয়স হইলে ত মানুষ আরও বেশী সামাজিক হয়।"

"তুমি ভাই, বিদায় হও,—আমার এখন সামাজিকতার আলোচনা করিবার সময় নাই। আমি এখন বড় ব্যস্ত।"

"আচ্ছা, আর একদিন আসিয়া তোমার সহিত এই সামাজিকতার আলোচনা করিব।"

"সেই ভাল,—এখন এ'স,—নমস্কার!"

"'নমস্কার' কি রকম?"

"এই যে বিদায় হইতেছি—তাই বিদায়ের সম্ভাষণ করিলাম।"

"বিদায় হইতেছে কে ?"

"তুমি।"

"বিদায় যখন দিতেছ তখন আজ বিদায় হইতেছি—তবে তুমি এখন কি কাজে ব্যস্ত তাহা না জানিয়া যাইব না।"

"সেটি বলিলে যাইবে ত ?

"হাঁ যাইব।"

'আমি এখন অনুসন্ধান করিতেছি কোথা গেল সে' ?

"সে কে ?"

মন ভুলা'লে যে।"

"মন ভুলাইল কে ?"

"মন যে ভুলাইতে পারে সেই ভুলাইয়াছে !"

"মন ভুলাইতে পারে ত সুন্দরী যুবতী।"

"হাঁ—সুন্দরী, যুবতী,—ষোড়শী !"

"ষোড়শী ?"

"হাঁ—ষোড়শী।"

"এই বুড়ো বয়সে আবার কোন্ ষোড়শীর প্রণয়ে পড়িলে ?"

"সুন্দরী ষোড়শী।"

"সুন্দরী ?"

"সুন্দরী !"

"কেমন রূপ তা'র ?"

"জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায়।"

"জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় ?"

"হাঁ—তা'র রূপের ছটায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত !"

"ব'ল কি ?"

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী !"

"কোথায় দেখিলে ?"

"সে দেখে আমি দেখিনে' "

"তবে ?"

"ঘুরে বেড়াই আসে পাশে'।"

"তোমার দেখিতেছি মাথা খারাপ হইয়াছে।"

"একেবারে।"

"তোমার সঙ্গে পাগলামি করিয়া আর লাভ নাই—এখন আসি।"

"আচ্ছা এস। আমি দেখি—কোথা গেল সে ?"

বাদল বরণ।

নেমে এস নেমে এস বাদলের ধারা
এস ঝড়, এস বৃষ্টি, গড়ি অভিনব সৃষ্টি
এই মুক্ত হিয়া মাঝে টুটি মোহ কারা।

পেতে ছিনু এ হৃদয় আজি এ আঁধারে,
অসীম আকাশ হ'তে, চড়ি ধূম্র মেঘরথে
এস বারি ঘন ঘোর হৃদয় পাথারে।

মহাশূন্য আকাশের চির শান্তি নীর
আঁধার অন্তর ধন, করি আজ নিমন্ত্রণ
ঢাল তপ্ত মরুভূমে প্রেম সুনিবিড়।

গগন ভরিয়া এস তুমি ঝঞ্চাবীর
কাল বৈশাখীর মত, এ হৃদয়ে ধূলি যত
ফুৎকারে উড়ায়ে দাও অনাদি-অস্থির।

কৃষ্ণ মেঘ তুব যেন রুদ্র জটা মত
উড়ে আজ চারিদিকে, চেয়ে থাকি আনামখে,
ধ্বনিছে ভুবনে শুনি বীণা শত শত।

তবে এই মেঘ মুক্ত আমার হৃদয়ে
ছড়াও অমৃত বাণী আনন্দ সন্দেশ আনি
জাগাও অলস হিয়া অনন্ত নির্ভয়ে।

মেঘে ঢাকা সীমা হীন গগন মণ্ডল
নাহি শশী নাহি তারা ঝরে বাদলের ধারা
মুক্ত বাতায়নে আসে বায়ু সুশীতল ;

নিখিল ধরণী আজ আসে ক্ষুদ্র প্রাণে,
মহাবিশ্ব ব্যাকুলতা লভে যেন নীরবতা
মেঘ মন্দ্র সুগভীর ঝটিকার গানে !

মৃত্যু সম ঘন ঘোর আকাশের তলে
হে দুর্দ্দম, হে ভীষণ, কি বিজয় নির্ঘোষণ
তুলিছ ভুবন ভরি' প্রতি পলে পলে ?

চল যাই হে প্রবল তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
ধূলি লীন আছি ভবে তোমার ভৈরব-রবে
সুপ্ত প্রাণ নব বলে উঠে যেন জেগে ।

অসহ অসহ এবে মর্ত্ত্য দুঃখ ভার
চল অসীমের পানে বজ্র গরজন গানে
তুচ্ছ করি রোগ শোক জরা হেথাকার ।

এস তুমি মহাবীর তুলি' লহ মোরে,
চির আঁধারের দেশে অথবা সীমার শেষে
লয়ে চল সঙ্গোপনে বাঁধি অগ্নি-ডোরে ।

হে মহান্ জীবনের আবর্জ্জনা যত,
ফেলে দাও বহু দূরে, বাজাও গভীর সুরে
এ হৃদয়-বীণা খানি মুছে দাও ক্ষত ।

দাঁড়াও দাঁড়াও ওহে মহাশক্তিমান,
একা তুমি কোথা যাও, কি কহ যে কিবা গাও
বুঝিনা তোমার মহা প্রলয়ের গান !

উদ্দাম তোমার নৃত্য প্রচণ্ড পথিক,
সুপ্ত এবে জন প্রাণী, নাহি আলো, নাহি বাণী
একা শুধু জাগি আমি স্তব্ধ চারিদিক ।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

* * * *

জিজ্ঞাসু—'শিবরাত্রি ব্রত' কি জন্য মাঘ-ফাগুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রিতে করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত 'কাল' পদার্থের স্বরূপ প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। 'কাল' 'অখণ্ডদণ্ডায়মান' ও খণ্ড বা কলনাত্মক ভেদে দ্বিবিধ। অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, মহাভাষ্য, সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি হইতে অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল ও পরমাত্মা যে এক পদার্থ, আপনি তাহা বুঝাইয়াছেন। খণ্ডকাল সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে 'ক্রিয়া' 'পরিণাম' বা ক্রমোৎপন্ন ব্যাপার সমস্তই যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কালপদার্থ, তাহা অবগত হইয়াছি। 'ক্ষণ' ও তাহার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বা ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে', ভগবান্ পতঞ্জলি দেবের এই কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল হওয়ায়, আপনি অতি সংক্ষেপে 'ক্ষণ' ও ক্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। যোগ ও জ্যোতিষ দ্বারা যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ পরিণাম সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারা যায় তাহা জানানও, আমার বোধ হয়, বিবেকজ জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিবার অন্য কারণ। এখন যাহা বলিতে হইবে, তাহা বলুন।

বক্তা—জ্যোতির্ব্বিৎ বা কালবিধান শাস্ত্রজ্ঞ, গণনা দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ বলিতে পারেন, কোন্ বৎসরে, কোন্ মাসে, কোন্ পক্ষে, কোন্ তিথিতে, কোন্ মুহূর্ত্তে, কোন্ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বা হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ গ্রহ কোন্ কোন্ গ্রহের সহিত কোন্ কোন্ রাশিতে সম্মিলিত হইবেন এবং তন্নিবন্ধন কিরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম হইবে, জাতকের ভাবী জীবন কিরূপ হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম করিলে, তাহা সফল হইবে, কোন্

কালে, কোন্ কোন্ কর্ম্ম করা উচিত বা উচিত নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্ ইত্যাদি পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারেন, গণনায় যদি ভ্রান্তি না থাকে, তাহা হইলে, অগ্রনিরূপকের ভবিষ্যদ্‌বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। গণিততন্ত্রকুশল, জ্যোতির্ব্বিৎ সুধীবর্গ বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবি ঘটনা সকল বলিতে পারেন, তাহার কারণ কি?

পরিণামমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, সকল পরিণামই নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে হইয়া থাকে, সকল কার্য্যের কারণ স্থির আছে, যে যে কারণসমবায়ে যে যে কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, সেই সেই কারণসমবায়ে চিরদিনই সেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ যে, ভবিষ্যতের দর্শন করিতে পারেন, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ, একটী পতনশীল বস্তু তিন সেকেণ্ডে কতদূর পতিত হয়, গণিতকুশল গণনা দ্বারা তাহা বলিতে পারেন।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা বলিতে পারেন?

বক্তা—পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, পতনশীল কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে যতদূর পড়ে, দুই সেকেণ্ডে তাহার চতুর্গুণ, তিন সেকেণ্ডে তাহার নবগুণ দূরে পতিত হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়ম হইবার কারণ কি, তাহা আমি তোমাকে পরে বুঝাইয়া দিব।

শাস্ত্রকারেরা যে ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ বহুপূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহাও সূক্ষ্ম গণিতমূলক, তাঁহারা গণনা দ্বারাই অনাগত ঘটনা সকল জানিতে পারিতেন।

জিজ্ঞাসু—আপনি যে পূর্ব্বে বলিলেন, বিবেকজজ্ঞান সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয় এবং অক্রম, বিবেকজজ্ঞানের কোন কিছু অবিষয়ীভূত থাকে না, যাঁহার বিবেকজজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, বিবেকজজ্ঞানে একক্ষণে সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বথা গ্রহণ হয়, বিবেকজজ্ঞানকে এই নিমিত্ত 'অক্রম' বলা হইয়াছে। আমার এই নিমিত্ত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, শাস্ত্রকারেরা কি বিবেকজজ্ঞানবান্ ছিলেন না? বিবেকজজ্ঞানবান্‌কে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিতে হইবে কেন?

বক্তা—তোমার এইরূপ জিজ্ঞাসা বালকোচিত নহে, ইহা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ধীমানের জিজ্ঞাসা, ইহা শাস্ত্রীয় প্রতিভাবিশিষ্টের জিজ্ঞাসা। আমার এখন বিশ্বাস দৃঢ় হইল, করুণাময় শঙ্করের কৃপায়, তুমি যথার্থভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারিবে, তাঁহার কৃপায় তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইবে,

সর্ব্বসন্তাপনাশিনী ভক্তিদেবী তোমার হৃদয়কে কৃতার্থ করিবেন। যোগাভ্যাস দ্বারা বশীকৃতমানস যুক্তযোগীর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 'যুক্ত'ও 'যুঞ্জান' ভেদে যোগী দ্বিবিধ। 'যুক্তযোগী' বিনা ধ্যানে, চিন্তা না করিয়াই সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; যুঞ্জানযোগী বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে সন্ধারণপূর্ব্বক ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া, স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থিত) পদার্থসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন ("যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ)। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, আবিভূ‍ঁত প্রকাশ (আবিভূ‍ঁত হইয়াছে—চিত্ত সর্ব্বথা মলবিরহিত হওয়াতে যাঁহার জ্ঞান পূর্ণভাবে বিকাশিত হইয়াছে) অনুপদ্রুতচিত্ত (যাঁহার চিত্ত কোন কারণে উপদ্রুত হয় না—বিক্ষিপ্ত হয় না) পুরুষের অতীত ও অনাগত জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে বিশিষ্ট নহে, অতীত এবং অনাগতও তাঁহার সমীপে বর্ত্তমানবৎ। অতএব সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নিখিল বস্তুতত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের জ্ঞান যে, সর্ব্ববিষয় ও সর্ব্বথাবিষয়, ঋষিদিগের জ্ঞান যে, অক্রম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালের জড়বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি স্বদেশীয়-বিদেশীয় পুরুষগণের কাছে এ সকল কথা অযৌক্তিক বোধে অবজ্ঞাত হইলেও, অবিকৃত আর্য্যসন্তানগণ আপ্তোপদেশ বলিয়া ইহাদিগকে সমাদর করিবেন। আর্য্যশাস্ত্রপ্রভাকর হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাগুক্ত যোগবিভূতির প্রতি যে আস্থাবান্ ছিলেন, এবং এখনও আছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লর্ড্ লিটন্ কৃত 'জেনোনী' (Zanoni) নামক 'নভেল' পাঠ করিলে, আমি যাহা বলিলাম তাহা যে মিথ্যা নহে, তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। লর্ড্ লিটন্ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, চিত্ত শুদ্ধ হইলে, হৃদয় জাগতিক কামনাবিরহিত হইলে, ইন্দ্রিয়শক্তি সমধিক সুতীক্ষ্ণ হয়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। ইহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহে, অতিপ্রাকৃতিক নহে, ইহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। * শাস্ত্রকারদিগের ভবিষ্যৎ ঘটনা সমূহের পূর্ব্বেক্ষণও

---

* "But first, to penetrate this barrier, the soul with which you listen must be sharpened by intense enthusiasm, purified from all earthlier desires. * * * , when thus prepared, science can be brought to aid it; the sight itself may be rendered more subtle, the nerves more acute, the spirit more alive and outward, and the element itself—the air, the space may be made, by certain secrets of the

সূক্ষ্মগণিতমূলক আমার এইরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, শাস্ত্রকারেরা যে ভবিষ্যৎ ঘটনা সকলের বহুপূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা বুজ্‌রুকী নহে, অতি-প্রাকৃতিক নহে, ইহা জানান।

* * *

"শিবরাত্রি ব্রত" মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রিতে করিতে হয় কেন, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমাকে কাল সম্বন্ধে এত কথা (যে সকল কথার মধ্যে বহু কথাই তোমার দুর্ব্বোধ্য) বলিতেছি কেন, তোমার কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে না? তোমার কি এই সকল কথা শুনিতে ভাল লাগিতেছে? আমি তোমাকে যে সকল কথা শুনাইতেছি, তাহারা কি, তোমার একেবারে অবোধ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে রমা! তোমার মুখখানির দিকে তাকাইলে আমার মনে হয়, তুমি আমার এই সকল কথার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছ না, এবং বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া তোমার কষ্ট হইতেছে।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই মহামূল্য উপদেশ সমূহের যোগ্য শ্রোত্রী হইতে পারিতেছি না বলিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, বুক কাটিয়া যাইতেছে, সম্মুখে সুবাসিত সুশীতল জল রহিয়াছে, কিন্তু গিলিবার শক্তি নাই, এইরূপ অবস্থায় যেরূপ কষ্ট হয়, আমার সেইরূপ কষ্ট হইতেছে। তথাপি স্বীকার করিতেছি, এক মৃতসঞ্জীবনী আশা আমাকে বড় শান্তি দিতেছে, আমার সকল কষ্ট হরণ করিতেছে, আমার ধৈর্য্যকে বিচলিত হইতে দিতেছে না, আমার উৎসাহকে কমিতে দিতেছে না।

বক্তা—সে কিসের আশা রমা? কিসের আশা তোমাকে কাল প্রতীক্ষা করিবার বল দিতেছে?

জিজ্ঞাসু—আপনি বুঝাইয়াছেন, কাল পরমাত্মা, কাল আমার পরমারাধ্য দেবতা, কাল আমার শিবযুক্ত শিবা, আপনি বুঝাইয়াছেন, কাল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ, কাল মন, কাল প্রাণ, কালই সকলের সব। আপনি সেই কালের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন, আমার প্রাণের প্রাণ যিনি, আমার মনের মন

---

higher chemistry, more palpable and clear. And this, too, is not magic, as the credulous call it. as I have so often said before, magic (or science that violates nature) exists not; it is but the science by which nature can be controlled."—Zanoni, Book IV, Chap IV.

যিনি, আমার সকলের সব যিনি, আপনি তাঁহাকে দেখিবার চোক্ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আহা! ইহা ভাবিয়া আমার কত আনন্দ হইতেছে? আমি যাঁহাকে দেখিবার জন্য, যাঁহার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি, আপনি তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার স্বরূপ জানিবার উপায় বলিয়া দিতেছেন, আহা! ইহাতে আমার হৃদয়ে কিরূপ আশার সঞ্চার হইতেছে? আপনার সকল কথার অর্থ এখন বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু যাঁহার কৃপায় কুঞ্জরমূর্খও প্রাজ্ঞ হয়, আমি একদিন নিশ্চয় তাঁহার কৃপায় এই সকল কথার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিব, এই আশাই আমার মৃত সঞ্জীবনী, এই আশাই আমার ধৈর্য্যকে বিচলিত হইতে দিতেছে না, এই আশাই আমার উৎসাহকে কমিতে দিতেছে না। আমি আর কিছু নাই বুঝিতে পারি, আপনি শিব-শিবারই স্তব করিতেছেন, আমার আরাধ্য দেবতারই নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, আমিত তাহা বুঝিতে পারিতেছি দাদা! সকল কথার অর্থ না বুঝিলেও, পরমাত্মা বা শিব-শিবা হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, অথবা জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও নাশ হইয়া থাকে, বিশ্বের শুভাশুভ মহাকাল ও মহাকালী হইতে হইয়া থাকে, ক্ষণ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যে যে রূপ পরিণাম হয়, তৎসমস্তই শিব-শিবা হইতেই হইয়া থাকে, ক্ষণাদি প্রত্যেক কালাবয়ব কাল-কাল বা শিব-শিবার আশ্রিত, শিব-শিবার ভিন্ন, ভিন্ন শক্তিই ক্ষণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহারাই শুভ বা অশুভ কর্ম্মফলদাতা, আপনি সামান্যতঃ যে, এই কথাই বলিতেছেন আমিত তাহা একটু বুঝিতে পারিতেছি, আমার পক্ষে ইহাই কি, আশাতিরিক্ত লাভ নহে দাদা! আপনার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় আশাহীন হয় না, আমার ধৈর্য্যের হানি হয় না, আমার উৎসাহের হ্রাস হয় না। সব বুঝিতে না পারিলেও, আমি ভগবানের নাম শুনিতেছি, এই ধারণা আমাকে বড় আনন্দ দেয় দাদা! আমি করুণাময় শিবাযুক্ত শিবের শিবপ্রিয় রাত্রিতে একদিন যথার্থভাবে পূজা করিব, তাঁহার চরণে পূর্ণভাবে আত্মভার ন্যস্ত করিব, 'তাঁহার রমা' সম্পূর্ণভাবে আবার তাঁহার হইবে এই আশাই মৃত সঞ্জীবনী, এই আশাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

বক্তা—তুমি যে, আমার উপদেশের সারাংশ গ্রহণ করিতেছ, তাহা অবগত হইয়া, আমি যে কত আশ্বস্ত হইলাম, কত সুখী হইলাম, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

* * * *

'শিবরাত্রি ব্রত' কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে করিবার নিয়ম হইয়াছে, কি নিমিত্ত দিনে না করিয়া এই ব্রত রাত্রিতে করিতে হয়, তাহা জানিতে হইলে, কালতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেবতাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে, 'অধিষ্ঠাত্রী দেবত.' এই কথার অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে, ভূত-পিশাচাদির স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইবে, 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, উপবাস কাহাকে বলে, শিবরাত্রিতে জাগরণ করিতে হয় কেন, তাহা বিদিত হইতে হইবে।

জিজ্ঞাসু—এই সকল না জানিলে কি 'শিবরাত্রি' ব্রত করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না? ব্যাধ যে, কিছু না জানিয়া, বাধ্য হইয়া ঐ তিথিতে উপবাস ও জাগরণ করাতে শিবরাত্রি ব্রতের ফল পাইয়াছিল, তাহার কারণ কি?

বক্তা—যদি এই প্রবাদকে মিথ্যা ব'লে উড়াইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, উক্ত ব্যাধের পূর্ব্বসুকৃতি ছিল, অপিচ মানিতে হইবে মাস, পক্ষ, অয়ন, তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ ইত্যাদি কালাবয়ব সকলের বিশেষ, বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে, প্রত্যেক গ্রহের ভিন্ন ভিন্ন শুভাশুভ কারকতা আছে। যথোক্ত ব্যাধের পূর্ব্বসুকৃতি, যাহা বিরুদ্ধ কর্ম্মাশয় দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ঐ তিথিমাহাত্ম্য নিবন্ধন ফল প্রসবে সমর্থ হইয়াছিল।

জিজ্ঞাসু—মাস, পক্ষ, অয়ন, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইহারা কি চেতন পদার্থ? ইহাদের কি চেতনের মত বুঝিয়া কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে? ইহারা যে মানুষের শুভাশুভের নিমিত্ত হয়, তাহার কারণ কি?

বক্তা—আমি তোমাকে পরে ভাল ক'রে এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব; ইহা অতিমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। তোমার মনে যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, শাস্ত্রসংস্কৃতমতির, শাস্ত্রীয়প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষের সেই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যদ্দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় (প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, তদ্বিষয়) পদার্থ জানা যায়, তাহা বেদ (প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা)। তুমি যে সকল বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ ব্যতিরেকে সেই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। বেদ বলিয়াছেন, কাল হইতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ক্ষোভক এবং রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য'।

সঙ্কোচ—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং বিকাশ—গুণক্ষোভ, বিষ্ণুই এই অবস্থাদ্বয়োপেত প্রধান বা প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান আছেন। * বিষ্ণুপুরাণের এই সারতম উপদেশের তাৎপর্য্য হইতেছে, বিশ্বজগৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম, প্রকৃতি বিষ্ণুর—সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বকারণ পরমাত্মার শক্তি, শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহেন, পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তি সঙ্কোচ-বিকাশশীলা। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, 'প্রকৃতি,' 'পুরুষ,' ও 'কাল' ইহাঁরা ব্রহ্মেরই রূপ, ইহাঁরা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন। প্রকৃতি অখণ্ডৈকরস পরব্রহ্মেরই শক্তি, এবং পুরুষ ও কাল তাঁহারই অবস্থাবিশেষ ("প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎ ত্রিতয়ন্ত্বহম্॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৯)। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কাল অনাদি ও অনন্ত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি এবং পুরুষ মহাপ্রলয় কালে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করেন, তৎকালে পরস্পর বিযুক্ত প্রকৃতি-পুরুষের ধারণার্থ পরব্রহ্মের 'কাল' নামক রূপ বিদ্যমান থাকে। পরব্রহ্মের যে রূপ সৃষ্টিকালে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোজন, এবং প্রলয়কালে উহাঁদের বিযোজন করেন, যাঁহাতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পরব্রহ্মের 'কাল' সংজ্ঞক রূপ। 'স্বভাব', 'ঈশ্বর', 'কাল', 'নিয়তি' 'প্রকৃতি', ইত্যাদি স্বরূপতঃ এক পদার্থ। এই সকল কথা অথর্ব্ববেদে আছে। কাল দ্বারা সর্ব্বদ্রষ্টব্য জগৎ ঈষিত—কামিত হয়, অর্থাৎ কালের ইচ্ছাই বিশ্বজগতের ইচ্ছা, কালদ্বারাই বিশ্বজগৎ জাত—উৎপাদিত হয়, কালেই বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, কালই ব্রহ্ম, অনন্ত সচ্চিৎসুখস্বরূপ পরমার্থতত্ত্ব, কালই পরমেষ্ঠীকে (পরম স্থানে, সত্যলোকে বিদ্যমান) চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে ধারণ করিয়া আছেন ("তেনেষিতং তেনজাতং তদুতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্। কালোঽব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্ত্তি পরমেষ্ঠিনম্॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১৯।৫৪।৯)। অতএব অণু, পরমাণু, তড়িৎ, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জীব, দেবতা, দেবযোনি ভূতাদি এ সকলেই যে, কালেরই

---

* "স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ। স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ॥"—বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ, ২ অধ্যায়।

"সঙ্কোচঃ সাম্যং বিকাশো গুণক্ষোভঃ। তাভ্যামুপলক্ষিতঃ প্রধানত্বেঽপি স এব স্থিতঃ। তদবস্থাদ্বয়োপেতং প্রধানমপি বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ॥"—শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

বিশেষ বিশেষ অবস্থা, এ সকলেই যে কালাখ্য পরমাত্মারই মায়াপরিচ্ছিন্ন বিশেষ বিশেষ সত্তা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বৃহৎ পারাশর হোরা' গ্রন্থে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু শ্রীশক্তিযুক্ত হইয়া সদা জগত্রয়কে পালন করেন, ভূশক্তিযুক্ত হইয়া জগত্রয়কে সৃষ্টি করেন, এবং নীলশক্তিযুক্ত হইয়া জগত্রয়কে সংহার করিয়া থাকেন। সকল জীবেই পরমাত্মা বিরাজমান আছেন এবং সকলেই তাঁহাতে স্থিত হইয়া আছে, সর্ব্বপদার্থেই পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন সত্য, তবে গুণ-কর্ম্মভেদে কোন কোন পদার্থে পরামাত্মার অংশ অধিক এবং কোন কোন পদার্থে জীবাংশে আধিক্য আছে। অজ পরমাত্মার অনেক অবতার, তন্মধ্যে রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহ ইঁহারা পূর্ণ অবতার, এতদ্ভিন্ন অবতার সকল জীবাংশান্বিত। গ্রহগণ জীববৃন্দের কর্ম্মফলপ্রদ জনার্দ্দনেরই রূপ বিশেষ, দৈত্যদিগের বল নাশার্থ এবং দেবগণের বলবৃদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মসংস্থাপনহেতু শুভাশুভ গ্রহ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্যের অবতার, যদুনায়ক চন্দ্রের অবতার, নৃসিংহ মঙ্গলের—ভূমি পুত্রের অবতার। যাহাদিগের মধ্যে পরমাত্মার অংশ অধিক, তাহারা 'খেচর' নামে এবং যাহাদিগের মধ্যে জীবাংশ অধিক তাহারা 'জীব' নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। * অতএব গ্রহগণ চৈতন্যবিশিষ্ট, গ্রহগণের কারকতাশক্তি আছে, গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, গ্রহগণ স্ব-স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আদেশানুসারে কর্ম্ম করে, জীববৃন্দের পাপপুণ্যের ফল প্রদান করে। দিবানাথ কালাত্মা কুমুদবান্ধব (চন্দ্রমা) মন, কুজ (মঙ্গল) সত্ত্ব—বল, বুধ বাক্‌শক্তি—বাণীপ্রদায়ক, বৃহস্পতি জ্ঞান ও সুখপ্রদ, ভৃগু বীর্য্যপ্রদায়ক

---

* "শ্রীশক্ত্যা সহিতো বিষ্ণুঃ সদা পাতি জগত্রয়ং। ভূশক্ত্যা সৃজতে বিষ্ণুর্নীল-শক্ত্যা যুতোঽত্তিহি॥ সর্বেষু চৈব জীবেষু পরমাত্মা বিরাজতে। সর্বং হি তদিদং ব্রহ্মন্ স্থিতং হি পরমাত্মনি॥ সর্বেষু চৈব জীবেষু স্থিতং হ্যংশদ্বয়ং কচিৎ। জীবাংশমধিকং তদ্বৎ পরমাত্মাংশকঃ কিল॥ * * * রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভো বিপ্র নৃসিংহ সূকরস্তথা। এতে পূর্ণাবতারশ্চে হ্যন্যে জীবাংশকান্বিতাঃ॥ অবতারাণ্যনেকানি হ্যজস্য পরমাত্মনঃ। জীবানাং কর্মফলদো গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ॥ দৈত্যানাং বলনাশায় দেবানাং বলবৃদ্ধয়ে। কর্মসংস্থাপনার্থায় গ্রহাজাতাঃ শুভা ক্রমাৎ॥ রামোঽবতারঃ সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য যদুনায়কঃ। নৃসিংহো ভূমিপুত্রস্য বুধঃ সোমসুতস্য চ॥ * * * পরমাত্মাংশমধিকং যেষু তে খেরচাভিধাঃ। জীবাংশমধিকং যেষু জীবাস্তেবৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"—বৃহৎ পারাশরহোরা।

("কালাত্মা চ দিবানাথো মনঃ কুমুদবান্ধবঃ সত্ত্বং কুজো বিজ্ঞানীয়াদ্বুধো বাণীপ্রদায়কঃ। দেবেজ্যো জ্ঞানসুখদো ভৃগুর্বীর্য্যপ্রদায়কঃ॥" বৃহৎ পরাশরহোরা

জিজ্ঞাসু—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাহাকে বলে?

বক্তা—অচেতন স্বতন্ত্রভাবে—স্বয়ং প্রেরিত হইয়া চেতনের অধিষ্ঠান বিনা, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে অচেতন বা জড় যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবল স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণের শরণ গ্রহণ করিলে অচেতন বা জড়ের স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা, এই প্রশ্নের সংশয় বিরহিত সমাধান হয় না। বাহ্য প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে, অচেতন, চেতনের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে, স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বহু অনুকূল দৃষ্টান্ত নয়নে পতিত হয়। প্রসিদ্ধ চেতন কর্ত্তৃক কার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্দিগ্ধ-চেতনকর্ত্তৃকত্ব কার্য্যের চেতনকর্ত্তৃকত্ব অনুমান করা হইয়া থাকে। তরুলতার উৎপত্তি, পর্ব্বতের অভ্যুত্থান, বাষ্পের মেঘাকার ধারণ ও জলরূপে পৃথিবীতে অবতরণ, রাসায়নিক ও ভৌতিক শক্তির বিবিধ লীলা, জীবনীশক্তির বিচিত্র ব্যাপার, ভূকম্প ইত্যাদি সন্দিগ্ধচেতনকর্ত্তৃক কার্য্য। এই সকল কার্য্য চেতনের প্রেরণাপেক্ষ কিনা, স্থূল প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা তাহা বিনিশ্চিত হয় না, স্থূলপ্রত্যক্ষবাদিগণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা যে বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না, তদ্বিষয়কে সত্যরূপে গ্রহণ করেন না। আস্তিকদিগের মতে, প্রত্যক্ষের অনুপলব্ধ পদার্থমাত্রকে অসৎ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে, স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ যে, বিদ্যমান আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরমাণু অপ্রত্যক্ষ পদার্থ হইলেও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কার্য্যমাত্রেই চেতনকর্ত্তৃক, বেদান্তদর্শন ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ন্যায়দর্শনও কার্য্যমাত্রেই যে চেতনকর্ত্তৃক, তাহা মানিয়াছেন। অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন কর্ম্ম করিতে পারেনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। 'ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিতে যাই কেন?' বাচস্পতিমিশ্র ভামতীতে এই প্রশ্নের উত্থাপন এবং দুই এক কথায় উহার সমাধান করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র ইহার যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ হইতেছে, অধিষ্ঠেয়ের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজন জ্ঞানপূর্ব্বক প্রেরকত্বই অধিষ্ঠাতৃত্ব। সারথি রথের অধিষ্ঠাতা, রথ অধিষ্ঠেয়।

রথে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সারথির রথের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজনের জ্ঞান যে থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব অধিষ্ঠেয়ের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজন জ্ঞানপূর্ব্বক প্রেরকত্বই যে, অধিষ্ঠাতৃত্ব তাহা স্বীকার্য্য। কথা হইতেছে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় যে স্বয়ং কোনরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাকে যদি নিঃসন্দেহ বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে, মানিতে হইবে, যেখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক, নিয়মিত কর্ম্মনিষ্পত্তি জ্ঞানগোচর হয়, সেখানে চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে, অথবা জড়ের যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিয়মিত কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে, জড়ের যে, কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তদবধারণের যোগ্যতা আছে, জড়ের যে, দিক ও কালের জ্ঞান আছে, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, জড়কে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বেদে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শুভাশুভ কার্য্যকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। যে কালনামক পদার্থকে বেদ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়কারণ বলিয়াছেন, সে কাল যে, কেবল জড়শক্তি, তাহা মনে হইতে পারে কি? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, পরমাত্মার আত্মভূতা—পরমাত্মা হইতে অপৃথগ্‌ভূতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়াই বিশ্বজগতের কারণ; কাল, স্বভাব ও আকাশাদি-ভূত সমূহের পরমেশ্বরই অধিষ্ঠাতা, তিনিই ইহাদের নিয়ামক, ইহাঁরা তাঁহার নিদেশবর্ত্তী, তাঁহার আজ্ঞানুসারে ইহারা কার্য্য করিয়া থাকে। শ্রীমদ্বৃহৎপারাশর হোরাতে এই কথাই উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ও পরমেশ্বরকে সর্ব্বপদার্থের অন্তর্যামী বলিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, এবং উহাঁদিগের দুঃখনিবারক অনুকূল-অনুগ্রহশক্তিমত্তা আছে, এবং সুখনাশকত্ব প্রতিকূল শক্তিমত্তাও আছে।

অথর্ব্ববেদে ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নক্ষত্রদিগের ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা এবং ইহাদের কার্য্যকারিতা বিষয়ক সংবাদ।

জিজ্ঞাসু—শুভকালে, শুভকর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছি, জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কি কারণ বশতঃ বার, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি কালাবয়ব সমূহকে শুভ ও অশুভ রূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে?

বক্তা—যাঁহারা বেদ-শাস্ত্রের কথাকে বিজ্ঞানবিহীন, অসভ্যের কথা বলিয়া উপেক্ষা করেন না, যাঁহারা, আমরা যাহা বুঝিতে পারিনা, আমরা যাহা বুঝিবার প্রয়োজন বুঝিনা, তাহা অন্য কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে, অন্য কাহারও তাহা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ হওয়া সভ্যোচিত নহে, যাঁহারা এই প্রকার দৃঢ় মতাবলম্বী নহেন, যাঁহারা যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু, যাঁহারা ঝটিতি সিদ্ধান্ত (Hasty conclusion) করিতে অনিচ্ছুক, যাঁহারা সত্যকে জানিবার জন্য শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক নহেন, শুভকালে, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার বিধি হইয়াছে কেন, বার, তিথি, নক্ষত্র, পক্ষ, অয়ন, বৎসর ইত্যাদি কালাবয়ব সমূহের শুভাশুভত্ব নিরূপণের হেতু কি, তাঁহাদের তাহা জিজ্ঞাসা হওয়া প্রাকৃতিক। বেদে এবং বেদমূলক সর্ব্বশাস্ত্রে শুভ ক্ষণের, শুভ মুহূর্ত্তের, শুভ বারের, শুভ নক্ষত্রের, শুভ পক্ষের, শুভ মাসের, শুভ ঋতুর, শুভ অয়নের, শুভ সংবৎসরের যে শুভকার্য্যকারিতা আছে, এবং অশুভ ক্ষণাদির যে অশুভ ফল প্রসব করিবার শক্তি আছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করেন, সত্যজ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা উন্নতিপ্রার্থী, আত্ম-পরের হিতাকাঙ্ক্ষী মানব মাত্রের কর্ত্তব্য, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা পরীক্ষা করিলেও বুঝিতে পারিবেন, শুভাশুভ কালের শুভাশুভ কার্য্যকারিতা আছে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য, আমরা সর্ব্বত্র বুঝিতে না পারিলেও, ইহা অসভ্যোচিত ধারণা, নহে। বরাহ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, তিথি নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন ; এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের শুভাশুভ কারকতা আছে। যে সকল তিথিনক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী শুভ, যে সকল দেবতার যে যে রূপ কার্য্যকারিতা, সেই দেবতার অধিষ্ঠেয় তিথ্যাদিতে সেই সেই কার্য্য করিলে শুভফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ("যৎকার্য্যং নক্ষত্রে তদ্দৈবত্যাসু তিথিষু তৎকার্য্যম্। করণ মুহূর্ত্তেষ্বপি তৎসিদ্ধিকরং দেবতানাঞ্চ॥"—বরাহসংহিতা)। মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন, যে দেবতার যে দিন, তদ্দিনে তাঁহার সংস্থিতি (যদ্দিনং যস্য দেবস্য তদ্দিনে তস্য সংস্থিতিঃ।) হয়। অগ্নি পুরাণে উক্ত হইয়াছে, প্রতিপৎ তিথিতে অগ্নির, দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রহ্মার, দশমী তিথিতে যমের, চতুর্থীতে গণেশের, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশী তিথিতে শিবের, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে বিষ্ণুর পূজা করিলে, বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হয়। 'শিবস্বরোদয়' নামক গ্রন্থে মানুষের অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু বিষয় জ্ঞাত হইবার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। 'স্বরোদয় গ্রন্থ' যোগশাস্ত্রের অঙ্গ, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা জ্ঞেয় বহুবিষয় জানিবার সহায়তা করে। স্বরোদয় গ্রন্থে কোন্ কার্য্যে কোন্ স্বর বর্জ্জিত, অর্থাৎ কোন্ কার্য্য

কোন্ স্বরপ্রবাহকালে করা উচিত নহে, কোন্ স্বর (চন্দ্র বা সূর্য্য) প্রবাহকালে কোন্ কার্য্য করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে ইত্যাদি বহু বিষয় স্বরোদয়-শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়। স্বরোদয় শাস্ত্রের উপদেশানুসারে (বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে যথাবিধি অভ্যাস না করিলে কোন ফলপ্রাপ্তি হইবে না) ক্রিয়া করিলে বহু (সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের জ্ঞানে যাহারা অসাধ্য ও দুঃসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে) রোগের প্রতীকার হয়। রমা! আমি তিথি-নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও উহাদের শুভাশুভ কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বরোদয় শাস্ত্র সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছি কেন, বোধ হয়, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার কি মনে হইতেছে, আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি ?

জিজ্ঞাসু—আমি যে, আপনার বোধহীনা, বোধপ্রার্থিনী, করুণাযোগ্যা অল্পমতি রমা, আমার হৃদয় ত জ্ঞানাভিমান রাহু দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই, দাদা! আপনি দয়া ক'রে যাহা বলেন, আমি বুঝি না বুঝি, তাহাকে অমূল্যোপদেশ, আমার পরম হিতকর উপদেশ বলিয়াই মনে করি, কৃতার্থন্মন্যা হই। আমার বিশ্বাস স্বরোদয় শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা উপাদেয়, এ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা আমার বড় ভাল লাগিতেছে, মনে হইতেছে, সর্ব্বজ্ঞ করুণাময় ঋষিরা আমাদের জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়াছেন।

বক্তা—যোগ ও জ্যোতিষ স্থূলদৃষ্টিতে ভিন্নরূপে পতিত হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। স্বরোদয়ে 'যোগ' ও 'জ্যোতিষ' এই উভয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা উপাদেয় শাস্ত্র। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ছয়টী চন্দ্রমার রাশি ; এবং মেষ, সিংহ, কুম্ভ, তুলা, মিথুন ও ধনু এই ছয়টী সূর্য্যের রাশি ; এই জ্ঞানের যথার্থভাবে উদয় হইলে, শুভাশুভ নির্ণয় হইয়া থাকে। যে কারণে বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রাদি শুভাশুভ ফলপ্রদ হয়, সেই কারণেই সূর্য্য ও চন্দ্র এই স্বরদ্বয়ের উদয় বশতঃ শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, কৃত্তিকা নক্ষত্রের অগ্নি দেবতা, রোহিণী নক্ষত্রের প্রজাপতি, মৃগশীর্ষের সোম, আর্দ্রার রুদ্র, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার বৃহস্পতি, অশ্লেষার সর্প, মঘার পিতৃগণ ইত্যাদি ("কৃত্তিকা নক্ষত্রমগ্নির্দেবতাগ্নে রুচস্থ প্রজাপতের্ধাতুঃ সোমস্যচে * * * "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৪।৪।১০) অথর্ব্ববেদ সংহিতাতেও নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা আছে ; কেবল ইহাই নহে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও অথর্ব্ববেদ কোন্ নক্ষত্র শুভ ফলপ্রদ, কোন্ নক্ষত্র অশুভ

ফলপ্রদ, কোন্ নক্ষত্রে কোন কার্য্য কর্ত্তব্য, কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কার্য্য করিলে, কিরূপ ফলসিদ্ধি হইবে, তাহা উক্ত হইয়াছে ("চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি। * * *॥ সুহবমগ্নে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা। পুন বসু সূনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে। পুণ্যং পূর্ব্বাফল্গুন্যৌ চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতি সুখো মে অস্তু॥ * * *"— অথর্ব্ববেদসংহিতা ১৯।১।৮)। নক্ষত্রগণের নাম হইতেই উহাদের আকারের বোধ হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে নক্ষত্রদিগের আকৃতির কথা বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে নক্ষত্র ভোগ প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৪৮০০০ বিকলা যাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ৮০০ কলা হয় ("শিক্ষা বিভিন্দো অস্মৈ চত্বার্য্যযুতাদদৎ। অষ্টাপরঃ সহস্রা।"— ঋগ্বেদসংহিতা ৮।২।৪১)।

জিজ্ঞাস্য হইবে, 'গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে গ্রহনক্ষত্রাদি শুভাশুভ ফল প্রদান করেন, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি?' অল্প সময়ে এই প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। আমি এ সম্বন্ধে অধুনা সংক্ষেপে কিছু বলিব। এখন 'দেবতা' ও দেবযোনি ভূত-পিশাচাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংক্ষিপ্ত দেবতাতত্ত্ব।

বক্তা—অচেতন কখনও কোন কর্ম্মের স্বতন্ত্র কর্ত্তা, কোন কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রভু হইতে পারে না। বেদে, বেদমূলক শাস্ত্রসমূহে এই নিমিত্ত 'ভূত' ও ভৌতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন এই কথা উক্ত হইয়াছে। দেবতা কোন্ পদার্থ, তাহা যথার্থভাবে অবগত হওয়ার প্রয়োজন কত, তুমি ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে পারিবে, দেবতাতত্ত্ব না জানিলে, 'শ্রৌত' (শ্রুতি বা বেদবিহিত) ও স্মার্ত্ত (স্মৃতি-গৃহ্যবিহিত), সদাচারাদি কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হয় না। যাঁহার পূজা করিবে, যদি তাঁহার সহিত তোমার কোন পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার পূজা হইতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা যৎকার্য্য সাধিত হয়, সেই শক্তিকে না জানিলে তৎশক্তি দ্বারা তৎকার্য্য সাধিত হইবে, ইহা অবগত না হইলে, তৎশক্তি মধ্যে কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে না। অতএব "দেবতা কোন্ পদার্থ,"

কর্ম্মফলপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষিত হইলে, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। শিবরাত্রি ব্রতের তত্ত্বানুসন্ধানে দেবতা ও দেবযোনি ভূতাদির স্বরূপ বর্ণনের যে প্রয়োজন আছে, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। দেবতা ও দেবযোনি ভূতাদির স্বরূপনির্ণয় সুখসাধ্য নহে, কারণ ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে।

দেবতা শব্দের নিরুক্তি।

'দিব' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিলে "দেব" পদ সিদ্ধ হয়; দেব শব্দের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া ('দেবাত্তল'—পা ৩.১।১৩৪) দেবতা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাণিনিদেবপ্রণীত ধাতু পাঠে 'দিব্' ধাতুর (১) 'ক্রীড়া,' (২) 'বিজীগিষা' (জয় করিবার ইচ্ছা) (৩ ('ব্যাপার' (কর্ম্ম) (৪) 'দ্যুতি' (জ্যোতিঃ—প্রকাশ), (৫) 'স্তুতি' (গুণকীর্ত্তন), (৬) 'মোদ' (হর্ষ, প্রসন্নতা), (৭) 'মদ', (৮) 'স্বপ্ন', (৯) 'কান্তি', (১০) 'গতি' এই দশবিধ অর্থ উক্ত হইয়াছে। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে যদর্থে 'দেবতা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, 'দিব্' ধাতুর এই দশবিধ অর্থের কোন না কোন অর্থ তাহাতে সঙ্গত হইতেছে। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাঁহারা ঐশ্বর্য্য দান করেন, যাহা আমাদের অভিমত, ঈপ্সিত, যাহা আমাদের প্রয়োজনীয় যাঁহারা আমাদিগকে তাহা প্রদান করেন, অথবা তেজোময় বলিয়া যাঁহারা পদার্থ সকলকে প্রকাশিত করেন, যাঁহারা পদার্থ সকলের স্বরূপ প্রকটিত করিতে সমর্থ, অথবা যাঁহারা সামান্যতঃ 'দ্যুস্থান' (স্বর্গবাসী) তাঁহারা দেবতা ("দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।"—নিরুক্তটীকা)। যাঁহারা ক্রীড়া করেন, যাঁহাদের ক্রিয়াই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়ের কারণ, যাঁহারা অসুরগণের বিজিগীষু—যাঁহারা পাপনাশক, যাঁহারা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ব্যাবহারিক জগতে যাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন, যাঁহারা দ্যোতনস্বভাব, যাঁহাদের প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যাঁহারা সকলের স্তুতিভাজন, বিশ্বজগৎ যাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করে, যাঁহাদের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য খ্যাপন (বর্ণন) করে, যাঁহারা সর্ব্বত্র গতিশীল,—সর্ব্বব্যাপক, যাঁহারা জ্ঞানময়, তাঁহারা 'দেব'—তাঁহারা দেবতা। দেবতা শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে এই সকল অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যে সকল পদার্থের 'ধর্ম্ম' প্রধানতঃ যে যে মন্ত্রে স্তুত—বর্ণিত, বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, মন্ত্রের দেবতা বলিতে সেই, সেই পদার্থকে

বুঝিতে হইবে ("অথাতো দৈবতং তদ্যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনাং দেবতানাং তদ্দৈবতমাচক্ষতে।"—নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড)। * ভগবান্ কাত্যায়নপ্রণীত সর্ব্বানুক্রমণীতে উক্ত হইয়াছে, যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি, ঋষি দ্বারা যিনি উক্ত হন, তিনি দেবতা ("যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।"—সর্ব্বানুক্রমণী)। মহর্ষি শৌনকও বৃহদ্দেবতাতে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। † যে, যে মন্ত্রে যে, যে পদার্থের নাম, রূপ, কর্ম্ম ও বন্ধুবর্গ দ্বারা প্রধানতঃ স্তুতি করা হইয়াছে, সেই সেই পদার্থই যখন তত্তৎ মন্ত্রের দেবতা (Subject matter), তখন বলা বাহুল্য, মন্ত্রের দেবতার দর্শন করিতে হইলে, মন্ত্রস্তুত পদার্থসমূহের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক।

শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধরূপ ব্যবহারের উপরিই যথাক্রমে জ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থান করে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রচার বিশুদ্ধভাবে শব্দব্যবহার দ্বারা হইয়া থাকে। শব্দের যদি অযথাভাবে প্রয়োগ করা হয়, শব্দসমূহের অর্থ যদি অন্য ভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে, সত্য জ্ঞানার্জ্জনের পথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। আজকাল বেদশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থোপলব্ধি করা যে দুঃসাধ্য হইয়াছে, যথাযথভাবে শব্দার্থ চিন্তা না করাই তাহার প্রধান কারণ। 'স্তুতি' শব্দটীর আধুনিক ব্যবহারকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক, যাহা বলা হইল, তাহার আশয় কি, তাহা জানাইতেছি। 'স্তুতি' শব্দের এখন সাধারণতঃ যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে 'মন্ত্রসমূহ যে যে পদার্থের স্তুতি করিয়াছেন', এই কথা শুনিয়া অনেকের মনেই কার্য্যের প্রকৃত কারণ জানিতে অসমর্থ, ভয় বা বিস্ময়প্রযুক্ত অসভ্য পুরুষদিগের সূর্য্যাদিকে ঈশ্বর-বোধে স্তব করার ছবিই পতিত হইবে। কিন্তু 'স্তুতি' শব্দ ঋষিগণ যদর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যদি ইহা তদর্থেই ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে অনেকেই স্বীকার করিতেন, কি বিজ্ঞান (Science), কি দর্শন (Philosophy), সকলেই পদার্থসমূহের স্তুতিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পদার্থের স্তুতিই করিয়া থাকেন। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, কোন পদার্থের নাম, রূপ, কর্ম্ম ও বন্ধুবর্গ দ্বারা ব্যাখ্যার—বিবরণের নাম স্তুতি ("স্তুতিস্তু নাম্না রূপেণ কর্ম্মণা বান্ধবেন চ।"—

---

* "যাবন্তো মন্ত্রাঃ সর্ব্বশাখাসু তেষু যানি গুণপদানি লক্ষণোদ্দেশতঃ তানি সর্ব্বাণ্যেব ব্যাখ্যাতানি"—নিরুক্তটীকা।

† "অর্থমিচ্ছন্ ঋষির্দেবং যং যমাহায়মস্ত্বিতি। প্রাধান্যেন স্তুবংস্তুক্ত্যা মন্ত্রস্তদ্দেব এব সঃ।"—বৃহদ্দেবতা।

বৃহদ্দেবতা)। তাপ (Heat), এই নামের উচ্চারণ, এই নামের ব্যাখ্যা, তাপের রূপ বর্ণন, তাপের কর্ম্মখ্যাপন, তাপের সহিত কোন্ কোন্ পদার্থের সাহচর্য্য, সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ আছে, তন্নিরূপণ, তাপের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া 'বিজ্ঞান' ইহা ছাড়া আর কি করিয়াছেন? আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবতাদিগের স্বরূপনির্ণয় এখন সুখসাধ্য নহে। আমার এইরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় মানুষেরা অভ্রান্তবোধে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শিবোধে, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া সমাদর করেন, যাঁহাদের মতকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'দেবতা' বা 'ঈশ্বর' বিষয়ক ধারণার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে প্রকার অনুমান করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে, তোমার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইবে। দেবতা ও দেবযোনি ভূতাদির তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র আমার মনে হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার, ডারুবিন্, গ্র্যাণ্ট আলেন্ প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষগণের দেবতা বা ঈশ্বর বিষয়ক অনুমানের কথা জাগিয়া উঠিয়াছে।* যাহা হোক্, আমার দৃঢ় ধারণা, সদ্গুরুর চরণসেবাপূর্ব্বক যথারীতি (বেদজ্ঞ ঋষিগণ যে রীতিতে বেদাধ্যয়ন করিতে উপদেশ করিয়াছেন) বেদ পাঠ করিলে, প্রতীতি হয়, যে সকল পদার্থ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, বা হইতে পারে, এবং যে কোন পদার্থ, স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, বেদ দ্বারা, সেই সকল পদার্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন অত্যল্প ব্যক্তিই বিশ্বাস

---

* হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মত ধীমান্ পুরুষ ঝটিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেবতা, ঈশ্বর, পিতৃগণ প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস হইবার কারণ হইতেছে, অসভ্যেরা তাহাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন ঘটনা ঘটিতে দেখিলে, এই সকল ঘটনা অতি-প্রাকৃতিক কারণ বা দেবতা বিশেষ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এই প্রকার নিশ্চয় করে, ইহা হইতে দেবতা ও ভূতাদি (Deities Ghosts) বিষয়ক প্রত্যয় আবির্ভূত হইয়াছে।

"The savage thinks, anything which transcends the ordinary is supernatural or divine. Hence applying the title God to anything new, strange or extra-ordinary, he naturally uses it for powerful persons, living and dead of various kinds,"—Principles of Sociology—Epitome of the Synthetic Philosophy of Herbert Spencer P. 394.

করেন, বেদশাস্ত্র যাহা যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনা করা উচিত। সাধনা দ্বারা বেদশাস্ত্রের কথা সত্য কি না, তাহা অনুভব না করিলে, বেদশাস্ত্রে যথার্থ বিশ্বাস হইতে পারে কি? দেবতা আছেন কি না, তাহা জানিতে হইলে, দেবদর্শনের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, বেদে যে সকল মন্ত্র আছে, তৎসমুদায় পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ("তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিকাশ্চ" * * * নিরুক্ত।)। 'প্রথম পুরুষ', 'মধ্যম পুরুষ' ও 'উত্তম পুরুষ', এই ত্রিবিধ পুরুষের কথা, অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে, সন্দেহ নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে না, তাহাকে প্রথম পুরুষ দ্বারা (তিনি, সে ইত্যাদি নাম দ্বারা) উক্ত করা হয়; যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ দ্বারা (তুমি, তোমরা ইত্যাদি যুষ্মদ্‌বাচী পদ দ্বারা) অভিহিত করা হয়; এবং অস্মদ্ (আমি, আমরা এই পদ দ্বারা) যাহাকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা উত্তম পুরুষ। 'প্রথম পুরুষ' যে সকল মন্ত্রের দেবতা, যে সকল মন্ত্রের অভিধেয় (Subject matter) তাহারা পরোক্ষকৃত; 'মধ্যম পুরুষ' যে সকল মন্ত্রের দেবতা তাহার প্রত্যক্ষকৃত, এবং 'উত্তম পুরুষ' যে সকল মন্ত্রের দেবতা, তাহারা আধ্যাত্মিক। 'পুরুষ' সামান্য—পুরুষ এক, বিশেষিত হইতেছেন 'প্রথম', 'মধ্যম' ও 'উত্তম' এই তিনটী বিশেষণ দ্বারা। এক সামান্য পুরুষ যদ্দ্বারা বিশেষিত হইয়া থাকেন, তাহা কোন্ পদার্থ? অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, তাহা 'কাল' ও 'দেশ' (Time and space); আমি যে কালে ও যে দেশে বিদ্যমান, যিনি ঠিক সেই দেশে ও সেই কালে বিদ্যমান, তাঁহাকে আমি কখন 'প্রথম' বা 'মধ্যম' পুরুষ বলিয়া মনে করি না। অতএব দেখা যাইতেছে, কাল ও দেশের ভেদ বশতঃ পুরুষের ভেদ হইয়া থাকে, এক পুরুষই ত্রিধা (তিন প্রকারে) বিশেষিত হয়েন, দেশ, কাল ও বস্তুধর্ম্মকৃতপরিচ্ছেদই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের হেতু। জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, যাহা জানে, যাহা জ্ঞাতা এবং যাহাকে জানা যায়, যাহা জ্ঞানের বিষয়—যাহা জ্ঞেয় (Subject and Object) জ্ঞানের এই দুইটী ঘটকাবয়ব। যাহা জানে, যাহা জ্ঞাতা, তাহা 'উত্তম পুরুষ' এবং যাহাকে জানা যায়, যাহা জ্ঞেয়, তাহা প্রথম বা মধ্যম পুরুষ। অতএব জ্ঞানকে বিষয়াত্মক ও বিষয়িমূলক (Objective and Subjective) এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমা হইতে যাহা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে বিদ্যমান, তৎপদার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান 'বিষয়াত্মক' বা

৬

'আধিভৌতিক' জ্ঞান (Objective knowledge)। বিষয়াত্মক জ্ঞান সুতরাং বাহ্য জগতের (External world) জ্ঞান।

জিজ্ঞাসু – বিষয়িমূলক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বরূপ কি ?

বক্তা—আত্মার (আমির—জ্ঞাতা বা দ্রষ্টার) জ্ঞানই বিষয়িমূলক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রকৃতরূপ। তবে আমরা, 'আমি' বলিতে আমাদের 'শরীর', 'ইন্দ্রিয়', 'মন,' 'বুদ্ধি' ও 'প্রাণ' এই সকল উপাধিবিশিষ্ট আমিকে (অহংকে) বুঝিয়া থাকি, অপিচ প্রসিদ্ধ, বাহ্যপদার্থ সকলের তুলনায় শরীরাদি আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, এই নিমিত্ত শরীরাদি বিষয়ক জ্ঞানকেও আধ্যাত্মিক (Subjective) জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। 'দ্রষ্টা ও দৃশ্য' বা 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়' বা 'ভোক্তা ও ভোগ্য' বা 'বিষয়ী ও বিষয়,' দর্শন শাস্ত্র অখিল পদার্থকে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—বেদ পদার্থ সকলকে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ?

বক্তা—বেদও অখিল পদার্থকে 'ভোক্তৃ' ও 'ভোগ্য' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদের 'অগ্নি' ও 'সোম,' 'ভোক্তৃ' ও 'ভোগ্য' এই পদার্থদ্বয়েরই বাচক। সাংখ্য-পাতঞ্জলের প্রকৃতি (প্রধান) ও পুরুষ, বেদান্তের মায়া ও ঈশ্বর, ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু ও আত্মা বেদের সোম ও অগ্নি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 'আত্মা', 'বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম' (Voluntary activities of mind) এবং 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম'—প্রাণনাদি ব্যাপার (Vital activities—Reflex action) ইহারাই জ্ঞেয় পদার্থ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইলাম, এখন বেদ 'দেবতা' বলিতে কোন্ কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা জানাইব।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার কথা।

বেদ পাঠ করিলে, ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) দেবতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, পরমেষ্ঠী (পরম ব্যোমে—চিদাকাশে—ব্রহ্মপদে বা সত্যলোকে যিনি অবস্থান করেন, তিনি পরমেষ্ঠী) প্রজাপতি (প্রজাপালক) সর্ব্বভূতস্বামী সকল পদার্থকে ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) দেবতা দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন ("ত্রয়স্ত্রিংশতা স্তুবত ভূতান্যশাম্যন্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৪।৩১)। অথর্ব্ববেদ সংহিতা বলিয়াছেন, 'এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা আছেন, ইহাঁরা তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাঁহারই

শক্তি, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাই বিশ্বজগতের রূপ। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, তাঁহারাই এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার তত্ত্ব অবগত আছেন' ("যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রাবিভেজিরে। তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।"—অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১০।২১)।

জিজ্ঞাসু—বেদ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা বলিতে কোন্ কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন?

বক্তা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা পরিগণিত হইয়াছেন ("ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেব অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রজাপতিশ্চ বষট্কারশ্চ।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৪)।

———

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

গীত।

(পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব—শিবরামকিঙ্কর

যোগত্রয়ানন্দ রচিত। *)

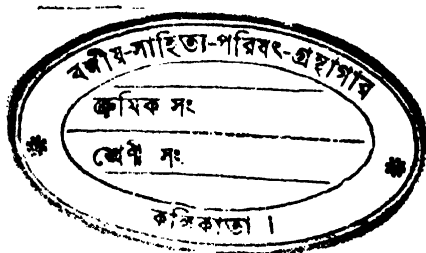
"যেওনা মা ছাড়িয়া আমায়।"

যেওনা, মা, যেওনা গো ছাড়িয়ে সন্তানে
এ দুঃখময় ভবপারাবারে;
পা ধ'রে কাঁদিব গো, দেখিব, ছেড়ে
যাও কেমন করে।
আমি কোন ভার দিব না তোমারে;
চরণ সেবিব তোমার, মা, মা, মা আমার—
ডাকিব সদা 'মা' 'মা' বলে তোমারে,
শুনাব তোমার প্রিয় 'সীতারাম' নাম তোমারে।
চাহিব না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,

---

* অনেক সময়েই সাধনাকালে পূজ্যপাদ বাবা স্বয়ং রচনা করিয়া গান গাহিয়া থাকেন। জগদ্ধাত্রী পূজার দিবস (এবারে বাটীতে প্রতিমা করিয়া মা'র পূজা হইয়াছিল) রাত্রি শেষে এই গানটী গাহিতেছিলেন। সেই সময়ে জাগ্রত থাকায় আমি ইহা লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম। তাঁহার অনুমতি লইয়া উৎসবের পাঠকবর্গের উপকারার্থ জন্য ইহা প্রকাশিত করিলাম। পরমৈকান্তী প্রপন্ন ভক্তের ভগবানের বিরহ কিরূপ দুঃসহ হইয়া থাকে, সংসার বাস—এক-দিনের জন্যও—কিরূপ ক্লেশ কর হইয়া থাকে এই গীত হইতে পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

চাহিব না খে'তে কিছু, কোন ভার দিবনা তোমারে ;
যেওনা, মা, যেওনা গো ছে'ড়ে এ সন্তানেরে,
যা'বো আমি, যা'বো আমি তো'র সাথে, মা গো,
যেওনা, মা, ছাড়িয়ে আমারে।
মিটিয়াছে সংসার বাসনা
যেওনা, মা যেওনা গো ছাড়িয়ে আমারে
এ দুঃখময় সংসার কারাগারে।
ফেলো না, গো, ফেলোনাকো মাকে আমার
গঙ্গাজলে এবারে
যেওনা, মা, ছাড়িয়ে আমারে।
'মা' 'মা' 'মা' ব'লে ডাকিতে চাই,
আর কিছু চাহি নাকো
যেওনা, মা, ফেলিয়ে আমারে
দেখা দে, মা, দেখা দে, গো,
বড় ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ
তো'রে দেখিবারে।



আমাদের কাজ কি ?

সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকা আর সকলে যাহাতে তাহা করিতে পারে তাহার শিক্ষা দেওয়া এই আমাদের কাজ। কি করিয়া ইহা হয় জান ? আমি যাহা ঠিক করিয়াছি তাহা কিন্তু তোমারই ইঙ্গিত। যাহা জানি তাহাই লিখি যদি ভুল হয় তুমি ঠিক করিয়া দিও। তুমি যে আপনার হইতেই আপনার—তাই শত দোষ করিয়াও মানুষ ক্ষমা পায়, তুমি যে ক্ষমাসার। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ভয় হয় না! এমনটি আর নাই। বলিতেছি তোমায় লইয়া থাকা—ইহাতে করা চাই কি তাহাই বলিতে যাইতেছি। সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা—সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কথা কওয়া—সর্ব্বদা তোমার কথা লোকের সঙ্গে কওয়া—যে কাজই করিনা কেন—সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া কাজ করা—অনুরক্তি বা বিরক্তি তুমি ভিন্ন আর কাহারও কাছে বলিতে না যাওয়া—সকল লোক, সকল দৃশ্য, সকল শোভা—ইহা তুমিই সাজিয়াছ, তুমিই ধরিয়াছ, মনে করা, লোকে ভাল বলে বা মন্দ বলে, আদর করে বা প্রহার করে—ইহার মধ্যে তুমি থাকিয়া লোকের কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া দিতেছ মনে করা, আমার থাকার সুবিধা বা অসুবিধা, তোমায় ডাকার সুবিধা বা অসুবিধা, তোমায় জন্য কর্ম্ম করার সুবিধা বা অসুবিধা ইহা তুমিই আনিয়া দিতেছ মনে ভাবিয়া আনন্দ চিত্তে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, তোমাকে জানাইতে জানাইতে, কষ্ট হইলে তোমার কাছে নালিশ করিতে করিতে—সব সহিয়া—সব মাথা পাতিয়া লইয়া—যাওয়া—এক কথায়—সমস্ত লোক ব্যবহার—কাল নিয়মে যখন যাহা আমার উপরে আসিয়া পড়িবে তাহাই সানন্দে গ্রহণ করা, সুখ দুঃখ শুভ অশুভ—যখন যাহা আসিবে, তাহা তোমাকে জানাইয়া জানাইয়া আনন্দে ভোগ করিয়া যাওয়া এই আমাদের কাজ। মনে রাখা চাই আনন্দ আসিলেও তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া জানান চাই, দুঃখ আসিলেও জানাইয়া জানাইয়া কথা কওয়া চাই—এই আমাদের সর্ব্বদার কাজ। জগৎ প্রপঞ্চকে, দেহকে, মানুষকে, জীব জন্তুকে কিছু না বলিয়া শুধু যা বলিতে হয় তোমাকে বলিতে হইবে—যদি কাহাকেও কিছু বলিতে হয় তাও তাহাকে তুমি ভাবিয়া বলিতে হইবে—এই আমার তোমার কাজ। বৈখরী বাক্ কোটি কোটি কণ্ঠে নিরন্তর উঠিতেছে। কথার সওয়াল জবাব—কথার কাটা কাটিতেই ত মানুষ তোমাকে হারায়। তোমার সঙ্গে যে

সর্ব্বদা কথা কহিবার অভ্যাস করে সে ত তোমাকে ভুলেনা—কাজেই তাকে আর অশান্ত কে করিবে ?

সমুদ্রে কতই না তরঙ্গ উঠে, কিন্তু সে সব ত সেই জলময় জলধির রাশি রাশি জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ এই সর্ব্বদা উত্থিত বৈখরী বাক্ সর্ব্ব সময়ে উত্থিত প্রাণিগণের শব্দ, সেই স্থির শান্ত তোমার উপরেই উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ভাসিতেছে—ভিতরে তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া যে জীবন কাটাইতে পারে সে আর অশান্ত কিসে হইবে ? তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চিত্ত যখন শান্ত হইয়া যায়—আর কিছুতেই বিচলিত হয় না—সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কথা কয় বলিয়া—তবে সে আর চঞ্চল কিসে হইবে ? নিবাত নিষ্কম্প সমুদ্র দেখিয়া দেখিয়া যার চিত্ত-সমুদ্র নিবাত নিষ্কম্প হইয়া যায় তার আর তরঙ্গ কোথায় ? সংসারই ত তরঙ্গ—প্রশান্ত চিত্তে সংসার কোথায়—প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ কোথায় ? আহা—তাহা কেমন সুন্দর।

যে এই ভাবে সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকে—সে কি কিছুই দেখেনা—তাহার কি মনের ক্রিয়া হয়না ? জ্ঞানী কি রূপ দেখেন না ? জ্ঞানীর মন কি ক্রিয়া করেনা ? সবই করে, সবই হয়—তিনি কিন্তু তুমি ভিন্ন আর কোন কিছুকেই উপাদেয় মনে করেন না, আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন না ; জ্ঞানী সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকেন বলিয়া সকলের ভিতরে তোমাকে খুঁজেন আর তোমাকেই ভাবেন—আর তোমার সঙ্গেই কথা কহেন। তুমি ভিন্ন অন্য সমস্তই অগ্রাহ্যের বিষয়— তুমি ভিন্ন বিশ্রামও হেয়, ও অগ্রাহ্য।

তুমি তুমিত করিতেছি, সর্ব্বদা তোমার ভাবনা, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া; তোমার জন্য কার্য্য করা—এই ত সর্ব্বদার কার্য্য বলিতেছি। কিন্তু তুমি বস্তুটি কি ? তোমার সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছি বলিব কি ?

বলি শুন। তুমি ঠিক সূর্য্যের মতন। সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন তোমার প্রকাশও তেমনি মোহের আবরণ, আর শোকের বিক্ষেপ দূর করিয়া দেয়। তুমি সর্ব্বদা প্রকাশ। সর্ব্বদা প্রকাশ তুমি—তবে সর্ব্বদা তোমায় মানুষ দেখে না কেন ? তুমি কত বড়—তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকাশময় হইয়াই বিরাজ করিতেছ তবু মানুষ তোমায় দেখেনা কেন ?

নাহংং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫

আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হইনা। কেননা আমি আমার যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকি। এই জন্য মূঢ় লোক আমাকে জন্মরহিত ক্ষয়শূন্য সর্ব্বদা প্রকাশ স্বরূপ জানেনা।

জাগ্রত কালেও আমি মানুষের সঙ্গে থাকি, স্বপ্নেও থাকি আর সুষুপ্তিতেও যে সঙ্গে থাকি তাহাও প্রকাশ রূপেই থাকি কেননা প্রকাশই যে আমার স্বভাব। প্রকাশকে যাহা দিয়াই ঢাকনা কেন প্রকাশ প্রকাশই থাকিবে। আগুন নিবিয়া যায় বটে কিন্তু অনন্ত প্রকাশ যাহা তাহা তোমার চক্ষে ঢাকা পড়িলেও তাহা কি নিবিয়া যাইতে পারে?

সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়েন কিন্তু অত বড় সূর্য্য তিনি কি জগতের সকল লোকের চক্ষে কখন ঢাকা পড়িতে পারেন? যেখানকার মেঘ, যাহাদের চক্ষের উপরে আড়াল করিয়া উদয় হয় তাহারাই দেখেনা। একদেশে মেঘে ঢাকা সূর্য্য অন্য দেশে অতি উজ্জ্বল হইয়া কিন্তু প্রকাশ পান।

মোহ আর শোক এই দুইই কিন্তু জ্ঞান সূর্য্যকে আবরণ করে, সদা প্রকাশকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহাকে অন্যরূপে—জগৎ রূপে দেখায়। মোহটা আবরণ আর শোকটা বিক্ষেপ। একটা তমঃ আর একটা রজঃ। এই দুইটাকে সরাইতে পারিলেই প্রকাশ স্বরূপ তুমি তুমিই আছ।

কিরূপে মোহ শোক অগ্রাহ্য করিয়া তোমাকে লইয়া থাকিতে হয় তাহার সাধনাই বলা হইল। করা না করা তোমার হাত। ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিবে আর চিরদিন তার হইয়া থাকিবে। না করাও তোমার ইচ্ছা। না কর তবে মর আর কি? মরিয়া আর কাজ কি? কথা কহিয়া অনন্ত বাঁচা বাঁচিয়া যাও না। কথা কওয়ার সাধনা বড় সাধনা।

—৮—

ইনি চিন্মাত্র, দর্পণ সদৃশ, নির্ম্মল চিৎ ভিন্ন কোন দৃশ্য বস্তু ইহাতে নাই। সর্ব্বদা স্মরণে এই সর্ব্ব প্রকার মলাশূন্য ভাবে স্থিতি লাভ কর—অহঙ্কার থাকিবেনা।

(২) এই যে জগদিন্দ্রজাল—এই যে ইন্দ্রজাল সৌন্দর্য্য—ইহা আত্মার উপরে মায়া ভাসাইতেছেন এই দৃশ্য দর্শনশ্রী মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা, এই জগতে আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্মরণ করা যায় "দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" সমস্তই মিথ্যা—কাজেই এখানে কোন কিছুতে দ্বেষের বা অনুরাগের প্রয়োজন আদৌ হইতে পারেনা—অন্তরে এই "সর্ব্বং মায়েতি" ভাবনা সর্ব্বদা রাখিতে পারিলে অহঙ্কার জন্মিতে পারিবেনা।

(৩) পূর্ণ আত্মাতে অহংকার রূপ খণ্ড ভাব নাই, দৃশ্য দর্শনও নাই—এই নির্ম্মল ভাব অবলম্বন করিয়া যে পুরুষ স্বয়ং অহঙ্কার শূন্য হইয়া ব্যবহারিক কার্য্য করিয়া যান—যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইয়াও বৃক্ষইব স্তব্ধঃ যিনি থাকেন তাঁহাতে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে পায়না।

(৪) ভিতরে অহং জ্ঞান, বাহিরে জগৎ জ্ঞান এই দুইটি হইতেই হেয় উপাদেয় বা রাগ দ্বেষ জন্মে। এই উভয় দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়া যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, যিনি সুখ দুঃখে, শীত উষ্ণে সমভাবে সেই এককেই দর্শন করেন তাঁহার অহম্ভাব বর্দ্ধিত হয়না।

(৫) আমি চিন্মাত্র, আমির ভিতরেই জগৎ, এই ভাবে থাকিতে অভ্যাস করিয়া যিনি হেয় উপাদেয় ভাব ক্ষীণ করিয়াছেন, যাঁহার সর্ব্বত্র আত্ম দৃষ্টি এবং যিনি সদা প্রসন্ন হইয়া আছেন তাঁহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে পায়না। অহং = দ্রষ্টা ; চিৎ = দর্শন ; জগৎ = দৃশ্য এই ত্রিপুটী, ইহা শত্রুভূত, ইহা মিত্রভূত এই দৃষ্টি ক্ষয়ে যিনি সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি তিনিই অহঙ্কার দূর করিতে পারেন।

রাম— কিমাকৃতিরহঙ্কারঃ কথং সন্ত্যজ্যতে প্রভো।
স শরীরোঽশরীরশ্চ ত্যক্তে তস্মিংশ্চ কি ভবেৎ ॥৪৮

হে প্রভো! অহঙ্কারের আকার কিরূপ? কি প্রকারে অহঙ্কার কে

ত্যাগ করা যায়? উহার শরীর আছে না উহা অশরীরী? অহংকার ত্যাগ করিলে কি হয়? তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ—ত্রিবিধো রাঘবাস্তীহ হ্যহঙ্কারো জগত্ত্রয়ে।

দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শৃণু ত্বং কথয়ামি তে ॥ ৪৯

হে রাঘব! এই ত্রিভুবনে অহঙ্কার তিন প্রকার। প্রথম দুই প্রকার শ্রেষ্ঠ এবং তৃতীয় প্রকারটি পরিত্যজ্য। শ্রবণ কর বলিতেছি।

(১) সর্ব্বাত্ম বিষয় অহঙ্কার—ইহা শাস্ত্রীয়।

(২) সূক্ষ্মাত্ম বিষয় অহঙ্কার—ইহাও শাস্ত্রীয়।

(৩) দেহই আমি রূপ অহঙ্কার—ইহা অশাস্ত্রীয়। অশাস্ত্রীয় অহঙ্কারকে ত্যাগ করিবার জন্য শাস্ত্রীয় দুই প্রকার অহঙ্কার গ্রহণই বিধি।

সর্ব্বাত্মবিষয় অহঙ্কার কি? বলিতেছি শ্রবণ কর।

অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।

নান্যদস্তীতি পরমা বিজ্ঞেয়া সা হ্যহঙ্কৃতিঃ ॥৫০

(১) এই সমস্ত বিশ্ব—বিশ্বে যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্মরণ করা যায় সমস্তই আমি। আমি পরমাত্মা অচ্যুত। আমি ছাড়া কোন কিছুই জগতে নাই। ইহাকে শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার জানিও। এই অহঙ্কার মুক্তির জন্য, বন্ধনের নিমিত্ত নহে। জীবন্মুক্ত পুরুষের এই অহঙ্কার থাকে।

সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ।

ইতি যা সম্বিদেষাসৌ দ্বিতীয়াহঙ্কৃতিঃ শুভা ॥ ৫১

(২) আমি নিখিল পদার্থ হইতে ভিন্ন, আমি কেশের অগ্রভাগ কে শত ভাগে কল্পনা করিলে যাহা হয় সেইরূপ নিরবয়ব। এই ভাবের যে জ্ঞান তাহাই দ্বিতীয় প্রকারের শুভপ্রদ অহঙ্কার। ইহাও "মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে" মুক্তির জন্য, বন্ধনের জন্য নহে, ইহাও জীবন্মুক্ত পুরুষে থাকে।

অহঙ্কারাভিধা যা সা কল্পতে ন তু বাস্তবী।
পাণিপাদাদিমাত্রোয়মহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ।৫৩
অহঙ্কারস্তৃতীয়োসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ।
বর্জ্জ্য এব দুরাত্মাসৌ শত্রুরেব পরঃ স্মৃতঃ ॥৫৪

(৩) অহঙ্কার নাম মাত্র যাহা তাহা মাত্র কল্পনা, বাস্তব কোন বস্তু নহে—কেননা যে কল্পনা করে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভব কিছুই হয় না—এই জন্য ইহা অত্যন্ত অসৎ। এই তৃতীয় অহঙ্কার হইতেছে এই—এই হস্ত পদাদি বিশিষ্ট দেহটাই আমি এইরূপ যে নিশ্চয়—এইরূপ যে মিথ্যা অভিমান তাহাই। এটা অত্যন্ত তুচ্ছ—এটা লৌকিক অর্থাৎ অশাস্ত্রবিৎ লৌকিক পুরুষেই এই তৃতীয় প্রকারের অহঙ্কার দেখা যায়। এইটাকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করা উচিত; এটা দুরাত্মা, শত্রু বলিয়াই কথিত হয়। এই তৃতীয় অহঙ্কার দ্বারা আক্রান্ত জন্তু আর কখন আপন অপরিচ্ছিন্ন স্বভাবে—আপন স্বরূপে যাইতে পারেনা। এই বলবান্ শত্রু মানুষকে আধি ব্যাধি ইত্যাদি দ্বারা পীড়িত করিয়া বিবিধ সঙ্কটে পাতিত করে। এই দুষ্ট অহঙ্কার অনাদি কাল হইতে জীবকে স্বরূপ হইতে চ্যুত করিয়া দেহেই আসক্ত করিয়া রাখে।

যদি জিজ্ঞাসা কর এই দুষ্ট অহঙ্কার হইতে মানুষ কিরূপে মুক্ত হইবে, উত্তরে বলি—

শিষ্টাহঙ্কারবান্ জন্তুর্ভগবান্ যাতি মুক্ততাম্।
লোকাহঙ্কারবদ্দোষ-বপুরস্মিন্নিরূপণঃ ॥৫৭

প্রথমোক্ত শিষ্ট অহঙ্কারবান্ হইয়া দোষবপু হইয়া অর্থাৎ মমতা প্রযুক্ত রাগাদি দোষকে বপন করিয়া—দোষকে সর্ব্বতোভাবে ছেদন করিয়া এই সর্ব্বাত্মভাবরূপ অহঙ্কারকে লোক প্রসিদ্ধ দেহাত্ম ভাব রূপ অহঙ্কারের ন্যায় দৃঢ় করিয়া—আমিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর এই ভাবনা সম্পন্ন হইতে পারিলেই দেহই আমি এই তৃতীয় তুচ্ছ অহঙ্কার হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিরূপে "দেহই আমি" এই

তৃতীয় অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে আবার বলি শ্রবণ কর ঃ—

ন দেহোস্মীতি নির্ণীয় বর্জ্জনং মহতাং মতম্।
প্রথমং দ্বাবহঙ্কারা—বঙ্গীকৃত্যাস্ত্যলৌকিকৌ ॥৫৮

ব্রহ্মনিষ্ঠ মহৎ ব্যক্তিদিগেরও মত এই যে—যে ভাবে অন্ত্য অর্থাৎ তৃতীয় অহঙ্কার দৃঢ় করিয়াছ সেই ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় অহঙ্কারকে দৃঢ় ভাবে অঙ্গীকার কর, করিয়া "আমি দেহ নই" ইহা বিচার পূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া ঐ তুচ্ছ অহঙ্কার বর্জ্জন কর। ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মা দিগের মত। দাম, ব্যাল, কট এই দুষ্ট অহঙ্কার দ্বারাই বহু ক্লেশ দশায় পতিত হইয়াছিল।

রাম— তৃতীয়াং লৌকিকীমেতাং ত্যক্ত্বা চিত্তাদহঙ্কৃতিম্।
কিং ভাবঃ পুরুষো ব্রহ্মন্ প্রাপ্নুয়াদাত্মনোহিতম্ ॥৬১

হে ব্রহ্মন্—চিত্ত হইতে এই তৃতীয় লৌকিকী অহঙ্কৃতি ত্যাগ করিয়া পুরুষ আত্মহিতকর কোন্ ভাব প্রাপ্ত হয়েন তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ—"দেহ আমি' এই তৃতীয় অহঙ্কৃতি পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কারণ ইহা অত্যন্ত দুঃখদায়িনী। পুরুষ ইহাকে যত যত ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিবে তত তত্ই স্বরূপ-সুখাভিব্যক্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়া পরমাত্মার ক্রোড়ে যাইতে পারিবে। হে অনঘ! যে পুরুষ "আমিই নিখিল বিশ্ব" বা "আমিই মায়িক বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র" এই দুই অহঙ্কার ভাবনা করিয় স্থিতি লাভ করিতে পারেন, সেই পুরুষই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। পরে উহাও ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাহঙ্কৃতিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান যিনি করেন তিনি অধিকতর উচ্চপদে স্থিতি লাভ করেন। সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নে লৌকিকী দুষ্টা অহঙ্কৃতিকে চিত্ত হইতে বর্জ্জন করিবে, তবেই স্বরূপ সুখের অভিব্যক্তি হইবে।

শরীরাস্থাময়াপুণ্য দুরহঙ্কারবর্জ্জনম্।
অত্যন্তপরমং শ্রেয় এতদেব পরং পদম্॥ ৬৬ ॥

শরীরে অহং ইত্যাদি আস্থার প্রাচুর্য্যই অপুণ্য বা পাপ এই দুরহঙ্কার বর্জ্জনই অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ—ইহাই পরম পদ প্রাপ্তির উপায়।

ভাবাদহঙ্কৃতিং ত্যক্ত্বা স্থূলামেতাং হি লৌকিকীম্।
তিষ্ঠন্ ব্যবহরন্ বাপি ন নরঃ প্রপতত্যধঃ ॥৬৭

যে মানুষ ঐ স্থূল লৌকিক অহঙ্কারকে বিচার দ্বারা ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন অথবা ব্যবহার পরায়ণ থ'কেন তি'নি অধঃ-পতিত হন না।

সংশান্তাহঙ্কৃতের্জ্জন্তো র্ভোগা রোগা মহামতে।
ন স্বদন্তে সুতৃপ্তস্য যথাপ্রতিবিষা রসাঃ।। ৬৮
ভোগেম্বস্বদমানেষু পুংসঃ শ্রেয়ঃ পুরোগতম্।
ক্ষীণেন্ধকারে কিং নাম মনসোন্যৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৯

হে মহামতে! যিনি দেহে অহং ত্যাগ করিয়াছেন তিনি কোন কিছু ভোগ করাকে রোগের মত মনে করেন। যে ব্যক্তি আহার করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে সে ব্যক্তি কি বিষ মিশ্রিত সুরস দ্রব্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করে? কোন প্রকার ভোগের আস্বাদনে যে পুরুষের রুচি নাই, পরম শ্রেয়ঃ তাঁহার নিকটে আগমন করেন। মনের অন্ধকার থাকিলেই পরম সত্যের গ্রহণ হয় না বা তাঁহাকে অন্যরূপে গ্রহণ হইয়া যায়—ইহাই অহঙ্কার। এই অন্ধকার নিমিত্ত অহঙ্কার—ক্ষীণ হইলে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক আর কি কিছু থাকে?

অহঙ্কারানুসন্ধান বর্জ্জনাদেব রাঘব।
পৌরুষেণ প্রযত্নাচ্চ তীর্য্যতে ভবসাগরঃ ॥ ৭০

ভোগত্যাগে প্রবল পুরুষাকার করিলে এবং শ্রবণ মননাদিতে অত্যন্ত যত্ন করিলে অহঙ্কার নিমিত্ত বিষয়ানুসন্ধান ত্যাগ করা যায় তবে ভবসাগর অতিক্রম করিতে পারা যায়।

নাহং ন তে ন মম কিঞ্চিদপীতি মত্বা
সর্ব্বঞ্চ মে সকলমপ্যহমেব চেতি।
লব্ধাস্পদং মনসি সম্বিদমেব মীড্যাং
নীত্বা স্থিতিং পরমুপৈতি পদং মহাত্মা॥ ৭১

মহাত্মাগণ পরমপদে স্থিতিলাভ করেন কিরূপে জান? প্রথমে স্বরূপে সমস্তই আমি; সবই আমার জানিয়া তদ্দ্বারা দেহাদি আমি নই—দেহ সম্বন্ধে কোন কিছুই আমার নয় ইঁহারা অনুভব করেন, করিয়া জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যাহা তাহা ক্ষয় করেন, ইহা দ্বারা মন পূজ্যা শুদ্ধাত্মসম্বিদে স্থিতিলাভ করে—এই ভাবে সপ্ত জ্ঞান ভূমিকা পার হইয়া মহান্ অপরিচ্ছিন্ন আত্মা হইয়া পরমপদ রূপ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েন।

স্থিতি—৩৪ সর্গঃ।

দাম-ব্যাল-কটোপাখ্যান সমাপ্তি।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—রাম শ্রবণ কর—দামাদি গত হইলে শম্বরের সুমেরু সদৃশ নগরে কি হইল। শম্বর সৈন্য শরৎ মেঘের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইল, বিনষ্ট হইল; দেবতাগণের জয় হইল, শম্বর কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। শম্বর পুনরায় দেব সংহারে সঙ্কল্প করিলেন। শম্বর চিন্তা করিলেন আমি মায়াতে যে দামাদি সৃজন করিয়াছিলাম তাহারা মূঢ়ের মত যুদ্ধে মিথ্যা দুরহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া আমার মনোরথ বিফল করিল। আমি এক্ষণে মায়াবলে অধ্যাত্ম শাস্ত্রজ্ঞ বিবেকবান্ তিন অসুর সৃজন করিব। ইহারা আর অহঙ্কার প্রাপ্ত হইবে না—তবেই আমি দেবতাদিগকে জয় করিতে পারিব।

শম্বর এই ভাবিয়া সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্‌ সৃজনের ন্যায় ভীম, ভাস ও দৃঢ় নামে তিন অসুর সৃজন করিল। এই তিন অসুর সর্ব্বজ্ঞ, বেদ্যবেত্তা, বীতরাগ, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞ, সর্ব্বকার্য্যক্ষম ও নির্ম্মলাশয়। যে সময় যে কার্য্য উপস্থিত হয়, একাগ্রচিত্তে তাহারা তাহাই সম্পাদন করে। ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় ইহারা ত্রিজগৎকে তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল। বর্ষাকালের মেঘমালার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে—বিদ্যুৎ সদৃশ অস্ত্রে শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া ইহারা আকাশে উৎপতিত হইয়া ভুবন আক্রমণ করিল। বারিধারা সদৃশ অস্ত্র ধারায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ইহারা দেবগণের সহিত বহুবর্ষ যুদ্ধ করিল—কিন্তু ইহারা বিবেক-বশতঃ অহংকার প্রাপ্ত হইলনা। ইহাদের মনে কদাচিৎ "আমি" "আমার" এই বাসনা উঠিলেই তদ্দণ্ডেই "আমি কে" "এই বা কে" এই আত্মবিচার জাগিয়া সমস্ত বাসনা তিরোহিত হইত। এই শরীর নাই, দেবগণও নাই—ঐ বা কে আর আমিই বা কে সর্ব্বদা এই বিচার তাহাদের চিত্তে থাকাতে দেবতা হইতে তাহাদের কোন ভয় ছিল না। এই শরীর অসৎ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎসত্তাই আমাতে বিদ্যমান, আমাতে কোন অহঙ্কার নাই—অন্তরে এই দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়া যাইত। ইহারা অনাসক্ত থাকিয়া শত্রুবিনাশ করিত, তথাপি "প্রভুর কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য" ইহারা এই বুদ্ধিতে কার্য্য করিত। ভীম, ভাস, দৃঢ় বিনাক্লেশে দেবসেনাকে হত, আহত, শুষ্ক, ক্ষত, বিক্ষত, দগ্ধ ও লয় করিতে লাগিল। ইহাদের আক্রমণে, "পরিদুদ্রাব বেগেন গঙ্গেব হিমবচ্চ্যুতা"—গীর্ব্বাণ, বাহিনী—দেবসেনা বিক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয় বিচ্যুতা গঙ্গার ন্যায় মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। দেবসেনা তখন বায়ুবিদলিত মেঘমালার শৈলাশ্রয় গ্রহণের ন্যায় ক্ষিরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিল। ভর্ত্তা যেমন লম্পটরূপ ভুজঙ্গ আক্রান্ত রমণীকে আশ্বাস প্রদান করেন, হরিও দেবতাগণকে সেইরূপে আশ্বস্ত করিলেন। ভগবান্‌ হরি ক্ষীরোদ কুহর—শ্বেতদ্বীপ হইতে সমরস্থলে আগমন করিলেন—শম্বরের সহিত ভীষণ সমর আরম্ভ হইল। কিছুকালের মধ্যে শম্বর নিহত

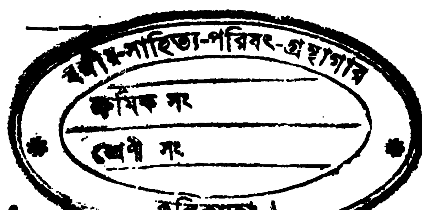
হইল। আর ভীম, ভাস, দৃঢ় সমরে বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিদেহত্ব প্রাপ্ত হইল।

বাসনা বিহীন অসুরত্রয় আর সংসার গতি প্রাপ্ত হইল না। রাম তুমি দেখ, মন বাসনা দ্বারাই বদ্ধ ও বাসনা শূন্য হইলেই মুক্ত হয়। তুমি বিবেক দ্বারা নির্ব্বাসন ভাব প্রাপ্ত হও। সম্যক্ বিচারে বাসনা থাকে না। বাসনা না থাকিলেই চিত্ত শান্ত হয়।

সম্যক বিচার কি বলিতেছি শ্রবণ কর।

"ন সত্যং কিঞ্চিদেবেহ"—এই জগতে কোন কিছুই সত্য নাই—একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, তিনিই পূর্ণ, তিনিই সৎ এই দৃঢ় ভাবনার নাম সম্যক্‌দর্শন। এই সম্যক্‌দৃষ্টি বা জ্ঞান অতিশয় দৃঢ় কর। প্রতিদিন ইহা বিচার কর ও অভ্যাস কর।

এই জগৎ আত্মারই অন্তরূপ স্ফুরণ। কাজেই সমস্তই আত্মা—আত্মাতিরিক্ত কোন ভাবও নাই, কোন ভাবনাও নাই। এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম সম্যক্ দর্শন। শব্দ, বাসনা, চিত্ত ইহারা নামেই আছে। এই সমস্তকে ব্রহ্মভাবে বিলীন করিলে যাহা থাকে তাহাই পরমপদ। চিত্তকে বাসনা মুক্ত কর বিদেহ মুক্তি পাইবে। চিত্তই ঘটপটাদির আকারে আকারিত হইয়া বালকের বেতাল দর্শনের ন্যায় দৃশ্য দর্শন তুলিতেছে। চিত্তকে নানাভাবে যাইতে দিওনা—তবে ইহা উপশম প্রাপ্ত হইবে। চিত্তের উপশমই ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ। শম্বরের চিত্তই দাম, ব্যাল, কটাকারে ও ভীম, ভাস, দৃঢ়াকারে পরিণত হইয়াছিল। যাহা বলিলাম তাহা আমি, পিতা কমলযোনির মুখে শুনিয়াছিলাম। দাম, ব্যাল, কটের ন্যায় হইও না। ভীম, ভাস দৃঢ়ের ন্যায় হও। তবেই অবিরল সুখদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবে।



উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সাল। | ২য় সংখ্যা।

নিতে সে আসিবে বরিয়া॥

স্বয়ং প্রকাশিত নিত্যপ্রকাশিত
প্রকাশেতে বিশ্বপ্রকাশে
সান্ত অনন্তে সৃষ্টি তরঙ্গ
মায়াসনে ভাব বিলাসে।
বহুশ্যাম ধ্যানে বহুতে চিত্রিত
চিত্রবিম্বিত তাঁহাতে
যেন ভাসে এই মায়াচিত্র খানি
নানারঙ্গে আঁকা তুলিতে।
সজ্জা আপনি সাজিল আপনি
মোহিত নেহারি আপনে
দ্রষ্টা আপনি দৃশ্য আপনি
আপনি কার্য্য কারণে।
আপনারি সনে আপনারি খেলা
সত্যে মিথ্যা দেখা ভ্রান্তিতে

অনুৎপন্ন লাগি কেন হাহাকার
কিছুতে পারিনা বুঝিতে।
ভেদ-আবরণ একত্বে দেখাতে
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম পারেনা
দেখাইতে পারে তাঁহারই কৃপা
(আর) হেতুশূন্য তাঁর করুণা।
(যে জন) সবছাড়া হয়ে তাঁর প্রতীক্ষায়
নিশিদিন রবে জাগিয়া
(তারে) কি জানি কখন করিয়া স্মরণ
নিতে সে আসিবে বরিয়া॥

শ্রীমতী ভবপ্রিয়া দেবী।

ধর্ম্মের কলঙ্ক।

ঈশ্বরের নিকটে থাকিলে মানুষের হিংসা দ্বেষ দূর হয়, রক্তারক্তি খুনাখুনি শান্ত হয়। কিন্তু এ কেমন ধর্ম্ম, যেখানে ঈশ্বরের নাম লইয়া মানুষ মারামারি করে, কাটাকাটি করে?

সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরকে পাইবার জন্য। তবে এই খুনাখুনি কোথা হইতে আইসে? ইহাই ধর্ম্মের কলঙ্ক। ইহা ঈশ্বরের দেওয়া নহে, ইহা মানুষের করা।

"আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম" এই পর্য্যন্ত ঠিক—তাহার পরের অংশ "অন্য সমস্ত ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে" এই টুকু ধর্ম্মের কলঙ্ক—ইহা দ্বারাই রক্তারক্তি।

সকল দেশের লোকে সমান ভাবে বলুক আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহাতে বিরোধ নাই। এই বিশ্বাস ত থাকাই উচিত। যে যেমন অধিকারী তাহার জন্য তাহার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তবে সকলেই কিছু এক অধিকার লইয়া নাই। সকল মানুষ এক রকম কর্ম্মে অধিকারী নহে। একজনের যাহা ভাল লাগে অন্যের তাহা না লাগিতে পারে। তুমি তাহাকে জোর করিয়া যদি তোমার দলে টানিতে চাও তবে ত বিরোধ বাধিবেই। তুমি অন্যদলের লোকের উপরে দয়াটা কিছু সঙ্কোচ

করিয়া নিজের দলে যাহারা আছে তাহাদিগকেই না হয় দয়াটা দেখাইলে? অন্য লোকের সম্বন্ধে নাই বা ভাবিলে আহা লোক সকল ধর্ম্মশূন্য হইয়া বড় অসভ্য রহিয়া গেল—এই টুকু নিজের দলের লোকের উপর না হয় প্রয়োগ করিলে? ইহাতে ত শান্তি থাকে। তুমি নিজে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ—তুমি শান্ত হইয়াছ তোমার দলেও ত অনেক লোক আছে— তোমার বাড়ীতে তোমার পরিবার বর্গ আছে, তোমার সমাজে কত লোক আছে—ইহাদিগকে হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত করিতে চেষ্টা না করিয়া তুমি অন্যধর্ম্মের মানুষকে নিজের ধর্ম্মে আনিতে ছুটিলে কেন? ইহা কি তোমার ঈশ্বর বলিয়া দিয়াছেন? যদি ভাল করিয়া দেখ ঈশ্বর কখন এমন কথা বলিবেন না। ব্যাঘ্র যদি মনে করে হরিণগুলি বড় কষ্ট পাইতেছে ইহাদিগকে ব্যাঘ্রের দলে আনিতে হইবে- ইহাতে কি হয় ভাবিয়া দেখ।

হায়! ধর্ম্মের কলঙ্ক দূর করিবে কে? সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক যদি ঢাল তরোয়াল লইয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে আপনার ধর্ম্মে টানিতে চায় তবে ত রক্তারক্তি হইবেই। কতকাল ধরিয়া ইহা চলিতেছে—আরও কতকাল চলিবে আর খুনাখুনি বাড়িবে। ভগবান্ কি এই কার্য্যে আছেন? না ইহা অবিদ্যার কার্য্য?

লোকে যদি আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ মত নিজে চলিতে চেষ্টা করে, আপন পরিবারবর্গকে সেইমত চালাইতে চেষ্টা করে, আপন সমাজে আপনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম চালাইয়া আপনার দলের লোক সকলকে ধার্ম্মিক করিতে পারে তবে বুঝি জগতের শান্তি হয়। অনেক দিন হইতে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় মানুষের এ উন্নতি একালে হইতে পারেনা। আর ইহারই জন্য ঈশ্বরকেই আসিতে হইবে।

তথাপি দুই এক সম্প্রদায়ে দেখা যায় এই ধর্ম্মের লোকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কথাই লোককে বুঝাইয়া থাকেন—শান্তভাবেই বুঝাইয়া থাকেন। ইহারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যই করেন। তবে যাহারা ধর্ম্মের কলঙ্ক ধরিয়া জগতে রক্তারক্তি ব্যাপার বাড়াইয়া তুলিবেন ইহাদিগকে শাসন করিতে ইহাদের ঈশ্বরই সমর্থ— অন্যে বড় বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেনা। তথাপি ভাল লোকে এই চেষ্টাই করিবেন— হতাশ হইবেন না। ডাক্তার বৈদ্য রুগীকে জবাব দিলেও— রুগীর বাড়ীর লোক যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ রুগীকে ফেলিয়া রাখেন না— ঔষধ পত্রাদি ও দেন- পথ্যাদিও প্রদান করেন। সমাজের লোকের আশা

না থাকিলেও সমাজকে জবাব না দিয়া যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ আশা রাখাই উচিত।

প্রচার মানুষ করিবেই। তবে ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হইয়া প্রচারও প্রচার, আর আধখানি বা সিকিখানি ভাব উঠিবামাত্র বাজারে ছুটিয়া গিয়া প্রচারও প্রচার—এক প্রচারে ইষ্ট অন্য প্রচারে অনিষ্ট। কে কাহার কথা শুনে নতুবা বলিতাম প্রতি সম্প্রদায়ের চরিত্রবান্ ধার্ম্মিকের সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত, এবং এই সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রচারকদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত তোমার সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপদেশ যাহা তাহাই প্রচার করিবে অন্য কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করিবেনা। যদি অন্য ধর্ম্মের কথা কহিতে হয় তবে তুমি ঐ ধর্ম্মের যাহা শ্রেষ্ঠ উপদেশ তাহাই প্রচার করিও ইহাতে তুমি লোকের প্রিয় হইবে এবং এইরূপ প্রচারে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যও করা হইবে। এক এক সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ আবার অন্য সম্প্রদায়ের ভাল লোকের সঙ্ঘের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের নিন্দা না হয় তাহাই করিবে। ধর্ম্মের কলঙ্ক নিবারণের চেষ্টা সকলেরই করা উচিত।

সর্ব্বাপেক্ষা সকল সম্প্রদায়ের সাধুপ্রকৃতির লোকের প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত "মঙ্গল কর"। এইভাবে সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া যখন প্রার্থনা চলিবে তখন ভগবান্ আসিবেন।

করিলে অনেক করা যায়। একদিকে নিজের পবিত্রতা অন্যদিকে পরিবার সমাজ জাতির পবিত্রতা—ইহার জন্যই অনুষ্ঠান, ইহার জন্যই প্রচার। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সমকালেই চাই। নতুবা জ্ঞান কিছু নয়, যোগ কিছু নয়, ভক্তিই ভাল এরূপ প্রচারকের মূর্খতারই প্রচার ইহাতে হইবে।

ধর্ম্মের কলঙ্ক তবে কি? এই যে তুমি প্রচার কর যোগ কিছু নয়—নাকটিপায় কিছু হইবেনা, এই যে তুমি প্রচার কর জ্ঞান জ্ঞান ধ্যান ধ্যানে কিছু হইবেনা—জ্ঞান কিছু নয় ভক্তিই সব—এখানে যদি ভক্তিপথ নিরুপদ্রব কিরূপে ইহা মাত্র প্রচার কর তবেই মঙ্গল কিন্তু যদি যোগের নিন্দা কর আর জ্ঞানের নিন্দা কর তবে তুমি ধর্ম্ম-কলঙ্কে পড়িয়াছ।

তার পরে "ছলে বলে কৌশলে" লোককে নিজের ধর্ম্মে আনিতে হইবে ইহা কোন ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ হইতে পারেনা। যদি কোন ধর্ম্মগ্রন্থে ইহা দৃষ্ট হয় তবে যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ যাঁহারা, যথার্থ ধার্ম্মিক যাঁহারা, তাঁহারা যদি অনুসন্ধান করেন তবে নিশ্চয়ই বুঝিবেন "ছলে বলে কৌশলে অপর ধর্ম্মের লোককে

নিজের ধর্ম্মে টানা" এইরূপ উক্তি নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত। যাহাতে এত মারামারি রক্তারক্তি তাহা কখনও ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে পারেনা।

সকল ধর্ম্মের যথার্থ ধার্ম্মিক যাঁহারা তাঁহারা যদি ধর্ম্মের কলঙ্ক নিবারণে চেষ্টা না করেন তবে ধর্ম্ম জগতে কিছুতেই শান্তিস্থাপিত হইবেনা।

হে যথার্থ ধার্ম্মিক! তোমরা কি এই বিষয়টি মীমাংসা করিবার জন্য সন্নাদ্ধ হইবে?

পুরাতন কর্ম্ম ও নূতন কর্ম্ম।

পূর্ব্বে যে সমস্ত কর্ম্ম তুমি করিয়া ফেলিয়াছ—পুনঃ পুনঃ করিয়াছ তাহাই তোমার এখনকার স্বভাব প্রস্তুত করিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা ভাল লাগিয়াছিল অবিচারে তাহাই করিয়াছ, বা অন্যের পরামর্শে তাহাই করিয়াছ, হিতকর অহিতকর মান নাই, শুদ্ধ অশুদ্ধ মান নাই, পবিত্র অপবিত্র একবার ও বিচার কর নাই, এক কথায় সদাচার, সৎ আহার, সৎ ব্যবহার, আত্মহিত বা অপরের অহিত মান নাই, ইষ্ট গ্রহণ এবং অনিষ্ট পরিহার কর নাই—ইহার ফলে তোমার এখনকার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। এখন সংসারের ধাক্কা খাইয়া আর পূর্ব্বের কুঅভ্যাস মত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই—এখন ভাল হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, এখন ভাল কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হইয়াছে—কিন্তু কিরূপে করিবে? সৎ লোকের সঙ্গ করিয়া বুঝিতেছ সৎ কর্ম্ম কি এবং অসৎ কর্ম্মই বা কি। এখন ইচ্ছা হইয়াছে, অসৎ সঙ্গ ছাড়িব, অসৎ কর্ম্ম ছাড়িব। কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যাস এত প্রবল যে ভাল কিছু করিতে গেলেই তোমার নানাপ্রকার আলস্য আইসে, নানাপ্রকারে অনিচ্ছা উঠে, মনে হয় এত কষ্ট করিয়া সাধু লোকের পরামর্শ মত কর্ম্ম করিলে পীড়া হইবে, মরিয়া যাইব এই ভয় তোমাকে ভাল কর্ম্মে অগ্রসর হইতে দেয় না। এই তোমার বাধা। কিরূপে বাধা দূর করিবে? কিরূপে আলস্য, অনিচ্ছা, ভয় হইতে রক্ষা পাইবে?

সমস্ত সমাজের দুরবস্থা এই আলস্য জন্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন মানুষ যদি আলস্য না করে তবে কি জগতে এত অনর্থ হয়? যাহা করা উচিত, যাহাতে

পুরুষকার অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে আলস্য পরিহীন হইলে সকল মানুষই পণ্ডিত, ধনী, মানী ও জ্ঞানী হইতে পারে, ভগবানের ভক্ত হইতে পারে, শ্রীভগবানের সন্তোষ জন্য ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে। আলস্যের দ্বারা এই সসাগরা, সদ্বীপা ধরণী নর পশুতে ও নির্ধন জীবে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

"আলস্যং যদি ন ভবেজ্জগত্যনর্থঃ
কো ন স্যাদ্বহুধনকো বহু শ্রুতো বা।
আলস্যাদিয়মবনিঃ সাগরান্তা।
সম্পূর্ণা নর পশুভিশ্চ নির্দ্ধনৈশ্চ॥

পুরাতন কর্ম্ম তোমায় অতি হীন অবস্থায় আনিয়াছে। তুমি ভাবিতেছ এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া ভাল হইতে তুমি পারিবে না। ইহাই তোমার ভুল। মানুষ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কারণ মানুষকে শ্রীভগবান কখনও ত্যাগ করেন নাই। শ্রীভগবান্ পুরুষকার রূপে তোমার মধ্যে আছেন। পৌরুষং নৃষু। ৭।৮ গীতা। যত মন্দ অবস্থায় পড় না কেন তোমার আবার উঠিবার উপায় আছে। ভাল হইবার ইচ্ছা যদি জাগিয়া থাকে তবে তুমি ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিবেই। এই অবস্থায় তোমার প্রথম কর্য্য হইবে সৎসঙ্গ করা ও সৎশাস্ত্র শ্রবণ করা। যাঁহারা শাস্ত্র অবঃমনে সৎসঙ্গ করে না অথবা যাহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মের সাহায্য না লইয়া, নিজের সুবিধা মত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে—যাহারা শাস্ত্র সমন্বয় করিতে পারে না তাহারা সৎসঙ্গী নহে সেখানে যাইও না। সেখানে তোমার ইষ্ট হইবে না অনিষ্ট হইবে। যাঁহারা শাস্ত্র সমন্বয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, যাঁহারা শাস্ত্র মত ধর্ম্ম আচরণ করেন তাঁহাদের সঙ্গই সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গে গমন করিয়া নিজের অধিকার মত গুরুর নিকট হইতে নূতন কর্ম্ম গ্রহণ কর। ধীরে ধীরে নূতন কর্ম্ম করিতে থাক। নূতন কর্ম্ম করিতে গেলে তোমার পুরাতন সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্ম্ম বাধা দিবেই। তুমি সৎসঙ্গ করিতে করিতে শাস্ত্র মুখেই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য কিরূপ পুরুষার্থ করিতে হইবে তাহার সংবাদ পাইবে। তখন তোমার উৎসাহ জাগিবে। তুমি বুঝিবে ছন্দমত শরীরকে স্পন্দিত করিবার কর্ম্ম আছে; ছন্দমত মনকে স্পন্দিত করিবার কর্ম্ম আছে এবং ছন্দমত বুদ্ধি বা বিচারকে স্পন্দিত করিবার কর্ম্ম আছে। গুরু তোমাকে শরীর, মন ও বুদ্ধিকে সমকালে ছন্দমত স্পন্দিত করিবার মিশ্র পথ দেখাইয়া দিবেন, বলিয়া দিবেন তুমি পাঁচটি তরকারী দিয়া

আহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, আমি কোনটিই তোমাকে ছাড়িতে বলি না— আমি তোমাকে এই নূতন তরকারী দিলাম- ইহাও খাইতে থাক ; দেখিবে যাহা তোমার পক্ষে হিতকর নহে আমার প্রদর্শিত এই নূতন তরকারী ব্যবহার করিতে করিতে অহিতকর সমস্তই আপনা হইতে ছাড়িয়া যাইবে।

তাই বলিতেছি হতাশ হইবার কিছুই নাই। নূতন কর্ম্ম গ্রহণ কর— নূতন কর্ম্ম করিতে থাক, পুরাতন কুঅভ্যাস ছড়িতে পারিবে। আপনিই বুঝিতে পারিবে, তোমার টিকিট মিলিয়াছে—তুমি গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়াছ—এখন যথাসময়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে পারিবে। যদি দেখ গাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহাতেও হতাশ হইও না। বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছ বলিয়া তোমার বাহিরের বিঘ্ন ও তিনি দূর করিয়া দিবেন।

তাই বলিতেছি যদি ভাল হইবার ইচ্ছা জাগিয়া থাকে তবে নূতন কর্ম্ম গ্রহণ কর, সৎসঙ্গ কর, স্বাধ্যায় কর—এই সমস্তকে জীবনের কর্ম্ম ঠিক করিয়া ফেল দেখিবে গুরুমন্ত্র ইষ্ট তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন—তিনিই তোমার সকল বিঘ্ন দূর করিয়া তোমাকে নির্ম্মল করিয়া সঙ্গে রাখিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। জগতের সকল মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে ছুটিও না। ইহা কখন হয় নাই, কখন হইবে ও না। যাহারা ভাল হইতে চায় তাহাদিগকে কর ইহাতেই ধার্ম্মিকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। ইহাই জগতের প্রকৃত উন্নতি।

গৃহ প্রবেশ।

যখন গৃহ প্রবেশ কর, তখন—কেবল তখনই—তোমার কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। করিবে গৃহ প্রবেশ ? চাও কি দুঃখ শূন্য অবস্থা ? তুমি, যে ধর্ম্মের মানুষ কেন না হও, তুমি ও কিন্তু প্রতিদিন গৃহ প্রবেশ করিয়া দুঃখ শূন্য অবস্থা একবার করিয়া লাভ কর। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সমস্ত দিন ভাবনায়, শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া যখন ঘুমাইয়া পড়, যখন স্বপ্ন শূন্য নিদ্রা প্রাপ্ত হও তখন কাহার ক্রোড়ে যাও, ভাবিয়াছ কি ? ঐ অবস্থা হইতে যখন জাগ্রত হও, বল দেখি তখন তোমার লুপ্ত শক্তি আবার জাগে কিরূপে ? কার স্পর্শে আবার

তোমার শক্তি সমস্ত ফিরিয়া আইসে? তুমি বুঝিতে পার আর না পার সকল নর নারীর ইহা হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

শাস্ত্র অজ্ঞাত-জ্ঞাপক। শাস্ত্র দেখাইয়া দিতেছেন ঐ স্বপ্ন শূন্য নিদ্রাবস্থাতে তুমি সর্ব্বশক্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে পাও। সকল শক্তির উৎস সেই ক্রোড়। অজ্ঞানে টানা হইয়া সুখময়ের ক্রোড় প্রাপ্ত হও বলিয়া প্রিয়তমকে দেখিতে পাওনা—সুখময়কে ধরিতে পার না—তথাপি তোমার শক্তি জাগে—তুমি দুঃখ শূন্য অবস্থাও প্রাপ্ত হও। যদি জ্ঞান পূর্ব্বক এই অবস্থা লাভ করিতে পার, তবেই তুমি ঈশ্বর পাও—তবেই তুমি দুঃখ অতিক্রম করিতে পার।

যদি বল সুষুপ্তি যে সুখময় অবস্থা তাহা জানিব কিরূপে? সুষুপ্তিতে কোন দুঃখ থাকে না বুঝিলাম। সুষুপ্তিতে অন্ধ অনন্ধ হয়, পাপীতাপী পাপ তাপ শূন্য হয়, রোগী অরোগী হয়—বুঝিলাম এ অবস্থায় কোন দুঃখ থাকে না—কেননা কোন প্রকার দুঃখের, কোন প্রকারের অভাবের অনুভব থাকে না, কিন্তু কোন প্রকার সুখেরও ত অনুভব থাকে না। তবে কেমন করিয়া বলিব দুঃখ না থাকিলেই সুখ হয়? সুখই যদি হয় তবে কোন অনুভব থাকে না কেন?

এই জগতে দুঃখ ও সুখ ছাড়া আর একটা তৃতীয় কিছুই নাই। তজ্জন্য দুঃখ না থাকাই সুখ। এই সুখ কিন্তু প্রকৃত সুখ। যে সুখ তুমি জাগ্রতে অনুভব কর তাহা শত দুঃখ জড়িত। জাগ্রতের সুখটা খণ্ড সুখ তাই এটা একটানা থাকে না। সুষুপ্তির সুখ হইতেছে অখণ্ড সুখ, ইহা নিরতিশয় আনন্দ। ইহা ব্রহ্মানন্দ। শ্রুতি ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ঐ যে বল আমার "ভাললাগে" সেখানে বিচার কর ভাল ত লাগিল কিন্তু থাকে কতক্ষণ? তুমি প্রেম প্রেম কর, প্রিয়তম প্রিয়তম কর। কিন্তু প্রিয়তম কি খণ্ডিত বস্তু—দেখা মাত্র সুখ আর না দেখিলেই সব গেল? এটা প্রেমও নয়, ওটা প্রিয়তমও নয়। চিরদিন বাহিরে থাকিলে প্রিয়তমকে পাইবে কিরূপে? যে একটু ভাব তুমি পাও সেটুকু অল্প—অল্পে সুখ নাই। ভাব যায় আসে—তাহা আগমাপায়ী—যতক্ষণ ততক্ষণ। বিশুদ্ধ বস্তুতে ভাব যদি আসে—তাহা লইয়া সাধনা কর—আজকের ভাব, কালকার ভাব—এই ভাবে ভাবের সমষ্টি হয় না। ভাব হারাইয়া ফেল তাই আবার যাহাতে ভাব আসিয়াছিল তাই করিতে চাও। এই করিয়া করিয়া আঠাকাঠিতে পাখীর মত বড় বদ্ধ হইয়া পড় শেষে ভাবও হারাও আর নিজে পাপে জড়াও। ওটা ক্রম নহে। ক্রম আছে সুষুপ্তিতে যাইবার সাধনায়। একনিষ্ঠা না হইলে প্রেম হয় না। যাহা একবার উঠে আবার

পড়ে সেটা প্রেম নয়। প্রেম একবার দেখা দিলে অষ্ট প্রহর লাগিয়া থাকে। প্রেম প্রেম সবাই বলে কিন্তু প্রেম চিনিয়াছ কি? যাহার দেহ পিঞ্জরে প্রেম বসিয়াছে সেই প্রেমের কথা বলিতে পারে। দেখ দেখি সুষুপ্তির আনন্দ কেমনে আসে? প্রথমে দেহের অভিমান যায় তার পরে মনের অভিমান যায় তার পরে সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অহং থাকে না। তখন সুষুপ্তি। এখানে স্থূল দেহের অভিমান নাই, সূক্ষ্ম দেহেরও নাই। এই অবস্থাতে নিরতিশয় সুখ লাভ হয়, ভূমাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পাওয়াও পাওয়া নয় কারণ এখানে কারণ দেহের, অজ্ঞান দেহের একটা আবরণ টানা থাকে। এই আবরণটিও যখন যায় তখন সুখ স্বরূপে আনন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ করা যায়। এই অজ্ঞানের আবরণ সরাইবার জন্যই সাধনা। তাই বলিতেছি দেহ ভুল হউক, মন ভুল হউক তবে প্রেমের সন্ধান মিলিবে। কামেও ক্ষণিক ভুল হয় তাইতে লোকে কামকে প্রেমের মত ভাবিয়া গলায় ফাঁসি লাগায়।

প্রেমকে বলে ব্রহ্মানন্দ। গৃহ প্রবেশ কর, বাহিরে ঘোরা ছাড়, বাহিরের ভাল লাগালাগি ছাড়—সাধনাতে অহং দূর কর প্রেম জাগিবে। প্রেমের সন্ধান পাইয়া সাধনা করিতে পারিলে দিন দিন প্রিয়তমের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে। ইহা ভাল লাগে উহা ভাল লাগে এই ক্ষণিক ভাল লাগা লাগাই এই খণ্ড ভাল লাগা লাগাই সকল আপদের মূল।

পূর্ণ প্রেম হয় গৃহপ্রবেশ। গৃহের সর্ব্বদ্বার বন্ধ করিয়া, বাহিরের কোন কিছুকে বা মনের ভিতরের কোন কিছুকে আসিতে না দিলে তবে প্রিয়তমের দর্শন লাভ হয়। নয় দিকে নয়টা ফুটো এমন একটা ঘটের ভিতরে আলো জ্বলিতেছে। ফুটো দিয়া বাহিরে আলো আসিতেছে—এইজন্য ইহা খণ্ড হইলেও ব্রহ্মানন্দের আভাসই বটে। কিন্তু খণ্ডভাব ছাড়িয়া অখণ্ড আলোকে যদি পৌঁছিতে পার তবে প্রেম মিলিবে। এইজন্য ফুটো গুলি বন্ধ কর—করিয়া ভিতরে প্রবেশ কর দেখিবে প্রিয়তম কেমন—দেখিবে প্রিয়তমের আত্মপ্রকাশ কেমন? খণ্ডকে অখণ্ড ভাবিয়া ক্ষণস্থায়ীকে নিত্য করিতে যাইওনা।

প্রতিদিন সব মানুষ প্রিয়তমের কাছে যায়। শ্রুতি আপনি এই সংবাদ দিতেছেন। "তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।

ভূগর্ভে হিরণ্যনিধি নিহিত আছে—ভূগর্ভে ধন নিহিত আছে। যাহারা

ভূমি দেখিয়া নিশ্চয় করিতে পারেনা, এই ভূমির নীচে ধন নিহিত আছে কিনা—যাহারা ভূমি বিদ্যা জানেনা তাহারা সেই ভূমির উপর দেয়া কতবার হাঁটাহাঁটি করে, কিন্তু বিদ্যা জানেনা বলিয়া ভূগর্ভ নিহিত ধনলাভ করিতে পারেনা, সেইরূপ এই সমস্ত প্রজা—এই সমস্ত নরনারী প্রতিদিন এই সুষুপ্তিতে ব্রহ্মনিধির ক্রোড়ে শয়ন করে কিন্তু ব্রহ্মনিধি লাভ করিতে পারেনা কারণ তাহারা অজ্ঞানে আবৃত থাকায় ঐ বিদ্যা জানেনা।

ব্রহ্মপুরে প্রত্যহ যাও—প্রিয়তমের ক্রোড়ে প্রত্যহ শয়ন কর—যখন স্পর্শ করিয়া থাক তখন কোন দুঃখ থাকেনা, আবার যখন ঘুমটি ভাঙ্গে তখন সুষুপ্তির অবসানে কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাক কেন তাহাই একবার লক্ষ্য কর।

জাগ্রত হইয়াছ, চৈতন্য প্রথমে মনে অভিমান করিয়াছেন, তাহার পর দেহেও ফিরিয়াছেন কিন্তু ঐ যে সুষুপ্তিতে স্পর্শ করিয়া আসিয়াছ সে ভাব এখনও যায় নাই। সুষুপ্তির অবসানে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তুমি সংসার দুঃখে আসিয়া পড়িতেছ, মনের সংস্কার সব জাগিয়া উঠিতেছে, দেহের জন্য সম্বন্ধ সকল ফিরিয়া আসিতেছে—তাই সংসারে পড়িয়া ক্রমশঃ তোমার ব্রহ্মানন্দের উপভোগ, স্মৃতি হইতে সরিয়া যাইতেছে।

শাস্ত্র বলিতেছেন ব্রহ্মানন্দ ভোগ স্মৃতি পথে না থাকে না থাকুক কিন্তু তুমি সেই সুখের প্রতি অবহেলা করিও না। এইখানে কিছু পুরুষার্থ কর। ইহা সাধনা।

"প্রতিদিন নিদ্রার পূর্ব্বে এবং নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একবার করিয়া ভুক্ত ব্রহ্মানন্দের পক্ষপাতী হও। দিবসের মধ্যে অন্য সময়ে প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রাবল্য বশতঃ ব্রহ্মানন্দ পর্য্যালোচনার অবসর না থাকুক কিন্তু তথাপি নিদ্রার পূর্ব্বে ও নিদ্রার পরে ব্রহ্মানন্দের অনুষ্ঠান অবশ্য করিবে"। এই সাধনা কিছুদিন অভ্যাস কর ক্রমে দেখিবে তুমি জাগ্রত কালে বহুবার বলিতে ইচ্ছা করিবে—এইত এখন আর ত তোমার কোন কর্ম্ম নাই—এখন সেই নিঃসঙ্গ অবস্থা—সেই প্রিয়তমের ক্রোড়ে শয়ন অবস্থা একবার মনে করি এস। এই ভাবে বাসনানন্দে ব্রহ্মানন্দের স্মরণ একটু করিয়া অভ্যাস করিতে থাক।

এখন কোন্ সাধনায় ব্রহ্মানন্দে স্থিতি লাভ করিয়া স্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করিবে তাহারই একটু আলোচনা করি এস। এখানে বুঝিবার কথাও আছে, করিবার কাজও অনেক আছে।

গৃহের সংবাদ মিলিল। এখন জানিয়া শুনিয়া গৃহ প্রবেশ করা যায় কিরূপে তাহার চেষ্টা করি এস।

মানুষ অখণ্ডের অনুভব করিতে পারে না। অখণ্ডের অনুভব হয় না—অখণ্ডে স্থিতি লাভ হয়। তুমি যে সুখ অনুভব কর তাহা ব্রহ্মানন্দ নহে—ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব মাত্র। ব্রহ্মের সত্তা, ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য এবং ব্রহ্মানন্দ—এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। মৃত্তিকা, পর্ব্বত, আকাশ, বায়ু ইত্যাদি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তা—আছে বা অস্তি ভাব মাত্র প্রকাশ পায়। কিন্তু উহাতে চৈতন্য ও আনন্দ এই উভয়ই প্রকাশ পায়না। মনের ত্রিবিধ অবস্থা। একটি তামসিক অবস্থা—এই অবস্থায় অন্তঃকরণের বৃত্তিকে মূঢ়বৃত্তি বলে। দ্বিতীয় অবস্থা রাজসিক এই অবস্থায় অন্তঃকরণের বৃত্তিকে ঘোরা বৃত্তি বলে। তৃতীয় অবস্থা সাত্ত্বিক—এই অবস্থায় অন্তঃকরণের বৃত্তিকে শান্ত বৃত্তি বলে। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য এইগুলি শান্ত বৃত্তি; বিষয় তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদি রাজস বৃত্তি; মোহ, ভয় ইত্যাদি মূঢ় বৃত্তি।

শান্ত বৃত্তিতে সৎ চিৎ ও আনন্দের ছায়া পড়ে ঘোর বৃত্তিতে সৎ ও চিতের ছায়া পড়ে আর মূঢ় বৃত্তিতে সুধু সৎ মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়।

যেমন নির্ম্মল জলে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে কিয়ৎকাল অগ্নির উষ্ণতা থাকে কিন্তু অগ্নির প্রকাশ থাকে না, সেইরূপ ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে আত্মার চৈতন্য ভাব প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে না। যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বালাইলে অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ উভয়ই থাকে সেইরূপ শান্ত বৃত্তিতে আত্মার চৈতন্যও সুখ উভয়ই প্রকাশিত হয়।

ঘর বাড়ী ধন পুত্রাদিতে যে কামনা তাহা রজোগুণের বিকার ঘোর বৃত্তি। কামনা থাকিলে আত্মার আনন্দ অনুভব হয় না। কামনা সফল হয় কিনা এই ভাবনা জন্য দুঃখ হয়। বিফল হইলে দুঃখ অতিশয়। কামনা সিদ্ধ হইলে কিছু সুখ হয় বটে—কিন্তু কামনার বাধা আসিলে "কামাৎ সঞ্জায়তে ক্রোধঃ" ক্রোধ, প্রতিহিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি জন্মে। প্রতিশোধ হইতে না পারিলে বিষাদ আসে—বিষাদ তমোগুণের কার্য্য। কাম্য বস্তু লাভে যে হর্ষ হয়—তখন মন শান্ত হয়—বস্তু পাওয়া গিয়াছে ভোগও হইতেছে—তখন আর অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না, শান্তমনে আনন্দের ছায়া পড়ে বলিয়া আনন্দের অনুভব হয়। পঞ্চদশী এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বলিতেছেন ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তাও চৈতন্য ধরা যায়, কিন্তু সুখ ধরা যায় না। শান্তবৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও সুখ তিনেরই প্রকাশ হয়। ইহা মিশ্র ব্রহ্ম জ্ঞান। বিদ্যারণ্য সাধনার কথা বলিতেছেন। কাষ্ঠ শিলাদিতে নামরূপ ছাড়িয়া ব্রহ্মের সত্তামাত্র ভাবনা করিবে। ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে

দুঃখ ভোগ ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের ভাবনা অনুভব যিনি করিতেছেন তাঁহার ভাবনা করিবে আর ক্ষমা, উদারতা, বৈরাগ্য, সমস্তই মায়া মিথ্যা—এইরূপ শান্ত বৃত্তি যখন জাগিবে তখন ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ ধ্যান করিবে। মন্দ অধিকারী সত্তা মাত্র ধ্যান করিবে মধ্যম অধিকারী সত্তা ও চৈতন্য ধ্যান করিবে কিন্তু উত্তম অধিকারী সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনই ধ্যান করিবেন। সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দকে বাসনানন্দে ভাবনা করা বড় সুখের সাধনা।

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলে কথা থাকে না আর বাহিরে থাকিলেই বলিবার কথা অনেক থাকে। এই যে এতমেবমাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্যা এতং ব্রহ্মলোকং শ্রুতিতে স্বদেশের সংবাদ দিলেন, "কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়" —শ্রুতি পাইবার উপায়ও বলিতেছেন। উপায় শুনিবার আগে নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম হইতে এই সগুণ, জীবও অবতারের কথা কিছু আলোচনা করা যাউক।

সুষুপ্তিতে যেখানে জীব যান তাহা নির্গুণ অবস্থা। ইনি সর্ব্বশক্তি। যখন শক্তির অভিব্যক্তি থাকেনা তখন ইনি অস্পন্দ স্বভাব—নির্গুণ ব্রহ্মে নির্গুণা শক্তি মিলিত অবস্থা। এখানে কোন চলন নাই, কোন সঙ্কল্প নাই, সমস্তই স্থির শান্ত, চলন রহিত। ক্রমে সর্ব্বশক্তিতে আপনা হইতে শক্তির স্ফুরণ হয়। তখন অস্পন্দ স্বভাব যিনি, ঈশ্বর যিনি তিনি আপনি আপনি থাকিয়াও আপনশক্তি অবলম্বনে—আত্মমায়া দ্বারা সঙ্কল্পময় ভাবনাময় দেহ ধরিয়া হয়েন স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ। যিনি অবৃষ্টি সংরব্ধ অম্বুবাহের মত, অনুত্তরঙ্গ মহাসাগরের মত, যিনি নিবাত নিষ্কম্প মহা প্রদীপের মত ছিলেন তিনিই জীবের অভুক্ত বাসনা ও কর্ম্মরাশি ঈক্ষণে চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন বহির্ম্মুখে আসেন। ক্রমে হিরণ্য গর্ভই বিরাট রূপ ধারণ করেন। এই বিরাট পুরুষই জীবের উপর কৃপা করিয়া মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, সদাভিরাম মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার হয়েন। ব্রহ্মের প্রথম মূর্ত্তি যেমন মন্ত্র সেইরূপ অবতার প্রথমে মন্ত্রমূর্ত্তি পরে ইনি স্থূলমূর্ত্তি ধারণ করেন।

মানুষ মনে করে সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দে স্থিতি সেই নিরতিশয় আনন্দে স্থিতি হইলে ত কোন ভোগ থাকে না ইহা প্রার্থনীয় নয়। এইটি বিষম ভুল। ভুবি ভোগে যখন রুচি থাকে না। তখনই জীবন্মুক্তি হয়। "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে স জীবন্মুক্তি রুচ্যতে।" তারপরে ব্রহ্মানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার সকল অবস্থায় ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়। যাঁহার যাহা রুচি তাই লইয়া তিনি থাকেন আবার ইচ্ছা হইলে নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় শান্ত হইয়াও থাকিতে পারেন।

আজকাল একটু যোগের কার্য্য করিয়াই লোকে মনে ভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক নিম্ন অধিকারীর জন্য। এইরূপ ভ্রান্ত মতে লোক ব্যভিচারী হইয়া উঠিতেছে। নতুবা শাস্ত্র জ্ঞান মার্গের উচ্চ অধিকারীকেও সন্ধ্যা আহ্নিক, সদাচার, সৎ আহার ত্যাগ করিতে বলেন না। তবে যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং যাঁহারা সমাধিতে স্থিতি লাভ আয়ত্ব করেন তাঁহাদের কোন কর্ম্মই থাকেনা আপনা হইতে সব ছুটিয়া যায়। যতদিন ইহা না হয় ততদিন সন্ধ্যা আহ্নিক ত্যাগ হইতে পারে না। তাই শাস্ত্র উচ্চ অধিকারীকেও বলিতেছেন—

স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসন পরিগ্রহঃ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়॥
প্রকৃতের্ভিন্ন মাত্মানং বিচারয় সদানঘ॥

শুভ জলে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সন্ধ্যাদি ক্রিয়া করিবে। পরে একান্তে স্থির সুখ আসনে উপবেশন করিয়া চক্ষুকর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহকে শনৈঃ শনৈঃ বাহির হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখ করিবে। পরে বিচার করিবে সমস্তই প্রকৃতি, সমস্তই মায়া, সমস্তই মিথ্যা। আমি প্রকৃতি নই আমি আত্মা এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে যখন অনুভব হইবে "প্রকৃতেরন্য মাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি" প্রকৃতি হইতে আমি অন্য ইহা জানিলেই মুক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই উচ্চ সাধনা যদি করিতে না পার তবে হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ হইতে যিনি অবতার মূর্ত্তি ধারণ করেন তাঁহাকে হৃদয়ে বসাইয়া "আমি তোমার" ইহা তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতে করিতে তাঁহার জন্যই সমস্ত কর্ম্ম করিবে, তাঁহার সেবা জন্য বাক্য ও ভাবনা ব্যবহার করিবে। এই ভাবে যখন যাহা করিবে তাহাতেই তোমার সেবা করিতেছি ইহা একবারও বিস্মৃত হইবে না। এই নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া নিজের হৃদয়ে ও সর্ব্ব বস্তুতে আপন ইষ্টকে চিন্তা করিয়া আবার সেই উচ্চ সাধনায় আত্মা হইয়া স্থিতি লাভ করিবে। যত দিন না গৃহ প্রবেশে সব শান্ত হইয়া যায়, যতদিন না ইহা আয়ত্ব হয় ততদিন ভক্তের সমস্ত কর্ম্মাবসানে কাতর প্রার্থনার কথা বড়ই প্রাণস্পর্শী।

তুমি বিচার করিয়া দেখ "আমি তোমার" এই যাজ্ঞার মধ্যে তোমার কত ভাবনার কথা আছে, কত করিবার কার্য্য আছে। এই সমস্ত করিতে করিতে নিজের দোষ ধরিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রাণ পণ করিবে। এই অবস্থায় প্রার্থনা হইতেছে—

আমি দীন হীন প্রজা তুমি হৃদয়ের রাজা
প্রভু তোমার করিয়া লও।
আমি চাহিতে জানিনা বলিতে পারিনা
তুমি আমারে শিখায়ে দাও ॥
আমি কত ক'রে তোমায় ডাকিবারে চাই
সরমে পারিনা ডাকিতে।
আমার সরম ভাঙ্গায়ে, দাও শিখাইয়ে
তোমারে লইয়া থাকিতে।
আমার মলিনতা ধুয়ে নির্ম্মল করিয়ে
চরণের তলে রাখ।
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি জুড়াইয়া থাকি
তুমি "আমার" বলিয়া ডাক ॥
তুমি দীন দয়াল প্রণত পাল
হে অধম তারণ।
মঙ্গলময় মঙ্গল কর
জুড়াক তাপিত জীবন ॥

গৃহ প্রবেশের বুঝিবার কথা ও সাধনার কথা কিছু কিছু আলোচনা করা হইল। আরও এক দিয়া গৃহ প্রবেশের অনুভবের কথা কিছু আলোচনা করিতে বাকি আছে। ইহা রস মার্গের কথা। ইহার আভাস মাত্র দেওয়া যায়। বৈষ্ণব সাধকের সাধনাতে সহজে উপলব্ধি করিবার কথাও আছে আবার অনুভবের সাধনার কথাও আছে। কিছু বলিতেছি।

এই যে ধনী কৃষ্ণ কথা কইতেছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হল।
"ধনী" শুনিয়াই এমন হইলে কেন?
তত্ত্ব কথার সঙ্গে আবার ধনা-ধনী কেন?

যা ভাবিতে হয় ভাবিও কিন্তু শুনিতে দোষ কি? "রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ং" ভগবান্ সনক শাস্ত্রের সমন্বয়ে ইহা বলিয়াছেন। সাক্ষাৎ শ্রুতি বাক্য ইহা। কৃষ্ণ উপনিষদ্ বলিতেছেন "ওঁ যো রামঃ কৃষ্ণতামেত্য সার্ব্বাত্ম্যং প্রাপ্য লীলয়া" রাম লীলার পরের অংশ কৃষ্ণলীলা—বেদ ত রাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু দেখাইয়াছেন। তুমি পৃথগ্‌ত্ব আনিয়া ব্যভিচার কর কেন? আবার রুদ্রহৃদয়োপনিষদ্ বলিতেছেন—

যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।
যেঽর্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্॥
যে দ্বিষন্তি বিরূপাখ্যং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনং।
যে রুদ্রং নাঽভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥

আবার যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ আবার তিনিই শিব। গোবিন্দকে নমস্কার করিলে শিবকেও নমস্কার করা হয়। ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে যিনি অর্চ্চনা করেন তিনি শিবেরও অর্চনা করেন। যিনি শিবকে দ্বেষ করেন তিনি রামকে বা কৃষ্ণকে দ্বেষ করেন। আর যিনি শিবকে জানেন না তিনি কেশবকেও জানেন না। তুমি আমার ঠাকুরটিই শ্রেষ্ঠ আর গুলি নিকৃষ্ট বলিয়া ব্যভিচার যখন কর তখন জানা যায় তুমি কৃষ্ণতত্ত্ব বা রামতত্ত্ব জাননা—ইহা তোমার মূর্খতাই প্রকাশ করে। তথাপি ইহা সত্য যে "শ্রীনাথে জানকী নাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ" তুমি যাঁর উপাসনা কর তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব আর তিনিই শিব তিনিই কৃষ্ণ-শাস্ত্র এই অভেদে ভজন করিতে বলিয়া শাস্ত্র সমন্বয় করিলেন, তুমি ইহাঁদের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি আনিয়া উপাস্য দেবতাকে "কোণঠেসা" করিয়া পথ ভ্রষ্ট হও কেন? এখন দেখ দেখি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে নীরব হইলেন কেন? কখন কি রাম কথা বা কৃষ্ণ কথা বা শিব কথা কহিতে কহিতে—তা অন্তরঙ্গের সঙ্গেই কও বা একা নির্জ্জনে বসিয়াও কও—বলিতেছি—কথা কইতে কইতে কখন কি নীরব হইয়াছ? ইহাই গৃহপ্রবেশের কথা। ইহাই "ডুব দেনা মন কালী বলে—হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে"—ইহার কথাই গৃহপ্রবেশের তত্ত্ব কথায় আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্ব কথা শুনিয়া, তত্ত্বকথা মনন করিয়া অনুভবে পৌঁছিবার জন্য লীলা কথা কহিতে কহিতে নীরব হওয়ার সাধনা বলা হইতেছে। এখানে বুঝিবার বুঝাইবার কথা তত বেশী নাই যত আছে করিবার কথা। বহু সুকৃতি থাকিলে এই রাজ্যে

প্রবেশাধিকার জন্মে। বৈষ্ণব কবিগণ ইহা লইয়া অনেক করিয়াছেন—তুমি ইহাতে বিদ্বেষভাব রাখিতেই পারনা। শুন আর একজন কি বলিতেছেন।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥ ইত্যাদি

নাম ত কর—নাম করিতে করিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে কি? নাম করিতে করিতে নাম ছাড়িতে পারিনা ইহা হয় কদিন? জপ করিতে করিতে শরীর অবশ হইয়া উঠে আর ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া উঠে তখন বলিয়া উঠিতে হয় কেমনে পাইব সই তারে। বহুভাগ্যে এই সাধনায় অধিকার জন্মে। প্রথমে শুভ কর্ম্ম কর—দান কর, তীর্থ সেবা কর, লোকের সেবা কর। লোক সেবায় সর্ব্বহৃদিস্থিত ইষ্ট দেবতার সেবা হইতেছে ভাবনা কর এইরূপ পুণ্য কর্ম্মে পাপ ক্ষয় হউক; তারপর সদাচার কর, নিত্যকর্ম্ম নিষ্ঠাপূর্ব্বক কর, একনিষ্ট হইয়া নাম কর তবেত হৃদয় নির্ম্মল হইবে—নতুবা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে পাইবার আশা রাখা বাতুলতা মাত্র। আজ্ঞা পালন প্রাণপণে কর তবে ত নামে রস আসিবে। একনিষ্ঠ হও তবেই জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা লীলাগ্রন্থ স্বাধ্যায় কর করিতে করিতে নাম কর, তত্ত্ব বুঝ, করুণা দেখ—তবেই গৃহপ্রবেশ করিতে পারিবে।

কো দূর করব পিয়াসা।

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা (বিদ্যাপতি)

মিথিলার কবিকুঞ্জ হইতে এই মহাবাণী একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল—তাহা আজও ভারতের আকাশে বাতাসে শুনা যায় তাহা নীরব নিশিথে যখন বরষার আকাশের মত হৃদয় গগন নিবিড় বিরহ ঘনাচ্ছাদিত থাকে তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া উঠে। এই বাণীর অর্থ কি? ইহা প্রাণের নিবিড় বেদনাপূর্ণ তীব্র বিরহার্ত্তির করুণ ধ্বনি। কবি বলিয়াছেন যে সিন্ধুর নিকটে থাকিয়াও যদি কণ্ঠ শুষ্ক হয় তবে সেই তৃষ্ণা কে আর দূর করিবে? আমরা আমাদের অন্তরের দিকে যখন দেখি তখন এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া আক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হয়। অন্তরে যে আনন্দ সিন্ধু বিরাজিত তাহা শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ অপেক্ষা না করিয়াও স্বতঃ অনুভব করা যায় আর অজ্ঞাত জ্ঞাপক শাস্ত্র ইহাই স্পষ্ট করিয়া ধরাইয়া দিয়া থাকেন। শাস্ত্র দেখাইয়া দেন আমরা শুধু যে সেই আনন্দ সিন্ধুর নিকটেই থাকি তা নয়, আমরা তাঁহার বক্ষে অনাদিকাল ভাসিতেছি, তবু আমাদের অন্য তৃষ্ণার শেষ নাই। এই অনাদি মৃগ তৃষ্ণা আমাদের হৃদয় প্রপীড়িত করিতেছে। যেমন সাগরে যতদিন না মগ্ন হওয়া যায় ততদিন প্রখর রবির কিরণে তৃষাতুর প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, তেমনি অসীমসিন্ধু অনাদিকাল অন্তরে উছলিত হইলেও যতদিন না মানুষ সেই আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইতেছে ততদিন জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই—ততদিন ত্রিতাপ তপ্ত জীবের চিরশান্তি প্রাপ্তি হইতেই পারেনা, সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া লোক যেমন কেবল উর্ম্মিমালার কলরব শুনে, সেইরূপ আনন্দ সাগরে যে মায়ার অবিরাম উত্তাল তরঙ্গ নৃত্য করিতেছে তটস্থ শক্তি জীব তাহার শব্দেই বধির—জানেনা যে অসীম সাগরের গভীরতম নিম্নদেশে এক বিরাট নিশ্চল অক্ষুব্ধ নীরবতা বিরাজিত।

শাস্ত্র গুরু সাধু মুখে কত সৎপ্রসঙ্গই মানুষ শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু আনন্দের সন্ধান পাইল কি? বিষয় তৃষ্ণা উপশান্ত হইল কি? না, দিনে দিনেই বরং ভোগস্পৃহা বিবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে রাগদ্বেষের প্রতি আসক্তি ঘনীভূত তিমির পুঞ্জের মতই তাহার চারিদিক আঁধার করিয়া তুলিতেছে। আনন্দ সিন্ধু অন্তরে লইয়া আমরা বিন্দুর জন্য ক্ষুদ্র জীবের মত সময় সময় কতই না

লালায়িত হইয়া থাকি। অল্পে শান্তি নাই, সে কথা ভুলিয়া যাই—"যো বৈ ভূমা তৎসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" শ্রুতির এই গভীর বাণী শুনিয়া ও পড়িয়া প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিতে পারিনা। যিনি আদিত্যবর্ণ, তমোগুণের অতীত তাহাকে অনাদি বিস্মৃতির তিমিরাবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া আর দেখিতে পাইনা। কি করিলে এই আবরণ অপসারিত হইবে সেই পন্থা দেখাইবার জন্য শাস্ত্র পরম হিতৈষী সখার মতই উদ্যত। শাস্ত্র বলেন—যেখানে আনন্দের কেন্দ্র—যেখান হইতে জগতে কণা কণা আনন্দ উৎসরিত হইতেছে সেই আনন্দের মূল উৎস হইতে বিচ্যুত হইলেই দুঃখ, কেন্দ্র বা centre হইতে যিনি দূরে আসেন তিনি Eccentric অথবা উন্মত্ত, যিনি দহরাকাশে হৃদ্‌গুহাশায়ী পরম আনন্দ তত্ত্বে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে জগতের রাজ্যে আনন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন তাহাকে বিষয়ের পশ্চাতে উন্মত্তের মতই ধাবমান হইতে হয় ও অসীম মৃত্যু সংসার সাগরের মহাভয়াবহ উত্তাল জন্ম জরা মরণ তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" কি দুঃখ, আনন্দ আমাদের মধ্যে—মধ্যে কেন আমরাই আনন্দ স্বরূপ বা স্বরূপ বিচ্যুত হইয়া আনন্দের কণিকা, কিন্তু আমাদের দুঃখের সীমা নাই, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভের ও নির্ব্বেদের বিষয় কি হইতে পারে? তাই কবি তাহার বিরহ গীতির মধ্যে কয়েকটী কথায় এই আক্ষেপ এই জ্বালাময়ী আর্ত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন শীতল বারিপূর্ণ পাত্র সর্ব্বাঙ্গে অনন্তকাল স্পর্শ করিলেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই তেমনি বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ জনিত আনন্দের বিকার ভোগ করিয়া দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হইতে পারেনা। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাচারম্ভনম্ বিকার নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" অর্থাৎ একটী বস্তুই সত্য এবং তাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই তাহার বহু ভোগের বিষয় থাকিলেও কামনা নির্ব্বাণের উপায় নাই। আমরা প্রত্যহ জীবনে নানা জড়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এইরূপ দুঃখের আমন্ত্রণ করিয়া থাকি। কোন বস্তু স্পর্শ বা আলিঙ্গন করিয়া, দর্শন শ্রবণ করিয়া একটু আনন্দাভাস পাই, কিন্তু তাহা চঞ্চল চপলার চকিত চমকেরই মত ক্ষণস্থায়ী। সে আনন্দ আমরা ধরিয়া রাখিতে পারিনা ও পশ্চাতে হৃদয় অবসাদ ভারে নমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃত আনন্দের এইরূপ লক্ষণ নহে। তাহাতে অবসাদ নাই, দুঃখ নাই তাহা নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে নব নবায়মান হইয়া তাহার সেবককে কৃত কৃতার্থ পরিতৃপ্ত করিয়া দিবে। সে আনন্দ নির্ম্মল

নির্ঝরের স্বচ্ছ উৎসের মতই অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ উছলিত হইয়া উঠিবে। তাহার উচ্ছ্বাস বাহিরের কোন অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করিবেনা। এই আনন্দই শ্রুতি "রসো বৈ সঃ" বলিয়া গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন ও এই রস বা আনন্দ পাইলেই যে জীবের চির শান্তি তাহা বলিয়াছেন, যথা—"রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" এই রস তত্ত্ব মানবের হৃদয় পুণ্ডরীকে অতি রমণীয় দর্শন হইয়া প্রকাশ পায় সে রূপ মাধুর্য্যের সিন্ধুতে অবগাহন করিলে তৃষ্ণার চির নিবৃত্তি, "রসোবর্জ্জং রসোপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে"। এই আনন্দ সাক্ষাৎ কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়। সেইজন্য কবি গাহিয়াছেন—যদি সিন্ধুর তটে থাকিয়াও প্রাণ তৃষাতুর থাকে তবে সেই দুঃখ আর ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই, এত নিকটে থাকিয়াও যদি সে বস্তু উপলব্ধ না হয় তবে মানব জীবনে লাভ কি? কৃপার সিন্ধু যিনি তিনি যদি মর্ম্মের গোপন ব্যথা বুঝিয়া জ্বালা না জুড়াইয়া দেন তবে সেই সন্তাপ কি জগতের কোন বস্তুর দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে? এই পদটীতে কবি তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া প্রাণের বেদনা ভাষার মধ্য দিয়া ভাব তুলিকায় চির প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছেন ও মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার মধ্য দিয়া জীবগণকে দারুণ বিরহ সময়ে কিরূপ মানসিক অবস্থা হয় তাহার লেশাভাষ ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই জন্যই শ্রীপাদ গোস্বামিগণ মহাভাব স্বরূপিণী ব্রজ বালাগণের ও তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেমের পরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। সেই জন্যই শ্রীমতী "বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা", কারণ তাঁহার হৃদয়ে কামনার গন্ধ মাত্র নাই। যিনি পরম সুখ ও মঙ্গল স্বরূপ ভগবানকেও বলিতে পারেন "আমি আপন কুশল কিছু না জানি, তোমার কুশলে কুশল মানি" সেই হ্লাদিনী শক্তি যে জগতে প্রেমের আদর্শরূপে গৃহীত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। শ্রুতি ও "সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" বলিয়া সম্পূর্ণ কামনার উপশমে যে উপরোক্ত আনন্দের শত গুণ উৎকর্ষ তাহা দেখাইয়াছেন এবং যেখানে স্বসুখ তাৎপর্য্য আদৌ নাই সেখানে যে আনন্দের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ অপ্রাকৃত আনন্দ সাগরে অবগাহন করিলেই চির তরে বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া যায়, অন্য পন্থা নাই। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

শ্রীবিভাষ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

অন্তিমে অবসর।

"আবার আসিলাম।"

"আসিলে ?"

"হাঁ, আসিলাম।"

"ভাল।"

"কেন আসিলাম, জান ?"

"কি করিয়া জানিব ?"

"আন্দাজ কর।"

"আন্দাজ আর করিতে পারি না।"

"ক'র না!"

"না।"

"কেন ?"

"অপরের মনের কথা অনুমান করিয়া ধরিবার ইচ্ছা আর নাই।"

"কেন ?"

"উচিত তৎর্পণে গঙ্গা শুকাইয়া যাইতেছে।"

"সে আবার কি ?"

"যাহা ধ্রুব বলিয়া জানিয়াছি তাহা করিবার শক্তি নাই তা আর অন্যের মনের কথা অনুমান করিবার শক্তি পাইব কোথায় ?"

"শক্তি গেল কি প্রকারে ?"

"বয়সে আর অপব্যবহারে।"

"বয়স কত ?"

"কেন ? বিবাহ করিবে না কি ?"

"বিবাহ ?"

"হাঁ।"

"সে কথা পরে হইবে—এখন ব'ল ত বয়স কত।"

"চল্লিশ।"

"চল্লিশ আর এমন অধিক বয়স কি ?"

"অধিক নহে ?"

"অধিক ?"

"অধিক বলিয়া অধিক—একেবারে শেষ বয়স।"

"শেষ বয়স ?"

"শেষ বয়স নহে ? ভারতবাসী গড়ে কত বৎসর বাঁচে, জান ?"

"কত বৎসর ?"

"তেইশ।"

"তেইশ ?"

"শিহরিলে যে ?"

"তেইশ ? ব'ল কি ?"

"যাহা সত্য তাহাই বলিতেছি। বাঙ্গালী গড়ে কত বৎসর বাঁচে, জান ?"

"না।"

"কুড়ি।"

"সর্ব্বনাশ !"

"সত্যই সর্ব্বনাশ।"

"তা'হ'লে চল্লিশ বৎসর বয়স ত অন্তিম কাল !"

"মাত্র একটি থাবি থাইতে বাকি।"

"এই জন্যই বুঝি এই নব বৎসরে একটু অবসর লইবার চেষ্টা করিতেছ ?"

"হাঁ।"

"তা, বেশ।"

"বেশ নহে।"

"কেন ?—অবসর লইয়া যাহা করিতে চাহ তাহা করিও।"

"তাহা আর করিতে পারিব না।"

"কেন ?"

"অন্তিম কালে আর করিবার শক্তি কোথায় ?"

"শক্তি নাই ?"

"তোমার সহিত কথা বলিতে বলিতে বহু পূর্ব্বের এক কথা মনে পড়িল—"

"কি কথা ?"

"তখন দেহে বল ছিল, মনে শক্তি ছিল।"

"বিষণ্ণ হইতেছ কেন ?"

"বিষণ্ণ হইব না ?"

"কেন বিষন্ন হইতেছ ?"

"যখন অবসর লইলে কিছু করা যাইত তখন অবসর লইলে কাজের মত কাজ কিছু হইত !"

"বহু দিনের কি কথা বলিতেছিলে ?"

"সে এক সাধুর কথা।"

"ব'ল না।"

"৺পূজার অবকাশে ৺কাশীধামে গিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে এক সাধুর আশ্রমে যাইতাম। তিনি নানাপ্রকার জ্ঞানের কথা শুনাইতেন। আমিও এক মনে শুনিতাম। সাধু আমাকে ক্রমে ভাল বাসিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইলে যখন সহরে ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়া সাধুর চরণে প্রণাম করিয়া জানাইলাম যে বিদায় হইতেছি তখন তিনি স্নেহের নয়নে মুখ প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন যাইতেছ ?—"

"তুমি কি বলিলে ?"

"ছুটি ফুরাইয়াছে—কাজ করিতে হইবে।"

"সাধু কি বলিলেন ?"

"কাজ না করিলে কি ক্ষতি হইবে ?"

"তুমি কি উত্তর করিলে ?"

"আমি বলিলাম খাইব কি ?"

"তা'র পর ?"

"অনেক কথা হইল। তুমি নীরবে শোন, আমি আমাদের কথোপকথনের মর্ম্ম বলিতেছি।"

"সেই ভাল।"

"সাধু বলিলেন 'দেখ, এই ৺কাশীধামে সকলে বৃত্তি লইয়া শেষ বয়সে ধর্ম্ম আচরণ করিতে আইসে ! কিন্তু কি ভ্রান্ত !—যে বয়সে তাহাকে কর্ম্মে অক্ষম বুঝিয়া তাহার পার্থিব প্রভু তাহাকে বৃত্তি দিয়া বিদায় করিয়া দিল সেই বয়সে সে ধর্ম্ম সাধন করিতে আসিল ! যখন সমাজের তুচ্ছ কাজ করিবার ও শক্তি তাহার নাই তখন সে আসিল যে কাজ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন তাহা করিতে ! এই সকল জীব মহামোহ গ্রস্ত। যে বৃত্তির জন্য সমগ্র জীবন পরিশ্রম করিল সেই বৃত্তি এমন সময়ে লইল যখন আর স্বচ্ছন্দ চিত্তে সেই বৃত্তি ভোগেরও আর শক্তি নাই। কাহারও বহুমূত্র, কাহারও বাত, কাহারও শির পীড়া, কাহারও শূল বেদনা,

কেহ বা একেবারে অথর্ব্ব। এরূপ অবস্থায় রোগের যাতনা ভোগ করিবে না সাধনা করিবে? যে বৃত্তির জন্য যথাসর্ব্বস্ব হারাইল সেই বৃত্তি তখন আর তাহাদের কোন কার্য্যেই লাগে না। কি বিড়ম্বনা!"

"বিড়ম্বনাই ত দেখিতেছি!"

"বলিতে বলিতে সাধুর মুখমণ্ডল করুণায় উজ্জল হইয়া উঠিল—বাৎসল্য পরিপূর্ণ কণ্ঠে আমাকে বলিলেন 'তুমিও কি এই দলভুক্ত হইতে চাও'?"

"তুমি কি বলিলে?"

"সাধুর মুখমণ্ডলের করুণার শোভায় এবং কণ্ঠের বাৎসল্য পূর্ণ স্বরের মূর্চ্ছনায় আমি বিগলিত প্রাণে তাঁহার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া নির্ণিমেষে রহিলাম। সাধুও আমার নয়নে প্রীতিপূর্ণ নয়ন স্থাপিত করিয়া নির্ণিমেষে রহিলেন। বহুক্ষণ পরে অমৃত সিঞ্চিত শব্দে বলিলেন 'আহা!' এখনও আমি সেই করুণচ্ছটাশোভিত মুখখানি দেখিতেছি, এখনও আমি সেই মধুর কণ্ঠের অপূর্ব্ব 'আহা!' শব্দ শুনিতেছি।"

"তিনি কি সন্ন্যাসী?"

"সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসীর এত স্নেহ, এত করুণা, এত ভালবাসা?"

যদি স্নেহ, করুণা, ভালবাসা এজগতে কোথায়ও থাকে তবে তাহা আছে তাঁহার হৃদয়ে যিনি এজগতে সকল প্রিয় জন ত্যাগ করিয়াছেন।"

"যদি স্নেহ, করুণা, ভালবাসা থাকিবে তাহা হইলে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধবের মমতা ত্যাগ করিলেন কি প্রকারে?"

"আর একজনের প্রতি মমতা বশে।"

"কে সে?—যাহার প্রতি মমতা বশে সাধুজন আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রতি মমতা ত্যাগ করেন?"

"তিনি আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, স্বজনের পরম স্বজন, বন্ধুর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, বান্ধবের শিরোমণি বান্ধব!"

"তা' এই মনের মানুষের আকর্ষণে তিনি যদি আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব ত্যাগ করেন তবে তিনি আবার অন্য মানুষকে ভালবাসেন কি প্রকারে?"

"যখন আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রতি যে মমতা তাহা তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া মনের মানুষে কেন্দ্রীভূত হয় তখন সেই কেন্দ্রীভূত ভালবাসা সহস্র রশ্মির অগণিত রশ্মি রেখার ন্যায় অসংখ্য ধারায় ধরার জনে জনে মধুর ভাবেবর্ষিত হয়"।

"ব'ল কি ?"

"হাঁ—এ পৃথিবীতে সাধু-সন্ন্যাসী যেমন ভাল মানুষকে বাসিতে পারেন—এমন ভাল মানুষ মানুষকে বাসিতে পারে না—সহোদর ভ্রাতা ও সহোদর ভ্রাতাকে এমন ভাল বাসিতে পারে না।"

"পিতার পুত্রের প্রতি যে ভালবাসা তাহা অপেক্ষা অধিক ?"

"মনে হয়।"

"পুত্রের পিতার প্রতি যে ভালবাসা তাহা অপেক্ষা অধিক ?"

"নিশ্চয়ই।"

"জননীর সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা তাহা অপেক্ষা অধিক ?"

"না।"

"তুমি কি ইহা স্বয়ং বুঝিয়া বলিতেছ ?"

"আমি নিজ জীবনে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিতেছি।"

"তাহার পর সাধু কি বলিলেন ?"

"তিনি যখন বুঝিলেন যে আমি সহরে ফিরিবই তখন স্নেহভরে একটি কথা বলিয়া বিদায় দিলেন।"

"কথাটি কি ?"

"গোয়ালা গাভী রাখে। সামান্য শুষ্ক খড় খাইতে দেয়। দু'বেলা কিন্তু দোহন করে। গাভী অস্থিচর্ম্মসার হইলেও সে দোহন করিতে ছাড়েনা। শেষে যখন গাভী একদিন আর সহিতে না পারিয়া গোয়ালে পড়িয়া মরে তখন নিষ্ঠুর তাহার পা ধরিয়া টানিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়। তখন শৃগাল কুকুরে সেই গাভীকে খাইয়া ফেলে।"

"অতি সুন্দর গল্প !"

"পরম উপাদেয় ! তখন যদি অবসর লইতাম তাহা হইলে আজ আর অবসর লইয়াও বিফলমনোরথ হইতে হইত না। সেই অবসর লইতেছি—যদি দুই দিন পূর্ব্বে লইতাম !"

"দুঃখ করিও না।"

"আমি কি আর দুঃখ করিতেছি ? বক্ষের মাঝারে প্রাণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহারই দীর্ঘশ্বাস শব্দরূপ ধারণ করিয়া মুখ হইতে নির্গত হইতেছে !"

"ভুলিয়া যাও।"

"এ' কি কথার কথা যে ভুলিয়া যাইব ! কত সাধু কতবার বুঝাইয়াছেন !"

"আর কে কি বলিয়াছেন ?"

"আজ সকল কথাই মনে উঠিতেছে!"

"আমাকে বল।"

"বলিব বৈ কি? আমার যাহা হইবার তাহাত এজন্মে হইয়া গেল। অপর কোন পথিক যদি এই মুমূর্ষুর মরণোক্তি শুনিয়া সময় থাকিতে সাবধান হয় তাহা হইলে তাহার মঙ্গল হইবে।"

"আর একজন সাধুর কথা ব'ল ত।"

"আমরা দুই জনে এক নদীতটে, শ্যামতৃণে উপবেশন করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ধরাতলে অবতরণ করিতেছিল। দূরে নদী হইতে গৌরবর্ণ কর্দ্দম উঠাইয়া একজন লোক তাহার গামছায় মাখাইতেছিল। সাধু আমাকে লোকটির কার্য্য দেখাইয়া বলিলেন ঐ গামোছায় ঐ কর্দ্দমের রং ফলাইবে বলিয়া ঐ লোকটি নিত্য সন্ধ্যায় এই জলে নামিয়া এইরূপ পরিশ্রম করে। ফল কি হইবে তা জান? নিত্য কর্দ্দমাক্ত হইতে হইতে এবং নিত্য আছাড় খাইতে গামোছাখানি এমনই জীর্ণ হইয়া উঠিবে যে যেদিন রং ধরিবে সেদিন শ্যামা গামোছা ছিঁড়িয়া যাইবে।"

"ত'র পর?"

"লোকটির এই হাস্যজনক প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া আমি উপহাসের হাসি হাসিলাম।"

"তোমাকে হাসিতে দেখিয়া সাধু কিছু বলিলেন না?"

"বলিলেন না?"

"কি বলিলেন?"

"বলিলেন—'দেখিও তুমিও যেন গামোছায় রং ফলাইতে যাইয়া বৃথা শ্যামা গামোছা ছিঁড়িয়া ফেলিও না।"

"এ যে অতি উপাদেয় উপদেশ!"

"দেখ, তোমার যদি কাজে লাগে—আমি ত আর কাজে লাগাইতে পারিলাম না!"

"তুমিই কাজে লাগাইতে পারিবে।"

"তুমি ত সাহস দিতেছ, আমি যে ভরসা দেখিতেছি না।"

"আচ্ছা, তুমি এরূপ উপদেশ আর শুনিয়াছ?"

"অনেক।"

"আমাকে বলিবে?"

"যখন যাহা মনে পড়িবে তখন তাহা বলিব।"

"আচ্ছা, আজ আর একটি ব'ল।"

"দেখ, সাধুদিগের এই সকল উপদেশ আজ বক্ষে শক্তিশেলের ন্যায় বাজিতেছে। আজ আর বেশী কথা হইবে না।"

"এই সকল কথা বলিতে তোমার কষ্ট হইতেছে?"

"এ' আমার ব্যর্থ জীবনের বিষাদ কাহিনী—বলিতে কষ্ট হইবে না!"

"তবে আর তোমার আজ বলিয়া কাজ নাই। তুমি এখন সুস্থ হও।"

"সুস্থ!"

"হাসিলে যে?"

"সুস্থ আর এ' জীবনে হইব না—যদি জন্মান্তরে ভগবান সুস্থ করেন!"

"ইহ জীবনেই তুমি সুস্থ হইবে।"

"দাও, সান্ত্বনা দাও—অন্য সুখ যখন চলিয়া যায় তখন এই সঙ্কল্পই মানুষকে সাময়িক শক্তি প্রদান করে। হাঁ—আর একসাধুর কথা বলিতেছি—"

"না, আজ আর শুনিব না।"

"কেন?"

"তোমার বিশেষ কষ্ট হইতেছে।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"তোমার মুখে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!"

"মুখে বেদনার ছায়া দেখিয়া সহানুভূতি করিতেছ আর যদি আমার বুকের বেদনার স্বরূপ দেখিতে পাইতে!"

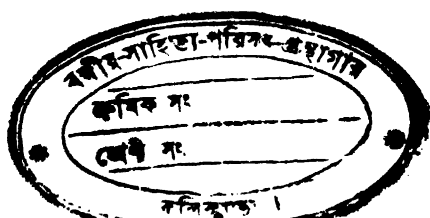
"না, যাহা দেখিতেছি তাহাই যথেষ্ট, আর বুকের ভিতর দেখিতে চাহি না।"

"বেশ।"

"আজ আসি।"

"যাবে? যাও!"

অবসর—পিয়াসী।



শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ।

রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি, যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে যে কি নিমিত্ত একমনে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে ভাল বাসেন, তৎসম্বন্ধে যথাস্থানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহাকে যত ভাল বাসে সে তাহাকে তত দেখিতে চায়, ইহাই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সাধারণ নিয়ম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি নিয়ত একমনে ঈক্ষণ ও শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিয়ত ঈক্ষণ পরস্পরের গাঢ় প্রেমের পরিচায়ক।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সুতরাং প্রত্যেক জীব দেহেরও সৃষ্টি। জীব দেহের গঠন প্রণালীর গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, দেহীর শিরদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত সহস্রার পদ্মের সহিত নেত্ররন্ধ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ স্থাপন বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশল। শ্রীভগবান্ স্থলজ, জলজ, অণ্ডজ, প্রত্যেক জীবদেহের সহস্রার পদ্মে অলক্ষিতভাবে উপবেশন করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ বৃত্তি ও কার্য্যকলাপ বিচার করিয়া তাহাকে অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতেছেন ও যথাযোগ্য সুখদুঃখ ভাগী করিতেছেন। জীবগণও তাহাদের পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের ভালমন্দ কর্ম্মফলে শ্রীভগবানকে অল্পাধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ও ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। জীব যখন স্বদেহের ব্রহ্মরন্ধ্রে-স্থিত শ্রীভগবানকে স্বীয় কর্ম্মনাশের প্রার্থনায় আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া একান্ত ভক্তিভাবে অনিমেষ লোচনে কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত দেখিবে তখন তাহার আর এ জগতে দুঃখভোগ করিতে হইবে না, শ্রীভগবান তাহাকে শুভদৃষ্টি (১)

---

(১) বিবাহের যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ সমাপনান্তে যে বর-কন্যার অন্যোন্যা-বলোকনের বা শুভদৃষ্টির প্রথা এদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহার মূলীভূত কারণ এই যে, যদি বর কন্যার প্রথম দৃষ্টি প্রকৃত পক্ষে শুভ হয় ও সেই দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা বর ক্রমে ক্রমে কন্যাভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে বরভাবাপন্না হইয়া পড়ে, এমন কি দীর্ঘকালে উভয়ের আকার ভাবভঙ্গী, অঙ্গ সঞ্চালন, আভ্যন্তরীণ বৃত্তি পর্য্যন্ত একই প্রকারে পরিণত হয়, পরস্পরের মতের বৈপরীত্য হয় না। মহাতপা দেবশর্ম্মার শিষ্য বিপুলের ন্যায় নেত্রকে অবলম্বন করিয়া অপরের দেহে প্রবেশ করিতে পারে।

করিবেন, তিনি তাঁহার ধ্যেয় বস্তু সচ্চিদানন্দের বা ব্যাসদেব কল্পিত অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলাইয়া যাইবেন, তাঁহার শরীর ভঙ্গী ও চিত্তবৃত্তি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া তৈলপায়িক পতঙ্গের কুমরক পতঙ্গের আকার ধারণের ন্যায় অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিবে, তাহার ত্রিতাপতপ্ততনু সুশীতল হইবে, তিনি অনন্ত সুখের সাগরে ভাসিতে থাকিবেন এবং ললাটাভ্যন্তরে যে একটি চিত্তময় বা জ্ঞানময় অদ্ভুত তৃতীয় চক্ষু আছে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

এই নির্নিমেষ সূক্ষ্মলক্ষ্যবিদ্যা বা চিৎপ্রতিবিম্বিতদৃষ্টিবিজ্ঞান কোনও কালে ভারতক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত না হইতে পারে এই নিমিত্ত এই পুণ্য ক্ষেত্রের ঋষি যোগিগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিশারদ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই যৌগিকতত্ত্ব কল্পান্ত পর্য্যন্ত জাগ্রত রাখিবার মানসেই তাঁহার কল্পিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, আবার কল্পভেদে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রত্যাহার প্রাণায়াম পরায়ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের যোগিগণ সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ব্যবহিত বিজ্ঞান ও অতীতানাগত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া পরে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সেই একই (২) পুরাণ পুরুষ অরূপ (৩) সচ্চিদানন্দকে, বৃষভবাহন, দিগম্বর, শূলপাণি, পঞ্চবক্ত্র, চন্দ্রশেখর, অর্দ্ধনিমিলিত নিম্ন চক্ষু ও উন্মীলিত তৃতীয় চক্ষু, মহাযোগী, সদাশিবের আকারে সাজাইয়া, তাঁহার বায়ু ও উপদ্রব শূন্য মনোরমহিমালয় পর্ব্বতের রম্য কৈলাস শিখরে বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাকে পদ্মাসনে বসাইয়া, তাঁহার শৈলরাজ নন্দিনী, কৃপাকটাক্ষধারিণী, মায়াবিনী, পতিপরায়ণা, ত্রিনেত্রা, পার্ব্বতী দেবীর সহিত শুভাসম্বন্ধ স্থাপন ও নিত্যযুক্তা করিয়া তাঁহাকে গন্ধপুষ্পমাল্য দিয়া সাজাইয়া "বিশ্ববীজং পঞ্চবক্ত্রং মহেশং" বলিয়া ধ্যান, ধারণা, অবনতমস্তকে নমস্কার ও পূজা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ফলে মানবগণ অনিমেষ লোচনে একাগ্রচিত্তে তাহাদের সংস্কার পরোস্থিত সচ্চিদানন্দকে নিরীক্ষণ করিতে শিক্ষা করিলে তাহার যে ক্রমে ক্রমে বাহ্যচক্ষুদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া পড়ে। তাহার যে জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইতে থাকে, সে যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট

---

(২) যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।

(৩) অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহং॥ নির্ব্বাণদশকস্তোত্রং

সমস্ত দেখিতে পায় সে যে ব্রহ্মের রূপদর্শন করিতে পায় সে যে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় (১) ইহা নিত্য সত্য কথা ও সার্ব্বভৌম নিয়ম। এই নিয়ম আবিষ্কার ও স্থাপন বহুকাল ব্যাপী বিচার এবং সূক্ষ্মদৃষ্টির ফল।

শ্রীমদ্ভাগবৎ মহাগ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অসংখ্য গোপীগণের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির তারতম্য বিচার করিয়া ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, যে শত কোটি প্রমদাগণের মধ্যে, চন্দ্রাবলী, শ্যামা বা শ্যামলা, পদ্মা, রাধা, ললিতা, বিশাখা, ভদ্রা এই আটটি গোপী শ্রেষ্ঠ। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে এক শ্রেণীর অধ্যাপকগণ এই আটটিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা তথা-কথিত তদীয়তা ও মদীয়তা ভাবের বিচার করিয়া চন্দ্রাবলী, শ্যামা, শৈব্যা ও পদ্মাকে মদীয়তা ভাব প্রধানা বলিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এবং রাধা, ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রাকে তদীয়তা ভাব প্রধানা বলিয়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে প্রথমবর্গের মধ্যে চন্দ্রাবলী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি নয়নবিক্ষেপের ভাবভঙ্গী একেবারে আকাঙ্ক্ষা রহিত ও দ্বিতীয়বর্গের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা প্রধানা ললিতা বিশাখা তাঁহার পরিবর্ত্তিনী। ভদ্রার কোন বিশেষভাব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। সুতরাং তিনি উভয় বর্গের কোনটির মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইঁহার সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, পদ্ম, মৎস্য, ও স্কন্দপুরাণ প্রণেতা অষ্টগোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধাকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়াছেন। (২) বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রে ঋক পরিশিষ্টে ও মাহেশ্বরী সংহিতায় শেষোক্ত মত সমর্থন

---

(১) ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

মণ্ডুকোপনিষদ্ ।৩।২।৯

(২) রাধারাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী।
কৃষ্ণাপ্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী।
কৃষ্ণবামাঙ্গ সম্ভূতা পরমানন্দরূপিনী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ
যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সেবিকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥ পদ্মপুরাণ
রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধাবৃন্দাবনে বনে।

মৎস্য ও স্কন্দ পুরাণ।

করিয়াছেন। (৩) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণও শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যযুক্তা ও গোপীতমা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (৪) প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধা অগম্য বা দুজ্ঞের্য়া। দুজ্ঞের্য়া হইলেও তিনি সৃষ্টিকালে রমণাভিলাষিণী হইয়াছিলেন। আবার তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াও শ্রীভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রার্থনায় তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, তাঁহাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আশা করিয়া কাতর চক্ষে তাঁহার উদ্দেশে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, আকাশে, পাতালে নিরীক্ষণ করিতেছে। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা পাইলেই পুনরায় আরও অধিক পাইবার জন্য লালায়িত হইতেছে। এইরূপ সকলেরই তাঁহার প্রতিদৃষ্টি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ। আবার সেই দৃষ্টির স্থায়িত্ব নাই। আকাঙ্ক্ষা অল্পাধিক পূর্ণ হইলেই তাহাদের আত্মাভিমান জাগরিত হয়, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায় ও তাহাদের অসুরের ন্যায় বিকৃত আকারও দৃষ্টি হয়, কারণ সার্ব্ব-ভৌম নিয়ম এই যে, জীবের মনোভাব চাক্ষুষ আলোকে ব্যাপ্ত হইয়া নয়ন রশ্মির যোগে বহিরাগত হয় সুতরাং তাহার মুখমণ্ডল ও দৃষ্টি তাহার মনোভাবানুসারে বিকার প্রাপ্ত হয়। ব্যাসদেবের কল্পিত শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ এই সার্ব্বভৌম নিয়মের অন্তর্গত। তবে বিশেষত্ব এই যে একান্ত দাস্যপ্রার্থী গোপীগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মাত্রায় কৃপা পান নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরঞ্চ বিনীতভাবে তাঁহারা তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়াই রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নয়নবিক্ষেপের ভাব কোন কালেই অসুরগণের ন্যায় বিকৃত প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা তাঁহাদের বহুজন্ম সাধনার ফল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত অধিক পরিমাণে

---

(৩) দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র।

রাধা মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তেজনেষ্বা

ঋকপরিশিষ্ট

কৃষ্ণরূপাণি সারাধা নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতা
তন্নভিন্নানিমেষার্দ্ধম্। মাহেশ্বরী সংহিতা

(৪) ভগবতঃ নিজভাগ্যাংশেবধি পরমাবধি রূপয়া শ্রীরাধয়া নিত্যযুক্ত

শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদকৃত বিশুদ্ধরসদীপিকা।

আকাঙ্ক্ষাশূন্য মনোনিরোধ দৃষ্টি ও ভজনা ছিল যে সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের, গোপীগণের সেই ভজনার ও মনোনিরোধ শুভদৃষ্টির তিনি উপযুক্ত পুরস্কার বা প্রতিদান দিতে পারিবেন কিনা বা তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন কিনা সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। (১) ব্যাস কল্পিত শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অষ্টমুখ্যা গোপ; শ্রীবৃন্দা ও মথুরার রুক্মিণী যে যে শ্রীভগবানের কোন্ কোন্ বিশেষ শক্তির কল্পিত নামান্তর তাহা আমরা অবগত নহি। শ্রীমদ্ভাগবৎ মহাগ্রন্থ অতি দুর্ব্বোধ্য। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার বেদান্তদর্শনে ব্যবহৃত, ব্রহ্মের উপাধি বোধক শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণ লীলা ব্যাখ্যাকালে কি কি কাল্পনিক নাম দিয়াছেন তাহা আমরা অনেক স্থলে বুঝিতে পারি না। তবে কথিত আছে, শ্রীভগবানের, শ্রী-ভূ-লীলা এই তিন মহাশক্তির মধ্যে মায়াশক্তি শ্রীবৃন্দা নামে অভিহিত। এই বৃন্দাগোপীই শ্রীরাধিকার পরম প্রিয়সখী। আর শ্রীরাধিকার ত কথাই নাই—তিনি অগম্য তবে সৃষ্টিকালে ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় সৌন্দর্য্য-রাশির একমাত্র আধার হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদাযুক্তা থাকিয়া অপরাপর উত্তমা গোপীগণকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলে চালাইতেছেন ও মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালনের ইতর বিশেষ নাই। তিনি সমভাবে তাঁহার হৃদয়ের দেবতাকে অমল-কমল-দল অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার জগৎপালনের উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছেন। কতকাল যাবৎ তিনি তাঁহার হৃদয়ের মণিকে—প্রেমের পুতুলকে, অনিমেষ লোচনে দৃষ্টি করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে আমাদের মনে হয় কোটি কল্প শতেরপি কাল হইবেও পর্য্যন্ত তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। যখন শ্রীরাধার এই অনিমেষ দৃষ্টির শৈথিল্য হইবে, তখন শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি ও শিথিল হইয়া পড়িবে, আর তখন উভয়েই অধীর হইয়া পড়িবেন —সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পান্বিত হইয়া পড়িবে—সৃষ্টিলোপের চিহ্ন সকল দেখা

---

(১) ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং।
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ॥
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহ—শৃঙ্খলাঃ।
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২২। দ্বাত্রিংশ অধ্যায় দশম স্কন্দঃ
শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) মথুরার রুক্মিণী শ্রীরাধার অংশ বিশেষ।
যথা "রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো যাস্তু তাঃ রাধাংশা ন সংশয়। শ্রীকৃষ্ণযামল।

দিবে। আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত গূঢ় তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভিপ্রায়, শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি অদ্ভুত নয়নবিক্ষেপের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ও অপরাপর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীজ্ঞানদানন্দ রায় চৌধুরী

৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অযোধ্যাকাণ্ডে—মধ্যলীলা।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজার মৃত্যুতে রাণী সকলের বিলাপ

"হা ভর্ত্তেতি পরিক্রুশ্য পেততুর্ধরণীতলে"

বাল্মীকি

রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে বন্দিগণ রাজভবনে প্রবেশ করিল। সুশিক্ষিত সূত, কুল পরিচয় দক্ষ মাগধ এবং তান লয়াদি নিপুণ গায়ক সকল স্ব স্ব রীতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাজ গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহাদের স্তুতি গানে ও আশীর্ব্বাদে রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাণিবাদকেরা রাজার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া তদনুরূপ করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালি শব্দে বৃক্ষ শাখায় ও পঞ্জরে রাজকুল বাসযোগ্য যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পক্ষিগণের কাশী গঙ্গাদি পুণ্য শব্দের উচ্চারণে, বীণা সকলের মনোহর ধ্বনিতে এবং গায়ক গণের আশীর্ব্বাদ যুক্ত গীতনাদে রাজভবন পরিপূরিত হইল। বিশুদ্ধাচার, সেবা নিপুণ বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ পূর্ব্বের ন্যায় তথায় সমাগত হইল। হরিচন্দন সুরভিত জলে কাঞ্চন ঘট পূর্ণ করিয়া স্নান বিধিজ্ঞেরা যথাকালে যথাবিধানে তথায় ঘট সমূহ আনয়ন করিল। কুমারী বহুলা বহু স্ত্রীলোক মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় গবাদি, পানীয় গঙ্গোদকাদি, দর্পণ, বস্ত্র ও আভরণাদি দ্রব্য সকল উপস্থিত করিল। প্রাতঃকালে রাজার জন্য যে সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য আনীত হইল সে সমুদায়ই সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন, সুন্দর ও উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন। সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত রাজ

দর্শনার্থ সকলে উৎসুক হইয়া রহিল কিন্তু পরিশেষে হতাশ হইয়া মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল। যে সকল মহিষীরা রাজার শয্যাপার্শ্বে ছিলেন তাঁহারা সমাগত হইয়া স্বামীকে জাগরিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পর্শনাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞা। যথারীতি বিনয়ের সহিত তাঁহারা স্বামীর শয্যা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন দেহের কোন স্পন্দন নাই। এখন রাজার জীবনে তাঁহাদের অত্যন্ত শঙ্কা হইল। তাঁহারা প্রতিস্রোত গত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন, বুঝিলেন রাজা যে মৃত্যুশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। কৌশল্যা ও সুমিত্রা শোক কাতর হইয়া অতি ক্লেশে জাগিয়াছিলেন। প্রত্যূষে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হওয়াতে এখনও প্রবুদ্ধ হন নাই। কৌশল্যা তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য, শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সঙ্কোচন পূর্ব্বক রাজার পার্শ্বে এখনও শয়ন করিয়াছিলেন। সুমিত্রাও তাঁহার নিকটে ছিলেন। শোকাশ্রু লুলিতাননা সুমিত্রা দেবীর কোন শোভাই ছিলনা। উভয় দেবীকে সুপ্ত এবং রাজাকে নিদ্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ দলপতি গজ পতিত হইলে হস্তিনী সকলের ন্যায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ক্রন্দন শব্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রা চেতনা লাভ করিলেন। রাজাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া রাণী কৌশল্যা ও রাণী সুমিত্রা হা নাথ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। কোশলেন্দ্র দুহিতা ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও ধূলি ধূষরিত হইয়া গগনচ্যুত তারার ন্যায় প্রভাশূন্য হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে কৌশল্যাকে ভূপতিত দেখিয়া অন্যান্য রাজস্ত্রী সমূহ দেখিলেন যেন কোন নাগপত্নী হত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্রের কৈকেয়ীপ্রমুখ স্ত্রীসকল শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইহাদের তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি কৌশল্যাদির রোদন শব্দে মিলিত হইল। তখন সেই মিলিত স্ফীতীকৃত রোদন শব্দে পুনরায় ঐ রাজভবন সমধিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল। রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই তটস্থ এবং বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক লোক সকলের সমাগমে রাজগৃহ নিবিড় হইয়া উঠিল—সেখানে আর স্থান সঙ্কুলন হইতেছিলনা সর্ব্বত্রই তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি, আত্মীয় স্বজন পরিতাপে নিতান্ত অভিভূত, কোথাও আনন্দ নাই, সর্ব্বত্রই দীনভাব, সমস্ত দৃশ্যই অত্যন্ত মলিন। কালধর্ম্মপ্রাপ্ত নরদেবের গৃহ এইরূপে পরিত্রস্ত হইয়া উঠিল। পার্থিব শ্রেষ্ঠ যশস্বী রাজার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া মহিষী সকল রাজার মৃত দেহ পরিবেষ্টন

করিয়া, বাহু গ্রহণ করিয়া অনাথবৎ অত্যন্ত করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

কৌশল্যা—কৈকেয়ী ও অন্যান রাণী।

বাষ্প পর্য্যাকুল জনা হাহাভূত কুলাঙ্গনা।
শূন্য চত্বর বেশ্মান্তা ন বভ্রাজ যথা পুরা॥
বাল্মীকি

তোমার শোক কত বড় যে তুমি তাহা ছাড়িতে পারনা? তোমার শোক কি রাজা দশরথের শোক অপেক্ষা অধিক? না কৌশল্যা দেবীর দুঃখের কাছে তোমার দুঃখ স্থান পায়? জীবনের কোন্ সঙ্কটে পড়িয়া রাজা দশরথ প্রাণপ্রিয় রামকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিলেন, করিয়া প্রাণ হারাইলেন—ইহা যিনি মনন করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে রাজার শোক রাম ভাবনার বিশেষ সহায়তা করে। জীবনের সঙ্কটে কে না পড়িয়াছে? কার জীবনে উভয় সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই? রাজার সঙ্কটের কথা সকলেই বুঝিতে পারে। রাণী কৈকেয়ী নিজের প্রাণকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন; রাজা কৈকেয়ীকে বর দিলেন। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু রাণী কৈকেয়ী রামের বনবাস ও ভরতের জন্য রাজ্য চাহিলেন। রাজা, রামকে অতিশয় ভালবাসিতেন, রামকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এই রামকে বনে দিলে রাজার প্রাণ থাকেনা। কিন্তু সত্যরক্ষা করিতেই হইবে। এদিকে সত্যরক্ষা করিতে গেলে প্রাণ যায়। রাজার সঙ্কটত ইহাই।

বলিতেছিলাম রাজার অবস্থা যদি অনুভবে আনিতে পার তবে ইহা রাম ভাবনার বড় সহায়তা করে। কিরূপে করে জান? তোমার সঙ্গেই তোমার পরম সুহৃৎ ও পরম শত্রু সর্ব্বদা ফিরিতেছে। বাহিরের সুহৃৎ ও শত্রুর কথা বলিতেছিনা। এই শত্রু ও মিত্র ভিতরের। প্রাণ যায় যাক্ কিন্তু সত্যরক্ষা করা চাই তোমার পরম সুহৃৎ মন তোমাকে এই দিকে যাইতে বলেন আর তোমার পরম শত্রু যে সে বলে কেন প্রাণ ছাড়িবে—পরাণ পোড়ানি—হিয়া দগ্ দগি্ শান্ত করিবার জন্য যদি মিথ্যা বলিতে হয় তা বলনা কেন? এই যে পরম সুহৃৎ মন ও পরমশত্রু মন তোমাকে বিপরীত উপদেশ করে তুমি সঙ্কটে

পড়িয়া যখন পরমশত্রু মনের কথা শুনিতে চাও, তখন, যদি তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও, যদি তুমি ভগবানের প্রসন্নতা লাভ জন্য কখন তাঁহাকে ভাল বাসিয়া থাক তবে তিনি তোমার পরম সুহৃৎ মনেরই সহায়তা করেন। ভগবান্ রামচন্দ্র রাজা দশরথের পরম সুহৃৎ মনেরই সহায়তা করিলেন। তাই বলিতেছি সঙ্কট কালে রামই ভগবানের দিকে, শাস্ত্রের দিকে, সত্যের দিকে তোমাকে ফিরাইয়া দিয়া থাকেন উভয় সঙ্কট কালে শাস্ত্রের দিকে ফিরিলেই তুমি রামের ভাবনা করিতে পারিলে। রাজা দশরথ কত প্রকার দুর্ব্বলতা করিলেন। রাম কিন্তু পুত্র হইয়া ধরা দিয়াছেন ; তিনি রাজাকে পূর্ব্বাচরিত সাধু পথেই লইয়া গেলেন, সত্যরক্ষাই করাইলেন—ইহাতে রাজার প্রাণ গেল তথাপি সত্য রক্ষা হইল। ইহাই সাধুপথ। প্রাণদিয়াও সাধুপথে চলিতে হইবে—ইহা অন্তিম কালে সুফলই প্রদান করে—প্রথমে বিষের মত বোধ হইলেও পরিণামে ইহাই অমৃত।

আর রাণী কৌশল্যার দুঃখ? এ দুঃখ কি কখন অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছ? না করিয়া থাক একবার কল্পনা। চক্ষের অন্তরালে যাহাকে রাখা যায়না—ক্ষণকাল না দেখিলে যার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, যাহাকে দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না, যার কথা শুনিয়া শুনিয়াও শুনা শেষ করা হইলনা, যাহাকে আদর করিয়া ফুরাইয়া ফেলা যায় না, যাহার শত আদর পাইলেও যেন আবার পাইতে ইচ্ছা করে, এই "হাতকা দরপণ"কে, এই নয়নের মণিকে, এই প্রাণ জুড়ান নিধিকে, এই "ত্বমসি মম ভূষণং" কে এই "ত্বমসি মম জীবনং" কে, এই "ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নকে"—ছাড়িতে হইবে। একক্ষণের অদর্শনে যেখানে সব শূন্য হইয়া যায়—সেখানে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য সংবাদ থাকিবেনা—কে পারে উহা সহিতে? কৌশল্যা দেবীও সহিতে পারিলেন না—আহা তাঁহার এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়াণি—যে রামকে ভাল না বাসিয়াছে সে বুঝিবে কিরূপে?

রাম-শোক-কর্ষিতা, বাষ্পপূর্ণাক্ষী দেবী কৌশল্যা স্বর্গস্থ রাজাকে সংশান্ত অগ্নির মত, অম্বুহীন অর্ণবের মত, গত প্রভ আদিত্যের মত পতিত থাকিতে দেখিয়া রাজার মস্তক উরুদেশে স্থাপন করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন—

সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি॥

কৈকেয়ি! পুত্রের রাজ্য জন্য একাগ্রচিত্তা তুমি—এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল। নৃশংসে দুষ্টচারিণি—রাজাকে বিসর্জ্জন দিয়া তুমি এখন নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। রাম আমাকে ত্যাগ করিয়া বনে গেল ভর্ত্তাও স্বর্গস্থ হইলেন, বিজন কান্তারে সহায়হীন পথিকের ন্যায় আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। প্রাণের দেবতা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-ধর্ম্মভ্রষ্টা কৈকেয়ী ভিন্ন আর কোন্ নারী বাঁচিতে ইচ্ছা করে? লোভী যে, সে অন্যকে বিষ খাওয়াইলে যে হত্যা দোষ ঘটে তাহা বুঝিতে পারে না। হায়! কুব্জাকে নিমিত্ত করিয়া কৈকেয়ী রঘুকুল বিনাশ করিল। অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজা আমার সীতারামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন একথা শুনিলে রাজা জনক আমার মত পরিতাপ করিবেন। আমি যে অনাথা বিধবা হইয়াছি কমল পত্রাক্ষ ধার্ম্মিক রাম তাহা জানিতেছেন না। হায়! রাম জীবিত থাকিয়াও এখান হইতে অদৃশ্য হইল। আহা! ভর্ত্তৃ সেবায় সুচারু তপস্বিনী, বিদেহ রাজের কন্যা দুঃখ ভোগের অযোগ্যা হইয়াও বনে না জানি কত দুঃখ—কত উদ্বেগ ভোগ করিতেছেন! রাত্রিকালে মৃগ পক্ষিগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শ্রবণ করিয়া সীতা না জানি কতই ভয় পাইয়া রাঘবকে আশ্রয় করে! সেই বৃদ্ধ, কন্যামাত্র সন্ততি বিদেহ রাজ বৈদেহীকে চিন্তা করিয়া শোকাবেগে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। পতিব্রতা আমি—আমি আজই মরিব—স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন করিয়া অনলে প্রবেশ করিব।

তখন অমাত্যগণ রাণীকে অন্যত্র লইয়া গেলেন এবং রাজ দেহ তৈল দ্রোণীতে—তৈল পূর্ণ কটাহে সংস্থাপন পূর্ব্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পুত্র ব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান কেহই উচিত মনে করিলেন না। তৈল দ্রোণীতে রাজাকে নিক্ষেপ করা হইল দেখিয়া অন্যান্য স্ত্রী সকল "হায়! ইহার মৃত্যু হইয়াছে" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাণী সকল নেত্র প্রস্রবণ মুখী—অশ্রু প্রবাহ মুখী, দীনমনা। ইঁহারা শোক সন্তপ্ত হইয়া বাহু উত্তোলন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিতান্ত দীন ভাবে বলিতে লাগিলেন হায়! মহারাজ একেত সতত প্রিয়বাদী সত্য প্রতিজ্ঞ রাম আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন আহা! আমাদিগকে আপনি কি জন্য ত্যাগ করিলেন? রাম বিবর্জ্জিতা আমরা—আমরা বিধবা—ভাব দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকটে আমরা থাকিব কিরূপে? সেই শ্রীমান্ আত্মজ্ঞ রাম আমাদের সকলের নাথ, তোমারও জীবনের প্রভু, সেই রাম রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়াছেন। তোমার বিরহে ও সেই বীর

রামের বিরহে ব্যসন মোহিতা আমরা—আমরা কি প্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহ্য করিয়া থাকিব? যে কৈকেয়ী তুমি রাজা—তোমাকে, রামকে, মহাবল লক্ষ্মণকে সীতার সহিত ত্যাগ করিল, সে নারী আর কাহাকে না দূর করিয়া দিতে পারে? বাষ্পাকুলিত লোচনে বিপুল শোকে নিরানন্দ মনে রাজা দশরথের মহিষী সকল বিগত চেষ্ট হইয়া জড়ের মত অবস্থিত রহিলেন। নক্ষত্রহীনা নিশার মত, স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর মত রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যাপুরীর কোন শোভাই রহিল না। লোক সকল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে, কুলাঙ্গন গণ হাহাকার করিতেছে, গৃহ চত্বরাদি সম্মার্জনা লেপনাদি শূন্য—পূর্ব্বের মত পুরীর কোন শোভাই নাই।

রামশোকে নরাধিপ স্বর্গে গিয়াছেন, নৃপাঙ্গনাগণ ভূতলে পড়িয়া আছেন ইত্যবসরে দিনকর কর নিকর সঙ্কোচ করিলেন আর রজনী তমঃ প্রচার করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। সমাগত বশিষ্ঠাদি বান্ধবেরা, রাজ পুত্রগণের কেহই নিকটে না থাকায় রাজার দাহ কার্য্য সমীচীন বোধ করিলেন না—রাজাকে তৈল কটাহ মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাজ দর্শন চিন্তাও যেন করিতে পারিলেন না। আহা! সূর্য্য শূন্য আকাশ যেমন গতপ্রভ হয়, নক্ষত্র শূন্যা শর্ব্বরীর যেমন শোভা থাকে না—মহাত্মা রহিত সেই পুরী সেইরূপ হইল—আর অযোধ্যার পথ চত্বর সকল অশ্রুপূর্ণ জনসঙ্কুল সমাকুল হইল। নরনারী সকলকে মিলিত হইয়া ভরত মাতার নিন্দা করিতে লাগিল—রাজার মৃত্যুতে অযোধ্যা নগরী বড়ই আর্ত্তা হইল কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারিল না।

নবম অধ্যায়।

ভরত আনয়নে পরামর্শ।

"ইক্ষ্বাকুণামিহাদ্যৈব কশ্চিদ্রাজা বিধীয়তাম্।
অরাজকং হি রাষ্ট্রং নো বিনাশং সম বাপ্নুয়াৎ॥

বাল্মীকি।

যে দিন মধ্যরাত্রে রাজা দশরথের প্রাণ বিয়োগ হয় তাহার পরদিন রাজার মৃতদেহ তৈল পূর্ণ কটাহে রক্ষা করা হয়। এই দিন ও এই রাত্রি দুঃখে দুঃখে অতিবাহিত হইল। কাহারও মনে আনন্দের লেশ মাত্রও নাই, সকলেই সাশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতেছে। দুঃখের রাত্রি অতি দীর্ঘ হইলেও শর্ব্বরী প্রভাত

হইল আর সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। প্রাতঃকালে রাজার কার্য্যকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ সভায় আসিলেন। সেই সভায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, মৌদ্‌গল্য বামদেব কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, মহাযশা জাবালি—এই সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ রাজ পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের অভিমুখীন হইয়া রাজার অমাত্যগণের সহিত রাজ কার্য্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ পুত্র শোকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সেই রজনী আমাদের নিকট শত বর্ষের তুল্য বোধ হইয়াছিল। মহারাজা স্বর্গস্থ, রামও অরণ্যাশ্রয় করিয়াছেন তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে গিয়াছেন। ভরত শত্রুঘ্ন উভয়েই কেকয় রাজ্যে রাজগৃহ নামক নগরে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন। এই অবস্থায় অদ্যই ইক্ষ্বাকুবংশের ইঁহাদের মধ্যে কাহাকেও রাজা করা কর্ত্তব্য হইতেছে কারণ আমাদের রাজ্য অরাজক থাকিলে ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অরাজক রাজ্যে কত প্রকার দোষ হয় এখানে সেই কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অরাজক জনপদে মেঘ বিদ্যুৎমালা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জ্জনে দিব্য জল ধারা বর্ষণ করে না। অরাজক রাজ্যে লোকে বীজ বপন করে না ফল কালে লুণ্ঠন হইবে বলিয়া। অরাজক রাজ্যে পুত্র পিতার বশে থাকে না, স্ত্রী স্বামীর বশে থাকে না। অরাজক রাজ্যে ধন রক্ষা করা যায় না, স্ত্রী রক্ষাও হয় না। এই সমস্ত অত্যাহিত—মহাভীতি ত হয়ই। পিতা পুত্র পতি ভার্য্যাদিরূপ প্রধান সত্যই যখন থাকে না তখন ক্রয় বিক্রয়াদি অন্য সত্য থাকিবে কোথায়? অরাজক রাজ্যে ন্যায় বিচার জন্য লোকে সভা করে না; সুরম্য উদ্যান ও পুণ্য গৃহাদি নির্ম্মাণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। অরাজক রাজ্যে যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় অনুষ্ঠান পরায়ণ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হয়েন। অরাজক রাজ্যে ধনবান্ ব্রাহ্মণে যজ্ঞকালে ঋত্বিকগণকে দক্ষিণা প্রদান করে না। অরাজক জনপদে নট নর্ত্তক সকল যে সমস্ত উৎসব হৃষ্টচিত্তে সম্পাদন করিতে চান এবং সভ্য সকল রাষ্ট্র কার্য্য সিদ্ধি জন্য দৃষ্টাদৃষ্ট শান্তি দ্বারা রাজ্যের যে উন্নতি চান সে সমস্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অরাজক রাজ্যে ব্যবহার জীবী যাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; যাঁহারা পুরাণ কথা শুনিতে ভাল বাসেন তাঁহারা পুরাণ কথা কথন প্রিয় পৌরাণিকগণের মুখে কথা শুনিয়াও—বক্তা ও শ্রোতার স্বচ্ছন্দ অবস্থা না থাকায় ঐ কথায় চিত্তকে সরস করিতে পারে না। অরাজক জনপদে কুমারী সকল স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত হইয়া সায়াহ্নে ক্রীড়ার্থ সকলে মিলিয়া উদ্যানে গমন করে না। অরাজক জনপদে ধনবান গণের ধন সুরক্ষিত হয় না; কৃষি ও গোরক্ষা দ্বারা যাহারা জীবন

নির্ব্বাহ করে তাহারা দ্বার খুলিয়া শয়ন করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে বিলাসী পুরুষগণ স্ত্রীলোক সঙ্গে শীঘ্রগামী বাহনে অরণ্য বিহারে যাইতে পারে না। অরাজক রাজ্যে প্রশস্তদন্ত ষষ্ঠি বৎসরের মাতঙ্গ সকল গলঘণ্টা ধারণ পূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না। অরাজক দেশে অস্ত্র শিক্ষা অভ্যাস নিরত বীরগণের বাণ ও অস্ত্র সকলের অভ্যাস সময়ে তলশব্দ শ্রুতি গোচর হয় না। অরাজক দেশে দূর দেশগামী বণিকগণ বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া নিরাপদে পথ চলিতে পারে না। একক বিচরণ শীল জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী সকল সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ হইয়া যেখানে সন্ধ্যা হইল সেই খানেই আসন করিয়া বসিয়া যাইতে পারেন না। অরাজক দেশে অপ্রাপ্ত প্রাপ্তি ও প্রাপ্তি রক্ষা—কিছুই থাকে না; রণস্থলে শক্রর বিক্রম সৈন্যগণ সহ্য করিতে পারে না। অরাজক জনপদে লোকে উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আহোরণ করিয়া পথে বাহির হইতে সাহস করে না। অরাজক দেশে শাস্ত্রজ্ঞ সাধুগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্রালাপ করিতে বিরত হন, ধর্ম্মশীল লোকেরা দেবার্চ্চনার জন্য মাল্য মোদক দক্ষিণার ব্যবস্থা করে না। অরাজক রাজ্যে রাজপুত্রগণ অগুরুও চন্দন চর্চ্চিত হইয়া বসন্তকালের বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করেন না। জলশূন্য নদী যেমন, তৃণ শূন্য বন যেমন, গোপালক হীন গো যেমন, অরাজক রাজ্যও সেইরূপ। যেমন ধ্বজ রথের চিহ্ন, ধুম অগ্নির চিহ্ন, সেইরূপ যিনি আমাদের ধ্বজ স্বরূপ ছিলেন তিনি আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই জীবন রক্ষা করিতে পারেনা। মানুষ মৎস্যের মত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে। যাহারা বর্ণাশ্রম মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বে রাজদণ্ড নিপীড়িত নাস্তিক-রূপে গণ্য হইয়াছিল এখন তাহারাও এই সময়ে রাজদণ্ড শঙ্কারহিত হইয়া প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিত সাধনে এবং অহিত নিবারণে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকে, সেইরূপ রাজ্য মধ্যে সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজাও প্রজাগণের হিত সাধনে ও অহিত নিবারণে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন।

রাজা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্॥

রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজা কুলবানের—ক্ষেত্রবীজশুদ্ধিমানের কুল পালক, রাজাই মাতা, রাজাই পিতা, রাজাই লোক সকলের হিতকর। যম, কুবের, ইন্দ্র বরুণ, ইহাঁদের অপেক্ষাও রাজার গৌরব অধিক; যম দণ্ডের, কুবের ধনদানের, ইন্দ্র পালনের এবং বরুণ সদাচার নিয়মের কর্ত্তা কিন্তু রাজা একাধারে

সমস্ত লোকপালগণের গুণে ভূষিত। সাধু অসাধুর ব্যবস্থাপক রাজা যদি না থাকেন তবে সূর্য্যাভাবে অন্ধকারে যেমন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতীতি হয় না তদ্রূপ প্রজার কোন বিষয়েরই জ্ঞান থাকেনা। হে ভগবন্ বশিষ্ঠ! মহারাজা যখন জীবিত ছিলেন তখনও আমরা আপনার কথামত চলিয়াছি এখনও সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করেনা আমরাও সেইরূপ আপনাকে অতিক্রম করিব না। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আপনি দেখিতেছেন রাজা বিনা আমাদের বৃত্তি— আমাদের উপজীবিকা আমাদের কার্য্য উচ্ছিন্ন প্রায় হইবে, রাজ্যও অরণ্য প্রায় হইবে আপনি এখন ইক্ষ্বাকুনন্দন ভরত বা অন্য কাহাকেও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন।

দশম অধ্যায়।

দূত প্রেরণ।

"মা চাস্মৈ প্রোষিতং রামং মা চাস্মৈ পিতরং মৃতম্।
ভবন্তঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাণামিতঃ ক্ষয়ম্॥"

বাল্মীকি।

মিত্র, অমাত্যজনও সমস্ত ব্রাহ্মণের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন—মহারাজ দশরথ ভরতকে এই রাজ্য দিয়াছেন—ভরত শত্রুঘ্নের সহিত পরম কুতূহলে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন—আমরা আর কি বিচার করিব—সেই ভ্রাতাদ্বয়কে আনিতে দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া গমন করুক। এই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। বশিষ্ঠদেব তখন সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, অশোক ও নন্দন এই কয়েকজন দূতকে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন—শ্রবণ কর—এখনকার কর্ত্তব্য আমি বলিয়া দিতেছি। দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তোমরা শীঘ্র রাজগৃহ নগরে গমন কর। আমার কথা মত শোক ত্যাগ করিয়া ভরতকে বলিবে কুলপুরোহিত এবং অমাত্যগণ আপনাকে কুশল সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন আপনি সত্বর অযোধ্যার আগমন করুন। কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এমন বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে। রামের বনবাস—পিতার মৃত্যু—রঘুকুলের এই অমঙ্গলের কথার উল্লেখ মাত্রও করিও না। কেকয় রাজ ও ভরতের জন্য কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া তোমরা শীঘ্র গমন কর।

দূতগণ পাথেয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। স্ত্রী পুত্রাদির নিকট বিদায় লইয়া তাহারা বেগবান অশ্বে সকলে আরোহণ করিয়া কেকয় রাজ্য মুখে ছুটিল।

অযোধ্যা হইতে পশ্চিম মুখে অশ্বারোহিগণ ছুটিয়াছে। অপরতাল দেশের পশ্চিমে প্রলম্ব দেশের উত্তর ভাগে মালিনী নদী। মালিনী নদী পার হইয়া উত্তর মুখে কিয়দ্দুর গিয়া পরে প্রলম্ব দেশের উত্তর ভাগে তাহারা আসিল আসিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে আসিয়া হস্তিনাপুরে গঙ্গা পার হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল।

সরাংসি চ সুফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
নিরীক্ষমাণা জগ্মুস্তে দূতাঃ কার্য্যবশাদ্ দ্রুতম্॥

পথিমধ্যে প্রফুল্ল কমল শোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসলীলা নদী দেখিতে দেখিতে দূতগণ কার্য্য গৌরব নিবন্ধন কুত্রাপি বিলম্ব না করিয়া অতি দ্রুত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা নানা প্রকার জলচর বিহগ সেবিতা, প্রসন্নোদকা স্রোতস্বতী শরদণ্ডা উত্তীর্ণ হইল। শরদণ্ডার পশ্চিমতীরে সত্যোপযাচন নামক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাহারা কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন গ্রামদ্বয় অতিক্রম করিয়া ইক্ষাকুগণের পুরুষপরম্পরায় অধিকৃত পরম পবিত্র ইক্ষুমতী নদী পার হইল। নদী পার হইবার সময়ে নদীতীরে যে সকল বেদ পারগ ব্রাহ্মণ অঞ্জলি মাত্র জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করেন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দূতগণ বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া সুদামা পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় ভগবান্ বিষ্ণুর পদচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, বিপাশা ও শাল্মলী নদী পার হইয়া—ক্রমে বহু নদী, সরোবর, তড়াগ, পল্বল, পুষ্করিণী, সিংহ, ব্যাঘ্র হস্তী মৃগ দর্শন করতঃ তাহারা প্রভুর আদেশ মত ক্রমাগত গমন করিতে লাগিল। পথের দূরত্ব বশতঃ তাহাদের অশ্ব সকল পরিশ্রান্ত হইলেও তাহারা বিলম্ব না করিয়া সুন্দর গিরিব্রজপুরে উপনীত হইল। গিরিব্রজপুর রাজগৃহ পুরেরই অন্য নাম। দ্বাপর যুগে রাজা জরাসন্ধের রাজধানী যে গিরিব্রজ বা রাজগৃহ ইহা তাহা নহে। প্রভু বশিষ্ঠের প্রিয় সাধন, প্রজাগণের রক্ষা সাধন, এবং ইক্ষাকুগণের বংশপরম্পরাগত রাজ্য যাহাতে ভরত গ্রহণ করেন উপেক্ষা না করেন তজ্জন্য দূতগণ রাত্রিতেই কেকয় নগরে উপস্থিত হইল। সে রাত্রিতে ভরতের সঙ্গে দেখা হইল না। সকলে প্রাতঃকালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আরম্ভে শ্রীভরত-কথামৃত

কঠিন কাল মল কোষ, ধর্ম্ম ন জ্ঞান যোগ জপ
পরিহরি সকল ভরোস রাম ভজহি রে চতুর নর।

তুলসীদাস।—

বৃদ্ধ বয়সে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখিয়া আধুনিক বৈষ্ণব বাঙ্গালায় অমর হইয়া রহিয়াছেন। গোস্বামী তুলসী দাস সংসার ত্যাগ করিয়া ১৬৩১ সম্বত চৈত্র মাস রাম নবমী মঙ্গলবার অযোধ্যাতে রাম রাম করিতে করিতে রামায়ণ ভাষায় লিখিয়া হিন্দুস্থানের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে রামভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তুলসী সম্বন্ধে শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীর উক্তি কথায় কথায় সত্য।

পরমানন্দ পত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রাম ভ্রমর চুম্বিতা॥

এই জঙ্গম তুলসী বৃক্ষের পত্র পরমানন্দ। রাম ভ্রমর চুম্বিতা তুলসী মঞ্জরী ইহার কবিতা ইহা না হইলে কি একখানি পুস্তকে এত লোককে মাতাইয়া রাখিতে পারে? বলিতেছি আমরা কি এই বয়সে শ্রীভরত-কথামৃত লিখিতে পারিব?

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

কে জানে এই শ্লোক আমাদের মত অভাগ্য জনের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে পারে কিনা? পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করিতেও আমরা জানিনা। তবে কি করিয়া বলিব যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায় সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি?

যাহা হউক চেষ্টাত করি—ইহা ত চেষ্টা। পারি বা না পারি—ইহা পরমানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছা।

জগতের সমস্ত পুস্তক রাশি আলোড়ন করিয়া আইস—একালে এমনটি কোথাও মিলিবে না—ভরত-চরিত্র দুইটি পাইবে না। ভরত একটিই দ্বিতীয় নাই।

কি মধুময়, কি অমৃতময় এই শ্রীভরত চরিতামৃত। গঙ্গাস্নান করিলে ভক্ত যেমন ভিতরে বাহিরে পবিত্র হন, এই ভরত চরিত্রের পবিত্র ছায়া হৃদয় স্পর্শ করিলে মানুষ ততোধিক পবিত্র হইয়া উঠেন। কেন হন, কিরূপে হন তাহাই বলিতে যাইতেছি।

আহা! সর্ব্বদা শোক-তাপ পীড়িত আজকালকার নর নারীর সর্ব্ব সন্তাপ নাশকর এই শ্রীভরত কথামৃতে কি সুন্দর আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখ তরঙ্গমালা চঞ্চল ভবাম্বুধির পরপারে লইতে পারেন এই শ্রীভরত-ভক্তি।

বেশ করিয়া মনের সন্ধান যখন লই, ভাল করিয়া প্রাণ খুঁজিয়া যখন দেখি তখন মনে হয় যদি কোন কিছুকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি বা ভালবাসি আর সেই ভালবাসার বস্তুটি হৃদয়ে বসিয়া যখন রাম রাম করে, তখন বুঝিতে পারি এই বস্তুটিই আমায় মোক্ষ পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে পারে। ভাল বাসার বস্তুই— তাহা নামই হউক বা ইষ্টই হউক বা গুরুই হউক—ভালবাসার বস্তুই—রাম হইয়া রাম রাম করিয়া রাম আনিয়া দেয় আর সকল শব্দই যে জয় সীতারাম জয় সীতারাম ইহা ধরাইয়া দিতে পারেন ইনিই।

যে রামরত্ন চিত্রকূটক পেটকে চিরদিন আছেন, ছিলেন, থাকিবেন যে স্বাতি নক্ষত্রের জল গর্ভে ধরিবার জন্য কৌশল্যা শুক্তি বহুদিন ধরিয়া হৃদয় দ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে রত্নকে শেষে ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীজানকী, কণ্ঠ ভূষণ করিয়া নিরন্তর ধারণ করিয়া আছেন, সাধকের হৃদয় রত্ন সমূহের সেই কৌস্তুভ মণিকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, কেমন করিয়া আদর করিতে হয় তাহা শ্রীভরত যেমন করিয়া দেখাইয়াছেন তেমনটি বুঝি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাধনায় যে সমৃদ্ধ উপাদান এখানে আছে তাহাতে রাম দর্শন নিশ্চয়ই মিলে। চৌদ্দ বৎসর ভরতের ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীভরতের মত যদি কোন ভাগ্যবান্ রাম রাম করিতে পারেন তবে বুঝি ব্রতের উদ্যাপনের শেষ দিনেই তিনি স্বয়ং আসিয়া ব্রত উদ্যাপন করিয়া দেন।

রাবণ বধ হইলে, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেল আর বিভীষণ একটি দিনের জন্য শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে লঙ্কায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু শ্রীভগবান্ এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না।

বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যা ব্রবীদ্বচঃ।
দেব মামনুগৃহ্ণীষ্ব ময়ি ভক্তির্যদা তব।
মঙ্গল স্নানমত্র ত্বং কুরু সীতা সমন্বিতঃ॥
অলঙ্কৃত্য সহ ভ্রাত্রা শ্বো গমিষ্যামহে বয়ম্॥

বিভীষণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিলেন দেব আমার উপর অনুগ্রহ করুন আর আমার যে সর্ব্বদা আপনার উপর প্রণয় আছে তাহাতেই আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি বনবাস ব্রত সমাপ্তির মঙ্গল স্নান এইখানেই সীতা সহ সম্পাদন করুন। ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দিব্য চন্দন মাল্য ধারণ করুন—পদ্মনিভেক্ষণা কুলস্ত্রী সকল আপনাকে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাক, কল্য প্রাতঃকালে আমরা সকলে অযোধ্যায় গমন করিব। প্রণয় হেতু বহুমান্য করিয়া সৌহার্দ্দ্য পূর্ব্বক আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ইহা বলিতেছি "ন খল্বাজ্ঞাপয়ামিতে" কোনরূপ আজ্ঞা করিতেছি না। পরমভক্ত বিভীষণের এই প্রার্থনা শ্রীভগবান রক্ষা করিতে পারিলেন না—বলিলেন বিভীষণ ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে; অতি সুকুমার এবং আমার ভক্ত আমার ভরত। আজ আমারই সন্তোষ জন্য ভরত জটাবল্কলধারী, শব্দব্রহ্ম সমাহিত অর্থাৎ প্রণব ধ্যান তৎপর। ভরত আমার আগমন দিন প্রতীক্ষা করিতেছে—একটি দিন ব্যতীত হইলেই প্রাণত্যাগ করিবে—এই আমার প্রাণপ্রিয় ভরতকে বাদ দিয়া আমার মঙ্গল স্নান কিরূপে হইবে? আহা! এই যে ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা ইহা কোন্ বস্তু, ভক্ত-ভিন্ন ইহা কে বুঝিতে পারে?

তার পরে শ্রীভগবান্ যখন বিদ্যুৎগর্ভ নীরদোদ পরিমণ্ডিত চিত্রকূট পার হইয়া যমুনাতটে ভরদ্বাজাশ্রমে আসিলেন আর ভগবান্ ভরদ্বাজের কথা মত সে রাত্রি ভরদ্বাজাশ্রমে থাকিতে হইবে নিশ্চয় হইল তখন শ্রীভগবান্ শ্রীমৎ মহাবীরকে অযোধ্যায় পাঠাইলেন শ্রীভরতের সংবাদ লইতে। ভরদ্বাজ মহামুনিকে শ্রীভগবান্ প্রথমেই ভরতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—আর মুনির মুখে শ্রীভরতের কঠোর ব্রত সহ রাজ্য পালনের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। শ্রীহনুমান্ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন শ্রীভগবান্ তখন শৃঙ্গবের পুরে গুহ দর্শনের কথা বলিয়া দিলেন। আহা! ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে কখনও বিস্মৃত হননা। শ্রীহনুমান্ মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া নন্দিগ্রামে আসিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন—

ক্রোশ মাত্রে ত্বযোধ্যায়াশ্চীর কৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রম বাসিনম॥
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসন কর্ষিতম্।
ফলমূল কৃতাহারং রাম চিন্তা পরায়ণম্॥
সমুন্নত জটাভারং বল্কলাজিন বাসসম্।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্তং বসুন্ধরাম্॥
মন্ত্রিভিঃ পুরমুখৈশ্চ কাষায়ম্বর ধারিভিঃ।
বৃত দেহং মূর্ত্তিমন্তং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিব স্থিতম্॥

হনুমান অযোধ্যা হইতে একক্রোশ দূরে ভরতের আশ্রম দেখিলেন। ভরত জটাচীরধারী, ভরত কৃশ, ভরত ভ্রাতৃদুঃখে পীড়িত, মলদিগ্ধাঙ্গ। ভরত ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। অহো! মস্তকে সমুন্নত জটাভার ধারণ করিয়া বল্কলাজীন পরিধান করিয়া ভরত রাম চিন্তাপরায়ণ। রামপাদুকা পুরোবর্ত্তী করিয়া ভরত বসুন্ধরা শাসন করেন। তাঁহার মন্ত্রিগণ ও পুরের অমাত্যগণ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া ভরতের নিকটে রহিয়াছেন। হনুমান শ্রী ভরতকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মত অবস্থিত দেখিলেন।

নন্দিগ্রাম অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ মাত্র। ইহার অতি অল্প দূরেই তমসা নদী। শ্রীভরত নন্দিগ্রামে আজ এই চতুর্দ্দশ বৎসর পাতার কুটীরে বাস করিতেছেন। আহা কি কঠিন ব্রত ভরত পালন করিতেছেন। মস্তকে জটাজুট, পরিধানে চীর বসন, অতিশয় কৃশকায় ভরত সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকেন। সম্মুখে রত্নছত্রতলে রাম পাদুকা। ভরত জোড় হস্তে রত্ন পাদুকার দিকে চাহিয়া থাকেন—চক্ষে দর বিগলিত ধারা।

"রাম রাম রঘুপতি—জপত শ্রবত নয়ন জল জাত"

নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে ভরত নিরন্তর রাম রাম রঘুপতি জপ করিতেছেন। বিষয় সুখের মস্তকে রামপদ ধারণ করিয়া শ্রীভরত আজ অনুরাগে বিরাগী। গোস্বামী তুলসী দাস লিখিতেছেন—

তেহি পুর বসত ভরত বিনুরাগা।
চঞ্চরীক জিমি চম্পক বাগা॥

ভরত বিরাগে সেই পুরে বাস করিতেছেন। চম্পক উদ্যানে ভ্রমর, বিরাগী হইয়া যেমন বাস করে সেইরূপ। আহা রাম অনুরাগী যিনি তিনি বড় ভাগ্যবান্। তিনি রমা-বিলাস বমন প্রায় ত্যাগ করেন।

দেহ কৃশ হইয়াছে কিন্তু মুখদ্যুতি দিন দিন যেন বাড়িয়া যাইতেছে। নিত্য নূতন রাম প্রেমে হৃদয় সর্ব্বদা ভরিত, মুখের শোভা হইবেনা কেন?

জিমি জল নিঘটত শরদ প্রকাশে।
বিলসিত বিহায়স বনজ বিকাশে॥

শরৎ কালে সরোবরের জল শুখাইয়া যায় কিন্তু আকাশের মত স্বচ্ছ জলে কমলের শোভা অতি মনোহর হয়। শম দম নিয়ম উপবাস এই সমস্ত গুণরাশি নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্র রাজির মত শ্রীভরতের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভরত সমাহিত হইয়া "নিত পূজত প্রভু পাঁবরী" নিত্য প্রভুর পাদুকা পূজা করিতেন আর কাঁদিতেন আর "মাঁগি মাঁগি আয়াসু করত, রাজ কাজ বহু ভাঁতি" রাম পাদুকার নিকটে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া করিয়া সকল রাজ কার্য্য করিতেন।

পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরা।
জীহ নাম জপি লোচন নীরা।

হৃদয়ে সীতারাম, গাত্র কণ্টকিত, জিহ্বা নিরন্তর রাম রাম জপ করিতেছে আর চক্ষে প্রেম অশ্রু।

যদি কেহ রাম রাম ভজন করিতে চাহেন—যদি কেহ রাম রাম জপিয়া রত্নাকর হইতে বাল্মীকি হইতে চাহেন, যদি কেহ রাম নাম করিয়া পাষাণী অহল্যা হইতে প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা হইতে চান তিনি এই অমৃত সম ভরত চরিত্রে সকলই পাইবেন। আমরা এখানে আর অধিক বলিবনা—গোস্বামী তুলসীদাস শ্রীভরতকে কোন্ চক্ষে দেখিয়া ছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া "আরম্ভে ভরত কথামৃতের" সূচনা শেষ করিব।

সিয় রাম প্রেম পিযূষ পূরণ, হোত জন্ম ন ভরত কো।
মুনিমন অগম যম নেম শম, দম বিষম ব্রত আচরত কো॥
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষণ, সুযশ মিসু অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী মে শঠহি, হঠি রাম সম্মুখ করত কো॥

ভরত চরিত করনেম
তুলসী জে সাদর শুনহিঁ।
সীয় রাম পদ প্রেম
অবশি হোহিঁ ভব রস বিরতি॥

যদি ভরতের জন্ম না হইত তবে সীতারামের প্রেম পিযূষ—প্রেমামৃত কাহাকে ভরিত করিত? মুনিগণও যাহা পাননা—বা অতি কষ্টে লাভ করেন সেই সমস্ত সুকঠিন যম নিয়ম শম দম ব্রতই বা কে আচরণ করিত? দুঃখাগ্নি দারিদ্র্য দম্ভ ইত্যাদি বিবিধ দোষ অপহরণ করিয়া কেই বা সুযশ লাভ করিত, আর কলিকাল পাশ ছেদন করিয়া শঠ তুলসী দাসকে রামের সম্মুখে আনিতই বা কে?

রে তুলসি! ভরত চরিত্র নিয়ম করিয়া যে আদরে শুনিবে সীতারাম চরণ কমলে তাহার নিশ্চয়ই প্রেম জন্মিবে এবং অবশ্যই সেই ব্যক্তি সংসার রসে বিরতি লাভ করিবে। রামভক্ত জন গণ আশীর্ব্বাদ করুন আমাদের যেন সেই লাভ হয়। আমরা এক্ষণে ভরত কথামৃত ভগবান্ বাল্মীকির পদানুসরণে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে রামভক্ত গণের গ্রন্থ হইতে যখন যাহা মাধুকরী করিতে পারি তাহাও এইখানে সংগ্রহ করিব।

তাই বলিতেছিলাম কেমন করিয়া রাম রাম করিতে হয় শ্রীভরতই তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন। রাজাধিরাজ হইয়াও শ্রীভরত কন্দ ফল মূল ভক্ষণ করিতেন আর স্বর্ণ ছত্র তলে রাম পাদুকা দেখিয়া দেখিয়া, পাদুকাকে রাম বোধে কথা কহিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। ভরত কৈকেয়ীকে মা বলিতেন না। কৈকেয়ীর ভ্রম ভাঙ্গিয়াছিল। কৈকেয়ী থাকিতে পারিতেন না কখন কখন নন্দিগ্রামে একাকিনী ভরতকে দেখিতে আসিতেন, আসিতেন অতি গোপনে। আহা! কি দেখিতেন! পরিধানে চীরবসন, মস্তকে জটাভার, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, অঙ্গ ধূলি ধূসরিত—কৈকেয়ী মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া থাকিতেন। হায়! আমিই বাছার এই দুঃখের কারণ। কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইয়াছিল—কেনই বা ভরতের প্রাণপ্রিয় রামকে, সীতাকে লক্ষ্মণকে বনে পাঠাইলাম! হায়! কৈকেয়ি এযে দৈব কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে—এযে রামই করিয়াছেন—সংসারের সকলের উৎপাৎ বিনাশ করিবার জন্য। জগতের মঙ্গলের জন্য কৈকেয়ীর অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ইহাতে কৈকেয়ীর দোষ ছিলনা। জগতের মঙ্গলের জন্য এবং কৈকেয়ীর পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষয় করিয়া রাম চরণে কৈকেয়ীকে আনিবার জন্য ও এই রাম নির্ব্বাসন।

শেষে বলি শ্রীভরতের চরিত্র হৃদয়ে ধরিয়া যদি আমরা সাধনা করি তবে এই ঘোর কলিযুগে আমাদের মত নষ্ট বুদ্ধি জনেরও পরলোক গতি সহজেই লাভ হয়।

মানুষের নিরন্তর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আইসে। কিন্তু যদি একনিষ্ঠা না থাকে তবে কিছুতেই গতি লাগিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রাম রাম করিবার সমস্ত কৌশল রামায়ণ দেখাইয়াছেন।

সাধনায় বসিয়া প্রথমেই আলস্য অনিচ্ছা পরিহার জন্য ক্রিয়া করিতে হইবে আর মনে রাখিতে হইবে মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া জড় প্রায় থাকা, শরীর খারাপ হইবে মনে করিয়া সাধনায় আলস্য করা অপেক্ষা মূর্খতা আর নাই। যখন একেবারে মানুষ পারেনা তখনকার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু সামান্য কিছু কাল্পনিক বিঘ্ন আসিলেই যিনি সাধনায় আলস্য করেন—আজ থাক কাল দেখা যাইবে এই যিনি বলেন এব্যক্তি কখন অনিষ্ট পরিহার করিয়া ইষ্ট লাভে সমর্থ হননা। ইহার ইহকালেও সুখ হয়না পরকালের ত কথাই নাই। যাহা হয় হউক আমি কর্ত্তব্যে শিথিলতা করিব না—ইহাই প্রথম কথা। তার পরে যখন যে অবস্থা আসিবে তদ্ভাবে আপনাকে ভাবিত করিয়া কখন চেড়ীবেষ্টিতা সীতার ভাব হৃদয়ে আনিয়া রাম রাম করিতে হইবে, কখন লক্ষ্মণের ভাব ধরিয়া রাম সেবা করিতে হইবে, কখন কৈকেয়ীর অবস্থা আনিয়া রাম রাম করিতে হইবে কিন্তু শ্রীভরতের অবস্থায় আপনাকে পাতিত করিয়া রাম রাম করা সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার সাধকের অবস্থার উপযোগী।

আমার কিছু নাই সবই রামের। তিনি আমায় চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য তাঁহার রাজত্বের, তাঁহার বস্তু সমূহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে পাইনা—তাঁহার পাদুকাকে তাঁহার স্থানে বসাইয়া আমি পাদুকাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার বস্তু সমূহ রক্ষা করিব তাঁহার রাজ্যের আয় দশগুণ বৃদ্ধি করিব তাঁহার কোন বস্তুকে অগ্রাহ্য করিব না—এই ভাবে সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব বাক্যে, সর্ব্ব ভাবনায় তাঁহার সেবা করিব—এই যিনি দৃঢ় নিশ্চয় করেন তাঁহার ধর্ম্ম জীবন সহজেই লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

———

স্থিতি ৩৪ সর্গঃ।

উপশম বর্ণন।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন রাম—অবিদ্যার স্নিগ্ধ উল্লাস দ্বারা—(যে উল্লাসের ভিতরে কতদূর সর্ব্বনাশকর ব্যাপার থাকে তাহা সহজে ধরা যায় না)—এই আপাতঃ রমণীয় মাদকতা দ্বারা বিষয়োন্মুখ হইতেছে যে মন সেই মনকে যে সকল সাধু জয় করিতে পারেন, তাঁহারাই শূর, তাঁহারাই বিজয়ী। বুঝিতেছ অবিদ্যার স্নিগ্ধ উল্লাসই মনকে বিষয়োন্মুখ করিতেছে। ইহা হইতে না দেওয়াই মনোজয়।

সংসারখ্যাস্য দুঃখস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ॥ ২

সংসারই সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ আনয়ন করে। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে—এইটি হইতেছে নিজ নিজ মনের নিগ্রহ করা। বাহির হইতে অতি রমণীয় শ্রবণ মন সুখকর যাহা কিছুই আসুক না কেন তাহার দোষ অনুসন্ধান কর, নানা দোষ পাইবেই। দোষ দর্শন করিলেই তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে। জ্ঞানের সার যাহা তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, শুনিয়া অবধারণ কর—মনন কর—সর্ব্বদা ইহার বিচার মনে ধরিয়া রাখ। সার উপদেশ হইতেছে "ভোগেচ্ছা মাত্রকো বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে"। ভোগ করিবার ইচ্ছা মাত্রও যদি রাখ তবে তোমার বন্ধন হইবে—ইচ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ কর ইহাই মোক্ষ। কত শাস্ত্র আর দেখিবে বল—আমার এই কথা দৃঢ় ভাবে পালন কর যাহা কিছু স্বাদু দেখ—ইন্দ্রিয়ের পরিতোষ জনক দেখ তাহাই বিষ ও বহ্নির ন্যায় দেখিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবার উপদেশ "যৎ যৎ স্বাদিহ তৎ সর্ব্বং দৃশ্যতাং বিষ বহ্নিবৎ"।

বিচার না করিয়া যদি চক্ষু বা কর্ণের বা মনের পরিতোষ জনক বস্তুতে লুব্ধ হও, হইয়া শাস্ত্র আজ্ঞা বা গুরু আজ্ঞা ত্যাগ কর তবে তাহা তোমাকে দুঃখ দিবেই কিন্তু যদি গুরু ও শাস্ত্রের আজ্ঞামত বিষয় দোষ দর্শন করিয়া মনের পরিতোষ জনক বস্তু ত্যাগ কর তবে অতি বিষম বিষয় ভোগ বাসনা ত্যাগ জন্য পরিণামে সমস্তই তোমার সুখপ্রদ হইবেই হইবে।

যদি মনে হয় ইহাতে যে কোন অনিষ্ট হইতে পারে ইহাত মনে হইতেছেনা তবে ইহাতে হানি কি?

দোষান্ প্রসবতি স্ফারান্ বাসনা বলিতা মতিঃ।
কীর্ণকণ্টকবীজা ভূঃ কণ্টকপ্রসরং যথা॥ ৬
অলগ্নবাসনাজালা মতিঃ প্রসরবর্জ্জিতা।
অদৃষ্ট রাগদ্বেষা যা শমমেতি শনৈঃ পরম্॥ ৭

তোমার মনে যদি কোন প্রকার বাসনার দাগ লাগে তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ উহার স্মরণ ব্যাপারে বহুবিধ অনুরাগাদি দোষ প্রসূত হইবেই—যেমন, ভূমিতে যদি কণ্টক বীজ ছড়াইয়া দাও তবে কাঁটা গাছ জন্মিবেই সেইরূপ। কিন্তু যে বুদ্ধিতে বা মনে কোন প্রকার বাসনার দাগ লাগেনা অতএব যাহাতে অনুরাগ বা দ্বেষের অঙ্কুর পর্যন্ত জন্মিতে পারেনা এবং যে মন সর্ব্বপ্রকার প্রসর চাপল্য বর্জ্জিত—ভাল বা কোন প্রকার প্রতিদান লাভ জন্য বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যও যেখানে নাই সেই সুস্থিরা বুদ্ধিই বা মনই শনৈঃ শনৈঃ পরমা শান্তি লাভ করিতে পারে।

শুভাশুভানসদ্গ্রানান্ প্রসূতে সুগুণান্ সদা।
ফলদানঙ্কুরান্ কালে শ্রেষ্ঠবীজবতীব ভূঃ॥ ৮

শুভা মতিঃ অসদ্গ্রানাম্ অসন্তী অবিদ্যমানা গ্লানির্দুঃখং যেভ্য স্তথা বিধান্ সুগুণান্ শান্তি দান্ত্যাদি সদ্গুণ যুক্তান্ শুভানেব জ্ঞানসমাধি—বিশ্রান্তিলক্ষণান্ ফলদানঙ্কুরান্ মোক্ষফল দানাঙ্কুরান্ সদা প্রসূতে। শ্রেষ্ঠ বীজবতী ভূমি যথা কালে অঙ্কুরান্ সূতে তদ্বৎ॥

বিষয় দোষ দর্শন করিয়া যে মতি বা বুদ্ধি সর্ব্বপ্রকার বাসনা ছাড়িয়াছে তাহাই শুভামতি। এই প্রকারের বুদ্ধি গ্লানিশূন্য শম দমাদি সদ্‌গুণযুক্ত শুভকেই সর্ব্বদা প্রসব করিবেই। এই শুভ হইতেছে জ্ঞান-সমাধি-বিশ্রাম লক্ষণ বিশিষ্ট মোক্ষ ফলপ্রদ অঙ্কুর। শ্রেষ্ঠ বীজবতী ভূমি যেমন কালে অঙ্কুর জন্মাইয়া থাকে সেইরূপ। বুঝিতেছ যে বুদ্ধিতে আর বাসনা জাগেনা—সমস্তই মায়া, সমস্তই মিথ্যা, এখানকার সুখ মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী, প্রাপ্তির বস্তুই ভূমা—তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুই দোষ জড়িত এই বিচার দ্বারা যে বুদ্ধি আর বাসনা জালে জড়িত হয় না—কোন কিছুর উপরে অনুরাগ বা দ্বেষ রাখেনা সেই সুস্থিরা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বীজবতী ভূমির ন্যায় শান্তি ফলপ্রদা এবং ইহাই সমস্ত সদ্‌গুণের অঙ্কুর প্রসব করে। সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া মন যখন একমাত্র শুভ ভাব যে ঈশ্বর, আত্মা তাহা লইয়াই প্রসন্ন হইয়া যায়, তখন মিথ্যাজ্ঞানরূপ মেঘ আর থাকেনা—সৌজন্য বা ঈশ্বর ভাবটি তখন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পায়; নভোমণ্ডলে সূর্য্যকিরণের বিকাশের ন্যায় অন্তঃকরণে তখন বিবেক-সূর্য্য প্রসরিত হয় আরও হৃদয়ে ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ ধৈর্য্য উজ্জ্বলভাবে অবস্থিতি করে। কীচক বা বেণু মধ্যে যেমন মুক্তা থাকে সেইরূপ।

রাম—কীচকে কি মুক্তা জন্মে?

বশিষ্ঠ—করীন্দ্র-জীমূত-বরাহ-শঙ্খ-মৎস্যাদি-শুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তা ফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি॥

রত্নশাস্ত্রে এই অষ্টস্থান মুক্তার আকর। ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ ধৈর্য্য অর্থাৎ সংসারে সার কোথাও নাই—সমস্তই ক্ষণিক—সমস্তই ইন্দ্রজাল; দেখিবার, শুনিবার, স্মরণ করিবার, ভোগ করিবার, কোন কিছুই নাই বসন্তে নিশাকরের ন্যায় এই ধৈর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তবে ত একমাত্র স্থায়ী আনন্দে স্থিতি লাভ হইতে থাকে—অন্তর আত্মসুখ অনুভব করিয়া আপ্যায়িত, কৃতার্থ ও ভরিত হইয়া যায়।

ফলিতে শীতলচ্ছায়ে সৎসঙ্গ সফলদ্রুমে।
স্রবত্যানন্দ সুরসে সমাধি সরলদ্রুমে॥ ১২॥
মনো ভবতি নির্দ্বন্দ্বং নিষ্কাম্‌ং নিরুপদ্রবং ইত্যাদি।

সফল সৎসঙ্গ তরু পত্রিত পুষ্পিত ফলিত হইয়া যখন শীতল ছায়া প্রদান করে, যখন সরল সমাধি বৃক্ষ সুরস আনন্দ ক্ষরণ করিতে থাকে তখনই মন শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করে, তখনই ইহা সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হয়, তখনই ইহা নিরুপদ্রব হয়। তখন মনের চঞ্চলতা, শোক, মোহ, ভয় ও পাপ প্রভৃতি অনর্থপরম্পরা প্রশমিত হয়—তখন মনের শাস্ত্র বাক্যের অর্থে সংশয় ক্ষীণ হয়, ইহার অশেষ কৌতুক নিঃশেষ হয় এবং কল্পনা জাল বিগলিত হয়। মন তখন মোহ মুক্ত হয়, কোন কিছুতে আর লিপ্ত থাকে না, সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ করে সমস্ত আক্রোশ ত্যাগ করে, কাহারও আর অপেক্ষা করেনা; কোন আধি আর ইহার থাকেনা; তখন সেই অনাসক্ত মনের শোক নিহার প্রশান্ত হয়; তখন সেই নির্ম্মল মন নিজ সম্মুখস্থ সন্দেহ রূপ কুপুত্রকে (আত্মা কিরূপ—কোন্ সাধনে ইহা লাভ করা যায়—কর্ম্ম দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা এই জ্ঞানের সাধনই বা কি—ইত্যাদি মনের সন্দেহ)এবং তৃষ্ণারূপিণী স্ত্রীকে বিনাশ করিয়া জীবন্মুক্তিরূপ পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। মনের স্থূল আকার হইবার কারণই হইতেছে ইহার বিকল্প জাল। কল্পনা জল্পনা যখন মন ত্যাগ করে তখনই মন শুকাইতে থাকে পরে মন আত্ম নিগ্রহে আপনার প্রভুতা বা সমর্থতা স্মরণ করিয় আপনার দেহাকার স্বীয় কল্পিতরূপ তৃণবৎ ত্যাগ করে।

যতদিন 'দেহটাই আমি' এই ভাবে বাসিত মন দেহাকার ধরিয়া থাকে ততদিনই দেহের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে রাগ দ্বেষ প্রসূত বিকল্প সহস্র বর্দ্ধিত হইয়া ইহাকে সর্ব্বদা ব্যাকুল রাখে এই সমস্ত ক্ষীণ হইলে মনের ক্ষয় হয়।

মনসোভ্যুদয়োনাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ।
জ্ঞ মনোনাশমভ্যেতি মনোঽজ্ঞস্য বিবর্দ্ধতে ॥১৮

মনোমাত্রং জগচ্চক্রং মনঃ পর্ব্বত-মণ্ডলম্।
মনো ব্যোম মনো দেবো মনোমিত্রং মনোরিপুঃ ॥১

বিকল্প কলুষা যাস্থাচ্চিত্তত্বস্যাত্মবিস্মৃতিঃ।
মন ইত্যুচ্যতে সেয়ং বাসনাভবভাগিনা ॥২০

চেত্যানুপাতিকলিত চিন্মাত্রে ত্রিষ্ঠতাভিধম্।
মনাক্ বিকল্প কলুষং চিত্তত্বং জীব উচ্যতে ॥২১

মনের অভ্যুদয় অর্থাৎ মনের মধ্যে সঙ্কল্প বিকল্পের অভ্যুদয়ই বিনাশ আর অভ্যুদয় হইতে না দেওয়াই মনোনাশ, আর মনের বিনাশই আত্মার উদয়। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব যিনি জানেন তিনিই জ্ঞ। ইনি মনোনাশ করেন আর অজ্ঞের মনই নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনই জগচ্চক্র, মনই এই পর্ব্বত মণ্ডল, মনই ব্যোম, মনই দেবতা, মনই মিত্র, মনই রিপু। চিত্তের যে ভাব বিকল্প কলুষিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটায়, সেই সংসার কল্পনাশীলা চিত্তবাসনাই মন। চিত্ত বাসনা তুলিয়া যখন বিষয়ে প্রবেশ করে তখন চিত্ত পরিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চিত্তটিই চিন্মাত্রে স্থিতি নামে অভিহিত। চিন্মাত্র নামধারী যিনি তিনি বিষয় প্রবেশে পরিচ্ছিন্ন হইয়া মন হয়েন। সেই বিকল্প কলুষিত চিত্ত তত্ত্বই জীব। বিষয়ে পড়িয়া বিষয় বিষয় করিয়া যিনি অভিমান করেন সেই অভিমানে স্বরূপ বিস্মরণ রূপ অজ্ঞত্ব আসিলেই জীব ভাব জন্মে তাহাই আবার বিকল্প সহস্রে মোহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া—তাহার সুখ স্বভাব আর থাকেনা। সেই সুখ স্বভাব অপহরণ জন্য যখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসার হইয়া যান তখন তিনি মনোনাম প্রাপ্ত হয়েন।

নাত্মা সংসারি পুরুষো ন শরীরং ন শোণিতম্।
জড়ং সর্ব্বং শরীরাদি দেহী খবদলেপকঃ ॥২৩

আত্মা সংসারী পুরুষ যে জীব তিনি নন, শরীর ও নহেন শোণিতও নহেন। শরীরাদি সমস্তই জড় আর দেহী আত্মা আকাশের মত নির্লিপ্ত।

শরীরে কণশঃ কৃত্তে নাস্ত্যন্যদ্রুধিরাদিকাৎ।
নির্ভিন্নে কদলীস্তম্ভে নাস্ত্যন্যৎ পল্লবাদৃতে ॥২৪

কদলী স্তম্ভ ছাড়াইতে থাক খোলা ব্যতীত আর কিছুই যেমন পাওনা সেইরূপ শরীরের সূক্ষ্ম অংশ সকল ছেদন কর রক্তাদি ভিন্ন আর কিছুই পাইবেনা। মনই জীব, এই আকার প্রাপ্ত হইয়া নর। মনই আপনার কল্পনায় আপনাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে। কোশকার

কৃমির (গুটি পোকা) মত মন আপনার কল্পনা জাল বিস্তার করিয়া আপনি বদ্ধ হয়। মরণমূর্চ্ছায় জীব এক দেহ ভ্রম ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে ও অন্য কালে অঙ্কুরের পল্লবত্ব প্রাপ্তির ন্যায় অন্য দেহ ভ্রম প্রাপ্ত হয়। যেমন যেমন বাসনা হইবে মনও সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হইবে—এবং তাহা তাহাই দেখিবে, চিত্ত যাহা ভাবিয়া শয়ন করিবে, স্বপ্নে আপনাকে তাহা হইয়া থাকিতে দেখিবে। তিন্তিড়াদি অম্ল বীজকে মধুরসসিক্ত করিলে উহা বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া মধুর ফল প্রসব করে; এইরূপে মধুর বীজও কটুরসে সিক্ত হইলে উৎপন্ন বৃক্ষ কটু ফল প্রদান করে। শুভ বাসনা দৃঢ় ভাবে করিতে পারিলে চিত্ত মহত্ব প্রাপ্ত হয়—যেমন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত। চিত্ত ক্ষুদ্র বাসনা লইয়া থাকিলে ক্ষুদ্রই হইয়া যায় পিশাচ ভ্রম সম্পন্ন ব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচই দেখে। কলুষিত মনে নির্ম্মল ভাব থাকে না আবার নির্ম্মল মনে কলুষিত ভাব উঠে না। উত্তম পুরুষ দরিদ্র হইলে ও উপদ্রুত হইলে কি কখন তাঁহার অনুভূত চিত্ত নির্ম্মলতা বা প্রসন্নতা ত্যাগ করেন?

তিনি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া ক্ষীণ শশাঙ্কের অঙ্গবৃদ্ধি মত আপনার পূর্ণ ভাব আনয়ন করেন। অথবা সেরূপ ব্যক্তির বিপদ আবার কি? বন্ধ মোক্ষ তাঁহার নিকট নাই—তিনি জানেন সমস্তই ইন্দ্রজাল সমস্তই মায়া। দ্বৈত ভ্রমকে তুমি গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায়, মরুমরীচিকার ন্যায়, দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানিও।

সংসারটা পরিস্ফুরিত হইতেছে সত্য কিন্তু ইহা অসৎ, ইহা নিঃসার সমস্তই ব্রহ্মসত্তা। ব্রহ্মসত্তাকেই বিচিত্র জগৎরূপে দেখা যাইতেছে। আমি অনন্ত নই, আমি ক্ষুদ্র, পরিছিন্ন এইরূপ ভ্রমসিদ্ধান্তকে, আমি অনন্ত, আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর এই স্থিরনিশ্চয়ে ডুবাইয়া দাও। "এই দেহই আমি" এই ভাবনাই বন্ধন। ইহা কল্পনা। ব্রহ্মসত্তায় বন্ধ মোক্ষ একত্বদ্বিত্ব কিছুই নাই।

বর্ত্তমান শরীরেই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয় যদি মনকে সকল বস্তুতে অনাসক্ত করিতে পার—শুদ্ধ করিতে পার, নির্ম্মল করিতে পার। দেখা শুনার সমস্ত বস্তুকে যিনি অগ্রাহ্য করেন তাঁর

আমি ক্ষুদ্র দেহ নই আমি আকাশের মত অপরিচ্ছিন্ন এই ভাবনা দ্বারা যিনি মনকে নির্ম্মল করেন তিনি এই শরীরেই স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করেন। মন পূর্ব্বোক্ত শুভ সংস্কার রূপ নির্ম্মল জলে যখন ধৌত হয় তখনই ঐ মন রূপ সুহৃৎই ব্রহ্মদৃষ্টিগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাত নিশ্চয় করিয়াছ যে আমি আত্মা, আমি দেহ নই, আমি মনও নই। তবে কেননা দেখিবে যে আত্মা বা চৈতন্য ক্ষুদ্র নহে, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, আত্মা সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন—কাজেই সমস্তই আমার আত্মা, আমার আত্মাই সমস্ত। এই ভাবনা দ্বারা অন্য শুভাশুভ ভাবনা পরিহার কর—করিয়া বন্ধ মোক্ষ হইতে উত্তীর্ণ হও।

মনের শুদ্ধি কিরূপে করিবে আবার বলি শ্রবণ কর।

প্রথম শরীর দ্বারা মনকে শুদ্ধকর—স্নান, দানাদি, আহারাদি দ্বারা মন শুদ্ধ করা যায়।

দ্বিতীয় শাস্ত্র দ্বারা মনকে শুদ্ধকর—শাস্ত্র গ্রহণের বস্তু দেখাইয়া দিতেছেন—ত্যাগের বস্তুও দেখাইয়া দিতেছেন। যাহা ত্যাগ করিবে তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন কর। দোষ দর্শন ভিন্ন কোন বিষয়কে মূলের সহিত ত্যাগ করা যায় না। সৎসঙ্গী সুহৃদ্ তোমার সঙ্গেই আছেন—ইনি তোমার বিষয় দোষ দর্শী মন।

তৃতীয় বৈরাগ্য বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্ফটিক মনির মত স্বচ্ছ ও মার্জ্জিত কর। এই মনে জগতের রহস্য প্রতিফলিত হইবেই।

ক্ষণস্থায়ী অসত্য জ্ঞান দৃষ্টি এখনও আছে তাই মন বাহিরের বস্তুতে একতান হয় আত্মায় হয় না। যখন মন বিষয় দোষ দর্শন করিয়া করিয়া বাহিরের ও ভিতরের দৃশ্যদর্শন ত্যাগ করিয়া পরমপদে লীন হইবে তখনই জানিও তোমার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়াছে। যাহা দৃশ্যদৃষ্টি ফুটাইয়া দেয় তাহা অবশ্যই অসন্ময়ী। দৃশ্য বিষয়ে তন্ময় হওয়াই মনের স্বরূপ—অন্য কিছুই নহে।

আদ্যন্তয়োর্ব্বিনাশিত্বাৎ মধ্যেপি তদসন্ময়ম্।
অজ্ঞাত মনসত্ত্বেন দুঃখিতা হন্তসংস্থিতা ॥৩৮॥

দৃশ্য দর্শনটা অসৎ কিরূপে জানন্? দৃশ্যজ্ঞান করে তুমন। কিন্তু মন আদিতেও নাই এবং শেষেও নাই—মধ্যে যাহা আছে মত বোধ হয় তাহা অসৎ, তাহা মিথ্যা, তাহা ভ্রমেই আছে মত বোধ হয়, যেমন রজ্জুকে সর্প দেখা।

মনের এই রহস্য যাঁর অজ্ঞাত, তাঁহার দুঃখপ্রাপ্তি হস্তের উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। জগতে যাহা কিছু দৃশ্য, দর্শনে আসিতেছে তাহা আত্মাই, এই জগৎ যেটা সম্মুখে স্ফুরণ হইতেছে সেটা জগৎ নহে আত্মাই, এইভাবে যে ইহাকে অনুভব না করিতেছে তাহার নিকট দৃশ্যশ্রী দুঃখপ্রদা। আত্মাভাবে দেখিতে পারিলে এই দৃশ্যশ্রী ভোগ অর্থাৎ সুখানুভব ও মোক্ষ উভয় ফলই প্রদান করে। জল পৃথক এবং তরঙ্গ পৃথক, এই নানাভাবে দেখাই মূর্খতা। কিন্তু যিনি জানেন জলই তরঙ্গ তিনিই জলতত্ত্ব জানেন।

নানাতা হেয় কেন? আবার একতা উপাদেয় কেন? হেয়—উপাদেয় রূপি যে নানাত্ব তাহা অসৎ—অবিদ্যমান বলিয়া জননমরণরূপ দুঃখকে অনুসরণ করে। হেয়োপাদেয়ের অভাব যখন হয় তখন আত্মজ্ঞান জন্মে। এই আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্বরূপই অবশিষ্ট থাকেন।

মনও দৃশ্য; দৃশ্য বলিয়া ইহাও সঙ্কল্প কল্পিত; সেইজন্য মনও অসন্ময়। যাহা অসন্ময় তাহার বিনাশে শোক কি?

তুমি আত্মার পিঞ্জরভূত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে উপেক্ষা বুদ্ধি কর, আসক্ত হইওনা, তোমার কোন অনিষ্ট হইবেনা। তত্ত্ব জানিলে এই পাঞ্চভৌতিক দেহের সুখদুঃখে আর লিপ্ত হইতে হয় না। দ্রষ্টাও দৃশ্যের মধ্যে যে দর্শনরূপ জ্ঞান অবস্থিত তাহাই নিত্য নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ, এই তত্ত্ব জান দেখিবে ঝটিকাক্ষয়ে ধূলির মত মন শান্ত হইয়া গিয়াছে।

উপশান্তে মনোবায়ৌ দেহপাংসু প্রশাম্যতি।
পুনঃ সংসার নগরে ন নীহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥৫৬॥



উৎসব।

শ্রীশ্রীরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩৩৩ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

একদিনের কথা।

(১)

সব সময়ে ত জপও ভাল লাগে না।

তবু কর।

তাও করি—করিয়া মনে হয় কিছুই করিলাম না।

আচ্ছা কথা কও করিয়া জপ কর ভাল লাগিবে।

(২)

রঙ্গ মহলে ভারি উৎপাৎ লাগিয়াছে। তাও জানি এখন উৎপাৎ লাগিবার দিন আসিয়া পড়িয়াছে।

আমার কাজ পাপ করা আর ক্ষমা চাওয়া। তুমি কি কর তুমিই জান। তবু আমার মনে হয় তুমি ক্ষমাই কর আর বরাবর করিয়াই আসিতেছ। না করিলে এতদিন এই রঙ্গ মহলে থাকিতে পারিতাম না।

ঘটনা বলি। শরীরের নিয়ম লঙ্ঘন করাও পাপ। পাপের জন্য সাজা পাই। তবুও মনে থাকেনা। করিয়া ফেলি আবার সাজা পাই। এখন তাই পাইতেছি। দিন কতক মনে থাকিবে আবার ভুলিয়া যাইব আবার সাজা পাইব। এই বা কি গো?

১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ মাস। বড় গরম। ঘরে থাকা যায় না। রাত্রে সমস্ত রাত্রি ছাতে পড়িয়া থাকি—খোলা শরীরে। সকালে বেশ করিয়া মাথা ধুই। ক্রমে ক্রমে কাণে জল হইল। তার পরেই যাতনা। সে যাতনা অকথ্য।

তিন দিন গেল সমান ভাবে। আজ কিছু কম। কিছুই কিন্তু ভাল লাগিতেছে না। দিন কতক পূর্ব্ব হইতে মনে করিতেছিলাম সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা ভাল। যা আসে আসুক আমি তোমায় লইয়াই থাকিব। তুমি দেখাইয়া দিলে—এই যে একটু যাতনা পাইতেছ তাহাতে কি আমায় লইয়া থাকিতে পারিলে? এ বা কি—এত কিছুই নয়, তখন যে যাতনা আসিবে তাহা বলাই যায়না। এখনই এই করিতেছ, তখন করিবে কি? যা করিব তা ত বুঝিতেছি। যদি তুমি কিছু করিয়া দাও তবেই হইবে নতুবা নয়। আর ইহাও মনে বুঝি তুমি করিয়া দিবে। তুমি বড় দয়াময়, বড় ক্ষমাসার, তুমি এমন না হইলে জীবের দাঁড়াইবার স্থান ছিল না।

বলিতেছিলাম কিছুই ভাল লাগিতে ছিলনা। আমাদের বাড়ীর একটা ঘরের সামনেই একজনদের বাগান। অনেক গাছ বাগানে, অনেক ফুল, অনেক পাখী।

এক দণ্ডেই দেখিলাম কিছুই ভাললাগেনা। দুঃখিত হইলাম। পর মুহূর্ত্তেই অন্যরূপ হইয়া গেল।

ভাবিতেছিলাম ভাল লাগিতেছিলনা কখন? আর ভালই বা লাগিল কখন? ভাল লাগিতেছিলনা, যখন গাছকে গাছই দেখিতেছিলাম। তখন সবই যেন পুরাতন, সবই যেন মাধুর্য্য হীন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মনে হইলে তুমিই যে সবার কোলে কোলে, প্রতি খণ্ড বস্তুকে যে তুমি অখণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া আছ—আহা!—ফুলকে ফুল দেখিতেছিলাম—এই সব যে তুমি ইহা যখন ভাবিতে ভুলিয়া ছিলাম, তখন কিছুই ভাল লাগিতেছিলনা। আবার যখন ভাবিলাম সব যে তুমি তখন ভাল লাগিল। দেখিলাম বাতাসে গাছ দুলিতেছে—মনে হইল গাছ কথা কহিতেছে, মনে হইল "হেলে দুলে কথা কও অব্যক্ত ভাষায়।" ভাল লাগিল। কতই দেখিলাম কিন্তু চক্ষের সামনে গাছ আর প্রাণে তুমি। এই দেখাই বুঝি দেখা। বাহিরের দেখা শুনা যখন গৃহ প্রবেশ করায়, করাইয়া—কথা কহিতে কহিতে নীরব করিয়া দেয় তখনই ঠিক দেখা হয়। তোমরা যে বল রূপের গুণের আদর যে করেনা সে ত মৃত, আমিও বলি রূপ গুণ দেখিয়া

যে মানুষের পায়ে ঢলিয়া পড়িতে ছুটে সে পাপী। সে রূপজ মোহে, গুণজ মোহে পড়িল—তোমার অনন্ত রূপের এককণা এখানে ফুটিয়াছে, তাহা ভাবিতে পারিল না, ভাবিল আহা কি সুন্দর! ইহা ইন্দ্রিয় সুখ বলিয়া পাপ। ইন্দ্রিয় যা আনিবে তাহা ভোগের জন্য নহে তাহা লইয়া ভিতরে ঢুকিতে হইবে। স্বামীর রূপ গুণের অপেক্ষা অন্যের রূপ গুণ অধিক থাকিতে পারে—আর চক্ষেও পড়িতে পারে তা বলিয়া কি সেখানে ছুটিয়া যাইতে হইবে? এই যে দেখি এক গুরুর শিষ্য শিষ্যা গুরুকে বড় ভক্তি করিত, বড় সেবা করিত—তার পরে গুরু দেহ রাখিলেন আর শিষ্য শিষ্যারা অন্য স্থানে ঢলিয়া পড়িল—ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায়—একনিষ্ঠা নাই—সকল শোভার আধারের সন্ধান পায় নাই; এই সব শিষ্য শিষ্যা ব্যাভিচারী ব্যভিচারিণী হইয়াছে। ইহারা সবই করিতে পারে। ইহারা ধর্ম্মের জন্য গুরু আশ্রয় করে নাই, বা করিলেও ঈশ্বরের কথা কিছুই বুঝে নাই। এইরূপ, স্বামী অপেক্ষা অন্যের গুণ বেশী দেখিলে বা রূপ বেশী দেখিলে যাহারা ঢলিয়া পড়ে তাহা ভাল লোক নয় তাহারা ব্যভিচার করে। ইহারা কখনও ধার্ম্মিক নয়। ভগবানকে ইহারা কখন ধরে নাই। ভগবানকে বাদ দিয়াই ইহাদের ব্যভিচার। তুমি যত বড় পণ্ডিত আর পণ্ডিতা হও তুমি কোন যুক্তি দ্বারা তোমার ব্যভিচার সমর্থন করিতে পারিবেনা।

রূপ গুণ অনেক স্থানে থাকিতে পারে। কিন্তু সকল রূপের এবং সকল গুণের আধার যে, তাঁহার কথা যদি কিছু শুনিয়া থাক তবে সব স্থানে রূপ দেখিয়াও, সব স্থানে গুণ দেখিয়াও তুমি কোথাও ঢলিয়া পড়িবেনা—ঢলিয়া পড়িবে নিজের হৃদয়স্থিত শ্রীভগবানে। আহা! তিনি যে সকল সৌন্দর্য্যের আধার তিনি যে আঙ্গিরসঃ—অঙ্গানাং হি রসঃ—যেখানে যার অঙ্গের যত শোভা সে যে তার শোভার এক অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তুমি কোথায় ছুটিয়া গিয়া ব্যভিচার করিবে বল? গৃহে প্রবেশ কর। যেখানে যা দেখ—সব দেখিয়া ভিতরে ঢুক—তুমি সব পাইবে। আর ঐ যে বল যেখানে আমার সব ফুটে সেই খানেই আমি যাই? কি তোমার ফুটিল—কাম না প্রেম? অল্প না ভূমা? অল্পই কাম ভূমাই প্রেম। বুঝিয়া দেখ দেখিবে ইহা সত্য সত্য সত্য। নতুবা গোল্লায় যাও—আর কি বল?

বলিতেছিলাম নাম যখন ভাল লাগে না তখন কথা কও। কি কথা কহিবে জান? আমি আর কত তোমায় ভুলিব—কত পাপ আর করিব কত

ক্ষমা আর চাহিব? আমার রোগ কি রোজ পাপ করা—রোজ ক্ষমা চাওয়া? ইহাতে কি আমার লজ্জা করেনা? এমন নির্লজ্জ বেহায়া আর কে আছে? ওগো তুমি আমায় ভাল করিয়া দাও। এই সব কথা কহিয়া রাম রাম কর দেখি? করিয়া দেখ ভাল লাগিবেই।

মনের বেদনা।

মাগো! আর যে সহ্য করিতে পারিনা! আহা! জগতে কত নর নারী আজ এই ভাবে মনের বেদনা প্রকাশ করে। আচ্ছা! যদি ইহারা কাণ পাতিয়া শুনে, তবে বুঝি শুনিতেও পায়—কে যেন ইহার উত্তরও দেয়। কে যেন বলে—কেন আমিত তোমারও আছি। আমিই তোমার অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করিয়াছি—তোমাকে নির্ম্মল করিব বলিয়াই ইহা করিয়াছি। তুমি ভাল হইয়া যাইবে—চিরতরে ভাল হইয়া আমার কাছেই আসিতে পারিবে। সহ্য করিয়া যাও—আমার মুখের দিকে তাকাও সহ্য করিতে পারিবে—আমি শক্তি দিব। দিতেছিও আমি—তুমি আমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া—আমি দুঃখহারী ইহা জানিয়া—ইহা বিশ্বাস করিয়া সহ্য কর। তুমি আমাকে ভুলিয়া ইন্দ্রিয়ারাম হইতে যাও বলিয়াই না দুঃখ পাও! আমি যাহা বারণ করি তাই কর বলিয়াই না দুঃখ পাও। আমাতে আসক্তি রাখ—আর সব আসক্তি ত্যাগ কর। আমাকে ছাড়িয়া আর যাহাতে আসক্তি রাখিবে তাহাতেই পাপ হইবে—তাহাতেই তাপ পাইবে। তুমি ইন্দ্রিয়ারাম হইবার জন্য আবার যেখানে সেখানে আমার আরোপ কর। তাও কি কখন হয়? তোমার ভিতরে আমি আছি—রামায়ণে আমি আছি—ভাগবতে আমি আছি—চণ্ডীতে আমি আছি গীতাতে, উপনিষদে, বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে আমি আছি। প্রথমে এই এই সকলের ভিতরে আমাকে দেখ, দেখিয়া নির্ম্মল হও, তবে বুঝিবে আমিই সব। গোঁজা মিলনে—ইন্দ্রিয়ারাম হইবার জন্য যেখানে সেখানে আমাকে আরোপ করিওনা।

তাই বলি তোমার কর্ত্তব্য ত আমি দিয়াছি। সেই কর্ত্তব্যে মন দাও। মনের উপর আমার জোর কি? এ কথা আর মুখেও আনিও না। মনত যেখানে সেখানে মদোন্মত্ত গজেন্দ্রবৎ ছুটিবেই। তোমাকে ত জ্ঞানাঙ্কুশ দিয়াছি। জ্ঞানাঙ্কুশ দিয়া এই মদোন্মত্তকে প্রহার কর, করিতে করিতে কর্ত্তব্য কর। প্রথমে ক্লেশ হইবেই কিন্তু শেষে তুমি দেখিবে আসক্তি গিয়াছে। মনের উপর জোর করাই ত সাধনা। সাধনা না করিয়া কে কবে সাধ্য বস্তু পাইয়াছে? কর্ত্তব্য কর—আর কর্ত্তব্যের বিঘ্ন যেখানে হয় সেখানে অসৎ সঙ্গ হইতেছে জানিও। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিতে প্রাণপন কর। অসৎ সঙ্গ করা আর ইন্দ্রিয়ারাম হওয়া একই কথা। আমিই বলিয়াছি—যে ইন্দ্রিয়ের লালসা করে—করিয়া আমার কথা না শুনিয়া যাহাতে কর্ণ তৃপ্ত হয়, বা চক্ষু তৃপ্ত হয়, বা রসনা তৃপ্ত হয়—এককথা আমার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া নিজের ইচ্ছাকে তৃপ্ত করিতে ছুটে সেই অসৎ সঙ্গ করে। অনেক গুণ থাকিলেও অসৎ সঙ্গে সমস্ত নষ্ট হয়। অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া—ইন্দ্রিয়ারাম হওয়া ছাড়িয়া কর্ত্তব্যে মন দাও—দেখিবে আমি তোমারও আছি। আমার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া বহু জন্ম এইরূপে হাহাকার করিয়া ঘুরিয়াছ—আর ঘুরিও না—আমার হইবার পথে চল সব ভাল হইবে।

সেই ভয়ে মুদিনা আঁখি।

কতদিন মনে হইয়াছিল—কি দেখিয়াছিলাম—সেই কি? সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে, বুঝি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়েও; সময় ঠিক মনে নাই—সে দেখার সময় কখন ছিল। স্থান যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে পাই। "আজ্ঞা সা গীয়তে বেদে পুরীণাং মুক্তিদায়িকা"—স্থান সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। কাল সম্বন্ধেও ছিল প্রভাতকাল—পূজার কাল। কিন্তু সে দিন কি সেই দিন ছিল যে দিনের কথা শাস্ত্রে পাই—

যা গতির্যোগ যুক্তানাং বারাণস্যাং তনুত্যজাম্।
সা গতিঃ স্নান মাত্রেণ সরয্বাং হরিবাসরে॥

কালের কথা আদৌ মনে নাই। কিন্তু পুরীর কথা ত ঠিক আছে। শাস্ত্রে পাই—

ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি কাশীবাসেষু যৎ ফলং।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন কলৌ দাশরথীং পুরীম্॥

বলিতেছিলাম যাহা দেখিয়াছিলাম— প্রথম প্রথম এই সে— ঠিক ধরিতে না পারিলেও যতই দিন শেষ হইয়া আসিতেছে ততই দেখিতেছি সেই আমার সর্ব্ব-শাস্ত্রের শেষ ফল—সেই আমার সব—একমাত্র অবলম্বন। ক্রমেই মনে হইতেছে আমার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ভক্তি, সমস্ত কর্ম্ম, ভাবনা, বাক্য—যদি এই সব কিছু থাকে, তবে এই সব সেই চরণের পানেই ছুটিয়াছে। আমার যেখানে গতি হউক—ঐ যদি গতি করিয়া দেয় হইবে নতুবা হইবে না। ইহাতে আমার মন বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হয় না—সংশয় আজকাল আদৌ উঠে না।

বলিতেছিলাম "সেই ভয়ে মুদিনা আঁখি"। নিত্যকর্ম্ম করিবার সময় বড় সুখ পাই যখন ভাবনা করি সেই সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। কথা কি মিথ্যা? কোথায় তুমি নাই? তোমাকে লইয়া সব উঠিয়াছে কোথায় নাই তুমি? তোমার সত্তা অবলম্বনে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সত্তাবান্ কোথায় তবে তুমি নাই?

তুমি জানা কথা লেখ—তাই তোমার "আর্ট" আর শাস্ত্র লেখেন যা তোমার জানা নাই অথচ তোমার জানা উচিত—না জানিলে জীবের সদ্গতি হইতে পারে না—অজ্ঞাত-জ্ঞাপক শাস্ত্র তাহাই লেখেন—তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য; তোমার লেখা—ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য আর শাস্ত্র দেখান ভূমা—শাস্ত্র দেখান তোমার স্বরূপ। তোমার লেখা ও শাস্ত্র বাক্যে এতই প্রভেদ। শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম লইয়া থাকিতে চেষ্টা কর হইবে দেবতা আর স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম্ম লইয়া থাক রহিয়া গেলে অসুর। শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে হইবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রসারণ আর স্বাভাবিক কর্ম্মে ও স্বাভাবিক জ্ঞানে হইবে মনুষ্যত্বের সঙ্কোচন। অসুরত্বের প্রসারণকে যদি মনুষ্যত্বের প্রসারণ বল তবে তুমি বিদ্যা শিক্ষা কর নাই শিখিয়াছ অবিদ্যা। এখন দেখ শাস্ত্র কি বলেন—

যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্।
তৎ সুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে প্রবিনশ্যতি॥
ততস্তিমিত গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥

স্থাবর জঙ্গম এই সব যা দেখ তাহা সুষুপ্তিতে স্বপ্ন যেমন লীন হইয়া যায় সেইরূপ কল্পান্তে বিলীন হইবে। এখন ভাবনা কর—দৃশ্য প্রপঞ্চ কিছুই নাই, জাগ্রতের কিছু নাই, স্বপ্নের ও কিছু নাই এক স্তিমিত গম্ভীর কি জানি কি আছে—তাহাকে প্রকাশও বলা যায় না, অপ্রকাশও বলা যায় না। কোন আখ্যা নাই, কোন অভিব্যক্তি নাই—অথচ আছেন কিছু। সং কিঞ্চিদবশিষ্যতে এই সন্মাত্রকে ঋষিগণ ব্যবহারার্থে কল্পিত সংজ্ঞা দিতেছেন—বলিতেছেন ইনি ঋত, ইনি সত্য ইনিই পরংব্রহ্ম। "স তথাভূত এবাত্মা স্বয়মন্যইবোল্লসন্" সেই তথাভূত মত আত্মা—কি করিয়া ইহার কথা বলা যাইবে—ভাষা যেখানে পৌঁছায় না সেখানে প্রকাশ আর কে করিবে—সেই আত্মা আপনি আপনিই আছেন—কিন্তু আমি "অন্য" এইরূপে উল্লাস প্রাপ্ত মত হইলেন। অস্পন্দ স্বভাব যিনি তিনি যেন স্পন্দ স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। আপনাতে আপনি যিনি ডুবিয়া ছিলেন—যিনি অন্তর্ম্মুখ—তিনি অন্তর্ম্মুখ থাকিয়াও বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হইলেন—সন্মাত্র যিনি তিনি চিন্মাত্র হইয়া চেত্যতা প্রাপ্ত হইলেন। তখন সূচির শতপত্র ভেদের মত ক্রম অনুসারে অথচ অতি অল্প সময়ে দৃশ্য প্রপঞ্চ ভাসিয়া উঠিল। "সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ" সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া উহাই যেমন স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায় ব্রহ্ম ও সেইরূপ যেন সৃষ্টি—এইরূপে প্রকাশিত হইলেন।

ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তি। শক্তির অভিব্যক্তি তেজ। ব্রহ্ম তেজোমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইলেন। শক্তির মধ্যে চিৎ শক্তি ও মায়া শক্তি উভয়ই ছিল, আছে, থাকিবে। আর তুমি? "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" ১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায় ভাগবত। মায়াং ব্যুদস্য অভিভূয় মায়াকে অভিভূত করিয়া। বিশ্ব বিমোহিনী মায়া—ইহাকে অভিভূত করিলেন কিরূপে? চিচ্ছক্ত্যা। চিৎ শক্তি দ্বারা। তোমার চিৎশক্তি দ্বারা তুমি তোমার মায়াশক্তিকে পরাস্ত করিয়া কেবল স্বরূপে—আপনি আপনি স্বরূপে—আপনাতে অবস্থিত রহিলে। ভাগবৎ অন্যরূপে ইহাই বলিতেছেন—বলিতেছেন—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি" আপন চিচ্ছক্তি দ্বারা মায়ার কপটাবরণ নিরস্ত করিয়া যিনি সর্ব্বদা অবস্থিত--তিনিই পরম সত্য স্বরূপ - ইনিই নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের বস্তু। নিদিধ্যাসন, স্বরূপ লইয়া আর উপাসনা যাহা তাহা একটা মিথ্যাতে স্বরূপকে ভাবনা করিয়া।

বলিতে ছিলাম তুমি যখন বিশ্বরূপে ভাসিলে তখন তুমি সর্ব্বব্যাপী রহিলে। সর্ব্বব্যাপীর আবার আকার কি থাকিবে? আকাশকে সকলে সর্ব্বব্যাপী বলে।

কিন্তু আকাশের আকার কোথায়? সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও আকাশরূপী বিশ্বরূপ তুমি ধরিলেও তোমার মূর্ত্তি অব্যক্তই রহিল। তাই তুমি বলিতেছ "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" গীতা ৯।৪ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে—ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত সচ্চিৎস্বরূপে তুমিই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের বাহিরে ভিতরে ব্যাপিয়া রহিলে। চিরদিন তুমি আপনি আপনি অনেজৎ—অস্পন্দ স্বভাব থাকিয়াও আপনার চিৎশক্তি দ্বারা মায়া শক্তিকে নিরস্ত করিয়া মায়াধীশ ঈশ্বর হও। আবার ব্রহ্ম তুমি, ঈশ্বর তুমি থাকিয়াও পরে হও মাত্র সূক্ষ্ম দেহধারী হিরণ্যগর্ভ—আবার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মাত্র ভাবনাময় দেহধারী—হিরণ্যগর্ভ তুমি—তুমি তোমার বিরাটরূপ ধারণ কর। তারপরে কি? বিরাজঃ সত্ত্বতন্তোতে অবতারা সহস্রশঃ—বিরাট হইতে সহস্র অবতার তখন তুমি হও। "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ" ভাগবত ১।৩।১। স্বভাবতঃ আপনি আপনি নির্গুণ সদা থাকিয়াও, তুমি নিরাকার হইয়াও নরাকার—নার্য্যাকার ধারণ কর। এই ভাবে যখন কাহাকেও তাহার জন্ম জন্মান্তর কৃত পুণ্যফলে দেখা দাও তখন সে কি দেখিলাম কি দেখিলাম—কতদিন ধরিয়া করিয়া শেষে দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠে "সেই ডরে মুদি না আঁখি?"

আহা! প্রথম আসিলে ঘন নীল আকাশ ঘিরিয়া চন্দ্রকোটি সুশীতল জ্যোতিরাশি সাজিয়া। আকাশকে লোকে নীল দেখে। আকাশে কিন্তু নীলিমা নাই—তবু মানুষ দেখে ভ্রমে। আকাশে যেমন সূর্য্য তেমনি ভিতরে সুশীতল দীপ্তিছটা মণ্ডিত ঘন নীল আকাশ। অনন্ত আকাশকে বরণীয় ভর্গ যেন প্রথম রূপ প্রদান করেন—এইখানে ব্রহ্ম ও গায়ত্রী একসঙ্গে। তারপরেই প্রস্ফুট রূপ—সুন্দর মনোভিরাম মূর্ত্তি।

ভাবনা করিবার বস্তু পাইলে, একাগ্র হইবার বস্তু পাইলে—এখন কেন নিশ্চিন্ত হও না? যতদিন মৃত্যু না আসিতেছেন ততদিন যাহা দেখিয়াছ তাহা দেখিয়া দেখিয়া একাগ্র হও—হইয়া প্রণব, বীজ, নাম লইয়া যে মন্ত্র সেই মন্ত্রের অর্থ ভাবনা কর—করিতে করিতে কি পাও দেখ? পাইবে—প্রথমে ক্রম অনুসারে পাইবে—সৃষ্টি শক্তি, স্থিতি শক্তি, লয় শক্তি—তারপরে সকল শক্তি লয় হইয়া আসিবে নাদে—শব্দে—পরে শব্দ লয় হইয়া পাইবে বিন্দু—এই বিন্দুই সিন্ধু, মহাসিন্ধু—চৈতন্য। বিন্দুতে আসিতে আসিতে তখন সুষুপ্তিতে ডুবিয়া যাইবার মত ডুবিয়া যাইবে—তখন গৃহ প্রবেশ করিবে—ইহা যিনি করাইয়া দিবেন তিনিই দিয়া দিবেন। যতদিন মৃত্যু না আসিতেছে ততদিন একাগ্র হইয়া হইয়া এই সব ত ভাবনা কর। কর্ম্ম যদি কর—কর্ম্মের বিরাম কালে বল—এখন ত তোমার

কোন কর্ম্ম নাই। বসিয়া বসিয়া ডুবিয়া যাওয়াই কর্ম্ম। যে এই সাধনা করে—নিত্যকর্ম্মে, স্বাধ্যায়ে, সদাচার পালনে যে তারে তৃপ্ত করার কথা একবারও ভুলিতে চায় না—যদি কখন ভুল হয় তৎক্ষণাৎ কাতর ভাবে প্রার্থনা করে—আমার যে আর কোন বাঞ্ছা নাই—একমাত্র বাঞ্ছা "তবাস্মি" তোমার আমি—বল দেখি এই ভাবে যে সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে চায়—সেও কি নিশ্চিন্ত হয় না? সেও কি প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে না—মৃত্যুকালে—মরণ মূর্চ্ছায় যাহাই হউক না কেন—"মরণে মংস্মৃতিং লভেৎ" এই ভগবদ্বাণী কখনই মিথ্যা হইবার নহে—নহি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি—ইহাতে যে সন্দেহ স্থাপন করে তার মত ভ্রান্ত আর কে আছে? কিছু ভয় নাই—যাহা করিতেছ করিয়া চল আর বাক্যে, কর্ম্মে, ভাবনায় সেবা করিয়া চল—অযোগ্যকেও যোগ্য করিয়া লইতে এমন আর কেহ নাই। বুঝিলে ঐ ভয়ে মুদি না আঁখি কি?

এই যে আলস্য, অনিচ্ছা, আজ এই বিঘ্ন, কাল ঐ বিঘ্ন এই সব আইসে, তাহা কেন আসে জান? এইগুলি তোমার পাপ। বিঘ্ন গুলি তোমার পূর্ব্বকৃত পাপই। মূর্ত্তি ধরিয়া উহারাই বিঘ্ন হইয়া আইসে। সর্ব্ব প্রথমকার কার্য্য হইতেছে কিন্তু পুণ্য সঞ্চয়। পুণ্য সঞ্চয়ের কর্ম্ম কর, করিলে চিত্তটা কতক শুদ্ধ হইবে। তোমার পাপ ত আছেই। কিন্তু পুণ্য যাহা করিবে তদ্দ্বারা বিঘ্নের উৎপীড়ন হইবে কম। পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট পুণ্য কর্ম্ম। অন্ন দান, বস্ত্র দান, বিদ্যা দান এই সব কত ভাল। যদি নিতান্ত দরিদ্রও হও তথাপি যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে কোথাও শরীর দিয়া সেবা কর, কোথাও বাক্য দিয়া উপকার করে। আর যদি পার প্রত্যহ অন্ততঃ একটি ফলও দান কর। এই পুণ্য কর্ম্মে তোমার বহু উপকার হইবে।

তারপরে সদাচারে সেবা কর, নিত্যকর্ম্মে সেবা কর, উপাসনায় সেবা কর, ভাবনায় বিশ্রান্তি লাভ কর। সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধ্যায় করিয়া করিয়া, তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলাতে প্রাণ ভরিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর। একদিন করিলেই হইবে না জানিও। নিয়ম করিয়া করিতে থাক। নিয়মই উপরে উঠিবার প্রধান সোপান।

তারপর একাগ্র হইবার জন্য ধ্যান ও ভাবনা। এই ভাবে একটা নিয়ম বাঁধিয়া চল সবই সে করিয়া দিবে। তার মত এমন অকারণ দাতা আর কেহ নাই।

একদিকে যেমন এই সমস্ত অভ্যাস করিবে অন্যদিকে প্রতিদিন—সে ভিন্ন অন্য সমস্ত মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা—এই বৈরাগ্যও অভ্যাস কর। সে ভিন্ন অন্য ভোগেচ্ছাকে বিপদের মূল জানিয়া আর সব ভাল লাগালাগিকে মিথ্যা বলিয়া তাহার নাম লইয়া থাকিতেই পুনঃ পুনঃ যত্ন কর। ইহাই সমস্ত সাধনা।

———

অযোধ্যাকাণ্ডে—অন্ত্যলীলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুঃস্বপ্ন দর্শনে ভরতের চিত্ত-চাঞ্চল্য।

দেখহিঁ রাতি ভয়ানক সপনা।
জাগি করহিঁ বহুকোটী কল্পনা॥ তুলসী।

মানুষ দূরে—অতিদূরে থাকিলেও সাংঘাতিক বিপদের ছায়া পূর্ব্বেই হৃদয় স্পর্শ করে, আর সেই অবস্থায় মানুষ ভয়ানক স্বপ্নও দর্শন করে। ভরতের তাহাই হইয়াছে। আমরা তাহাই বলিতে যাইতেছি।

অতিবেগে অবিশ্রান্ত অশ্ব চালনা করিয়া সপ্তম রাত্রে অশ্বারোহিগণ কেকয় রাজ্যে পৌঁছিলেন। আর সেই রাত্রি শেষে শ্রীভরত ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রাতঃকালে ভরত সভায় আসিয়া বসিলেন। ভরতের কথা কহিবার শক্তি যেন নাই; চক্ষু নিষ্প্রভ, মুখ শুষ্ক, সমস্ত শরীর যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বয়স্যগণ ভরতের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। ভরতের অসুখ নিবারণ জন্য তাঁহারা নানা প্রসঙ্গ তুলিলেন—কেহ বীণা বাদন করিতে লাগিলেন, কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা হাস্য-প্রধান নাটকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। বহুপ্রকার হাস্যপরিহাস করিয়াও তাঁহারা ভরতকে আনন্দিত করিতে পারিলেন না। ভরতের কোন প্রিয় বয়স্য ভরতের নিরানন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভরত বলিতে লাগিলেন—

না জানি হৃদয় মোর কাঁপে কি কারণ।
বাম বাহু উরু আঁখি নাচে ঘনে ঘন॥
কুক্কুর আমার অগ্রে করয়ে ক্রন্দন।
রোদন করিছে ওই রথের বাহন॥
পেচক ডাকয়ে কেন আমার আগেতে।
জ্বলন না জ্বলে কেন ঘৃত প্রদানেতে॥
এ সকল উপদ্রবে স্থির নহে মন।
তাহে পুনঃ গত রাত্রে দেখি কুস্বপন॥

ভরত শত্রুঘ্নকে বলিতেছেন—

শুন শত্রুঘন ভাই স্বপ্ন দেখি প্রাণ নাই
এ বৃত্তান্ত বুঝিতে নারিল।
জিহ্বাতে লাগিছে দন্ত মন মোর হৈছে ভ্রান্ত
কলেবর কম্পিত হইল।

আমি নানাপ্রকার অরিষ্ট দেখিতেছি। বিশেষতঃ গতরাত্রে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমার দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম পিতা মুক্তকেশে মলিনবেশে পর্ব্বতের শিখর হইতে গোময়পূর্ণ পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়াছেন এবং হাস্য করিতে করিতে যেন অঞ্জলি করিয়া তৈল পান করিতেছেন। আবার দেখিলাম তিনি পুনঃ পুনঃ তিল মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া, অধোমস্তকে তৈল মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতম্॥

পুনরায় স্বপ্নে দেখিলাম সাগর শুষ্ক হইয়া গেল, চন্দ্রদেব ভূমিতে পতিত হইলেন, সমুদায় পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন তিরোহিত হইল। যে হস্তী রাজার বাহন ছিল তাহার দন্ত সকল ভগ্ন হইয়াছে। অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল, পৃথিবী বিদীর্ণ ও বৃক্ষ সকল শুষ্ক হইল। আমি দেখিলাম পর্ব্বত সকল বিধ্বস্ত হইল ও সধূম হইল। পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় পীঠে উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণের স্ত্রী সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। রাজা ত্বরাপর হইয়া রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রক্তমাল্য ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ যোজিত রথে দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। রক্ত বসনা প্রমদা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং দেখিলাম বিকৃতাননা এক রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। রাত্রিতে আমি এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিলাম। আমি, রাম অথবা রাজা কিম্বা লক্ষণ কেহ না কেহ নিশ্চয়ই মরিবেন। স্বপ্নে যে মানুষকে গর্দ্দভ যোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎ তাহার চিতার ধূমশিখা দেখা যায়। এই জন্য আমি দীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমাদের বাক্যের সমাদর করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মন কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। আপাততঃ ভয়ের কারণ দেখিতেছি না সত্য কিন্তু পদে পদে ভয়ের আগমন আশঙ্কা করিতেছি। আমার

অযোধ্যাকাণ্ডে—অন্ত্যলীলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুঃস্বপ্ন দর্শনে ভরতের চিত্ত-চাঞ্চল্য।

দেখহিঁ রাতি ভয়ানক সপনা।
জাগি করহিঁ বহুকোটী কল্পনা॥ তুলসী।

মানুষ দূরে—অতিদূরে থাকিলেও সাংঘাতিক বিপদের ছায়া পূর্ব্বেই হৃদয় স্পর্শ করে, আর সেই অবস্থায় মানুষ ভয়ানক স্বপ্নও দর্শন করে। ভরতের তাহাই হইয়াছে। আমরা তাহাই বলিতে যাইতেছি।

অতিবেগে অবিশ্রান্ত অশ্ব চালনা করিয়া সপ্তম রাত্রে অশ্বারোহিগণ কেকয় রাজ্যে পৌঁছিলেন। আর সেই রাত্রি শেষে শ্রীভরত ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রাতঃকালে ভরত সভায় আসিয়া বসিলেন। ভরতের কথা কহিবার শক্তি যেন নাই; চক্ষু নিষ্প্রভ, মুখ শুষ্ক, সমস্ত শরীর যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বয়স্যগণ ভরতের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। ভরতের অসুখ নিবারণ জন্য তাঁহারা নানা প্রসঙ্গ তুলিলেন—কেহ বীণা বাদন করিতে লাগিলেন, কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা হাস্য-প্রধান নাটকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। বহুপ্রকার হাস্যপরিহাস করিয়াও তাঁহারা ভরতকে আনন্দিত করিতে পারিলেন না। ভরতের কোন প্রিয় বয়স্য ভরতের নিরানন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভরত বলিতে লাগিলেন—

না জানি হৃদয় মোর কাঁপে কি কারণ।
বাম বাহু উরু আঁখি নাচে ঘনে ঘন॥
কুক্কুর আমার অগ্রে করয়ে ক্রন্দন।
রোদন করিছে ওই রথের বাহন॥
পেচক ডাকয়ে কেন আমার আগেতে।
জ্বলন না জ্বলে কেন ঘৃত প্রদানেতে॥
এ সকল উপদ্রবে স্থির নহে মন।
তাহে পুনঃ গত রাত্রে দেখি কুস্বপন॥

ভরত শত্রুঘ্নকে বলিতেছেন—

শুন শত্রুঘন ভাই স্বপ্ন দেখি প্রাণ নাই
এ বৃত্তান্ত বুঝিতে নারিল।
জিহ্বাতে লাগিছে দন্ত মন মোর হৈছে ভ্রান্ত
কলেবর কম্পিত হইল।

আমি নানাপ্রকার অরিষ্ট দেখিতেছি। বিশেষতঃ গতরাত্রে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমার দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম পিতা মুক্তকেশে মলিনবেশে পর্ব্বতের শিখর হইতে গোময়পূর্ণ পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়াছেন এবং হাস্য করিতে করিতে যেন অঞ্জলি করিয়া তৈল পান করিতেছেন। আবার দেখিলাম তিনি পুনঃ পুনঃ তিল মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া, অধোমস্তকে তৈল মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতম্॥

পুনরায় স্বপ্নে দেখিলাম সাগর শুষ্ক হইয়া গেল, চন্দ্রদেব ভূমিতে পতিত হইলেন, সমুদায় পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন তিরোহিত হইল। যে হস্তী রাজার বাহন ছিল তাহার দন্ত সকল ভগ্ন হইয়াছে। অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল, পৃথিবী বিদীর্ণ ও বৃক্ষ সকল শুষ্ক হইল। আমি দেখিলাম পর্ব্বত সকল বিধ্বস্ত হইল ও সধূম হইল। পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় পীঠে উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণের স্ত্রী সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। রাজা ত্বরাপর হইয়া রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রক্তমাল্য ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ যোজিত রথে দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। রক্ত বসনা প্রমদা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং দেখিলাম বিকৃতাননা এক রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। রাত্রিতে আমি এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিলাম। আমি, রাম অথবা রাজা কিম্বা লক্ষ্মণ কেহ না কেহ নিশ্চয়ই মরিবেন। স্বপ্নে যে মানুষকে গর্দ্দভ যোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎ তাহার চিতার ধূমশিখা দেখা যায়। এই জন্য আমি দীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমাদের বাক্যের সমাদর করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মন কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। আপাততঃ ভয়ের কারণ দেখিতেছি না সত্য কিন্তু পদে পদে ভয়ের আগমন আশঙ্কা করিতেছি। আমার

স্বর বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অঙ্গপ্রভা মলিন হইয়া গিয়াছে এবং অকারণে জীবনে ধিকার আসিতেছে। ঐ অচিন্তিতপূর্ব্ব দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজাকে আর দেখিতে পাইব কিনা চিন্তা করিয়া আমার মন হইতে মহৎভয় কিছুতেই অপনীত হইতেছে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভরত বিদায়।

বভূব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ॥ বাল্মীকি।

ভরত স্বপ্ন কথা বলিতেছেন এমন সময়ে ক্লান্তবাহন দূতগণ দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা বিশিষ্ট সুরম্য রাজগৃহে প্রবেশ করিল। রাজা অশ্বপতি ও রাজপুত্র যুধাজিৎ দূতগণকে সমুচিৎ সৎকার করিলেন। দূতগণ রাজার পাদবন্দনান্তে ভরতকে বলিলেন রাজকুমার! কুলপুরোহিত বশিষ্টদেব এবং মন্ত্রিগণ আপনাকে কুশল সম্ভাষণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন "ত্বরমাণশ্চ নির্য্যাহি কৃতমাত্যয়িকং ত্বয়া" আপনি সত্বর এখান হইতে বহির্গত হউন, বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। হে বিশালাক্ষ! এই সকল বহুমূল্য বসন ভূষণ গ্রহণ করুন ও মাতুলকে প্রদান করুন। বিংশতি কোটি বস্ত্রাভরণ আপনার মাতামহের এবং দশকোটি আপনার মাতুলের। সুহৃজ্জনে অনুরক্ত ভরত তৎসমস্ত গ্রহণ করিলেন, পরে দূতগণকে অভিষ্ট বস্তু প্রদান করিয়া তাহাদের সম্মান রক্ষা করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ ত কুশলে আছেন? মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ আরোগ্যে আছেন ত? ধর্ম্ম নিরতা, ধর্ম্মজ্ঞা, ধর্ম্মবাদিনী সেই ধীমান রামের মাতা আর্য্যা কৌশল্যা এবং লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন জননী ধর্ম্মজ্ঞা মধ্যমা মাতা সুমিত্রা ভাল আছেন ত?

আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥

আর যিনি সর্ব্বদা আত্ম সুখ কামনা করেন, যিনি সদা চণ্ডী, যি'নি কোপন স্বভাবা যিনি আপনাকে অত্যন্ত জ্ঞানশালিনী বলিয়া অভিমান করেন সেই আমার মাতা কৈকেয়ী ভাল আছেন ত? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন? দূতগণ সংক্ষিপ্ত সবিনয় বাক্যে উত্তর করিল—

" কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশল মিচ্ছসি "

নরব্যাঘ্র! আপনি যাঁহাদের কুশল ইচ্ছা করিতেছেন তাঁহারা কুশলে আছেন। এক্ষণে পদ্মাবতী লক্ষ্মী আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন আপনি অবিলম্বে রথ যোজনা করিতে অনুমতি করুন। তখন ভরত মাতামহের নিকট সমস্ত জানাইলেন এবং বলিলেন আপনি আবার যখন আমাকে স্মরণ করিবেন তখন আসিব। কেকয় রাজ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং অযোধ্যাগমনে অনুমতি দিলেন ও বিদায় কালে বলিলেন—তোমার মাতা ও পিতাকে, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রগণকে এবং রাম ও লক্ষ্মণকে আমাদের কুশল বলিও। তখন কেকয় রাজ শ্রীভরতকে বিশেষ সৎকার করিয়া উত্তম হস্তী, চিত্র কম্বল, ও বহু মৃগছালা প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু প্রকাণ্ডকায় কুক্কুর দিলেন। ঐ সকল কুক্কুর অন্তঃপুরেই বর্দ্ধিত, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাই উহাদের অস্ত্র এবং উহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় বীর্য্যশালী। আরও তিনি দুই সহস্র মোহর, ষোড়শ শত অশ্ব ও ভরতের অনুচর হইবার জন্য কতকগুলি গুণবান্ অমাত্য প্রদান করিলেন। ভরতের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাকে ইন্দ্রশির দেশোৎপন্ন, ঐরাবৎ বংশীয়, দেখিতে সুন্দর, বহু হস্তী এবং অনেক শীঘ্রগামী ভারবাহী গর্দ্দভ দিলেন।

ভরতের কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি নাই—তিনি অযোধ্যাগমনের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। দুঃস্বপ্ন স্মরণ করিয়া এবং দূতগণের ব্যগ্রতা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া শত্রুঘ্নর সহিত রথারোহনে যাত্রা করিলেন। বহু সংখ্যক রথ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও গর্দ্দভ লইয়া ভৃত্যগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। মাতামহের আত্মসদৃশ অমাত্য ও সৈন্য সমূহে, সুরক্ষিত হইয়া শ্রীভরত ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় রাজগৃহ হইতে বাহির হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

অযোধ্যা পথে ভরত

"চল সমীর বেগ হয় হাঁকে।
লঙ্ঘত সরিত শৈল বন বাঁকে॥'—তুলসী

"বায়ু বেগে রথ লইয়া অশ্ব ছুটিল, এবং বহু বক্র নদী শৈল বন অতিক্রম করিয়া আসিল"।

শুষ্ক বেদনা বক্ষে লইয়া শ্রীভরত চলিলেন। পূর্ব্বমুখে বাহির হইয়া তিনি প্রথমে সুদামা নদী পার হইলেন। পরে হ্লাদিনী নামে পশ্চিম বাহিনী অতি বিস্তীর্ণা নদী পার হইয়া শতদ্রু পার হইলেন। ঐলধান গ্রাম বর্ত্তিনী আর এক নদী পার হইয়া অপর পর্ব্বত নামক জনপদ বিশেষ অতিক্রম করিলেন। পরে শিলা আকুর্ব্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় শুচি হইয়া শিলবহা নদী দর্শন পূর্ব্বক, বহু বহু পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চৈত্ররথ কাননে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমে আসিয়া (সীতা নামে গঙ্গার শাখাই এখানে গঙ্গা) বীর মৎস্য দেশের উত্তর ভারুণ্ড নামক অরণ্যে আসিলেন। পরে পর্ব্বত বেষ্টিতা মনোরমা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া যমুনাতীরে গমন করিয়া সৈন্যদিগকে ক্লান্তি দূর করিতে অনুমতি দিলেন এবং পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে যমুনাজলে স্নানাদি করাইয়া তাহাদের সর্ব্বশরীর শীতল ও ক্লমরহিত করাইলেন। পরে তিনি স্বয়ং যমুনায় স্নান ও পান ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজপুত্র তীর্থ বোধে যমুনার জল সঙ্গে লইলেন এবং লতামণ্ডপে দেবতার গমনের ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শূন্যপ্রায় মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে মহানদী গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর জানিয়া বিখ্যাত প্রাগ্বটপুরে আসিলেন। তথায় গঙ্গা পার হইয়া সসৈন্যে কুটিকোষ্টিকা নদীতে সমাগত হইলেন এবং ঐ নদী পার হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে উপনীত হইলেন। তদনন্তর তোরণ গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, এবং তথা হইতে মনোহর বরূথ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রম্যবনে বিশ্রাম করিয়া পূর্ব্বমুখে প্রিয় বা বৃক্ষ বিশিষ্ট উজ্জীহান নগরীর উপবনে আসিলেন, তথায় আসিয়া ভরত বেগবান অশ্ব সকল রথে যোজিত করিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া অতি দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে বিশ্রাম করিয়া পরে বহু সংখ্যক পার্ব্বত্য তুরঙ্গমের সহিত উত্তরগা নদী ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। হস্তিপৃষ্ঠক গ্রামে গিয়া কুটিক নদী পার হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী নদী পার হইলেন। পরে কলিঙ্গ গ্রামে সালবনে উপস্থিত হইলেন। অশ্ব সকল পরিশ্রান্ত তথাপি ভরত সত্বর সেই রাত্রিতেই বন অতিক্রম করিলেন এবং অরুণোদয় কালে মনু প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা নগর তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

অযোধ্যা দর্শনে ভরত।

"হৃদয় শোচ বড় কছু ন সোহাই। অস জানহিঁ জিয় জাউঁ উড়ায়ি॥
এক নিমেষ বর্ষ সম জাই। ইহ বিধি ভরত অবধ নিয়রাই॥
অশকুন হোহিঁ নগর পৈঠারা। রটহিঁ কুভাঁতি কুখেত করারা॥
খর শৃগাল বোলহিঁ প্রতিকূলা। শুনি শুনি ভরত উর শূলা॥
শ্রীহত সর সরিতা বাগা। নগর বিশেষ ভয়াবন লাগা॥
খগ মৃগ হয় গজ জাহিঁ ন জোয়ে। রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোয়ে॥
নগর নারীনর নিপট দুখারী। মনহুঁ সবহি সব সম্পতি হারী॥"

—তুলসীদাস

হৃদয়ে দারুণ শোক কিছুই ভাল লাগিতেছেনা, মনে ভাবিতেছেন যদি উড়িয়া যাইতে পারিতাম। এক নিমেষে বর্ষ বহিয়া যায় ভরত এই ভাবে অযোধ্যার নিকটে আসিলেন। নগরে প্রবেশ করিতে অশুভ সূচক চিহ্ন চক্ষে পড়িতেছে। দাঁড়কাক সকল কুস্থানে বসিয়া শব্দ করিতেছে, গর্দ্দভ, শৃগাল প্রতিকূল চীৎকার করিতেছে—শুনিয়া শুনিয়া ভরতের হৃদয়ে যেন শূলবিদ্ধ হইতেছে। অযোধ্যায় নদী, সরোবর, বন, উপবন সমস্তই লক্ষ্মীভ্রষ্ট, নগর অতি ভয়ঙ্কর লাগিতেছে, পক্ষী, মৃগ, অশ্ব, হস্তী—এসবের পানে চাওয়া যায় না; কাহার বিয়োগ রূপ দুঃসাধ্য ব্যাধি যেন ইহাদিগকে নষ্ট করিয়াছে, অযোধ্যার নরনারী অতি দুঃখী মনে হয় তাহারা তাহাদের সব সম্পত্তি বুঝি হারাইয়াছে।

পুরজন মিলহিঁ ন কহহিঁ কছু, গবহি জোহারহি জাহিঁ।
ভরত কুশল নহিঁ পুঁছি সকি, ভা বিষাদ মশমাহিঁ॥

পুরজন—যাহাদের সঙ্গে দেখা হইতেছে—তাহারা কিছুই বলেনা—প্রণাম করিয়া সরিয়া যায়, ভরত কাহাকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারেননা—মন আরও বিষাদে ভরিয়া যাইতেছে।

হাট বাট কিছুই আর দেখা যায় না যেন অযোধ্যা পুরীর রাস্তার দুই দিকে আগুণ লাগিয়াছে। গোস্বামী তুলসী দাস অল্প কথায় শ্রীভরতের অযোধ্যা প্রবেশে কি হইতেছে দেখাইয়াছেন। ভগবান্ বাল্মীকি পূর্ণ মাত্রায় ভরত হইয়া ভরতের সঙ্গে শোক করিতে করিতে ভরতের অযোধ্যাপ্রবেশ

দেখাইতেছেন। আমরা ভগবান্ বাল্মীকির অনুসরণ করিতেছি—এখানে যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার কিছুই নাই—সবই যেন দেখা।

তাং পুরীং পুরুষ ব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি।
অযোধ্যামগ্রতো দৃষ্ট্বা সারথিঞ্চেদ মব্রবীৎ॥

পথে সাত রাত্রি কাটিয়া গেল। পুরুষ ব্যাঘ্র শ্রীভরত পুরোভাগে অযোধ্যা দেখিয়া সারথিকে বলিতে লাগিলেন—সারথে! এই কি সেই পুণ্যোত্থান যশস্বিনী অযোধ্যা? দূর হইতে ইহাকে নিতান্ত নিরানন্দ দেখিতেছি কেন? ইহাকে পাণ্ডু মৃত্তিকাবৎ নিঃসারা দেখিতেছি কেন? পূর্ব্বে যে অযোধ্যাতে গুণবান্ যাজ্ঞিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ, বহু সংখ্যক ধনীজনকে তুমুল কোলাহল করিতে দেখিয়াছি আজ ত সমস্ত নরনারীর সেই মহান শব্দ শুনিতেছিনা? পূর্ব্বে বিলাসী পুরুষগণ অযোধ্যার যে সকল উদ্যানে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি আমোদ করিয়া প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ গৃহমুখে ধাবিত হইত—আজ সে শোভার অন্যথা দেখিতেছি কেন? বিলাসি-পরিত্যক্ত সেই সকল উপবন যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া রোদন করিতেছে। সারথে! অযোধ্যাপুরী আমার নিকটে যেন মহারণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানকার মুখ্য লোকেরা পূর্ব্ববৎ হস্তী অশ্ব বা অন্য যানে যাতায়াত ত করিতেছে না। এই সকল উদ্যান পূর্ব্বে বিলাসিগণের আমোদ কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেরূপ আনন্দিত থাকিত কৈ আজ যেন সেই সকলকে সর্ব্বতোভাবে নিরানন্দ দেখিতেছি? যেন ইহাদের বৃক্ষ সকল কাঁদিতেছে আর পথ সকল স্খলিত পত্রে আকীর্ণ হইয়া তাহাই জানাইতেছে। মত্ত মৃগ পক্ষী সকলের সেই অনুরাগ ভরা মধুর কলরব আর ত বারম্বার উচ্চারিত হইতে শুনিতেছি না? পূর্ব্বে যেমন চন্দন অগুরু সংপৃক্ত, ধূপ সংমূর্চ্ছিত সুনির্ম্মল পবন প্রবাহিত হইত আজ ত তাহা স্পর্শ করিতেছিনা। পূর্ব্বে যেমন ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণা যন্ত্রের বাদন দণ্ড সংঘটিত—আঘাত জনিত শব্দ সর্ব্বদা অদীনভাবে উত্থিত হইত আজ কেন সে সব নীরব? বিবিধ অনিষ্ট ও পাপ সূচক অপ্রীতিকর দুর্নিমিত্ত দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে। সূত আমার আত্মীয় স্বজনের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বুঝি দুর্লভ হইল তথাপি বিহ্বল হইবার কোন কারণ না থাকিলেও আমার হৃদয় শিথিল হইয়া আসিতেছে। ভরত বিষণ্ণ, ভরত শ্রান্ত হৃদয়, ভরত ত্রস্ত, ভরত ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া ইক্ষাকু পালিত পুরীতে প্রবেশ করিলেন।

জগদ্রামী রামায়ণ অযোধ্যার বালকগণের আনন্দ ও ভয় সম্বন্ধে যাহা কল্পনায় আনিয়াছেন—কল্পনা হইলেও ইহাতে ভক্তি ভাবের স্ফুরণ জন্য সুন্দর

ছবি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। ভরতের আকৃতি রামের মত এবং লক্ষ্মণের মত শত্রুঘ্ন দেখিতে। অযোধ্যার বালকেরা দূর হইতে দ্রুত চালিত রথে ভরত ও শত্রুঘ্নকে রাম লক্ষ্মণ ভ্রম করিয়া বলিতেছে—

ফিরে রাম এলরে রাম আইলরে।
অযোধ্যা বালক মারিছে মালক
পুলক হইলরে॥
ভরত সবার আগে শত্রুঘ্ন পাছু ভাগে
ফিরে রাম এল চল সবে চল
এই বলি ধায় বেগে॥
ভরত রামের প্রায় শ্যামল সুন্দর কায়
লক্ষ্মণ সমান কাঞ্চন বরণ
শত্রুঘ্ন দেখি ধায়॥
যুথ যুথ শিশু মেলি ধাইছে দুভুজ তুলি
কেহ বলে আগে, কহি গিয়া বেগে
কৌশল্যা আছয়ে ঢলি॥
কালি শোকে পিতা মৈল সে শুনিয়া ফিরে এল
ভাল হৈল ভাল হৈল রাম এল
মনের আঁধার গেল॥
করুণা করিয়া বিধি ফিরাল গুণের নিধি
আসিয়া সদন মদন মোহন
পুনঃ নাহি যায় যদি॥
কেহ বলে মৈল পিতা সে ছিল এ দুঃখ দাতা
শ্রীরাম রতনে, পাঠাইতে বনে
আর কে বলিবে কথা॥
একজন বলে তথা আছয়ে ভরত মাতা
কৈকেয়ী বাঁচিতে কে রাখে গৃহেতে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা॥
এই নানা মনে করে চিনিতে না পারে দূরে
জল বিন্দু আশে পীড়িত পিপাসে
চাতক যেমন ফিরে॥

কোন শিশু বলে দেখি ছুভাই বটে ধানুকী
রুচি ঘন শ্যাম নয় যেন রাম
সঙ্গে না দেখি জানকী ॥
সবে বলে চল ধেয়া নিকটে দেখিগে গিয়া
হয় কিবা নয় জানিয়া নিশ্চয়
আসিব তবে ফিরিয়া ॥
এত বলি সবে যেছে গেল ভরতের কাছে
ভরতে দেখিয়া মনে ভয় পেয়্যা
ধেয়ে ফিরে পলাইছে ॥
মিছা কার কাছে এঁল সে নিধি বিধি হরিল
বাথে হৈতে ছুখ দেখি তার মুখ
বুক বিদরিয়া গেল ॥
এ দেশে আর না রব অন্য কোন দেশে যাব
এই সবে কহে নেত্রে জল বহে
শিশু কান্দি ফিরে সব ॥
এ কথা ভরত শুনি চকিত পীড়িত তিনি
দ্বিজ জগন্নাম কাব্য অনুপম
রচয়ে অমৃত ছানি ॥

ভগবান্ বাল্মীকির এই সমস্ত আঁকিবার অবসর ছিলনা কিন্তু এইরূপ হওয়ারও অসম্ভব ছিল না। কাজেই ইহাকে শুধু কল্পনাও বলা চলে না।

শ্রীভরত শ্রান্তবাহনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয় প্রশ্নে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল, দ্বারপালগণকে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিয়া ভরত চলিলেন; নিতান্ত ক্লান্ত কেকয়পতির সারথিকে ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন অনঘ! দূতেরা কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া কি জন্য আমায় ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিল? আমার হৃদয়ে অশুভ আশঙ্কা উঠিতেছে আমি অধীর হইয়া উঠিতেছি। সারথে! নৃপতিগণের বিনাশে যাহা হয় পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সেই সকল আকারই এখানে দেখিতেছি। গৃহস্থের গৃহ সকল সম্মার্জ্জনা বিহীন, অপরিচ্ছন্ন, গৃহের কবাট উদ্ঘাটিত, পুরীকে সর্ব্ব প্রকারে হতশ্রী লক্ষ্য করিতেছি। দেবতা বলিকর্ম্মবিহীন, ধূপগন্ধের সম্পর্ক শূন্য, কুটুম্বগণ অনাহারে রহিয়াছে, আর সকল

লোকই প্রভাহীন। বিচিত্রধ্বজ তোরণাদি কোথাও দেখিতেছিনা—সবই যেন লক্ষ্মীভ্রষ্ট, গৃহস্থ ভবন সমূহ মাল্য শোভাহীন, প্রাঙ্গন ভূমি সর্ব্বত্র অপরিস্কৃত, দেবাগার সকল শূন্য, পূর্ব্বের ন্যায় শোভা কোথাও দেখিতেছিনা, দেব প্রতিমার পূজা নাই, যজ্ঞ ভূমিতে আর যজ্ঞ হয় না, মাল্য বিপনীতে বিক্রেয় মাল্য নাই, বণিকেরা পূর্ব্বের মত ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে ব্যস্ত নাই, তাহাদের আপণ সকল রুদ্ধ দেখিতেছি। চিন্তায় ইহাদের হৃদয় ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তনে ও চৈত্যবৃক্ষে মৃগপক্ষিগণ দীনভাবে রহিয়াছে। বলিতে কি পুরীর স্ত্রীপুরুষ সকলকেই মলিন, অশ্রুপূর্ণলোচন, দীন, চিন্তাপূর্ণ, কৃশ, উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি।

ভরত দীন মনে সারথিকে এইরূপ বলিয়া, অযোধ্যায় নানাপ্রকার অনিষ্ট পরম্পরা দেখিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যার চতুষ্পথে ও রথ্যায় জনসঞ্চার নাই, গৃহের কবাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধূলি ধূসর—অমরা পুরীর ন্যায় শোভা বিশিষ্ট অযোধ্যার সেই দশা দেখিয়া ভরতের হৃদয় অতি দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে অযোধ্যায় যাহা কখন দেখেন নাই, নয়ন ও মনের অপ্রিয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মহাত্মা ভরত কিছুতেই তৃপ্ত না পাইয়া, দীন মনে অবনত মস্তকে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গোস্বামী রঘুনন্দন ভগবান্ বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া এই কথাই লিখিয়াছেন। ভরত শত্রুঘ্নকে বলিতেছেন—

দেখ দেখ ভ্রাতৃবর দেখিতে লাগয়ে ডর
হেন দশা কেন অযোধ্যায়।
ম্লান দেখি উপবন নাহি ডাকে পক্ষিগণ
মৃগগণ নাচি না বেড়ায়॥
পূর্ব্বে অতি দূর হ'তে প্রবেশিত শ্রবণেতে
গীতবাদ্য বেদ কোলাহল।
আজি তাহা নাহি শুনি কারণ নাহিক জানি
প্রাণ মোর হইছে বিকল॥
নদ নদী সরোবরে পুষ্প নাহি শোভা করে
বাষ্প উগারিছে সলিলেতে।
চ'ড়ি গজ বাজি রথে কোন জন রাজ পথে
গতাগতি না করে পুরেতে॥
বৎস নাহি পিয়ে স্তন অশ্রুমুখী গাভিগণ
বৃষে নাহি করে হাম্বারব।

শোভাহীন সব ধাম রাজ্যের নগর গ্রাম
নিরানন্দ দেখি লোক সব ॥
গো মৃগ বামেতে যায় দক্ষিণে গর্দ্দভ ধায়
হৃদয় কাঁপয়ে ঘনে ঘন।
কিছু নাহি জানিবারে কিরূপে আছেন ঘরে
পিতা আর শ্রীরঘুনন্দন।

নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা কি ?

গত বর্ষের (১৩৩২) ভারতবর্ষের পৌষ সংখ্যায় "নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টি কর্ত্তা।" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন কিনা তাহা বিচার করা আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মের ২টী ভাবের কথা বর্ণিত আছে। একটী নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ ও নিরঞ্জন। আর একটি সবিশেষ, সগুণ—এই শেষোক্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়া পরমেশ্বর, মহেশ্বর, ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় ভাষ্যে "সর্ব্ব কার্য্য ধর্ম্ম বিলক্ষণে ব্রহ্মণি" সমস্ত কার্য্য ও ধর্ম্ম হইতে বিপরীত বলিয়াছেন।

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈ বা মূর্ত্তঞ্চ। বৃহদারণ্যক ২।৩।১

একটী মূর্ত্ত (সবিশেষ) অপরটী অমূর্ত্ত (নির্ব্বিশেষ)।

সন্তি উভয় লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্ম বিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ লিঙ্গাঃ। অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম ইত্যেব মাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষ লিঙ্গাঃ। আচার্য্য শঙ্কর।

ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকার শ্রুতি দৃষ্ট হয়। এক সবিশেষ লিঙ্গ শ্রুতি যেমন সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি। অন্য নির্ব্বিশেষ লিঙ্গ শ্রুতি যেমন তিনি স্থূল ও নহেন সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ইত্যাদি। শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ভাব বর্ণনা কালে ক্লীব লিঙ্গ এবং সবিশেষ ভাবের নির্দ্দেশ স্থলে পুংলিঙ্গের ব্যবহার করিয়াছেন। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোন কার্য্য কি ধর্ম্ম নাই। এই ভাব মন বুদ্ধির অগোচর, অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য, অজ্ঞেয়, অমেয়।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তৈত্তিরীয় ২।৪.১

তিনি বিদিত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন। এই যে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্ম ইনি মূর্ত্ত নহেন এবং ইঁহার কোন আকার নাই তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

এই নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া উপাধি অঙ্গীকার করিয়া মহেশ্বর হন "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও "নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতং গৃহীত মায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ। ভাগ ২.৬.২৯

এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে; তিনি স্বভাবত নির্গুণ কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ হয়েন। ইহাই ভাগবতে গুণাবতার নামে বর্ণিত। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকেও বলিয়াছেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা স্তৈর্যুক্তপরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ ইত্যাদি।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই প্রাকৃতিক গুণত্রয় অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর নাম সংজ্ঞা গ্রহণ করেন।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে তাঁহার দুই রূপ। অব্যক্ত মূর্ত্তিকে শব সংজ্ঞা দিয়াছেন "শক্তি হীনঃ শব প্রোক্তঃ" তখন তাঁহার নাম রূপ কার্য্য প্রভৃতি কিছুই থাকে না। আবার যখন সচ্চি সর্ব্ববিৎ সর্ব্ব কর্ত্তা তখন তিনি "শক্তি-যুক্তঃ সদাশিবঃ"।

এই সবিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্ত। তৈত্তি ৩।১

যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে।

বাদরায়নও এই শ্রুতির অনুসরণ করিয়া ব্রহ্ম সূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের সারার্থ এই রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তা সংযুক্ত প্রতি নিয়ত দেশ কালাদি হেতুক ক্রিয়া ফলের আশ্রয়ীভূত * * * এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম।

এই সূত্রের ফলিতার্থ এই যে জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম জগদতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। কাজেই এখানে সর্ব্বশক্তিমান্

সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মের কথাই বলা হইতেছে। গুণের (শক্তির) সমাবেশ হইলেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া আকারবান্ হইবেন। শ্রুতিও এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন হিরণ্য গর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং (শ্বেত ৩।৪) তিনি হিরণ্য গর্ভরূপে প্রকটিত হন। তার পর সৃষ্টি।

ঋগ্ বেদেও এই কথার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

অগ্রে হিরণ্যগর্ভ বর্ত্তমান ছিলেন তিনি ভূতগণের জাতপতি অর্থাৎ জন্য ঈশ্বর।

ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব। বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

তিনি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাধীন হইয়াই ব্রহ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য অপরাপর সাংসারিকগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম পরবশ হইয়া জন্মলাভ করে তিনি সেরূপ করেন না।

এই ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা, উৎপাদক এবং গোপ্তা—পালন কর্ত্তা।

ত্রিপাদ্বিভূতি মহা নারায়ণ উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বপরিপূর্ণস্য পরব্রহ্মণঃ পারমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবলং নিরাকারত্বং যদ্যভিমতং তর্হি কেবল নিরাকারস্য গগনস্যৈব পরব্রহ্মণোঽপি জড়ত্বমাপদ্যতে। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সকার নিরাকারৌ স্বভাব সিদ্ধৌ"। পরমাত্মা নিত্য নিরাকার ও নিত্য সকার। সর্ব্বপরিপূর্ণ পরব্রহ্মের নিত্য সাকারত্ব স্বীকার না করিয়া যদি তাহাকে কেবল নিরাকার বলা হয়, তাহা হইলে তিনি নিরাকার আকাশবৎ জড় হইয়া পড়েন। অতএব পরব্রহ্মের সাকার নিরাকারত্ব উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ। ছান্দোগ্য শ্রুতি ও এই সবিশেষ ব্রহ্মের সাকার মহেশ্বর ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই "তজ্জলানিতি" বলিয়াছেন। তাঁহা হইতে জগৎ জাত তাঁহাতে অবস্থিত ও তাঁহাতে লয় হয়। শক্তি ভিন্ন জগতে কোন ক্রিয়া হয় না।

শক্তি শিবঃ শিবঃ শক্তি শক্তি ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহাধ্রুবম্॥
শক্তি রূপং জগৎ সর্ব্বং * * * * * শিবাগম।

সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ প্রসুপ্ত ছিল সে সময় এক পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু ছিলনা। সেই মহানিশার অবসানে সৃষ্টি করণ রূপ ক্রীড়া করিবার জন্য তিনি সহস্র শীর্ষ বিরাট মূর্ত্তি গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মা মূল প্রকৃতি, ঈশ্বর বা শব্দ ব্রহ্ম এবং আদ্যাশক্তি বা দৈবী প্রকৃতি রূপে প্রকাশিত হন। এই আদ্যা শক্তি তাঁহার স্বরূপ শক্তি। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে ভেদ কিছু মাত্র নাই। উভয়ই পূর্ণ।

কেবল অবিকাশিত সাম্যাবস্থায় নির্গুণ নিস্তরঙ্গ ব্রহ্ম। বিকাশ অবস্থায় সগুণ ব্রহ্ম। আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি যখন শক্তিমানে এক হইয়া থাকেন তখন এক অদ্বৈত শান্ত পরম পদার্থ মাত্রই থাকে। তখন পর্য্যন্ত অহং নাই, কোন সৃষ্টি নাই।

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।
আত্মা বা ইদমেব অগ্র আসীৎ নান্য কিঞ্চনমিষৎ॥ শ্রুতি

সেই প্রলয়ের অবস্থায় এক পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন কিছু ছিলনা; ছিলেন কেবল সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" সৎ ব্রহ্ম বস্তু।

এই যে সৎ তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে সৎ অসৎ কিছুই বলা হইল না। সেই জন্য অন্যত্র ঋগ্‌বেগের ঋষি বলিয়াছেন—

নাসদ্ আসীৎ নো সদ্ আসীৎ তদানীং।

সেই প্রলয়ের অবস্থায় সৎ ও ছিলনা, অসৎ ও ছিলনা।

নাসীদ্ রজো ন ব্যোম পরো যৎ।
তম অসীৎ তমসা গূঢ় মগ্রে॥

আকাশ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য ছিল না, ছিল কেবল—তমসের দ্বারা নিগূঢ়তমঃ-ব্রহ্মে বিলীন একীভূত অব্যক্ত অব্যাকৃত প্রকৃতি। সমস্ত জগৎ স্থূলরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম রূপে ব্রহ্মে—অবস্থিত ছিল। সে সময় শক্তির কোন কার্য্য থাকে না। শক্তি আছে বা নাই কিছু বলা যায় না। তখন যিনি থাকেন তিনি তুরীয় নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। স্থানান্তরে

ন'সীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।

অন্ধকার জ্যোতি কিছুই ছিলনা।

প্রসুপ্ত মিব সর্ব্বতঃ।

যেন সকল জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল।

প্রলয়াগমে তিনি ইচ্ছা করেন আমি বহু হইব "স অকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়। তখন শক্তির চলন হইল। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েন; যিনি নিষ্ক্রিয়, পরম শান্ত তিনি যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন সেই পরম শান্ত অবস্থা হইতে চঞ্চল অশান্ত স্পন্দনে অবতীর্ণ হইতে হয়।

শক্তির কার্য্য হইলেই তিনি অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় অবতীর্ণ হইয়া নাম রূপ গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

দেহদ্বয়ম দেহস্ত তব বিশ্বং রিবক্ষিষোঃ।
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতং॥
বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেব অবতারাঃ সহস্রশঃ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন॥

জগৎ পালনেচ্ছু আমার দুই দেহ। বিরাট স্থূল দেহ এবং হিরণ্যগর্ভ বা সূক্ষ্ম দেহ। এই বিরাট দেহ হইতে সহস্র সহস্র অবতার জন্ম গ্রহণ করে এবং কার্য্যারম্ভে তাহারা এই দেহেই প্রবেশ করে।

ভগবতী, গীতাতেও বলিয়াছেন—

সৃষ্ট্যর্থ মাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রী পুমানিতি ভেদতঃ॥

পিতঃ পর্ব্বত রাজ, আমি সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রী পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি।

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহরামি মহারুদ্ররূপেণান্তে নিজেচ্ছায়া॥

ভগবতী গীতা ৪র্থ ১৫ শ্লোক।

তিনি নিজ মায়া উপসংহার করিলেও বিগ্রহ উপসংহার করেন না। সৃষ্টি অবসানে মহাপ্রলয়ে এই সকল রূপের অপ্রকট অবস্থা হয় সত্য কিন্তু নষ্ট হয় না। এই রূপ গুলি নিত্য "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" চণ্ডী। কেবল মহা প্রলয়ে মায়ায় লীন থাকে মাত্র এবং সৃষ্টি সময়ে প্রকাশমান হয়। ব্রহ্ম মায়ার উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন তখন যে সগুণ ভাব হয় তাহাই ঈশ্বর ভাব। যেমন উর্ণনাভ জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রকৃতিজ জালে আপনাকে আবৃত করিয়া সগুণ অর্থাৎ ঈশ্বর ভাব ধারণ করেন। তিনি স্বয়ং প্রকৃতি; তাঁহার আকার ধারণ করার জন্য অন্য কোন নিয়ন্তার আবশ্যক হয় না। "স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ" ভাগ ৪।২৯।৪৮ "তস্য অন্যঃ নিয়ন্তা নাস্তি" কাজেই ঈশ্বরকে সাকার বলিলে অন্য জন্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয় ইহা অলীক কল্পনা। তিনি নিজেই নির্গুণ ও সগুণ। সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ। নির্গুণ ব্রহ্ম লীলা বশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন। তাঁহার দেহের সহিত জীব ভাবের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। তাঁহার দেহের সহিত ভূত বা ভৌতিক পদার্থের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই; অস্থি, মজ্জা, রক্ত, প্রভৃতি কিছুই নাই। তাঁহার এই সকল দেহ শক্তিময় ও ইচ্ছাময়। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

ইহাতে পরিচ্ছন্নতা দোষ আসে না কারণ সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি গীতা বলিয়াছেন :— সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

তাঁহার সর্ব্বত্র হস্ত, সর্ব্বত্র পদ, সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র কর্ণ; এই ত্রিভুবনে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। শ্রুতিও বলিতেছেন—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। শ্বেতাশ্বতর। তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র, তাঁহার বাহু সর্ব্বত্র, তাঁহার গতি সর্ব্বত্র।

তিনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তাহাতে ও তাঁহার সাকার ভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তাঁহার সাকার ও নিরাকার কোন রূপেই পরিচ্ছিন্নতা দোষ আসে না।

সবিশেষ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় সমাধা করেন তিনিই ব্রহ্মযোনি যোনিশ্চহি গীয়তে। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৭

নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টির প্রসঙ্গ কুত্রাপি নাই। যেখানে ব্রহ্মের সৃষ্টির প্রসঙ্গ আছে সেখানে সবিশেষ ব্রহ্মের কথা বুঝিতে হইবে।

তিনি একা আর কেউ নাই। তিনি একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছত। একা রমণ হয় না তাই দ্বিতীয় ইচ্ছা করেন কিন্তু দ্বিতীয় আর পান কোথায় ? আপনাকে আপনি দেখিলেই দ্বিতীয়, "নিজ শক্তি মুমাং পশ্যন্;" আপনিই এক আপনিই দ্বিতীয়। আপনিই শক্তিমান্, আপনিই শক্তি উভয়ে এক। শক্তি প্ররোচিত হইলে নিষ্কল নির্গুণ ব্রহ্ম শক্তিমান্ হন ও সৃষ্টি করেন। তখন তাঁহার মূর্ত্তি অপরিহার্য্য। শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম। শক্তিমানে বিদ্যমান্ শক্তির অভিব্যক্তি হইলেই সাকার রূপে আবির্ভূত হন।

নিষ্কল নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়াতীত, সবিশেষ সাকার ব্রহ্ম (ঈশ্বর) মায়াধীশ। ঈশ্বর মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। ইনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বদ্রষ্টা, সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা। মায়া দ্বারা ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন মত হয়েন। শক্তির নাম মায়া, চেত্যভাব, অবিদ্যা ইত্যাদি। অগ্নির যেমন উষ্ণতা, বায়ুর যেমন স্পন্দন সেইরূপ পরমাত্মার এই চেত্যভাব। ইহা স্পন্দনধর্ম্মী, ইহা হইতে সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ আইসে। শক্তি তিন ভাগ।

সাত্ত্বিক মায়াত্মকো বিষ্ণুঃ রাজস মায়াত্মকো ব্রহ্মা।
তমো মায়াত্মকো রুদ্রঃ শক্তি।

তিনি সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার ইহাই তাঁহার শক্তিমত্তা। তাঁহার স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না; তিনি সদা স্বস্বরূপে অবস্থিত ও বিকার রহিত।

শ্রীকালীচরণ সেন, সম্পাদক সনাতন ধর্ম্মসভা গৌহাটী।

শ্রীকৃষ্ণের আকার।

রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে লিখিয়াছি যে, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গর্ব্বিত দৈত্যগণে সমাচ্ছন্ন ভূরি ভারে আক্রান্তা ধরণীর ভার হরণোদ্দেশে মায়া মনুষ্যাকারে স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করিয়া লীলা দেখাইয়া ছিলেন। যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরাদিতে পৃশ্নিসুতপার ও অদিতি—কশ্যপের পুত্ররূপে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা দেখাইয়া ছিলেন, তিনিই দ্বাপরের শেষ ভাগে দেবকী বসুদেবের পুত্ররূপে মনুষ্য দেহ ধারণ করেন। কেহ কেহ বলেন ঐ দেহে ভূতভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক ছিল না, উহা চৈতন্য আত্মা সংযুক্ত কার্য্য—নিষ্পাদনোপযোগী ত্বক—নয়ন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, বুদ্ধি, মন, বাক, পাণি, পাদ, প্রাণ, অপান, ব্যান ইত্যাদি সপ্তদশ বা ঊনবিংশতি ইন্দ্রিয় ও অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। ঐ প্রকার দেহে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু সংযুক্ত থাকে। উহাতে মজ্জা, বসা, রুধির, অস্থি, পেশী, পাকস্থলী আদি স্থূল বস্তু থাকে না। সকল দেহীর জীবদ্দশায় ঐ প্রকার সূক্ষ্ম শরীর দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, মরণের পরে ও তাহার স্বত্তা যায় না। ঐ প্রকার প্রচ্ছন্ন আকার বহির্নয়নের দ্রষ্টব্য নহে। উহা কেবলমাত্র অন্তর্নয়নে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগাসনে বসিয়া মনকে বিশেষরূপে উন্নত করিতে পারিলে বা স্থূল দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মনকে জাগ্রত করিতে পারিলে ঐ প্রকার দেহের দর্শন লাভ হয়। সূক্ষ্ম দর্শীরা ঐ প্রকার দেহ দেখিতে পান। আবার সাত্বিক ভক্তগণের কর্ম্ম ফলদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবস্থা ও ক্ষেত্র বিশেষ তাঁহাদের দিব্য চক্ষুদান করেন ও তদবস্থায় তাঁহাকে যে ভক্ত যে প্রকারে ভাবনা করেন তিনি তাঁহাকে তদাকারে দেখা দেন।

মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে একটি শ্লোকে (১) লিখিত আছে, তিনি মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের অনেক টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী মহাশয় ঐ শ্লোকের "মানুষং মনুষ্যাকারং পরম সুন্দরং দেহং প্রকটীকৃত্য সচ্চিদানন্দ ঘনাত্মন তত্ত্বাৎ" ঐ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ শ্লোকের "পরমাত্মানরাকৃতি" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা ও পরম ভক্ত পার্থকে বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি, তাঁহাকে মানুষ দেহধারী বলিয়া জ্ঞাত আছে সে মূঢ়। (২)

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কৃত বেদের উত্তর-মীমাংসায় জীবই ব্রহ্ম এই মত প্রতিপাদন করেন, আবার দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমব্রহ্ম আত্মভাব, আত্মশক্তি, গোপন করিয়া মনুষ্যোচিত নানা কর্ম্ম করিয়াছিলেন ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বসুদেব পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম প্রসঙ্গিকা কথা, তাঁহার বাল্য, পৌগণ্ড, কিশোর, যৌবনাদি সময়ের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ যেমন মনুষ্যোচিত তেমনি অনাদিরাদি গোবিন্দোচিত। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরাবস্থায় শ্রীগোকুলে ও শ্রীবৃন্দাবনে নন্দ যশোদালয়ে ব্রজরাজের স্বভুক্তশেষ চর্ব্বিত তাম্বুল আনন্দে ভক্ষণ, গোপবালকগণের সহিত মানস গঙ্গাতীর্থে ও যমুনাতীরাদিতে বেণু, শৃঙ্গ ও বৎসতারণ বেত্র সহ গোচারণ ও গোচারণ কালে শ্রীদামাদি বয়স্যগণের সহিত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া, তাঁহার কলবাক্য দ্বারা শুকপক্ষীর ও কোকিলের শব্দ অনুকরণ, তাঁহার ময়ূরগণের অভিমুখী হইয়া তদনুরূপ নৃত্য, তাঁহার ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জনের দ্বারা হরিণগণকে ভয় প্রদর্শন, তাঁহার ধনুর্যজ্ঞ দর্শনোচ্ছলে রাজধানী মথুরা নগরে গমনপূর্ব্বক রথ মধ্যে যাদবগণের ও তাঁহার আজন্ম শত্রু ভোজরাজ

---

(১) দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতিবর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাহবাৎসীৎ পত্নাঃ কত্য ভবন্ প্রভোঃ।১১।১।১০ স্কন্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

—॥—

অপশ্য বিষ্ণোপমুজন্মায়ুষো, ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া। ১০।৫৮।১০ মস্কন্ধঃ ঐ

—॥—

(২) অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। গীতা নবম অধ্যায় ১১ শ্লোক।

মাতুল কংশের ও তাঁহার অনুজগণের নিধন, তাঁহার যথাকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্তি পূর্ব্বক যদুকুলের আচার্য্য গর্গঋষির নিকট হইতে গায়ত্র ব্রত গ্রহণ, তাঁহার আত্মজ্ঞান সাধন জন্য সান্দীপণি গুরুর নিকট ষড়ঙ্গ উপনিষদ্, ধনুর্ব্বেদ, আন্বীক্ষিকী ষড়বিধ রাজনীতি বিদ্যা শিক্ষা, তাঁহার মথুরার সিংহাসনে আরোহণ, রাজ কন্যাগণের সহিত বিবাহ ও পরে বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক রাজ দুহিতা রুক্মিণীকে হরণ ও বিবাহ, তাঁহার মাতুলানি অস্তি ও প্রাপ্তির পিতা রাজা জরাসন্ধের দ্বারা মথুরা অবরোধ কালে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যের নিপাত, রাজা কাল যবন ও জরাসন্ধের পরাভব, তাঁহার শত্রু হস্ত হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে সমুদ্র গর্ভে দ্বারকাপুরীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুর্গ নির্ম্মাণ, তাঁহার পাপিষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের প্রতি একান্ত আসক্ত বুদ্ধি এবং পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ পুত্রগণের প্রতি বিষম বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের ধ্বংসের জন্য কুরুক্ষেত্র মহা সমরে স্বয়ং অর্জ্জুনের রথে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধারণ করিয়া সারথ্য গ্রহণ, সকল কর্ম্মই দেশ কালোচিত এবং মনুষ্যোচিত, আবার শৈশবে পূতনা, অঘ, অরিষ্ট, বক, প্রলম্ব, ধনুক, তৃণাবর্ত্ত আদি দৈত্যগণের অনায়াসে বিনাশ, দাবানল উপশমন, সপ্তাহ কাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উর্দ্ধে ধারণ করত জল প্লাবন হইতে ব্রজস্থ মনুষ্য পশু পক্ষাদি প্রাণি গণের প্রাণ রক্ষা, যমুনা পুলিনে গোচারণ কালে মধ্যাহ্ন আহার সময়ে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত গোপবালকগণকে একত্রে সমভাবে আত্ম অবয়ব প্রদর্শন (১) নবম বর্ষ বয়ক্রম কালে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিকাশ জনক রাস মণ্ডলীতে বিহার কালে হ্লাদিনী শক্তির শিরোমণি স্বরূপা, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্র সকল শূন্যা, মহা ভাবাত্মিকা ভক্তি সিদ্ধা ভগবৎ প্রেয়সী ব্রজবাসিনী গোপবধূগণের প্রত্যেকের সহিত একত্রে সমভাবে ভুজদ্বয়ের দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গন, রমণ ও প্রীতিদান, বা মথুরা যাত্রাকালে রথে সমাসীন থাকিয়া ভক্ত শ্রেষ্ঠ গান্দিনী তনয় অক্রূরকে তাঁহার মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠের ক্রিয়া সম্পাদন কালে যমুনা হ্রদে আবির্ভাব ও আত্মরূপ দর্শন, গুরু সান্দীপণির মৃত পুত্রকে যমরাজ্য হইতে আনয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার মৃত পুত্রকে জীবন্ত করিয়া দান, এবং কুরুক্ষেত্র মহা সমরের পূর্ব্বাহ্ণে কারুণ্য বশংবদ হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগী সহোদর কল্প বীর শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের হৃদয়

(১) সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিবার মানসে তাঁহাকে দিব্য চক্ষুদান ও তাঁহার হৃষীকেশ রূপ দর্শন, এই সকলই তাঁহার অদ্ভুত ব্রহ্মাখ্য চিদঘনমূর্ত্তি ধারণের পরিচায়ক।

আমরা উপরে লিখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রথমে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া বেদের উত্তর মীমাংসায় জীবই ব্রহ্ম এই মত প্রতিপন্ন করিয়া পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শানুসারে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলার কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ লীলা অতি কঠিন ও দুর্বোধ্য। উহা স্বয়ং মহাদেব, দেবর্ষি নারদ ও ভগবান কপিল মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে যে শুদ্ধ বুদ্ধি মহাত্মা পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থে লিখিত শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিশারদ মুনিবর শুকদেবকে ঐ লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ঐ মহাগ্রন্থের কোন বিষয় অবলম্বনে মতামত প্রকাশ করা বাতুলতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। তবে শ্রীকৃষ্ণকে শরণ করিয়া ঐ গ্রন্থে লিখিত কোন বিষয়ের যথাজ্ঞানে চর্চ্চা মাত্র করিলে বোধ হয় সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়। এই বিশ্বাসে কোন বিষয় সম্বন্ধে মনের ধারণা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

আমাদের মনে হয় জীব ব্রহ্মবাদী শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সগুণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের লীলা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া স্বীয় "জীবই ব্রহ্ম" এই মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। বাস্তবিক জীবে যদি অল্পাধিক ব্রহ্ম শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি পর্য্যন্ত হইত না। তবে জীবে ব্রহ্ম শক্তির তারতম্য আছে। একটি ক্ষুদ্র কীটের সহিত মানব শক্তির তুলনায় যে অল্পাধিক্য তারতম্য আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডে কোন কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, কোন কোন পদার্থ চর্ম্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ হয় না। দেবতাগণকে সাধারণ শক্তি বিশিষ্ট মানবগণ দেখিতে পান না। মানব সৃষ্টিতেই ভগবান তাঁহার অনন্ত শক্তি নিয়োগ করেন নাই। মানবের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাণ্ডে আছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্তরে স্তরে ভূঃ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য লোকাদিতে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম, দেবতাগণে যে ব্যাপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের শক্তি ও গুণ এজগতের মানবগণের শক্তি ও গুণ অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে তাঁহার বেদান্ত দর্শনে লিখিত মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে যাইয়া তাঁহাকে কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানবের ন্যায় দেখাইতে হইয়াছিল, কদাচিৎ তাঁহাকে অদ্ভুত গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট দেবতারূপে দেখাইতে হইয়াছিল। যে কৃষ্ণ শৈশবে

পিতৃভুক্ত শেষ চর্ব্বিত তাম্বুল মুখে দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন, যে কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের ও গোকুলের মাঠে বৎসচারণ বেত্রসহ গোচারণে দিনাতিপাত করিতেন, যে কৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া ও বহুবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন, যে কৃষ্ণ দেশ কালোচিত ব্যবহারানুসারে আচার্য্যের নিকট গায়ত্র ব্রতগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ গুরু সন্নিধানে ষড়ঙ্গ উপনিষদ্, ধনুর্ব্বেদ, রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ প্রতিহিংসাবশে যাদবগণের চিরশত্রু ভোজরাজ কংসের বংশ নিপাত করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ রাজা কালযবন ও মগধ রাজের হস্ত হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে সমুদ্রগর্ভে দ্বারকাপুরীতে অতি সাবধানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের সমরে অর্জ্জুনের রথে সারথির কার্য্য কৌশলে ধারণ করিয়া রথ চালাইয়াছিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া সুদর্শন চক্র ধারণ করতঃ ভীষ্মদেবের বধের জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণই শৈশবে অমানুষিক শক্তি দেখাইয়া গোবর্দ্ধন গিরি সপ্তাহ কাল ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের মাঠে গোচারণ করিতে করিতে মধ্যাহ্ন আহার কালে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত বহু বয়স্য গোপবালকগণকে তাঁহার বহুবাহুরূপপাদম, বহুদরং যুক্ত দিব্য আকার দেখাইয়াছিলেন, বহু দৈত্য দানবকে নিমেষের মধ্যে সংহার করিয়াছিলেন, নবমবর্ষে রাস মণ্ডলীতে সহস্র সহস্র গোপীগণের সহিত একত্রে আলিঙ্গন ও রমণ করিয়াছিলেন, গুরু সান্দীপণির মৃতপুত্রকে জীবিত করিয়া গুরু দক্ষিণা দিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জ্জুনকে নান্তং নমধ্যং ন আদিং সর্ব্বব্যাপী দেবাদিদেবের রূপ দেখাইয়াছিলেন। অপর দিকে সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি বুঝাইতে হইলে দুইটী বিপরীত * গুণাবলম্বী বস্তুর সহিত তুলনা করিতে হয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ রূপী সগুণ ব্রহ্মের রূপও গুণ কীর্ত্তন করিতে হইলে সেই শ্রীকৃষ্ণকে কখন সাধারণ মানব ও কখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন রূপে দেখাইতে হইয়াছিল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আলোক দাতা হইলেও তাহাকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিতে হইয়াছিল।

আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত। একটী কীটের আকার, একটী পতঙ্গের আকার, একটী গো হরিণাদি

* Where there is a manifestation there is a double aspect of the one form and life. In the unirverse or in any body in a universe both aspects must be present. Pilgrimage of the soul Vivekananda.—

পশুর আকার, একটী দরিদ্র মনুষ্যের আকার, একটী সসাগরা সদ্বীপের অধীশ্বরের আকার, একটী বৈরাগীর আকার, একটী মহর্ষির আকার, একটী দেবর্ষির, সকলই শ্রীকৃষ্ণের আকার মাত্র। একই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে বহুরূপে ব্যাপ্ত। সাধকগণ ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিনিতে পারেন। হৃদয়ে তন্ময়তা জন্মাইলে ভেদ মোহের অপগম হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোকঃ।

(১) শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপায়োদ সৌভ্যাম্॥

১০।৩।১০ম স্কন্দঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(২) নীলকুন্তলৈর্ব্বনজ হাননং বিভ্রদাবৃতম্ ধনরজস্বলং। ১২.৩১।১০ম স্কন্দঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(৩) সুনসংসুস্মিতেক্ষণম্। ১৯.৪৬।১০ম স্কন্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(৪) দর্শনীয় তমং শ্যামং (* ১) পীত কৌশেয় বাসসম।

শ্রীবৎস বক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্ত কন্ধরম্॥

পৃথুদীর্ঘ চতুর্ব্বাহুং নব কঞ্জারুণেক্ষণম।

নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম॥ ৩.৫১.১০ স্কন্ধঃ। শ্রীমদ্ভাগবতম্।

মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে উপরে উদ্ধৃত শ্লোক গুলিতে যে শ্রীকৃষ্ণের আকার এক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে স্বতন্ত্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ

লোকান সমগ্রান্ বদনৈ র্জ্বলদ্ভিঃ।

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসস্ত বোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ৩০।১১ অধ্যায়।

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বস্তু সকলের শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর বেষ্টন যেমন রাসলীলা ও আকাশাদি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ঝঙ্কার ধ্বনি যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরির শব্দ, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডের ভূতভৌতিক পদার্থ সকল যে কোন আকার ধারণ করে,

(* ১) বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যে বস্তু সর্ব্বপ্রকারের আলোক গ্রাস করে তাহাই কৃষ্ণবর্ণে প্রকাশ পায়। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারেই বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস,দ্বাপরের অবতার তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণ বর্ণে চিত্রিতকরিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেহে সকল বর্ণই—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত্কিঞ্চ—সমস্তই লুপ্ত আছে।

সকলই শ্রীকৃষ্ণের আকার বা মূর্ত্তি। (+২) তবে জ্ঞানী ও কর্ম্মী পার্থকে সগুণ ব্রহ্ম, নীলকুন্তলৈর্ব্বনক হাননং, দর্শনীয় তমং শ্যামং ইত্যাদি নটবর শ্রীকৃষ্ণ রূপে হয়ত প্রকাশ্যে দেখা দেন নাই। আমাদের মনে হয় সকল জন্ম গোপবালকগণকে মহাভাবাত্মিকা ভক্তিসিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনের গোপবধূকে বা এ জগতের ভক্তিপূর্ণা নারীগণকে তিনি প্রেমভরে তাঁহাদিগকে সুন্দর আকারে নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ মনোহর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। যাহাই হউক আমাদের মনে হয়, পুণ্যশ্লোক দেবকী—বসুদেব, যশোদা—নন্দরাজ, শ্রীদামাদি অনুগত বয়স্য গোপবালকগণ, ভক্তপ্রধানা আত্মহারা শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ বা চিত্তস্থৈর্য্যপ্রার্থী ইক্ষ্বাকু বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা মুচকুন্দ, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীঅক্রূরও শ্রীনারদাদি ঋষিগণ, শ্যামং পীত কৌশেয় বাসসম্, সুনসং সুস্মিত লক্ষণম্ দর্শনীয়তম ইত্যাদিরূপে বর্ণিত যে আকার বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণতলে ভক্তিভরে আত্মাহুতি দিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, সেই রূপই, সেই আকারই ভক্তের চক্ষে তাঁহার প্রকৃত আকার বলিয়া মনে হয়। নিতান্তপক্ষে সেই মনোমুগ্ধকর আকারে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে বড়ই সুখানুভব হয়। তিনি যে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী শ্রীরাধার সহিত সদাযুক্ত তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেবর্ষি নারদের পরামর্শানুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তির স্রোত বৃদ্ধি করিবার মানসে তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থে শ্রীরাধা কৃষ্ণের সর্ব্বত্র সেই মনোমুগ্ধকর রূপের কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবনের চক্ষে ধন্য হইয়াছেন। অধিকন্তু যাহাতে এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রত্যেক পিতা শ্রীবসুদেবের ও শ্রীনন্দের ন্যায় ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া আপনাপন সন্তানকে বিষ্ণু প্রেরিত মনে করিয়া বাৎসল্য ভাবে চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেক বয়স্য প্রত্যুপকারের আশা ত্যাগ করিয়া আপন বয়স্যের হৃদয়ে সখাভাবাত্মক প্রেম প্রকটিত করিতে পারে, যাহাতে প্রত্যেক নারী আপন পতির সহিত সদাযুক্তা থাকিয়া তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে শিক্ষা করে ও গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে এবং প্রত্যেক মানব হৃদয়ে যাহাতে দয়া, মমতা, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সঞ্চার ও বিস্তার হয় এবং সর্ব্বশেষে যাহাতে দুর্য্যোধনাদির ন্যায় দুষ্টের দমন ও সংশোধন হয় এবং যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় শিষ্টের পালন হয়, শ্রীকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তনে মহর্ষি বাদরায়ণের ও দেবর্ষি নারদের একটি উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের আরও মনে হয়,

(+২) যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

প্রত্যেক নরনারী আত্মদেহে সর্ব্বশক্তিমান প্রকৃতি পুরুষ বা শিবশক্তি, শ্রীরাধা কৃষ্ণরূপে বাস ও বিরাজ করিতেছেন, ইহা বিবেচনা করিয়া যাহাতে পাপাসক্ত না হন ও হুতাশনে ঘৃত দানের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতে আহুতি দান করিয়া সেই শক্তি বৃদ্ধির ও বিস্তারের চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা এজনমেই জগৎ পূজ্য হইতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার মহাগ্রন্থে এ সঙ্কেতও করিয়াছেন। ফলে জীব ব্রহ্মবাদীকেও শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন কারীকে আমরা যে চক্ষেই দেখিনা কেন, যে ভাবে ভাবিনা কেন, তিনি যে সমগ্র জগতের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাতে সন্দেহ নাই। নমঃ বাসুদেবায়ঃ। নমঃ ব্যাসদেবায়ঃ।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

খ্যাপার ঝুলি।

আত্মার কথা।

খ্যাপা নির্জ্জন গঙ্গাতীরে সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া আপন মনে অনেকক্ষণ গাহিল—

রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ
রাম কৃষ্ণ হরে হরে

গাহিতে গাহিতে কাঁদিল হাসিল শেষে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল সহসা পিছু দিকে চাহিয়া দেখিল একটী ব্রাহ্মণ যুবক বসিয়া আছে।

খ্যাপাকে পিছু ফিরিতে দেখিয়া যুবক প্রণাম করিয়া বলিলেন কদিন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

খ্যাপা বলিল আমাকে? কেন?

ব্রাহ্মণ বলিল আপনার সেদিনকার কথা শুনে গুটী কতক কথা জিজ্ঞাসা করব বলে খুঁজছি।

খ্যাপা। কি কথা বাবা ?

ব্রাহ্মণ। দেখুন আমি শাস্ত্র পড়িনি বা সাধু সঙ্গ করিনি আমি ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত, অন্ধ বিশ্বাস করি না, আমায় বুঝায়ে দিন আত্মা স্বীকার করে লাভ কি ?

খ্যাপা। বাবা তুমি এক ছটাক ঘটীতে দশ সের দুধ চাচ্ছ এ আত্মতত্ত্ব খুব শক্ত জিনিষ এবং আমি তা নিজেই বুঝিতে পারিনি তোমাকে কি করে বোঝাব বল, তার উপর তুমি শাস্ত্রের কথা শুন্‌বে না, সাধুর কথা মান্‌বে না।

ব্রাহ্মণ। আমি কিছু জানি না, দেহ ছাড়া আত্মা আছে এটা সোজা কথায় বুঝিয়ে দিন।

খ্যাপা। তুমি জড় ও চৈতন্য এদুটা স্বীকার করতো ?

ব্রাহ্মণ। চৈতন্য আবার কি জড়ইত সব।

খ্যাপা। যদি সব জড় হয় তবে তুমি চল্‌ছ দেখ্‌ছ শুন্‌ছ কার শক্তিতে ? জীবিত আছ কি করে ?

ব্রাহ্মণ। জড়ের সংমিশ্রণে স্পন্দন শক্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছে ; আত্মা স্বীকার করব কেন ? যেমন চুণ আর হলুদ একসঙ্গে করিলে লাল রং হয় তেমনি রক্ত মাংস মেদ মজ্জা অস্থির সংমিশ্রণেই জীবন—এখানে আত্মা কোথায় পেলেন আপনি ?

খ্যাপা। তাই যদি হয় তাহা হইলে চুণ হলুদের রং যেমন স্থায়ীভাবে থাকে তেমনি জীব চিরদিন জীবিত থাকে না কেন ? সুখ দুঃখ রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা বিভিন্ন প্রকার হয় কেন ? এবং কেহ কাণা কেহ খোঁড়া কেহ ধনী কেহ নির্দ্ধন এরূপ হয় কেন ? এক রক্ত মাংস অস্থির সংমিশ্রণে যে সমস্ত জীব স্পন্দন শক্তি বিশিষ্ট তাদের দেহ ত্যাগের সম্বন্ধে এত পার্থক্য দেখা যায় কেন ? কেহ বাল্যে কেহ যৌবনে কেহবা বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করে কেন ?

ব্রাহ্মণ। উপাদানের বেশী কমই ইহার কারণ।

খ্যাপা। সকলের উপাদান সমান না হয়ে বেশী কম হয় কেন ? আরও দেখ মৃত দেহ পড়িয়া আছে তাহার দেহের সব উপাদান রহিয়াছে তবে তাহাতে স্পন্দন শক্তি কেন নাই ? তুমি যে চুণ হলুদের উপমা দিলে তাহা হইতেই পারেনা কেন না চুণ হলুদ একত্রিত হইলেই তাহার স্বরূপের নাশ হইয়া অন্য স্বরূপে প্রতিভাত হয় কিন্তু রক্ত মাংসাদির একত্র মিশ্রণে ইহাদের কোন রূপান্তর

হইল না অধিকন্তু স্পন্দন শক্তি জন্মিল এ কি কথা? তোমার উপমা উপমেয়ের সঙ্গতি কোথায়?

ব্রাহ্মণ। আপনি ন্যায়ের ফাঁকিতে অথবা পাঁচটা বড় কথা বলে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করবেন না সোজা কথায় বুঝিয়ে দিন।

খ্যাপা। আচ্ছা যদি জড়ের সংমিশ্রণই জীবন তাহা হইলে কতক গুলা রক্ত মাংস একত্র করিলে তাহা জীবিত হয় না কেন? তাহাকে জীবন দিতে পারনা কেন?

ব্রাহ্মণ। ও কথা বল্‌বেন না—কেন না জড়ের এখনও চরম উন্নতি হয় নাই। আমি আজ জীবিত করিতে পারি না বলেই যে আত্মা স্বীকার কর্‌তে হবে এর মানে কি? পরে কেহ হয়ত পার্‌বে।

খ্যাপা। কবে কে পার্‌বে না পার্‌বে এই বলে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থকে ত্যাগ করি কি করে? আচ্ছা তোমার বাড়ী বলিলে তুমি বোঝত তোমার বাড়ী আর তুমি আলাদা জিনিস।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে হাঁ।

খ্যাপা। তোমার হাত তোমার পা তোমার চোক তোমার নাক তোমার রক্ত তোমার মাংস তোমার দেহ সবই তোমার তুমি তাহা হইলে তোমার দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যেমন তোমার বাড়ী তুমি নও সেইরূপ এসবও তুমি নও তোমার দেহাদির অতীত যে তুমি তাহাই আত্মা।

ব্রাহ্মণ। ঐ ন্যায়ের ফাঁকি দিয়ে বুঝাতে চান।

খ্যাপা। দেখ যেখানে আর তুমি তর্ক কর্‌তে পারছনা সেই খানেই বলছ ন্যায়ের ফাঁকি। আচ্ছা বাবা তুমি যখন ঘুমাও তোমার দেহ নিস্পন্দ থাকে কেন? জড়ের মিশ্রণই যে জীবন তাহার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হয় কেন? জাগ্রৎ হতে কে স্বপ্নে লয়ে যায় স্বপ্ন হ'তে কে সুষুপ্তিতে খেলা করে কে আবার জাগ্রৎ অবস্থায় লইয়া আসে বল্‌তে পার কি?

ব্রাহ্মণ। ও স্বভাব—স্বপ্ন ও কিছুই নয় দিবা ভাগে যা করা যায় তাহাই মস্তিষ্কে সুপ্ত থাকে সেই সব প্রকাশ হয়।

খ্যাপা। এমনওত হয়—যাহা চিন্তা করা হয় নাই যাহা কখন দেখা যায় নাই তাহাই স্বপনে দেখিলাম আবার কোন কোন দিন স্বপনই দেখা যায়না। স্বভাব

যদি হইত নিত্য একরূপই দেখা যাইত কখন হয় কখন হয়না এ কেমন স্বভাব ? স্বভাব মানে কি ?

ব্রাহ্মণ। স্বভাব মানে প্রকৃতি।

খ্যাপা। বেশ বেশ ওই প্রকৃতির যিনি ভোক্তা তিনিই আত্মা।

ব্রাহ্মণ। প্রকৃতির আবার ভোক্তা কি প্রকৃতিই সব।

খ্যাপা। না না প্রকৃতি সব নয় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি ভোগ্যা, ইহারি ভোক্তা আত্মা, যেমন তোষক চাদর বালিস দিয়া বিছনা করা হয়েছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায় ইহাতে শয়ন করিবার লোক আছে সেইরূপ প্রকৃতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে—ভোগ্যা প্রকৃতির ভোক্তা পুরুষ আছে।

ব্রাহ্মণ। আপনি বুঝি শাস্ত্রের কথা বল্‌ছেন।

খ্যাপা। বাবা শাস্ত্রের কথা বল্‌ব না ত কোথা থেকে অশাস্ত্রীয় কথা বলি।

ব্রাহ্মণ। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

খ্যাপা। এই মনে কর সম্মুখে গঙ্গা এই হ'ল বিষয়, চক্ষু হ'ল করণ ইহার দ্বারা যিনি দেখেন তিনি আত্মা, ফুলের গন্ধ হ'ল বিষয়, নাসিকার দ্বারা যিনি সেই গন্ধ গ্রহণ করেন তিনি আত্মা কুলু কুলু স্বরে গঙ্গা সাগরের দিকে চলিয়াছেন ঐ শব্দ বিষয়, কর্ণ করণ, সেই কর্ণের দ্বারা যিনি শব্দ গ্রহণ করেন তিনি আত্মা।

ব্রাহ্মণ। ও—আপনি কি বল্‌ছেন প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিন যে এই আত্মা।

খ্যাপা। প্রত্যক্ষ কাকে বলে।

ব্রাহ্মণ। চোখের উপর যা দেখা যায় তাহাই প্রত্যক্ষ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ ছাড়া বিশ্বাস করতে পারে না যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা নাই।

খ্যাপা। হাঁ বাবা বুদ্ধিমান তুমি যে অন্ধ কি করে দেখ্‌বে ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে আমার এই চোক রয়েছে—

খ্যাপা। কে বল্‌লে চোক রয়েছে—চোক প্রত্যক্ষ কর্‌ছ।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে আজ্ঞে।

খ্যাপা। আজ্ঞে আজ্ঞে নয়—প্রত্যক্ষ ছাড়া যদি বিশ্বাস না কর তাহা হলে স্বীকার কর তুমি অন্ধ, তোমার পিতামহকে দেখ নাই তোমার পিতামহ ছিলেন

না। তোমার স্ত্রী পুত্রকে এখন দেখিতে পাইতেছ না, তাহা হ'লে তোমার স্ত্রীপুত্র নাই তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণাকে দেখিতে পাওনা তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে আরসি সুমুখে ধরিলে চক্ষু দেখিতে পাই আমি রয়েছি যখন তখন আমার পিতামহ ছিলেন ইহা বেশ অনুমান হয় বাড়ীতে গেলেই স্ত্রীপুত্রকে দেখিতে পাইব তাহা হ'লে চক্ষু পিতামহ স্ত্রীপুত্রাদি অপ্রত্যক্ষ কিসে?

খ্যাপা। বেশ বেশ তাই হ'লে তুমি অনুমান স্বীকার করলে, শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি রূপ আর্‌সি ধর্‌লে আত্মাকে দেখ্‌তে পাবে তোমায় দেখলে যেমন তোমার পিতামহের অনুমান হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয় অশ্ব মন লাগাম বুদ্ধি সারথি যুক্ত দেহরথ দেখ্‌লে আত্মা আরোহীর অনুমান কেন না হবে? যেমন স্ত্রীপুত্রের নিকট যাইলে স্ত্রীপুত্রেকে প্রত্যক্ষ করিবে সেইরূপ আত্মার নিকটস্থ হইলে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবে।

ব্রাহ্মণ। দেখুন তর্কে আপনার কাছে পরাজিত হয়েছি সত্য কিন্তু আত্মা বুঝিতে পার্‌ছি না।

খ্যাপা। তা পার্‌বে না বাবা আমার গোড়ায় ভুল হয়েছিল আত্মার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা কওয়া—অন্ধকে যদি বলা যায় "ওই দেখ সূর্য্য উঠেছেন" সূর্য্য স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হলেও সে যেমন দেখতে পায় না আত্মারূপ সূর্য্য স্বতঃসিদ্ধ হ'লেও তোমার দেখবার কোন উপায় নাই, সহস্রবার শ্রুতি যুক্তি অনুভব দিয়া বুঝাইলেও তুমি বুঝতে পারবে না। এ জন্মটা তোমার পশুজন্ম আবার জন্মান্তর না হ'লে আত্মতত্ত্ব অনুভব কর্‌তে পারবে না।

ব্রাহ্মণ। আমায় পশু বলছেন কেন?

খ্যাপা। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভি র্নরাণাম্।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন তোমার ও আছে পশুর ও আছে তাহা হলে তোমাতে পশুতে প্রভেদ কোথা?

ব্রাহ্মণ। তা হইলে মানুষ মাত্রেই পশু।

খ্যাপা। না যে ধর্ম্মপরায়ণ যে দ্বিজাতি সে পশু নয়।

ব্রাহ্মণ। আমি দ্বিজাতি তবে আমি কেন পশু হইব?

খ্যাপা। দ্বিজাতি বটে তবে সন্ধ্যা উপাসনাদি না করায় আঁতুড় ঘরে ক্লেদ রক্ত যুক্ত হয়ে পড়ে আছ এখনও নাড়ী কাটা হয় নাই দ্বিজাতি বল্‌তে পারতে যদি

সন্ধ্যা উপাসনা শুদ্ধ আহার কর্‌তে এখন যে পশু সেই পশুই আছ শুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা নাই—আছে শুধু সংশয় ঘোর সংসয়—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" বিনাশের জন্য প্রস্তুত থাক।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা আমার কি কোন উপায় নাই আমি কখন সন্ধ্যা উপাসনা করি নাই কখন শুদ্ধ আহার করি নাই জাতি বিচার করি নাই যথেচ্ছ ভাবে ভোজন করেছি কখন ভগবানকে ডাকি নাই ম্লেচ্ছের ও অধম আমি আমার কি কোন উপায় নাই আমার ভক্তি নাই শ্রদ্ধা নাই বিশ্বাস নাই, আমার জীবনটা কি এইরূপ ব্যর্থ হয়ে যাবে? আপনার পায়ে পড়ি আমার একটী উপায় করুন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ খ্যাপার পা জড়াইয়া ধরিল।

খ্যাপা। আরে পা ছাড় পা ছাড় নাম আছে ভয় কি।

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ কীর্ত্তনং।

স্কন্দ পুরাণ

মহাপাতক যুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশংহরিং
শুদ্ধান্তঃ করণো ভূত্বা জায়তে পঙক্তি পাবনঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তি পাপ নির্হরণে হরে
তাবৎ কর্ত্তুং নশক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।

বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণ

ব্রাহ্মণ। অ্যা নামের দ্বারা আমার উপায় হবে?

খ্যাপা। নিশ্চয়ই হবে যে নামে রত্নাকর যে নামে অজামিল উদ্ধার হয়েছে সে নাম আশ্রয় কর নিশ্চয় শান্ত হতে পার্‌বে।

ব্রাহ্মণ। দেখুন আমি কিছুই জানি না আমার মন্ত্র হয় নাই আমায় কি কর্‌তে হবে বলে দিন।

খ্যাপা। রাত্রি চারিটার সময় উঠ্‌বে শৌচ যাবে তারপর স্নান করিয়া মাথার উপর দ্বিভূজ শ্বেতবর্ণ গুরু আছেন চিন্তা কর্‌বে সূর্য্যোদয়ের চব্বিশ

মিনিট পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যোদয়ের চব্বিশ মিনিট পর পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যার কাল ইহার মধ্যে সন্ধ্যা করা চাই বেশী করে গায়ত্রীজপ করবে গীতা পড়্বে শিবপূজা বিষ্ণু পূজা করবে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করবে সায়ং সন্ধ্যা যথা কালে করিবে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী গীতা শিবপূজা বিষ্ণুপূজা আর সর্ব্বদা নাম এই লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের কৃপালাভ কর্‌বে। শুদ্ধ আহারটী খুব দরকার নাম কর বাবা নাম কর এ কলি যুগ নাম করিলেই শান্তি অনিবার্য্য—

হরের্নাম হরের্নাম হরে র্নামৈব কেবলম
কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

খ্যাপা হাততালী দিয়ে গাহিতে লাগিল।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

তাহার স্বর লহরী গঙ্গাতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া খেলাকরিতে লাগিল। শান্তিঃ

———

শ্রীরামঃ।
শরণং মম।

রমাবোধ।

রাজভক্তি।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।
জিজ্ঞাসু—রমা।

রাজভক্তি কাহাকে বলে?

জিজ্ঞাসু—আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, রাজাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত, রাজাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, যথার্থ রাজভক্তি

হয় না। রাজাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত কেন, আপনি মানবতত্ত্বে, "বৈদিক আর্য্য," "বৈদিক আর্য্য স্বভাবতঃ রাজভক্ত," "স্বভাবতঃ রাজভক্ত বৈদিক আর্য্যদিগের মধ্যে ইদানীং রাজভক্তির হ্রাস হইতেছে, তাহার কারণ কি," প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু আমি এই সকল গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ ফল পাই নাই, আমার ন্যায় স্বল্প মতির জন্য উহারা লিখিত হয় নাই। আমি ত'াই প্রার্থনা করিতেছি, "রাজভক্তি কি? রাজাকে দেবতা জ্ঞান করা উচিত কেন," রাজাতে দেবতা বুদ্ধি না থাকিলে, কি ক্ষতি হয়, এই সকল বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক, যাহাতে আমি কিছু বুঝিতে পারি, এই ভাবে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

বক্তা—"রাজভক্তি" কাহাকে বলে, তোমার যে, তাহার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বর ভক্তি" ও "রাজভক্তি" ভিন্ন সামগ্রী নহে, যাঁহার যথার্থ ঈশ্বর ভক্তি নাই, তাঁহার যথার্থ রাজভক্তি হইতে পারে না। কাহার প্রতি ঈশ্বর বা দেবতা বুদ্ধি না হইলে, তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভক্তি হয় না। পিতাকে যিনি দেবতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারই যথার্থ পিতৃভক্তি হয়, এইরূপ মাতাকে যিনি দেবী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারই যথার্থ মাতৃভক্তি হয়, আচার্য্য বা জ্ঞানদাতা গুরুদেবকে যিনি দেবতা বলিয়া জানেন, তাঁহারই বিমল গুরুভক্তি হইয়া থাকে। অতএব রাজার প্রতি দেবতা বুদ্ধি হওয়া উচিত, রাজাকে দেবতা জ্ঞান করা শাস্ত্রানুমোদিত। অবিকৃত বৈদিক আর্য্য রাজাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, রাজার প্রতি স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যের দেবোচিত অনুরাগই ছিল। মানবতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, অরাজক জনপদ বিবিধ দোষের আকর, রাজা না থাকিলে, প্রজার দুঃখের সীমা থাকে না, রাজা না থাকিলে, দুর্ব্বল, বলবান্‌দিগ দ্বারা অভিভূত হয়, রাজা না থাকিলে, ভীষণ পাপের স্রোতঃ খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। রাজার যে প্রয়োজন আছে, আধুনিক উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিকগণও তাহা একেবারে অস্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের এই বিষয়ে মতের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শাস্ত্র রাজাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন, নবীন বৈজ্ঞানিকগণ রাজাকে সে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করে না, বরং রাজাকে তদ্দৃষ্টিতে দেখা, ইঁহাদের মতে অসভ্যোচিত। বিজ্ঞান কুশল আধুনিক সুধীদিগের মধ্যে অনেকের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, রাজনৈতিক সম্বন্ধানুসারে কোন

ব্যক্তি রাজা হইতে পারেন না, সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র রাজ্যকেই ইহাঁরা প্রাকৃতিক ও সুসভ্যোচিত বলিয়া মনে করেন, আধুনিক রাজনীতি কুশল সভ্য ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস সুসভ্য জাতি মধ্যে এক প্রভুক বা এক রাজায়ত্ত রাষ্ট্র থাকা উচিত নহে। এই মত যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত নহে, মানব তত্ত্বে আপনি তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদ ও শাস্ত্র মতে "ধর্ম্ম" বা "ঈশ্বর"ই প্রকৃত রাজা। কিসে সুখ হয়, শান্তি হয়, উন্নতি হয়, মানুষ মাত্রেই বোধ হয় তাহা জানিতে উৎসুক, মানুষ মাত্রেই বোধ হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা করে। আমি এই নিমিত্ত রাজার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

বক্তা—তোমার যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। রাজাপ্রজা তত্ত্বের যথার্থভাবে অনুসন্ধান উন্নতি প্রার্থি—মানুষমাত্রের যে কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃত "রাজভক্তি" ও "ঈশ্বরভক্তি" যে, অভিন্ন সামগ্রী তাহা বলা বাহুল্য। "প্রকৃত রাজভক্তি" ও "ঈশ্বরভক্তি" যে, এক পদার্থ, তাহা সত্য হইলেও, ঠিকভাবে তাহা অনুভব করা সকলের সুসাধ্য নহে। "প্রকৃত রাজভক্তি" ও "ঈশ্বরভক্তি" যে, এক সামগ্রী, তাহা অনুভব করা, তোমার সুখ সাধ্য হইতে পারে না, রমা।

জিজ্ঞাসু—আপনার কথা যথার্থ, রাজনীতি সম্বন্ধে আপনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, "রাজা কোন্ পদার্থ", তাহা যথার্থভাবে বুঝিবার শক্তি আমার নাই। বেদ ও শাস্ত্রবারা আপনি রাজা ও প্রজার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে চিত্রকে ঠিকভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার সামর্থ্য আমার না থাকিলেও, যাহাতে আমার একটু রাজভক্তি হয়, যাহাতে আমি রাজাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, জিজ্ঞাসা করি, তাহার চেষ্টা করাও কি আমার উচিত নহে? ঈশ্বরভক্তি লাভের জন্য চেষ্টা যদি আমার পক্ষে একেবারে ন্যায়বিরুদ্ধ রূপে বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে, আমার রাজার স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা, রাজভক্তি লাভার্থ যত্ন একবারে ন্যায় বিরুদ্ধ রূপে বিবেচিত হইবে কেন? আমি রাজনীতির কূটতর্ক বুঝিবার অভিলাষ করি না, রাজাতে দেবতা বুদ্ধি, যদি বস্তুতঃ হিতকরী হয়, তাহা হইলে, যাহাতে আমার মনে রাজভক্তির একটু বিকাশ হয়, আপনি আমাকে (আমার যোগ্যতানুসারে) তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন।

বক্তা—রাজভক্তির স্বরূপ কি, কি করিলে, রাজার প্রতি যথার্থভক্তির উদয় হয়, রাজাকে কে, রাজা করেন? কিরূপে রাজা রাজা হ'ন, মানুষের মধ্যে কেহ

রাজা এবং কেহ যে প্রজা হইয়া থাকেন, তাহার কারণ কি, রাজ্যের কত প্রকার ভেদ আছে, বিধি বা নিয়মের প্রবর্ত্তক কে? "ঈশ্বর" বা ধর্ম্মই বস্তুতঃ রাজা—নিয়ন্তা, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, সাধারণতন্ত্র, এক প্রভুক প্রভৃতি রাজ্য সমূহের মধ্যে কোন্ রাজ্য প্রাকৃতিক? রাজার ধর্ম্ম কি, রাজার প্রতি প্রজাগণের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, রাজাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা উচিত, এই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা মানুষ মাত্রের হওয়া উচিত, তোমার এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিশ্চয় অধিকার আছে। সকল বিষয় সকলের বুঝিবার এক প্রকার শক্তি থাকিতে পারে না, সকল কর্ম্ম সকলের সমভাবে সুসাধ্য হয় না, তোমার যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয়, তোমা হইতে বয়সে বড় এমন বহুজনের সেই সকল বিষয় জানিবার ইচ্ছা হয় না। অতএব রাজভক্তি সম্বন্ধে তোমার যাহা যাহা জানিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, তোমার বুঝিবার শক্তি বিচার পূর্ব্বক আমি তোমাকে সেই সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব, তুমি বিনা সংকোচে তোমার জিজ্ঞাসা আমাকে জানাও। বৃদ্ধ হইয়াছেন, মানবলীলা সম্বরণের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তথাপি ইহলোকের কথা ছাড়া লোকান্তরের কথা কখন বলেন না, লোকান্তরের কথা কদাচ শুনিতে চান না, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন কথা শুনিতে কখন প্রবৃত্তি হয় না, এমন লোকের সংখ্যা সংসারে বিরল নহে। পরলোকের তত্ত্বজিজ্ঞাসু—মরণের পর মানুষের কি হয়, তাহা জানিতে উৎসুক, ঈশ্বর কোন্ পদার্থ, কিরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারা যায়, ধর্ম্ম কি, কিরূপে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, সৎপথ কি, কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, ইষ্ট প্রাপ্তি হইবে, অনিষ্টের পরিহার করিতে সমর্থ হওয়া যাইবে, যথার্থ উন্নতির স্বরূপ কি, কিরূপ কার্য্য করিলে যথার্থভাবে উন্নত হওয়া যায়, অল্প বয়স্ক দিগেরমধ্যেও ইত্যাদি বিষয় জানিতে একান্ত অভিলাষী দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বালিকা বলিয়া তোমার রাজভক্তি প্রভৃতি মানুষ মাত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই, আমি কখন তাহা মনে করি না, করিব না। মহর্ষি শ্রেষ্ঠ বামদেব গর্ভবাস কালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে ও ঐতরেয় আরণ্যকে এই কথা আছে। বিমল ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশে যে, কাল নিয়ম নাই, কপিলদেব মহর্ষি বামদেবের গর্ভবাস কালে ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাবকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া স্বপ্রণীত সাংখ্যদর্শনে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ("ন কালনিয়মো বামদেববৎ"—সাং দং ৪।২০)। তোমার কি কি বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বল।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ।

স্বপ্নতত্ত্ব।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস, সি, এম, বি,

স্বপ্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসু—আমার স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন বিশেষতঃ উপলব্ধি হইয়াছে, স্বপ্নের স্বরূপ নিরূপণার্থ আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি, ইংরাজী নরশরীর ক্রিয়া বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Human Physiology and Psychology) অধ্যয়ন পূর্ব্বক স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় নাই, আমি যে সকল বিষয় জানিতে চাই, ইংরাজী নরশরীর ক্রিয়া বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান আমাকে সেই সকল বিষয় জানাইতে পারেন নাই। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও আমার স্বপ্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই। শাস্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আমার স্বপ্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই বটে, কিন্তু আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, নষ্ট কপর্দ্দকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া আমি স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছি, যিনি পরম দ্রষ্টব্য, যিনি পরম প্রাপ্তব্য, যাঁহাকে দেখিতে পাইলে, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন থাকে না, দর্শন পিপাসার অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, যাঁহাকে পাইলে, আর কিছু পাইবার অবশিষ্ট থাকে না, শাস্ত্রে স্বপ্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, আমি আমার সেই পরম প্রেমাস্পদ আত্মার স্বরূপের একটু আভাস পাইয়াছি। আত্মা ব্যবহার বিশিষ্ট ও কেবল এই দ্বিবিধ; ব্যবহার বিশিষ্ট আত্মার আবার "জাগরণ," "স্বপ্ন" ও "সুষুপ্তি" এই ত্রিবিধ অবস্থা ("দ্বিবিধো হি আত্মা, ব্যবহার বিশিষ্টঃ কেবলশ্চেতি। বিশিষ্ট ব্যবহারোঽপি ত্রিবিধঃ। জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তশ্চেতি।"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)।

আমি যে তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তৃপ্তিলাভে সমর্থ হই নাই, যাহা জানিতে চাই, তাহা জানিতে পারি নাই, ব্যবহারিক আত্মা "জাগরণ" "স্বপ্ন" ও "সুষুপ্তি" এই ত্রিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট, আমার জিজ্ঞাসিত "স্বপ্ন" পদার্থ আত্মার অবস্থা বিশেষ, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার আশা হইয়াছে, এইবার আমার "স্বপ্ন" পদার্থ বিষয়ক জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইবে, আমি আমার আত্মার স্বরূপ দর্শনের দর্শন পাইব, আমার কৃতকৃত্য হইবার পথ সমধিগত হইবে। আমি তা'ই বলিয়াছি, নষ্ট কপর্দ্দকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমি স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছি। আমি যৎ পদার্থের তত্ত্বান্বেষণের প্রয়োজন বিশেষতঃ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, যাহা জানিবার নিমিত্ত আমি বহু চেষ্টা করিয়াছি, তাহা যে আত্মার অবস্থা বিশেষ, আমি পূর্ব্বে পূর্ণ ভাবে তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। "স্বপ্ন" বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, যাহা মানুষমাত্রের পরিচিত পদার্থ, আমি তৎপদার্থেরই স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। প্রতিদিন নিদ্রাকালে প্রায়ই যাহা দেখি, তাহা দেখি কেন, তাহা জানিতে পারি না, যাহা ভাবি না, যাহা কখন ভাবিয়াছি বলে মনে হয় না, নিদ্রাকালে তাহা কোথা হইতে, কি কারণে মনে উদিত হয়? স্বপ্নে যাহা যাহা অনুভব হয়, তৎসমুদায় অনুভব কালে জাগ্রদবস্থার অনুভবের ন্যায় সত্য বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে বুঝিতে পারি, স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় অলীক, ভ্রান্তি বিলাসমাত্র, আবার ইহাও একাধিকবার অনুভব করিয়াছি, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অলীক নহে, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অবিকল সংঘটিত হইয়াছে, তা'ই বিশ্বাস হইয়াছে, স্বপ্ন অনেক সময়ে ভাবি ঘটনার সূচক হইয়া থাকে, স্বপ্ন পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবাদ প্রদান করে। সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে স্বপ্ন বিশেষ রোগীর শুভাশুভ জ্ঞানলাভের উপায় রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, রোগীর সুহৃদগণ অথবা রোগী স্বয়ং যেরূপ স্বপ্ন দেখিলে, রোগীর মৃত্যু বা আরোগ্য লাভ হয়, সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে, স্বস্থ ব্যাধিত হয়, ব্যাধিত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, কিরূপ স্বপ্ন বিফল হয়, সুশ্রুত সংহিতাতে তাহা উক্ত হইয়াছে। মানুষ স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বাত প্রধান প্রকৃতির আকাশ গমনের, পিত্ত প্রধান প্রকৃতির অগ্নি দর্শনের, কফ প্রধান প্রকৃতির জলে মগ্ন হওয়ার স্বপ্ন হইয়া থাকে, ইহারা স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে স্বপ্ন দর্শনের দৃষ্টান্ত, এইরূপ স্বপ্ন অফলপ্রদ হয়; বিস্মৃত

স্বপ্ন (যে স্বপ্নের কথা ভাল মনে থাকে না), বিহত স্বপ্ন (পূর্ব্ব দৃষ্ট অশুভ স্বপ্ন পরদৃষ্ট শুভ স্বপ্ন দ্বারা হত হইলে, তাহাকে বিহত স্বপ্ন বলে), চিন্তাকৃত স্বপ্ন (যে বিষয়ের চিন্তাকরা হয় সেই বিষয়ের স্বপ্ন), দিবাদৃষ্ট স্বপ্ন, সুশ্রুত সংহিতা ইহাদিগকে অফলপ্রদ (বিফল স্বপ্ন বলিয়াছেন। * আমি মানুষমাত্রের সুপরিচিত স্বপ্ন (Dream) পদার্থের তত্ত্ব জানিতে যাইয়া শ্রুতি মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া, আমি বিস্মিত হইয়াছি, স্বপ্ন সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমি শ্রুতি ও শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, সেই সকল বিষয়ের বিশেষ সংবাদ না পাইলেও, ব্যবহারিক আত্মা "জাগরণ" "স্বপ্ন" ও "সুষুপ্তি" এই ত্রিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট, এই শ্রুত্যুপদেশের গর্ভে যে জ্ঞান রত্ন বিদ্যমান আছে, আমার তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, বিশ্বাস হইয়াছে, ব্যবহার বিশিষ্ট আত্মার, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা এই কথার প্রকৃত আশয় কি, যথার্থভাবে তাহা জানিতে পারিলে, আমার পরম লাভ হইবে, আমি স্বপ্ন বিষয়ক যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছি, ব্যবহার বিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ দর্শন হইলে, আমি সেই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইব, আমার বহুদিনের অতৃপ্ত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইবে।

বক্তা—যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান (আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে) অনর্থক, তাদৃশ পদার্থের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণের মধ্যে অনেকেই নিন্দা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাই জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। বিজ্ঞানের সেবা করিয়াও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণের মধ্যে অনেকেই যাদৃশ পদার্থের জিজ্ঞাসাকে নিন্দা করেন, যাদৃশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব বা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তোমার যে তাদৃশ পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—"আমি যাহা বুঝিতে পারিনা, অন্য কেহই তাহা বুঝিতে পারিবেনা," অন্য কাহার তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে, অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নাই, আমার ধারণা, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা যথার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু নহেন, তাঁহারা আত্ম-পরের প্রকৃত কল্যাণ সাধন

---

* "যথাস্বং প্রকৃতিস্বপ্নো বিস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ। চিন্তাকৃতো দিবাদৃষ্টো ভবন্ত্য ফলদাস্ত তে।" সুশ্রুত সংহিতা।

করিবার অনুপযুক্ত, শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাঁহারা আসন্ন চেতন। * যাহা প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন অনুভব করিতেছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মানুষ কিরূপে থাকিতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে পারিনা। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা মনের স্বরূপ কি, তাহা জানিতে চাহেন, সন্দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা তাহা জানিবার নিমিত্ত যাঁহারা যথাশক্তি চেষ্টা করেন, বিজ্ঞানের অপরিপুষ্ট অবস্থার দিনে উৎপন্ন, অর্দ্ধ সভ্য জ্ঞানে উপেক্ষিত পুরুষদিগের কোন বিষয়ের অনুমান বা কল্পনাকে যাঁহারা উপহাস করেন, অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাদিগকেও স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হয়, তবে তাঁহারা ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে অশক্ত হইয়া ইহাকে আমোদপ্রদ অনিশ্চয়ার্থক পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন (It has been left in delightful ambiguity)। যাহা অধুনা দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া বোধ হয়, যাহার তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা, বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের যাদৃশী উন্নতি হইয়াছে, তদ্দ্বারা ফলবতী হয় নাই তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ যত্ন করা বৃথাশ্রম, যাঁহারা এবম্প্রকার মতাবলম্বী, তাঁহারা কখন আত্মপরের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে ক্ষমবান্ হন না। স্বপ্নের উপাদান কারণ কি, স্বপ্ন দর্শন কি অতিপ্রাকৃতিক কারণ হইতে সংঘটিত হয়? অথবা ইহা বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক কার্য্য? তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মানব হৃদয়ে নিশ্চয় এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয়, ঈদৃশ প্রশ্নের যাবৎ সন্তোষ জনক সমাধান না হয়, তাবৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর শান্তিলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানোদয় হইবার পর হইতে আমি অসংখ্য নিষ্ফল ও ফলপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়াছি, এমন স্বপ্ন দেখিয়াছি, যাহাকে আমি আমার বর্ত্তমান জন্মের চিন্তাকৃত বলিয়া অবধারণ করিতে পারি নাই। জাগ্রদাবস্থাতে যাদৃশ কর্ম্ম করা দূরের কথা, কখন করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস হয় না, স্বপ্নে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা পরেচ্ছা

---

* অথেতরেষাং পশূনাম শনাপিপাসে এবাভি বিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকৌ ত এতাবন্তো ভবন্তি যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ ॥"—ঐতরেয় আরণ্যক।

"নন্বু চৈতন্যমপুরুষাকার বিগ্রহাণামপি হি গবাদীনামস্তি নু নাস্তি। নতু তে বিবেকক্ষমা আসন্ন চেতনাঃ। লোকেঽপি হি যস্য হিতাহিতবিবেক লক্ষণং বিশিষ্টং সংবিজ্ঞানং ন ভবতি, তমধিকৃত্য ব্রূয়তে,—নিশ্চেতনোঽয়মিতি। এবমেতে চ গবাদয়ঃ সত্যপি চৈতন্যে আসন চেতনা-স্বায় বিদুঃ শ্বস্তনম্। ন লোকা লোকাবিতি হি বিজ্ঞায়তে, তস্মাদচৈতন্যা ইবোপেক্ষ্যন্তে।"—নিরুক্ত টীকা।

প্রেরণায় কখন কখন তাদৃশ কর্ম্মও করিতে হয়, নিদ্রাভঙ্গের পর ইহা স্বপ্ন এইরূপ নিশ্চয় হইলেও, এই প্রকার স্বপ্ন দেখিলাম বলিয়া অত্যন্ত অনুতাপ হয়। আবার জাগ্রদাবস্থাতে যাদৃশ ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব বলিয়াই ভাবিতে পারিনা, স্বপ্নে তাদৃশ শুভ ঘটনাও যেন সংঘটিত হইতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। ভগবানের অত্যন্ত মনোহর মূর্ত্তির আরাধনা করিতেছি, কোন মহাপুরুষকে দেখিতেছি, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিতেছি, এইরূপ মনোরম স্বপ্নও দেখিয়াছি। স্বপ্নে যে ভবিষ্যৎ ঘটনার যথার্থভাবে পূর্ব্বেক্ষণ (prevision) হয়, আমি একাধিকবার তাহা অনুভব করিয়াছি; অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তি স্বপ্নে ঔষধ পাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন, ইহা বোধ হয় বহু জনের বহুশঃ দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়। অতএব আমার বিশ্বাস হইয়াছে, স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ভাবি ঘটনার স্বপ্ন যে সত্য হয় প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। চিকিৎসকদিগের মধ্যে যাঁহারা মানস বিকারের তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, স্বপ্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে তাঁহাদের অতিমাত্র অনুরাগ হইয়া থাকে। *

স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর অবশ্য কর্ত্তব্য,
স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান প্রকৃতিতত্ত্বচিন্তকদিগের স্বভাবতঃ
হইয়া থাকে। স্বপ্নতত্ত্বের সমীচীন জ্ঞান না হইলে
মানুষ যথার্থ আত্মতত্ত্ববিৎ হইতে পারে না,
মানুষের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ
হইতে পারেনা।

বক্তা—স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বপ্ন ব্যাবহারিক আত্মার অবস্থা বিশেষ, অতএব বলা বাহুল্য, যাঁহারা আত্মার

* "There are many instances in which dreams of future events seem to come true"—Psychotherapy by J. J. Walsh, M. D., Ph. D., P. 675.

"Dream states must ever be of intense interest to the physician whose work is devoted to the study of mental disorder."—Psychological Medicine by Maurice Craig, M. S., M. D., (Cantab), F. R. C. P. (Lond.) P. 17.

স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধি পূর্ব্বক হোক্, স্বপ্ন তত্ত্বের স্বরূপ অবলোকন করিতে ইচ্ছুক না হইয়া থাকিতে পারেন না। মানুষ মাত্রেরই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই অবস্থাত্রয়ের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত (গাঢ় নিদ্রা), মানুষ এই ত্রিবিধ অবস্থাতে অবস্থান করে, জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় মানুষ অবিরাম গমনাগমন করে। আমরা যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা স্থূল বাহ্য বিষয় ভোগ করি, তখনই আমরা জাগিয়া থাকি, বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ জনিত ক্রিয়াশীল অবস্থাই আত্মার জাগ্রদবস্থা (waking state)। ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণে বিরত হয়, তখনই স্বপ্ন বা নিদ্রা হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গণের ও বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মের বিশ্রামাবস্থাই আমাদের সমীপে স্বপ্ন বা নিদ্রা নামে পরিচিত অবস্থা (Repose of the organs of sense and of voluntary motion)। স্বপ্ন (Dream) বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তদবস্থাতে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার উপরতি হয় বটে, কিন্তু মনের সম্পূর্ণভাবে উপরতি হয় না। সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রাবস্থাতে (Deep sleep), মনের ক্রিয়া, মনের স্পন্দন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। স্বপ্নতত্ত্বের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে চরিতার্থ হইলে, মানুষ যে কৃতকৃত্য হয়, তাহার যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা যে সে জানিতে পারে, যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা যে সে পাইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মার স্বরূপ যথাযথভাবে দৃষ্ট হইলে, মানুষের আর কিছু দ্রষ্টব্য থাকে না, আর কিছু প্রাপ্তব্য আছে বলিয়া তাহার বোধ হয় না। স্বপ্নতত্ত্বের সম্পূর্ণ দর্শন হইলে, মানুষের আত্মদর্শন হইয়া থাকে। স্বপ্নতত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ ও আত্মদর্শন লাভ—বিশ্বতত্ত্ব জ্ঞান লাভ এক কথা। "নষ্ট কপর্দ্দকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমি স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছি", তোমার এই কথা যে কিরূপ সারগর্ভ, তাহা তুমি স্বয়ং পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ কিনা তাহা বলিতে পারিনা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের স্বরূপ দর্শন, আন্তর ও বাহ্যজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের স্বরূপাবলোকন যে এক কথা তুমি যখন এই কথার প্রকৃত আশয় কি, পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখনি নষ্ট কপর্দ্দকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমি স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছি, এই কথা যে সারতম কথা তাহা তোমার সম্পূর্ণরূপে অনুভব হইবে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ, ইতিহাসপুরাণাদি বিশ্রুত বিশ্বপিতৃভূত ব্রহ্মবিৎ ভৃগুদেব, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কি কর্ত্তব্য, কিরূপে কর্ত্তব্য

অন্তকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত স্বয়ং পিতা বরুণদেবের সমীপে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য যে রীত্যনুসারে গুরুর সন্নিধানে গমন করেন, সেই রীত্যনুসারে গমন করিয়াছিলেন, পিতৃদেব বরুণকে যথাশাস্ত্র গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ("ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক) শ্রুতিতে ব্রহ্ম বিজ্ঞানার্থ সৎশিষ্যোচিতভাবে গুরু সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! হে পূজ্যস্বরূপ গুরো! ব্রহ্মের স্বরূপ স্মরণ করুন, এবং তাহা করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু যথারীতি উপসন্ন শিষ্যভাবে তোমার শরণাগত এই শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করুন ("অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি") ভগবান্ বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্থ অত্যন্ত উৎসুক ভৃগুদেবকে বলিয়াছিলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি।" বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত যথা প্রয়োজন শুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে, কর্ম্ম ও উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বহিরঙ্গসাধন, বিচার অন্তরঙ্গসাধন। "আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, এবং ভৌতিক দেহযুক্ত হিরণ্যগর্ভ হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত অখিলপ্রাণি, যে বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রাণিগণ যে বস্তু দ্বারা জীবিত থাকে, স্থিতিলাভ করে, বিনাশ কালে যদ্বস্তুতে প্রবেশ করে, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত "ব্রহ্ম" পদার্থ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কিরূপ বিচার করিতে হয়, বিচার দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মকে জানা যায়, ভগবান্ বরুণ ভৃগুদেবকে তাদৃশ উপদেশই দিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পরিপূর্ণ করিতে হইলে কি কর্ত্তব্য, কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার সময়ে ভগবান বরুণ ভৃগুদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ", এই সূত্রটীর অর্থ হইতেছে, এই জগতের যে কারণ হইতে জন্ম হইয়াছে জাত—উৎপন্ন জগৎ যদ্দ্বারা জীবিত থাকে—স্থিতিলাভ করে, লয়কালে যে বস্তুতে বিলীন হয়, যাহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কারণ, তিনি ব্রহ্ম। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয়, যথাক্রমে বিশ্বের জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় ভিন্ন আর কিছু নহে। জগতের অথবা কোন জাগতিক বস্তুর অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন, এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে পুনর্ব্বার অব্যক্ত অবস্থায় গমনের তত্ত্বানুসন্ধান দর্শন ও বিজ্ঞানের কার্য্য। অতএব বলিতে পারা যায়, দর্শন ও বিজ্ঞান বিশ্বজগতের সমষ্টি বা ব্যষ্টি ভাবের জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের স্বরূপাবলোকনের চেষ্টা করে, কেবল

ও ব্যবহার বিশিষ্ট, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়োপেত আত্মার তত্ত্বানুসন্ধানই দর্শন-বিজ্ঞানের কার্য্য। দ্রষ্টব্য কি? জীব কাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সদা ব্যস্ত? নিয়ত চঞ্চল? শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মাই দ্রষ্টব্য" "আত্মাকে দেখিবার নিমিত্তই জীব সদা ব্যস্ত, নিয়ত চঞ্চল" ("আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।" —বৃহাদারণ্যকউপনিষৎ ২।৪।৫)। "স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর আবশ্য কর্ত্তব্য, স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান প্রকৃত তত্ত্বচিন্তকের স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, স্বপ্নতত্ত্বের সমীচীন জ্ঞান না হইলে, মানুষ যথার্থ আত্মতত্ত্ববিৎ হইতে, মানুষের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না," যদুদ্দেশ্যে আমি এই সকল কথা বলিয়াছি, তাহার একটু আভাস দিবার নিমিত্ত দর্শন ও বিজ্ঞান বা তত্ত্বচিন্তক মানুষ মাত্রেই, জ্ঞান পূর্ব্বক হোক্ অজ্ঞান পূর্ব্বক হোক্, যথার্থভাবে হোক্ অযথার্থভাবে হোক্ আত্মার বা বিশ্বজগতের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা করে, "আত্মাই দ্রষ্টব্য" আপাততঃ সংক্ষেপে তোমাকে এই শ্রৌত ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্রোপদেশ শুনাইলাম, এতদ্দ্বারা তোমার স্বপ্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন বিষয়ক জ্ঞান প্রসারিত হইবে, স্বপ্নতত্ত্বের পূর্ণভাবে অনুসন্ধান কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তুমি তাহা ও অনুমান করিতে পারিবে।

পরকাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চ্যবন্তং জায়মানং বা প্রবিশন্তঞ্চ যোনিষু।
প্রপশ্যন্তিচ তং সিদ্ধা দেবা দিব্যেন চক্ষুষা॥

অগ্নি পুঃ ৩৭২

দেহ হইতে প্রচ্যুত, যোনি প্রবেশন শীল বা জায়মান জীবাত্মাকে সিদ্ধগণ দিব্যচক্ষে দেখিয়া থাকেন। নট যেমন নানা সাজ গ্রহণ করে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রেরণায় দেব মনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে। এই সূক্ষ্ম শরীরই স্বর্গনরকগামী ব্যবহারিক জীব। লিঙ্গ দেহ প্রতি মানবদেহে বিদ্যমান আছে। নিজের মধ্যে একটু মগ্ন হইতে পারিলেই লিঙ্গ শরীরের সত্তা অনুভূত হয়। মনকে বাহিরের বিষয় রাজ্য হইতে গুটাইয়া আন্তর রাজ্যে সংস্থাপিত করিলে, যখন কোন চিন্তা, ভাবনা, ধ্যানাদি থাকিবে না, তখন লিঙ্গ শরীর উপলব্ধ হইবে। লিঙ্গ শরীর না থাকিলে নিদ্রাবস্থায় আমাদের মৃত্যু সংঘটিত হইত। নিদ্রাবস্থায় স্থূলশরীর হইতে পৃথকরূপে যাহা অবস্থিতি করে, তাহাই আমাদের লিঙ্গ শরীর। সূক্ষ্ম দেহী আত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেই মৃত্যু হয়, কিন্তু যোগিগণ নিজের স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপরের পরিত্যক্ত স্থূল দেহে লিঙ্গ দেহ সহ প্রবেশ করিতে পারেন,—ইহার নাম পরকায় প্রবেশ। আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য আনন্দগিরির লিখিত আচার্য্যের জীবনচরিতে এরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার স্থূল দেহের রক্ষার ভার শিষ্যগণের উপর ন্যস্ত করিয়া লিঙ্গ দেহ সহ এক রাজার মৃত দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আর্য্য ঋষিগণ স্থির করিয়া ছিলেন যে, আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ পাঁচটী বিভিন্ন কোষের দ্বারা গঠিত।

দেহত্রয়ে পঞ্চকোষা অন্তস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা।
পঞ্চকোষ পরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে॥

দেবী ভাগবত ৭,৩০

এই দেহত্রয়ের মধ্যে পঞ্চকোষ সর্ব্বদাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়।

এই পঞ্চকোষের ধ্বংস হইলে তবে জীবের ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। এই পঞ্চকোষের নাম—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। আহার দ্বারা যে দেহ পুষ্ট হয়, তাহার নাম অন্নময় কোষ। রক্ত মাংসাদি দ্বারা গঠিত আমাদের স্থূলদেহই অন্নময় কোষ। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা লিঙ্গ শরীর গঠিত। প্রাণময় আমাদের লিঙ্গদেহের অতি স্থূল দেহ মাত্র। ইহা ভূর্লোকের সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত হইলেও পরবর্ত্তী উপাদানের তুলনায় এত স্থূল যে, ইহা লইয়া ঐ লোকে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিঙ্গ শরীর হইতে উহার বহিস্তর এই প্রাণময় কোষ বিচ্যুত হয়। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা মৃত্যুর অল্প পরেই এই দেহটীকে শবের নিকটে দেখিতে পান এবং কবর ভূমিতে ও ইহার—আবির্ভাব দেখা যায়। আমাদের অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় মৃত্যুর পরে ও প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষের নিকটস্থ অবস্থান করে। শবদেহ দাহ করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণময় কোষ ও নষ্ট হয়; কিন্তু স্থূল দেহ মৃত্তিকা প্রোথিত করিলে স্থূল দেহের ন্যায় প্রাণময় কোষ ও অল্পে অল্পে নষ্ট হইতে থাকে। অন্নময় কোষের যে অংশ নষ্ট হয়, প্রাণময় কোষের ও সেই অংশ নষ্ট হয়। এই প্রাণময় দেহটী স্থূলদেহের অনুরূপ; থিওসফির ভাষায় ইহার নাম Etheric double ইহার দ্বারা আমাদের লিঙ্গদেহের সূক্ষ্মাংশ স্থূলদেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। প্রাণময় কোষ না থাকিলে লিঙ্গ দেহের সহিত আমাদের স্থূল দেহের কোনসম্বন্ধ থাকিত না; সুতরাং স্থূলদেহ জীবিত থাকিত না। আমাদের স্থূলদেহের 'উষ্মা' ও এই লিঙ্গ শরীরের উষ্মা।

"অস্যৈব চোপপত্তেরেষঃ উষ্মা"। সূক্ষ্ম দেহ হইতে প্রাণ শক্তি এই প্রাণময় কোষ নামক স্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্থূলদেহকে সজীব রাখে এবং চেষ্টা বিশিষ্ট করে; এজন্য ইহার নাম প্রাণময়-কোষ। মৃত্যু সময় লিঙ্গ শরীর ইহার প্রথম আবরণ প্রাণময়-কোষকে যদিও টানিয়া স্থূল শরীর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়, তথাপি অল্প সময় মধ্যে এই কোষ পরিত্যাগ করিয়া ভুবর্লোকের উপযোগী অতিবাহিক দেহ ধারণ করে। শাস্ত্রে এই দেহকে প্রেতদেহ বলিয়াছেন। ইহা লিঙ্গ দেহের মনোময়-কোষের অন্তর্গত। আর্য্য শাস্ত্র অবস্থা ভেদে মনোময়

কোষের স্তর বিভাগ করিয়াছেন। লিঙ্গ দেহ এই মনোময় কোষ অবলম্বনে ভুবর্লোক ও স্বর্গোকে গমন করে। মনোময় কোষের সূক্ষ্মতর সত্ত্ব প্রধান অংশই স্বর্গলোকে বিচরণ করিবার যান এবং রাজসিক ও তামসিক কামনাময় স্থূলতর অংশ ভুবর্লোকের দেহের উপাদান। মনের সূক্ষ্মতম উপাদানে গঠিত লিঙ্গ দেহকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে; লিঙ্গ দেহ বায়ু অপেক্ষা লঘু ও দ্রুতগামী।

লিঙ্গ দেহের স্বর্গ ও নরক ভোগ কবির কল্পনা নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে অর্থে অনিত্য, স্বর্গ নরক ও সেই অর্থে অনিত্য। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট জগৎ মায়াময় ও সংস্কারজ ভ্রান্তি প্রবাহ মাত্র; কিন্তু তা বলিয়া আমাদের ন্যায় জীবের নিকট প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগৎ মিথ্যা নহে। আমাদের নিকট বাহ্য জগৎ যে ভাবে সত্য ও বাস্তব প্রতিভাত হয়, স্বর্গ নরকও সেই ভাবে লিঙ্গ দেহীর নিকট সত্য ও বাস্তব। নরক ভুবর্লোকের একটী স্তর বিশেষ। শাস্ত্রে রৌরব, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি অনেক প্রকার নরকের বর্ণনা আছে এবং কিরূপ পাপের জন্য কিরূপ নরক ভোগ হইবে, তাহা লিখিত আছে। শ্রুতিতে ও আছে—অনিষ্ট কর্ম্মকারি লোক সকল যমের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার সংযমন নামক পুরে গমন করে। বেদান্ত দর্শনকার এই সকল নরকপুরী প্রধানতঃ সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিকারগণও "সর্ব্বেচৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" এই প্রকার বলিয়াছেন। ঈশোপনিষদে আছে—যাহারা কেবল বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া বৃথা কামনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, সেরূপ মনুষ্য অসূর্য্য নামক অজ্ঞান তিমিরাবৃত লোক সকলে গমন করিয়া থাকে। বেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ সর্ব্বত্রই যমপুরী বা সংযমন পুরীর উল্লেখ আছে। যম ও সংযমন একার্থ বাচক। যেখানে জীব নিয়মিত বা সংযত হয়, তাহাই যম বা সংযমন পুরী· তবে একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল নরকাদি ও যমভুবন আমাদের পার্থিব রাজ্যের ন্যায় পার্থিব উপাদানে গঠিত নহে; ইহা একটী মানস রাজ্য।

যম সাবিত্রীকে বলিয়াছেন;—

গন্তুং মর্ত্ত্যো ন শক্নোতি গৃহীত্বা পাঞ্চভৌতিকম্।

ব্রহ্মপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২৪ অঃ ১৫।

যম লোকে পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া যাইতে পারে না। আমাদের মনোময় কোষ যে উপাদানে রচিত, ইহাও সেই উপাদানে গঠিত। বিষ্ণুপুরাণে নরকাধ্যায় (২ । ৬ । ৪) আছে—

মনঃ প্রীতিকরঃ স্বর্গঃ নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরক স্বর্গ সংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম ॥

স্বর্গ মনের প্রীতিকর এবং নরক মনের অপ্রীতিকর। হে দ্বিজোত্তম! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য নরক ও স্বর্গের সাধন। শ্রীধর স্বামী এই বচনের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে স্বর্গ নরকাদি ও তৎসাধন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়; কেননা স্বপ্নে মনের প্রীতিকর বা দুঃখ কর সে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, তাহা যেমন মিথ্যা, তদ্বৎ স্বর্গ নরকও মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মা পর্য্যন্ত বাসনা ও অদৃষ্ট বশে এই মায়াময় জগতের ন্যায় প্রীতি জন্য স্বর্গ ও গ্লানি জন্য নরক লোক সকল জীবের ভোগার্থে সংঘটিত হইয়া থাকে; কিছুতেই তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। স্বর্গ নরক ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য ও কার্য্যকারী, এইরূপে জীবের পক্ষে পাপপুণ্য ভোগ ও পরলোক ভ্রমণ অপরিহার্য্য। স্বপ্ন না ভাঙ্গিলে স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু অলীক বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট আমাদের ভোগ সাধক এই দৃশ্যমাণ জগৎ অলীক স্বপ্নবৎ, কিন্তু আমাদের নিকট সম্পূর্ণ সত্য; কারণ আমরা এখনও মায়ার স্বপ্নঘোরে বাস করিতেছি।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবাত্মা ব্রহ্মই—আমাদের যে কাল পর্য্যন্ত এই জ্ঞান সত্য সত্যই না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত আমাদের নিকট পৃথিবী, স্বর্গ, নরক ও তজ্জাত সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ সত্য। আমারা যেমন পৃথিবীর সুখ দুঃখ শীত তাপাদি অনুভব করি, তদ্রূপ নরকের যম যন্ত্রনা ও স্বর্গের অপার্থিব সুখ সত্য সত্যই আমাদের অনুভবে আসিবে। এই ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রকথিত ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা জন্মিলে অবিদ্যা-বীজ নষ্ট হয় এবং জীবের জন্ম মৃত্যু রহিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান আত্মানুভূতি—ইহা মুখের কথা নহে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ॥
সাংসারিক সুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনম্।
কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

হে মৈত্রেয়! কলিযুগে সকলেই ব্রহ্ম বলিবে; কিন্তু উদর-সেবা এবং কামোপভোগ সমাসক্ত হইয়া তাহারা অনুষ্ঠান করিবে না। যাহারা সাংসারিক সুখে আসক্ত, অথচ "আমি ব্রহ্মজ্ঞ" এইরূপ বলে, তাহারা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট। অন্ত্যজের ন্যায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

যেরূপ অন্নের দ্বারা অন্নময় কোষ গঠিত, তদ্রূপ চিন্তা কামনা দ্বারা মনোময় কোষের পরিপুষ্টি। সু ও কু চিন্তা ও কামনাই মনের আস্থ; চিন্তা ও কামনা দ্বারা মনোময় কোষ গঠিত। সুচিন্তা মনোময় কোষকে উন্নত করে এবং কুচিন্তায় তাহার অবনতি হয়। তাপ ও তড়িতের ন্যায় চিন্তাও একপ্রকার স্পন্দন; প্রভেদ এই—একটী বাহিরের, অপরটী অন্তর রাজ্যের। চিন্তা ও ধ্যানের শক্তি অপরিসীম। এই চরাচর, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চিন্তা ও ধ্যান প্রসূত। স্থূল বাহ্যরূপ চিন্তা ও ধ্যানের অনুগামী হয়।

মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ।
স প্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥

শুক্রনীতি।

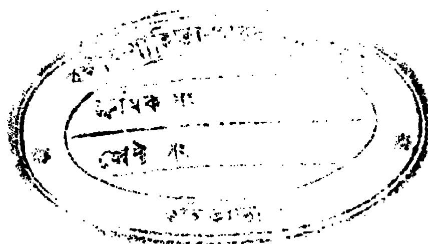
যদি মানসকৃত পাপচিন্তা কার্য্যে পরিণত না ও হয়, তাহা হইলে ও সেই পাপের ফল চিন্তাকারীকে আশ্রয় করে। মনোময় কোষকে আশ্রয় করিয়াই সকল প্রকার ভাবের উৎপত্তি হয়। যাহার যেরূপ ভাব, তাহার দেহ সেইরূপে গঠিত। শাস্ত্রানুসারে এই সূক্ষ্ম ভোগদেহ অগ্নিদ্বারা ভস্ম হয় না, কোনরূপ অস্ত্রদ্বারা ইহা ভেদ করা যায়না; ঊর্দ্ধ হইতে পতনেও নষ্ট হয়না, কিন্তু

সন্তাপ ভোগ করিতে হয়; কারণ ভয়, মোহ, সুখ ও দুঃখ এই দেহের ধর্ম। (১)

---

(১) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণঞ্চ যং জীবঃ পুরুষাকৃতিঃ।
বিভর্ত্তি দেহং জীবস্তং তদ্রূপং ভোগ হেতবে॥ ৩০
সদেহী ন ভবেদ্ভস্ম জ্বলদগ্নৌ মমালয়ে।
জলে ন নষ্টো দেহীবা প্রহারে সুচিরেকৃতে॥ ৩১
ন শস্ত্রেচ ন চাস্ত্রেচ সুতীক্ষ্ণে কণ্টকে তথা।
তপ্ত দ্রবে তপ্ত লৌহে তপ্ত পাষাণ এবচ॥ ৩২
প্রতপ্ত প্রতিমাশ্লেষে হপত্যুর্দ্ধে পতনে হপিচ।
কথিতো দেবি-বৃত্তান্তঃ কারণঞ্চ যথা গমম্॥ ৩৩
ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতি খণ্ড ৩২ অঃ

(ক্রমশঃ)



উৎসব

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।



জগতের শান্তি।

মানব জাতি যেন অত্যন্ত অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। কিসে শান্তি হইবে?

জান আর সেবা কর।

কাহাকে?

যাঁহাতে এই জগৎ ভাসিতেছে তাঁহাকে—ঈশ্বরকে।

কি করিলে জানা হয় আর কি করিলেই বা সেবা হয়?

গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ কর ইহাতে ঈশ্বরকে জানিবে—কিন্তু পরোক্ষভাবে। যাহা শুনিয়া জানিলে তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা কর ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিবে। ঈশ্বরকে অনুভব করিবার আরম্ভস্তর হইতেছে সেবা।

ভাল করিয়া বল সেবা ধর্ম্মটি কি। আমি সেবা ধর্ম্মটি ভাল করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া জীবনকে সফল করিতে চাই।

শুধু তুমি কেন সমগ্র মানব জাতি যদি যথার্থ ভাবে সেবা ধর্ম্মটি বুঝে—বুঝিয়া সেবা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তবে জগৎ শান্ত হইবেই নিশ্চয়।

বলুন—সেবা ধর্ম্ম কি, আর কিরূপেই বা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

ঈশ্বরের সেবাই সেবা। যাঁহারই সেবা কেন না কর—যদি ঈশ্বর বোধে সেবা কর তবেই তুমি সেবা ধর্ম্ম বুঝিয়াছ জানিও। আর ঈশ্বর বোধ নাই

সেবা করিতে যদি ছুট তবে ইহাতে যতই কেন না সাময়িক সুবিধা থাকুক—তোমারও স্থায়ী কোন সুবিধাও থাকিবেনা, আর যাহার সেবা করিলে তাহারও স্থায়ী কোন উপকার হইবেনা।

বুঝিতে পারিতেছি না—তুমি কি বলিতেছ।

কি বুঝিতেছনা?

ঈশ্বরের সেবা করিলে এবং ঈশ্বর বোধে সকলের সেবা করিলে জগতের শান্তি কিরূপে হইবে—ইহাই প্রথম জিজ্ঞাস্য। পরে অন্য জিজ্ঞাস্য বলিব।

যাহারা ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক জানে না তাহারাই ঈশ্বরের নাম লইয়া পৃথিবীকে রক্তারক্তিতে ভাসাইয়া দেয়। নতুবা যিনি পরম শান্ত, যিনি করুণা বরুণালয় যিনি সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি তাঁহাকে ভজিয়া অন্ত হিংসা দ্বেষ কি থাকে?

তুমি কি নিজের বিচারের কথা বলিতেছ—না এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জনেরও মত ইহা?

আমি নিজে কি বলিব বল? শাস্ত্রই এই কথা বলিতেছেন। আমি যুক্তি দিয়া শাস্ত্রের কথাই বলিতেছি।

শাস্ত্র কি বলিতেছেন?

শাস্ত্র বলেন—

"ভূতাবমানিনার্চ্চায়ামর্চ্চিতোঽহং ন পূজিতঃ"

শাস্ত্রও আরও বলেন—

সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ॥
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈক ভেদৈ দ্রব্যৈর্মে নাস্বতোষণম্॥
ভূতাবমানিনার্চ্চায়ামর্চ্চিতোঽহং ন পূজিতঃ॥

সংস্কৃত ত বুঝিনা। ভাষায় বল।

শ্রবণ কর। শ্রীভগবান্ আপনি বলিতেছেন—জননি! সকল প্রাণীতে আমি আত্মা হইয়া অবস্থান করি। যাহারা মূঢ় তাহারা ইহা না জানিয়া কেবল বাহ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মের উপকরণ রূপ বিবিধ দ্রব্যে আমার সন্তোষ হয় না।

যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর অবমাননা করে সে যেমন করিয়াই আমার অর্চ্চনা করুক তাহার পূজা আমি গ্রহণ করি না। ধর্ম্ম জগতে ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। তুমি ঈশ্বরকে ডাক কিন্তু মানুষকে ঘৃণা কর, মানুষকে হিংসা কর তুমি কি কখন

ঈশ্বরকে ডাক ? হইতেই পারে না। ঈশ্বরকে ডাকিয়া মানুষ হিংসা দ্বেষ করিতেই পারে না। তবেই হইল যে ধর্ম্মে রক্তারক্তি থাকে সে ধর্ম্মে ঈশ্বরকে জানা হয় নাই।

তাই বুঝি বলিতেছ "জ্ঞান আর সেবা কর" জগতে শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে ?

নয় কি ? ঈশ্বরকে নিজের ভিতরে জানিতে চেষ্টা কর আর ঈশ্বরকে বাহিরে—লোক ব্যবহারে জানিতে চেষ্টা কর। এই উভয়ের একটি বাদ দিলেও তোমার ঠিক ঠিক জানা হইবে না, ধর্ম্মের কলঙ্ক লইয়াই তুমি উৎপাৎ করিবে আর পৃথিবীর পাপ ভার বাড়াইবে মাত্র। ভিতরে জানাটিতে তোমার সাধনা হইবে আর বাহিরের জানাতে তোমার ভিতরের ভাবটি বাহিরে প্রয়োগ করা হইবে। এইরূপে ভিতরের সাহায্যে বাহির, এবং বাহিরের সাহায্যে ভিতর—এই ভাবে তোমার ঈশ্বরকে ডাকা মৌখিক হইবে না। তুমি ভিতরে বাহিরে ঈশ্বরের সেবা করিয়া রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া প্রেমময়ের চিহ্নিত মানুষ হইতে পারিবে। সকল মানুষ যদি এই পথে চলে তবেই মানুষ মানুষকে ভাল বাসিতে শিখিবে। বল মানুষের এই প্রেম যদি জাগে তবে হিংসা দোষের স্থান কোথায় ? জগতে হিংসা দ্বেষ না থাকিলেই জগতের শান্তি। হিংসা দ্বেষ পশুর মধ্যে থাকুক, হিংসা দ্বেষ অসুরের থাকুক—মানুষের মধ্যে—বিশেষ ধার্ম্মিক মানুষের মধ্যে ইহা থাকিবে কিরূপে ?

আহা—বড় সুন্দর ত। আহা ! ঈশ্বরের সেবার কথা আরও ভাল করিয়া বল।

ভিতরে—যিনি তোমার ভিতরে নিত্য বিরাজমান, সকলের ভিতরে নিত্য বিরাজমান তাঁহাকে অনুভব করিবার জন্য বাহিরেও তাঁহার বিভূতি বিরাজিত। বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, বাহিরের রূপ গুণ দেখিয়া যে বাহিরটা ভোগ করিতে ছুটিল, বাহিরের সৌন্দর্য্য বাহিরের রূপ গুণ দেখিয়া যে ভিতরে তাঁহার চরণতলে বিশ্রামের সুখ অনুভব করিতে পারিলনা—সে ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিতে পারিল না—এরূপ ব্যক্তির ঈশ্বর জানা ও সেবা ঠিক ঠিক হইল না ; তথাপি ইহারা যদি ধর্ম্ম করে, তবে এইরূপ ব্যক্তি ধর্ম্মের ব্যবসা করিয়া ফেলিবে ; এইরূপ ব্যক্তি ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী হইয়া পতিত হইয়া যাইবে।

জানিয়া সেবা করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিবার দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে।

বাহিরের প্রকৃতি দেখিবার জন্য এস এই বাগানটি একবার দেখি। ছোট বড় কত গাছ এখানে, কত বর্ণের কত ফুল ফুটিয়াছে এখানে, বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের কত পাখী এখানে, আর কত প্রকারের কত সুন্দর প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিতেছে এখানে। পাখীরা সুন্দর শব্দ করিতেছে, প্রজাপতিগণ খেলা করিতেছে, পবন ইহাদের সকলের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। ঐ গোলাপটি কত সুন্দর দেখ—দুইটি গোলাপ—গাছের শীর্ষ দেশে দুইটি ফুটন্ত গোলাপ—একবার বায়ুভরে একটি আর একটির গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া পরক্ষণেই পৃথক হইয়া হাসিতেছে—ইহা কত সুন্দর। এই উদ্যানের শোভা দেখিয়া কে ভাববান্ হয়?

একটি গরু ফুটন্ত গোলাপটি দেখিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া, জিহ্বা বক্র করিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল এখানে দেখার শেষ এই পর্য্যন্ত। একজন বিলাসী গোলাপটি দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পুষ্পটিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া নাড়িল শুঁখিল আর জেবে রাখিয়া ক্ষণিক তৃপ্তি সাধন করিল বা শোভা দেখাইবার জন্য এখানে ওখানে ছুটিল। শোভার সদব্যবহার এখানে ক্ষণিক ভোগ। কেহবা ফুলটি দেখিয়া উহাকে বৃন্তচ্যুত করিলনা—দেখিয়া বলিল ফুলটি দুলুক ওখানে, বিস্তার করুক উহার শোভা, উহার সৌরভ, তুমি দূর হইতে দেখ, দেখিয়া সুখ ভোগ কর। এখানেও ভোগকে একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার চেষ্টা রহিল মাত্র। আর একজন ফুটন্ত গোলাপ দেখিয়া ভাবিল আহা কি সুন্দর! কিন্তু এ সৌন্দর্য্য কাহার? কোথা হইতে এ সৌন্দর্য্য আসিল? সূর্য্য হইতে রশ্মির মত কোন্ সৌন্দর্য্য সূর্য্য হইতে এই রশ্মি কণা বাহির হইতেছে? আহা সকল সৌন্দর্য্যের আধার তুমি—সব শোভার মন্দির তুমি—সকল রসের রস তুমি—তুমি আমার হৃদয় কমলে সর্ব্বদা রহিয়াছ, তোমার কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র নানা ভাবে বলিতেছেন—আহা! তোমার সৌন্দর্য্যের একটু কণা পূর্ব্ব সুকৃতি ফলে এখানে ভাসিয়া আসিয়াছে আহা! আহা! তুমি কত সুন্দর! কত সুন্দর! বলিতে বলিতে ইনি গৃহ প্রবেশ করিলেন—বাহিরে ভোগ লালসা তৃপ্তির জন্য আর ইহার গায়ে ঢলিয়াও পড়িলেন না, বৃন্তচ্যুত করিয়া জেবেও রাখিলেন না বা জিহ্বা বাঁকাইয়া খাইয়াও ফেলিলেন না। যিনি শ্রীভগবানের কথা গুরুমুখে শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছেন, যিনি শ্রীভগবানকে সকল রূপের, সকল গুণের, সকল শোভার আধার জানিয়াছেন তিনি বাহিরের রূপ গুণ বা শোভা দেখিয়া ভিতরে তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনায় মন দিলেন। ভিতরে তিনি—তাঁহার কাছে যাইবার জন্য বাহিরেও

তাঁহার শোভা ছড়াইয়া দিয়াছেন তিনিই। সমস্ত জগৎটা তাঁহারই মন্দির। এখানে যত কিছু সুন্দর বস্তু আছে—সবই তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহাকে ভিতরে বাহিরে অনুভব করিয়া ধন্য হইবার জন্য—তিনিই যে সব সাজিয়া আছেন—বাহিরের নাম রূপের আবরণে আত্ম গোপন করিয়া একমাত্র তিনিই বিরাজমান—ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার জন্য।

এখন এস দেখি একবার মনুষ্য জাতির দৃষ্টান্তে তাঁহাকে জানা ও সেবার কথা কই, আর দেখি জগতের, মানব জাতির প্রকৃতি শান্তি কোথায়?

সেদিন কার সেই মহাযুদ্ধের পর এখনকার সভ্যজাতি যাঁহারা তাঁহারা যে অবস্থায় আসিয়াছেন তাহাতে আজ কাল সভ্য জাতি সমস্ত বলিতেছেন পৃথিবী নিতান্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। জগতে শান্তি স্থাপিত হউক ইহা সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছে। এজন্য ইঁহারা নূতন করিয়া জাতি গঠন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু জাতিকে একটা আদর্শ না দিলে জাতি গঠিত হইবে কিরূপে? সভ্য জগৎ যে আদর্শ দিতে ইচ্ছা করেন দিন—কিন্তু আমরা বলি একটী সনাতন আদর্শ আছে—সেই আদর্শ ধরিয়া জাতি, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি গঠিত হউক জগৎ শান্ত হইবে।

এই সনাতন আদর্শ কি?

ইহাই ত বলিতেছি—"জান আর সেবা কর"। জানিবে কি জান? একমাত্র ঈশ্বরই সত্য—ইঁহাকে ব্রহ্মই বল আর ভগবানই বল—আর আত্মাই বল—আর যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—

"বন্দে শারদ পূর্ণচন্দ্র বদনং বন্দে কৃপাম্ভোনিধিং" ইত্যাদি আবার বলি জানিবে কি জান—যিনি নির্গুণ, যিনি সগুণ, যিনি আত্মা, যিনি অবতার—যিনি মিথ্যা আবরণ দূর করিয়া—যিনি ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং—যিনি আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক অপসারিত করিয়া পূর্ণ সত্যরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান, আবার সর্ব্বদা আপন আপনি আপনি স্বরূপে নিত্য অবস্থিত হইয়াও যিনি মিথ্যা মায়া তুলিয়া—মায়াধীশ হইয়া ঈশ্বর, যিনি মিথ্যা জীব সাজিয়া মায়াধীন আবার যিনি মিথ্যা মায়ার সাহায্যে মায়া মানুষ—বলিতেছিলাম এই চৈতন্যই সত্য—বলিতেছিলাম এই চৈতন্যই আত্মা—আর যাহা কিছু সবই অনাত্মা। অনাত্মাকে, অবিদ্যাকে অজ্ঞানকে দূর করিবার জন্য একদিকে—বাহিরের যাহা কিছু দেখ—সব মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া বৈরাগ্যের সাধনা কর, আর

ভিতরের সেই চৈতন্যই সত্য বলিয়া সত্য সাধনা অভ্যাস কর এই বৈরাগ্য ও অভ্যাস এই দুয়ের সাহায্যে অজ্ঞান দূর কর—করিয়া সমাজ গঠন কর জগতে শান্তি আসিবে। বাহিরের সমস্ত কর্ত্তব্য কর কিন্তু ভিতরে আপনার নিঃসঙ্গ স্বভাবে থাকিবার জন্য সাধনা কর—অত্যন্ত কঠিন হইলেও মূলকথা ইহা। সমাজে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার প্রয়োগের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক।

পিতামাতা আচার্য্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, অতিথি এই লইয়াই না সমাজ? জান যে একমাত্র সত্য স্বরূপ ভগবানই পিতা হইয়া আসেন, মাতা হইয়া আসেন, আচার্য্য হইয়া আসেন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, অতিথি সব সাজিয়া আসেন, শুধু ইহাই নহে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পর্ব্বত, সাগর, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ফুল—একমাত্র তিনিই এই সব সাজিয়াছেন। তিনি ভিতরে অবিভক্ত সদা থাকিলেও বাহিরে তোমার অজ্ঞানে তুমি তাঁহাকে বিচিত্ররূপে দেখিতেছ মাত্র। যেমন স্বপ্নে একমাত্র মনই বহুরূপে সাজিয়া স্বপ্নে খেলা করে আর স্বপ্ন ভাঙ্গিলে দেখা যায় যাহা দেখিলাম সব মিথ্যা—সেইরূপ অজ্ঞান স্বপ্ন যাঁহাদের ভাঙ্গিয়াছে তাঁহারা দেখেন এটা ওটা সেটা, পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু এ সব অজ্ঞানের দীর্ঘ স্বপ্নে দেখা যাইতেছিল কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে দেখিতেছি তুমিই আছ—আর সমস্তই তোমার গায়ে ছায়া ছায়া মায়া মায়া মত ভাসিয়াছিল; অতএব সব তুমি সব তুমি বলিয়া বলিয়া পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র সবার সেবাতে তোমারই সেবা হইতেছে এই আদর্শ সমাজকে দাও—আর দেখ রাগদ্বেষ ইত্যাদি দূর হয় কি না?

শ্রুতি ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন, পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্য দেবো ভব, অতিথি দেবো ভব। পিতাকে ভগবান ভাবিয়া সেবা কর, মাতাকে, স্ত্রীকে, পুত্রকে, কন্যাকে, আচার্য্যকে, অতিথিকে, ভগবান্ ভাবিয়া সংসার কর—জগৎ করুক জগৎ শান্ত হইবে। সব তুমি সব তুমি—ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া—ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া পরিবার, সমাজ, জাতির সেবা কর তুমি সংযমী হইয়া জগতের হিতও করিলে আর নিজেও সংসার সাগর হইতে মুক্ত হইলে।

ইন্দ্রিয় লাম্পট্য।

শতবার না বলি ঠাকুর "আমাকে" "তোমার কর"। বিপদের উপর বিপদ আমাকে ঘিরিয়াছে। তোমার পথে যাইতে পদে পদে বাধা পাইতেছি। তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়া কথা কহিতে ভুলিয়া যাই, তোমাকে শুনাইবার জন্য স্বাধ্যায় করিতে মনে থাকে না, সকলের মধ্যে তুমি আছ মনে রাখিয়া সর্ব্বত্র তোমাকে প্রণাম করিতে নিত্যই ভুল হইয়া যায়, তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিতে ভুলি, সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে আদৌ মনে থাকে না, যাঁহারা তোমায় পাইয়াছিলেন তাঁহারা তোমার সঙ্গে যে কথা কহিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা লইয়া যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ থাকি কিন্তু তাহা লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারি না—সে জন্য প্রাণপণও করিতে মনে থাকে না, নামমূর্ত্তি—মন্ত্রমূর্ত্তি তুমি—তোমার নাম সর্ব্বদা করিয়া করিয়া অন্তরে তোমাকে সর্ব্বদা প্রণাম করিয়া করিয়া, বাহিরের সবও তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া প্রণাম করিয়া করিয়া মননের ত্রাণ করিতে পারি না—তোমার সঙ্গে ভিতরে ব্যবহারও হয় না—লোকরূপী তুমি—লোক ব্যবহারও হয় না। বিপদে পড়িয়াছি—তথাপি প্রপন্ন হইয়া "তবাস্মি" যাচ্ঞা করিতে পারিলাম না—কদাচিৎ "তোমার আমির" স্মরণ প্রকৃত ভাবে হইলে কাঁদি আহা! ভবরোগ বৈদ্যের ঔষধ ও পথ্য কোনটাই ব্যবহার করিতে পারিলাম না। নিজের ব্যাভিচার দেখিয়া কত ধিকার দি—অন্যের ব্যভিচার আর কি দেখিব বা দেখাইব?

লাম্পট্য ত্যাগ কর হইবে এইত তুমি বলিতেছ? আচ্ছা কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করি। তোমাকে ভুলিয়া বিষয় ভোগ করাই লাম্পট্য। আমার সকল ইন্দ্রিয়ই লম্পট। মধুর রূপ দেখিতে চক্ষু লম্পট, মধুর শব্দ শুনিতে শ্রোত্র লম্পট, মধুর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে নাসিকা লম্পট, মধুর রস গ্রহণে জিহ্বা লম্পট, মধুর স্পর্শ স্পর্শিতে ত্বক্ লম্পট, ইন্দ্রিয়ের রাজা মন যা তা চিন্তা লইয়া লম্পট, বাক্ যা তা উচ্চারণে লম্পট। যদি ইহারা রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদির আধার যে তুমি—তোমাতেই সবরূপ সব রস সব গন্ধাদি ভোগ করিতে ব্যাকুল হইত—যদি সতী সাবিত্রীর মত ইহারা বলিতে পারিত—

ন কাময়ে ভর্ত্তৃ বিনা কৃতং সুখং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃ বিনা কৃতা দিবম্।

ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনা কৃতা প্রিয়ং
ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্॥

মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯৭ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক।

আমার স্বামীর হস্ত হইতে না পাইলে অন্যের দেওয়া কোন সুখ আমি কামনা করি না, আমার স্বামী লইয়া না গেলে অন্য কাহারও সঙ্গে আমি স্বর্গে যাইবার সুখও প্রার্থনা করি না, স্বামী আমাকে ধন প্রদান না করিলে অন্যের দত্ত লক্ষ্মীও আমি চাই না, অধিক কি স্বামীহীনা হইয়া আমি প্রাণ রাখিতেও ইচ্ছা করি না—যদি সতী স্ত্রীর মত এইরূপ আমি করিতে পারিতাম তবে বুঝিতাম আমার ইন্দ্রিয়গণ আর লাম্পট্য করে না। যদি চাতকের মত সর্ব্বদা জলধর জলধর করিয়া শুধু জলধরের জলের জন্যই অপেক্ষায় থাকিতে পারিতাম, নদী তড়াগ সরোবরের জল সুলভ হইলেও আমি তাহা পান না করিয়া শুধু জলধর প্রদত্ত জল পানের জন্যই পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়াও শুধু জলধরের দিকেই চাহিয়া চাহিয়া সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল জলধর জলধর করিতাম, জলধর জল না দিয়া বজ্রহানিলেও পুড়িতে পুড়িতেও জলধর জলধর করিয়া মরিতে পারিতাম তবে বুঝিতাম আমার লাম্পট্য গিয়াছে। ইহাত হয় নাই—যদি কিছু ভোগ চাই, তাহা তোমাতেই ভোগ করিব, শতবার ইচ্ছা করিলেও কার্য্যকালে আমারত তাহা মনে থাকে না—আমার লম্পট ইন্দ্রিয়গণ আমাকে আমার প্রাণের প্রাণ তোমাকে ভুলাইয়া যে এখনও বিষয় ভোগ করায় আহা আমার এই লাম্পট্য যায়না বলিয়াই না আমার সর্ব্বস্বকে আমি সবখানি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারি না।

মনে ভাবি বিষয় ভোগ করাই ত ইন্দ্রিয়ের স্বভাব। ইন্দ্রিয় আপন স্বভাব মত স্বাভাবিক কর্ম্মে আনন্দ পাইলে লাম্পট্য কেন হইবে? আহা মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন—

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু—
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ—
দাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥১॥ কঠ—দ্বিতীয় অধ্যায়—

প্রথমাবল্লী।

স্বয়ম্ভুঃ খানি পরাঞ্চি ব্যতৃণৎ। তস্মাৎ—উপলব্ধা, পরাঙ্ পশ্যতি—অন্তরাত্মন্ ন পশ্যতি।

কশ্চিৎ ধীরঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্ আবৃতচক্ষুঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ।

স্বয়ম্ভূ—পরমেশ্বর চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে বহির্গমনশীল করিয়া হিংসা বা হনন করিয়াছেন সেই হেতু উপলব্ধা যে জীব—সেইজীব প্রত্যগ্‌রূপ অনাত্মভূত যে শব্দাদি তাহাই দেখে—তাহাই উপলব্ধি করে—অন্তরে যে আত্মা আছেন তাঁহাকে দেখেন না। কোন ধীর সাধক—বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন বিচারবান্—আত্মার নিত্য স্বভাব যে অমৃতত্ব—তাহা ইচ্ছা করিয়া—আমি আত্মা—আমি বহির্গমনশীল ইন্দ্রিয় নই—আমি আত্মা বলিয়া অমর হইয়াই থাকিব এই ইচ্ছা করিয়া অমৃতচক্ষু হইয়া—অর্থাৎ চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় ভোগ করিতে না দিয়া প্রত্যগ্‌স্বরূপ আত্মাকে—আপন স্বরূপকে দর্শন করেন।

আমি মন ও ইন্দ্রিয়ের বাহিরের কবাট বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও পারিতেছি না—অন্তরের কবাট খুলিয়া ভিতরে তোমাতে ডুবিয়া যাইতে পারিতেছি না। লোকে বলে আমার দেবতার—আমার শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু—এই আত্মপুরুষের অনুগ্রহ ভিন্ন আমি কখনও মন ও ইন্দ্রিয়কে ইহাদের লাম্পট্য ছাড়াইতে পারিব না।

তাঁর অনুগ্রহ চাই। তিনি পশ্চাৎ গ্রহণ করেন—কাহাকে? যাহাকে তিনি পশ্চাৎ গ্রহণ করিবেন তাহাকেও ত অগ্রে কিছু করিতে হয়। অগ্রে আমাকে নির্গত—গ্রহণ হইতে হইবে—মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ ভিতর হইতে নির্গত করিতে হইবে—অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মনকে উপদেশ কর, ইন্দ্রিয়গণকে উপদেশ কর কত কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরিয়া বাহিরের কত কি গ্রহণ করিলে কিন্তু জুড়াইতে কি পারিলে? পূর্ণ হইতে কি পারিলে? পার নাই—আর তবে গ্রহণে কাজ নাই—তোমাদের বাহিরের বিষয় গ্রহণের ইচ্ছা পর্য্যন্ত আমা হইতে নির্গত হইল—কর এই নিগ্রহ—মনের নিগ্রহ বা শম এবং ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বা দম—এই শমদম অভ্যাসে প্রাণপণ কর—ইহাই আমার কর্ম্ম। আমার কর্ম্ম আমি করিতে যদি প্রাণপণ করি তবে শ্রীভগবান অনুগ্রহ করিবেন। যে চেষ্টা করেনা আত্মা তাহার জন্য কিছুই ত করেন না। প্রথমে নিগ্রহ পরে অনুগ্রহ।

ইন্দ্রিয়কে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ আর গ্রহণ করিতে দিবনা ইহাত বড় কঠিন। যিনি অভ্যাস করিতে চেষ্টা করেন তিনিই কঠিনত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। সকলে ত ইহা পারে না। আমি মূর্খ আমি নষ্ট বুদ্ধি আমিত কিছুতেই পারি না। সেইজন্য আমার পক্ষে যাহা সহজ তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

একবারে পারনা—সেই রূপ রসাদির আধার যে পুরুষ তাঁহাতে রূপ রসাদি দেখিতে অভ্যাস কর। ইহাই ভক্তি পথ। তুমি যাহাদিগকে দেখা দিয়াছ

তাঁহারা তোমাতেই সব রূপ দেখেন, তোমার অঙ্গেই সব রস পান, তোমার দেহের গন্ধে সমস্তই আঘ্রাণ করেন, তোমার দেহস্পর্শ করিয়া স্পর্শ শীতলতা লাভ করেন, তোমার উচ্চারিত বাক্যের শব্দে কর্ণতৃপ্ত করেন এই পুরুষ তোমার হৃদয়ের রাজা, এই পুরুষ সর্ব্বদা তোমাতে—তোমার হৃদপুণ্ডরীকে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া এই পুরুষকে ভোগ করিতে চেষ্টা কর। যদি বল হৃদয়ে আছেন না হয় বিশ্বাস করিলাম—কিন্তু শূন্যে শূন্যে কি আলিঙ্গন হয়, না শূন্যে শূন্যে মালা পরান হয়, না শূন্যে শূন্যে পদ সেবা হয়? হয়—ইহাই মানস পূজাতে করিতে হয়—প্রত্যহ কল্পনাতে করিতে করিতে শেষে সত্য সত্যই তাঁহাকে আসিতে হয়।

একটা সরস অভ্যাস এই পুরুষকে পাইবার জন্য বলি। এই পুরুষকে জানাইয়া—এই পুরুষের অনুমতি লইয়া কথা কহিতে অভ্যাস কর, সন্ধ্যা পূজা করিতে অভ্যাস কর, স্নান আহার, শয়ন গমন—সমস্ত কার্য্য করিতে থাক—এই—রূপ ভিতরের ও বাহিরের অভ্যাসে মন নিরন্তর এই আত্মপুরুষকে লইয়াই থাকিতে শিখিবে—ভিতরে আত্মপুরুষের ধ্যান চলিবে আর বাহিরের সব মূর্ত্তিতে সেই অমূর্ত্তের মূর্ত্তিকে দেখিয়া দেখিয়া প্রণাম চলিবে, প্রণাম করিয়া করিয়া সর্ব্বদা নাম লওয়া অভ্যাস হইয়া যাইবে। ইহাও যদি কঠিন মনে কর তবে পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি অবলম্বনে ইহা অভ্যাস কর, হইবে।

বুঝিতেছ কি করিবার কথা বলা হইতেছে? বাহিরে ত কত দেখিলে কত শুনিলে পূর্ণত হইতে পারিলে না—তবে বাহিরের দেখা শুনা ত্যাগ করিয়া—সব রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সেই এক আত্মার অঙ্গে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর—মনে মনে মনকে সেইরূপ খুজিতে নিযুক্ত কর, তার কথা শুনিতে পাইবার অপেক্ষায় থাক, ধীরে ধীরে তার চরণ কমল তোমার মস্তকে স্থাপিত যেন হইতেছে ভাবনায় দেখ, তার জন্য—তার প্রতি অঙ্গ জন্য তোমার প্রতি অঙ্গ অপেক্ষা করুক—প্রতি অঙ্গ কাঁদুক—এই অভ্যাস ভক্তিযোগ অভ্যাস।

জাগ্রতের দৃশ্য দর্শনের খেলা শেষ করিয়া ভক্তিযোগে স্বপ্নের খেলাকে জাগ্রত খেলা করিয়া সাধন কর। পরে স্বপ্নের খেলা শেষ করিয়া, সব খেলা শেষ করিয়া—সব কর্ম্ম শেষ করিয়া তাহার স্পর্শে পূর্ণত্ব অনুভব করিতে করিতে পূর্ণ হইয়া স্থিতি লাভ কর।

এই করিতে অভ্যাস কর দেখিবে সেও যেমন তুমিও তেমন। অজ্ঞান কাটিলেই বুঝিবে সেই তুমি—তুমিই সে। তখন আপনাকে মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয় দেহ

হইতে অতিরিক্ত যে আত্মা এইটি দৃঢ়ভাবে জানিয়া দেহ ধারণ করিয়া থাক। বাহিরে কর্ত্তৃত্ব করিবে—সকল কার্য্য, সকল ব্যবহারই ঠিক ঠিক করিয়াও ভিতরে তুমি যে বড় শুদ্ধ, বড় নির্ম্মল; বড়ই অসঙ্গ ইহার অভ্যাসে এই জন্মেই মুক্ত হইয়া যাইবে। প্রতিদিন কর্ম্ম ভক্তি যোগ ইত্যাদি নিত্যব্যাপার সারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবনা করিবে আমি দেহ নই, প্রাণ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি চৈতন্য, আমি আত্মা—সংসার আমাতে নাই, সুখ দুঃখ আমাতে নাই—আমি পূর্ণ, আমি পূর্ণ এই ভাবিয়া ভিতরে শান্ত হইয়া থাকিবে। বুঝিলে—ইহাই কার্য্য।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কৈকেয়ী ভরত সংবাদ।

"কালি রাম রাজা হবে আজ অধিবাস।
হেন কালে রামেরে দিলাম বনবাস॥"

* * * *

"মাতৃঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হ'য়ে রাজ্যকর বস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥"

কৃত্তিবাস

পিতার গৃহে পিতা নাই ভরত মাতাকে দেখিতে মাতার গৃহে আসিলেন। প্রবাসী পুত্রকে পাইয়া কৈকেয়ী অতি আনন্দে সুবর্ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মহাত্মা ভরত মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন গৃহ শ্রীভ্রষ্ট। ভরত তখন জননীর পবিত্র চরণ গ্রহণ করিলেন। কৈকেয়ী যশস্বী পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন পরে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন বৎস। আজ কয় রাত্রি মাতামহের গৃহ ছাড়িয়াছ? দ্রুত গতিতে রথে আসিতে তোমার কষ্ট হয় নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুল যুধাজিতের

কুশল ত? পুত্র! প্রবাসে ত সুখে ছিলে সমস্ত আমাকে বল। চিন্তাকুলেন্দ্রিয় ভরত তখন মাতার নিকট বলিতে লাগিলেন মা! আজ সাত রাত্রি আমি মাতামহের রাজধানী ছাড়িয়াছি। তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই ভাল আছেন। মাতামহ আমাকে যে সমস্ত ধনরত্ন দিয়াছিলেন, বাহকেরা পথে ক্লান্ত হওয়ায়, আমি সে সকল পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রেই আসিয়াছি। পিতার দূতেরা ত্বরা প্রদর্শন করাতেই আমি এখানে শীঘ্র আসিয়াছি। কিন্তু অম্ব। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর দাও। "মাতঃ পিতা মে কুত্রাস্তে একা ত্বমিহ সংস্থিতা। ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ" পিতা কোথায় মা, তুমি একা কেন, তোমায় ছাড়িয়া পিতা ত কখন থাকেন না, তোমার এই হেমভূষিত শয়নীয় পর্য্যঙ্ক শূন্য কেন মা? আর ইক্ষ্বাকুজনের কাহাকেও ত হৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না। রাজা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন-আজ ত তাঁহাকে দেখিতেছিনা—পিতাকে না দেখিয়া আজ দুঃখে ও ভয়ে বড়ই অস্থির হইতেছি। পিতা কোথায় মা? আমি তাঁহার চরণবন্দনা করিব—বল তিনি এখন কোথায়? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে? বল মা আমার কথার উত্তর দাও। রাজ্যলোভ মোহিতা ভরত মাতা তখন ঘোর অপ্রিয় কথা প্রিয় জ্ঞানে বলিতে লাগিলেন পিতৃবৎসল! সংসারে সকলেরই যে গতি রাজা, মহাত্মা, তেজস্বী, যাগশীল, সাধুগণের আশ্রয় তোমার পিতারও সেই গতি লাভ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ভরত শোকে অভিভূত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। সেই মহাবাহু ভরত বাহু যুগল ভূমিতে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে দীন ও করুণ বচনে বলিতে লাগিলেন হায় আমি হত হইলাম।

হা তাত কগতোহসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে।
অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং কগতোহসি ভো॥

হায় পিতঃ আমাকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া—রামের হস্তে আমাকে সমর্পণ না করিয়া আপনি কোথায় গিয়াছেন? ভ্রান্ত্যাকুলিত চেতন শ্রীভরত পিতার শূন্য শয্যা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

এতং সুরুচিরং ভাতি পিতুর্মে শয়নং পুরা।
শশিনেবামলং রাত্রৌ গগনং তোয়দাত্যয়ে॥
তদিদং ন বিভাত্যদ্য বিহীনং তেন ধীমতা।
ব্যোমেব শশিনা হীনমপ্‌শুষ্ক ইব সাগরঃ॥

পূর্ব্বে পিতা থাকিতে পিতার এই সুন্দর শয্যা, বর্ষার মেঘ আকাশ হইতে অন্তর্হত হইলে রাত্রিকালে নির্ম্মল গগনে চন্দ্রদেবের মত কতই সুশোভিত দেখিতাম, হায় আজ পিতার অভাবে শশাঙ্ক শূন্য আকাশের মত, সলিলশূন্য সাগরের ন্যায় ইহার আর কোন শোভাই প্রকাশ পাইতেছেনা। জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীভরত বাষ্পপুর্ণ নয়নে রুদ্ধকণ্ঠে বসনে বদন আচ্ছাদন করিয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। শোকার্ত্ত দেবসদৃশ পুত্রকে বনভূমিতে কুঠারচ্ছিন্ন শালবৃক্ষের শাখার ন্যায় পতিত থাকিতে দেখিয়া মাতা সেই শোকার্ত্ত মাতঙ্গসঙ্কাশ চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ পুত্রকে উত্থিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কি শেষে রাজপুত্র মহাযশঃ।
তদ্বিধা নহি শোচন্তি সন্তঃ সদসি সম্মতাঃ॥
দান যজ্ঞাধিকারাহি শীলশ্রুতি তপোঽনুগা।
বুদ্ধি স্তে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবার্কস্য মন্দিরে॥

উঠ উঠ রাজন্ তুমি মহাযশস্বী, তুমি ভূমিতে কি জন্য শয়ন করিয়া আছ? তোমার মত সাধু সম্মত জনগণ কখন শোক করেন না। হে বুদ্ধি সম্পন্ন, তোমার বুদ্ধি, শ্রুতি, শীল ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের অধিকারিণী। সূর্য্যমন্দিরে প্রভার ন্যায় তোমার বুদ্ধি সর্ব্বদাই তোমার অন্তরে বিরাজ করিতেছে। ভূম্যবলুণ্ঠিত অশেষ শোক সমাচ্ছন্ন ভরত বহুক্ষণ রোদন করিয়া মাতাকে বলিতে লাগিলেন মা! পিতা রামকে রাজ্য দিবেন এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন মনে করিয়া আমি মহাআনন্দে রাজগৃহে গিয়াছিলাম। ইহার অন্যথা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। নিত্য প্রিয় এবং হিতেরত পিতাকে ত আর দেখিব না। অম্ব আমার অনুপস্থিত কালে পিতা কোন্ রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন? রাম প্রভৃতি যাঁহারা দেহান্তে পিতার অগ্নি সংকারাদি করিলেন তাঁহারাই ধন্য। আহা! কীর্ত্তিমান্ মহারাজা আমি যে আসিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিতেছেন না, জানিলে তিনি সত্বর হইয়া আমার মস্তক সন্নত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা পিতার সেই সুখস্পর্শ হস্ত—আমার অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইলে যে হস্ত পুনঃ পুনঃ আমার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিত—হায় সেই সুখস্পর্শ হস্ত আজ কোথায় গেল? যাহা হউক মা! এখন তুমি রামকে শীঘ্রই আমার আগমন সংবাদ দাও। রামই আমার ভ্রাতা, রামই আমার পিতা। রামই আমার বন্ধু। অক্লিষ্ট কর্ম্মা রামেরই আমি দাস। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতা—আর্য্যধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা জানেন। আমি তাঁহার পাদপদ্ম গ্রহণ করিব—

এখন তিনিই আমার গতি। আর্য্যে! পিতা আমার ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মশীল, মহাভাগ, দৃঢ়ব্রত ও সত্যবিক্রমছিলেন—মরিবার সময় তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন বল শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

নাহি লজ্জা নাহি কিছু করুণা হৃদয়ে।
কৈকেয়ী কঠিন বাক্য কহে স্বতনয়ে॥

কৈকেয়ী নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন—

সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া॥

তুমি আশ্বস্ত হও আমি তোমার সমস্ত কার্য্যই করিয়া রাখিয়াছি। মরিবার সময় রাজা

হা রাম রাম সীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ।
বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ॥

বৎস! রাজা হা রাম রাম হা সীতা হা লক্ষণ পুনঃ পুনঃ বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। মহাগজ যেমন পাশদ্বারা বদ্ধ হয় তোমার পিতাও সেইরূপ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুকালে আমাকে এই মাত্র বলিলেন যে যাহারা সীতা ও লক্ষণের সহিত মহাবাহু রামকে পুনরায় সমাগত দেখিবে তাহারাই ধন্য।

ভরত নিতান্ত বিস্মিত—দ্বিতীয় বিপদের আশঙ্কায় ভরত বড়ই ভীত হইয়াছেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ অসহনীয়। তদপেক্ষা আরও বিপদ ভরতের সম্মুখে।

তামাহ ভরতো হেঽম্ব রামঃ সন্নিহিতো ন কিম্।
তদানীং লক্ষণো বাঽপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ॥

বিষন্ন বদনে ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন অম্ব! রাম কি নিকটে ছিলেন না? আর লক্ষণ ও সীতাই বা কোথায় গিয়াছিলেন?

রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন মনে করিয়া কৈকেয়ী বলিলেন পুত্র! সেই রাজকুমার চীর পরিধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছেন। ভরত আপনাদের বংশ মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া রামের চরিত্র দোষ আশঙ্কা করিয়া বড়ই ত্রস্ত হইয়াছেন—ভরত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ।
কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে।
কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ॥

মাতঃ রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছিলেন? রাম কি কোন নিষ্পাপ ধনবানের বা দরিদ্রের হিংসা করিয়াছিলেন? কিম্বা সেই রাজপুত্র কোন পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছিলেন? কি জন্য ভ্রাতা রাম দণ্ডকারণ্যে বিবাসিত হইলেন? তখন সেই বৃথা পণ্ডিত মানিনী চপলা ভারতমাতা স্ত্রী স্বভাবে যাহা যাহা করিয়াছেন সানন্দচিত্তে তাহাই বলিতে লাগিলেন—

ন ব্রাহ্মণধনং কিঞ্চিদ্ধৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কশ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রোবা তেনাপাপো বিহিংসিতম্॥
ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি।

বৎস! রাম কোন ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র ধনও অপহরণ করেন নাই; অকারণে কোন নিষ্পাপী ধনী বা দরিদ্রের কোনরূপ হিংসা ও করেন নাই। রাম কোন পরস্ত্রীর প্রতি চক্ষুপাতও করেন নাই। আমি তাঁহার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন দেখিয়া নৃপতির নিকট তোমার জন্য রাজ্য ও রামের জন্য বনবাস প্রার্থনা করি। পূর্ব্বে রাজা আমাকে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সুতরাং তিনি সত্য রক্ষার অনুরোধে তাহাই করিয়াছেন। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন। মহাযশা মহীপতি প্রিয়পুত্রের অদর্শনে শোকে আকুল হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এখন রাজত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্যই এই সমস্ত করিয়াছি। পুত্র তুমি ধৈর্য্য ধর—শোক সন্তাপ করিবার কিছুই নাই। এই রাজ্য ও নগরী নিষ্কণ্টকে তোমারই হইয়াছে। তুমি এখন বিধানজ্ঞ বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে অদীনসত্ত্ব রাজার প্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও—শোক করিবার এখানে কিছুই নাই।

পারিবে কি ভরতের দুঃখ হৃদয়ে আনিতে? পারিবেনা। তুমি যে অপরাধেভরা—জীবনের প্রথম হইতে আলোচনা করিয়া দেখ কত পাপ তুমি করিয়াছ, কত অপরাধ তুমি করিয়াছ। যদি সত্য কথা বল তবে গোস্বামী তুলসী দাসের মত তোমাকে বলিতে হইবে:"ম্যায় সম কোউন্ কপট খল কামী— এ শুনিয়ে শ্রীপতি স্বামী।" কিন্তু ভরতের ত কোন অপরাধ নাই, কোন কলঙ্ক নাই, কোন পাপ নাই। ভরত নির্ম্মল, ভরত শুদ্ধ, ভরত রাম ভরা। তবু ভরত আজ সকলের কাছে অপরাধী। মাতার দোষে আজ ভরতের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, কলঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু এ কলঙ্ক আর কতক্ষণ থাকে? শুদ্ধ, নির্ম্মল, অপরাধ শূন্য, পাপশূন্য ভরত, মেঘ সরিয়া গেলে সূর্য্যদেবের মত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছেন, বলিতেছি শ্রীভরতকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই বৃথা মেঘের আচ্ছাদন। ভরতের প্রাণ, রাম ভিন্ন কিছুই চায়না। ভরত রামগত প্রাণ। যাহার 'প্রাণ—সত্য সত্য রাম লইয়া মাতিয়া থাকে, সে কি আর এদিক ও'দিক সেদিক চাইতে পারে? যে একবারও রামকে ভোগ করিয়াছে সে কি কখন অন্য কিছু ভোগ করিতে ছুটিতে পারে? ভরতের ত কোন ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই। বিশাল রাজ্য কি রাম সুখের কণামাত্রও আনিতে পারে? রাম শূন্য যা কিছু তাহাই ত বিষবৎ লাগিবেই। রামকে ভাল বাসিলে, বৈরাগ্য যে আপনি আসিয়া পদতলে লুণ্ঠিত হয়। আবার বলি তুমি আমি ভরতের দুঃখ হৃদয়ে আনিব কিরূপে? তুমি আমি যে অপরাধে ভরা, কলঙ্কে পূর্ণ, পাপে সর্ব্বদাই উন্মজ্জিত নিমজ্জিত। তুমি আমি যে পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিনা—তুমি আমি যে মজ্জাগত পাপ মালিন্যে অসত্যকে সত্য ভাবি, দুঃখকে সুখ ভাবি, ব্যভিচারকে সাধু পথ মনে করি; আমরা কিরূপে ভরতের দুঃখ হৃদয়ে আনিব—আনিয়া সাধুপথে চলিব? শ্রীসীতার পথ আমাদের পথ নহে, শ্রীভরতের পথও আমাদের পথ নহে। ঐরূপ নির্ম্মল আদর্শ আমাদের পাপ মলীমস অন্তরে স্থান পাইতে পারে না। আমরা পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারি না, পাপ পথে ছুটিতেছি কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারিনা। পাপের অনুতাপ করিবে কে? আমরা বলি পাপই করিলাম না, ব্যভিচারই করিলাম না, অনুতাপ করিব কেন? আমার প্রাণে যাহা আনন্দ দিতেছে তাহাই আমার শ্রেয়ঃ। প্রেয়ই আমার শ্রেয়ঃ। অনুতপ্তও যখন কেহ করিতে পারিলনা তখন রত্নাকরের পথ বা অহল্যার পথ আমাদের অবলম্বনের বস্তু নহে। আমাদের জন্য আরও যাতনা চাই, আরও দণ্ড চাই, আরও বহুজন্ম চাই তবে যদি আমরা ফিরি। তবে যদি রত্নাকরের পথ ধরিয়া মরা মরা করিয়া —অহল্যার পথ ধরিয়া রাম রাম করিয়া ভরতের দুঃখ হৃদয়ে আনিয়া অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিয়া রামের অপেক্ষায় আমাদের থাকা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের জ্ঞানের কথা মৌখিক, আমাদের ভক্তির অভিনয় শঠতা, আমাদের ভগবানের সন্তোষ জন্য কর্ম্ম হৃদয়ের প্রতারণা মাত্র। ভগবান্ এইরূপ শঠ, প্রতারক, এইরূপ বিশ্বাস ঘাতকের গতি কি? প্রভু করুণা কর—কৃপা কর নিতান্ত মূঢ় আমরা, নিতান্ত নষ্ট বুদ্ধি আমরা আমাদের জন্য লঘুপায় ধরাইয়া দাও। যে লঘুপায় তুমি বলিয়া দিয়াছ তাহা ধরিবার অধিকার দাও।

বলিতেছিলাম মাতার মুখে পিতার মৃত্যু এবং প্রাণপ্রিয় রামের—সীতা ও

লক্ষ্মণের সহিত রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া ভরতের কি হইল? ভগবান্ বাল্মীকির মুখে এই কথা শুনিব পরে—আমাদের এই ভাবপ্রবল দেশে—আমাদের আপনাদের সাধক কবিগণের মুখে এই কথা অগ্রে শুনি এস।

আবাল বৃদ্ধ বনিতার বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস কৈকেয়ীকে দিয়া বলাইলেন

কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেন কালে রামেরে দিলাম বনবাস॥

* * * * *

মাতৃঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হয়ে রাজ্যকর বস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥

জগৎরাম বলিতেছেন

অংশীরে নিরংশী করি কৈল বনবাসী।
পাটে রাজা হও পুত্র মায়ে বলে হাঁসি॥

গোস্বামী রঘুনন্দন বলিতেছেন

তোমা লাগি করিয়াছি আমি এ করম।
রাজা হ'য়ে সার্থক কর তুমি মোরশ্রম॥
বাপধন করিয়াছি কর্ম্ম যে সকল।
এতদূর নহে মোর বাক্য বুদ্ধি বল॥
মোর সখী মন্থরা সে সুবুদ্ধিভাজন।
তার পরামর্শে হল এ কর্ম্ম সাধন॥
অতএব সন্তুষ্ট করহ তার মন।
দিয়া গ্রাম দাস দাসী বসন ভূষণ॥

কৈকেয়ী সরলা—সরলভাবেই সব কথা খুলিয়া বলিলেন। কৈকেয়ী নিজের ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া এখনও বুঝেন নাই। যে একবারও রাম দেখিয়াছে, রামকে আদর করিয়াছে, রামের আদর পাইয়াছে সে কুটিল হইতে কি পারে? সে শেষে অনুতপ্ত হয়, হইয়া রামই পায়। গোস্বামী লিখিতেছেন—

এই বাক্য যেইমাত্র কৈকেয়ী কহিল।
ভরতের বুক যেন বিদীর্ণ হইল॥

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকি মূর্চ্ছিত হইয়া।
পুনরায় উঠিলেন চেতন পাইয়া॥
বক্ষস্থলে করেছেন করের প্রহার।
নয়নে বহিছে অবিরল অশ্রুধার॥
ক্রোধে শোকে ভাল মতে না স্ফুরে ভারতী।
কাঁদি কাঁদি কহিছেন কৈকেয়ীর প্রতি॥
কলঙ্কিনী কদর্য্য কারিণি ক্রূরমতি।
কিবা অপরাধ কৈলা তোর রঘুপতি॥
কোন দোষ নাহি দেখি তাঁহার নয়নে।
পুষ্প নিরীক্ষণ যেন না হয় গগনে॥
যাবদীয় গুণের আকর রঘুবর।
জলের পরমাশ্রয় যেমন সাগর॥
আত্মপর বুদ্ধি যার নাহি ত্রিভুবনে।
যার গুণ অবিরত গায় সর্ব্বজনে॥
অকারণে হেন রামে পাঠাইলি বন।
কি দোষে বা বিনাশিলি রাজার জীবন।
কৌশল্যা হইতে প্রীতি করিতা তোমারে।
নৃপতি তাহার ফল দিয়াছ তাঁহারে॥
রাজ্য লোভে ছাড়ি, লোক—লজ্জা ধর্ম্ম ভয়।
করিলি এমন কর্ম্ম ত্রিলোকে না হয়॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামঃ

শরণং মম।

মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইবার উদ্দীপক কারণ কি? এবং দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমানা হইতে দেখিয়া সহৃদয় বৈদিক আর্য্যসন্তান দিগের কি শিক্ষা পাওয়া উচিত?

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

জিজ্ঞাসু—শ্রী অক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ এম, এ, বি, এল, মুন্সেফ্ এবং ইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, এম্, বি।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! আপনার সংগ্রাম ও শান্তিবিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, আমরা যে কিরূপ লাভবান্ হইয়াছি, তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। 'সংসার সংগ্রামক্ষেত্র, শান্তিভূমি নহে, আপেক্ষিক সুখ-শান্তির মুখ দেখিতে পাইলেও, কোন সংসারী চিরশান্তি সুখের মুখ দেখিতে পান না,' আপনার সংগ্রাম ও শান্তিবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে আমাদের হৃদয়ে এই সত্যের রূপ যথার্থ ভাবে পতিত হয় নাই, "সংসার দেবাসুরের সংগ্রামক্ষেত্র," সর্ব্ববিদ্যাময়ী, বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসূতি শ্রুতি মুখ হইতে এই তথ্যের সংবাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, ইতঃপূর্ব্বে 'সংসার দেবাসুরের সংগ্রামক্ষেত্র', এই প্রমেয় বহুল শ্রুত্যুপাদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। 'সংগ্রাম ও শান্তি' নামক সম্ভাষণে, সংগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই, সংসারকে কেন 'সংগ্রাম ক্ষেত্র' বলা হইয়াছে, আপনি সুন্দরভাবে তাহা বুঝাইয়াছেন, সংগ্রামের স্বরূপ কি, পরস্পর বিজিগীষা সংসারবাসীর কেন সভাবসিদ্ধ হইয়াছে, সংগ্রাম শব্দের নিরুক্তি গর্ভেই যে, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর বিদ্যমান আছে, আপনার কৃপায় তাহা অবগত হইয়া, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। শান্তির স্বরূপ কি,

সংগ্রাম ক্ষেত্র সংসারে বাস করিয়াও, মানুষ কিরূপে শান্তির কমণীয় রূপ নিরীক্ষণে সমর্থ হয়, কোন্ উপায়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রকেও শান্তিক্ষেত্র ক'রতে পারা যায়, আপনার সংগ্রাম ও শান্তি বিষয়ক উপদেশ শুনিয়া আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। 'অন্যকে উৎপীড়িত করিয়া,' 'পরের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক' কি বস্তুতঃ শান্তি হয়, সুখ হয়, এই প্রশ্নের, সংগ্রাম ও শান্তি নামক সম্ভাষণে যেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, আমাদের তাহা অপূর্ব্ব ও মনোহর সমাধান বলিয়াই, বোধ হইয়াছে। "পরকে উৎপীড়িত করিয়া সুখ হয়, একের প্রাণ নষ্ট করিয়া শান্তি হয়, আমরা এখনও ইহা যথার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না, ইতর জীবের কথা ছাড়িয়া দিলাম, জ্ঞানবান্, শিল্প-বিজ্ঞানকুশল সভ্য মনুষ্যগণও পরকে দুঃখ দিয়া শান্তি পান, সুখী হন, ইহা যে, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, সত্য হইলেও, ইহা যেন মিথ্যা হয়, আমাদের এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে। জ্ঞানবান্ শিল্প বিজ্ঞান-কুশল সভ্য মনুষ্য জাতিও যদি পরকে দুঃখ দিয়া সুখী হ'ন, তবে কি করিব? কোথায় যাইব? কাহাকেই বা বিশ্বাস করিব? তাহা হইলে,ব্যাঘ্র-সিংহাদি হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানবান, শিল্প-কলাকুশল মনুষ্যদিগকে ভীষণতর বলে মনে না হইবে কেন? যাঁহারা অন্যকে ক্লেশ দিয়া সুখী হন, শান্তি পান, তাঁহাদিগকে সভ্য, শিষ্ট, ধার্ম্মিক, বিদ্বান, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা যুক্তি সঙ্গত হইবে কেন? শাস্ত্র মুখ হইতে শুনিয়াছি, বিদ্বজ্জনের সমাগমে শূন্য স্থান ও জন সংকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, মৃত্যুও উৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আপদ ও সম্পদের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। মধুর সত্যবাণী, পরদুঃখ মোচনেচ্ছা, পাত্রে দান, দীনজনের সংরক্ষণ, সাধুসঙ্গতি, চরিত্রবান হওয়া, সৎপুরুষের ব্রত, তাঁহাদের নিত্য আচরণীয় কর্ম্ম, যাঁহারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন দীন জনকে উদ্ধার করেন, তাঁহাদিগ হইতে জগতে উৎকৃষ্টতর সৎপুরুষ নাই। যথোক্ত লক্ষণ সৎপুরুষ কি, তাহা হইলে, বস্তুতঃ নাই? 'সৎপুরুষ' শব্দটী কি বৈকল্পিক? সৎপুরুষ কি আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব পদার্থ? "পরোপকার পুণ্য এবং পরপীড়ন পাপ"। সুসভ্য বিদ্বজ্জনগণও যদি পরপীড়ন দ্বারা সুখী হন, তবে কাঁহাদিগকে পুণ্যবান্ বলিয়া অবধারণ করিব? তাহা হইলে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা কি উপকার হইয়া থাকে? সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে তাহা হইলে কি ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ থাকিবে? পরপীড়ন বা পাপাচরণ দ্বারা যদি সুখ প্রাপ্তি হয়, শান্তি লাভ হয়, তাহা হইলে, 'পাপ দুঃখের হেতু এবং পুণ্য সুখের কারণ' চিরপ্রসিদ্ধ, সুসভ্য বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক সমাদৃত এই উপদেশকে সত্যভূমিক বলিয়া বিশ্বাস করিব কিরূপে?

জিজ্ঞাসুর এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, যাদৃশ সমাধান করিয়াছেন, তাহা আমাদের অশ্রুত পূর্ব্ব, আমরা এই প্রশ্ন সমূহের এতাদৃশ পক্ষপাত বিরহিত, জ্ঞানগর্ভ সদুত্তর, কাহারও নিকট হইতে পাইবার আশা করি নাই। বাবা! আপনার 'সংগ্রাম ও শান্তি' নামক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, সাধারণ হিন্দু মুসলমান মধ্যে অহি-নকুলের ন্যায় নৈসর্গিক বৈরিভাব থাকা যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবশ্যম্ভাবী, যাঁহারা হিন্দু মুসলমানকে ইহাঁদের সহজ বৈরিভাব বিনাশ পূর্ব্বক একীভূত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে, সূক্ষ্মদর্শী নহেন, পূর্ণ প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ নহেন, আমরা তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিয়াছি, হিন্দু মুসলমান যে, চিরদিন হিন্দু-মুসলমানই থাকিবে, আমাদের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। জাত্যন্তর পরিণামের নিয়মানুসারে হিন্দু যদি মুসলমানের অথবা মুসলমান হিন্দুর প্রকৃতি পায়, প্রকৃতি যদি হিন্দুতে মুসলমানত্ব অথবা মুসলমানে হিন্দুত্ব আপূরিত করেন, তবেই স্বভাবতঃ ভিন্ন প্রকৃতিক, নৈসর্গিক বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এই জাতিদ্বয়ের একীভাব সম্ভবপর হইবে, নচেৎ নহে। অতএব হিন্দু মুসলমানকে (উভয়ের প্রকৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পূর্ব্বক) পরস্পরকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের আর কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইবার উদ্দীপক কারণ কি? দেখিতে পাই হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্বাভাবিক বিদ্বেষানল সর্ব্বদা সমভাবে প্রজ্জ্বলিত থাকেনা, কোন কোন দেশে বা সময় বিশেষে ইহা প্রজ্জ্বলিত হয়, প্রলয়ানলের ন্যায় ঘোরা মূর্ত্তি ধারণ করে, আবার কোন কোন দেশে বা সময় বিশেষে ইহা কিঞ্চিন্মাত্রায় শান্তভাবে অবস্থান করে। হিন্দু মুসলমান কিছু কাল পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছে, এ দৃষ্টান্তও নয়নে পতিত হইয়া থাকে। জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি প্রকৃতি বৈষম্য বশতঃ যে বিদ্বেষভাব আছে, তাহা উদ্দীপিত হইবার মুখ্য উদ্দীপক কারণ কি? দেবমন্দির দেববিগ্রহের অবমাননা করিবার প্রবৃত্তি মুসলমানদিগের সহজ হইলেও, ইহারা যে, সর্ব্বদা তৎপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে উদ্যুক্ত হয় না, তাহার কারণ কি? মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে যাওয়াই যে, মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি সহজ বিদ্বেষানলকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, আমাদের তাহা বিশ্বাস হয় না। মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে গমন করিলে, মুসলমানেরা ত পূর্ব্বে এইরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন না, আমাদের অনুমান, মুসলমানদিগের হিন্দুর

প্রতি সহজ বিদ্বেষানলকে প্রজ্জ্বলিত করিবার নিগূঢ় অন্য উদ্দীপক কারণ আছে।

বক্তা—আমার দৃঢ় প্রত্যয়, তোমাদের অনুমান নির্দ্দোষ। কার্য্য মাত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী (Predisposing) ও উদ্দীপক (Exciting) এই দ্বিবিধ কারণাবধারণ দর্শন শাস্ত্রের রীতি। কোন কার্য্যের পূর্ণভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে তাহার উপাদান নিমিত্তাদি সর্ব্বপ্রকার কারণের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা না করিলে, পূর্ণভাবে কার্য্য তত্ত্বানুসন্ধান হয় না। কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া লোকে সাধারণতঃ কারণ চক্রের মধ্যে অব্যবহিত, সুব্যক্ত কারণটীকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, ব্যবহিত বা সহকারি কারণ চক্রের দিকে সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় না।

জিজ্ঞাসু ইন্দুভূষণ—তত্ত্ব চিন্তকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাঁরা প্রত্যেক বিষয়েই প্রায়শঃ একটু না একটু ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া থাকেন। রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে প্রতীচ্য নৈদানিকদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ বহুবিধ মত আছে। বাহ্য (Extrinsic) ও আন্তর (Intrinsic) রোগোৎপত্তির এই দ্বিবিধ কারণ সর্ব্ববাদি সম্মত নহে। অধ্যাপক ডাক্তার জিগ্‌লারের মতে (Ziegler) সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট বাহ্য কারণই রোগোৎপত্তির নিদান, যাহাদিগকে রোগোৎপত্তির আন্তর কারণ বলিয়া অবধারণ করা হয়, তাহারা প্রকৃত পক্ষে বাহ্য শক্তিরই কার্য্য ("All internal condition being really due to external forces, at sometime or other in the History of the individual or the race")।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে, তাহা সারগর্ভ, সন্দেহ নাই, তথ্যানুসন্ধায়িগণের তাহা অবশ্য বিচার্য্য। মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইবার উদ্দীপক কারণ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ও উদ্দীপক বা আন্তর ও বাহ্য এই দ্বিবিধ কারণের স্বরূপাবধারণ করিতেই হইবে। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কার্য্য কারণের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল অনুমান করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহারা নির্দ্দোষ নহে। 'দেবমন্দির ও দেব বিগ্রহের অবমাননা করিবার প্রবৃত্তি মুসলমানদিগের স্বাভাবিক' হইয়াছে কেন, তাহা জানিবার চেষ্টা কর। কোরান পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, মহম্মদ পৌত্তলিকতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, যাহারা পৌত্তলিক (Idolaters)

তাহার তাঁহার মতে অধার্ম্মিক, নাস্তিক (Infidel, 'kafir') * তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা, বা 'ইস্লামিক' ধর্ম্মে দীক্ষিত করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য রূপে বিবেচিত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের দেবমন্দির ও দেব বিগ্রহ, বিনষ্ট করিবার প্রবৃত্তির ইহাই প্রধান সহজ কারণ।

জিজ্ঞাসুদ্বয় —বৈদিক আর্য্যেরা কি বস্তুতঃ পৌত্তলিক ?

বক্তা—অল্প কথায় ইহার যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বলিতেছি, বৈদিক আর্য্যেরা পৌত্তলিক নহেন, বৈদিক আর্য্যেরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসক, সর্ব্বব্যাপক সকলের অন্তরে বাহিরে সদা বিদ্যমান, সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমান্ পরমেশ্বরকেই বৈদিক আর্য্যেরা উপাসনা করিয়াছেন, অবিকৃত বৈদিক আর্য্য সন্তানগণ অদ্যাপি করিয়া থাকেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা না করিলে, কেহ কখন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে সমর্থ হয়েন না। এই বহু বিবাদাস্পদ বিষয়ের যথাসময়ে যথাসম্ভব সমালোচনা করা যাইবে। কি নিমিত্ত মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষানল এইরূপ তীব্র ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এখন তাহা চিন্তা করিতে হইবে। দেবমন্দির ও দেব বিগ্রহের প্রতি দেব প্রাণ বৈদিক আর্য্যদিগের হৃদয় বিদারক অত্যাচার হইতে দেখিয়া স্বধর্ম্ম

---

* "And fight for the religion of God against those who fight against you, but transgress not by attacking them first, for God loveth not the transgressors. And kill them wherever ye find them and turn them out of that whereof they have dispossessed you; for temptation to idolatry is more grievous than slaughter: yet fight not against them in the holy temple, until they attack you therein; but if they attack you, slay them there. This shall be the reward of the infidels. But if they desist, God is gracious and merciful. Fight therefore against them, until there be no temptation to idolatry, and the religion be God's: but if they desist, then let there be no hostility except against the ungodly."—The Koran translated into English. (The "Chandos Classics")

নিরত বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের কি শিক্ষা হইতেছে, তাহা ভাবিয়াছ কি? মামুদ, মহম্মদ গোরী, আরঙ্গজেব্ প্রভৃতি কর্ত্তৃক যখন দেব মন্দির ও দেব বিগ্রহের অবমাননা হইয়াছিল, তখন বৈদিক আর্য্যজাতির প্রাণ শক্তি বর্ত্তমান কালের ন্যায় একেবারে ক্ষীণ হয় নাই, ভগবদ্বিশ্বাস, স্বধর্ম্ম পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বৈদিক আর্য্যোচিত সদ্‌গুণগ্রাম তখন বৈদিক আর্য্য হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করে নাই। বিশ্বাস করিও, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, বিশ্বাস করিও, স্বধর্ম্ম নিরত পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হ'ন, স্বধর্ম্মরূপ তপঃ যৎ কর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয়, মানুষের কথাত দূরের পৃথিবীতে দেবতারাও তাঁহার কিঙ্কর, তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকেন। দেব ভক্তিই দেবপ্রাণ বৈদিক আর্য্যের জীবনীশক্তি, যে মুহূর্ত্ত হইতে বৈদিক আর্য্যেরা স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছেন, যে মুহূর্ত্ত হইতে ইহাঁদের দেবভক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাঁরা শাস্ত্রিত পুরুষকারকে ত্যাগ করিতেছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এই পবিত্র সম্পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শ জাতির অধঃপতন প্রবৃত্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইবার উদ্দীপক কারণ কি, মুসলমানেরা যে, বৈদিক আর্য্যজাতির স্বভাবতঃ বিদ্বেষী, তাহার হেতু কি, কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

— —

শ্রীরামঃ

শরণং মম

বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা বেদবোধিত সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে কেন, এই প্রশ্নের সমাধান।

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল, ভূতপূর্ব্ব মুন্‌সেফ্

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু—৺কাশীধামে বিবিধবিদ্যাকুশল, বিশেষতঃ সম্মানার্হ রাজকর্ম্মচারীপদে প্রতিষ্ঠিত নিয়ত পরোপকার পরায়ণ স্বভাবতঃ স্বধর্ম্ম নিরত, বিপন্নের নৈসর্গিক সুহৃৎ সদা শান্তবদন সদা শান্তচিত্ত পরলোকগত আমার এক বন্ধু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভাই নন্দ! আমি শুনিয়াছি, বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা বেদবোধিত সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে, ইহা কি যথার্থ? তুমি কি কোন দিন পূজ্যপাদ বাবা শিবরাম কিঙ্করের মুখ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছ? বাবা শিবরাম কিঙ্করের উপদেশ আমার বড় ভাল লাগে, তাঁহার উপদেশ শুনিলে, আমার বড় তৃপ্তি হয়, আমি তাই জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি এ সম্বন্ধে বাবার মুখ হইতে কিছু শুনিয়াছ কি না? আমি এতদুত্তরে বলিয়াছিলাম না দাদা! আমি বাবার মুখ হইতে অদ্যাপি এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই। দাদা! তোমার এই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে কেন?

দেখ নন্দ! আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যজাতি ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্তি পথে গমন করিতেছে, মহীশূর প্রভৃতি দেশে প্রত্যক্ষ করিতেছি, বহু বৈদিক আর্য্যসন্তান, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, বৈদিক

আর্য্যজাতির সংখ্যা ক্রমসঃ হ্রস হইতেছে, অতএব এই পবিত্র পুরাতন জাতির অল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে বিলোপ হইবে, আমার হৃদয়ে এইরূপ আশঙ্কা স্থান পাইয়াছে, "কলিতে সকলেই ম্লেচ্ছীভূত হইবে," পুরাণাদি শাস্ত্রের এই ভবিষ্যৎ-বাণীও বৈদিক আর্য্যজাতির ধ্বংস প্রাপ্তি হইবার ভয়কে বর্দ্ধিত করিতেছে। শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তি তেজস্বী হইয়া থাকেন, স্বধর্ম্ম পালন ব্যতিরেকে সুখ হয় না, উন্নতি হয় না, যে পুরুষ কর্ত্তৃক সদা নিজ ধর্ম্ম পালনরূপ তপঃ বর্দ্ধিত (সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত) হয়, মহামতি শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, মানুষের কথা কি, পৃথিবীতে দেবতারাও তাঁহার কিঙ্কর হন ("তপঃ স্বধর্ম্মরূপং যৎ বর্দ্ধিতং যেন বৈ সদা। দেবাস্তু কিঙ্করাস্তস্য কিংপুনর্ম্মনুজা ভুবি?"—শুক্রনীতিসার)। 'স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে নিধন প্রাপ্তিও শ্রেয়ঃ, তথাপি পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, পরধর্ম্মের আশ্রয় ভয়াবহ, অতিমাত্র অনিষ্টজনক,' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। "স্বধর্ম্ম" কাহাকে বলে, সুরাসুরগুরু শুক্রাচার্য্য 'স্বধর্ম্ম' শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে নিধনপ্রাপ্তিও বরং ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ ভয়াবহ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই বা এই স্থলে স্বধর্ম্ম বলিতে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। শাস্ত্রের এই সকল কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা হয়, তবে কি বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা বেদ-বোধিত সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে? খ্রীষ্টানেরা বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিবার সতত চেষ্টা করেন, মুসলমানেরা বিধর্ম্মীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে পরম লাভবান্ হইলাম মনে করেন, বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন তাঁহাদের উৎসবরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, ফলতঃ বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম্মেই বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিবার রীতি আছে। আপাত দৃষ্টিতে বোধ হয়, বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিতে পারিলে, জাতীয় বলবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব ইহা ন্যায় বিরুদ্ধ বা অহিতকর কার্য্য নহে। কিন্তু আমাদের অদূরদর্শি বিচারনেত্র দ্বারা এই গুরুতর বিষয়ের ঝটিতি কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে আমাদের তাহা অবশ্য শ্রোতব্য, অবশ্য মন্তব্য। মুসলমানেরা যে হিন্দু-দিগকে মুসলমান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে আসিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করা উচিত, ইদানীং অনেকে এইরূপ মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা, বেদবোধিত সনাতন

ধর্ম্মের অনুমোদিত কি না, আমার যে, তদবধারণের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, ইহাও তাহার উদ্দীপক কারণান্তর।

আমি বাবাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, এবং তিনি এ সম্বন্ধে যাহা বলিবেন, আপনাকে আমি তাহা জানাইব, আমার বন্ধুকে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই ইনি দুঃখময় মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ পূর্ব্বক সুখময় অমৃতধামে চলিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি এখন স্থূল দেহে বিদ্যমান নাই তথাপি আমার দৃঢ় ধারণা তিনি যাদৃশ ধার্ম্মিক ছিলেন, বিশুদ্ধ জ্ঞানবান্ ও ভক্তিমান্ ছিলেন, তাঁহার ঈশ্বরপ্রণিধান যাদৃশ ঐকান্তিক ছিল, স্বধর্ম্মানুরাগ যেরূপ প্রবল ছিল, আপনার প্রতি তাঁহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল, তাহাতে তাঁহার জিজ্ঞাসা যথাযথভাবে বিনিবৃত্ত হইলে, তিনি পরমানন্দ লাভ করিবেন, আপনি তাঁহার উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিলে, তিনি অতিমাত্র আপ্যায়িত হইবেন। আমি এই নিমিত্ত আপনাকে বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা বেদ বোধিত সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। পূর্ব্বে না হইলেও এখন আমারও এই বিষয়ের সমীচীন মীমাংসা কি, তাহা জানিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে।

বক্তা—তোমার উক্ত বন্ধুকে আমি কখন দেখি নাই, তাঁহার দেহ ত্যাগের ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে তিনি আমার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন। তিনি যে আমাকে এতভাল বাসিতেন, আমার প্রতি তাঁহার যে, এতাদৃশী শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার দেহ ছাড়িবার অল্পদিন পূর্ব্বে আমি তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, আমি তাহা অবগত হইয়াছি, দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং তাঁহার মনোভাব প্রকটিত করিয়াছিলেন। আমি যতদিন এই দেহে বাস করিব, ততদিন তাঁহাকে আমি আমার প্রাণ বলিয়াই ভাবিব, আমার বিশ্বাস তিনি আমার সহিত লোকান্তরে মিলিত হইবেন, স্বাশ্রিতের অভীষ্টদায়ক করুণাময় তাঁহার ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ রাখিবেন না। তুমি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, আমি যথা জ্ঞান তোমাকে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব। "বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা বেদ বোধিত সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে কেন," এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের সমালোচনা আবশ্যক হইবে, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? তোমার প্রশ্নটার সমাধান অল্পায়াস সাধ্য নহে, ইহা প্রমেয় বহুল, গম্ভীরার্থক বহু বিবাদাস্পদ প্রশ্ন। প্রশ্নটার সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, 'স্বধর্ম্ম' ও 'বিধর্ম্ম' এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

'ধর্ম্ম' কোন পদার্থ, ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে, দেশভেদে ধর্ম্মের ভেদ হইবার কারণ কি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জোরেস্তান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মগত ভেদ কি নিত্য? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জোরেস্তান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ইহারা কি চিরদিনই হিন্দু মুসলমানাদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, অথবা কর্ম্মবিশেষ ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছে? সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের স্বরূপ কি? একজাতি যে অন্য জাতিতে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার কারণ কি, কোন্ নিয়মানুসারে জাত্যন্তর পরিণাম হইয়া থাকে? তোমার প্রশ্নটীর সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, ইত্যাদি বহু বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই (Natural selection) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এক জাতীয় প্রাণিশরীরের অন্যজাতীয় প্রাণিশরীরে পরিবর্ত্তিত হইবার একমাত্র কারণ রূপে অবধারণ করিয়াছেন, ইঁহাদের মতে তাপ (Heat) শৈত্য ইত্যাদি কারণ বশতঃ প্রাণিদিগের আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথাসম্ভব পক্ষপাতশূন্য হৃদয় হইয়া এ সম্বন্ধে বহু বিচার করিয়াছি। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস জাত্যন্তর পরিণাম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এতদ্বিষয়ক বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া আমি বুঝিয়াছি, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমান যে সদোষ, আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা বেদ বোধিত সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে কেন, আমি তোমাকে তাহা যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

জিজ্ঞাসু—আপনার 'বর্ণাশ্রম বিবেক' নামক সম্ভাষণে উক্ত হইয়াছে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নির্বন্ধপরতা (Dogged Perseverance) বশতঃ হিন্দু জাতি অন্য জাতির সহিত স্বচ্ছন্দতঃ ব্যবহার করিতে পারেনা, জাতিভ্রংশের ভয়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরা অন্যদেশে গমন করিতে ও অন্য দেশ বাসীর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না, হিন্দু জাতির এই কারণে যে কত ক্ষতি হইয়াছে, হইতেছে, তাহার ইয়ত্তাবধারণ অসম্ভব। একজন গণিত ও বিজ্ঞানকুশল পাশ্চাত্য কবি বহু গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হিন্দুস্থানীদিগের ধর্ম্মবিষয়ক জড়ত্ব (Moral vis Inertia) অত্যন্ত অধিক, এই জন্য ইহাদের পরস্পর সম্মিলিত হইবার প্রবৃত্তি অল্প, হিন্দুস্থানীরা যে অবস্থা আপতিত হইয়াছে, তদবস্থাতেই ইহারা জড়ের ন্যায় অবস্থান করে, ধর্ম্মের বন্ধন মোচন পূর্ব্বক উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করে না ("Now, it happens that the moral vis inertia

of the Hindustan is very small, hence their tendency to amalgamation is small, they remain in the state in which they happen to be"—The Romance of Mathematics P. 85-86)। বাবা! আশাকরি আপনি এই সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু উপদেশ দিবেন।

শ্রীরামঃ শরণং মম।

বিস্তৃত ব্যখ্যাসমেত কলিসন্তরণোপনিষৎ।

ব্যাখ্যাতা—শ্রীশ্রীভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ—

শুশ্রূষু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্ন্যাল, এম্. এস্, সি, এম্ বি,

এবং অধ্যাপক—

শ্রীমহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এস্, সি, এল্, এল্, বি।

সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

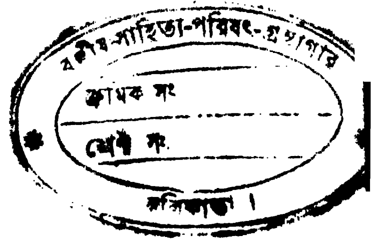
মঙ্গলাচরণ; মঙ্গলাচরণের ব্যাখ্যা; শান্তি পাঠ; শান্তি পাঠের ব্যাখ্যা; কলিসন্তরণোপনিষৎ (মূল); কলিসন্তরণোপনিষদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিসন্তরণোপনিষদের বিস্তৃত ব্যাখ্যাতে জিজ্ঞাসুদ্বয়ের যে যে প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে:—

'কলি'শব্দের মূল অর্থ কি? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের স্বরূপ কি? সত্যাদি নামচতুষ্টয়ের অর্থ হইতে যুগচতুষ্টয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায়? যুগভেদে ধর্ম্মের ভেদ হইয়া থাকে এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? দেবর্ষি নারদ যে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, তাহার কারণ কি? নারদ ঋষি কে? তাঁহাকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলা হয় কেন? মানস পুত্র কাহাকে বলে? ব্রহ্মার স্বরূপ কি? নারদ, যিনি দেবর্ষি, যিনি ভক্তাবতার, যিনি জ্ঞানিশিরোমণি, যিনি যোগিশ্রেষ্ঠ, তাঁহার কলিমলে মলিন হইবার ভয় হইয়াছিল কেন? আদিপুরুষ নারায়ণ কে? তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে কলিমল নির্ধূত হয়, তাঁহার 'হরে রাম', 'হরে কৃষ্ণ' এই সকল নাম ভবার্ণবতারক, এই সকল নামের উচ্চারণ করিলে, মানুষ সামীপ্যাদি মুক্তি লাভ করে। এই সকল কথার অর্থ কি? এই সকল নামের সার্দ্ধত্রিকোটি সংখ্যক জপ পরিসমাপ্ত হইলে জাপক সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। 'হরে রাম' প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিলে, মেঘ অপসারিত হইলে রবিরশ্মিমণ্ডলের যেমন প্রকাশ হয়, সেইরূপ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে, ষোড়শক নামের উচ্চারণ হইতে কলিমলশোধনের পরতর উপায় সর্ব্ববেদে পরিদৃষ্ট হয়না—এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, 'প্রাণায়াম দ্বারা আত্মজ্ঞান বিকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়', অতএব জিজ্ঞাস্য—'হরে রাম' 'হরে রাম' ইত্যাদি নামের উচ্চারণ করিলে কি প্রাণায়ামের কার্য্য হয়? কেবল আদিপুরুষ নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেই সর্ব্বপাপবিমোচন হইয়া থাকে, ইহা সত্য হইলে, বেদ-শাস্ত্রে যজ্ঞাদি বিবিধ সাধনার উপদেশ আছে কেন? 'উপনিষৎ' শব্দের অর্থ কি? প্রত্যেক বেদের যত শাখা, উপনিষদের সংখ্যাও তত, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? বেদ ও উপনিষৎ কি অভিন্ন সামগ্রী?

———



বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমেত কলিসন্তরণোপনিষৎ।

ব্যাখ্যাতা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

শুশ্রূষু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, বি, এবং অধ্যাপক,

শ্রীমহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এস্, সি, এল, এল, বি।

প্রস্তাবনা।

শুশ্রূষুদ্বয়—কঠিন রোগাক্রান্তা, স্থানীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক দুশ্চিকিৎস্য বোধে প্রত্যাখ্যাতা এক আত্মীয়াকে চিকিৎসার্থ উত্তর পাড়ায় আনিবার নিমিত্ত আমরা বাবা ভার্গব শিবরামকিঙ্করের আদেশানুসারে নবদ্বীপধামে গিয়াছিলাম। পবিত্র নবদ্বীপধাম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতেই আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এযাবৎ সে আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার ভাগ্যোদয় হয় নাই। নবদ্বীপধাম বৈদিক আর্য্য সন্তানগণের চিত্তকে স্বীয় ধাম দ্বারা নিয়ত আকর্ষণ করে, ইহা ভক্তের পরম রমণীয়, পরমারাধ্য স্থান, ইহা জ্ঞান পিপাসুর অসেচনক জ্ঞান ধামনিধি। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যে ধামকে প্রেমভক্তি মন্দাকিনী দ্বারা আপ্লাবিত করিয়াছিলেন, পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, তত্ত্ব চিন্তামণির দীধিতিকার সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি (যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সম সাময়িক ছিলেন), ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য, অতুলনীয় প্রতিভাশালী, অক্ষয় কীর্ত্তিমান্ পুরুষ প্রধান সুধীগণ (যাঁহারা মিথিলায় আন্বিক্ষিকী বিদ্যা গৌরব রবিকে নিষ্প্রভ করিয়া নবদ্বীপধামকে স্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন), যে ধামে ইহাঁরা বাস যোগ্য জ্ঞানে বাস করিয়াছিলেন, সেই নবদ্বীপধাম যে ভক্তের পরম রমণীয় হইবে, অবশ্য দ্রষ্টব্যরূপে বিবেচিত হইবে, জ্ঞান পিপাসুর অসেচনক হইবে, সহৃদয় বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের পবিত্র তীর্থ জ্ঞানে সমারাধিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। বাবা ভার্গব শিবরামকিঙ্করের

শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, দৈশিক প্রকৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ 'গুণ' জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সদসৎ কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। সূর্য্য সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয় এবং জীবের পূর্ব্বকৃত সদসৎ কর্ম্ম, এই উভয়ের একীকরণাত্মক বিভাগ দ্বারা বিধাতা প্রাগ্বৎ (চন্দ্র সূর্য্যাদির সৃষ্টি ক্রমানুসারে), সুর, নর, অসুর, ভূমি, পর্ব্বত, প্রভৃতি চরাচর জগৎ সর্জ্জন পূর্ব্বক বেদ দর্শন করিয়া—বেদোপদিষ্ট রীতি দৃষ্টে যথা দেশে, যথাকালে সৃষ্ট পদার্থ জাতের অবস্থান বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন (গুণ কর্ম্ম বিভাগেন সৃষ্ট্বা প্রাগ্বদনুক্রমাৎ। বিভাগং কল্পয়ামাস যথাস্বং বেদ দর্শনাৎ॥"— সূর্য্য সিদ্ধান্ত)। সূর্য্য সিদ্ধান্তের এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমরা তাহা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তবে আমাদের বিশ্বাস, ইহা অতিমাত্র গম্ভীরার্থক, অত্যন্ত সারগর্ভ কথা। দৈশিক প্রকৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ আমরা প্রতিক্ষণ অনুভব করি, কোন দেশ যে বিবিধ সদগুণের আকর হয়, স্বীয় গুণে লোকের রমণীয় হয়, প্রার্থিত বাস হয়, আবার কোন দেশ যে, নিজদোষে উপেক্ষণীয় হইয়া থাকে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, অতএব দেশের উৎকর্ষাপকর্ষ যে নিষ্কারণ নহে, তাহা স্থির, ধীমান্ পুরুষদিগকে তাহা মানিতেই হইবে। যে কারণ বশতঃ মানব প্রকৃতির উচ্চাবচ ভাব হইয়া থাকে, যে কারণ নিবন্ধন এক ব্যক্তি ধার্ম্মিক হ'ন, সুবিদ্বান্ হ'ন, সাধু সংকল্প হ'ন, সদা পরহিত সাধনার্থ সচেষ্ট হন, অপিচ যে নিমিত্ত মানুষ নরপিশাচ হয়, মাৎসর্য্য, ক্রৌর্য্য, নৈষ্ঠুর্য্য প্রভৃতি মহদনিষ্টকর অসদগুণের আকর হয়, দেশের উৎকর্ষাপকর্ষও তৎ কারণ নিবন্ধন হইয়া থাকে। "কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ," এই শাস্ত্রোপদেশ যে, সম্পূর্ণ সত্য মূলক, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয়। বাবা শিবরামকিঙ্কর প্রায়ই বলেন, শাস্ত্রের ভাষা সাধন সম্পন্নের, শুদ্ধচিত্তের, তপস্যা নির্দ্দগ্ধ কল্মষের, এক কথায় প্রকৃত বৈয়াকরণের (ঋগ্বেদে, মহাভাষ্যে, ভর্ত্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়ে বৈয়াকরণের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তল্লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষের) সুখ বোধ্য, অন্যের নহে। বর্ত্তমান কালের ভক্তবৃন্দ যে বাবার এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবেন, তাহা জানি, ইদানীন্তন ধার্ম্মিকাভিমানিগণের, আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষ বৃন্দের শাস্ত্র-প্রাণ, শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট বাবা ভার্গব শিবরাম কিঙ্করের মুখ হইতে শুনিয়াছি বলিয়া যে বাবার এই কথা শ্রুতিকটু হইবে, তাহা আমরা বুঝি, তথাপি ইহা শাস্ত্রের উপদেশ বলিয়া, এই দুর্দ্দিনেও সাহস পূর্ব্বক অন্যকে জানাইতেছি। শাস্ত্র যে ভাবে, যে ভাষায় তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, তাহা যে, কেন এখন দুর্ব্বোধ্য হইতেছে,

সারহীন জ্ঞানে উপেক্ষণীয় হইতেছে, নবীন শিক্ষিতম্মন্য পুরুষগণের মধ্যে সাধারণতঃ কেহই তাহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করেন না। "শাস্ত্রবিশ্বাস" কেবল যে, শাস্ত্র সম্পর্কবিহীন, পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরই বিচলিত হইয়াছে, বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের দৃঢ় ধারণা, আধুনিক শাস্ত্রীদিগের মধ্যে অনেকেরই শাস্ত্রের প্রতি অচল বিশ্বাস নাই, তাঁহারাও আর (মুখে যাহাই বলুন), 'শাস্ত্রকে,' 'বেদকে' সাধারণতঃ অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, শাস্ত্রবর্ণিত আপ্তজনের অস্তিত্বে তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তিরই এখন সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, শাস্ত্রের ভাষা বুঝিতে হইলে, শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আর তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বাবা শিবরামকিঙ্কর কর্ত্তৃক লিখিত 'রামায়ণবেদচন্দ্রিকাতে' উক্ত হইয়াছে, "স্কন্দপুরাণ অপিচ বলিয়াছেন, সীতাদেবী শরীরিণী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, জনকের কূলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক জনকাত্মজা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন (তস্মাৎ সীতেতি বিখ্যাতা, বিদ্যা সান্বীক্ষিকী তদা জনকস্য কুলে জাতা বিশ্রুতা জনকাত্মজা।"—স্কন্দপুরাণ), এই সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সর্ব্ববিদ্যাময়ী সীতাদেবী পূর্ব্বে বেদবতী এই নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন; রাজর্ষি জনক এই অযোনিজা কামরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সমর্পণ করেন। স্কন্দপুরাণের এই সকল কথার মধ্যে যে, কিঞ্চিন্মাত্র সার আছে, ইহারা যে, শ্রোতব্য ও মন্তব্য কথা, এ দুর্দ্দিনে বোধ হয়, তাহা ভাবিতে পারেন এতাদৃশ পুরুষের সংখ্যা অত্যল্প।

আমরা এই স্থলে এই সকল অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করিতেছি কেন?

নবদ্বীপের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা উন্মত্তের প্রলাপের মত এই সকল অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি কেন, পাঠকদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তির মনে এই প্রকার প্রশ্ন উদিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যে নিমিত্ত এস্থলে এই সকল কথা বলিতেছি, পাঠকদিগকে সংক্ষেপে তাহা জানান আবশ্যক মনে করিলাম। আমাদের বিবেচনায় ইহারা অপ্রাসঙ্গিক কথা নহে, উন্মত্তের প্রলাপ নহে।

জনকদুহিতা মৈথিলী সীতাদেবীকে স্কন্দপুরাণ কি নিমিত্ত শরীরিণী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছেন, সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা অবশ্য চিন্তনীয়, বিশুদ্ধ

বৈদিক আর্য্যোচিত সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিনী বিমল প্রতিভা স্কন্দপুরাণের কথা যে, সারগর্ভা, তথ্যবহুলা, ইহা যে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, তাহা অনুভব করিবেন। বাবা শিবরামকিঙ্কর বেদ ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গের প্রমাণানুসারে অপিচ শাস্ত্রানুসারিণী যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিদ্যাধিদেবতা কামরূপিণী হইয়া, সংযতাত্মা, বিদিতবেদাঙ্গবেদার্থ ব্রাহ্মণকে দেখা দিতে পারেন, দেখা দিয়া থাকেন। "বিদ্যা হবৈ ব্রাহ্মণ মাজগাম * * *" (নিরুক্ত ধৃত শ্রুতি) অর্থাৎ বিদ্যাধিদেবতা কোন সংযতাত্মা, বিদিতবেদাঙ্গবেদার্থ ব্রাহ্মণের সমীপে আগমন করিয়াছিলেন ("বিদ্যা কিল কামরূপিণী ভূত্বা বিদ্যাধিদেবতা বা সংযতাত্মানং বিদিতবেদাঙ্গবেদার্থং ব্রাহ্মণং কঞ্চিদাজগাম।"—নিঘণ্টু ভাষ্য)।

বেদ বা বেদের অঙ্গোপাঙ্গের কথা শুনিলেই যে, সকলে তাহাকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য, বাবা শিবরামকিঙ্কর এই নিমিত্ত বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা এই সকল কথা যে উপহাসাস্পদ নহে, বিজ্ঞানালোকবিহীন বর্ব্বরোচিত নহে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাবা কিরূপ যুক্তি দ্বারা বেদশাস্ত্রবর্ণিত এই বিষয়ের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জানাইবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। সীতা উপনিষৎ, স্কন্দপুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, সীতাদেবী সর্ব্ববিদ্যাময়ী, সীতাদেবী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, সীতাদেবী বিশ্বমাতা বাঙ্ময়ী। বিশ্বপ্রকৃতি সীতাদেবীই অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাতে আগমন করেন, চৈতন্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতি সীতাদেবীর অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনই বিশ্বের সৃষ্টি, সর্ব্ববিদ্যাময়ী সীতাদেবীই জীবহৃদয়ে আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি নিখিল বিদ্যারূপে অবস্থান করেন, অখণ্ডসচ্চিদানন্দময়ী সীতাদেবীই নিখিল বিদ্যারূপে অভিব্যক্তা হইয়া থাকেন, মানুষ যে, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যাবান্ হয়, জীবহৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতা সীতাদেবীর তত্ত্ববিদ্যারূপে অভিব্যক্তিই তাহার কারণ। বাবা শিবরামকিঙ্করের সীতাতত্ত্ব, শিবরাত্রি, রামায়ণবেদচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, সীতাদেবী প্রণবস্বরূপিণী, প্রণবস্বরূপিণী বিশ্বপ্রকৃতি সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বাধারকার্য্য-কারণময়ী সীতাদেবী হইতেই ত্রয়ীবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, হইয়া থাকে, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ত্রয়ীরই বিভাগ বিশেষ ("ত্রয্যাএব বিভাগোঽয়ং সেযমান্বীক্ষিকী মতা।"—কামন্দকীয় নীতিসার)। আন্বীক্ষিকীকে সাধারণতঃ তর্কশাস্ত্র বলিয়াই জানা আছে। কামন্দকীয় নীতিসারে উক্ত হইয়াছে, আন্বীক্ষিকী সদসদ্বিচারা-

ক্ষিকী আত্মবিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দ্বারা মানুষ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, আত্মানাত্মবিবেকবান্ হয়, তত্ত্ববিৎ হয়, হর্ষ শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত শান্তি পায়, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অত্যন্ত পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। সীতাদেবীকে স্কন্দপুরাণে শরীরিণী আন্বীক্ষিকী বিদ্যারূপে বর্ণন করা হইয়াছে কেন, বাবা শিবরামকিঙ্করকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছি। সীতাদেবী শরীরিণী আন্বী-ক্ষিকী বিদ্যা, মা মৈথিলী মিথিলাদেশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; মিথিলাতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বিশেষতঃ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এই সকল বিষয় অবগত হইয়া আমাদের জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, আন্বীক্ষিকী বিদ্যাস্বরূপিণী সীতাদেবী মিথিলাতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়াই কি মিথিলাবাসীদিগের হৃদয়ে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বিশেষতঃ বিকাশ হইয়াছিল? সীতাদেবীর মিথিলাতে আবির্ভূত হওয়ার সহিত কি এই দেশে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষতঃ আবির্ভাব হইবার কোন সম্বন্ধ আছে? বাবা শিবরামকিঙ্করকে প্রশ্ন করিয়া অবগত হইয়াছি, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের ভেদ নিবন্ধনেই দেশাদিরও ভেদ—উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে, গুণ ও কর্ম্মানুসারেই জীবসত্ত্বের, বৃক্ষ-পর্ব্বতাদির, এক কথায় জাত পদার্থ মাত্রের জন্মদেশ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে, যিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, তদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিবার বাসনা বা পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কারই তাঁহার তদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ। বাবা ভৃগুসংহিতা, বৃদ্ধ সূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক, শুক্রাচার্য্য প্রণীত নীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই যে জীবের নির্দ্দিষ্ট দেশে জন্ম হইয়া থাকে, আমাদিগকে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। নবদ্বীপে যে নব্য ন্যায় শাস্ত্রের বিশেষতঃ প্রচার হইয়াছিল, আমাদের বিশ্বাস, নবদ্বীপের বিশিষ্ট প্রকৃতি তাহার কারণ। পবিত্র নবদ্বীপ ধামে গমন করিয়া নবদ্বীপের প্রসন্নসলিলা সদ্যসর্ব্বকলুষবিনাশিনী ভাগী-রথীতে অবগাহন করিয়া আমরা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছিলাম, নবদ্বীপের সমৃদ্ধিশালিনী পূর্ব্ব অবস্থা আমাদের স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে কারণে আমাদের মনে সীতাদেবী শরীরিণী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ জাগিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা জানাইলাম। দেশের উৎকর্ষাপকর্ষের যে মনুষ্যাদির উৎকর্ষাপকর্ষের ন্যায় বাসনা বা পূর্ব্বসংস্কার বিশেষই কারণ আমাদের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে।

স্বধর্ম্মপরায়ণ উদারহৃদয় সাধুকর্ম্মে মুক্তহস্ত মাড়োয়ারীদের কার্য্য দেখিয়া বড় আনন্দ হইয়াছিল।

নবদ্বীপে কীর্ত্তনীয়নাম মাড়োয়ারীদিগের কার্য্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম, আমাদের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সতত স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত দানশূর মাড়োয়ারীদিগের বহু সৎকার্য্যের কথা ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছি, এমন তীর্থস্থান নাই, যাহাতে মাড়োয়ারীদিগের গগনস্পর্শী কীর্ত্তিস্তম্ভ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। বৈদিক আর্য্যজাতিমধ্যে বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পরোপকারপরায়ণ মাড়োয়ারীরাই যেন জীবিত বলিয়া বোধ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মগুরু ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, যিনি পরের যোগ্যতার অপেক্ষা না করিয়া নিজ নৈসর্গিক ঔদার্য্য বশতঃ সকলকে নিত্যমঙ্গল প্রদান করেন, সুদৃঢ় প্রত্যয়, তিনি এই সহৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ, স্বধর্ম্মনিরত মাড়োয়ারীদিগের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণবিধান করিবেন। নবদ্বীপধামে অধিকদিন বাস করিবার ভাগ্য হয় নাই, অতএব আমরা মহোদয় মাড়োয়ারীদিগের যে মহৎ কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, যাহা দেখিয়া আমাদের চিত্ত বিশুদ্ধ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, আমরা তাহার বিশেষ সংবাদ লইতে পারি নাই। তথাপি স্বীকার করিতেছি, যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, একালে তাহা বিস্ময়-জনক, তাহা অবশ্যকীর্ত্তনীয়। যথার্থভাবে ভগবানের নাম কীর্ত্তনের কার্য্যকারিতা বেদ ও বেদমূলক অখিল শাস্ত্রে বহুশঃ প্রশংসিত হইয়াছে, কলিসন্তরণোপনিষৎ স্পষ্টস্বরে বলিয়াছেন, ভগবান্ আদিনারায়ণের নামোচ্চারণ মাত্রে কলিমল নির্ধূত হয়, ভগবান্ আদিনারায়ণের ষোড়শক নাম কলিকলুষনাশন। বহুব্যক্তি যাহাতে প্রতিদিন বিনা বাধায় নিয়মপূর্ব্বক কলিকলুষবিনাশন সর্ব্বপাপবিমোচনকৃৎ পরব্রহ্মের সলোকাদি মুক্তি প্রাপক এই ষোড়শক নাম সংকীর্ত্তন করিতে পারে, ধর্ম্মপ্রাণ উদারচিত্ত দানবীর মাড়োয়ারীরা তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতএব বলিতেছি, যথোক্ত মাড়োয়ারীরাই বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে এই দুর্দ্দিনে জীবিত, তাঁহাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহাদের নাম অবশ্য কীর্ত্তনীয়। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, ধার্ম্মিক রক্ষাকর্ত্তা বিপদ্ভঞ্জন সর্ব্বভূতের নৈসর্গিক সুহৃৎ আদিনারায়ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মাড়োয়ারীদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন, তাঁহাদের ঐহিক পারত্রিক যথার্থ কল্যাণ বিধান করুন।

কলিসন্তরণোপনিষদের ব্যাখ্যা শ্রবণের ও তাহার প্রচারের প্রবৃত্তি হইয়াছে কেন?

নবদ্বীপধাম দর্শন পূর্ব্বক আনন্দপূর্ণ পূতচিত্ত লইয়াই মাড়োয়ারীদিগের সৎ কার্য্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উত্তরপাড়ায় ফিরিয়াছিলাম। প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, কেবল ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা যে, সর্ব্বকলুষ বিনষ্ট হইবে, হৃদয়ের আবরণ মল দূরীভূত হইবে তাহার কারণ কি? কোন্ শাস্ত্রে নাম সংকীর্ত্তনের এতাদৃশ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে? ইহা কি অর্থবাদ? লোকের হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্দীপনার্থক প্রশংসা বাক্য? নবদ্বীপ গিয়া আমরা কিরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছি, মহানুভব, ধর্ম্মপ্রাণ মাড়োয়ারীদিগের স্মরণীয় ও কীর্ত্তনীয় সৎকার্য্য দেখিয়া কিরূপ বিস্মিত হইয়াছি, সুখী হইয়াছি, বাবা শিবরামকিঙ্করকে তাহা জানাইয়াছিলাম, আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বাবা! ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে, সর্ব্বকলুষ বিনষ্ট হয়, মানুষ কৃতকৃত্য হয়, তাহার আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে না, এই কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? ইহা কি প্ররোচন বাক্য?"

বাবা—নবদ্বীপ যে, মহাতীর্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, নবদ্বীপ যদি পবিত্র ক্ষেত্র না হইত, তাহা হইলে, ভক্তাবতার চৈতন্যদেব নবদ্বীপকে এত গৌরবান্বিত করিতেন কি? জ্ঞাননিধি, ভক্তাবতার দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ অতীর্থকেও তীর্থ করেন—("তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানিসুকর্ম্মীকুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি।"—নারদভক্তিসূত্র)। তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য, মহাত্মারা যে অতীর্থকেও তীর্থ করেন, দেশের তীর্থত্বপ্রাপ্তিযোগ্যতাও তাহার কারণ, তাহা না হইলে, মহাত্মারা দেশমাত্রকেই তীর্থ করিতেন। নবদ্বীপে যে, মিথিলার ন্যায় আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বিশেষতঃ আবির্ভাব হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে, শরীরিণী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সীতাদেবীর অনুগ্রহবিশেষই তাহার কারণ। সর্ব্ববিদ্যাময়ী, করুণাময়ী মা আমার যে দেশকে ও যে হৃদয়কে যে বিদ্যাধারণের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তদ্দেশে ও সেই হৃদয়ে সেই বিদ্যায় বিশেষতঃ বিকাশ হইয়া থাকে। ভগবান্ যে, দেশবিশেষে অবতীর্ণ হ'ন, ভগবান্ যে, ব্যক্তি বিশেষকে বিগ্রহবান্ হইয়া দেখা দেন, তাহা নিষ্কারণ নহে, দেশ ও ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট সৌভাগ্যই তাহার কারণ। মাড়োয়ারীরা নবদ্বীপে কলিকলুষ বিনাশন, ভবার্ণবতারক আদি নারায়ণের ষোড়শক নাম সংকীর্ত্তনের

ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম, মাড়োয়ারীরাই বস্তুতঃ এখন জীবিত, বৈদিক আর্য্যজাতিমধ্যে ইঁহারাই এখন স্বধর্ম্মসংরক্ষণের চেষ্টা করেন, ইঁহারা ধন্যবাদার্হ, সন্দেহ নাই, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, মঙ্গলময় ভগবান্ ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধান করুন। তবে আশঙ্কা হয়, যথাশাস্ত্র কার্য্য হইবে কি না?

বেদে এবং বেদমূলক নিখিল শাস্ত্রে নাম সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, বিধিপূর্ব্বক ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনের প্রভাব সম্বন্ধে বেদ-শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই, তাহা অর্থবাদ নহে, প্ররোচন বচন নহে। তোমরা কলিসন্তরণোপনিষৎ পাঠ কর নাই কি?

শুশ্রূষুদ্বয়—আজ্ঞে না, কলিসন্তরণোপনিষদে কি আছে, বাবা?

বাবা—কলিসন্তরণোপনিষৎ আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার গর্ভে অমূল্যনিধি বিদ্যমান আছে, কলিসন্তরণোপনিষৎ ভক্তের হৃদয়বল্লভ, জ্ঞানীর অসেচনক, কলিসন্তরণোপনিষৎ বস্তুতঃ অমূল্য সামগ্রী।

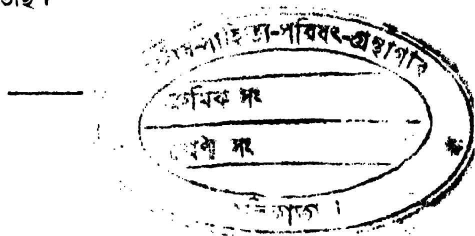
শুশ্রূষুদ্বয়—বাবা! অনেকে বলেন, দশোপনিষৎ ব্যতীত অন্যান্য উপনিষৎ প্রামাণিক নহে, দশোপনিষৎ ছাড়া অন্যান্য উপনিষৎ গুলির মধ্যে বহু উপনিষৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহারা মানুষরচিত। ইঁহাদের কথার মধ্যে কিছু সার আছে কি বাবা?

বাবা—আমার বিশ্বাস, এইরূপ মত সত্যভূমিক নহে। রামভক্তাবতার রুদ্ররূপী হনুমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! কাহারা বেদান্ত? বেদান্ত সকল কোথায় অবস্থান করে? বেদ কতিবিধ? বেদের শাখাই বা কত? তাহাদের মধ্যে উপনিষৎই বা কোন্ সামগ্রী? আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে (যাহাদের অর্থ পরিজ্ঞান হইলে, আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইব) তাহা বলুন ("বেদান্তাঃ কে রঘুশ্রেষ্ঠ বর্ত্তন্তে কুত্র তে বদ। রাম বেদাঃ কতিবিধাস্তেষাং শাখাশ্চ রাঘব। তাস্বুপনিষদঃ কাঃস্যুঃ কৃপয়াবদতত্ত্বতঃ। যাসামর্থপরিজ্ঞানান্মুচ্যেয়ং ভববন্ধনাৎ॥"—শ্রীরামগীতা)। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—হনুমন্! সুবিস্তর বেদ সমূহ আমার (বিষ্ণুর) নিশ্বাসভূত, ইহারা নিশ্বাসের ন্যায় আমা হইতে অবুদ্ধি পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিলে যেরূপ তৈল বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার বেদে বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ঋগ্বেদের শাখা এক বিংশতি সংখ্যক, হে মরুতাত্মজ! যজুর্ব্বেদের শাখা নবাধিক শত, সামবেদের শাখা সহস্র, অথর্ব্ববেদের শাখা পঞ্চাশৎ। এক এক বেদ শাখাতে এক একটী উপনিষৎ আছে। ভগবান্

শ্রীরামচন্দ্র সংক্ষেপতঃ অষ্টোত্তর শত উপনিষদের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিসন্তরণোপনিষৎ অষ্টোত্তর শত উপনিষদের মধ্যে গণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন আমি দশোপনিষৎ ব্যতীত উপনিষৎ সকলের প্রামাণিকত্ব অস্বীকার করিতে পারি না।

শুশ্রূষু—বাবা! কলিসন্তরণোপনিষদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শুনিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে।

বাবা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিসন্তরণোপনিষৎ আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার গর্ভে অমূল্য নিধি বিদ্যমান আছে। আমার এই কথা যে, মিথ্যা নহে, আমি তোমাদিগকে ক্রমশঃ তাহা জানাইব, আপাততঃ কলিসন্তরণোপনিষদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলাচরণ।

"যদ্দিব্যনামস্মরতাং সংসারো গোষ্পদায়তে। স্বানন্যভক্তির্ভবতি তদ্রাম পদমাশ্রয়ে॥"

মঙ্গলাচরণের ব্যাখ্যা।

যাঁহার দিব্যনাম স্মরণকারীর সংসারসমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় স্বল্পায়তন (অনায়াসে তরণীয়) হয়, যাঁহার দিব্য (অনন্ত সুখপ্রদ) পবিত্র নাম স্মরণ করিলে, হৃদয়ে অনন্যভক্তির (অনবচ্ছিন্ন একান্ত ভগবদনুরাগের) আবির্ভাব হয়, আমি সেই সর্ব্বাশ্রয় রামপদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তিনি ভিন্ন আমার অন্য আশ্রয় নাই জানিয়া, আমি সেই শরণাগতপালক, ভক্তবৎসল রামপদে প্রপন্ন হইতেছি।

শান্তিপাঠ।

"ওঁ সহ নাববতু॥ সহ নৌ ভুনক্তু॥ সহ বীর্য্যং করবাবহৈ॥ তেজস্বিনাবধীতমস্তু॥ মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

শান্তিপাঠের মন্ত্রটীর অর্থ।

ব্রহ্ম বিদ্যার্থি শিষ্যের প্রার্থনা—

যে ব্রহ্মকে আচার্য্যের প্রসাদানন্তর, ব্রহ্মবিদ্যাদাতা শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, আমি (ব্রহ্মবিদ্যার্থি শিষ্য) জানিব, সেই ব্রহ্ম—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা আমাদিগকে (শিষ্য ও আচার্য্যদেব এই উভয়কে) রক্ষা করুন, আমাদিগকে পালন করুন, শ্রীগুরুদেব নিরালস্য (আলস্যবিহীন) হইয়া আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন, আমিও শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট অর্থকে অপ্রতিপত্তি ও বিপ্রতিপত্তি বিরহিত হইয়া (শ্রীগুরুদেবের উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ না হওয়া অপ্রতিপত্তি এবং উহাতে সংশয় বিরহিত না হওয়া, বিপরীত অর্থ গ্রহণ—বিপ্রতিপত্তি) শ্রীগুরুদেব যাহা বলিবেন, যাহাতে তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিবার সামর্থ্য হয়, আমি যাহাতে তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ না করি, তদ্ভাবে আমাকে রক্ষা করুন। অপিচ আচার্য্যোপদিষ্ট অর্থের যথাযথ ভাবে গ্রহণ দ্বারা আমার অবিদ্যা বিনিবৃত্ত হইয়াছে, উপনিষদ্গম্য তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অবগত হইয়া, আমার শ্রীগুরুদেব যাহাতে সন্তুষ্ট হ'ন, আমাকে তদ্ভাবে পালন করুন। আমার ব্রহ্মবিদ্যালাভ এবং কৃতকৃত্য শ্রীগুরুদেবের (তাদৃশ পুরুষের অন্য কিছু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না) আমাকে উপাত্তব্রহ্মবিদ্য দেখিয়া পরিতোষপ্রাপ্তি এই দ্বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে যে প্রার্থনা কর্ত্তব্য, ব্রহ্মবিদ্যার্থি শিষ্য সেই সেই বিষয়েরই প্রার্থনা করিয়াছেন। শিষ্য ব্রহ্মের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাদের উভয়ের বীর্য্য—স্বপ্রয়োজন সামর্থ্য প্রদান করুন, আমাদের অধীত গ্রন্থজাত স্বার্থপ্রকাশক হোক্, আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেন বিদ্বেষভাব না জন্মে, আমরা যেন পরস্পরকে দ্বেষ না করি। গুরুদেব কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যা সম্যগ্‌ভাবে আখ্যাত হয় নাই, শিষ্যের যে তন্নিবন্ধন অপরিতোষ তাহাই শিষ্যের গুরুর প্রতি দ্বেষ এবং শিষ্যের সমীচীন গুরু শুশ্রূষা হয় নাই, এই নিমিত্ত গুরুদেবের যে অপরিতোষ, তাহাই গুরুদেবের শিষ্যের প্রতি দ্বেষ। শিষ্য এই নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন, আমার গুরুদেব কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যা সম্যগ্‌ভাবে আখ্যাত হয় নাই, আমার যেন কদাচ এইরূপ বুদ্ধির উদয় না হয়, এবং আমার যথোচিত গুরু-শুশ্রূষা হয় নাই, শ্রীগুরুদেবের মনেও যেন এই ভাবের আবির্ভাব না হয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার যেন বোধ হয়, শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যা সম্যগ্‌ভাবে আখ্যাত হইয়াছে, অপিচ আমি যেন যথোচিত গুরু শুশ্রূষা করিতে পারি, আমার শুশ্রূষাতে শ্রীগুরুদেব যেন সন্তুষ্ট হ'ন।

কলিসন্তরণোপনিষৎ (মূল)।

হরিঃ ওঁ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ মাত্রেণ নির্দ্ধূতকলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্নাম কিমিতি। স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥ ১ ॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ২ ॥ ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণ বিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মি মণ্ডলীবেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি। যদাস্য ষোড়শীকস্য সার্দ্ধ ত্রিকোটীর্জপতি তদা ব্রহ্মহত্যাং তরতি। তরতি বীরহত্যাম। স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি। পিতৃদেবমনুষ্যাণামপকারাৎ পূতো ভবতি। সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগপাপাৎ সদ্যঃ শুচিতামাপ্নুয়াৎ। সদ্যো মুচ্যতে সদ্যো মুচ্যতে ইত্যুপনিষৎ। ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি শ্রীকলিসন্তরণোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

দ্বাপরান্তে (দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে) সর্ব্বলোকহিতব্রত, পরার্থৈক প্রয়োজন, ভক্তাবতার দেবর্ষি নারদ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! অল্প কাল মধ্যে পৃথিবীতে তামস কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইবে, পৃথিবী পর্য্যটন আমার স্বভাব, অতএব আমাকে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেই হইবে, পৃথিবী পর্য্যটন করিব, তথাপি কলিমল আমাকে স্পর্শ করিবে না, কলি হইতে আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব, এতাদৃশ উপায় কি, আমাকে তাহা বলিয়া দিন। বৎস নারদ! তুমি সাধু প্রশ্নই করিয়াছ, যে উপায়ে তুমি কলিমলমলীমস সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, সেই সর্ব্বশ্রুতি রহস্য গোপনীয় উপায় আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। আদি পুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নামোচ্চারণ মাত্রে কলি নির্দ্ধূত (বিগত— প্রক্ষালিত) হয়।

ইহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! সে নাম কি? হিরণ্যগর্ভ এতদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে

হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥" এই ষোড়শ নামের উচ্চারণ মাত্রে কলিমল নির্ধূত হয়, ইহা হইতে কলিমলশোধনের—কলি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার পরতর উপায় সর্ব্ববেদে পরিদৃষ্ট হয় না। এই ষোড়শক নাম উচ্চারণ করিলে, ষোড়শ কলাবৃত—ষোড়শ কলা দ্বারা আচ্ছাদিত জীবের আবরণের বিনাশ হয়, স্বপ্রকাশের আচ্ছাদন অপনোদিত হয়, তাহা হইলেই মেঘাপায়ে (মেঘ অপসারিত হইলে) রবিরশ্মিমণ্ডলের যেমন প্রকাশ হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে, জীব পরমাত্মাকে জানিতে পারে, জীবের স্বরূপে অবস্থিতি হয়।

ভক্ত চূড়ামণি, জ্ঞানি শিরোমণি, প্রেমবিগলিত হৃদয়, পরার্থৈক প্রয়োজনে নারদ ইতঃপর পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! এই ষোড়শক নামোচ্চারণের বিধি কি? হিরণ্যগর্ভ এতদুত্তরে বলিয়াছিলেন, বৎস! কলিসংসারোত্তরণ হেতু এই ষোড়শক নামোচ্চারণের কোন বিধি নাই, শুচি অথবা অশুচি যে কেহ এই ষোড়শ ভবার্ণব তারকনামের জপ করিবে, সেই সর্ব্বদা ভগবানের সলোকতা, সমীপতা, সরূপতা ও সাযুজ্য (সালোক্যাদি মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে, জাপকের এই ষোড়শক নামের যখন সার্দ্ধ ত্রিকোটি সংখ্যক (সাড়ে তিন কোটি,) জপ পরিসমাপ্ত হইবে, তখন সে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে, বীরহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তখন সে স্বর্ণাপহরণজনিত মহাপাপ হইতে পূত হইবে, পিতৃ, দেব, মনুষ্য, প্রভৃতির প্রতি অপকার জনিত পাপ হইতে পূত হইবে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ জনিত পাপ হইতে সদ্য শুচিতা লাভ করিবে, তখন সে সদ্য মুক্ত হইবে, সদ্য মুক্ত হইবে। কলি-সন্তরণোপনিষদে মোটের উপরি মন্ত্র অক্ষরাত্মক, সারতম বিশ্বতোমুখ এই সকল উপদেশ আছে।

———

শ্রীরামঃ

শরণং।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলি সন্তরণোপনিষদের বিস্তৃত ব্যাখ্যাতে জিজ্ঞাসুদ্বয়ের যে যে প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! কলি সন্তরণোপনিষৎ স্বল্পাক্ষরাত্মক হইলেও, ইহার গর্ভে যে, বহু অমূল্য জ্ঞাননিধি বিদ্যমান আছে, ইহা যে অত্যন্ত সারগর্ভ, ইহা যে বিশ্বতোমুখ, কলিসন্তরণ উপনিষদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক আমরা কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছি। কলিসন্তরণোপনিষদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমাদের যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, আজ্ঞা পাইলে, সেই সেই বিষয়, আপনাকে জানাইতে উৎসাহী হই।

বক্তা—বিনা সংকোচে সেই সেই বিষয় আমাকে জানইেতে পার।

জিজ্ঞাসু—'কলি' শব্দের মূল অর্থ কি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ চতুষ্টয়ের স্বরূপ কি, আধুনিক বিজ্ঞানও দর্শন (Scienc and Philosophy) পাঠপূর্ব্বক, নবীন ক্রমবিকাশবাদের কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্র বর্ণিত যুগতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন হয়, স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের যথা প্রয়োজন সমাধান করিতে পারি না। অতএব যুগতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইবে। সত্যাদি নাম চতুষ্টয়ের অর্থ হইতে যুগ চতুষ্টয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায়? 'যুগভেদে ধর্ম্মের ভেদ হইয়া থাকে' এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? বাবা! দেবর্ষি নারদ যে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, তাহার কারণ কি? নারদ ঋষি কে? শুনিয়াছি তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, 'মানসপুত্র' কাহাকে বলে, ব্রহ্মার স্বরূপ কি? নারদ, যিনি দেবর্ষি, যিনি ভক্তাবতার, যিনি জ্ঞানিশিরোমণি, যিনি যোগিশ্রেষ্ঠ, তাঁহার কলিমলে মলিন হইবার ভয় হইয়াছিল কেন? বাবা! আদিপুরুষ নারায়ণ কে? তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে কলিমল নির্ধূত হয়, আদিপুরুষ নারায়ণের 'হরে রাম' 'হরে কৃষ্ণ' এই সকল নাম ভবার্ণব তারক, এই সকল নামের উচ্চারণ করিলে, মানুষ সামীপ্যাদি মুক্তিলাভ করে, এই কথার অর্থ কি? এই সকল

নামের সার্দ্ধ ত্রিকোটি সংখ্যক জপ পরিসমাপ্ত হইলে, জাপক সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, হরে, রাম প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিলে মেঘ অপসারিত হইলে, রবিরশ্মিমণ্ডলের যেমন প্রকাশ হয়, সেইরূপ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে, ষোড়শক নামের উচ্চারণ হইতে কলিমল শোধনের পরতর উপায় সর্ব্ববেদে পরিদৃষ্ট হয় না, আমরা এই সকল কথার প্রকৃত প্রভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, 'প্রাণায়াম দ্বারা আত্মজ্ঞান বিকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়,' আত্মজ্ঞানসূর্য্যের আচ্ছাদক মেঘ উড়িয়া যায়, আমাদের জিজ্ঞাসা হইতেছে, 'হরেরাম', 'হরেরাম' ইত্যাদি নামের উচ্চারণ করিলে কি প্রাণায়ামের কার্য্য হয়? কেবল আদিপুরুষ নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেই সর্ব্বপাপ বিমোচন হইয়া থাকে, ইহা সত্য হইলে, বেদ-শাস্ত্রে যজ্ঞাদি বিবিধ সাধনার উপদেশ আছে কেন? বাবা! উপনিষৎ শব্দের অর্থ কি? প্রত্যেক বেদের যত শাখা, উপনিষদের সংখ্যাও তত, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? বেদ ও উপনিষৎ কি অভিন্ন সামগ্রী? আপনি কৃপা ক'রে আমাদের এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিন।

বিষয় বিলয়ে।

বিষয় বিলয়ে কভু
অবসর পেলে মন
অনুভবে আসে তব
প্রেম সুধা পরশন
বাসি বা না বাসি ভাল
ক'র না'ক সে বিচার
প্রতি জীব তরে রাখ
চিরমুক্ত হৃদি-দ্বার
আগমাপায়ী এ দেহে
অভিমান শূন্য হ'য়ে
বিপুল বিষয় নদী
যে যায় গো সাঁতারিয়ে
তারি তরে মুক্ত হৃদি
রাখিয়াছ প্রাণারাম
দেহ মন হতে নগ্ন
ক'রে দাও নিত্যধাম।

(ভ)

মনোরূপ ঝটিকার উপশমে দেহরূপ ধূলি আর উড্ডীন হয় না। এই সংসার নগরে তখন আর অবিদ্যা নীহার দেখা যায়না।

বাসনা বর্ষা ক্ষীণ হইলে, মন স্বরূপস্থিতির রমণ বা বিহার প্রাপ্ত হইলে, হৃৎকম্প উৎপাদক জড়ত্বরূপ পঙ্ক শুষ্ক হইলে, তৃষ্ণাবট শুষ্ক হইলে, হৃদয় কাননে রাগ দ্বেষাদি গুল্ম বিরল হইলে, ইন্দ্রিয় সমূহ রূপ কদম্ব বৃক্ষ ক্ষীণ ফল হইলে, মিথ্যাজ্ঞানরূপ মেঘের অন্তর্ধান হইলে এবং প্রভাত কালে শর্ব্বরীর ন্যায় অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জড়তা বা তমঃ মন্ত্রহত সর্পবিষের ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া যায় কে বলিবে? তখন দেহপর্ব্বতে ভয়রূপ ক্ষুদ্র নদী আর প্রবাহিত হয় না, মত্ত সঙ্কল্প ময়ূর আর পক্ষ প্রসারিত করিয়া উল্লাসে নৃত্য করে না। জ্ঞান সূর্য্য নির্ম্মল সম্বিদাকাশে পরম শোভা ধারণ করিয়া উদিত হয়েন। দিঙ্‌মণ্ডল মোহমেঘ নির্ম্মুক্ত হইলে তাহার বিভাগ স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়, কোন প্রকার তৃষ্ণা না থাকায় সমাধিকালে ইহা পরম শোভা ধারণ করে। চিত্তাকাশে চিত্তবৃত্তিলক্ষণা মঞ্জুরী শারদাকাশে চন্দ্রিকার ন্যায় দিকচক্র সুশীতল করিয়া পরম শোভা ধারণ করে। বিবেকভূমি তখন আত্মারূপ ফল প্রসব করে। ভুবন মণ্ডল আত্মজ্যোতিতে আলোকিত হইয়া সুশীতল হয়। মনোরূপ সরোবর সুন্দর হৃৎপদ্ম বিস্তার করিয়া আশ্চর্যশোভা ধারণ করে। হৃদয় কমলের রজোহীনত্ব দর্শনে অহঙ্কার মধুব্রতগণ চঞ্চল হইয়া মনোরূপ সরোবর ত্যাগ করিয়া কোথায় যে পলায়ন করে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। দেহরাজ্যের রাজা আত্মা তখন পুনরায় বাসনা বর্জ্জিত, শান্তমনা, সর্ব্বগামী, সর্ব্বাধ্যক্ষ হয়েন। বিষয় দোষ দর্শনে স্থির বুদ্ধি যিনি তিনি জন্ম মৃত্যুতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নীরস গতি অবলোকন করিয়া বিচার দ্বারা আত্ম দীপ দর্শন করিয়া অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া আপন শরীর নগরে বিরাজ করেন।

স্থিতি ৩৫ সর্গঃ।

চিৎ সূর্য্যের স্বরূপ বর্ণন।

রাম—এই প্রকরণের নাম স্থিতি প্রকরণ। বিশ্বাতীত চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে পূর্ব্ববর্ণিত বিশ্ব যেরূপে স্থিতিলাভ করিতেছে হে ব্রহ্মন্ আমার বোধ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় তাহাই আমাকে বলুন।

বশিষ্ঠ— যথোর্ম্ময়োঽনভিব্যক্তা ভাবিনঃ পয়সি স্থিতাঃ।
ন স্থিতাশ্চাত্মনোন্যত্বাৎ চিত্তত্বে সৃষ্টয়স্তথা ॥ ২॥

যে ভাবে ভবিষ্যৎ অনভিব্যক্ত তরঙ্গ মালা জলে স্থিতিলাভ করে, সেইভাবে চিত্তভাবে পরিণত সৃষ্টি পরম্পরা ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিতেছে না কারণ অসৎ সৃষ্টি পরম্পরা সৎরূপ আত্মা হইতে অন্যরূপ এবং স্বতঃ সত্তাশূন্য। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর—তরঙ্গ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কিন্তু যখন তরঙ্গ মালা অনভিব্যক্ত ভাবে থাকে তখন ইহারা জল হইয়াই থাকে। এই ভাবে সৃষ্টি পরম্পরা কিন্তু ব্রহ্মে থাকেনা। চিত্তের ভাবই সৃষ্টিরূপে পরিণত হয় এইজন্য সৃষ্টিপরম্পরা চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। তরঙ্গ যেমন জলই—এইভাবে কিন্তু চিত্ত স্পন্দন কল্পনাই ব্রহ্ম—ইহা বলা হইতেছেনা। বুঝিতেছ কি বলিতেছি? ব্রহ্মই আছেন, ভ্রম জ্ঞানে ব্রহ্মকেই সৃষ্টিরূপে দেখা হইতেছে যেমন সর্প আদৌ নাই তথাপি রজ্জুকে সর্পরূপে দেখা হয় সেইরূপ। সৃষ্টি আদৌ উঠে নাই—তথাপি মায়া দেখাইতেছে যেন কত বিচিত্র সৃষ্টি ব্রহ্মে ভাসিয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত বাদ। বিচারবানের সিদ্ধান্ত হইতেছে সৃষ্টি অনির্ব্বচনীয় আর মূর্খের সিদ্ধান্ত সৃষ্টি সত্য।

যদি আত্মস্থিতিই সর্ব্বস্থিতি তবে সর্ব্বত্র যে আত্মা থাকেন তাঁহাকে দেখা যায়না কেন? অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই দেখা যায় না। সূক্ষ্ম বলিয়া সর্ব্বগত আকাশকে যেম দেখা যায় না সেইরূপ কোন প্রকার

অংশ যাহার হয় না এমন যে চিৎভাব—তাহা সর্ব্বগত হইলেও দেখা যায় না। সৃষ্টিটা আত্মাতে কিরূপে থাকে, না, মণি আবৃত থাকুক বা অনাবৃত থাকুক, তদ্গত প্রতিবিম্ব যেন সত্যও নহে অসত্যও নহে অনির্ব্বাচ্য, সেইরূপ আত্মাতে এই সৃষ্টি পরম্পরা সত্যও নহে, অসত্যও নহে। আকাশ যেমন মেঘের আধার, কিন্তু আকাশ মেঘকে স্পর্শ করেনা অর্থাৎ আকাশ যেমন নির্লেপ, সেইরূপ এই সৃষ্টি পরম্পরা ক্যানভ্যাসের ছবির মত আপন আধার যে চৈতন্য তাহাতে থাকিলেও চৈতন্য কাহাকেও স্পর্শ করেননা, চৈতন্য নির্লেপ।

জলধিষ্ঠিত তত্তেজো যথাঙ্গ প্রতিবিম্বতি।
তথা পুর্য্যষ্টকেষ্বেব চিদ্ধি দেহেষু লক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

দেহে ও যে চৈতন্য লক্ষিত হয় না তাহার হেতু কি ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি হে অঙ্গ! যেমন জল পতিত সূর্য্য কিরণ জলে প্রতিবিম্ব রূপে লক্ষিত হয় সেইরূপ পুর্য্যষ্টক দেহেও চিৎকে লক্ষ্য করা যায়। পুর্য্যষ্টক বলে "ভূতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি বাসনা কর্ম্ম বায়বঃ। অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্যষ্টমৃষিসত্তমৈঃ॥" অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু এবং অবিদ্যা এই আটটিকে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ পুর্য্যষ্টক বলেন। দেহের মধ্যে এই আটটি পদার্থে আভাস রূপে চৈতন্যকে লক্ষ্য করা যায়।

চৈতন্যই চিৎ পদার্থ। চিৎ পদার্থে কোন সঙ্কল্প নাই। ইহাঁর কোন সংজ্ঞা বা নাম নাই, ইনিই অবিনাশী। পুর্য্যষ্টকে প্রতিবিম্বিত, তদধীন কাম সঙ্কল্পাদি ইহারা বাস্তব নহে ইহারা আভাস মাত্র ইহা সেই চিত্তেরই কল্পিত নাম। যাহা কিছু চেত্য—যাহা কিছু প্রপঞ্চ, সমস্তই সেই চিৎ পদার্থের প্রকার, চিৎ পদার্থের আভাস, সেই চিত্তেরই কল্পিত নাম। জ্ঞানীর চক্ষে এই চিৎ আকাশের শত ভাগের এক ভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, ইঁহার কোন অবয়ব নাই। ইহাতে এই যে সংসার ইহা অবয়ব বিশিষ্ট হইলেও চিত্তিতে ইহা অবয়ব শূন্য। এই চিত্তিই একমাত্র স্বস্বরূপ প্রদর্শনকারিণী।

তরঙ্গাদিময়ি স্ফারা নানাতা সলিলার্ণবে।
তস্মান্ ন ব্যতিরেকেণ যথাভাববিকারিণী ॥ ৯
ত্বত্তামত্তাময়ী স্ফারা নানাতেয়ং চিদর্ণবে।
চিন্মাত্র ব্যতিরেকেণ তথানৈব প্রকাশতে ॥ ১০

অর্ণব সলিল যেমন তরঙ্গ বুদ্‌বুদাদি নানা আকারে স্ফুরিত হয় কিন্তু সে সকল যেমন সলিল ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়, সেইরূপ তুমিত্ব আমিত্ব প্রভৃতি ভাব সকল চিৎসাগরের নানা আকারের স্ফুরণ মাত্র। ত্বত্তামত্তাময়ী স্ফুরণ অর্থাৎ তুমিত্ব আমিত্ব ভাব সকল কিন্তু চিৎ ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রকাশ নহে। চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম চেত্য অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চকে সংগ্রহ করিয়া আনেন, ইহা মনে না করিয়া, চিৎ আপনাকেই আপনি প্রকাশিত করেন ইহা মনে করিবে। চেত্য বলিয়া একটা ভিন্ন পদার্থ নাই। এইরূপ মনন করিলে দেখিবে চিৎ কোন কিছুই করেন না জন্য এই চিৎস্বরূপ, আপানাতেই স্থিত, কোন কিছুই ইনি সংগ্রহ করেন না। অজ্ঞানী হইয়াও যিনি আপনাকে জ্ঞানী মনে করেন তাঁহার চিন্তায় এই সৃষ্টি, চিতের অতিরিক্ত বটে কিন্তু এটাও তাঁহাদের কল্পনা। সুতরাং চিৎ অতিরিক্ত যাহা আছে বলিয়া মনে করা যায় তাহাই কল্পনা। অজ্ঞেরা চিৎ স্বরূপকেই চিৎব্যতিরিক্ত পদার্থ মনে করে অর্থাৎ অন্য পদার্থ বলিয়া মনে করে। অজ্ঞ জনের নিকটে এই চিৎ অসম্ভাবাপন্ন হইয়া ঘোর সংসার বিস্তার করে ইনি সংসার গর্ভিনী। আর যিনি ইহাকে জানেন তাঁহার নিকটে প্রকাশ রূপা সকলের এক আত্মা রূপে বিরাজিত হয়েন।

এই চিৎ বস্তুর অপর নাম অনুভূতি। যাহা অনুভবে আইসে না তাহার অস্তিত্ব কোথায়? তাই বলা হয় অনুভূতির প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে। ইহাই বিষয় আস্বাদনে নিমত্ত ভূতা এবং সংসার ভোগী জীবের ভাবি জন্মেরও নিমিত্ত ভূতা। ইনিই আনন্দ রূপিণী—এই জন্য শ্রুতি বলেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। অর্থাৎ "স্বাদিনী সর্ব্বভূতানাং ভাবিনী ভবভোগিনাম্"

নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি।
ন চায়াতি ন বা যাতি ন চেহ ন চ নেহ চিৎ ॥ ১৪

এই চিতের অস্ত নাই উদয়ও নাই—ইঁহার উত্থানও নাই, অবস্থানও নাই, ইনি আসেনও না যানও না, ইনি এই জগতে আছেনও বটে, নাইও বটে। মলাশূন্য এই চিৎ স্বয়ং আপনাতে আপনি অবস্থিত। ইনিই আপনি—আপনি। রাঘব! ইনিই এই প্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত এবং জগৎ নামে প্রকাশমান। তেজের দ্বারা যেমন তেজ, জল দ্বারা যেমন জল স্ফুর্ত্তি পায় সেইরূপ চিৎ সৃষ্টি বিভ্রম স্পন্দন দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছেন। এই চিৎ অনেজৎ একং এবং মনসো জবীয়ঃ—পরমার্থ দশায় ইনি শুদ্ধ নির্ম্মল প্রকাশ স্বরূপ, সর্ব্ব প্রকার চলন রহিত কিন্তু ব্যবহার দশায় ইনিই সর্ব্বগ। পরমার্থ দশায় প্রকাশ আর অবিদ্যাবশে—আমাকে আমি জানিনা এই ব্যবহার দশায় অপ্রকাশ। পরমার্থ দশায় অংশ শূন্য বা অবয়ব শূন্য কিন্তু ব্যবহারিক দশায় অংশধারী বা অবয়ব ধারী।

স্বয়ং স্বকলনাভোগাদনন্তং পদমুজ্‌ঝতা।
অহমস্মীতি ভাবেন গচ্ছতাজ্ঞ পদং শনৈঃ ॥ ১৮

ব্রহ্ম, জীব ভাব ধারণ করেন কিরূপে জান—জ্ঞান স্বরূপ যিনি তাঁহাতে মিথ্যা অজ্ঞানের কল্পনাও উঠিতে পারে—জ্ঞান অজ্ঞান, বিদ্যা অবিদ্যা, সত্য মিথ্য, প্রকাশ অপ্রকাশ, শান্ত অশান্ত, অচলন চলন—এই বিরুদ্ধ ভাব লইয়াই এক প্রকার পূর্ণতা। জ্ঞান যে অজ্ঞান কল্পনা করেন অথবা বিদ্যা যে অবিদ্যা কল্পনা করেন সেই অবিদ্যা প্রতিফলিত আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া "ইহাই আমি" এই রূপ একটা কৃত্রিম ভাব তিনি ধরেন। ইহা ধরিয়া আপন স্বরূপ যেন বিস্মৃত হন। তখন আপনার অনন্ত পদ—অপরিচ্ছন্ন স্বরূপ ত্যাগ করিয়াই যেন অজ্ঞ সাজেন—জীব ভাব ধারণ করেন। জীব ভাবে নানাত্ব রূঢ় হইয়া উঠিলে ইনি সংসার করিতে থাকেন। তখন "ইহা আছে, ইহা নাই" এই ভাব অভাবের, এবং ইহা গ্রহণের যোগ্য, ইহা অযোগ্য, এই

দেহাত্ম বোধজ ব্যাপারে অবস্থিত হয়েন। তাঁহার দেহ স্পন্দন দৃষ্টে বোধ হয় যেন তিনি বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা একটা ভোগ্য জগৎ নির্ম্মাণ করেন, বাস্তবিক কিন্তু কিছুই করেন না। অর্থাৎ বাস্তবিক তিনি ভোগ্য জগৎ নির্ম্মাণ করেন না—পুর্য্যষ্টকের স্পন্দনেই ইহা সম্পাদিত হয়। ভূগর্ভস্থ অঙ্কুর যে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয় তাহা কিন্তু সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি সর্ব্বময় আকাশ আপনাতে অবকাশ ধারণ করে বলিয়াই হয়; নতুবা ঊর্দ্ধে অবকাশের অভাবে অঙ্কুরের উদ্গম কিছুতেই হইতে পারেনা। আবার ঐ অঙ্কুরকে উদ্গত করিবার জন্য স্পন্দাত্মক বায়ু নিম্ন হইতে উহাকে আকর্ষণ করে, জল রস প্রদানে উহাকে স্নিগ্ধ করে, পৃথিবী দৃঢ়তা প্রদান করে এবং তেজঃ উহাকে স্বীয়রূপ প্রদান করে। সমুদায় জগৎ এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে স্থিতিলাভ করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতু ভিন্নকাল জাত অঙ্কুরাদির উৎপত্তির বাধক হইয়া স্বকাল জাত অঙ্কুর উদ্গমের হেতু হইয়া থাকে। এই সমস্তই কিন্তু চিৎস্বভাবের অনতিরিক্ত।

এই চিৎই শনৈঃ শনৈঃ পুষ্পে কেশর সঞ্চিত গন্ধ, মৃৎ কোটরস্থিত রসোল্লাস এবং ইহাই ভূতলে বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। ঐ চিৎই বৃক্ষমূলে রসরূপে থাকিয়া ক্রমে পল্লব, ফল, শিরাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রধনুর ন্যায় বৃক্ষের নবতা—নূতনতা সম্পাদন করেন। এই জগতে যাহা যাহা নূতন আকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহা এই চিতিরই অনুগ্রহে। এই চিৎপদার্থই পুষ্প পল্লব রূপ ধরিয়া বসন্ত হয়েন, সূর্য্যদেবের দাহ বিভূতি হইয়া নিদাঘ হয়েন, নীল মেঘরাশি লইয়া প্রাবৃটকাল হয়েন, বিবিধ ধান্যাদি ফল রাশি লইয়া শরৎকাল হইয়া আইসেন; ইনিই হেমন্তে হিমহাসিনী—তুষার শোভিনী; শিশিরে শীতল অনিল লইয়া জলকে বরফ করিতে করিতে আগমন করেন।

ন জহাতি স্বমর্য্যাদাং কালো যুগময়ীমিমাম্।
তরঙ্গিণা তরঙ্গৌঘ লীলয়া যান্তি স্বষ্টয়ঃ ॥২৯

কাল যে আপনার যুগময়ীমর্য্যাদা—বৎসর যুগ ইত্যাদি হওয়া ত্যাগ করেন না তাহাও এই চিৎএর অনুগ্রহে—একমাত্র চিৎই তরঙ্গিণীর

তরঙ্গ লীলার ন্যায় সৃষ্টি লীলা বিস্তার করিতেছেন। স্থৈর্য্যচাতুর্য্য কারিণী নিয়তি যে স্থিরভাবে বিশ্বকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত চালাইতেছেন তাহা এই চিতেরই প্রভাব; চতুর্দ্দশ লোকবাসি প্রাণিগণের পুনঃ পুনঃ জননমরণ প্রবাহ যে জলে বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে লয় পাইতেছে তাহাও ইঁহারই নিয়মে।

আয়াতি যাতি পরিতিষ্ঠতি লীলয়াতি
স্বার্থানুপার্জ্জয়তি ধাবতি জন্মনাশৈঃ।
উন্মত্তবদ্বিহিত ভাবনমাহিতেহা
মুগ্ধাকৃতান্তবিবশা জনতা বরাকী ॥৩৩

এই যে বরাকী জনতা এই যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত দুঃখী প্রাণিপুঞ্জ প্রাক্তন সঙ্কল্প বাসনা বশবর্ত্তী হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আপন আপন স্বরূপবার্ত্তা না জানিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতে কৃতান্তের করালগ্রাসগত হইতেছে—এই সংসারে বিষয় ভোগ কৌতুকে কখন ইহলোকে আগত কখন পরলোক গত হইতেছে; কখন স্থাবর জঙ্গম জন্মে অবস্থিতি করিতেছে, কখন স্বার্থ উপার্জ্জন করিতেছে কখন বা জন্মনাশ দ্বারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—একমাত্র এই চিৎপদার্থকে না জানিয়াই ইহা হইতেছে। যে চিৎ পদার্থ সর্ব্বদা চলনরহিত—অনেজৎ তিনিই আপনস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও—কোন মায়াবশে বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই বিচিত্র সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ সম্পাদন করিতেছেন—অথচ কিছু করিতেছেন না ইহার ন্যায় বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে?



স্থিতি ৩৬ সর্গঃ।

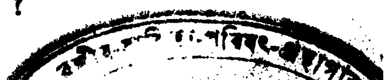
আত্মস্থিতি বা উপশমের স্বরূপ বর্ণন।

বশিষ্ঠ কহিলেন পূর্ব্বাধ্যায় বর্ণিত প্রকারে অন্তর্দৃষ্টিতে স্থিরতরাকার সংসারধারা সকল, ব্রহ্মস্বভাব হইতে পুনঃ পুনঃ আগত ও গত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের হেতু হইয়া এই জগৎ স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য হইতে জন্মিতেছে, পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়া চৈতন্যেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন অগাধ জলরাশির উদরে অস্পন্দটিই কিন্তু স্পন্দরূপে লক্ষিত হয় (জলের সঙ্গে থাকে বলিয়া) সেইরূপ অসৎ ও সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান—অবিদ্যমান এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ যাহা দেখা যাইতেছে চিৎই এইরূপে দেখা যাইতেছে। নিরাকার আকাশে গ্রীষ্মকালে যেমন মৃগতৃষ্ণিকা দেখা যায় সেইরূপ চিত্তস্পন্দন কল্পনারূপ জগৎ দর্শনও সেইরূপ মৃগতৃষ্ণিকার মত মিথ্যাই। উন্মত্ত ব্যক্তি মত্ততা বশতঃ যেমন আপনাকে অন্যরূপে দেখে সেইরূপ চিৎসার যিনি তিনি চিত্তস্পন্দন কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া অচিৎ এর মত যেন অবস্থিত।

ন চেদং সদসন্নেদং তৎস্থাতৎস্থতয়া চিতঃ।
নাতিরিক্ত্যাতিরিক্তা চ কটকাদিষু হেমতা ॥৬

এই জগৎটাকে সৎ ও বলা যায়না অসৎ ও বলা যায়না—ইহা অনির্ব্বচনীয়। কেন বলা যায়না? চিতের তৎস্থভাব ও অতৎস্থভাবই ইহার কারণ। চিৎই যখন জগৎপ্রপঞ্চরূপ ধারণ করেন তখন জগৎ অসৎ কিরূপে হইবে? আবার জ্ঞানের উদয়ে চিৎকে যখন স্বরূপে বা ব্রহ্মরূপে দেখা যায় তখন জগতের সত্তা পর্য্যন্তও থাকেনা তবে ইহা সৎ হইবে কিরূপে? সোনার বালার সোনাভাবটা বালা হইতে ভিন্নও নহে আবার অভিন্ন ও নহে এজন্য অনির্ব্বচনীয়।

রাম—আচ্ছা ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত বুঝিলাম কিন্তু জীবে জীবের যে আত্মা তিনি বিবর্ত্তিত কিরূপে?



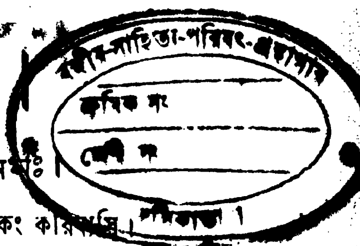
৺

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ।	ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল।	৫ম সংখ্যা।



অন্তিমে প্রার্থনা।

এই দীর্ঘ জীবন লইয়া যাহা যাহা করিলাম তাহা তুমি জান, আর আমিও কতক কতক বুঝিলাম। কিন্তু আমিত আমার উপর ভরসা করিতে পারিলাম না। সে সময়—সেই শত বৃশ্চিক দংশনের সময় আমি যে কিছু করিতে পারিব তাহাত মনে হইল না। কিন্তু এখনও আমার এক আশা আছে। সে আশা কিন্তু তোমার দিকে চাহিয়া।

আমি এখনও দেখি—সব দিন দেখি না—এক এক দিন দেখি আমি বিশেষ কিছু চেষ্টা না করিলেও আমার মন বড় শান্ত, বড় যেন নিশ্চিন্ত হয়, হইয়া আপনা হইতে তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চায়। আমিত জানিতে পারিনা ইহা কেমনে হয়। আমার মনে হয় তুমি কিছু করিয়া দাও তাই হয়। হয়ত অন্য অন্য দিন আমি কত ক্লেশ করি, মন একেবারে তোমাকে ডাকিতে পারেনা —ডাকিতে চায় কিন্তু পারেনা—তবুও আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি—সেই সময়েই তোমার আশীর্ব্বাদ পাইনা—আর আজকের মত দিনে যখন পাই তখন বুঝিনা ঠিক করিয়া ধরিতে পারিনা—তুমি ইহা করিয়া দিতেছ কিনা—আহা! তোমার কার্য্যই বুঝি এইরূপ। তুমি কি কর তাহা কাহাকেও যেন স্পষ্ট করিয়া বলনা; লোকে যেমন কিছু উপকার করিলে পাকে প্রকারে জানাইতে চায় "আমি তোমার জন্য এই এই করিতেছি" তুমি সেরূপ মানুষ নাও—তুমি জানিতে দাওনা তুমি কি করিতেছ কিন্তু—তোমার স্বভাব আড়ালে থাকিয়া ভালবাসা,

ভালবাসিয়া তাহা জানিতে না দিয়া উপকার করা—বলিতেছি আজকার মত দিনে যখন আমার মন উপদ্রব শূন্য হইয়া, শান্ত হইয়া, বড় আনন্দে তোমার চরণে লুটাইয়া পড়ে তখন আমার মনে হয় তুমিই ইহা করিলে। ইহা জীবনে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিলাম। ইহা ধরিয়াই আজ তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি।

আমিত ঠিক মত তোমাকে ডাকিতে পারিনা। তথাপি তোমার আজ্ঞা পালনে একটা চেষ্টা রাখি মাত্র। সদাচার, সাধু আহার, সাধু ব্যবহার, নিত্য ক্রিয়া, নিত্য উপাসনা, নিত্য স্বাধ্যায়—এক কথায় শাস্ত্র মত চলিতে প্রয়াস যেমন করি, সেইরূপ করিয়া এই শেষের দিন কটা কাটাইতে চেষ্টা করিব—সঙ্গে সঙ্গে ফল পাইনা বলিয়া আদৌ উৎকণ্ঠিত হইব না—আমার কর্ত্তব্য তোমার আজ্ঞা পালনরূপ কার্য্য করা—ফল দিবে তুমি—যখন ইচ্ছা দিবে—ইচ্ছা হয় দিবে নতুবা করুণাবরুণালয় তুমি—তুমি না দিলেও আমার শুভ করিবেই নিশ্চয় এ বিশ্বাস আমি রাখি--আমি প্রার্থনা করি আমি তোমার কথা মত--তোমার কথাতে আমার সুবিধা মত কাট ছাঁট না করিয়া—যেমন তোমার আজ্ঞা—পারি বা না পারি—আপনার স্বধর্ম্ম মত—আপনার অধিকার মত করিতে চেষ্টা করিব—আর তুমি—হে করুণাসাগর—হে ক্ষমাসার—হে আমার দয়াময় দেবতা তুমি আমার শেষ দিনে এমনি সময়টি আনিয়া দিও আমি চেষ্টা না করিলেও মন যেন আপনা হইতে শত যাতনার মধ্যে তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িতে পারে। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বৈদিক আর্য্যের উপাস্য কে?

এইত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত আসিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—ত্রিভুবন জুড়িয়া আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যে হিরন্ময় পাত্রে সত্যদেবের মুখ নিরন্তর আবৃত থাকে সেই সূর্য্যদেব আপন রশ্মি বাহিরে ছড়াইলেন—বাহিরের অন্ধকার দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল আর আবরণ মুক্ত হইয়া দেবতা ভিতরে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। প্রকৃতি উষারূপ ধরিয়া পুরুষের উপাসনা করিতে আসিলেন। আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া ফুলের গন্ধে তাঁহার দেহগৃহ আমোদিত করিয়া,

বিহগ কাকলীতে কণ্ঠ মিশাইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত, বায়ু রাশির উপরে ছড়াইয়া, প্রকৃতি, পুরুষের পূজা করিতে আসিলেন। চক্ষে চক্ষু রাখিতেই গণ্ডস্থল কুঙ্কুম রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল আর দিকবধূগণ সেই প্রেম তরঙ্গে ভরিত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেবতাগণ অপূর্ব্ব স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া স্বর লহরীর মূর্ত্তি ধরিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষগণ, ঋষিগণ, সাধকগণ, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী-সকলের হৃদয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের আনন্দ লহরী ঝঙ্কার তুলিল। সন্ধ্যা পূজা, জপ, ধ্যান, স্তব স্তুতিতে সেই ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল সুবাসিত প্রকৃতি গৃহ সঙ্গীতময় হইয়া উঠিল।

প্রতিদিন ইহা হয়। তুমি বুঝিবে কিরূপে? যথা সময়ে কোন কর্ম্মইত করনা। প্রকৃতির এই পূজার তরঙ্গ প্রাণে সাড়া দিবে কিরূপে? তবু চেষ্টা কর, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। এতদিন না করিয়া থাক, এখন হইতে আবার আরম্ভ কর ভাল হইবে। চেষ্টা ছাড়িও না—চেষ্টা কর তাঁর শুভদৃষ্টি পড়িবেই, আশীর্ব্বাদ মিলিবেই। আপনাকে আপনি ইহা বলা হইতেছে।

পরম শান্ত, স্থির, অচঞ্চল—একেবারে চলন রহিত—আপনি আপনি পূর্ণ যিনি তাঁহার সেবা করিতে পারিলেই জীবনকে সফল করা যায়। জানিয়া সেবা করাই ভাল। "শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ"। না বুঝিয়া, না জানিয়া, না শুনিয়া অভ্যাস করা অপেক্ষা, শুনিয়া, জানিয়া অভ্যাস করা ভাল।

অস্পন্দে যখন স্পন্দ এক হইয়া থাকে—তখন কোন কিছুই ত ধরিবার উপায় নাই। অবিজ্ঞাতস্বরূপকে দেখিবে কে? ভজিবেই বা কে? তিনি যদি সর্ব্বশক্তি না হইতেন তবে কি স্বপ্রকাশের কোন প্রকাশ ইন্দ্রিয় গোচর হইত, স্বপ্রকাশের দ্বিতীয় প্রকাশ স্পন্দ প্রকাশে। অনভিব্যক্তের অভিব্যক্তি এই স্পন্দন। স্বপ্রকাশের প্রকাশ এই উপাধি গ্রহণে। সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত যিনি তাঁহার আত্মপ্রকাশ জন্য প্রথম উপাধি জ্ঞান—ইহাই বিদ্যাপাদ। দ্বিতীয় উপাধি আনন্দ। ইহাই আনন্দ পাদ। তুরীয়ের বিদ্যা ও আনন্দ উপাধি—ইহাই নিরাকারের নিরুপাধিক সাকারত্ব। তুরীয় যিনি তিনি নিরাকার। তুরীয় যখন বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা উপাধি গ্রহণ করেন, ইনি যখন আনন্দ উপাধি গ্রহণ করেন, ইনি যখন বিদ্যানন্দ মিশ্রিত উপাধি গ্রহণ করেন তখন ইহাকে নিরুপাধিক সাকার বলা হয়। সাকার কিন্তু অনিত্য, নিরাকারই নিত্য। তবে বিদ্যাপাদ এবং আনন্দপাদ নিত্য কিরূপে? এই বিদ্যা ও আনন্দ তুরীয়ের সহিত অভিন্ন সেই জন্য নিত্য—শ্রুতি প্রমাণে ইহাই জানা যায়। ব্রহ্মের চারি পাদ।

বিদ্যাপাদ, আনন্দ পাদ, অবিদ্যা পাদ ও তুরীয় পাদ। তুরীয় পাদই সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত। বিদ্যাপাদ ও আনন্দ পাদ সাকার হইলেও তুরীয় হইতে অভিন্ন। আর অবিদ্যাপাদেই এই মায়িক সৃষ্টি।

বলিতে ছিলাম শক্তিমানের বক্ষে শক্তির স্পন্দন উঠিল। মহাকালের বক্ষে মহাকালীর স্পন্দন আরম্ভ হইল। অনভিব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এই সর্ব্বশক্তি আসিবেন তাহারই রেখাপাত হইল। কেমন হইল? মহাকবি কালিদাস ইহা কোনরূপে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও কিন্তু সৃষ্টি ক্রমে নহে, সংহার ক্রমে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি প্রকাশের পথে নহে কিন্তু জীব হইতে ব্রহ্মে উঠিবার পথে। কবি বলিলেন যদি অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহ দেখিয়া থাক, যদি অনুত্তরঙ্গ অপাধার ভাবিতে পার তবে এই দৃশ্য ভাবনায় কথঞ্চিৎ আনিতে পারিলেও পারিতে পার।

জলভরা কাল মেঘ অপার পর্য্যন্ত নীলনভ ছাইয়া রহিয়াছে— প্রবল বারিপাতে ভূমণ্ডল ভরিয়া যাইতে পারে - জলভরা মেঘ ঝুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু একবিন্দু বৃষ্টিও পড়িতেছে না ধারণা কর। আবার ধারণা কর—অনন্ত তরঙ্গ গর্ভে ধরিয়া সীমাশূন্য অগাধ সমুদ্র স্থির—একটিও তরঙ্গ ভঙ্গ দেখা যাইতেছে না। যখন অপার সীমাশূন্য অস্পন্দ সর্ব্বশক্তি স্পন্দভাব ধরিয়া প্রকটিত হইতে চান তখন অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের মত, অনুত্তরঙ্গ অপাধার মত, নিবাত নিষ্কম্প দীপ পর্ব্বত মত কি যেন কি বাহিরে আসিতে দাঁড়াইয়াছেন। স্পন্দনের এক নাম প্রাণ— আদি স্পন্দনের আদি নাম মহাপ্রাণ। "অনেজৎ এক" যিনি তিনি বিদ্যাপাদ ও আনন্দপাদ উপাধি ধরিয়া যখন বহির্ম্মুখে নৃত্য করিতে আসিতেছেন—এখনও নৃত্য আরম্ভ হয় নাই—সমস্তই আপনি আপনি গর্ভে এখনও স্থির ইহারই নাম দেওয়া হইল ঝঙ্কার পরিপূরিত ওঁকার। যাঁহার নাম নাই, যাঁহাকে প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, সেই অপ্রকাশের যে প্রকাশ তাহাকে ভজন করিবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এই ওঁকার। ওঁকার পরব্রহ্মের প্রিয়নাম। সেই জন্য নিরাকারের নিরুপাধিক সাকার অবলম্বন এই প্রণব। উপাস্য যিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এই ওঁকার।

বলিতেছিলাম এই স্পন্দন, নিরাকারকে নিরুপাধিক সাকারে আনিয়া আপনি সাকারা হইবেন তাহারই আয়োজনে উঠিলেন। এই স্পন্দনভরা অস্পন্দের অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ অবলম্বনের নাম শ্রুতি দিলেন ঝঙ্কারময় ওঁকার। এই ঝঙ্কারভরা ওঁকার উর্দ্ধসপ্ত লোক ও অধঃ সপ্ত লোক যেন আপন গর্ভে

লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—মানুষ যেমন আপনার ভিতরে ত্রিভুবনের সঙ্কল্প ভরিয়া রাখে সেইরূপ। বহির্ম্মুখ হইয়া এই ওঁকার ঝঙ্কার ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি যেন ফুটাইয়া তুলিলেন। এই চতুর্দ্দশভুবন পরিপূরিত করিয়া যে শক্তি ও শক্তিমান একসঙ্গে চিদানন্দে ভাসিলেন তিনিই বৈদিক আর্য্যের উপাস্য। যে প্রসিদ্ধ সবিতার—যে স্বতঃ সিদ্ধ পরব্রহ্মের কথা বেদ সর্ব্বত্র বলিতেছেন, ইনি সেই জগৎ প্রসবিতার ত্রিভুবন বরণীয়—উপাসনীয় মহাশক্তি। রাহু যেমন শির ভিন্ন অন্য অঙ্গ বিশিষ্ট নহেন—রাহুর শির এই বাক্যে যেমন রাহু ও শির অভিন্ন সেইরূপ এই সবিতাই ভর্গ—সর্ব্বশক্তিই সর্ব্বশক্তিমান। স্পন্দ ও অস্পন্দ জড়িত মহাপুরুষের প্রকট মূর্ত্তিই হইলেন দেবতা। বৈদিক আর্য্যের উপাস্য দেবতা হইতেছেন দীপ্তিশীল ও ক্রীড়াশীল। এস আমরা ইহাঁকেই ধ্যান করিয়া আবার বৈদিক আর্য্য হই। কেন ধ্যান করিব? কারণ এই দেবতা—এই শক্তি শক্তিমান—এই সগুণ ব্রহ্ম পুটিত নির্গুণ ব্রহ্মই আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে সর্ব্ব প্রকার পুরুষার্থে প্রেরণ করেন।

বুঝিলে বৈদিক আর্য্যের উপাস্য কি? তবেই বেদমাতা যাহা করিতে বলিতেছেন তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপার হইতেছে "ধীমহি" এস আমরা ধ্যান করি।

কিন্তু ধ্যান করিব কিরূপে? যিনি যেমন অধিকারী তিনি সেইরূপেই ধ্যান করিবেন। শ্রেষ্ঠ অধিকারীর শ্রেষ্ঠধ্যান হইতেছে "আমিই তুমি" এই ভাবনায়। ইহা যিনি না পারেন তাঁহার ধ্যান হইবে "আমি তোমার" ইহার ভাবনায় ও ব্যবহারে। ইহাও যেখানে ঠিক মত হয়না সেখানে হইবে "তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ যেখানে তোমাকে জানিবার মত জানিতেও পারিনা—ধ্যানের মত ধ্যানও পারিনা সেখানে পূর্ণভাবে শরণে আসিয়া প্রার্থনা—মা—ঠাকুর তুমি আমাকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া চল। বৈদিকের সঙ্গে তান্ত্রিকের মিলনে বৈদিক আর্য্যের পূর্ণ উপাসনা হয়। এই জন্যই বৈদিক ব্যাপারের সহিত তান্ত্রিক ব্যাপার জড়িত। এই জন্য বৈদিক তান্ত্রিক উভয়ই আবশ্যক।

বৈদিক উপাসনার যে মন্ত্র তাহার একটি অক্ষরকেও যদি এদিক ওদিক সরাইয়া ফেল তবে ভাবের ছন্দ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

বৈদিক মন্ত্রের যদি অন্বয় করিয়া অর্থ করা যায় তবে ঠিক বৈদিক ভাবে পৌছান যায় না। যে ছন্দে স্পন্দিত হইয়া মন্ত্র উঠিয়াছিল সে ছন্দ ঠিক থাকে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই জন্য বেদের কোন মন্ত্রের এমন কি উপনিষৎ স্বরূপ গীতা শাস্ত্রেরও ব্যাখ্যায় কোথাও অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। মন্ত্রটি

যেমন আছে সেইরূপে ইহার ভিতর হইতে অর্থ বাহির করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি স্পষ্ট করা যাইতেছে। গায়ত্রী মন্ত্রে যে তৎসবিতুঃ আছে—ইহার "তৎ" পদের প্রকৃত অর্থ কি? কেহ বলেন "তৎ" পদটি ভর্গের সহিত অন্বিত। সবিতুর্দেবস্য তৎ তাদৃশং ভর্গঃ ধীমহি" যৎ ভর্গঃ ইত্যাদি। এখানে কিন্তু ইহা বলা যায় না কারণ "তৎ" হইতেছে ক্লীবলিঙ্গ আর ভর্গ হইতেছে পুংলিঙ্গ।

যদি বলা হয় "তৎ" পদ সবিতু পদের সহিত অন্বিত—তাহাও ঠিক হয় না কারণ তাহা হইলে "তচ্ছবিতুঃ" হওয়াই উচিত।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য "তৎ" এর অর্থ করেন "তস্য"। "তৎ" শব্দ স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। "তচ্ছব্দেন প্রত্যগ্‌ভূতং স্বতসিদ্ধং পরব্রহ্ম উচ্যতে" ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৎ শব্দের তস্য ব্যাখ্যাই এই জন্য করিয়াছেন। অন্বয় করিয়া বৈদিক মন্ত্রের অর্থ হওয়া এই জন্য ঠিক নহে। মন্ত্র যেমন আছে সেই ভাবেই অর্থ ভাবনা করা উচিত। অর্থ ধারণা করিয়া মন্ত্র ভাবনা করাই মানস জপ। মানস জপও যাহা, ধ্যানও তাহাই।

কি জানি কেন মনে হয় বেদের এই আত্ম প্রকাশের জন্য, বেদমাতার এই অভিব্যক্তির জন্য শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুঝি এখনও বৈদিক আর্য্য হইতে পারা যায়। সাধনা ত ইহারই জন্য। ইহার জন্যই, মনকে পবিত্র করিতে হইবে। মন পবিত্র না হইলে, হৃদয় পবিত্র না হইলে এই পবিত্র বস্তুর উদয় হইবেই না। চিত্তশুদ্ধির জন্যই সদাচার, পবিত্র আহার, পবিত্র জলে স্নান আবশ্যক। যেখানে আচারে পবিত্রতা নাই, আহারে পবিত্রতা নাই, ব্যবহারে পবিত্রতার অভ্যাস নাই, সেখানে থাকে পোষাকী চরিত্রের পোষাকী ভাষা—এখানে কিন্তু আটপৌরে চরিত্র পোষাকী চরিত্রের ভাষার কোন ব্যবহার করে না। পোষাকী চরিত্রবান্ যিনি তিনি তাঁহার মনগড়া একটা কিছু মতলব সিদ্ধি জন্য—একটা কিছু অসনাতন আনিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন ও মরেন। সময়ে ইহার আবশ্যকতা থাকিলেও সনাতন পথ হইতেছে বৈদিক আর্য্যের উপাস্য, উপাসক, উপাসনা পথে চলিতে চেষ্টা করা। সদাচারে, মেধ্য, আহারে, সাধু ব্যবহারে, পুণ্য কর্ম্ম করিয়া, তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তুমি বোধে সকলকে সেবা করিয়া করিয়া যখন মন পবিত্র হয় তখন এই মন তোমাতে স্থির হয়, এই বুদ্ধি তোমাতে প্রবেশ করে—প্রবেশ করে সেই তুরীয়ে। যে ইহা না পারে তার জন্য বিশ্বরূপে তোমার উপাসনা। যে মনকে একাগ্র করিতে পারে না তার জন্য

তোমার ভক্তি বর্দ্ধক কর্ম্ম করা; ইহাও যে পারে না তাহার জন্য তাহার কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করা। উপাস্যের সমস্ত উপাসনা এই— ইতি।

শ্রীজন্মাষ্টমী।

আজ জন্মাষ্টমী। আজ ধরণীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কত যুগ যুগান্ত অতীত হইল এমনি ঘন বরষার নিবিড় আঁধার ভেদ করিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী জ্যোতিঃ মূর্ত্তি পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই যে মেঘমেদুর আকাশ—বাদলের ঝর, ঝর, বরিষণ—ইহাতে তাঁহার আগমন সূচিত হইতেছে। এমনিতর লীলামৃত বর্ষণ করিয়া অভ্রবপু গোকুল চন্দ্রমা ত্রিতাপাভিভূত জীবকে শান্তি দিবেন—এমন নবনীরদাভাবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর মানবের সংসার জ্বালা নিবারণ করিবেন। তাই তাঁহার জন্মের অগ্রদূত শ্যামল ধরণী ও ঘনায়মান আকাশ। যাহারা শ্রীভগবানের প্রকট লীলায় তাদৃশ আস্থাস্থাপন করিতে পারে না, তাহারা হয়ত বলিবে যে যিনি ভূমা, যিনি অজ, যিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" তিনি কি কখন মায়িক প্রপঞ্চে মানবের মত শরীর ধারণ করিয়া লীলাবিলাসাদি করিতে পারেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাহাদের যুক্তির উত্তর আমরা শ্রীভগবানের বাণীর মধ্যেই পাইয়া থাকি। গীতায় তিনি বলিয়াছেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"।

অর্থাৎ আমি জন্ম রহিত, অব্যয়, ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া স্বেচ্ছায় আত্ম মায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। আরও বলিয়াছেন।

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতিসোঽর্জ্জুন"।

অর্থাৎ আমার জন্মের যাথার্থ্য যিনি অবগত হইয়াছেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন, পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। ভগবান্ যুগে যুগে নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রপঞ্চে চিন্ময় তনু প্রকট করেন, ইহাতেই

তাঁহার করুণার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি কেবল জীবগণকে কর্ম্ম বিপাকের পেষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত করা হইত, তাহা হইলে কৃপাসার, পতিতপাবন, ভুবনৈকবন্ধু, করুণৈকসিন্ধু প্রভৃতি নামে তিনি অভিহিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু লীলার উদ্দেশ্য তাহা নহে— জীবগণকে স্বীয় নিত্য চিন্ময় ধামে লইয়া যাইবার জন্যই এই অনাদি লীলা। তাঁহার কৃপার পরিচয় পাই আমরা তখন, যখন তিনি অশেষ গুণগণ সমন্বিত হইয়া মানব মনের ধারণার উপযোগী হইয়া মায়াতীত ধাম হইতে অবতরণ করিয়া মায়িক জড়জগতে আসেন। যদি যুগে যুগে তিনি এরূপ স্বীয় অচিন্ত্যরূপ অভিব্যক্ত না করিতেন তবে তাঁহার তত্ত্ব কে জানিত? সমগ্র বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াও কে তাঁহার মর্ম্ম অবগত হইত? সেই জন্য পরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষংদেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃশ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ"।

কিন্তু ভগবানের জন্ম যে মানবের মত কর্ম্মাধীন নহে তাহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, সেই জন্য গীতায় কথিত হইয়াছে—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্"।

অর্থাৎ যাহারা পরমভাব বা তত্ত্ব অবগত নহে তাহারা আমাকে মানব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া অবজ্ঞা করে। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্ব ময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছা বশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি" অর্থাৎ আমার তনু চিন্ময় শুদ্ধ সত্ত্বে নির্ম্মিত— ভক্তের ইচ্ছায় মানব আকার ধারণ করিয়াছি ইহা অজ্ঞ জন অবগত নহে। ভগবানের শরীরে যে মানবের মত অস্থি, চর্ম্ম, মেদ, শুক্র, শোনিত কিছুই নাই, তাহা যে আনন্দৈকরসে নির্ম্মিত তাহা শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন মানুষ বুঝিতে অক্ষম। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণ পাঠ করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ কনক-কুণ্ডলশোভিত পীতাম্বর বিভূষিত হইয়া ভূলোকে প্রকাশিত হইলেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার জন্ম কেমন অলৌকিক এবং কিরূপ শুদ্ধ আধারে এতাদৃশী অখিল রসামৃত মুর্ত্তির আবির্ভাব সম্ভব। বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবকী মাতার মত অতি পবিত্র হৃদয় ভিন্ন কেহই

নিখিল বিশ্বের নিলয় স্বরূপ ভগবানকে আপনার মধ্যে ধারণ করিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য।

শাস্ত্রে কথিত আছে "দেবাঃ ন ভূমিং স্পৃশন্তি" অর্থাৎ দেবতারা শূন্যে গমনাগমন করেন। শ্রীভগবান্ দেবাদিদেব, যখন তিনি সংসার তাপদগ্ধ অবিদ্যাভিভূত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বৃন্দারণ্যে কঠিন বনানীতে ধূলি ধূসরিত নগ্ন পদে বেণু গান করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ নামের স্বার্থকতা প্রদান করেন তখনই বুঝি তিনি করুণার পারাবার—তখনই জানি যে শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" আনন্দম্ রূপমমৃতম" বলিয়াছেন ; মহর্ষিরা "ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ইনি তিনিই। শ্রুতিতে যিনি শব্দব্রহ্ম লীলায় তিনি ঘনীভূত ব্রহ্ম। শুধু তাহাই নহে, যাহারা শ্রীভগবানের লীলারস মাধুর্য্যাস্বাদনে বঞ্চিত তাহারা অতীব দীন। প্রেমিক ভক্ত শ্রীলীলা চিন্তন দ্বারা হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ও অপ্রাকৃত আনন্দানুভব করেন এবং নিত্য লীলাবিনোদী আজিও যে নিত্য লীলায় বর্ত্তমান তাহা সদা সর্ব্বদা স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া এখনও সাধক কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষবৎ লীলা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। সংসারের ভীষণ দাবদাহে জীব যখন জ্বলিতে থাকে তখন হৃৎকর্ণ রসায়নী ও ভগবল্লীলাস্মৃতিটুকুই ক্ষণ কালের জন্য সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্চন করে। যাহাদের লীলারস সম্যক অধিগম্য নহে, তাহারা চির মধুর সুন্দর আনন্দ বস্তুর বিষয় উপলব্ধি করিতে তাদৃশ সক্ষম নহে এবং নিত্য আনন্দ ধামে প্রবেশ লাভ করিতেও বুঝি অসমর্থ। যিনি রূপ ও রসের আধার তাঁহার অসীম রূপ লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং অনন্ত রস নদীনদে, তরুলতায় নিখিল বিশ্বে ঝরিয়া পড়ে। যখন প্রাবৃটের চিত্তমনোহারিণী শোভা বনানীর মধ্যে ফুটিয়া উঠে—যখন কিশলয়গুলি নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উর্দ্ধে আকাশের দিকে আনমনে চাহিয়া কাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তখন সেই লীলা পুরুষোত্তমের কথাই মনে পড়ে। মাধুর্য্যের সিন্ধু না থাকিলে ধরণীতে বিন্দুর প্রকাশ কেমন করিয়া সম্ভব হয়, সেই জন্য বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় কেন "মুক্তাপি লীলা বিগ্রহং কৃত্বাভজন্তে"—কেন সিদ্ধ প্রেমিক মহাপুরুষগণ কলিগত জীবকে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি চিন্তনে সবিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে চাহেন, তাহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে যখন জীবের কোন বস্তুই প্রীতিপদ হয়না, জীবন যখন নিদাঘ-তাপতপ্ত প্রখর মরুর মতই শুষ্ক বোধ হয়, তখন চাতকের ন্যায়

তৃষিত কণ্ঠে নব মেঘের আবাহন করিয়া লীলামৃত বর্ষণ ভিক্ষা ভিন্ন কোন উপায়ান্তর নাই, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে অনাদি দাবানল ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে তাহা আর কে নির্ব্বাপণ করিবে? যাহারা করুণাময়ের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে নাই তাহারাও যদি এই স্থূল চর্ম্ম চক্ষে শ্রীভগবানের চিন্ময় ধামের লীলাস্থলী দর্শন করে তবে নিশ্চয়ই মহা দুঃখের দিনের জন্য আনন্দ স্মৃতি সঞ্চয় করিয়াছে।

মহারাজ পরিক্ষীত অভিশপ্ত হইয়া পুণ্য ভাগিরথী তীরে সপ্ত দিবস অনশনে অনিদ্রায় ভগবল্লীলা শ্রবণ করিয়া মৃত্যুভয় শূন্য হইয়া ছিলেন। সাধারণ জীব লীলা শ্রবণে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, ইহা সকলেই একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারে। সেই জন্য ভাগবতে ১।১।২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

"ধর্ম্ম প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
... ...
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে হত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।

অর্থাৎ ভগবানের লীলা গ্রন্থ ভাগবত শাস্ত্রে অসূয়াহীন সাধুগণের পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থানুশীলনে ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত হয় এবং পুণ্যবান শ্রোতাগণ এই গ্রন্থ শ্রবণ করিতে করিতেই তন্মুহূর্ত্তে হৃদয়ে ভগবানকে অবরুদ্ধ করেন।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে লীলা শ্রবণ ও চিন্তনের কিদৃশী শক্তি। আজ শ্রীভগবানের জন্মদিন সেই জন্য জন্মলীলা স্মরণ একান্ত বিধেয়। এবনিতর কোন এক অতীত যুগে বরষার নিবিড় তিমির ভেদ করিয়া নন্দকুল চন্দ্রমা "নিখিল নিবাস নিবাস ভূতা" দেবকী মাতার হৃদয়ে উদিত হইয়া ছিলেন এবং শীতল চিরস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া ত্রিতাপতপ্ত জীবের—সর্ব্বাত্মা স্নাপিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই শুভ দিনের এত আদর ও সম্মান প্রত্যেক নিষ্ঠাবান হিন্দু মাত্রেই করিয়া থাকেন।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহ লোকে অযশ হইল ত্রিলোকীতে।
পরলোকে হবে তোরে নরকে যাইতে॥
যদ্যপি বাসনা ছিল নরক গমনে।
কহ সঙ্গী করিলি আমারে কি কারণে॥
কোন দোষ নাহি করিয়াছি কভু তোর।
এমন অযশ কেন করি দিলি মোর॥
মোর লাগি রঘুবর প্রবেশিলা বন।
মোর লাগি পিতা গেলা শমন ভবন॥
কি কার্য্য আমার ধনে কি কাজ জীবনে।
রাম হেন ভ্রাতা যার রহিল কাননে॥
বুঝিলাম নিজকুল বিনাশ কারণে।
রাজা তোরে রাখিছিলা আপন ভবনে॥
নহ তুমি ধর্ম্মপর কৈকয়-অপত্য।
হবে কোন পাপিষ্ঠ রাক্ষস-সুতা সত্য॥
সর্ব্বলোক প্রিয় রামে রাক্ষসী বিহনে।
কেবা পাঠাইতে পারে দুর্গম কাননে॥
সে গুণ স্মরিয়া নিরখিয়া সে বদন।
কিরূপে কহিয়াছিলি রাম যারে বন।
কৌশল্যা সমান তোহে রামের ভকতি।
কি করি কহিলি তাঁরে এ দুষ্ট ভারতি॥
বিমাতারো কোন দ্বেষ নাই তোর প্রতি।
তবে কেন তাঁহে দুখ দিলি দুষ্ট মতি॥
জননীর যত দুখ পুত্র বিয়োজনে।
আর কেহ নাহি জানে তাহা ত্রিভুবনে॥
যদ্যপিহ পুত্র দুষ্ট হয় নানা রীতে।
তাহারও বিরহ মাতা না পারে সহিতে॥

তাহে সর্ব্ব গুণাকর মোর রঘুমণি।
তাঁহার বিয়োগ সবে কিরূপে জননী॥
এই সব পাপে তুমি হইয়াছ ভরা।
কিরূপে তোমার ভর সহিছেন ধরা॥
পর লোকে পাবে কত যমের প্রহার।
কোটি কল্পে নাহি হবে নরক-নিস্তার॥
পিতা মোর তেজস্বী অত্যন্ত বলধাম।
সহিলেন কিরূপেতে তোর হেন কাম॥
কেন শাপ দিয়া তোরে দগ্ধ না করিলা।
তোর সঙ্গে মোরেও নাশিতে যোগ্য ছিলা॥
লক্ষ্মণ অত্যন্ত রাম ভক্ত মহাবল।
তোরে কেন নাহি দিল সমুচিত ফল॥
বুঝি তারে নিষেধি থাকিবে রঘুবর্য্য।
অন্যথা তাহার আগে এ কর্ম্ম আশ্চর্য্য॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে রহু কোটি বার।
কেন মোর জন্ম হল জঠরে তোমার॥
যদি মোরে কেহ কহে কৈকেয়ী তনয়।
শরীর ত্যজিব তবে কহিনু নিশ্চয়॥
আজ হ'তে তুমি নহ জননী আমার।
আমিও তনয় নহি কদাচ তোমার॥
আর শুন যে আশে করিলি এই কর্ম্ম।
সিদ্ধ না হইবে কভু তোর এই কর্ম্ম॥
আমি বনে গিয়া রঘুবরে ফিরাইব।
সিংহাসন উপরি আনিয়া বসাইব॥
পালন করিতে নরপতির বচনে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ নিজে রহিব কাননে॥
যদ্যপি না আইসেন শ্রীরাম ফিরিয়া।
রহিব তাঁহার পাশে সেবক হইয়া॥
অত্যন্ত করুণাময় সেই মহাভাগ।
কৈকেয়ী তনয় বলি না করিবা ত্যাগ

যদি ঘৃণা করি নাই করেন স্বীকার।
অনলেতে প্রবেশিব আগেতে তাঁহার॥
অথবা অদ্যই প্রাণ এখনি ত্যজিব।
রামের বিরহ আর সহিতে নারিব॥
ডাকিতেন যবে প্রভু ভরত বলিয়া।
কত সুখ সাগরে নিমগ্ন হত হিয়া॥
সে রাঙ্গা চরণ দুটি না দেখি নয়নে।
কি ফল আছয়ে আর শরীর ধারণে॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

ধিক্ ধিক্ তোমারে কৈকেয়ী নিশাচরী।
এ সকল জনে বনে পাঠালি কি করি॥
শত্রুঘ্ন এসব দুঃখ করিয়া স্মরণ।
করিতে না পারি আমি ক্রোধ সম্বরণ॥
ইচ্ছা হয় কৈকেয়ীরে করিয়া ছেদন।
সকল শোকের আজি করিয়ে দমন॥
কিন্তু মাতৃঘাতী বলি শ্রীরঘুনন্দন।
পাছে কোপ করেন এলাগি ভীত মন॥

কবি কৃত্তিবাস লিখিতেছেন—
হাসিতে হাসিতে কৈকেয়ী যখন বলিলেন—

রাজা হ'য়ে রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥

ভরত তখন কৈকেয়ীর অসম্ভব চরিত্রে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—

ঘায়েতে লাগিলে ঘা যেন বড় জ্বলে।
ভরত তেমন জ্বালাতন হয়ে বলে॥
নিজগুন কহ তুমি আপনার মুখে।
আপনি মজিলে তুমি ডুবিলে নরকে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোনখানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে॥
তোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম্ম কর্ম্ম।
সে বংশেতে কেন হেল রাক্ষসীর জন্ম।

নিশাচরী হ'য়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
পূর্ব্বজন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জন্ম আমার॥
মা হইয়া তনয়েরে দিলি এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক॥
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা।
তো হেন মাতায় বধি নাহি কোন ব্যথা॥
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমতি করিতে বাঞ্ছা কিন্তু মরি ডরে॥
রাম পাছে বর্জ্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী।
তবেত নরকে মম হবে নিবসতি॥
ভরত জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে॥
যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ॥

কৈকেয়ী অন্যস্থানে গিয়াছিলেন একথা মূলে নাই। ইহাতে কৈকেয়ী চরিত্র অন্যরূপ হইয়া যায়। যাহা হউক—

শোক তাপ যেখানে থাকে সেখান হইতে মানুষ দূরে থাকিতেই চায়। আহা! মানুষ দুঃখ হইতে সরিয়া যাইতেই প্রাণ পণ করে। কিন্তু এ কেমন দুঃখ, যে দুঃখের কথা শুনিতে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করে? আহা! এ বুঝি দুঃখ নয়, এ বুঝি প্রচ্ছন্ন সুখ, এ বুঝি চিত্তশুদ্ধিকর কিছু। আমরা জগদ্রামী রামায়ণ হইতে শ্রীভরতের দুঃখের কথা শুনাইতেছি।

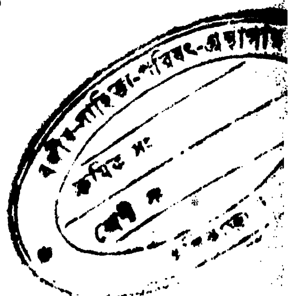
কৈকেয়ী ত হাসিয়া হাসিয়া ভরতের কাছে রাম নির্ব্বাসনের সংবাদ দিলেন—কোন ভয় নাই, কোন লজ্জা নাই। কৈকেয়ী মনে করিলেন ভরত এত বড় রাজ্য পাইয়া নিশ্চয়ই সব ভুলিয়া যাইবে। হায় জননি! তোমার দোষ নাই—

কারণ মানুষ নিজের মতই সকলকে মনে করে। কিন্তু ভরতের কোন লোভ নাই—বিশেষ রাম লাভের কাছে ভরতের কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড লাভও যে তুচ্ছ। কৈকেয়ীর মুখে নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভরত যাহা করিলেন জগদ্রাম তাহাই বলিতেছেন।

বজ্রাঘাত মত ধ্বনি শুনি মাতৃ তুণ্ডে।
অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে সেই দণ্ডে॥
ধূলিতে ধূসর মনোহর কলেবর।
জ্ঞান হত হইল, দ্রুত কাঁপে থর থর॥
হাহা ধ্বনি করি ধরণীতে দোঁহে লুটে।
আপন হস্তের মাংস দন্তে করি কাটে॥
হায়! হায়! হেন দায় কেন দিলে ধাতা।
কোথা মোর শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা মাতা॥
সাধুরে লক্ষ্মণ তোর সফল জনম।
বনেতে সেবন কর শ্রীরাম চরণ॥
জানকী কানকী লতা আমার কারণে।
ধাম ত্যজি তিন জন গেছেন কাননে॥
এ বৃত্তান্ত নিতান্ত শুনিত যদি তথা।
এমুখ দেখতে তবে না আসিত হেথা॥
একালে কৈকেয়ী বলে শুন পুত্র কথা।
হেন দেশ লয়ে ব'স শোক কর বৃথা॥
অরি দূর করি রাজ্য অকণ্টক কৈল।
সজ্জা করি রাজ্য কর বিধি তোরে দিল॥
মাতৃ বাক্য শুনি ভরত হৈল ভস্মরাশি।
পুরে হতে দূরে যাবে কৈকেয়ী রাক্ষসী॥
সর্ব্ব বিনাশিনী কালরূপিণী সে তুমি।
তোর ভার কি ক'রে ধরেছে এই ভূমি॥
তো সমাপামরী দুরাচারী কে সংসারে।
এ কলঙ্ক শঙ্কা না গণিলি অন্তরে॥
তোর গর্ভে মোর জন্ম কেন কৈল ধাতা।
মন্দভাগা নিন্দ্য আমি তুমি মোর মাতা॥

প্রবেশিব অনল কি হলাহল খাব ॥
গলে কাতি নিব আজি আত্মহত্যা হব ॥
শুন মাগো মন করি আমার বচন।
বধ কৈলে স্বামী তুমি কিসের কারণ ॥
রামে বনচারী করি কি সাধ সাধিলে।
অকলঙ্ক কুলে কালে কালী থুলে ॥
কুম্ভীপাকে সে নরকে তোর হবে স্থিতি।
পুত্রবধূ বলে থুলে বধ কৈলে পতি ॥
বল রামে বাকল পরালে কি করিয়া।
কেশে জটা কৈলে আভরণ সব লইয়া ॥
রাজরাণী লাজ খেয়ে কি করে বলিলি।
সে মুখমণ্ডলী দেখি ব্যাকুলী না হলি ॥
প্রজাগণ অচেতন লোটায় সকল।
যমপুরী সম হেরি অযোধ্যা মণ্ডল ॥
হায় মরি কিবা করি বল শত্রুঘন।
মা হইয়া দায় দিয়া নাশিল জীবন ॥
এ রাক্ষসী হাসি হাসি বসি সিংহাসনে।
উপদেশ যে বলে সে শুনিব কেমনে ॥
বল যদি মায় বধি সব দুঃখ মিটে।
নতুবা ইহার বাক্যে হিয়া যায় ফেটে ॥
যে দেশে কৈকেয়ী নাম না শুনিব কাণে।
সেই দেশে যোগী বেশে যাব দুই জনে ॥
শত্রুঘ্ন করপুটে নিকটেতে বলে।
মন দিয়া শুন দাদা বলি পদতলে ॥
দৈবকালে ধৈর্য্য হৈলে তবে সে নিস্তার।
উগ্রমতি কৈলে বাড়ে দুর্গতি অপার ॥
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু ভোজন মৈথুন।
নিদ্রা আদি সেব্যমানে দণ্ডে দণ্ডে দুন ॥
যে কালের যে উচিত সেই সে কর্ত্তব্য।
হঠাৎ কারে কর্ম্ম করে সে অতি অভব্য ॥ (ক্রমশঃ)

যদি নির্ম্মল হইতে!



"মন!"

"কেন বিরক্ত ক'র?"

"কি বিরক্ত করিলাম?"

"বিরক্ত করিলে না?"

"কি করিয়া বিরক্ত করিলাম?"

"ঐ যে ডাকিলে, 'মন'!"

"একবার ডাকিলেই বিরক্ত করা হইল?"

"হইল না?"

"কি করিয়া হইল?"

"একাগ্র হইয়া কাজ করিতেছি—আর নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠিলে!"

"একাগ্র হইয়াছ?"

"হাঁ, একাগ্র হইয়াছি।"

"কোন্ বস্তুতে একাগ্র হইয়াছ?"

"কেন?"

"শুনি।"

"বলিব না।"

"কেন বলিবে না?"

"সে গূঢ় কথা।"

"গূঢ়ই হউক আর যাহাই হউক, সে কথা কিন্তু ভাল নহে।"

"কি ভাল নহে?"

"তুমি যাহাতে একাগ্র হইয়াছ সে বস্তু ভাল নহে।"

"সে বস্তুটি কি তাহা ত তোমাকে বলি নাই, তবে তাহা ভাল কি মন্দ তা' তুমি জানিবে কি প্রকারে?"

"না বলিলেও জানিতে পারা যায়।"

"পরের মন গণিতে শিখিয়াছ না কি?"

"না তাহা শিখি নাই।"

"তবে?"

"অন্যের মন গণিতে না জানিলেও তুমি এখন যে বস্তুতে একাগ্র হইয়াছ সে বস্তু যে ভাল নহে তা' সহজেই বুঝিতে পারিতেছি।"

"কি করিয়া?"

"তোমার নাম ধরিয়া ডাকিতেই তুমি যে বিরক্ত হইয়া উঠিলে—ইহাতেই "বুঝিতেছি।"

"ইহাতেই বুঝিতেছ—আমি যে বস্তুতে এখন একাগ্র হইয়াছি—সে বস্তু ভাল নহে?"

"হাঁ, ইহাতেই।"

"বুঝাইয়া দাও।"

"তুমি যে বস্তুতে একাগ্র হইয়াছ তাহা যদি ভাল হইত তাহা হইলে এত "সহজেই তুমি বিরক্ত হইতে না।"

"কেন?"

"যখন কোন সুন্দর বস্তুতে কেহ একাগ্র হয় তখন সে এত সহজে বিরক্ত হয় না।"

"কেন?"

"সুন্দরের ধ্যানে তাহার চিত্ত এতই সুন্দর হয় যে বিরক্তির ন্যায় কুৎসিৎ ভাব তখন তাহার মধ্যে জাগিতে পারে না।"

"আমি একাগ্র হইয়া যাহা ভাবিতেছি তোমার আহ্বানে আমার একাগ্রতা যে তাহা হইতে টলিল ইহাতে বিরক্তি আসিবে না?"

"না।"

"কেন?"

"সুন্দর বস্তুর চিন্তায় মন এত সুন্দর হইয়া যায় যে সেই সৌন্দর্য্য মনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে।"

"তাহাতে বিরক্ত করিলে বিরক্তি আইসে না?"

"যখন মন আনন্দে ভাসে তখন সে সামান্য বিরক্তিতে বিরক্ত হয় না।"

"আমি ত একাগ্র হইয়াছি তবুও ত আমার আনন্দ অনুভব হইতেছে না?"

"তা' ত হইবে না।"

"কেন?"

"ঐ যে বলিলাম—যাহা ভাবিতেছ তাহা ভাল নহে।"

"যদি তাহা ভাল হইত ?"

"আনন্দে ভাসিতে।"

"বিরক্ত হইতাম না।"

"নিশ্চয়ই— না।"

"ঠিক ধরিয়াছ।"

"কি ঠিক ধরিলাম ?"

"একাগ্র হইয়া যাহা চিন্তা করিতেছিলাম তাহা ভাল নহে।"

"স্বীকার করিলে—ইহাই সুন্দর।"

"কি ভাবিতেছিলাম, শুনিবে ?"

"না।"

"সে কি ?"

"কেন ?"

"অন্যে কি কুচিন্তা করিতেছে তাহা শুনিতে চাও না ?

বিস্মিত হইতেছ কেন ?"

"বিস্মিত হইব না ?"

"কেন বিস্মিত হইবে ?"

"অন্যের ছিদ্র জানিতে তোমার কৌতূহল হয় না।"

"না।"

"কেন ?"

"আমি কাহারও ছিদ্র দেখিয়া সুখ পাই না।"

" সে কি ?"

"কেন ?"

"অন্যের ছিদ্র দেখিয়া কত মজা !"

"একটুও মজা নহে।"

"তবে ?"

"সমূহ ক্ষতি।"

"তোমার কথা খুলিয়া বল দেখি, শুনি।"

"আমার কথা বলিব বলিয়াই ত তোমাকে ডাকিতেছি।"

"সে কথা নহে—সে কথা নহে।"

"তবে কোন্ কথা ?"

"পরের দোষ দেখিয়া তোমার সুখ হয় কি না—সেই কথা।"

"এই কথা ?"

"হাঁ, এই কথা !"

"আমি সুন্দর দেখিতেই ভালবাসি। কুৎসিৎ দেখিলে আমার কষ্ট হয়। বাল্যে যে বালিকাকে হাস্যময়ী দেখিয়াছিলাম এখন তাহাকে মলিনমুখী দেখিয়া বেদনা পাই। একদিন যাহাকে ধনী দেখিয়াছিলাম আজ তাহাকে দরিদ্র দেখিলে ব্যথা পাই। কাল যে গুণময় ছিল আজ তাহাকে গুণহীন দেখিলে যাতনা পাই। যৌবনে যাহাকে সরল দেখিয়াছিলাম আজ এই বার্দ্ধক্যে তাহাকে কুটিল দেখিলে মর্ম্মপীড়া পাই।"

"তোমার এই প্রকার কষ্ট হয় কেন ?"

"এ' কথার সন্তোষজনক উত্তর আমি দিতে পারি এমন আমার এখন মনে হয় না।"

"কেন ?"

"ইহার উত্তর বুঝি আমি সঠিক জানি না।

"তোমার কষ্ট হয় কেন তাহা তুমি ঠিক জান না !"

"হাসিও না,—সত্যই ঠিক জানি না।"

"তবে কি তাহা জানে তোমার পাড়ার লোকে ?"

"পাড়ার লোকে ত তাহার কিছুই জানেন না।"

"তবে জানে কে ?—যম ?"

"তুমি রাগ করিতেছ কেন ?"

"রাগ করিব না ?"

"কেন রাগ করিবে ?"

"তোমার কথা শুনিলে রাগ সহজেই হয়।"

"আমি সত্যই বলিতেছি—অপরের অসম্পূর্ণতা দেখিলে আমি কেন বেদনা পাই তাহা আমি ঠিক জানি না।"

"তাহা ত শুনিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কারণ জানে কে ?"

"আমাকে যে সম্পূর্ণরূপে জানে সে কারণ সেই জানে ?"

"সে লোকটির নাম উচ্চারণ করিতে পার না ? সে কি তবে তোমার সোহাগের অর্দ্ধাঙ্গিনী ?"

"আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীও আমার স্বভাব জানেন না।"

"বটে !"

"হাঁ—বটে "

"তবে তিনি কে ?—শুনি ।"

"ঐ যে বলিলাম যে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানে সে ।"

"সে কে ?"

"যে আমাকে গড়িয়াছে ।"

"ঈশ্বর ?"

"হাঁ, তিনিই জানেন কেন আমি অন্যের অঙ্গহানি দেখিলে এত বেদনা পাই ।"

"আচ্ছা, তোমার নিজের দোষ দেখিলে তোমার কেমন লাগে ?"

"আমার নিজের দোষ লইয়াই ত আমি মর্ম্মে মরিয়া আছি। আমি আমার উপর যত বিরক্ত এত বিরক্ত এ জগতের আর কাহারও উপর নহি !!"

"তা দোষ দেখিয়া যদি এত ব্যথা পাও তবে দোষ ছাড়িয়া দিলে ত পার ।"

"সেই জন্যই ত তোমাকে ডাকিতেছি ।"

"তা আমাকে ডাকাডাকি কেন ? তুমি তোমার দোষ ত্যাগ করিয়া সুখী হও। আমি যে বস্তু চিন্তা করিয়া সুখী হই আমি ত তাহাই চিন্তা করিতেছি ।"

"আমার সকল সুখের মূল যে তুমি। তোমাকে ভাল করিতে পারিলেই আমি ভাল হইতে পারি ।"

"আমি ভাল হইলেই তুমি ভাল হইতে পার ?"

"হাঁ, তুমি নির্ম্মল হইলেই আমি পরম রমণীয় বস্তু দর্শন করিতে পারি। সেই রূপরাশি দেখিলেই দর্শন পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। তাই ত চিরদিন তোমাকে এত সকাতরে ডাকিতেছি ।"

"আমি নির্ম্মল হইলেই তুমি শান্ত হও ?"

"হাঁ, তুমি নির্ম্মল হইলেই আমি পরম আনন্দ লাভ করি ।"

"আমি নির্ম্মল হইলে কি হইবে ?"

"ঐ যে বলিলাম—পরম আনন্দ লাভ করি ।"

"পরম আনন্দ কি আমি তাহা বুঝি না। তুমি আমাকে স্থূল উদাহরণে বুঝাইয়া দাও ।"

"এই পৃথিবীর সামান্য বিষয় হইতেই বুঝিতে পারিবে ।"

"তাহাই বল ।"

"এটি শ্রাবণ মাস। এই শ্রাবণ মাসের এই দিনে নির্ম্মল হইলে কি আনন্দ হইত তাহাই বলিতেছি।"

"ব'ল।"

"নিদারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিয়াছে।"

"গ্রীষ্ম বলিয়া গ্রীষ্ম—প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাহার পর বর্ষা নামিয়াছে—এখন দেহটা একটু জুড়াইতেছে।"

"আমাদের এই প্রাঙ্গন পার্শ্বস্থ বৃক্ষটির প্রতি চাহিয়া দেখ।"

"এই কয়েকদিন পূর্ব্বে একটিও পাতা ছিল না। আমি মনে করিতেছিলাম, অনেক দিনের গাছ এবার মরিয়া যাইবে।"

"আমিও তাহাই এবার মনে করিতেছিলাম।"

"আচ্ছা, কি করিয়া মৃত বৃক্ষটি পুনরায় সঞ্জীবিত হইল?"

"মূলাধারে রস-স্পর্শ হওয়ায় মৃতপ্রায় বৃক্ষ সজীব হইয়াছে।"

"সজীব বলিয়া সজীব—কোথায়ও একটু শুষ্কতা নাই। সর্ব্বাঙ্গে একটা জীবনের প্রবাহ খেলিতেছে।"

"আমি এই উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া এই বৃক্ষটি দেখিতেছি আর ভাবিতেছি—মন যদি নির্ম্মল হইতে।"

"নির্ম্মল হইলে কি হইত?"

"মন নির্ম্মল হইলে আজ আমার কি আনন্দই হইত?"

"কি প্রকারে?"

"আমিও আজ এই বৃক্ষটির ন্যায় সজীব হইয়া উঠিতাম।

"কি রকম?"

"তুমি যদি নির্ম্মল হইতে তাহা হইলে আমি এই বৃক্ষটির পত্ররাশির সবুজ সজীবতার সহিত মিশিয়া যাইয়া এই বার্দ্ধক্যে আজ আবার ঐ তরুর ন্যায় যৌবন শ্রী লাভ করিতাম।"

"আবার যৌবন শ্রী লাভ করিতে?"

হাঁ, করিতাম।"

"ঐ পাকা চুল, ঐ পাকা দাড়ি—ঐ জীর্ণ মুখ -আবার যৌবনের শোভা ধারণ করিত?"

"করিত।"

"এই অসম্ভব সম্ভব হইত ঐ বৃক্ষটির সবুজ সজীবতার সহিত মিশিতে পারিতে বলিয়া ?"

"হাঁ, তাহাই।"

"ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

"যদি মন মলিন না থাকে তাহা হইলে এই বৃদ্ধ দেহটিকে ঐ বৃক্ষটির সবুজ পত্রমধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহার সজীবতা ইহার মধ্যে খেলাইতে পারা যায়।"

"সবুজপত্রের মধ্যে এই দেহটি প্রবেশ করাইবে কি প্রকারে ?"

"যে স্থানের গাছ সেই স্থানেই থাকিবে, যে স্থানের আমি সেই স্থানেই রহিব—অথচ ঐ পত্ররাশির যে কোনও একটি পত্রের অভ্যন্তরে এই দেহটি প্রবেশ করিয়া যাইবে।"

"এই প্রকাণ্ড দেহ ঐ ক্ষুদ্র একটি পত্রের মধ্যে ধরিবে কেন ?"

"হাঁ, ধরিবে।"

"কি প্রকারে ?"

"ঐ পত্রটির শিরার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলে"

"কি বলিতেছ ?"

"যাহা সত্য তাহাই বলিতেছি।"

"ঐ একটি পত্রের শিরায় তোমার এই বিপুল দেহ শয়ন করিয়া রহিবে ?"

"রহিবে।"

"বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আজ যদি নির্ম্মল হইতে ত বুঝিতে পারিতে।"

"নির্ম্মল হইলে বুঝিতে পারিতাম ?"

"কেবল ইহাই কেন ? আর কত রহস্যই বুঝিতে পারিতে।"

"ব'ল কি ?"

"বলিব আর কি ? নির্ম্মল হইলে এই বিশ্বমাঝে যত কিছু সুন্দর আছে তাহা ভোগ করিতে পারিতে।"

"যাহা কিছু সুন্দর আছে তাহা ভোগ করিতে পারিতাম ?"

"পারিতে।"

"এই বিশ্বের যত সুন্দরী রমণী সমুদয়ই ভোগ করিতে পারিতাম ?"

"পারিতে।"

"ব'ল কি ?"

"সত্যই বলিতেছি—যদি নির্ম্মল হইতে তাহা হইলে এই পৃথিবীতে যত অপ্সরা আছে সে সমুদয়ই প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতে পারিতে—শত সুন্দরী রমণী ভোগ করিবার একমাত্র কৌশল নির্ম্মল হওয়া।"

"কি রকম ?"

"এখন তুমি একটি রমণী ভোগ করিতে যাইয়া শ্রান্ত হও – কাজেই শত সুন্দরী ভোগ করিবার শক্তি থাকে না।"

"সত্যই বলিয়াছ। ইচ্ছা হয় জগতের কামিনীকুলকে কাননের ফুলের ন্যায় মালা গাঁথিয়া গলে প'রি, কিন্তু একটু কুসুম লইয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ি। বড় আক্ষেপ রহিয়া গেল!"

"আক্ষেপ রহিবে না—প্রাণ ভরিয়া কামিনী কুসুম ভোগ করিতে পারিবে।"

'তাহাই করিয়া দাও ত।"

"করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই—তোমার আছে।"

"আমার আছে ?"

"হাঁ, তোমারই আছে।"

"ভাল করিয়া ব'ল ত।"

"ইহাতে যে বড়ই আগ্রহ!"

"হইবে না ? সারা জীবন ভোগের জন্য পাগল হইলাম—কিন্তু ভোগ করিতে পারিলাম না। তুমি ভাল করিয়া ব'ল ত।"

"বলিব বলিয়াই ত ডাকিয়াছি। তুমি আমার ডাক শুনিয়াই ত চটিয়াউঠিলে।"

"আমি ভাবিলাম—তুমি আবার বুঝি ধর্ম্মের কথা বলিতে আসিলে তাই একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম।" তখন কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে এতদিনে তুমি আমার কথা বুঝিয়া আমি যাহা চাই তাহা পাইবার কৌশল শিখাইতে আসিলে ?"

"অন্ধকার রাত্রিতে আকাশে চাহিয়া দেখিয়াছ ?"

"দেখিয়াছি।"

"কি দেখিতে পাও ?"

"কত শত সহস্র তারকা গগনমণ্ডল ছাইয়া থাকে।"

"আকাশের অসংখ্য তারকার ন্যায় অসংখ্য সুন্দরীর মধ্যে উপবেশন করিয়া সকলেরই রূপসুধা পান করিবে অথচ ক্লান্তি হইবে না—আনন্দ লহর খেলিবে এমনই অবস্থা লাভ করিতে পার যদি তবে তাহার বিনিময়ে কি দিবে ?"

"যাহা চাহ তাহাই দিব।"

"দিবে ?"

"ত্রি-সত্য কর।"

"দিব, দিব, দিব,।"

"আমি বহু বৎসর যাহা তোমার নিকট চাহিতেছি অথচ তুমি দিতেছ না তাহাই দিতে হইবে।"

"কি সে ?"

"নির্ম্মলতা।"

"আমি যদি নির্ম্মল হই তাহা হইলে তুমি আমাকে অসংখ্য রূপসীর রূপ সুধা পান করাইবে।"

"দেখ, তুমি যদি নির্ম্মল হও তাহা হইলে তোমার সাহায্যে আমি জগৎ জয় করিতে পারি।"

"না, না—আমি জগৎ জয় করিতে চাহি না—তুমি যাহা দিতে চাহিয়াছ তাহাই দিবে কি না ?"

"দেখ, তুমি যদি নির্ম্মল হও তাহা হইলে অসংখ্য রূপসীর রূপ সুধা পান করা ত তুচ্ছ কথা—অসংখ্য রূপসী তখন তুমি ইচ্ছামাত্র গড়িতে পার।"

"দশ কথা বলিয়া কাজের কথা গোল করিয়া দিওনা।"

"না—কাজের কথা গোল করিয়া দিব কেন ?"

"আমি যদি নির্ম্মল হই তাহা হইলে তুমি আমাকে অসংখ্য তারকার ন্যায় অসংখ্য রূপসী ভোগ করিবার শক্তি দিবে—ইহাই তুমি বলিতেছিলে। এই কথায় তুমি এখনও রাজী কি না তাহাই ব'ল।"

"রাজী"।"

"বেশ। এখন ব'ল ত সে ভোগে ক্লান্তি আসিবে না কেন ?"

"এখন ত তুমি ভোগ করিতে জান না তাই ক্লান্ত হও—নির্ম্মল হইলে ভোগ কাহাকে বলে, কি ভাবে ভোগ করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারিবে—কাজেই সে ভোগে ক্লান্তি আসিবে না।"

"এই রহস্য একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পার ?"

"এই নির্ম্মলতার রহস্য ভাষায় বুঝিবার নহে—ইহা আপন প্রাণে অনুভব করিবার।"

"তবুও একটু ব'ল না।"

"যাহা অনুভবের বিষয় তাহা কথায় বলিতে প্রয়াস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তবুও যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ তখন যাহা হয় বলিতেছি।"

"হাঁ, ব'ল।"

"যখন তুমি নির্ম্মল হইবে তখন সহস্র সুন্দরী পরিবৃত হইয়াও তুমি শ্রান্ত হইবে না।"

"[illegible]র কি তুমি দেখিয়াছ ?"

"দেখিয়াছি বৈ কি ?"

"কোথায় ?"

"ঐ নভোমণ্ডলে।"

"কি রকম ?"

"ঐ নভোমণ্ডলে চন্দ্রদেব সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য সুন্দরী পরিবৃত হইয়া নিত্য রজনীতে আনন্দ করেন—কিন্তু তিনি কদাচ শ্রান্ত হয়েন না! তুমিও ঐরূপ হইবে। যখন তুমি নির্ম্মল হইবে তখন শত সুন্দরী দেখিয়া তুমি আর বাসনার অনলে দগ্ধ হইয়া ক্লান্ত হইবে না—তখন শত সুন্দরী অবলোকন করিয়া তোমার প্রাণ নাচিয়া উঠিবে, এই সুন্দরীকুলের সৌন্দর্য্যের রাজ্ঞী যিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যাবলোকন জন্য। সহস্র সুন্দরীর মধ্যে তখন তুমি সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুন্দরী শিরোমণির সন্ধান পাইয়া চিরতৃপ্ত হইয়া যাইবে। সে কি আনন্দ! সে কি রমণীয় উপভোগ—সে যে ভোগের চরম ভোগ।"

"ভোগের চরম ভোগ ?"

"হাঁ—তাহার অধিক ভোগ আর নাই—তখন এমন অনির্ব্বচনীয় শান্তি!"

"তবে আমি নির্ম্মল হইব।"

"হইবে ?"

"হইব।"

যদি হও তাহা হইলে ত আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভোগ করিয়া লইতে পারি। আমার সহস্র চেষ্টাতেও তুমি নির্ম্মল হইলে না বলিয়া জগতের সমুদয় ভোগ হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম। তুমি নির্ম্মল হইলে এই শ্রাবণের বারিধারা, ঐ বর্ষা[illegible]সঞ্জীবিত সবুজ পত্র পুষ্প, ঐ বর্ষাবারি পূর্ণ স্রোতস্বতী, ঐ নিবিড় নীরদ-মালা, ঐ রহস্যময়ী প্রকৃতি—এ সমুদয়ই আমি আকণ্ঠ ভোগ করিতে পারিতাম।"

"আমি নির্ম্মল নহি বলিয়া তুমি এই সমুদয় ভোগ করিতে পারিতেছ না ? এ যে বড় মজার কথা !!"

"মজার কথা নহে—একেবারে সত্য কথা। কোন বস্তুর উপভোগ করিতে হইলে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু মন মলিন থাকিলে কোন সৌন্দর্য্যই সেই মলিন মনকে তাহার সুন্দর বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। নির্ম্মল মনের অবাধ গতি—এই বায়ুর ন্যায় নির্ম্মল মন সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারে।"

"ব'ল কি?"

"দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই করিবার জন্য এই বর্ষার ধারা মাঝে তোমার সাধ্য সাধনা করিতেছি। তুমি আমার কথা শুনিলেনা বলিয়াই সকলই ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে।"

"আমি কথা শুনিব।"

"শুনিবে?"

"শুনিব।"

"প্রতিজ্ঞা করিতেছ?"

"প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আজ হইতে নির্ম্মল হইব।"

"আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তুমি যেদিন সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইবে আমি সেদিন তোমাকে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভোগ করাইব।"

—o—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ।

বর্ত্তমান ১৮৪৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী ব্রাহ্ম পত্রিকায় ২৩৬ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘোষ এম, এ, মহাশয়ের লিখিত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের এক স্থানে কবি চূড়ামণি রবীন্দ্র নাথের বাণি বলিয়া নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

"প্রবল পক্ষেরা সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে—কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা।"

বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্র নাথের প্রতিভা ও খ্যাতি মধ্যাহ্ন ভাস্কর সদৃশ; তাঁহার বাক্য লোকে সত্য ও খাঁটি বলিয়াই গ্রহণ করিবে। অবশ্য ইহাতে কিছুমাত্র বৈচিত্রতা নাই। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ৩।২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন প্রাকৃত লোকেও সেই সেই কর্ম্ম করে। এবং তিনি কর্ম্মশাস্ত্র বা নিবৃত্তি যাহাই প্রামাণ্য স্বরূপে অবলম্বন করেন ইতর লোকেরাও তদনুযায়ী আচরণ করে। প্রধান ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন অন্যেও তাহা অনুকরণ করিবে ইহা স্বাভাবিক। এজন্য যাঁহারা সমাজের নেতৃ স্থানীয় ও জ্যেষ্ঠ তাঁহাদের দায়িত্ব খুব বেশী। পরের শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন।

"দেখ পার্থ! আমি সত্য সঙ্কল্প, সত্য কাম, আমার কোনও অভাব কি কর্ত্তব্য নাই তথাপি লোক রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকি। কারণ আমার দৃষ্টান্তে লোকগণ যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে।" ভগবান্ ঐ অধ্যায়ের ২৬ শের শ্লোকে—"ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েৎ" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানি ব্যক্তিকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনি সাবধানে কর্ম্ম আচরণ করিয়া অজ্ঞানীকে কর্ম্ম করাইবেন—কর্ম্ম করিতে করিতে কিরূপে কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি হয় তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

রবীন্দ্র নাথের কথার গুরুত্ব অধিক বলিয়াই এ সকল কথা বলিতে হইল। তাঁহার উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্বারা সমাজের কল্যাণ কি অকল্যাণ হইবে তাহা আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকল শাস্ত্রের ও সকল লোকের একমাত্র লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি; এ বিষয়ে কাহারও কোন মত ভেদ থাকিতে পারে না। ঐ লক্ষ্য স্থানে পৌঁছাইবার উপায় কি?—সংযম না অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাই বিবেচ্য। উপরি উক্ত বাক্যানুসারে স্বাধীনতা (ওরফে উচ্ছৃঙ্খলতার) মধ্য দিয়াই আমাদিগকে খাঁটি শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। স্বাধীনতার অপ-ব্যয়ের অধিকার চাই। চরিত্রের উৎকর্ষতা লাভ করিতে হইলে ইহাই কি খাঁটি [illegible] যে আমাদিগকে সংযম ছাড়িয়া অসংযমের মধ্য দিয়া আসিতে হইবে? হিন্দু শাস্ত্র ও শিক্ষায় লক্ষ্য লোককে সংযত চরিত্র করণ। কোন দেশের শাস্ত্র কি মহাপুরুষ উচ্ছৃঙ্খলতাকে চরিত্রের পরিপোষক বলিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। মনুষ্যত্ব লাভ ও মনুষ্যোচিত জীবন যাপন করিতে হইলে যাহাতে আমরা কাম

ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ভীষণ রিপুর অধীন হইয়া না পড়ি তজ্জন্য সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। সহস্র উপদেশের দ্বারা ইহা সংসিদ্ধ হয় না। মানুষকে বিধি নিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে হইবে—উচ্ছৃঙ্খলতা মনুষ্যত্বের পরিপোষক নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য পদার্থদর্শী বলিয়া শাস্ত্র তাহাদিগকে সংযত করার জন্য বার বার উপদেশ দিয়াছেন। কঠ শ্রুতি—দ্বিতীয় বল্লির প্রথম মন্ত্রে বলিয়াছেন স্বয়ম্ভূ আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ত্ব লাভের ইচ্ছায় বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবান্ গীতাতেও জলদ গম্ভীর স্বরে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ২।৬০

পুরুষ যদি অত্যন্ত বিবেকবানও হয় এবং মোক্ষলাভের জন্য ইন্দ্রিয় জয়ে পুনঃ পুনঃ যত্নও করে, তথাপি ইহারাও মনকে অত্যন্ত বলবান বিবেক মর্দ্দন-ক্ষম ইন্দ্রিয় সমূহ বল পূর্ব্বক হরণ করে।

এজন্য উপায় "তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া যোগযুক্তকে ও ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবে। যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অভ্যাস বলে বশীভূত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ইন্দ্রিয় জয় অতি কঠিন ব্যাপার। যে মেধাবী পুরুষ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট উপদেশ পাইয়া পুনঃ পুনঃ বিষয় দোষ দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এমন পুরুষও বিষয় প্রাপ্ত হইলে সামলাইতে পারেন না। যেমন বহু চোর মিলিত হইয়া নির্জ্জন বনমধ্যে কোন এক পুরুষের বিত্ত হরণ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-চোরগণ বিষয় কাননে মনকে ভুলাইয়া আনিয়া ইহাকে জোর করিয়া বশ করিয়া লয়। ইন্দ্রিয়গণ এতই বলবান্। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা শতবার যে ব্যক্তি বিষয়ের দোষ বিচার করিতেছে তাহাকেও বলপূর্ব্বক অজ্ঞানীর কার্য্য করাইয়া ফেলে। তাই সাধুগণ তালার উপর তালা দিবার ও প্রহরীর উপর প্রহরী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—

"তস্মাৎ জাগ্রত জাগ্রতো ভবান্।"

শরীর ও মন পরস্পরের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধে সংযুক্ত। মানুষ প্রলোভনের বস্তুর সন্নিকর্ষ বশত প্রলুব্ধ হইলে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দুরন্ত রিপুর অধীন হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে কোন তর্ক আসিতে পারে না। এজন্য যুগে যুগে আচার্য্য ও সিদ্ধ সাধকগণ কামিনী কাঞ্চন হইতে আমাদিগকে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্॥

সংসারে দেহ ধর্ম্ম বশতঃ সকলেই কাম ক্রোধের বশীভূত, তাহাতে অবিদ্বান্ হউন্ বা বিদ্বান্ হউন্, কামিনীজন অনায়াসে তাঁহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ মনু পরের শ্লোকে মাতা ও ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন কারণ ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান যে তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। জলপূর্ণ চর্ম্মপাত্রের একটী ছিদ্রের দ্বারা যেমন সমস্ত জল নির্গত হইয়া যায় তদ্রূপ একটী ইন্দ্রিয়ও যদি স্খলিত হয় তাহা হইলে সমস্ত প্রজ্ঞা নষ্ট হয় ইহাই ভগবান্ মনুর উপদেশ। মনু ২।৯৯

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেব রায় রামানন্দের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে এই কথাই বলিয়াছিলেন।

আমিত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন বহুদূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় আমার তনুমন॥
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥

তবে নির্ব্বিকার রায় রামানন্দ সম্বন্ধে পৃথক কথা, তাঁহার দেহ মন নির্ব্বিকার "কাষ্ঠ পাষাণ সম"।

"আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন"। "এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।"

শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ দেবও বলিয়াছিলেন "যে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগী ব্যক্তিই সাধু। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না। যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন।" এক দিন পরমহংসদেব বেশ্যাসঙ্গে এই ভাব ভক্তবৃন্দকে দেখাইয়াছিলেন। আর আমাদের ন্যায় ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যতদিন চারা গাছ থাকে চারিদিকে বেড়া

দিতে হয়। না হলে ছাগল গরু খেয়ে ফেল্‌বে, গাছের গুঁড়ী মোটা হলে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গিবে না। বিবেক লাভ করবার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে যদি কাঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না।"

স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন ভাবে মেলা মেশার ফল কি হইতেছে তাহা বিলাতের লয়েড্‌স মেগাজিন (জুন ১৯২০) পত্রিকা এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

"যুবক বা বৃদ্ধ; বিবাহিতা বা অবিবাহিত সকলেরই চারিদিকে ভীষণ প্রলোভনজাল বিস্তৃত রহিয়াছে। যুবতী বা প্রৌঢ়া সুন্দরী বা অসুন্দরী সকলেই আজ কাল ক্রমাগত পুরুষের গায় ঢলিয়া পড়িতেছে; সতীত্ব রত্ন বিলাইয়া দিবার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব।"

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত আলিস্‌ন মহোদয় লিখিয়াছেন "ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য দরিদ্র স্ত্রী পুরুষের একত্র বসবাস, অবাধ স্ত্রী স্বাধীনতা এবং শ্রমজীবীদের অপরিমিত মদ্য পান প্রভৃতি কারণ সমূহে ইয়োরোপীয় সমাজ সর্ব্বত্রই অতি গভীর পাপে ও দুর্দ্দশায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইয়োরোপীয় নগর সমূহে ব্যভিচারিণীর সংখ্যা এত বেশী যে প্রাচ্য দেশে তাদৃশ সংখ্যা সর্ব্বত্র অত্যন্ত বিরল। ইয়োরোপে স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বদা একত্র সম্মিলন এবং তজ্জনিত দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের উত্তেজনা প্রভাবে যে রীতি নীতি ও চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে প্রাচ্য দেশে মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে অবরোধ প্রথার প্রচলন থাকায় তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ আচার নিষ্ঠা এবং উন্নত চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।"

(কামাখ্যা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু ডুবিল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

স্বাধীনতার অপব্যয়ের দ্বারা ইয়োরোপে এই ভাবে খাঁটি শিক্ষা হইতেছে। আমরা তাহাই অনুকরণ করিতেছি। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান গতি অনুসারে প্রাচ্য দেশের এ আদর্শ বেশী দিন রক্ষিত হইবে বোধ হয় না।

অসংযত হইয়া স্বাধীনতা লাভের ফল যাহা ঘটিতেছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। আমাদের চক্ষু গিয়াছে, দাঁত গিয়াছে। পাকস্থলির শক্তি লোপ পাইয়াছে—অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

আহারে সংযম নাই, ব্যবহারে সংযম নাই, পরিধানে সংযম নাই, আমরা এখন সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন। সর্ব্ব বিষয়ে ঘোর বিলাসিতা ও অসংযমের দাস হইয়া

পড়িয়াছি। পরিধানে বিলাসিতা ও সৌখিনতার বিপুল আক্রমণে পুরুষ স্ত্রী সকলেই বিধ্বস্ত। গৃহের লক্ষ্মীগণ শিক্ষার দোষে অলক্ষ্মী হইয়া উঠিয়াছেন। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে কেহ আর সন্তুষ্ট নহে, আমরা এক ঘোর অশান্তির মধ্য দিয়া বিচরণ করিতেছি।

এক্ষণ "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি স এব ধীরাঃ॥" আবৃত্তি করিয়া সকলেই ধীর হইয়াছি।

কিন্তু এইরূপ ধীর ব্যক্তি কয়জন আছেন? প্রাচীন কালেও অনেক মুনি ঋষিও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

আমরা এরূপ আদর্শ সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে তাহার ফল কল্যাণকর হইবে কি? আমাদের সকলকেই চারা গাছ বেড়া দিয়া প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে বিবেক লাভ হইয়াছিল কিনা আমরা জানি না তবে সাধারণের পক্ষে তাঁহার প্রদর্শিত পথ ভ্রষ্টাচার মাত্র। বোলপুরের অধ্যক্ষের পক্ষে এরূপ উক্তি শোভন হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের বালকগণ এখন সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতার দোহাই দিয়া অসংযত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ আর বিধি নিষেধের মধ্যে থাকিতে চাহে না। এরূপ সময়ে কবীন্দ্র স্বাধীনতার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্র নাথের পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

রায় বাহাদুর শ্রীকালীচরণ সেন।
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, গৌহাটী।
১০ই ফাল্গুন, ১৩৩২।

প্রাণ জুড়ান কথা।

ওগো! আমার তাপিত প্রাণটা জুড়িয়ে দাও! প্রাণ জুড়ান কথা তুমিই জান, তাই তোমায় ধরেছি।

অনেক দিন পৃথিবীতে এসেছি। অনেক সুখ দুঃখ ভোগ করেছি। এখানকার সব একঘেয়ে হয়ে গেছে। ভোগের বস্তুতে আর নূতনতা নাই। প্রাণে কেমন একটা উদাস ভাব এসেছে। বড় অশান্তি বোধ হচ্ছে। আমায় এমন কথা বল যাতে আমার অশান্ত প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

ভাল গ্রন্থ অনেক পড়েছি। সৎকথাও অনেক শুনেছি। কিন্তু "তাতল সৈকতে, বারি বিন্দু সম," এই আমার বিষয়ানুরাগী প্রাণ ক্ষণকালের জন্য জুড়াইয়া আবার জ্বলিয়া উঠে। যেখানে সাধুসঙ্গ পাই, সেইখানেই ছুটিয়া যাই, দুটো ভাল কথা শুনি, কত তৃপ্তি হয়! কিন্তু সে শান্তি ক্ষণিক। আকাশে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ যেমন চমকায় আবার চকিতে মিলিয়ে যায় এই তৃপ্তি তেমনি ক্ষণিক। তাই, চাই এমন ভাবে জুড়াতে যাতে আর না জ্বলতে হয়। জগতে তুমি ছাড়া আর কেউ আমার এই আশা মেটাতে পারে না।

আমার যে ব্যাধি জন্মেছে, তার বিশেষ চিকিৎসা দরকার। সাধারণ পেটেণ্ট ঔষধে জটিল রোগ সারে না। আমার রোগটী জটিল ও বহুকালের পুরাতন। আমার রোগ পরীক্ষা ক্'রে চিকিৎসক যদি ব্যবস্থা ও ঔষধ দেন, তবেই রোগমুক্তির সম্ভাবনা। সাধারণ পেটেণ্ট উপদেশে আমার প্রাণ কেমন ক'রে জুড়াবে? আমার মনের রোগের মূল খুঁজে বাহির ক'রে যদি কোন সৎগুরু আমার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেন, তবেই আমার সুবিধা, তবেই আমার শান্তির আশা। দেশ কাল পাত্র বুঝে উপদেশ না করলে, আমার উপায় হবে না। আমার কল্যাণের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

ওগো! আমার প্রাণটা জুড়িয়ে দাও। অনেক ঘুরেছি। অনেক ভেবেছি। অনেক কেঁদেছি। অনেক আশা ক'রে আজ তোমার কাছে এসেছি। তুমি কৃপা কর। আমার যাতনা যাবে।

ওগো! আমার আর কে আছে? আমার অবস্থা কি রকম হয়েছে, একবার শোন। শুনলে আমার প্রাণের জ্বালা জানতে পারিবে।

গভীর বনের মাঝে পথিক পথহারা হয়েছে। রাত্রিকাল। অতি ভয়ানক স্থান। পথিক নিরাশ্রয়। তাহার জীবন বিপন্ন। নিকটে লোকালয় নাই। কেবল ঘন অন্ধকার। পথিক যার সন্ধানে এসেছে তার উদ্দেশ নাই। "ভীষণং ভীষনাং" ভগবানকে স্মরণ ক'রে পথিক আকুলভাবে চারিদিকে আশ্রয় খুঁজছে। দেখিল, দুরে—অতিদুরে—একটী আলোক। ঐ আলোক লক্ষ্য ক'রে পথিক উন্মনা হ'য়ে চলিল। নিকটে আসিয়া দেখিল, একটী কুটীর, সম্মুখের দ্বার বন্ধ, জানালা খোলা, ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে, একজন পরম শান্ত পুরুষ প্রসন্ন বদনে আসনে উপবিষ্ট। পথিক জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিয়াই চিনিল এই সেই পুরুষ যাহার সন্ধানে আজ সে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন পথিক আশ্রয় পাইল ভাবিয়া কাতরভাবে সেই দিব্য পুরুষ মূর্ত্তিকে দ্বার খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু শতবার প্রার্থনাতেও দ্বার খুলিল না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বড় আপশোষে পথিক বলিতে লাগিল—

"(আমি) কত আশা ক'রে, তোমারি দুয়ারে,
(আজ) ভিখারীর বেশে এসেছি।
খোল দ্বার খোল, তোল মুখ তোল
দেখ দেখ কত কেঁদেছি ॥"

এই তীব্র ব্যাকুলতার ভাব আজ আমার এসেছে। তাই আমি জুড়োতে চাই। ওগো! আমার প্রাণটা দয়া ক'রে জুড়িয়ে দাও। আমি বড় জ্বালায় জ্বলছি! আমার সংস্কারের বড় অত্যাচার।

তুমি সব সাজতে পার, তাই জীবজগৎ সেজে আছ। শাস্ত্রের পাতায় পাতায় তোমারি মহিমা ঘোষণা রয়েছে। তবে তুমি প্রসন্ন হ'য়ে একবার আমার দিকে চাও; আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যাক্।

তোমার শক্তি যেমন অনন্ত, তোমার করুণাও তেমনি অপার। তোমার শক্তির কথাত বুদ্ধির অগম্য। তোমার করুণা আমার উপর যে কতবার কত ভাবে পড়েছে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না। আমি তোমার কথা ভাবলে কৃতজ্ঞতায় ভরে যাই। তোমায় যদি সামনে পেতাম, তবে প্রাণভরে তোমায় দেখতাম ও আমার চোখের জলে তোমার পা দুখানি ধোয়াতাম। আমার কৃতজ্ঞতা তোমায় দেখাতে পারিনা, এই আমার মহাদুঃখ। ওগো! তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার ইহপরকালের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী! আর কেউ নাই, এতদিনে বুঝেছি।

আমি যে আজ তোমায় আমার রক্ষক, আমার আশ্রয়-দাতা, ব'লে এত স্মরণ করছি, এই বুদ্ধি আমায় কে দিয়াছে? তুমিই কৃপা ক'রে দিয়েছ। আমার গুরু, পিতা, মাতা, সখা, সব—তুমি, এটা আমায় ভাল ক'রে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিয়েছ। ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ, অমৃতের এই ত্রিধারা, তিনমার্গ, তুমি আমায় মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছ। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমায় নানা রকম শাস্ত্র পড়িয়ে, তোমার সম্বন্ধে ঋষিদের যে জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞান দিয়েছ। কেমন ক'রে এই ভয়ানক কামিনী কাঞ্চনের যুগে আমায়এই জ্ঞান দিলে, আমি অনেক ভেবেও বুঝিতে পারি না। কত সৎ গ্রন্থ পড়বার অবসর তুমি আমায় দিয়েছ। শাস্ত্রেরপ্রকৃত মর্ম্ম যাতে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি, তার জন্য আমায় শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি দিয়েছ। সৎসঙ্গে সংস্কার দোষ কাটে; সেইজন্য আমায় তোমার প্রিয়তম ভক্ত-সঙ্গ দিয়েছ। একটু ভাবলে বেশ অনুভব হয় যে তুমি আমায় নিজে হাতে ক'রে গড়ে তুলছো; কেবল আমার কাছে ধরা দিচ্চ না, আমায় জানতে দিচ্চ না, যে তুমি সর্ব্বদা আমার পাশেই আছ। এই তোমার দৈবী মায়া! 'শাস্ত্রযোনি' তুমি, শাস্ত্ররূপে জীবের কল্যাণের জন্য প্রকাশিত হয়েছ, এই কথা আমায় তুমি ভুলিয়ে দাও। তাই প্রাণের জ্বালা নিভে না।

হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি তুমি আমায় কত সাবধানে পড়িয়েছ! কিন্তু আমার কর্ম্মের ফলে আমার ধারণায় ও অনুভবে তুমি সেই সব অপূর্ব্ব তত্ত্ব এখনও পূর্ণভাবে আসতে দাও নাই, সেইজন্য আমার জ্ঞান পূর্ণ হয় নাই, অপরোক্ষ অনুভূতি হয় নাই। তাই আজ আমার এই দুর্গতি। তাই আজ আমার অশান্ত প্রাণের জ্বালায় আমি ছটফট করছি। ওগো! আমার প্রাণটা জুড়িয়ে দাও গো!

শ্রীমহাভারত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীদেবীভাগবত, শ্রীশ্রীগীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ, শ্রীযোগবাশিষ্ট, সাংখ্য প্রভৃতি ষড়দর্শন, শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্র, শ্রীমনুসংহিতা। শ্রীতন্ত্রসার, কঠকেনাদি উপনিষদ সকল, যোগের গ্রন্থ সকল, নারদ ভক্তি সূত্র, শাণ্ডিল্য সূত্র, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ, ইত্যাদি ধর্ম্ম গ্রন্থসকল ভাল ক'রে না পড়লে তত্ত্বজ্ঞান মোটামুটি রকমের হয় না। এই শাস্ত্র গুরুমুখে শুনলে তোমার সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরে সাধনের সাহায্যে এই সব তত্ত্ব অনুভূতিতে এলে, তোমার সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, পাকা জ্ঞান হয়। আমায় কৃপা ক'রে এই দুর্ল্ভ অপরোক্ষ জ্ঞান দাও, তবে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হবে।

আমাদের মত সংসারী জীবের অবলম্বন কি? তুমি অধিকারী ভেদে তার ব্যবস্থা করেছ। শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী এই দুইখানি গ্রন্থ অতি অপূর্ব্ব। সংসারে বাস করতে গেলে কি ভাবে বাস করতে হয়, এ আদর্শ তুমি ঐ দুইখানি গ্রন্থে দেখিয়েছ। যাদের বেশী উচ্চ ভাবের গ্রন্থ সকল পড়্‌বার সময় নাই, তারা যদি সদ্‌গুরুর নিকট ঐ দুইখানি গ্রন্থ পড়ে, তাদের ভাব ঠিক ঠিক ধারণা করে, ও আদর্শ মত সকল কর্ম্ম করে, তবে তাদের জীবন সার্থক হয়। তোমার কৃপা লাভ করতে গেলে ঐ দুইখানি গ্রন্থই যথেষ্ঠ। তুমি সাধনার কত রকম কৌশলই বলে দিয়েছ!

শ্রীশ্রীগীতা গ্রন্থ পড়লেই মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। কি সুন্দর বিচার! কি মধুর ভরসার কথা! কি হতাশের আশ্বাস! ধন্য তোমার করুণা। তোমার সার উপদেশের মূল্য নাই।

যখন শ্রীগীতার কর্ম্মযোগ অধ্যায় পড়ি, তখন নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার কৌশল জানতে পেরে কতই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ি! কতই মনে জাগে যে, এবার থেকে প্রতিকর্ম্ম আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে ঠিক নিষ্কাম ভাবে করতে চেষ্টা করবো। যদি চেষ্টায় সফল হ'তে পারি, যদি কর্ম্মযোগে সিদ্ধ পারি, তবেই জন্ম সার্থক হবে, বাসনার অঙ্কুর নষ্ট হবে, পুনর্জন্ম নিবারিত হবে, আমার কৈবল্য মুক্তি হবে।

আবার যখন ভক্তিযোগের কথা পড়ি, তখন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠি। তোমার দৈবী মায়া জীবকে এমন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, এমনি মোহিত ক'রে রেখেছে, যে, সে মায়ার পাশ, কেউ কাটতে পারে না, সে মায়া 'দুরত্যয়া'। কিন্তু তোমাকে যে আশ্রয় করে, সেই এই মায়াকে কাটতে পারে। তাই তুমি আপন শ্রীমুখে বলেছ।—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।

তোমার শরণ নিলে, তোমাকেই পাওয়া যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার বস্তু তুমি, পুরুষোত্তম তুমি, ভবসাগরের কাণ্ডারী তুমি, জীবের ইহ-পরকালের রক্ষক, আশ্রয়দাতা, সুহৃৎ তুমি, জন্মমৃত্যু-চক্রের পরিত্রাতা তুমি, মুক্তিদাতা তুমি। তোমায় পেলে জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়।

দেবতাদের পূজা করলে তাদের পাওয়া যায়। আর পরম দেবতা তুমি তোমার পূজা করলে তোমাকেই পাওয়া যায়।

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।"

তোমাকে লাভ করলে, পুনর্জন্ম হয় না।

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

যে স্থান পাইলে আর ফিরিতে হয় না, সেই তোমার পরম ধাম।

"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

তোমাকে একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।

"পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্য স্তনন্যয়া॥"

তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমস্ত জীবজগৎ তোমাতে গ্রথিত আছে।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

মরণ কালে যিনি তোমাকেই স্মরণ ক'রে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তোমার ভাব পান। ইহাতে সন্দেহ নাই।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।"

তোমাতে মনো বুদ্ধি অর্পিত হ'লে নিশ্চয় তোমাকেই পাওয়া যায়।

"ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্।"

তুমি তোমার ভক্তকে মৃত্যুযুক্ত সংসার সাগর হ'তে শীঘ্র উদ্ধার কর।

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।"

আবার যখন জ্ঞানযোগের কথা পড়ি, তখন আনন্দে আত্মহারা হই। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু এই পৃথিবীতে আর নাই,—এই কথা তোমার আপন শ্রীমুখের কথা।

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

গুরুপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরুপাসনাদিতে তৎপর ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ ক'রে অচিরাৎ পরম শান্তি পান।

"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।"

'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, ও তোমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম॥"
বৈরাগ্য আশ্রয় করলে জীব ব্রহ্ম তুল্য হয়।
"বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে॥"

শ্রীগীতার শেষ অধ্যায়ে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সার কথাগুলি দেখতে পাই।

যখন মনে হয় আমি নিরাশ্রয়, আমার ইহ পরকালের রক্ষক কেউ নাই, বুঝি, তখন তোমার অভয় বাণী মনে পড়লেই প্রাণে বল ও ভরসা আসে। তুমি আমাদের মত বদ্ধ জীবকে লক্ষ্য ক'রে বলেছ—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাম সর্ব্বপাপেভ্যঃ রক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সত্যসংকল্প তুমি, তোমার শ্রীমুখের কথা, তার মূল্য কত? যারা পুণ্যবান্ ও ভাগ্যবান্ তারাই কেবল বিশ্বাস করতে পারে, যে, তুমি মায়া মানুষ।

আবার যখন তোমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ পড়ি—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদযাজী মাং নমস্কুরু"।

তখন তোমার অপার করুণার কথা মনে প'ড়ে আমার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। আমরা যদি 'মন্মনা' না হ'তে পারি, তবে 'মদ্ভক্ত' হবার চেষ্টা করবো। 'মদ্ভক্ত' যদি ঠিক না হ'তে পারি, 'মদ্‌যাজী' হ'লেও ভাল। 'মদ্‌যাজীও' যদি ঠিক না হতে পারি, মাং 'নমস্কুরু,' ভগবানকে নমস্কার করিতে শিখিলেও, আমাদের পরে গতি হইতে পারে।

জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ কি? জীব স্বাধীন কিনা? এই প্রশ্নের মীমাংসা বড় স্পষ্ট ক'রে তুমি শ্রীগীতায় দিয়েছ।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

তুমিই আসল কর্ত্তা, তুমি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র মাত্র, তোমার হাতের পুতুল। তোমার বিচিত্র মায়া দ্বারা তুমি সমস্ত প্রাণীকে ঘোরাচ্ছ। আমরা স্বাধীন নই। এই গূঢ়তত্ত্ব যে না জানে, সেই অহঙ্কারী হয়, সেই নিজেকে কর্ত্তা মনে করে।

"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।"

জীবের এই ভ্রমের ফল, তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া। আমরা তাই সকলে আজ তোমায় বিরাগী হ'য়ে বিষয়ে অনুরাগী হয়ে পড়েছি। প্রাণটা আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্চে। ওগো! দয়াময়! প্রাণ জুড়িয়ে দাও।

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ!"—তোমার হৃদয়-স্বরূপ যে গীতা জ্ঞান তাহা জানিলে প্রাণটা জুড়ায় বটে। কিন্তু কই! যতটা প্রাণ জুড়ান উচিত, ততটা জুড়ায় কই! আমি যেমন ভাবে জুড়াতে চাই, আমায় তেমনি ভাবে জুড়াইয়া দাও। তুমি সৎগুরুরূপে মনের চিকিৎসা কর। প্রাণের জ্বালা জুড়াবার কৌশল সৎগুরুরূপী তুমিই জান। প্রভু! অবসর সময়ে অন্তর্যামীরূপে বিবেকের বাণী আমায় শুনাও। আমার শান্তির ব্যবস্থা কর।

"শাধি মাং প্রপন্নম্"—শ্রীঅর্জ্জুনের মত আমি তোমার শরণ নিলাম। তুমি আমায় শাসন কর, উপদেশ কর, প্রাণ-জুড়ান কথা বল। আমি বড় জ্বালায় জ্বলছি। আমি বড় কাতর হয়েছি। ওগো! আমার অশান্ত প্রাণকে শান্ত কর।

শ্রীশ্রীচণ্ডী অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তোমার মাহাত্ম্যের কথা, কত মধুর ভাবে, লেখা আছে। তোমার স্তবগুলি অতি মধুর ও তত্ত্বজ্ঞান ভরা। আমার বড় ভাল লাগে। আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায় বটে। কিন্তু ঐ দোষ। আমার সংস্কার-দোষে, অত সুন্দর ভক্তি গ্রন্থের ভাবগুলি ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারি না। ব্রাহ্মণ সন্তান, ঘোর কলিযুগে জীবিকা ব্যাপারে অবসর পাইলে, অষ্টমীতে ও চতুর্দ্দশীতে যখন চণ্ডী পাঠ করি, তখন মুখে বলি,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ-নমো নমঃ॥"

কিন্তু "বাক্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা,"—আমার বাক্য আমার মনে প্রতিষ্ঠিত হয় কই? কই! কথা বলিবামাত্র তাহার ভাব আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া যায়? ধারণা ঠিক ঠিক হয়? প্রাণে সত্য উপলব্ধি হয়? আমার বুদ্ধিরূপে তুমি সর্ব্বদা

আমার মধ্যে আছ, এই সরল সত্য ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারি কই? যদি ধারণা ঠিক ঠিক করিতে পারিতাম, তাহা হইলে একবার চণ্ডী পাঠের পরই আমি প্রকৃত ভক্ত হ'তে পারতাম। জগদম্বার আশ্রিত সন্তান বিশ্বাস ক'রে সকল প্রকার বিপদ ও অসুবিধার মধ্যে থেকেও নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তায়, ও প্রসন্নভাবে মহামায়ার সংসার করতে পারতাম্। 'নমস্তস্যৈ'—এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতাম, যে, মহামায়ার শ্রীপাদপদ্মে আমার মাথা নত হয়ে পড়েছে। স্তবটী পড়তে যতবার 'নমো নমঃ' বলি, ততবার যদি ভাবনায় ঠিক 'নমো নমঃ' করতে পারতাম, তবে কি আজ আমার এ অজ্ঞান থাক্‌তো? তবে কি আজ আমার এই দুর্গতি হোত? তবে কি আজ আমি প্রাণের জ্বালায় ছটফট করতাম? কখনই না। করুণায় মাখান যাঁর আনন্দঘন মূর্ত্তি, 'শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ-পরায়ণ' যিনি, সেই ভগবানের জন্য কিছু সাধন ভজন করলে, উপাসনা করলে, তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করলে, তাঁকে সভক্তি প্রণাম করলে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, সেই সমস্ত কর্ম্ম বৃথা হয়, এও কি কখন সম্ভব হয়? কখনই না। অতি দুরাচার পশু প্রকৃতি জীবকেও স্তব দ্বারা প্রসন্ন করা যায়, আর সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রস স্বরূপ তুমি, তোমাকে তোমার উপদেশ মত একান্ত আর্ত্তভাবে ডাক্‌লে, সে কাতর ডাক, তুমি শোন না, এও কি কখন হয়। কখনই না।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে নারায়ণী-স্তুতিতে জ্ঞানের ও ভক্তির সার কথা পাই, তত্ত্বের মধ্যে পরমতত্ত্ব পাই। ঋষিদের সেই ভাব এত নির্ম্মল, এত মূল্যবান্, এত সুন্দর, যে, ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে মোহিত হয়ে যাই, আমার চক্ষু জলে ভরে আসে, তোমার প্রভাব তখনি অনুভবে আসে, অবসন্ন প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, কিন্তু কই! সেই আনন্দে ডুবিয়া যাওয়ার তৃপ্তি কতক্ষণ থাকে? প্রাণের জ্বালা স্থায়ীভাবে জুড়ায় কই?

তোমার মহিমার এই কয়টী সার কথা পাই:—

'দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ'—হে দেবি! হে শরণাগত দুঃখ হারিণি! প্রসন্না হও।

'প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং'—হে মাতঃ তুমি বিশ্বের ঈশ্বরি! অতএব তুমি তোমার বিশ্বকে রক্ষা কর।

'আধার ভূতা জগতস্ত্বমেকা'—একা তুমি জগতের আধার ভূতা।

'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা'—তুমি অনন্তবীর্য্যা, বৈষ্ণবী শক্তি।

'বিশ্বস্য বীজং পরমাঽসি মায়া'—এজন্য বিশ্বের বীজ পরমা মায়া তুমি।

'সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ—হে দেবি! এই সমস্ত জীব জগৎ তোমা কর্ত্তৃক সম্মোহিত।

'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ'—এ জগতে প্রসন্না হ'লে তুমি মুক্তির হেতু হও।

'বিদ্যা সমস্তা স্তব দেবি! ভেদাঃ'—হে দেবি! কলার সহিত সমস্ত বিদ্যা তোমারইরূপভেদ মাত্র।

'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—জগতে সমুদায় স্ত্রীলোক তোমারই রূপভেদ মাত্র।

'স্বর্গাঽপবর্গদে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে'—হে দেবি! তুমি স্বর্গে ভুক্তি দাও এবং মুক্তিও দাও। নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।

'সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥"
"সর্ব্ব স্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে!
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

হে দেবি! তুমিই সব সেজেছ! তুমিই সকলের প্রভু! তুমি সর্ব্ব শক্তি যুক্ত! দুর্গে! সকল প্রকার ভয় হইতে আমাদের রক্ষা করুন, তোমায় নমস্কার।

"রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা"—মা! তুমি তুষ্ট হ'লে অশেষ রোগ সমূহকে বিনাশ কর।

'রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্'—কিন্তু মা! তুমি রুষ্ট হ'লে সকল অভীষ্ট কামনার বিষয় সকল নষ্ট কর।

'ত্বামাশ্রিতাণাং ন বিপন্নরাণাং'—মা! তোমার আশ্রিত লোকদের বিপদ হয় না।

'ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি'—মা! তোমার আশ্রয় যে নিতে পারে, সে অপরকে আশ্রয় দেয়।

"বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেক দীপে—
ষাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা তদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতি মহান্ধকারে,
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম॥"

বিদ্যা সমূহের মধ্যে, শাস্ত্র সমূহের মধ্যে, বিবেকের প্রদীপ স্থানীয় আদিভূত বাক্য সমূহে, এবং অতি মহান্ধকাররূপ মমতার গর্ত্তে তোমা ভিন্ন কে এই বিশ্বকে অতিশয় ভ্রমণ করাতে পারে? আর কেহই পারে না।

শ্রীশ্রী চণ্ডীর তত্ত্বটী এই :—তুমি তোমার অবিদ্যা-শক্তির দ্বারা জীবকে মোহিত কর, এ সংসার-মায়ায় বন্ধন কর! আর তোমার বিদ্যা-শক্তির সাহায্যে জীবকে বন্ধন মুক্ত কর। তুমি অপ্রসন্না হলে জীবের বন্ধন, আর প্রসন্ন হইলেই জীবের মুক্তি হয়। তুমিই সব। তুমি নিত্যাই ও জগন্মূর্ত্তিস্বরূপ, তোমাদ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত।

"বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।"
"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"
"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।"
"সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥"
"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্॥"

যখন তোমার এই সব মাহাত্মের কথা পড়ি, তখন বিশ্বাস হয় আমারও গতি লাগবে। তোমার সাধন করতে পারলে, তোমায় প্রসন্না করতে পারলে, পুরুষার্থ লাভ হবে। ভাবে এমন আবিষ্ট হয়ে পড়ি, যেন আমাতে আমি থাকি না। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সমাজ, পৃথিবী, সমস্ত ভুলে যাই। শুধু ভাবের ঘোরে মানস পটে দেখি যে, একমাত্র তুমিই তোমার আপন মহিমায় পলকে পলকে ঝলসিয়া উঠছো; আর আমি তোমার একটা বিশাল শক্তির আশ্রয়ে এসে পড়ছি। তখন তন্ময়তা এত গাঢ় হয়, যে, "যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেই দিকে মহামায়া দেখি,"। কিন্তু তোমার মায়ার প্রভাবে সে নির্ম্মল আনন্দ-ভোগ বেশীক্ষণ থাকে না। তোমার বিদ্যা শক্তির কৃপা না হ'লে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াবে না, একথা আমি এই ভাবাবেশেই বেশ বুঝতে পারি। অনেকবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছি যে, প্রাণ চির বিশ্রান্তি পায় তোমাতে। এখন বেশ বুঝেছি যে, তোমাতে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ না করলে, না মজলে, না ডুবলে, আমার এ প্রাণের জ্বালা জুড়াবে না। কিন্তু ঐ দোষ—আমার মারাত্মক সংস্কার দোষ—আমাকে তোমাতে মজতে দেয় না। বায়স্কোপ, থিয়েটার, যাত্রা, গান-বাজনা, আমোদ প্রমোদ, দেশ বিদেশ ভ্রমণ, খবরের কাগজ পড়া, বৈঠকী গল্প,—এই সব যেমন স্বতঃই দেখতে ও ভোগ করতে ভাল লাগে, এই রকম মজার জিনিষ যদি তুমি হ'তে! তুমি যদি আমার জন্য

একটু হীন হ'য়ে, একটু ছোট হ'য়ে, আমার ইন্দ্রিয়ের ভোগে আসতে পারতে, তাহলে কি সুবিধাই হোত! আমার এই পুরাতন মন তোমাকে অতি শীঘ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধরতে পারতো, তোমাতেই মজতে পারতো, তাহলেই আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াতো। কিন্তু এ আশা দুরাশা! আলোক যেমন কখন অন্ধকার হ'তে পারে না, সত্য যেমন কখন মিথ্যা হ'তে পারে না, তেমনি অতীন্দ্রিয় নিত্য, সত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অচিন্ত্য শক্তি, সচ্চিদানন্দ, সকল বেদের প্রতিপাদ্য, এবং প্রণবের বাচ্য তুমি, সাধন ভজনহীন, কলির ব্রাহ্মণ, আমি, আমার খাতিরে কখন তোমার আপন সনাতন স্বরূপ ত্যাগ করতে পার না। তুমি যা, তুমি চিরকালই তা। কিন্তু আমি যা, আমি চিরকালই তা, থাকতে পারি না। কারণ আমার গন্তব্য, আমার লক্ষ্যস্থল, তুমি। তোমার আশ্রয়ে আমার জড়ত্ব, মলিনত্ব, সমস্ত, ঘুচে যাবে, আমি চিন্ময় হয়ে যাব, আমি অমর হয়ে যাব।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।"—তোমাকে জানলে অমরত্ব লাভ হয়।

"ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"—ভগবানের ভক্তের নাশ হয় না।

এই সব তোমার মধুর উপদেশে প্রাণ জুড়িয়ে যায়; কিন্তু শান্তি স্থায়ী হয় না, এই আমার ক্ষোভ।

আমার সংস্কার বরাবর আমায় বিষয় ভোগের দিকে টেনে নিয়ে আসছে। ভোগ আমার সেই জন্য বড় ভাল লাগে। বৈরাগ্যের দিকে—পূর্ণ শান্তির দিকে তোমার দিকে, ভোগে পুষ্ট আমার মন যেতে চায় না। তুমি বৈরাগ্যের দিকেই আছ, বিষয় ভোগের মাঝে তোমায় পাওয়া যায় না। সেইজন্য ভোগী আমি, আমার প্রাণ জুড়াইবে কিসে!

যে বিদ্যার সাহায্যে তোমার দিকে মতি হয়, সেই প্রকৃত বিদ্যা। আমার ত সেই বিদ্যা এখনও লাভ হয় নি। কারণ আমার বৈরাগ্য নাই, ত্যাগ নাই, আমার মন ষোল আনা বিষয় ভোগে।

"যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সঃ বিদ্বান্"—যে কর্ম্মী সেই বিদ্বান। যে পুস্তক আবৃত্তি করতে পারে, কিন্তু আচরণে কিছুই জ্ঞানীর মত দেখাতে পারে না; যে কর্ম্মশূন্য জ্ঞানী, তাকে কখন বিদ্বান বলা যায় না। বিদ্বান হয়ে যদি তোমায় অনুরাগী না হলাম, তোমার তত্ত্ব বুঝতে না পারলাম, তবে সেই বিদ্যায় গৌরব কি? আমার উপাধি এখন ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে।

হায়! কবে আমি তোমার কাছে প্রাণ জুড়ান কথা শুনতে পাবো! কবে তোমার চিন্তায় আমার দিব্য উন্মাদ হবে! আমার মনোসাধ পূর্ণ কর, দয়াময়!

একি! অশরীরী বাণী! অরূপের রূপ! একি ছন্দ! একি ভাষা! আহা! কি মোহন স্বর তোমার! আঃ! জুড়িয়ে গেলাম।

কি শুনিলাম! তোমার অনন্ত নামের মধ্যে একটী নাম 'পুণ্ডরীকাক্ষ,' এই নামটী সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব সময়ে, জীবকে শুদ্ধ করে। আমি এই নামটী স্মরণ করলেই অন্তরে ও বাহিরে, দেহে ও মনে পবিত্র হব।

আমি তোমার এই অভয় বাণী মস্তকে ধারণ করলাম। সংকটে কখন যেন স্মরণ করতে না ভুলি, এই বর দাও।

আবার কি বলছো? ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ভবানী ভুজঙ্গ স্তোত্রের শেষ শ্লোকটী।

"ভবানী ভবানী ভবানী ত্রিবার—
মুদারং মুদা সর্ব্বদা যে জপন্তি।
ন শোকং ন মোহং ন পাপং ন ভীতিঃ
কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুতশ্চিজ্জনানাম্॥"

যাহারা নিরন্তর আনন্দ সহকারে 'ভবানী,' 'ভবানী,' 'ভবানী,' এই নাম বারত্রয় সরল ও গম্ভীর ভাবে জপ করে, কখন কোনস্থানে তাহাদিগকে কিছুমাত্র শোক পাইতে হয় না। তাহাদের মোহ থাকে না, পাপ থাকিতে পারে না, ভয়ও থাকে না।

কি মধুর! সংসারীর বড় ভরসা! সর্ব্বদা যেন 'ভবানী' নাম জপ করতে পারি, এই বর দাও।

একি আনন্দ! একি তৃপ্তি! একি দিব্য অনুভূতি! আমি যেন অল্প অল্প ক'রে জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যাচ্ছি, আর তুমি প্রসন্ন বদনে আমার দিকে—চেয়ে বলছো,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা আমার বাণী শোন। এই অমৃত সাগরে ডোব, ইহাতে ডুবলে মৃত্যু হয় না, অমরত্ব লাভ হয়।

আহা! কি তোমার প্রাণ জুড়ান কথা!

আবার কি বলছো! তুমি বলছো,—"আমি আচার্য্যরূপে উপদেশ দিয়ে জীবকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাই,—তার অজ্ঞানান্ধকার দূর করি, তার সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ হয়।

আহা! কি কথা! আমার আনন্দ মূর্চ্ছা উপস্থিত।

আহা! তোমার কৃপা না হ'লে কি এই সরল সত্যগুলি ঠিক ঠিক আমার ধারণা হোত? কখনই না। আজ, বহু জন্মের পুণ্যফলে মা! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হয়েছ, বরমুদ্রা ধারণ ক'রে আমার দিকে চেয়েছ, আমার ঈপ্সিত ভাব-সম্পদ দিয়েছ। আজ কৃপা ক'রে তুমি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছ, ভাষার চেয়ে ভাব অনেক বড়। আজ, তোমার কৃপায় ভাষা ছেড়ে—ভাব নিয়ে তোমাতে মজ্‌তে পেরেছি। ভাবের মহিমা কত, আজ বুঝিয়ে দিলে দেবি! আজ বুঝিয়ে দিলে, 'রুদ্রযামলের' কথা সত্য।

"ভাবেন লভতে সর্ব্বং ভাবেন দেব দর্শনং।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনং"॥

রুদ্রযামল।

ভাব সাহায্যেই সব পাওয়া যায়। ভাবেতেই দেবদর্শন হয়। ভাবেই পরম জ্ঞান হয়। অতএব, ভাবকেই অবলম্বন কর।

আঃ, শান্তিতে ভরে যাচ্চি। আজ বুঝিয়ে দিলে, তোমার অনুভূতি না হ'লে জীবের ভক্তি পাকা হয় না, জ্ঞান পূর্ণ হয় না, প্রাণও ঠিক মজে না, যথার্থ সত্য প্রতিষ্ঠাও হয় না।

ওগো! কত দয়া তোমার! কত অল্প সময়ে কত বড় ব্যাপার তুমি করে ফেল্‌লে! ধীরে ধীরে একি বিচিত্র লীলা দেখালে! সাধন ব্যাপারে এক তুমি তিন মূর্ত্তিতে জীবকে কৃপা কর—ইষ্টমূর্ত্তি, গুরুমূর্ত্তি ও মন্ত্রমূর্ত্তি। এক তোমারই তিন রূপ।

আবার একি দেখালে! মন্ত্র গুরুমূর্ত্তিতে লয় গেল, গুরু ইষ্টমূর্ত্তিতে মিশে গেল।

এ কি অদ্ভুত! এত দিনের শোনা কথা আজ তোমার কৃপায় প্রত্যক্ষ হোল।

ভগবানের কথা, ভগবান নিজে না বললে, আর কে সঠিক বলতে পারে? গুরুরূপী তুমিই ঠিক বলতে পার, কি উপায়ে, ইষ্টরূপী তুমি, তোমায় লাভ করা যায়।

ওগো! তুমি নিজের কথা নিজে না প্রকাশ করিলে, জীব কি ক'রে তোমার রহস্যের কথা জানবে? গুরু না হ'লে, আর কে, ইষ্টের সঙ্গে জীবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—দেখিয়ে দিতে পারে? আর কেউ পারে না।

আমার এ কি করলে? এ কি আনন্দ বিকার? আমার 'আমি'—জ্ঞান কোথায় গেল? আমি যে আমার চারিদিকে 'আমি'র বদলে 'তুমি' দেখছি। আমার আমি কোথায় হারিয়ে গেল? এ কি দিব্য অনুভূতি! জীবজগৎ লোপ পাচ্চে। খণ্ড অখণ্ডে লয় হচ্চে। মায়ার খেলা ভেঙ্গে গেল। ভেদভাব চলে যাচ্চে। সব তোমাতে মিশে যাচ্চে। একমাত্র তুমিই আছ, আর কেউ নাই। তুমি আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। দিব্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছ। আমার 'আমি'কে হরণ করে নিয়ে তোমার শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় আমায় সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদন করলে। আমার সব ভুল হয়ে গেল। 'তুমি'ময় হলাম।

আঃ! এতদিনে আমি যথার্থ জুড়ালাম! আর ভাষা নাই, ভাবে ডুবলাম।

অন্তর্যামি! দেব! আমার ইষ্ট! এ তোমার ইন্দ্রজাল না আমার ভাব—সমাধি?

ওঁ শান্তি ওঁ।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল্।
ভক্তিসাগর।

সমালোচনা।

বর্ণাশ্রম স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল্য ॥• কলিকাতা বুক কোম্পানী কলেজ স্কোয়ার—সংস্কৃত বুক ডিপো লোটাস লাইব্রেরী ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

যতদিন এই জগতে এবং মানুষের ভিতরে দেবভাব ও অসুর ভাব থাকিবে ততদিন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত চলিবেই। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর দেখিতেছি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে নৈসর্গিক এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রানুমোদিত কত যুক্তিই লোককে বলা হইল কিন্তু যুক্তি শুনিবে কে? বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করা হইলেও আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী" এইভাবে কুযুক্তি উঠিতেছে। ১৩৩২ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শূদ্র ধর্ম্ম প্রবন্ধে কবীন্দ্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। ১৩৩৩ আষাঢ়ের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ রবিবাবুর বর্ণাশ্রম নিন্দার যথাযথ উত্তর দিয়া সমস্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। এখন ও বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। এই ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষেও বসন্ত বাবুকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ভারতের অধোগতি সম্বন্ধে শ্রীপ্রসন্ন কুমার সমদ্দার মহাশয়ের মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে। বলিতেছি এই সময়ে সরস্বতী মহাশয়ের বর্ণাশ্রম নামক সুচিন্তিত পুস্তকখানি সম্পূর্ণ সময়োপযোগী। উপস্থিত সময়ে স্বভাববাদী চারুবাক্য প্রবর্ত্তকের দল সমাজকে কোন্ কুপথে পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এই পুস্তকে তাহাও যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে অন্যদিকে ঋষিগণ কি কারণে বর্ণাশ্রমকে বৈদিক আর্য্য ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। তখনকার দিনে যাহা চলিত একালে তাহা চলিতে পারে না এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। তখনকার চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি যেমন, এখন কারও চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদিও সেইরূপ। যাঁহারা সত্য কি ধরিয়াছিলেন তাঁহারা সনাতন যাহা—অপরিবর্ত্তনীয় যাহা তাহার উপরেই সমাজের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, প্রতিমা পূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সন্ধ্যাদি, সদাচার, সৎ আহার ইত্যাদি—সনাতন জিনিষের পরিবর্ত্তনই হইতে পারে না। তবে কালে কালে মানুষ যে

এই সনাতন ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া ফেলে সেইগুলির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের এক দেশী শিক্ষা, সমাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ণাশ্রম নামক পুস্তকের এবং গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের ভিতর দিয়া না গেলে যুবক সম্প্রদায়ের শিক্ষার পূর্ণতা হইবে না, দেশের যথার্থ উন্নতিরও আশা করা যায় না। আমরা আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে এই পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। আবার বলি পুস্তকখানি সুচিন্তিত এবং যুক্তিগুলি শাস্ত্রীয়।

নাম্ রসায়ন ১ম খণ্ড শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণ তীর্থ। মূল্য /০ আনা। প্রাপ্তিস্থান ৬১ নং মলঙ্গা লেন কলিকাতা। ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব অফিস। নয়াসরাই পোঃ, ডুমুর দহ গ্রাম, হুগলী গ্রন্থকারের নিকট।

এক আনার পুস্তক কিন্তু অতি সুন্দর গ্রন্থ। কিছু কিছু প্রবন্ধ সনাতন মাসিক পত্রে ও উৎসবেও বাহির হইয়াছিল। সজীব ভাবে নাম কেমন করিয়া করিতে হয়—যাঁহারা নাম সাধনা করেন তাঁহারা এই পুস্তকে জীবন্ত উপকার পাইবেন। এইরূপ পুস্তক মানুষ যত পড়িবেন ততই তাঁহাদের ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি অনুরাগ বাড়িবেই।

টুক্‌টুকে রামায়ণ মূল্য ১॥০ শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীঠ বসুমতী সাহিত্য মন্দির। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার জামাতা রাখাল বাবু "প্রচার" পত্রের ভার এই নবকৃষ্ণবাবুর উপরেই দিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ বাবুর কবিতা অতি সুন্দর। টুকটুকে রামায়ণের ভাব ও ভাষা এত সুন্দর যে তাহা অল্প কথায় বলা যায় না। যে পুস্তকের দুই সংস্করণ হইল, যাহা সকলেই আদর করে তাহার প্রশংসা আমরা করিলাম না। নবকৃষ্ণ বাবুর সমগ্র রামায়ণ সুন্দর ভাবের উপরে লিখিত। শুধু বালক নহে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিবেন।

বশিষ্ঠ—যেন শব্দং রসং রূপং গন্ধং জানাসি রাঘব।
সোয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম সর্ব্বমাপূর্য্য সংস্থিতঃ ॥৭

যাঁহার দ্বারা হে রাঘব তুমি শব্দ রস রূপ গন্ধ জানিতেছ তিনিই আত্মা তিনিই পরব্রহ্ম তিনিই জগৎ প্রপঞ্চকে পূর্ণ করিয়া অবস্থিত।

অমল আত্মাই এক, তিনিই অনেক, এবং অতীত, সর্ব্বগত—তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য অন্য কল্পনাই নাই। রাম! অন্যবস্তুর সম্ভাব বা অভাব শুভাশুভ সৃষ্টি বাসনাবশেই পরিকল্পিত; মায়িক দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত অনাত্মাতেই হয়, মায়াতেই হয় অথবা তত্ত্বদৃষ্টিতে আত্মাতেই হয়—কারণ আত্মা মাত্রই আছেন আর কিছুই নাই।

যস্মাদাত্মনোব্যতিরিক্তে বস্তুনি সিদ্ধেসতি তত্রেচ্ছা প্রবর্ত্ততে, যত্র স্বাত্মনোব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতি তত্রাত্মা কিমিব বাঞ্ছন্ কিমনুস্মরন্ ধাবতু কিমুপৈতি ॥১০

যদি আত্মাতিরিক্ত বস্তু থাকা প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আত্মার ইচ্ছাদি আছে বলা যাইতে পারে কিন্তু আত্মা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব যখন সম্ভব হয় না তখন সেই আত্মা কি ইচ্ছা করিয়া কিই বা স্মরণ করিয়া তৎপ্রাপ্তি জন্য ছুটিবেন? কিই বা পাইবেন?

অথ ইদমীহিতমিদমনীহিতমিত্যাত্মানং ন স্পৃশতি বিকল্পাঃ। অতো-নিরিচ্ছতায়ামাত্মা ন কিঞ্চিদপি করোতি কর্ত্তৃ করণ কর্ম্মণামেকত্বাৎ ন ক্বচিত্তিষ্ঠত্যাধারাধেয়য়োরেকত্বাৎ ন চ নিরিচ্ছত্যাত্মনোনৈষ্কর্ম্ম্যমভি-মতম্। দ্বিতীয়ায়াঃ কল্পনায়া অভাবাৎ ॥১১

তারপর ইহা বাঞ্ছনীয়, ইহা অবাঞ্ছনীয় এই সকল বিকল্প আত্মাকে স্পর্শ করেনা। যে হেতু তিনি নিরিচ্ছ সেই হেতু তিনি কিছুই করেন না। কারণ কর্ত্তা করণ কর্ম্ম সবই ত এক। তিনি কোথাও অবস্থানও করেননা কারণ তিনিই আধার তিনিই আধেয়—আধার আধেয় এক হইলে অবস্থান হয় কিরূপে? তাঁহার ইচ্ছা নাই বলিয়া কিন্তু আত্মা যে নিষ্কর্ম্মা ইহাও বলা যায়না। কারণ দ্বিতীয় কল্পনা আত্মাতে নাই। আত্মা কর্ম্মবর্জ্জিত বলিলে বলিতে হয় পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্ম ছিল কিন্তু আত্মাভিন্ন আর কিছুরই যখন অস্তিত্ব নাই তখন আবার কর্ম্ম থাকিবে কিরূপে?

নেতরা জানাসি রাম ত্বমিয়ং ব্রহ্মসংস্থিতিঃ।
সর্ব্ব দ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ কর্ত্তা ভব গতজ্বরঃ॥ ১২

রাম তুমি এই জগৎ অন্যবিধ ইহা জানিও না—এই সমস্তই ব্রহ্মস্থিতি। যদি তুমি অন্যবিধ কল্পনা জানিয়া থাক তাহা হইলে সর্ব্বদ্বন্দ্ব বিনির্ম্মুক্ত ও গত জ্বর হইলেও কর্ত্তা হও। রাঘব আরও শুন তুমি অহংকর্ত্তা বোধে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিয়া দেহ ভূতের উপচয় ব্যতীত আর কি পাইবে তাই বল? অতএব সর্ব্বপ্রকার অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপের অকর্ত্তৃত্বেই তোমার আস্থা হউক। তুমি ত শ্রুতি বাক্যমত ও গুরু বাক্যমত আত্ম প্রবোধমান হইয়াছ। অতএব নির্ব্বাত সমুদ্রের ন্যায় আপনি আপনি থাক, স্বচ্ছস্তিমিত—সর্ব্ব স্পন্দন শূন্য থাক।

গত্বা সুদূরমপি যত্নবতা জবেন
নাসাদ্যতে তদিহ যেন সুপূর্ণ তৈতি।
মত্বেতি মা ব্রজ পদার্থ গণান্ ধিয়া ত্বং
নত্বং ত্বমেব পরমার্থতয়া চিদাত্মা॥ ১৪

যেন সুপূর্ণতা অপরিচ্ছিন্ন সুখলাভেন পূর্ণকামতা এতি তৎ সাধনং সুদূরং দিশামন্তমপি দ্রুতবেগেন গত্বা ভ্রমিত্বা অতিযত্নবতাপি নাসাদ্যতে ইতি মত্বা নিশ্চিত্য ত্বংধিয়া মনসাপি বাহ্য পদার্থগণান্ মা ব্রজ। ন ত্বং নিরস্ত পরাগ্রূপস্তমেব পরমার্থতয়া দৃষ্টঃ পূর্ণানন্দচিদাত্মা পরমপুরুষ ইত্যর্থঃ।

যদ্দারা অপরিচ্ছিন্ন সুখলাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে—ভরিত হইয়া যাইবে সেই সাধনা বহু যত্নে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না ইহা নিশ্চয় করিয়া তুমি মনে মনেও বাহ্য পদার্থের পশ্চাতে গমন করিও না। তুমি আত্ম ভিন্ন কোন বাহ্য পদার্থ নও—পরমার্থ দৃষ্টে তুমিই পূর্ণানন্দ স্বরূপ চিদাত্মা পরমপুরুষ।

স্থিতি ৩৭ সর্গঃ।

কর্ত্তৃত্ব ত্যাগেই নিত্যানন্দে স্থিতি।

রাম—মনে কোন বাসনা বা সঙ্কল্প বা কর্ম্ম বীজ না রাখিয়া, দেহটাকে অহংভাব শূন্য করিয়া, যাহা আত্মা নয় তাহাতে আমার আমার ভাব বা মম ভাব না রাখিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া সুখে এই অহংভাব শূন্য নবদ্বার পুরে বা দেহে স্বয়ং কিছু না করিয়া এবং কাহাকেও কিছু না করাইয়া অবস্থান করিতে পারিলে আপনি আপনি পূর্ণ হইয়া আনন্দ ভরিত হইয়া থাকা হয়। কিন্তু কাহাকেও ত এইরূপে থাকিতে দেখি না। জ্ঞানীও আহার বিহার করেন, সুখ দুঃখ ভোগ করেন, যোগাদি বা সমাধিও করেন—এই সব যখন আছে তখন কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ হইল কোথায়?

বশিষ্ঠ—জ্ঞানীর কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তৃত্বই নহে, মূর্খের কর্ত্তৃত্বই কর্ত্তৃত্ব। জ্ঞানীকে লোকে দেখে করেন, করান তিনি কিন্তু কোন কিছুরই কর্ত্তা নহেন।

রাম—কর্ত্তৃত্ব কাহার নাম?

বশিষ্ঠ—অবুদ্ধি পূর্ব্বক যে কর্ম্ম তাহাতে আমি কর্ত্তা এই অভিমান থাকে না। শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন কর্ম্ম হইতেছে, শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ চলিতেছে ইহাতে কি কর্ত্তা অভিমান আছে? কার্য্যের পূর্ব্বে এবং পরে ইহা হেয় বা উপাদেয় এই যে নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি ইহাই কর্ত্তৃত্ব। অর্থাৎ ইহাতে আমি সুখ পাই, ইহা হউক, ইহাতে আমি দুঃখ পাই ইহা না হউক আহা! এতটুকু পাইলেই এই লোকটা সুখী হয় না পাইলে মরে—এইরূপ মনোবৃত্তির নাম কর্ত্তৃত্ব।

চেষ্টাবশাৎ তাদৃক্ ফল ভোক্তৃত্বং বাসনারূপং স্পন্দতে পুরুষঃ
স্পন্দানুরূপং ফলমনুভবতি ফলভোক্তৃত্বংনাম কর্ত্তৃত্বাদিতি সিদ্ধান্তঃ ॥৩॥

কর্ত্তৃত্ব হইতে বাসনা জন্মে, বাসনার অধীন চেষ্টা; ইহাতেই বাসনানুরূপ ফলও হয়। যে হেতু পুরুষ যেমন যেমন বাসনা করে সেইরূপেই স্পন্দিত হয় এবং বাসনানুরূপ কার্য্যের পরে সেইরূপ ফলও অনুভব করে সেইজন্য বলা হইতেছে, কর্ত্তৃত্ব হইতেই ফলভোক্তৃত্বের উদয় হয়—ইহাই সৎশাস্ত্র সিদ্ধান্ত। পুরুষ কোন কিছু করুক বা না করুক, মনের বাসনা যেরূপ তদনুরূপ ফল, মন স্বর্গে বা নরকে অনুভব করিবেই; অতএব যাহারা তত্ত্ব জানে না তাহারা কিছু করুক বা না করুক তাহাদেরই কর্ত্তৃত্ব, আর যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই কারণ তাঁহাদের কোন বাসনাই নাই। জ্ঞাততত্ত্ব যাঁহারা তাঁহারা শিথিলীভূত বাসনা, সেইজন্য কার্য্য করিলেও কার্য্যের ফল তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না; তাঁহারা কেবল স্পন্দন মাত্রই করেন, মন তাঁহাদের অনাসক্তই থাকে। যদিও অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্মফল উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে ফলকেও তাঁহারা পরমাত্মা ভাবেই অনুভব করেন। ভোগাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কোন কার্য্য না করিলেও সে তাহার কর্ত্তা। মনো যৎ করোতি তৎ কৃতং ভবতি যন্ন করোতি তন্ন কৃতং ভবতি অতো মন এব কর্ত্তৃ ন দেহঃ ॥ ৭ ॥ মন যাহা করে তাহাই কৃত হয়—মনঃ কর্ত্তৃক যাহা কৃত না হয় তাহা অকৃত অতএব মনই কর্ত্তা, দেহ কর্ত্তা নহে।

চিত্তাদেবায়ং সংসার আগতশ্চিত্তময় এব চিত্তমাত্রং চিত্তএব স্থিত ইতি বিজ্ঞাতম্। বিষয়শ্চ সর্ব্বমুপশান্তমভূদ্বাসনৈবেতি জ্ঞ এবাস্তীতি ॥ ৮ ॥

চিত্ত হইতেই এই সংসার আগত; সংসার এই জন্য চিত্তময়—সংসারটা চিত্তই—সংসারটা চিত্তরূপেই বাহিরে অবস্থিত—প্রথমেই ইহা বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়। চিত্তের বৃত্তি বা উপজীবিকা হইতেছে বিষয়। চিত্ত চিত্তকেই দেখে আপনিই আপনাকে উপজীবিকা করিয়া নৃত্য করে। সমস্ত বিষয় উপশান্ত হইলে বাসনাই থাকে সেই বাসনা উপহিত চৈতন্যই জীব।

আত্মবিদাং হি তন্মনঃ পরমুপশমমাগতং মৃগতৃষ্ণা জলমিব বর্ষতি জলদে হিমকণ ইব চণ্ডাতপে বিলীনং তুর্য্যদশামুপাগতং স্থিতম্॥ ৯॥

জীব যখন আত্মাকে জানেন তখন তাঁহার মন বর্ষার জল বর্ষণে মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণে হিমকণার মত বিলীন হয়। মন বিলীন হইলে জীব তুর্য্যদশা প্রাপ্ত হইয়া আত্মভাবে বা স্বরূপ বিশ্রান্তিতে স্থিতিলাভ করেন।

নানন্দং ন নিরানন্দং ন চলং নাচলং স্থিরম্।
ন সন্নাসন্ন চৈতেষাং মধ্যং জ্ঞানিমনোবিদুঃ॥ ১০

জ্ঞানির মন বিষয়ানন্দে আনন্দ পায়না, স্বরূপানন্দ শূন্যও হয়না, চঞ্চলও নহে, আবার শিলাদিবৎ অচল বা জড়াবস্থও নহে, কিন্তু স্থির, শান্ত। সৎও নহে, অসৎও নহে এবং আনন্দ, নিরানন্দ, চল, অচল, সৎ ও অসৎ এই সমস্তের মধ্যবস্থা বা সন্ধিঅবস্থারূপও নহে কিন্তু সব শেষ হইলে ভূমা আত্মসুখৈকরস রূপে স্থিত হয়। হস্তীর যেমন অতিক্ষুদ্র জলপূর্ণ গর্ত্তে নিমজ্জন অসম্ভব সেইরূপ জ্ঞানিগণের মনের, স্পন্দময় বাসনায় মগ্ন হওয়াও অসম্ভব। মূর্খগণের মনই ভোগভূমি দেখে, কখন পরমার্থতত্ত্ব দেখেনা। এই বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন এক ব্যক্তি বাস্তবিক গর্ত্তে পড়ে নাই, শয্যায় সে শুইয়া আছে কিন্তু চিত্ত তাহার গর্ত্ত পতন বাসনা বাসিত হইয়াছে। ঐ সংস্কারের প্রাবল্যে সে শয্যায় শয়ান থাকিয়াও স্বপ্নে গর্ত্ত পতন দুঃখ অনুভব করিতেছে। আবার যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনি পরম উপশম প্রাপ্ত মনে গর্ত্তে পড়িয়াও শয্যাতে বা আসনে উপবেশন সুখ অনুভব করেন। এই শয্যাসনে অবস্থান ও গর্ত্তে পতন এই উভয়ের মধ্যে একজন গর্ত্তে পতনের কর্ত্তা না হইলেও কর্ত্তা হইতেছে অপর ব্যক্তি গর্ত্তে পতনের কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা হইতেছেন। এই দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে পুরুষের চিত্ত যেরূপ পুরুষও সেইরূপ হইবেই। শ্রুতিও বলিতেছেন অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছাদয়তি গর্ত্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যত ইতি।

তেন তত্র কর্ত্তুরকর্ত্তুর্ব্বা নিত্যমসংসক্তং ভবতু চৈতো ন হি কিঞ্চিদস্ত্যাত্মতত্ত্বব্যতিরিক্তং যত্র সংসক্তির্ভাবাতে যৎ কিঞ্চিদিদং জগদগতং তৎসর্ব্বং শুদ্ধচিত্তত্বাদাভাসমবে হি ॥ ১৩ ॥

অতএব তুমি কর্ত্তা হও বা অকর্ত্তাই হও, তুমি সর্ব্বদা চিত্তকে আসক্তিশূন্য রাখিও, কারণ ইহা স্থির জানিও যে আত্মতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই। তুমি তত্ত্ব দেখিতেছ; বেশ করিয়া দেখ দেখিবে যেখানে আসক্তির সম্ভাবনা তাহাই আত্মতত্ত্ব ব্যতিরিক্ত বস্তু। বাস্তবিক আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই—যদি থাকিত তবে না হয় আসক্তি করিতে পারিতে। নাই নিশ্চয় তবে আসক্তি আর কোথায় হইবে? তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তুমি জানিও এই জগৎ বা জগদন্তর্গত যা কিছু সমস্তই আভাস—সমস্তই ভ্রান্তি। এইরূপে পুরুষ যখন জ্ঞেয়বিষয় যে আত্মতত্ত্ব, তাঁহাকে জানেন তখন জানেন যে আত্মা সুখ ও দুঃখের অতীত আত্মাতে সুখ ও দুঃখ পোঁছায় না। আত্মা সুখ ও দুঃখের অতীত এইটি নিশ্চয় হইলে ইহা আধার ইহা আধেয় এই সকল দৃষ্টি থাকে না। এই জ্ঞানটি দৃঢ় হইলে তাঁহারা প্রথমে দৃঢ়রূপে জানিতে পারেন যে, যে আমি অহংকার বিমূঢ় হইয়া কর্ত্তা ও ভোক্তাছিলাম—যে আমি অজ্ঞানে কর্ত্তা ভোক্তা সাজিয়াছিলাম সেই আমিই বাস্তব পক্ষে সর্ব্বপদার্থ ব্যতিরিক্ত বালাগ্র সহস্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীব। আমি সর্ব্বপদার্থ হইতে ভিন্ন এই বোধটি যখন দৃঢ় নিশ্চয় হয় তখন জীবের দ্বিতীয় সোপান। জীব তখন জানিতে পারেন জগতে যাহা কিছু আছে ছিল হইবে সবই আমি "যৎ কিঞ্চিদিদং তৎ সর্ব্বমহমেবেতি বা" ॥১৪॥ ইহা জানিলে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় হয় যে আমি সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক, আমি সর্ব্বগামী। এইটী নিশ্চয় হইলে অনুভব হয় আমি সুখে ও দুঃখে অস্পৃষ্ট। সুখ ও দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে পারেনা—এইটি যখন অনুভূত হয় তখন পুরুষ বিগত জ্বর হয়, তখন চিত্তবৃত্তি লীলাচ্ছলে ব্যবহারিক কার্য্য করে—কিছুতেই আর আসক্তি থাকেনা।

তজ্জ্ঞস্ত সঙ্কটে চ মুদিতৈব কেবলং জ্যোৎস্নেব ভুবনভাবমলঙ্করোতি

যেন চিত্তাদৃতে তু জ্ঞঃ কুর্ব্বন্নপ্যকর্ত্তা সম্পন্নো মনসোলেপকত্বান্নাসৌ পাদপাণ্যাদিবিক্ষেপস্য যত্নকৃতস্যাপি কর্ম্মণঃ ফলমনুভবতি ॥১৫॥

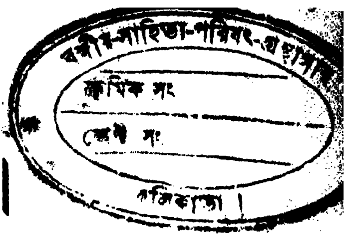
* তত্ত্বজ্ঞের নিকটে সঙ্কট সময়েও এই জগৎ আনন্দে জ্যোৎস্নার মত ত্রিভুবনের সমস্তই অলঙ্কৃত করে। চিত্ত না থাকায় বা মৃতকল্প থাকায় জ্ঞানিগণ কোন কিছু করিয়াও কর্ত্তা হননা; মন নির্লিপ্ত হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যত্নকৃত হস্তপদাদি সঞ্চালন নিষ্পন্ন শুভাশুভ কর্ম্মেরও ফলাফল অনুভব করেন না।

এইরূপে মনই সকল কর্ম্মের, সকল চেষ্টার, সকল ভাবের, সকল লোকের, সকল প্রকার গতির বীজ। এই মনকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ হয়, সমস্ত দুঃখের ক্ষয় হয়, সমস্ত কর্ম্মও বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন মানস কর্ম্ম বা শারীরিক কর্ম্ম জ্ঞানীকে আক্রমণ করিতে পারেনা—কর্ম্মদ্বারা আর তিনি বিবশীকৃতও হননা, রঞ্জিত ও হন না। কারণ তিনি জানেন যে আত্মা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই কাজেই কি আর তাঁহাকে রঞ্জিত করিবে বা অভিভূত করিবে? মন, বালকের ন্যায় নগর নির্ম্মাণই করুক, নির্ম্মিত নগর পরিষ্কারই করুক, জ্ঞানী লীলাক্রমে উহা অকৃতই দেখেন। উপাদেয় কিছুই থাকেনা বলিয়া সুখও দুঃখ অকৃত্রিম মত দেখেন। মনঃকৃত নগর নিবৃত্তিও মনঃ কল্পিত বাস্তব বলিয়া দেখেন, লীলারূপে দুঃখকে অনুভব করিলেও তাহাকে দুঃখরূপে দেখেন না। এইরূপে জ্ঞানী কিছু করিয়াও পরমার্থতঃ কিছুই করেন না।

কর্ত্তৃত্ব কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কার্য্যের পূর্ব্বে বা পরে ইহা হেয় বা উপাদেয় এই যে নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি ইহাই কর্ত্তৃত্ব। কর্ত্তৃত্ব হইতেই বাসনা জন্মে। ব্যবহারিক জগতের যাহা কিছু তাহাতেই যখন ইহা হেয় ইহা উপাদেয় এইরূপ বিচার কর অর্থাৎ ইহাতে আমার সুখ হয়, ইহা না করিলে আমার দুঃখ হয় অথবা অন্যে দুঃখ পায় অন্যের দুঃখে আমারও দুঃখ হয়—এই যে বাসনা এই বাসনা হইতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হইবেই। কিন্তু যদি বিচার করা যায় একমাত্র আত্মাই সত্যবস্তু অন্য সমস্তই মায়িক বা মিথ্যা—কাজেই কোনটা হেয় কোনটা

উপাদেয় এই বিচার অগ্রাহ্য করিয়া হেয় উপাদেয়কে মিথ্যা জানিয়া যিনি আত্মাকেই শ্রেয়ঃ পদার্থ নিশ্চয় করেন তাঁহার কোন দুঃখ থাকেনা, সুখের আকাঙ্ক্ষাও থাকেনা। আত্মা কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন। আত্মাতে যে কর্ত্তৃত্ব অনুভূত হয় তাহা বাস্তব নহে— তাহা আরোপিত। এই যে দুঃখ ভোগ কর তাহার কারণ যদি নিশ্চয় করিতে পার তবে ত একক্ষণেই আত্মাকে অকর্ত্তা ও অভোক্তা দেখিতে পাও। দুঃখের কারণ নিরূপণ করিতে যদি নাও পার তথাপি আত্মা যে অকর্ত্তা ও অভোক্তা ইহা সিদ্ধ করিতে পার। যিনি তত্ত্ব না জানেন তিনি আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি অনুভব করেন—যিনি তত্ত্ব জানেন তিনি এই কর্ত্তৃত্বাদি যে আরোপ মাত্র তাহা অনুভব করেন। কর্ত্তৃত্ব কিন্তু জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। "ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" ১১।১৮ অধ্যায় গীতা দেহধারী একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেনা। কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কর্ম্মও হয় না। কিন্তু সকল কর্ম্ম যাঁহার অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের মত হয় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই। জীবের যে কর্ত্তৃত্ব বোধ যায়না তাহার কারণ জীবের সম্যক্ দৃষ্টি নাই—জীব মোহে আচ্ছন্ন। জ্ঞানমালিন্য যতদিন আছে ততদিন মোহ আছে ততদিন কর্ত্তৃত্বও আছে—দুঃখও আছে। বিচার দ্বারা জ্ঞানের মালিন্য উম্মার্জ্জিত কর দেখিবে কর্ত্তৃত্ব নাই। যথাযথ বস্তুবিচার কর—বস্তুর মধ্যে কোন অংশ মায়িক, কোন অংশ সত্য বিচার কর দেখিবে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বকে কোথাও খুঁজিয়া পাইবেনা। যাঁহার ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব দেখে, তজ্জন্য রাগ দ্বেষ যাঁহার হয়, তজ্জন্য পাপও পুণ্যরূপ অদৃষ্টে যিনি বিবশীভূত হন তিনিই আমি কর্ত্তা অহংকারে কষ্ট পান। পূর্ণ আত্মাতে যাঁহার চিত্ত আসক্ত—কাজেই বিষয়ে যাঁহার চিত্ত আসক্ত নহে তাঁহার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই অর্থাৎ তিনি নিত্য মুক্ত। যাহারা আত্মাতে আসক্ত নহে তাহাদের নিকটেই বন্ধমোক্ষের কল্পনা। জ্ঞানিগণের নিকটে আত্মতত্ত্বই উল্লসিত হন। একত্বদ্বিত্ব এসকল আভাস মাত্র। এই যে সংসার দুঃখ ইহা প্রবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত,—প্রবুদ্ধ হইলে দুঃখ নাই। "অপ্রবোধাদিদং দুঃখং প্রবোধাৎ প্রবিলীয়তে॥"২। মোক্ষবুদ্ধি

উৎসব।



আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সাল। { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

সৎকথা (আমার কাশীবাস)।

মনে বড় ছিল আশ, করব আমি কাশীবাস,
কৃপাকরে কৃত্তিবাস দিয়াছেন বাস।
দেহত্যজি কাশীধামে, যাব আমি কাশীধামে,
কাশীতেই হইবে নিবাস। ১॥

মোর পিতা আসি কাশী, বিশ্বেশ্বর পাশে বসি,
কাতরে করেন পুত্র আশ।
দয়াময় বিশ্বনাথ, পূরাণ তাঁর মনোরথ,
আমি হই চির শিবদাস॥ ২॥

কত দয়া দাসোপরে, এ দাস কি বল্‌তে পারে,
লেখনি লিখিতে নারে প্রভুর মহিমা।
করি আমি এই স্তুতি, তাঁর পদে সদা মতি
রহে যেন দিবা অ[illegible]রামা॥ ৩॥

অশান্তিতে ছিল হিয়া, কিন্তু কাশী প্রবেশিয়া,
দূরে গেছে সে অশান্তি রব।
এবে কাশী শান্তি-সরে, মনঃ-হংস সুখে চরে,
গায় সদা শিব শিব রব ॥ ৪ ॥

সমাপিয়া গঙ্গাস্নান, গাই শিব নাম গান,
শেষে শিবে মিশিব বাসনা।
বলি সদা শিব শিব, নাশিব অশিব সব,
শিব নামে রসরে রসনা! ৫ ॥

রস সদা শিব-রসে, যাতে যাবে শিব পাশে;
ভবভয় কিছু নাহি রবে।
শিবনাম-সুধা পিয়ে, পাবে ত্রাণ যম ভয়ে,
মৃত্যুঞ্জয় হ'বে শিবরবে ॥ ৬ ॥

যথা পিতা বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা মা আমার,
আর গঙ্গা পতিতপাবনী।
ইহা চেয়ে কিবা আর, আছয়ে সংসারে সার,
কাশী হন ত্রিতাপনাশিনী ॥ ৭ ॥

শিবকাশী শিব নাম, সীতারাম সীয়ারাম
অবিরাম প্রবেশে শ্রবণে।
বসিলে জাহ্নবী তীরে, যেতে মন নাহি সরে,
উপজে আনন্দ কত মনে ॥ ৮ ॥

যে আনন্দ কাশীধামে, নাহি তাহা ধরাধামে,
কাশী হন নন্দন কানন।
মুনি, ঋষি, যোগী জনে, সদাই প্রফুল্ল মনে,
একাননে করেন ভ্রমণ ॥ ৯ ॥

বহু জন্ম পুণ্যফলে, কাশীবাস তবে মিলে,
প্রাণান্তেও কাশী না ত্যজিবে।
কাশী হন মোক্ষধাম, গেয়ে সদা শিব নাম,
ত্যজি দেহ বিদেহ হইবে॥ ১০॥

গুরু কৃপায় হেথা, নাহি কোন মনোব্যথা
সদানন্দে কাটিতেছে কাল।
গুরুর চরণ ধরি, যাপি দিবা বিভাবরী,
গুরু মোর পরম দয়াল॥ ১১॥

ভাব সদা গুরুপদ, পাবে পরে মোক্ষপদ,
গুরুপদ তরিবার তরি।
ভক্তি-পুষ্প ল'য়ে করে, পূজ পদ নতশিরে,
গুরুহন ভবের কাণ্ডারী॥ ১২॥

জনৈক সন্ন্যাসী
৺কাশীধাম।

ভক্তির কথা।

একে একে যে সব যায়?

তাতে তোমার কি? তোমার কাজ ত তুমি কর।

চারিদিকে হাহাকার, সর্ব্বত্র ব্যভিচার—চিত্তের ছন্দ যে থাকেনা—কাজ কি ঠিক মত হয়?

যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছ, সেইরূপ সঙ্গ পাইয়াছ, দোষ দাও কার? যাহা ক'রবার ইহার মধ্যে থাকিয়াই করিতে হইবে। পালাইয়া যাও, সেখানেও এই সবই যাইবে।

সত্য কথা—"দোষ কারও নয় গো মা, আমি সখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"। তবে এখন?

যা আসে আসুক, আমার দিকে চাও। এইটি প্রধান কাজ। যেমন চোখে চাহিবে আমি তোমার কাছে তেমন।

তবে না তুমি চিরদিনই এক ?

একই আছি। তোমার কর্ম্ম আমার গায়ে মাখাইয়া তুমি তোমার কর্ম্মের মতন করিয়া—কর্ম্মের উপনেত্র দিয়া আমায় দেখিতেছ আমি কিন্তু যা আমি চিরদিনই তাই। দেখার দোষে নানা।

তবে পূজা কেমন হইবে ?

যাহার যেমন স্বভাব, তাহার পূজা তাহার স্বভাবেরই অনুরূপ হইবে। মানুষ যদি আমার পূজা করিতে চায় তবে আপন স্বভাবজ কর্ম্ম দিয়াই আমার অর্চ্চনা করুক। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ১৮।৪৬ গীতা। মানুষ শুধু কর্ম্মই করে—কর্ম্ম দিয়া অর্চ্চনা করে না। পূজা চাই ইহা ভুলিলে চলিবেনা। ভজন চাইই, তা তোমার যেমনই স্বভাব হউক।

সকল স্বভাবের মানুষই তবে তোমায় ভজিতে পারে ?

তা পারে।

কিরূপে হইবে ইহা ?

শ্রবণ কর। ভক্তি বলে সেবাকে। ভজ ধাতুর অর্থই সেবা। কর্ম্ম দিয়াও সেবা হয়, বাক্য দিয়াও সেবা হয় আর ভাবনা দিয়াও সেবা হয়। আবার একসঙ্গে কখন কখন বাক্য ও কর্ম্ম ও কখন ভাবনা দিয়া যে সেবা—অর্থাৎ একই মানুষের এই তিন দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সেবা তাহাই প্রকৃত সেবা, তাহাই যথার্থ ভক্তি। ইহাতেই ভক্তির উচ্চ নীচ সব অবস্থাগুলিরই উদয় হইবে। ভাবনা করিবে একান্তে—আর বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা ভজিতে হইবে ব্যবহারিক জগতে।*

কত প্রকারের মানুষ আমায় ভজিতে পারে লক্ষ্য কর।

(১) তুমি শত্রুদ্বারা দুঃখ পাইতেছ। নিজে শত্রু দূর করিতে পার না। শত্রু সংহারের জন্য যাহারা আমায় ডাকে তাহারা তামস ভক্ত। তামস ভক্ত হইলেও ইহারা **অধম তামস**।

---

* সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ, শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং। বেদক্রিয়া যোগতপঃ সমাধিভি স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ভাগবত ১০ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক। আপনি জগৎ পালন জন্য বিশুদ্ধ দেহ ধারণ করেন। লোকে ঐ মূর্ত্তি যোগে বেদ, ক্রিয়া যোগ, তপঃ, সমাধি—এই চতুরাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা পূজা করিতে সক্ষম হয়। আপনি দেহ ধারণ না করিলে পূজার অভাবে কর্ম্মফল সিদ্ধ হইত না।

(২) স্বৈরিণী স্ত্রীলোকে যে ভাবে স্বামী সেবা করে, সেইরূপ কপট ভাবে যাহারা আমায় ডাকে তাহারাও তামস ভক্ত—ইহাদের ভক্তি **মধ্যম তামস ভক্তি**।

(৩) অমুকে পূজা করিল আর আমি পারিব না এই বাহাদুরীর জন্য যে ভক্তি তাহা **উত্তম তামস ভক্তি**।

রাজস ভক্তিরও কি এইরূপ অধম, মধ্যম, উত্তম ভেদ আছে?

শ্রবণ কর।

(১) আমার অর্থ চাই—নতুবা আমার পরিবারবর্গ ক্লেশ পায়। ধনধান্যাদি প্রার্থনা পূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে আমার পূজা তাহাই **অধম-রাজস ভক্তি**।

(২) সকল মানুষের মধ্যে আমার কীর্ত্তি প্রসারিত হউক—আমি যশের লালসা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। সর্ব্ব লোক বিখ্যাত কীর্ত্তি উদ্দেশ করিয়া, পরম ভক্তি সহকারে যে আমার পূজা, তাহাই **মধ্যম-রাজস ভক্তি**।

(৩) সালোক্যাদি পদ প্রার্থনা করিতে করিতে যে আমার অর্চ্চনা—সেই ভক্তিই **উত্তম রাজস ভক্তি**।

আর সাত্ত্বিক ভক্তির প্রকার?

(১) নিজের পাপ ক্ষয়ের জন্য পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে আমার পূজা তাহাই **অধম সাত্ত্বিক ভক্তি**।

(২) "এই কার্য্য ভগবানের প্রিয়" এই মনে করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে আমার আজ্ঞাপালন রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই **মধ্যম-সাত্ত্বিক ভক্তি**।

(৩) "আমি তোমার" এই যাচ্ঞা করিতে করিতে কর্ত্তব্য বোধে দাসবৎ বা দাসীবৎ যে আমার পূজা তাহাই **উত্তম সাত্ত্বিক ভক্তি**।

উত্তম সাত্ত্বিক ভক্ত যিনি তিনি ভগবানের কোন প্রকার মহিমা শ্রবণ করিয়া তন্ময় হইয়া যান, আনন্দে ভরিত হইয়া যান। "আমি তোমার" সাধনা পূর্ণ হইলে "তুমি আমার" সাধনা আরম্ভ হয়। তখন ভগবানের উপরে মান, অভিমান, সখ্যরতি, বাৎসল্য ভাব, মধুর ভাব—রাগাত্মিকা ভক্তির সমস্ত অবস্থার স্ফুরণ হইতে থাকে। শেষে "অহমেব পরো বিষ্ণুর্ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ। ইতি যঃ সততং পশ্যেৎ তং বিদ্যাদুত্তমোত্তমম্"—আমিই বিষ্ণু, সমস্ত জগৎ আমাতে অধিষ্ঠিত—যিনি সতত এই ভাব উপলব্ধি করেন—"তুমিই আমি" এই ভাব

যাঁহার সতত স্ফুরণ হয় এবং এই ভাবে যিনি স্থিতি লাভ করেন তাঁহার ভক্তিই সর্ব্বোত্তম ভক্তি।

যে দেশে মানুষ এই শিক্ষা পায় সে দেশ ধন্য, সে শিক্ষা ধন্য, আর সে দেশে যে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য পায় সেও অতিধন্য। যাহার যেমন স্বভাব, সেই স্বভাব জাত আকাঙ্ক্ষাতে চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া, সেই চাওয়ার পূর্ণতা জন্য ভগবান্‌কে ডাকা স্বাভাবিক। কাজেই কোন মানুষেরই হতাশ হইবার কথা নাই। কামনা ভরা মানুষও ভগবান্‌কে ডাকিতে পারে কামনা সিদ্ধি জন্য; আর ক্ষীণকাম মানুষও ভগবান্‌কে ডাকিতে পারে; এই নিষ্কাম ডাকে কোন চাওয়া থাকে না—এখানে না ডাকিয়া থাকা যায়না তাই ডাকা হয়। নিষ্কাম ভক্তই প্রেমিক। প্রেমিক বস্তুটি বড় দুর্ল্লভ। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি প্রেমিকের লক্ষণ। ঈশ্বরের সর্ব্বমূর্ত্তিতে সমদৃষ্টি, আর নর নারীতে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি। ইহা যত দিন না হয় ততদিন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সাধনায় ভক্তের চেষ্টা থাকে।

ভক্তি পথের পরম লাভ এই যে, যে স্বভাবের মানুষই হউক, যে স্বভাব লইয়াই মানুষ ভগবানকে ডাকুক, ডাকা যদি ঠিক হয় তবে অতি জঘণ্য স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইবেই। ভক্ত জীবনে ইহা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। অতি নিকৃষ্ট জাতি মেথর, রাজকন্যা লাভের আশায় কপট সন্ন্যাসী সাজিল, সকল লোক যখন সেই কপট সন্ন্যাসীকে যথার্থ ভক্তি করিতে লাগিল, তখন কপটের প্রাণ খুলিয়া গেল; সে রাজকন্যা গ্রহণ করিল না—গ্রহণ করিল শ্রীভগবানকে। কামবশে ভগবানকে ভজিবার কপট বেশ ধরিয়াও তার সমস্ত কাম ভাব বিগলিত হইল, সর্ব্বত্যাগী হইয়া সে ব্যক্তি যথার্থ সাধু হইয়া গেল।

বলিতেছিলাম এমন দেশটি আর কোথায় আছে যে দেশে ঋষিগণ শিক্ষা দিয়াছেন দ্বেষভাবেও যদি ভগবানের চিন্তা নিরন্তর হয়, তবে এরূপ ব্যক্তিও শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হয়। মারীচ, ঋষি হিংসা করিত, সর্ব্বদা পাপাচরণে রত ছিল, সকাৎ শ্রীভগবানের অনিষ্ট, করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যখন ভগবানের হস্ত হইতে বাণ প্রহারে ক্লেশ পাইল, পাইয়া বাণ বিদ্ধ হইয়া দিবানিশি ভাবিত ঐ বুঝি রাম আসিতেছে বধ করিতে—এই ভাবে "স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদৈবাহং রামং পশ্যামি সর্ব্বতঃ" স্মরণ করিয়া করিয়া তখন হইতে আমি চারিদিকে রামকেই দেখিতাম—রাম আসিতেছে এই ভাবনায় বাহিরের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে সাহস হইত না, এমন কি নিদ্রাকালে স্বপ্নেও রাম দেখিয়া মনে মনে কত চিন্তা

করিতাম, এইভাবে ভয়ে ভয়ে ভোগরাশি আর ভোগ করিতে পারিলনা—এই মারীচ রাক্ষসও যেভাবে রামকে ধ্যান করিয়া সমস্ত পাপ ক্ষয় করিয়া রামকেই প্রাপ্ত হইল।

তাই শাস্ত্র বলিতেছেন।

দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্ম্মিকোহপি বা।
ত্যজন্ কলেবরং, রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্॥২৪,

অরণ্য ষষ্ঠ অঃ রা॥

ব্রাহ্মণ হউক বা রাক্ষস হউক; পাপী হউক বা ধার্ম্মিক হউক, রামকে স্মরিয়া রাম রাম করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে সেই "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপদং" সেই পরম পদেই স্থিতি লাভ করে।

সকল প্রকারের মানুষই ভগবানের কথা শুনিতে পারে, ভগবানকে মন্ত্র দ্বারা ভজিতে পারে, সর্ব্বদা তাঁহার নামও করিতে পারে, সকলকে ভগবান্ বোধে সেবা করিতেও পারে—এই ভাবে নিম্নস্তরের ভক্তিতে প্রবেশ করিলেও সে ক্রমে ক্রমে প্রেম লক্ষণা ভক্তিতে পৌঁছিতে পারে।

তাই বলিতেছিলাম যাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে থাকুক না কেন তুমি তাহা লাভ করিবার জন্যই ভগবানকে ডাক—সেই জন্য সৎসঙ্গে তাঁহার কথা শ্রবণ কর, করিয়া করিয়া তাঁহাকে ভজনা কর—করিয়া দেখ তুমি তোমার নিকৃষ্ট ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবানের ভাবে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

গোধূলি লগনে।

দিন শেষে আসিয়াছ পরাইতে কণ্ঠমালা, নিয়ে যেতে তরি
তোমার ও পারে!
দিনান্তের শ্বাসটুকু বিলীন গগন প্রান্তে; গোধূলির রাগে
রঞ্জিত আকাশে
এখনো আশ্বাসে চুম্বি, স্বর্ণমেঘে উঁকি দিয়া সায়াহ্নের রবি
মাগিছে বিদায়।

ধরণীর বুকভরে ছাপাইয়া উঠে কণ্ঠ শঙ্খ শুদ্ধে বাজি
গভীর ব্যাথায়
জানায় ইঙ্গিতে মর্ম্ম, আছে আছে যাত্রার সময়, অসময়
যায়নি বহিয়া ;
সময়ে প্রস্তুত নহে, তা' বলে কি যায় ক্ষণ ; মালা নিয়ে যেন
যায়না ফিরিয়া।
যাত্রাক্ষণে লগ্নভ্রষ্ট করি বৃথা হারায়োনা দিন, আর কত
র'বে বিস্মরিয়া ?
যে লগনে বাজিয়াছে বাঁশী, সেই শুভক্ষণ, নিতে হবে তারে
এখনি বরিয়া।
ত্রুটি যদি থাকে শেষ সেরে নিতে হয়োনা ব্যাকুল, জেনো তার
ব্যর্থ নহে আসা ;
এ জীবনে গে'ছে যাহা বৃথা, যাহা আছে রিক্ত চেয়ে পূর্ণ করে
নেবে ভালবাসা।
দীর্ঘ অমানিশা ত্যজি উদিলে চন্দ্রমা তা'তে কি লাগিয়া থাকে
অমার কালিমা,
ধৌত করি কলঙ্কেরে কার স্পর্শে শুচি, পূণ্যস্নাত করি শুভ্র
জাগায় পূর্ণিমা।
তার কি নিমেষ লাগে এনে দিতে শুভক্ষণ, অতীত জীবনে
জাগাতে প্রভাত ;
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়া ধরাইয়া অজস্র মুকুল গন্ধবাতে
ফুটে অকস্মাৎ।
তার জাগা জাগায় নিমিষে মানেনা'ক ক্ষণ শুভক্ষণ, প্রাপ্তি
ক্ষণে মেটে আশা।
তোমার প্রশান্তিটুকু মৌনব্যাপ্ত সুগম্ভীরে জাগি তার তলে
পুরায় পিপাসা॥

(মং)

জ্ঞানের কথা।

শ্রেষ্ঠ পথ কোন্‌টি ?

কিসের ?

জুড়াইবার।

জুড়াইতে চাও ?

চাই।

কতক্ষণের জন্য ?

চিরতরে।

নিঃসঙ্গ হইয়া যাও।

বুঝিলাম না।

আপনি—আপনি থাকিয়া যাও।

আরও স্পষ্ট কর।

আর কেহ নাই—আর কিছু নাই—দেহ নাই—জগৎ নাই—দৃশ্যদর্শন নাই, কেবল চৈতন্যই আছেন—কেবল আত্মাই আছেন—কেবল আমিই আছি—দ্বিতীয় নাই—দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।

ইহা কি হয় ? অদ্বৈত কি হয় ?

প্রতিদিন হয়—প্রতি জীবের হয়।

কখন ?

সুষুপ্তিতে। সুষুপ্তিকালে জীব কেবল হইয়া যায়—পূর্ণ হইয়া যায়—আর কেহই থাকেনা। যদিও তখন "আমিই এই" এই জ্ঞানের অভাবরূপ একটি আবরণের পরদা মাত্র থাকে তথাপি সুষুপ্তিতে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্ত স্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ জাগ্রতে 'এই ঘট' 'এই পট' এইরূপ কত পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থাকে কিন্তু সুষুপ্তিতে পৃথক্ পৃথক্ আকারের জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া এক চিৎরূপে অবস্থিত হয়। জাগ্রতের কোন ভোগেচ্ছাও থাকেনা পরে স্বপ্নের কোন সংস্কারও থাকেনা। সুষুপ্তিতে ঘনীভূত প্রজ্ঞানচৈতন্যকে সাক্ষী চৈতন্য বলে। এই

অবস্থায়—সাক্ষী চৈতন্য ভাবে স্থিতি লাভ করিলে কোন দুঃখানুভব হয় না। দুঃখ না থাকাই নিরতিশয় আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ। আরও এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত যে অজ্ঞান বৃত্তি—এই বৃত্তি দ্বারা জীব আনন্দ ভোগ করে। সুষুপ্তিতে মানুষ নিঃসঙ্গ হয় বলিয়াই জুড়াইয়া যায়—আপন স্বরূপে যায় বলিয়াই পূর্ণ হইয়া যায়।

কেহ থাকিবেনা—আমি আনন্দে ভরিয়া থাকিব—এই অবস্থা কি সুখের?

যে যেমন বুঝে। যদি ভাব আপনার আপনি-আপনি স্বরূপে থাকিব—সেখানে দুই কোথা পাইবে? ব্রাহ্মী স্থিতিতে দুই ত নাই। এখন দেখ দেখি আপনি-আপনি হইয়া থাকা পূর্ণ আনন্দের অবস্থা কিনা? আনন্দের বস্তু নাই অথচ কেবল আনন্দ ভাবে স্থিতি। এই দেহেই যদি স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পার তবে স্থিতি কালে দেহের বোধ নাই সত্য কিন্তু স্বেচ্ছায় না হইলেও পরেচ্ছায় দেহাভিমান লইয়া জগতের কাজ করা যায় আবার যখন ইচ্ছা আপনি-আপনিতে ডুবিতেও কোন ভার নাই। কেহ ডাকিল ত উঠিলাম দেহ লইয়া—পরক্ষণেই আপনি আপনি। বৃক্ষ আপনি-আপনি স্থির—ঝড় উঠিল, বৃক্ষ নড়িল; কিন্তু ঝড় থামিলে আবার স্থির। এইটি অবতারের অবস্থা। দেবতারা ডাকিলেন অসুর বিনাশ করিতে। কার্য্য সম্পাদন জন্য মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলেন। আবার কার্য্য শেষে ব্রহ্মভাবে স্থিতি। আবার ডাকিলে আবার আসা—লীলাকরা—জীবের দুঃখ চিরতরে নাশ করিবার উপদেশ করা। যে সঙ্গে যাইতে চায় তাহাকে নিঃসঙ্গ পথে লইয়া যাওয়া। অবতার এই সমস্ত করেন। এই অবস্থাতে মানুষ যাইতে পারে—সাধনা করিয়া—জ্ঞানলাভ করিয়া—জীবন্মুক্ত হইয়া। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত আর জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত—জীবন্মুক্তের সহিত ঈশ্বরের এই প্রভেদ—নতুবা জীবন্মুক্ত যিনি তিনি ঈশ্বরই। তবে ঈশ্বর সমষ্টিভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে পারেন জীবন্মুক্ত ব্যষ্টি সৃষ্টি পারিলেও সমষ্টি সৃষ্টি যাহা তাহা পারেন না। অনিমাদি সমস্ত ক্ষমতাই তাঁহার থাকে।

তা যেন হইল। ইহা ত বড়ই লোভের কথা। কিন্তু নিঃসঙ্গ হইবার প্রতিবন্ধক কি? মানুষ জ্ঞানলাভ করিয়া নিঃসঙ্গ হয় না কেন?

যতদিন আমার আমার বোধ আছে, আমার হস্ত, আমার পদ, আমার চক্ষু, আমার দেহ বোধ আছে ততদিন নিঃসঙ্গ হওয়া যায়না। শুন শাস্ত্র কি বলেন।

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসার বাসনা।
যাবদিন্দ্রিয় চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ॥

যাবৎ প্রযত্নবেগোস্তি তাবৎ সঙ্কল্পকল্পনম্।
যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্ব কথা কুতঃ॥
যাবদ্দেহাভিমানঞ্চ মমতা যাবদেহ হি।
যাবন্নগুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ॥

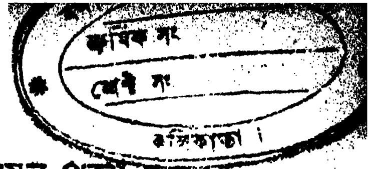
যতদিন মনে কোন কামনা উঠিবে ততদিন সংসার বাসনাও থাকিবে—যতদিন শীতোষ্ণাদি বোধ থাকিবে ততদিন স্বভাবজ কামনাও থাকিবে। যতদিন ইন্দ্রিয় চাপল্য থাকিবে—যতদিন চক্ষু, পুরুষ, স্ত্রীলোক, আকাশ, বায়ু এই সব দেখিবে, বুঝিবে—তাবৎ তত্ত্বকথা কোথায়? যতদিন কোন কিছু চেষ্টা থাকিবে ততদিন সঙ্কল্প কল্পনাও থাকিবে জানিও। যতদিন মন তত্ত্বভাবনায় ডুবিয়া গিয়া সর্ব্বক্ষণ স্থির না থাকিবে ততদিন নিঃসঙ্গ হওয়া কোথায়? তাই বলা হইল আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয়, আমি দেখি, আমি চলি, আমি খাই এই সব যতদিন আছে—ততদিন নিঃসঙ্কল্প হইয়া আপনি-আপনি ভাবে স্থিতি হইতেই পারেনা যদিও যোগাদি দ্বারা মনটাকে বিষয়শূন্য করা যায়—তথাপি বলিতে হয় ক্ষণসাম্যে কি হয়? তাই বলা হইতেছে যতদিন গুরু, করুণা না করেন ততদিন জ্ঞান হয় না। আবার ভক্তিযোগ সাধনা না করিলে ঈশ্বর করুণা করেন না। ভক্তিযোগে অধিকার সকলেরই আছে। ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব। কামনা লইয়াও ভক্তি হয়, কামনাশূন্য হইয়াও ভক্তি হয়। ভক্তি উচ্চ ও নিম্নস্তরের এই মাত্র ভেদ।

কোথা হইতে কার উপরে কেমন করিয়া স্পন্দন উঠিল ঠিক করা গেল না। অজ্ঞাত জ্ঞাপক শাস্ত্র দেখাইলেন স্বভাবতঃ উঠে। যিনি স্পন্দ স্বরূপে ভাসিলেন—ভিতরে আপনি আপনি থাকিয়া যিনি বাহিরে দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল হইয়া ভাসিলেন তাঁহার নাম নাই রূপ নাই অবয়বও নাই। ইঁহার নাম শাস্ত্র দিলেন প্রণব। এই প্রণবই—এই অস্পন্দ-স্পন্দ জড়িত, অপার পর্য্যন্ত নভ বিতত, এককথায় সীমাশূন্য সর্ব্বলোক ব্যাপি চৈতন্য আকাশে—সেইরূপ সীমাশূন্য সর্ব্বলোক ব্যাপি শক্তি যিনি তাঁহাকেই বলা হইল প্রণব—ইনিই আরও স্থূল হইয়া হইলেন ইষ্ট। শক্তি-জড়িত শক্তিমান্ ইষ্টরূপে আসিলেন। আমিই এই অস্পন্দ পুটিত স্পন্দ—প্রাণায়াম পুটিত মহাপ্রাণ। জ্ঞানমার্গে ইহাতে যে স্থিতি তাহাই আপনি আপনি স্থিতি। জ্ঞানমার্গে যিনি আছেন তিনি মনকে ইহাতে ডুবাইয়া স্থিতিলাভ অভ্যাস করেন, বুদ্ধি কে ইহাতে প্রবেশ করাইয়া স্থির হইয়া থাকেন। যিনি ইহা পারেন না তাঁহার জন্য ইঁহার যে স্থূল বিশ্বরূপ—বিশ্বের সকল পদার্থের কোলে কোলে যিনি আছেন—যাঁহার উপরে বিশ্ব ভাসে—বিশ্বের প্রতিবস্তু ধরিয়া তাঁহারই অভ্যাস

ব্যবস্থা। যোগিগণ "সর্ব্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিলোকয়েৎ"। আবার "যোগিনস্ত্বাং বিচিন্বন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরম্" অধ্যাত্ম রামায়ণ উত্তর কাণ্ড ২ সর্গঃ ৭৩ ও ৭৪ শ্লোক। কিরূপে আপন দেহে মায়াশক্তি সমন্বিত বিশ্বরূপ পুরুষের অভ্যাস করিতে হয়? রামায়ণের ঐস্থানেই বলা হইয়াছে—তোমার মুখ হইতে অগ্নি ও বাক্, কর্ণ হইতে দিক্ বিদিক্, নাসিকা হইতে প্রাণ, বাহু হইতে লোক পাল, চক্ষুদ্বয় হইতে চন্দ্রসূর্য্য, অস্থি হইতে পর্ব্বত, কেশ হইতে মেঘ—ইত্যাদি। বিভক্তে অবিভক্তের ভাবনা অভ্যাসই অভ্যাস যোগ। সব তুমি সব তুমি স্তোতা স্তুতি স্তব্য সবই তুমি হইয়া আমি টা তুমিতে ডুবিয়া গেলেই অভ্যাস ধরিয়া জ্ঞানে পৌঁছান যায়। ইহাও যিনি পারেন না তাঁর জন্য ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তিবর্দ্ধন কর্ম্ম করা বিধি। ইহাও যেখানে না হয় সেখানে সাধকের সকল প্রকার কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর—ফল সন্ন্যাস লইয়া কর্ম্ম সন্ন্যাসে চলা ইহাই কার্য্য। সম্পূর্ণ সাধনাই এই সমস্ত। যিনি যেমন অধিকারী তিনি সেইরূপ পথ ধরিয়া সাধনা করিয়া আমি তোমার, তুমি আমার হইয়া তুমি আমি এতে স্থিতিলাভ করিবেন।

অসম্পূর্ণ পূজা।

সে তো এসেছিল আমারই তরে
আমারি আপন সাজি।
রমণীয় বেশে দুলভ রতনে
পেয়েছিনু গৃহে আজি।
অভাগী করমে যতনের নিধি
আনন্দে বিহ্বলে ভুলে।
মোর সাধানিধি তুষিতে তাহারে
আন হাতে দিনু তুলে।
চকিতে হারানু নয়নের নিধি
অঞ্চলে মাণিক পেয়ে।
নিতে এসে গেল অভিমানে চলি
অসম্পূর্ণ পূজা চেয়ে।
তার সাধা নিয়ে আছি পথ চেয়ে
আঁখি বহি ঝরে ধারা।
আপন আবাসে ফিরাতে তাহারে
পূজা কি হইবে সারা? (ম)



৺দুর্গা পূজায়—মেয়ের পূজা।

প্রথম কথা।

"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"—দিন দিন—ক্ষণে ক্ষণে মানুষ যমমন্দিরে চলিয়াছে আর যহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহারা ইচ্ছা করিতেছে চিরদিন থাকিয়া সংসারটার স্থায়ী বন্দোবস্থ করা যায় কিরূপে—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে ?

যিনি সব করিতে পারেন, তোমার চক্ষে যাহা অসম্ভব তাহাকেও সম্ভব করিতে পারেন, সর্ব্বশক্তি যিনি—যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, যিনি রাখিতেও পারেন, আবার মারিতেও পারেন—তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তিনি আছেন, তোমারই হৃদয়ে আছেন, আর সব সাজিয়া তিনিই আছেন, ভিতরে তিনি, বাহিরেও তিনি ; সর্ব্বদা এই হৃদয়ের রাজার কথা শুনিতেছ, হৃদয়ের রাণীর কথা শুনিতেছ, তবুও তোমার দুঃখ যায় না, তবুও তোমার কপটতা যায় না, তবুও তোমার বুজরুকি ধরা পড়ে না, তবুও অর্থ অর্থ করার লালসা দূর হয় না, তবুও তোমার হাহাকার ঘুঁচেনা, তবুও তোমার লোক প্রতারণা চক্ষে ভাসেনা, তবুও তোমার ভাবনা দূর হয় না—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে ?

এই যে যিনি, তোমারই জন্য আপনার পরম রমণীয় পরম পদ যেন ত্যাগ করিয়া, এক ছাড়িয়া যেন বিশ্বরূপে নানা হয়েন, আবার নানা হইয়াও সকলের ভিতরে আত্মারূপে বিরাজ করেন, আহা! তাতেও জীবের হয় না—তাই করুণা করিয়া তোমার আমার মনোভিরাম মূর্ত্তিতে, তোমার আমার মতন সংসারে সম্বন্ধ পাতাইয়া কাহাকেও পিতা, কাহাকেও মাতা, কাহাকেও সখা, কাহাকেও স্ত্রী, কাহাকেও পুত্র কন্যা—এই সব বলিয়া, কত আদর করিয়া তোমার বিঘ্ন সরাইয়া দিয়া যান, একক্ষণও যিনি তোমাকে ত্যাগ করিয়া নাই, তাঁহাকে হৃদয়ে থাকিতে শুনিয়াও তুমি তাঁহাকে লইয়া থাকিতে পার না—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ?

এই ভারত এতদিন শক্তি পূজা করে তথাপি যে এত শক্তিহীন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে ?

তুমি জগজ্জননীর পূজা কর, জগদম্বার ধ্যান কর তবুও দুঃখ যায় না—কেন এমন হয় ? কি যেন ঠিক হইতেছে না তাই দুঃখ যায়না।

ধ্যান করিলেই দুঃখ যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই যাইবে, ইহাত দেখাও যায়, দেখানও যায়—যদি মানুষ ধ্যান করা ব্যাপারটি বুঝিতে পারে তবে। এইটি একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ধ্যানের অনেক প্রকার আছে। রূপেরও ধ্যান হয়, গুণেরও ধ্যান হয়, কর্ম্মেরও ধ্যান হয় আর স্বরূপেরও ধ্যান হয়। ধ্যান বলে চিন্তাকে—ভাবনাকে।

কোন্ ভাবনাকে ধ্যান বলে? "তুমিই আমি" ইহাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান কারণ ইহাই পূর্ণ সত্য। কিন্তু জীবের দুর্ভাগ্য—শাস্ত্র শত শিক্ষা দিলেও মানুষের বুদ্ধি ইহা ভাবিতে সঙ্কুচিত হয়। তাই শাস্ত্র কৃপা করিয়া বলিতেছেন "তুমিই আমি" এই পূর্ণ সত্য ভাবনা করিতে যদি তোমার মন সঙ্কুচিত হয় তবে ভাবনা কর "তোমার আমি"।

এই "তুমিই আমি" বা "তোমার আমি" এক ক্ষণকালের জন্যও ভাবনা কর দেখিবে তুমি যেমন স্বভাবের লোক হওনা কেন সেইক্ষণের জন্যও তুমি নির্ম্মল হইয়া গিয়াছ, তোমার কোন পাপ নাই, কোন দুঃখ নাই, কোন অশান্তি নাই।

"তুমিই আমি" ভাবনা করিবা মাত্র ধরা যায় আমি তোমারই মতন নির্ম্মল চৈতন্য, তোমারই মতন অখণ্ড চৈতন্য, আমি তোমারই মতন নির্ম্মল আকাশ—নির্ম্মল চিদাকাশ—আকাশের গায়ে কত রং পড়ে উঠে আবার মিলাইয়া যায়, কত বিদ্যুৎ ছুটে, কত দদদ শব্দ হয়, কত মেঘ ভাসে, কত ধারা যেন আসে, কিন্তু আকাশে কোন কিছুরই দাগ লাগে না। তুমি গুরুমুখে তোমার স্বরূপের কথা শ্রবণ কর, রাজার ছেলে তুমি, তুমি সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়াই আপনাকে আপনি ব্যাধ কল্পনা করিয়া কল্পনায় ব্যাধ হইয়া সত্যের রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছ—এই ভ্রম ছাড়িয়া দেখ, আপনাকে আপনি সত্য স্বরূপে দেখ—দুঃখ কোথায়? যে দুঃখ করিতেছিল সেটা চোর, জ্ঞানের আলোক পাইবামাত্র অজ্ঞান চোর কোথায় পলাইবে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। বলিতে পার গুরু কৃপার আলোকে, ভগবানের অনুগ্রহ শক্তিরূপিণী গুরুকৃপাতে ঠিক বুঝিতে পারা যায় বটে আমার কোন দুঃখ নাই কিন্তু মা যে চোরাকে, অসুরকে শুধু নিপীড়িত করিয়াই আটকাইয়া রাখেন, সেটাকেত একেবারে মারিয়া ফেলেন না—সেটাকে যে আবার আসিয়া আক্রমণ করিতে দেখা যায়, সেটা আবার দুঃখে ফেলে—একেবারে মরিলে কি আবার বাঁচিয়া দুঃখ আনিতে পারিত?

হাঁ—কথা সত্য। কিন্তু গুরুর নিকটে সত্য যাহা তাহা অনুভব করিয়া—ক্ষণকালের জন্যও অনুভব করিয়া তপস্যা কর, তবে সেই অনুভব স্থায়ী হইয়া

যাইবে। শুকদেব রাজা জনকের নিকটে সত্য অনুভব করিলেন—আর রাজা জনক—জানকীর পিতা জনক, বলিয়া দিলেন এখন যাও তপস্যা করগে তুমি আমারই মতন জীবন্মুক্ত—যাও ইহাতে চিরতরে স্থিতি লাভের জন্য তপস্যা করগে।

ইহা না পার "তোমার আমি" হইয়া যাও। "তোমার আমি" যখনই ভাবনা করিতে পারিবে তখনই দেখিবে—তোমার ইচ্ছা আর চলিবেনা আমার ইচ্ছাই তোমাকে চালাইতেছে। কাজেই তোমার উপরে যাহা আসিতেছে তাহা আমার ইচ্ছাতেই হইতেছে—ইহাতে তোমার দুঃখ হইলেও তাহা সহ্য করিয়া আমার মুখের পানে তাকাইতে হইবে। গুরু মুখে তোমার কর্ত্তব্যটি জানিয়া লইয়া—আর সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, অন্য সমস্ত অনাস্থা করিয়া আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করিতে লাগিয়া যাও—প্রাণ যায় যাক্ আমি ত তাহা দেখিতেছি—কেউ মরে কেউ থাকে—তা মরুক বা থাকুক—সবই ত আমার ইচ্ছায় হইতেছে, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও—ইহাতেই দেখিবে—সাধনা করিতে করিতে কোন দুঃখ আর থাকিতে পারে না।

তাই বলিতেছি ৺দুর্গা পূজায় দুর্গার ভাবনা করিয়া শক্তি লাভ করি এস—তার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করি এস।

দ্বিতীয় কথা।

আহা! ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মিলনে—মন্দির আলো করা—এই মায়ের এই আলোক তরঙ্গের মূর্ত্তি একবার পড়িয়া দেখনা। মা যে আমার দেবতা—দীপ্তি শালিনী—ক্রীড়া শালিনী—ভাল ক'রে দেখ দেখি এই আলোক তরঙ্গ ব্রহ্ম সাগর বক্ষে। মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গে চণ্ডী, দেবীভাগবত—মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া করনা চণ্ডীপাঠ! বাবার ফটোগ্রাফ যেমন বাবাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার বাবার স্মরণে প্রাণটি ভরিয়া ফেলিলে ফটোটি যেমন জীবন্ত বাবাই হইয়া যায় মায়ের মূর্ত্তিও তাই হয়। স্মরণে প্রাণ ভরিত করিয়া দেখিতে দেখিতে দেখিতে জড়ভাব বিগলিত হইয়া যায়, দেখি সামনে আমার মা। ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে, বিভূতি ভাবনা করিতে করিতে ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া দেখি মাধুর্য্য। তখন কখনও মা বলিতে ইচ্ছা হয়,কখনও মেয়ে বলিয়া ফেলি। বলনা এমন জাতি আর কোথায়—যে জাতি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অরূপ, অদ্বয়, নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ

স্বরূপ সেই পরম পদকে, সেই পর ব্যোমকে, সেই বিশ্বরূপকে, সেই আত্মাকে মেয়ে বলিয়া—মেয়ের শ্বশুর বাড়ী যাইবার কালে কাঁদিয়া আকুল হয়? স্থির জ্ঞানের সমুদ্র, অচঞ্চল আনন্দের জলধি—কখন ভাবিয়াছ? স্পন্দ—অস্পন্দ মাখা মূর্ত্তি! অমর কান্ত কবির গান—আজ এই পূজার দিনে—এই ভাবে চণ্ডী পাঠ করিয়া—নিজে গাহিতে না পার—কাহাকেও দিয়া গাওয়াইয়া লইয়া একবার ভাবনা করনা—দেখনা প্রাণ কাঁদে কিনা?

মধু কানের স্থর—ঠেস্ কাওয়ালী।

ধন্য মানি মেনকাকে
ত্রিজগজ্জননী যা'কে
মা জে'নে মা ব'লে ডাকে।
ত্রিভুবন যা'র কোলে দোলে,
রাণী তা'রে করে কোলে,
চরাচর যা'র চরণ চুমে,
(রাণী) তা'র শিরে চুম্বে সোহাগে॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যা'র
চরণ-ধূলো চায়
(রাণী) মেয়ে ব'লে আশীষ ছলে
দেয় চরণ তা'র মাথায়;
সুধাতুল্য প্রসাদ যাহার
সুখে জগৎ করে আহার,
রাণী আহার, যোগায় তাহার,
নিজ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় তাকে।
যা'র চরণে প্রণাম করে
সিদ্ধ সর্ব্ব কাম;
(সেই) নিখিলের নমস্যা, করেন
রাণীরে প্রণাম;
স্থাবর, জঙ্গম, য'ার অধীনে,
রাণী দেয় তায় পুতুল কিনে;

স্নেহাস্মিকা ভক্তি বিনে,
এমন ক'রে কে পায় মাকে,
যা'রে ছে'ড়ে তিলার্দ্ধ, না
বাঁচে জীব কুল ;
মা ছে'ড়ে সে যাবে ব'লে,
কাঁদিয়া আকুল ;
য'ার নামে ভবের মায়া কাটে,
সে, বিকিয়ে গেল মায়ার হাটে,
ভেবে দেখ্‌লে আজব বটে,
মা বা কে, মেয়ে বা কে।
যা'র চরণে জ্ঞানের রাণী
বাণী লন দীক্ষা
মেনকা সন্তান জ্ঞানে
তা'রে দেয় শিক্ষা ;
যে মা ত্রিভুবনের ভূষণ,
রাণী তারে দেয় আভরণ,
কান্ত কয়, যা'র যেমন সাধন,
তা'র তেম্‌নি সিদ্ধি মি'লে থাকে।

পারিবে কি জগতের মাকে মেয়ে বলিতে—মেনকার মতন? এই হইলেই কিন্তু সব হইয়া যায়। মেয়েত আছে—শ্বশুড় বাড়ীও মেয়ে যায়—শুধু তারে তাই বলে দেখা, এরিই অভাব। কেমন করিয়া দেখা হয়? এই জন্যই ত শাস্ত্র আবশ্যক, গুরু আবশ্যক। এই জগজ্জনকী কে? যখন জগৎ থাকে না তখন জননী কোথায় থাকেন? আবার জগৎ হয় কোথা হইতে—জগৎ হইয়া গেলে জননী কিরূপে কোথায় থাকেন? সকলের ভিতরে বাহিরে থাকেন ত দেখা যায় না কেন? কি ভাবে থাকেন? জ্ঞানের সমুদ্র যিনি, আনন্দের সমুদ্র যিনি—স্থির চলন রহিত সচ্চিদানন্দ যিনি, তিনি চঞ্চল হন, বহির্ম্মুখে আসেন—কিরূপে আসেন? নির্গুণ, সগুণ, আত্মা যিনি তিনি মুর্ত্তি ধরিয়া কিরূপে আসেন, কেন আসেন—গুরু মুখে শাস্ত্র মুখে—চণ্ডীতে, দেবী ভাগবতে, দেবী পুরাণে, গায়ত্রী মন্ত্রে ইহার তত্ত্ব দেখিয়া দেখিয়া—সাধু সঙ্গে মায়ের কথা শুনিয়া শুনিয়া হৃদয় ভরিত করিয়া ফেল—তখন মেয়েকে মা বলা আসিবে—তদ্ভিন্ন মা বলা মোহ

মাত্র। এই মায়ের ভাবে ভরিত না হইয়া যখন যুবতী দেখিয়া মা বলিয়া মায়ের গায়ে ঢলিয়া পড় তখন মা নাম কলঙ্কিত কর; মা ভাবের আবরণে কামের কার্য্য কর, বড় পাপ কর।

শুধু বচনে কি হইবে? কিছুত কর। জীবনে না হয় একবারও নব রাত্রি কর। দেখনা রাত্রি কথার স্বার্থকতা, সে করে কিনা?—চঞ্চলতা হরণ করিয়া সে বিশ্রান্তি দেয় কিনা? যদি সে ভাগ্যের উদয় হয়—নয় রাত্রি ধরিয়া মা মা করিতে করিতে যদি তার কৃপায় পাপ ক্ষয় হয়—হইবেই নিশ্চয়—নাম কর—শ্বাসে শ্বাসে মা মা কর—শুধু মা মা করা নৈত নয়—প্রশ্বাসে সাত আর শ্বাসে সাত—এই ভাবে নিয়ম করিয়া মা মা কর—কখন বা চণ্ডী পড়—কখন বা দেবী পুরাণ পড়—কখন বা দেবী ভাগবত পড়—কখন বহু বৎসরের দুর্গা পূজা পড়—আর মা মা কর—আহারের সংযম করিয়া নবরাত্রি কর, মায়ের পূজা কর—নিশ্চয়ই দেখিবে কিছু অপূর্ব্ব। যদি একবার এতবড় মাটাকে একবারের জন্যও মেয়ে বলিতে পার তবে ধন্য হইয়া যাইবে—তবে মেনকা ভাবে ভাবিত হইয়া গিরিরাণীর মত গৌরীপূজা করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

সংসারে ত কত কি করিলে? সুখ যত পাইলে তা'ত নিজেই জানিতেছ। এই দিক্‌টাই বা বাকী থাকে কেন? করিয়া দেখনা?

তৃতীয় কথা।

এই বা কেমন? তিন দিন আনন্দ—আর বৎসর ধরিয়া—কি করা—কি করিয়া বলা যাইবে? তিন দিন আনন্দ যে বলিতেছিলাম—তাও সে মাতাইয়া দেয় বলিয়া—ভুলাইয়া রাখে বলিয়া—নতুবা আপনা হ'তে মনে হয়—কতক্ষণ থাকিবে? এই ত ফুরায়? আবার সেই পথ পানে চাওয়া—আবার সেই পততি পতত্রে করা। বন্ধু বলেন—ভাই স্মরণ কর—

কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণ স্বরূপিণঃ।
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥

স্বরূপে পূর্ণ যিনি তাঁহার কোথাও গমন নাই। এক পূর্ণ আকাশ কোথাও যায় কি? তুমি কার জন্য এত ছট্‌ফট্ করিতেছ? তিনি ত সর্ব্বত্রই আছেন—তোমার ভিতরে বাহিরে তিনি। আর সব ত মায়া, মিথ্যা। আর কিছুরইত অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই।

এ সকলই সত্য। কিন্তু সখা! তোমার যখন দাঁতে ব্যথা লাগে তখন ত ছট্‌ফট্‌ কর—আর ভগবানের জন্য যদি কারও প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে? থাক্‌না একটু মায়া—এত থাকিবেই। শত যুক্তি কর মায়া ছাড়িতে কি পারিবে? ভগবান্‌ ছাড়াইয়া না দিলে মায়া সরাইতে আর কে পারে? তুমি যে স্মরণ করিতে বল—

আনন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্ব্বভাব বিবর্জ্জিতঃ।
ন সংযোগো বিয়োগো বা বিদ্যতে কেনচিৎ সতঃ॥

জ্ঞান স্বরূপ আত্মা যিনি, তিনি সর্ব্বভাব বিবর্জ্জিত। তিনিই আছেন আর কিছুই নাই। সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ সেই এক অদ্বৈত পরমাত্মার আবার সংযোগ বিয়োগ কি তাই বল?—ইহাত বুঝি কিন্তু চক্ষু হইতে এই দৃশ্যত মুছিয়া যায় না। যখন যাইবে তখন না হয় উহা বলিব। আবার বলি বন্ধু! তোমার কথা সত্য। আর যদি কিছু সত্য থাকে তবে তুমি যাহা বলিলে তাহাই পরম সত্য। কিন্তু যতদিন সর্ব্বব্যাপীকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অনুভব করিতে না পার, যতদিন সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে না পার, ততদিন—তিনি যে মূর্ত্তিতে তোমাকে দেখা দিতে পারেন—সেই মূর্ত্তিতে তাঁহাকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত যদি না হইলে তবে কি তুমি ভগবানের কিছু পাইয়াছ না ভগবানের খোসা লইয়া নিশ্চিন্ত আছ বল? তুমি যে বৈরাগ্যের কথা বল বা ভক্তির কথা বল তাহা মায়াধৃত রূপ নয়ত? বিচার করিয়া দেখ তোমার জ্ঞান বিদ্যাপ্রসূত না অবিদ্যা প্রসূত? সে যাহা হউক মেনকারাণী সেই একাদশী হইতে এই আগমনী পর্য্যন্ত কি করিয়া কাটাইলেন শুনিবে? "তিন দিনের তড়িৎ" যে দিন হইতে হারা হ'ল—মেনকারাণী বলিতেছেন—

(আমি)—জাগরণে যাপি নিশা, কাঁদিয়া কাটাই দিন
অনশনে জীবন্মৃত তনুক্ষীণ;
(শুধু)—আরো একবার দেখে মরি
(আমার) প্রাণ থাকে মা, এই আশায়॥

কিছু কর—করিয়া প্রাণটাকে ব্যাকুল কর—করিয়া তার জন্যে অপেক্ষা কর। তুমি নির্ম্মল হইলেই সে দেখা দিবে—সে আসিবে।

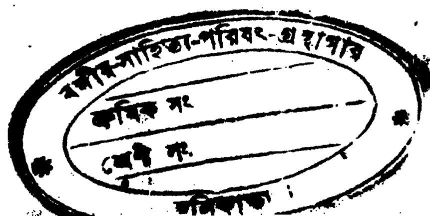
পারিবে মেনকা রাণীর মত হইয়া বলিতে—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সবই যায় তোর সাথে ধু'য়ে মু'ছে,
শুধু স্মৃতিটুকু রহে মা ;
আগে ভাবিতাম সহিবেনা, হায়,
মার প্রাণে এত সহে মা !
লোকে কি বলিবে পাগল ভিন্ন,
আমি খুঁজি তোর চরণ চিহ্ন।
ধন্য এ আঙ্গিনা, বুকে ক'রে, ওই
রাঙ্গা-পদধূলি বহে মা।
তিন নয়নের হরিদ্রা কাজল
মুছে, তুলে রাখি দুকুল অঞ্চল,
দিনান্তে নির্জ্জনে, দেখি, আর কাঁদি
তা'রা কতকথা কহে মা !
সারাটি বরষ হইয়া বিকল
এক হাতে মুছি নয়নের জল,
অন্য হাতে করি সংসারের কাজ,
তোর স্মৃতি কেন দহে মা ?
বল্ মা কল্যাণি ! ও আনন্দময়ি !
(আমি) তোরে পেয়ে কেন নিরানন্দে রই ?
কান্ত বলে রাণী আনন্দের দিনে
আঁখি জল ভাল নহে মা।

ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান কিছুতেই হইবে না—সার জানিও। প্রমাণ চাও? শাস্ত্র বলেন—

বিষ্ণোর্হি ভক্তি সুবিশোধনং ধিয়----
স্তুতো ভবেজ্ জ্ঞানমতীব নির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধ তত্ত্বানুভবো ভবেত্ততঃ,
সম্যগ্বিদিত্বা পরমংপদং ব্রজেৎ ॥



রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী।

"কি ভাবিতেছ?"

"কি আর ভাবিব?"

"হাঁ, ভাবিতেছ।"

"কি করিয়া বুঝিলে?"

"তোমার মুখ দেখিয়া।"

"আমার মুখ দেখিয়া বুঝিলে—আমি ভাবিতেছি?"

"শুধু ভাবিতেছ নহে—বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতেছ।"

"হ'বে।"

"ব'ল না!"

"কি বলিব?"

"কি ভাবিতেছ?"

"কত কথা ভাবিতেছি।"

"এমন দিনে নানা কথা ভাবিতেছ কেন?"

"আজ বৎসরের শেষ দিন--আজই ত নানা কথা ভাবিবার দিন।"

কেন?—ব'ল না!"

"জীবের আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল,—ভাবিব না?"

"বৎসর কাটিয়া গেল তাহাতে ভাবিবার কি?"

"খুব ভাবিবার।"

"কি ভাবিবার?"

"এই মানব জন্ম লাভ করিলাম,—কি করিয়া বৎসর কাটাইলাম, কি ভাবেই বা আগামী বৎসর কে অভ্যর্থনা করিব—এই সংক্রান্তির দিনে এই সকল কথা ভাবিতেছি।"

"ভাবিয়া কি স্থির করিলে?"

"তা' কি বলা যায়?"

"কেন বলা যায় না?"

"আজ যাহা স্থির করিলাম, কাল যদি তাহা অস্থির হইয়া উঠে?"

"যাহা স্থির করিলে তাহা আবার অস্থির হইবে কেন ?"

"বড় উপাদেয় কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ !"

"যদি ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি ত সে কথার উত্তর দাও।"

"যাহা এ জীবনে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহা অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিব বলিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছি, তাহা ত আজও করিতে পারি নাই।"

"কেন পার নাই ?"

"তাহাই ত বসিয়া ভাবিতেছি।"

"তবে ব'ল ভাবিয়া কি স্থির করিলে।"

"একান্তই শুনিবে ?"

"হাঁ, শুনিব।"

"ভাবিয়া স্থির করিলাম, এই নববর্ষে আরও একটু অবসর সময় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

"আরও অবসর !"

"হাঁ, আরও একটু।"

"এখন ত তোমার যথেষ্ট অবসর আছে।"

"এখন অবসর নাই এমন নহে, তবে যাহা আছে তাহা যথেষ্ট নহে।"

"আরও অবসর লইয়া কি করিবে ?"

"বহু কাজ করিবার আছে।"

"এই বলিতেছ 'আরও অবসর লইবে,' আবার বলিতেছ 'বহু কাজ করিবার আছে' ?"

"বহু কাজ করিবার আছে বলিয়াইত আরও অবসর চাহিতেছি।"

"কাজ করিবে বলিয়া অবসর চাহিতেছ ?"

"হাঁ।"

"অবসর লইয়া করিতে হয় সে আবার কি কাজ ?"

"সে কি কাজ ?"

"হাঁ, ব'ল ত, শুনি !"

"এই—রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরীর আনন্দ নিকেতনে যাইবার চেষ্টা করিব।"

"এ রোগ তোমার আবার কতদিন হইয়াছে ?"

"কি রোগ ?"

"এই রাজা-রাণীর বাটীতে যাতায়াত।"

"রাজা রাণীর বাটীতে আবার কবে যাতায়াত করিলাম?"

"এই যে বলিলে—রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরীর প্রাসাদে যাইবে।"

"ভুবনেশ্বরীর প্রাসাদের কথা বলিতেছ?"

"হাঁ, ভুবনেশ্বরীর কথাই বলিতেছি। ভুবনেশ্বরী বলিতে যে তোমার চক্ষু হাসিয়া উঠিতেছে। তা' এই মনের মেয়ে মানুষটির বাড়ী কোথায়?"

"দেখ, 'মেয়ে মানুষ' বলিও না।"

"কেন? ভুবনেশ্বরী নাম ত মেয়ে মানুষেরই জানি। তা' তোমার ভুবনেশ্বরী কি পুরুষ মানুষ না কি?"

"আমার ভুবনেশ্বরী রাজরাজেশ্বরী।"

"তোমার ভুবনেশ্বরী!"

"হাঁ আমার ভুবনেশ্বরী।"

"কি রকম?"

"শুনিবে?"

"শুনিব না?—দেখি, এ' প্রেমের ব্যাপারটা কি?"

"তবে শোন।"

"বল।"

"এই যে উর্দ্ধে অনন্ত বিস্তৃত আকাশ দেখিতেছ—এ আকাশ কাহার?"

"আকাশ কাহার!"

"হাঁ ব'লত—ঐ অসীম গগন কাহার?"

"এমন আশ্চর্য্য কথা ত কখনও শুনি নাই!"

"আশ্চর্য্য কথা কি?"

"এই দিগন্তবিস্তৃত নভোমণ্ডল কাহার?—এই প্রশ্নই বিস্ময়কর।"

"না, বিস্ময়কর নহে।"

"আশ্চর্য্যজনক নহে?"

"একটুও নহে।"

"বেশ আমি না হয় জানিনা 'এ আকাশ কাহার,'—তুমি জান 'এ আকাশ কাহার'?"

"জানি না?"

"জান?"

"হুঁ।"

"ব'ল ত, ঐ আকাশ কাহার?"

"তাহার পূর্ব্বে তুমি ব'ল ত, ঐ সুবিমল নভোমণ্ডলে ঐ যে জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর দেখিতেছ—ও দিবাকর কাহার?"

"সূর্য্য কাহার, জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

"হাঁ, ব'লত ঐ বরণীয়-ভর্গ-গর্ভ ভাস্কর কাহার?"

"ভাস্কর কাহার!"

"হাঁ, বল—ভাস্কর কাহার?"

"আমি জানি না; তুমি জান?"

"হুঁ।"

"ব'ল ত ধ্বান্তারি কাহার?"

"সে কথা পরে বলিব; এখন তুমি ব'লত এই গগনে রজনীতে যে সুধাকর সুধাংশু বিতরণ করেন তিনি কাহার?"

"চন্দ্রদেব কাহার?"

"হাঁ, ব'ল।"

"আমি জানি না।"

"এই গগন কাহার, ভাস্কর কাহার, সুধাংশু কাহার—এ' সকল তুমি কিছুই জান না?"

"না।"

"এ আকাশ আমার, এ চাঁদ আমার, এ সূর্য্য আমার।"

"চন্দ্র, সূর্য্য তোমার?"

"সকলই আমার।"

"কি করিয়া তোমার হইল?"

"তুমি কি করিয়া আমার হইলে?"

"আমি কি করিয়া তোমার হইলাম?"

"হাঁ, ব'লত।"

"তুমি আমাকে ভালবাস—তোমার ভালবাসায় আমি তোমার হইয়াছি।"

"এই আকাশ, এই চন্দ্র, এই সূর্য্যও ঐ ভাবে আমার হইয়াছে।"

"কি রকম?"

"এই আমার ভালবাসায় তুমি যেমন আমার হইয়াছ তেমনি চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ আমার ভালবাসায় আমার হইয়াছে।"

"তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ ভালবাস?"

"ভালবাসি না?"

"মানুষ ত মানুষকেই ভালবাসে।"

"মানুষকে ভালবাসিয়া প্রাণ আমার পূর্ণ হইল না, তাই অনন্তবিস্তৃত আকাশ, জ্যোতির্ম্ময় ভাস্কর, তারকা-বেষ্টিত শশধর ভালবসিয়াছি।"

"কতদিন ভালবাসিয়াছ?"

"অনেক দিন।"

"তবু—কত দিন?"

"তা' বলিতে পারি না।"

"কেন?"

"জন্ম অবধি ত দেখিতেছি এই আকাশে, ভাস্করে, সুধাকারে প্রাণ আমার পড়িয়া রহিয়াছে।"

"আচ্ছা, তুমি যে এই আকাশ, ভাস্কর, সুধাকর ভালবাস—তা তাহারা তোমাকে ভালবাসে?"

"খুব বাসে।"

"খুব?"

"অত্যন্ত ভালবাসে!—উহারাই ত আমার প্রাণ আজিও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, নতুবা কবে মরিয়া যাইতাম।"

"ব'ল কি?

"যাহা সত্য তাহার এক কণা মাত্র বলিতেছি।"

"এই আকাশ, ভাস্কর, সুধাকর তোমার প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে?"

"ধ্রুব সত্য।"

"আচ্ছা, এই যে রাণীর কথা বলিতেছিলে তিনি তোমার হইলেন কি প্রকারে?"

"ভালবাসায়।"

"তাঁহাকে তুমি ভালবাস?"

"ভালবাসিনা?"

"এই যে বলিলে তুমি ঐ আকাশ, ভাস্কর, সুধাকর ভালবাস?"

"রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরীকে ভালবাসি বলিয়াই আকাশ, ভাস্কর, সুধাকর ভালবাসি।"

"স্পষ্ট করিয়া বল।"

"সে অনেক কথা।"

"তা একটু ব'ল না।"

"এক কথায় সে ভালবাসার কাহিনী বলা যায় না।"

"আচ্ছা এই রাণীকে যে তুমি ভালবাস তা' তিনি তোমাকে ভালবাসেন?"

"তিনি?"

"হাঁ—তিনি?"

"তা' তিনি জানেন?"

"তুমি জান না?"

"আমি?"

"হাঁ, তুমি?"

"তিনি আমাকে ভালবাসেন কি না তা আমি কি প্রকারে জানিব?"

"এই তুমি যে আমাকে ভালবাস তা আমি জানি যে প্রকারে।"

"সেই প্রকারে?"

"হাঁ—সেই প্রকারে।"

"তা বটে।"

"তবে ব'ল।"

"আজ থাক।"

"কেন?"

"কি জানি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব—"যদি ঠিক না হয়।"

"ঠিক বুঝিলে বলিবে?"

"ভবিষ্যতের সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করাইও না।"

"কেন?"

"না,—মুক্ত হইয়া থাকাই ভাল।"

"বেশ—তাইই হউক। তবে আমার অনুরোধ রহিল, জানিও।"

"অনুরোধ কাহাকেও করিতে হইবেনা—যদি সে দিন আসে তাহা হইলে আপনি বলিব।"

"আচ্ছা, যদি সেই রাজ্ঞীর সহিত তোমার এত ঘনিষ্ট পরিচয় তবে তাঁহার আনন্দ-ভবনে প্রবেশের চেষ্টা নববর্ষে করিবে বলিতেছিলে কেন ?"

"কেন ?"

"যাঁহার সহিত এত পরিচয় তিনি তোমাকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেন না ?"

"তাঁহার ভবনে যাইবার জন্য তিনি ত নিত্যই সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন।"

"তবে যে তুমি বলিলে এই নববর্ষে আরও একটু অবসর লইয়া তাঁহার আলয়ে যাইবার চেষ্টা করিবে ?"

"নিমন্ত্রণ তিনি নিত্য করিতেছেন, যাইবার ইচ্ছাও আমার প্রবল।"

"তবে এখনই চলিয়া যাও না, অবসর লইয়া চেষ্টা করার দরকার কি ?"

"ধর—তোমার কোথাও নিমন্ত্রণ হইয়াছে, মনে কর—তোমার যাইবার ইচ্ছাও আছে ; তা নিমন্ত্রণ হইলেই আর যাইবার ইচ্ছা থাকিলেই কি সকল দিন তুমি যাইতে পার ?"

"না পারি না।"

"কেন পার না ?"

"অন্তরায় থাকিলে যাইতে পারি না।"

"আমারও তাহাই।"

"তোমার কি ?"

"রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী নিত্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন, আমিও নিত্য যাইব ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু যাইতে পারিতেছি না—তোমার ন্যায় আমারও অন্তরায় জুটিতেছে।"

"নিত্যই।"

"নিত্যই—সর্ব্বক্ষণ।"

"ভাল করিয়া বলত।"

"ভাল করিয়া বলিব ?"

"বলত—শুনি।"

"তোমরা যখন কোন ধনী বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণে যাও তখন কি ভাবে যাও ?"

"কি ভাবে আর যাইব ? এই স্নান করিয়া শরীর পরিষ্কার করি, পরিষ্কৃত

পরিচ্ছদ পরিধান করি, বেশ বিন্যাস করি, ভাল অলঙ্কার পরি, পায়ে আলতা পরি, একটা পান খাই—তারপর হাসিমুখে চলিয়া যাই।"

"ঠিক ব'লেছ গো, ঠিক ব'লেছ!"

"কি ঠিক বলিলাম?"

"বড়লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইয়া, অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া হাস্যমুখে যাইতে হয়। আমার কথাও ঐ।"

"তোমার কথা কি?"

"রাজরাজেশ্বরীর গৃহে নিমন্ত্রণ,—সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ীর গৃহে এত অপরিষ্কৃত ভাবে যাইতে পারি না।"

"তোমাতে আবার অপরিষ্কার কোথায়?"

"কেন?"

"আমিত এত কাল তোমাকে দেখিতেছি—কখনও ত তোমাকে একটু মলিন বস্ত্রও পরিতে দেখি নাই। চিরদিনই ত পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, ফুট্‌ফুটে বাবু।"

"এই ফুট্‌ফুটে বাবু যে ফুট্‌ফুটে কাল!"

"কোথায় কাল?"

"মনে, প্রাণে।"

"বিশ্বাস হয় না।"

"বিশ্বাস কর।"

"তা' না হয় করিলাম। তা' ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে ত পার।"

"হাঁ, ময়লা পরিষ্কার করিতে হইবে।"

"তা' ইহার জন্য আরও অবসর লইবার দরকার কি?"

"অবসরের দরকার বই কি?"

"কেন?"

"ময়লা পরিষ্কার করা কি সহজ কথা?"

"কঠিনই বা কি?"

"অত্যন্ত কঠিন।"

"এই এখনই সকল ময়লা ত্যাগ করিলেই হইল।"

"ত্যাগ করিলাম বলিলেই ত্যাগ করা যায় না।"

"কেন?"

"তোমার ঐ খঞ্জন-গঞ্জন আঁখির অঞ্জন যে দিন তোমার ঐ গৌর গণ্ডে লাগিয়া যায় সে দিন তোমার ঐ অঞ্চল দিয়া মুছিলেই কি সে কালিমা তৎক্ষণাৎ অপগত হয় ?"

"না, তা' হয় না।"

"কেন ?"

"গালের সঙ্গে কেমন জড়াইয়া যায়—বড় জ্বালাতন করে।"

"আমারও তাহাই—আমার ময়লা আমার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, উঠিতে চায় না।"

"জ্বালাতন করে ?"

"অত্যন্ত।"

"উপায় ?"

"তাহাই ত এই বর্ষ শেষে ভাবিতেছিলাম, এমন সময় তুমি আসিয়া দেখা দিলে।"

"আমি আসিলে কি তুমি বিরক্ত হও ?"

"না বিরক্ত হই না। তবে তোমাকে আমি ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।"

"চিনিতে পারিলে না ?"

"না। কেন এস, কেন যাও, কেন কথা ব'ল, কেন কথা বলাও—ঠিক বুঝিতে পারিনা।"

"তা'পার আর নাই পার, আমাদের ত ভাব আছে, ভাব থাকিলেই হইল, অত পরিচয়ের দরকার কি।"

"সে তোমার ইচ্ছা।"

"তুমি ত আর আমাদের পরিচয় চাও না—তুমি যে তোমার ভুবনেশ্বরীর জন্য ব্যস্ত।"

"যা' বলেছ। ভুবনেশ্বরীর জন্য আর কাহাকেও আদর করা হইল না।"

"তা' তোমার ভুবনেশ্বরীর আনন্দ—ভবনে প্রবেশ করিবার পথের অন্তরায় যে অপবিত্রতা তাহা দূর করিবার কি উপায় স্থির করিলে ?"

" এ অপবিত্রতা সহজে বিদূরিত হইবে না।"

"কেন ?"

"সংস্কার হইয়া গিয়াছে।"

"সংস্কার সহজে দূর হয় না ?"

"যিনি সকল বুঝিয়াছেন তিনিও সংস্কার সহজে দূর করিতে পারেন না।"

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পারেন না ?"

"না, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও সহজে সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন না।"

"বল কি ?"

"যাহা নিত্য ভুগিতেছি তাহাই বলিতেছি।"

"তবে ?"

"এই নববর্ষে, নূতন উদ্যমে, প্রবল পৌরুষে প্রচেষ্টা করিতে হইবে।"

"ইহারই জন্য অবসর লইবে ?"

"হাঁ—এই প্রচেষ্টার জন্য।"

"তুমি তা' হ'লে রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরীর ভবনে যাইতেছ ?"

"যাইতে পারিব কিনা, জানিনা ; তবে এ নববর্ষে এ নয়নে শুধু শোভিবে রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী।"

সংস্কার-মুচ্ছিত।

শ্রীরামঃ

শরণং মম।

দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইতে দেখিয়া দেবপ্রাণ বৈদিক আর্য্যসন্তান-দিগের কি শিক্ষা পাওয়া উচিত ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ এম্, এ, বি, এল, মুনসেফ্ এবং শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, এম্, বি।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবমন্দির ও দেব-বিগ্রহের প্রতি দেবপ্রাণ বৈদিক আর্য্যদিগের হৃদয় বিদারক অত্যাচার হইতে দেখিয়া স্বধর্ম্মনিরত বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের কি শিক্ষা হইতেছে, তাহা

ভাবিয়াছ কি? আপনি বলিয়াছেন, মামুদ, মহম্মদগোরী, আরঙ্গজেব প্রভৃতি কর্তৃক যখন দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইয়াছিল, তখন বৈদিক আর্য্যজাতির প্রাণশক্তি বর্ত্তমান কালের ন্যায় ক্ষীণ হয় নাই, ভগবদ্বিশ্বাস, স্বধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বৈদিক আর্য্যোচিত সদ্গুণগ্রাম তখন বৈদিক আর্য্যহৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করে নাই। আপনি বলিয়াছেন, বিশ্বাস করিও, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, বিশ্বাস করিও, সধর্ম্মনিরত পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হ'ন, স্বধর্ম্মরূপ তপঃ যৎকর্ত্তৃক সম্যগ্রূপ অনুষ্ঠিত হয়, মানুষের কথাত দূরের, পৃথিবীতে দেবতারাও তাঁহার কিঙ্কর, তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকেন। আপনি বলিয়াছেন, দেবভক্তিই দেবপ্রাণ বৈদিক আর্য্যের জীবনীশক্তি, যে মুহূর্ত্ত হইতে বৈদিক আর্য্যেরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন, যে মুহূর্ত্ত হইতে ইহাঁদের দেবভক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যে মুহূর্ত্ত হইতে ইহাঁরা শাস্ত্রিত পুরুষকারকে ত্যাগ করিতেছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এই পবিত্র সম্পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শ জাতির অধঃপতন প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের প্রতি দেবপ্রাণ বৈদিক আর্য্যদিগের হৃদয়বিদারক অত্যাচার হইতে দেখিয়া, স্বধর্ম্মনিরত বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের কি শিক্ষা হইতেছে, আমরা তাহা অদ্যাপি যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারি নাই, এসম্বন্ধে যতদূর চিন্তা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিয়াছি, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে অনেকের স্বধর্ম্মপরায়ণতার হ্রাস হইয়াছে, দেবপ্রাণ, দেবভক্ত আর্য্যসন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ বিরল হইতেছে, দেবভক্তিই দেবপ্রাণ বৈদিক আর্য্যের জীবনীশক্তি, অতএব যে মুহূর্ত্ত হইতে ইহাঁদের দেবভক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই যে, ইহাঁদের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, যাঁহারা দেবতাকে আর প্রাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন না, দেবপ্রতিমাকে আর সপ্রাণ, সচৈতন্য বলিয়া ভাবিতে পারেন না, এইরূপ ভাবনা অসভ্যোচিত, যাঁহাদের মনে অধুনা এইরূপ ধারণা দৃঢ় হইয়াছে, তাঁহারা যে, দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইতে দেখিয়া স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যদিগের ন্যায় ব্যথিত হৃদয় হইবেন, তাহা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের যদি দেবভক্তির হ্রাস না হইত, যদি তাঁহারা পূর্ব্ববৎ দেবপ্রাণ থাকিতেন, স্বধর্ম্মনিরত থাকিতেন, তাহা হইলে, মুসলমানেরা কখন পবিত্র দেবমন্দিরের, বৈদিক আর্য্যের আরাধ্য দেববিগ্রহের এইরূপ অবমাননা করিতে সাহসী হইতেন না। বিশ্বাস করিও, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, বিশ্বাস করিও,

'স্বধর্ম্মনিরত পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হন, স্বধর্ম্মরূপ তপঃ যৎকর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয়, মানুষের কথা ত দূরের, পৃথিবীতে দেবতারাও তাঁহার কিঙ্কর, তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকেন,' বাবা! আপনার এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, কি নিমিত্ত আপনি এই সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। স্বধর্ম্মনিরত পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হ'ন, স্বধর্ম্মরূপ তপঃ যৎকর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয়, মানুষের কথা ত দূরের, পৃথিবীতে দেবতারাও তাঁহার কিঙ্কর—তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকেন, অখিল জ্ঞান, বিজ্ঞানের পারদর্শী, যোগিশ্রেষ্ঠ সুরাসুরাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের এই বিশ্বতোমুখ, সারবান উপদেশ সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। বাবা! শাস্ত্রিত পুরুষকার কাহাকে বলে?

বক্তা—আমি যদুদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছি, যথার্থভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে, তাহা না করিলে, স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আমাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। আমি বলিয়াছি, মামুদ, মহম্মদগোরী, আরঙ্গজেব্ প্রভৃতি কর্ত্তৃক যখন দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইয়াছিল, তখন বৈদিক আর্য্যজাতির প্রাণশক্তি বর্ত্তমান কালের ন্যায় একেবারে ক্ষীণ হয় নাই, ভগবদ্বিশ্বাস, স্বধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বৈদিক আর্য্যোচিত সদ্‌গুণগ্রাম তখন বৈদিক আর্য্যহৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করে নাই। আমি বলিয়াছি, বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের যদি দেবভক্তির হ্রাস না হইত, যদি তাঁহারা পূর্ব্ববৎ দেবপ্রাণ থাকিতেন, স্বধর্ম্মনিরত থাকিতেন, তাহা হইলে, মুসলমানেরা কখন পবিত্র দেবমন্দিরের, বৈদিক আর্য্যের আরাধ্য দেববিগ্রহের অবমাননা করিতে সাহসী হইতেন না। আমি কোন্ উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিয়াছি, তোমরা কি যথার্থ ভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছ? তোমরা কি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পার, দেব বিগ্রহমাত্রেই মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, ধাতু প্রভৃতি জড় বস্তু দ্বারা বিনির্ম্মিত প্রাণ শূন্য, চৈতন্যবিহীন সামগ্রী নহেন, পুতুল নহেন? তোমরা কি এখন আর বিশ্বাস করিতে পার, দেবতায়তন (দেবমন্দির) দেবমন্দির প্রতিষ্ঠাতার অরিষ্ট (ভাবি অনর্থ-অমঙ্গল) সূচনার্থ কম্পিত হয়? বিচলিত হয়? তোমরা কি এখনও বিশ্বাস করিতে পার, দেবতার প্রতিমা হাস্য করেন, কথা বলেন, গান করেন, নৃত্য করেন, নেত্রোন্মীলন করেন, দেবতার প্রতিমা দেবপ্রাণ ভক্ত উপাসকের বিপদ্ হইবে জানিয়া, দুঃখিত হন, তাঁহার উপাসকের অনর্থ হইবে জানিয়া দেব প্রতিমার শরীরের কোন কোন দেশ বিদীর্ণ হয়'

স্ফুটিত হয়, তুমরা কি এখন আর বিশ্বাস করিতে পার, যথার্থ ভক্ত উপাসকের রক্ষার্থ দেব প্রতিমা হইতে যথা প্রয়োজন সায়ুধ, সপ্রাণ, সচৈতন্য, বিগ্রহবান্ পুরুষ বিশেষ আবির্ভূত হইয়াছেন, এখনও হইতে পারেন ? তোমরা কি এখন আর বিশ্বাস করিতে পার, মন্ত্রশক্তি দ্বারা সাধক মৃত্তিকা বিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিতে সপ্রাণ, সচৈতন্য দেবতাকে আবাহন করিতে সমর্থ হন ? তোমরা কি, এখন আর 'স্বাধ্যায়-শীল পুরুষ স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্ট দেবতার, ঋষি ও সিদ্ধ পুরুষবৃন্দের দর্শন লাভে সমর্থ হন, ইষ্টদেব, ঋষি বা সিদ্ধ পুরুষবৃন্দ স্বাধ্যায়শীলের কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন',* ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাসের এতদ্বাক্যে আস্থাবান্ হইতে পার ?

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা ! যদি আমরা পূর্ব্ব সুকৃতি নিবন্ধন আপনার দর্শন না পাইতাম, যদি আমাদের আপনার সঙ্গ করিবার, আপনার মুখ হইতে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান শ্রবণের ভাগ্য না হইত, তাহা হইলে, আমাদের যে, এই সকল বিষয়ে মোটেই বিশ্বাস হইত না, তাহা হইলে আমরা যে এই সকল কথাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়াই উপেক্ষা করিতাম, তাহা বলা বাহুল্য। বাবা ! আমাদের কথা ত দূরের, শ্রীমৎদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী, যিনি বেদজ্ঞ ও বিবিধ শাস্ত্র কুশল ছিলেন, বৈদিক আর্য্যবংশে যিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আমাদের বিশ্বাস, তিনিও 'দেবতার প্রতিমা হাস্য করেন, কথা বলেন, গান করেন, নৃত্য করেন', ইত্যাদি কথা শুনিলে, হাস্য করিতেন, বেদানভিজ্ঞ মূর্খের কথা বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। আমরা যে, এখন অনেকতঃ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, প্রায়শঃ শাস্ত্রীয় সংস্কারবিহীন হইয়াছি, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাবা ! দেবতার প্রতিমা হাস্য করেন, কথা বলেন, গান করেন, ভক্ত উপাসকের বিপদে দুঃখিত হ'ন, ইত্যাদি কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে ? ইহারা সম্ভবতঃ পুরাণেতিহাস বা তন্ত্রের কথা, বেদে বোধ হয়, এইরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

বক্তা—বেদ সম্বন্ধে ইদানীন্তন স্বদেশীয় বিদেশীয় শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের যাদৃশ ধারণা হইয়াছে, তাহাতে ইহা বেদে আছে বা নাই, ঝটিতি এই প্রকার বিনিশ্চয় হইয়া থাকে। বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে বেদের যে রূপ নিরূপিত

---

* "স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ"—পাং দং সাং পাং ৪৪ সূ।

"দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি—কার্য্যে চাস্য বর্ত্তন্ত ইতি।"—বেদব্যাসকৃত ভাষ্য।

হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়, ইহা বেদে আছে বা নাই, এবম্প্রকার বিনিশ্চয় সুখসাধ্য নহে। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রোপদেশ, "বেদ অনন্ত;" অতএব ইহা বেদে আছে বা নাই, ঝটিতি এইরূপ মত প্রকাশ, সুচিন্তাশীল সত্যসন্ধের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী ব্রাহ্মণ ভাগের বেদত্ব অঙ্গীকার করেন না, অতএব ব্রাহ্মণভাগে থাকিলেও, উক্ত স্বামীজী বা তাঁহার মতাবলম্বীরা, তাহাকে বেদ সম্মত বলিবেন না। তবে সুখের বিষয়, স্বামীজী বেদের পরেই ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। দেবতার প্রতিমা হাস্য করেন, কথা বলেন, ভক্ত উপাসকের বিপদ্ আসন্ন জানিয়া দুঃখিত হ'ন, ইত্যাদি কথা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, আমি উক্ত ব্রাহ্মণ হইতেই তোমাদিগকে ঐ সকল কথা শুনাইয়াছি।, *

জিজ্ঞাসুদ্বয়—শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী স্বীকার না করিলেও, 'বেদমন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক,' ঋষিগণ যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিতে আমাদের কোন আপত্তি হওয়া উচিত নহে, যাহা ব্রাহ্মণভাগে আছে, আমরা তাহাকে বেদোপদিষ্ট বলিয়াই মানিব।

বক্তা—'বেদ স্বরূপ চন্দ্রিকা' নামক সম্ভাষণে আমি বেদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্মরণ ও যথাশক্তি মনন করিবে। দেবতার প্রতিমা সম্বন্ধে তোমাদের বহুবিষয় শ্রোতব্য আছে, দেবতার প্রতিমা হাস্য করেন, কথা বলেন, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, উহারা যে যুক্তি বা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা নহে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে প্রতিমা পদার্থ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে হইবে এবং উহাদের তত্ত্ব বিচার করিতে হইবে। পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা বিষয়ক বিচার নামক সম্ভাষণে আমি প্রতিমা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য যথার্থভাবে পরিগৃহীত হইলে, আশা করি, তোমাদের বহু সংশয় নিরস্ত হইবে। যাঁহারা ইতিহাস পুরাণের কথাকে অগ্রাহ্য করেন, 'ইতিহাস পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শাস্ত্রকেই মানেন না, স্ব-স্ব প্রতিভাই তাঁহাদের প্রমাণ, স্ব-স্ব প্রতিভার অনুকূল কথাই তাঁহাদের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। শ্রীমৎ-দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী ইতিহাস পুরাণকে প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করেন

* * * "দেবতায়তনানি কম্পন্তে দৈবত প্রতিমা হসন্তি, রুদন্তি নৃত্যন্তি স্ফুটন্তি খিদ্যন্ত্য-ন্মীলন্তি নিমীলন্তি" * * *—ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ।

নাই। শ্রুতি, ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন, ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি স্পষ্টস্বরে বলিয়াছেন, যাঁহারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা, তাঁহারাই ইতিহাস পুরাণের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা, তাঁহারাই ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা ("য এব মন্ত্র ব্রাহ্মণস্য দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ তে খল্বিতিহাসপুরাণস্য ধর্ম্মশাস্ত্রস্য চেতি।"—বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ন্যায়ভাষ্য)। তথাপি যাঁহারা ইতিহাস পুরাণকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না, নিজ প্রতিভাই যে, তাঁহাদের প্রমাণ, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারেই যে, তাঁহারা সর্ব্বপদার্থের তত্ত্ব বিচার করেন, তাহা বলা ন্যায় বিগর্হিত নহে। ইতিহাস পুরাণ যে, বেদমূলক, আমি সময়ান্তরে তোমাদিগকে তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিব। যে যুক্তিদ্বারা শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বেদের ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয় যুক্তি নহে।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! এই সকল কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ লাভবান্ হইলাম, ইতিহাস-পুরাণের উপদেশকে আমরাও ইতঃপূর্ব্বে বেদমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না।

'বিশ্বাস করিও, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী,' 'বিশ্বাস করিও, স্বধর্ম্মনিরত পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হন, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপঃ যৎ কর্ত্তৃক সম্যগ্‌ রূপে কৃত হয়, মানুষের কথাত দূরের, দেবতারাও তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকেন,' বাবা! এই সকল কথার প্রকৃত আশয় কি, আপনি কোন্ উদ্দেশ্যে এই সকল কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, এখন তাহা বুঝাইয়া দিন। ইতিহাস (History) পাঠপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, মামুদ যখন সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সোমনাথের মন্দির সংরক্ষণার্থ সমাগত দেবপ্রাণ, স্বধর্ম্মনিরত জনসঙ্ঘ উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, অশ্রু মোচন করিতে করিতে কাতর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তির অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর মুসলমানেরা শূর শ্রেষ্ঠ রাজপুত দিগ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হন, বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা স্ব পদবীতে পদ ধারণ করিতে অসমর্থ ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিতাড়িত হন। * এই ঐতিহাসিক তথ্য হইতে আমাদের প্রতীতি হইয়াছে, তৎ-

* "Who now crouded to the temple, and prostrating themselves before the idol, called on him with tears for help. But Rajputs are as easily excited as dispirited ; and

কালে বৈদিক আর্য্যজাতির দেবভক্তির, স্বধর্ম্মানুরাগের, ক্ষাত্রবলের বর্ত্তমান কালের ন্যায়, একেবারে লোপ হয় নাই, তখনকার বৈদিক আর্য্যগণ দেব প্রতিমাকে মৃত্তিকা-পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রাণহীন জড়মূর্ত্তি বা পুতুল (Idol) বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারগ হয়েন নাই, দেব প্রতিমাতে প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে, নিগ্রহানুগ্রহ সামর্থ্য আছে, তখনকার বৈদিক আর্য্যদিগের হৃদয় হইতে এইরূপ বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, বৈদিক আর্য্যজাতির তৎকালে বৈদিক আর্য্য জাত্যুচিত প্রাণ ছিল।

বক্তা—স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই তাদৃশ তেজের প্রভব, তৎকালের বৈদিক আর্য্যজাতি স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন, ঈশ্বর পরায়ণ ছিলেন, তা'ই তাঁহারা মুসলমানদিগকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! স্বধর্ম্মনিরত পুরুষই তেজস্বী হয়েন, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেহ উন্নতি সাধনে ক্ষমবান্ হন না, প্রকৃত সুখী হন না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, আমাদের আরো দুই একটী প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—কি জানিবার ইচ্ছা হইতেছে ?

জিজ্ঞাসুদ্বয়—নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত, স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু, শান্তি প্রিয় বৈদিক আর্য্যজাতির আপৎকালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য ? শাস্ত্রিত পুরুষকার কাহাকে বলে ? আপনার সংগ্রাম ও শান্তিতত্ত্ব নামক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়াছি, সংগ্রাম ও শান্তিতত্ত্ব নামক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, বেদে এবং বেদমূলক ইতিহাস পুরাণাদিতে, উপবেদে যুদ্ধের প্রশংসা আছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে কি বৈদিক আর্য্যজাতির শত্রুদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ ক্ষাত্রবল বর্দ্ধনের চেষ্টা কর্ত্তব্য ?

---

hearing the shouts of 'Allah Akbar' from the Mussulmans, who had already begun to mount the walls, they hurried back to their defence and made so gallant a resistance that the Mussulmans were unable to retain their footing and were driven from the place with loss."—

The History of India by M. Elphinstone, P. 327.

বক্তা—'নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু, বৈদিক আর্য্যজাতির আপৎকালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য' এতচ্ছীর্ষক সম্ভাষণে আমি তোমাদের এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিব, অধুনা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। বৈদিক আর্য্যদিগের এখন আপৎকাল, আমরা এখন পূর্ব্ব পুরুষদিগের মত নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ বা স্বভাবতঃ রাজভক্ত নহি, আমরা এখন অনেকতঃ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং নিস্তেজ হইয়াছি। সোমনাথ মন্দির যখন মুসলমানদিগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন স্বধর্ম্মনিরত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ যাহা করিয়াছিলেন, আমরা কি এখন মুসলমানদিগ দ্বারা আমাদের প্রাণের প্রাণ দেব মন্দির বা দেব বিগ্রহের অবমাননা হইতেছে দেখিয়া, তাহা করিতেছি, তাহা করিবার শক্তি কি আমাদের আর আছে? আমরা কি এখন দেব প্রতিমার সন্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, অশ্রুবিমোচন পূর্ব্বক কাতর প্রাণে ব্যথিত হৃদয়ে দেবতার প্রতিমা প্রাণহীন নহেন, অচেতন নহেন, ইহাঁতে সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তি বিদ্যমান আছে, ইনি শরণাগতকে রক্ষা করেন, ইনি অন্ধ ও বধির নহেন, আমি অন্ধ ও বধির জড় পুতুলের কাছে কখন প্রার্থনা করি নাই করিতেছি না, যিনি প্রার্থয়মান আমাকে অবলোকন করিতেছেন, আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন * আমার দুঃখে যিনি দুঃখিত হ'ন, আমার কথার যিনি উত্তর দেন, আমি তাঁহার সমীপেই প্রার্থনা করিতেছি এবম্প্রকার বিশ্বাসকে, এইরূপ ভাবকে হৃদয়ে অচল আসন দিয়া, হে শরণাগত পালক! হে বিপদ্‌ভঞ্জন! হে ত্রিভুবনরক্ষক, হে করুণাসাগর, হে দুষ্টদমন ও শিষ্ট পালনতৎপর! আমাদিগকে দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা কর, রক্ষা কর (ত্রাহি, ত্রাহি), এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি? তা'ই বলিতেছি, আমরা নৈসর্গিক ঈশ্বরপরায়ণ অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত, স্বধর্ম্ম নিরত পবিত্র বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, আমাদের মধ্যে আর পূর্ব্বপুরুষোচিত ঈশ্বর পরায়ণতা নাই, রাজভক্তি নাই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মনিষ্ঠা নাই। 'যোগের সমান বল নাই' ('নাস্তি যোগসমং বলম্') পূজ্যচরণকমল যোগি যাজ্ঞবল্ক্যের এই অমূল্যোপদেশে আমাদের আর শ্রদ্ধা নাই, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরই বস্তুতঃ রাজা, মানুষ নিজ ইচ্ছায় রাজা হইতে পারেনা, মানুষ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সর্ব্ব কর্ম্মসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা ঈশ্বর কর্ত্তৃক রাজা হইয়া থাকেন, এই শাস্ত্রোপদেশকে এখন আমরা অসভ্য বর্ব্বরের

* "চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি"।—ঋগ্বেদ সংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

উপদেশ জ্ঞানে অবগণিত করিতে শিখিয়াছি, অতএব আমাদের এখন রাজার দোষ দেখিবার অভ্যাস বাড়িয়াছে। বিশ্বসম্রাটের চরণে শরণগ্রহণকে, বিশ্ব সম্রাট্ কর্তৃক রাজ প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত পুরুষবৃন্দের আশ্রয় গ্রহণকে আমরা এখন দুর্ভাগ্য নিবন্ধন কাপুরুষতা বলিয়া বুঝিয়া থাকি। শাস্ত্রের উপদেশ, শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রনিষ্ঠ পুরুষগণের উপদেশানুসারে শরীর, মন, ও বাক্যের যে পরিচালনা, তাহাই শাস্ত্রিত পুরুষকার, এইরূপ পুরুষকার কখন অনর্থক হয় না। আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, দেব প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অল্প ব্যক্তিই অধুনা চিত্রসূত্রের বিধানানুসারে দেবন্দির নির্ম্মাণ বা দেবপ্রতিমা গঠন করিয়া থাকেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিত্র সূত্রের বিধানানুসারে আর্য্যজাত্যুচিত বিমল শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও দেব প্রতিমা গঠন করিলে, যথাবিধি দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে, যথাশাস্ত্র দেবতার নিত্য পূজা করিলে, ত্রিভুবনের মধ্যে কাহারও সেই দেবতায়তনকে কলুষিত করিবার, সেই সপ্রাণ দেবপ্রতিমাকে স্পর্শ করিবার সামর্থ্য হয় না, সাহস হয় না! আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, বিশ্বাস করিও, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, বিশ্বাস করিও, স্বধর্ম্মনিরত পুরুষই তেজস্বী হইয়া থাকেন, শাস্ত্রিত পুরুষকার ভিন্ন অন্য পুরুষকার উন্মত্তের অনর্থক চেষ্টা। ক্ষণস্থায়ী রাজা যদি স্বধর্ম্ম পালনে বিমুখ হ'ন, পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে, রাজার রাজা তাঁহার বিচার করিবেন, তুমি তাঁহাকে নিজ দুঃখ জানাইবে, ইহা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে। আপৎকালে এইরূপ পুরুষকারই নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ, অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের কর্ত্তব্য পুরুষকার। পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, এই পুরুষকারই প্রকৃত পুরুষকার, এই পুরুষকার কাপুরুষতা নহে। জিজ্ঞাস্য হইবে, মুসলমান বা অন্য কোন জাতি যদি আমাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, এবং রাজকর্ম্মচারীরা তাহা দেখিয়াও উদাসীন থাকেন, আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, আমরা কি চোক্ বুজিয়া কেবল "ঠাকুর। রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিব, তাদৃশ আপৎকালে কি, আমাদের ইহাই একমাত্র শাস্ত্রিত পুরুষকাররূপে বিবেচিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা বলিব, তাহা বোধ হয়, আজকাল অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী হইবে। 'নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু বৈদিক আর্য্য সন্তানগণের আপৎকালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য' এতচ্ছীর্ষক

সম্ভাষণে (পূর্ব্বে বলিয়াছি) আমি তোমাদের এই জাতীয় প্রশ্নের বিস্তার পূর্ব্বক সমাধান করিব। আপাততঃ শুনিয়া রাখ, যথার্থ ঈশ্বর পরায়ণকে, তাঁহার নিত্যাভিযুক্ত প্রকৃত শরণাগতকে ভগবান্ সর্ব্বদা রক্ষা করেন। সকলেই এই প্রকার উচ্চাধিকারী হইতে পারেন না, ইহা সত্য, বেদ এই নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, ধর্ম্ম বা স্থূল, সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিলে, স্বধর্ম্ম পালন করিলে, সুখ হয়, উন্নতি হয়, অনিষ্টের পরিহার হয়, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিবে, প্রকৃতি তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিবে, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ অবগত হইবে, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, ধী, বিদ্যা, সহানুভূতি, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে, সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের অবিরোধে মানব কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থার্জ্জন করিবে। মানবগণ যথাসম্ভব পরস্পর সঙ্গত হইবে, বিরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর একবিধবাক্য ব্যবহার করিবে, সকলে সমানমন্ত্র, সমান প্রাপ্তি সমান মনস্ক (এক প্রকার অন্তঃকরণ) হইবে, পরস্পর একার্থে একীভূত হইবে। যাঁহারা এই সকল প্রাকৃতিক বা ঐশ নিয়ম পালন করিবেন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদেরই উন্নতি হইবে, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী হইবেন।* বেদে যুদ্ধের বহু প্রশংসা আছে সত্য, বেদ-শাস্ত্র পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বৈদিক আর্য্যগণও শত্রুদমনাদি কার্য্যসাধনার্থ বিবিধ অস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা যুদ্ধ প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, এই কথা ভুলিও না, ব্রাহ্ম্য বল, ক্ষাত্রবল হইতে শ্রেয়ান্, অস্ত্রের মধ্যে মান্ত্রিকাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের বাগ্ বলই পরম বল, যোগ বা মন্ত্রশক্তিই প্রবলতম অদাভ্য শক্তি; ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন কি, তাহা স্মরণ কর, অথবা অবগত হও। ধনুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, দুষ্ট, দস্যু ও চোরাদি হইতে সাধুজনদিগের সংরক্ষণ এবং ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন ("দুষ্ট-দস্যু চোরাদিভ্যঃ সাধু সংরক্ষণং ধর্ম্মতঃ প্রজাপালনং ধনুর্ব্বেদস্য প্রয়োজনম্।" —ধনুর্ব্বেদ)। অতএব ধর্ম্ম্যযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, ইহা নিন্দনীয় নহে। বিরুদ্ধ শক্তির বাধাতিক্রমের চেষ্টা প্রাকৃতিক, বিরুদ্ধ শক্তির বাধা অতিক্রম করিতে না

---

* "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাং। * * * সমানোমন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানীসমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং সমানংমন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে" * * * ঋগ্বেদসংহিতা—৮।৮।৪৯

পারিলে, কাহারও উন্নতি হয় না, কেহ সুখী হইতে পারেন না, বিরুদ্ধ শক্তির বাধা দূর করাই কর্ম্মের রূপ, উন্নতির উপায়, বিরুদ্ধ শক্তির বাধাপনোদনই যুদ্ধ। চিকিৎসক রোগের সহিত যুদ্ধ করেন, দেব প্রকৃতি আসুর প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করেন, ধর্ম্ম, অধর্ম্মের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করেন। অতএব বেদে যুদ্ধের প্রশংসা থাকাই উচিত। পরে এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বিস্তার পূর্ব্বক তাহা বলিব। আমি বৈদিক আর্য্যজাতিকে যে, নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ ও স্বভাবতঃ রাজভক্ত বলিয়াছি, বলিয়া থাকি, তাহার কারণ কি, যথার্থভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে, ভয় প্রযুক্ত বা কোনরূপ পার্থিব লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমি যে এইরূপ কথা বলি না, তাহা (যদি পার) বিশ্বাস করিও। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, তোমরা যদি যথাশাস্ত্র রাজভক্ত হও, তাহা হইলে, রাজা তোমাদিগকে পালন করিতে কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না, তাহা হওয়া প্রকৃত রাজার পক্ষে অসম্ভব। বহু পূর্ব্বে আমি মানবতত্ত্বে লিখিয়াছি, "যাহা হোক্, রাজা যে প্রজার অনিষ্টাচরণ করিতে পারেন না, তাহা—সুশীতল জল কখন দগ্ধ করিতে পারে না এই কথার ন্যায় সত্য। যিনি প্রকৃতি বা প্রজারঞ্জন, যিনি প্রজাপালনার্থ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত, তিনি কি প্রজার অহিতাচরণ করিতে পারেন ?"—মানবতত্ত্ব। এখন চিন্তা কর, দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইতে দেখিয়া সহৃদয় বৈদিক আর্য্যজাতির কি শিক্ষা পাওয়া উচিত ?

জিজ্ঞাসুদ্বয়—এখন পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছি যে, আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, আমরা আর যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ নহি, আমরা আর যথার্থ রাজভক্ত নহি, আমরা এখন বেদ-শাস্ত্রের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, প্রতিমা পূজনকে আমরা এখন পুতুল পূজা (Idol worship) বলিয়া বিশ্বাস করি, প্রতিমাকে আমরা আর সপ্রাণ সচৈতন্য সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়া ভাবিতে পারি না, তাই মুসলমানেরা আমাদের পবিত্র প্রাণ প্রিয়তর দেববিগ্রহের এই প্রকার অসহনীয় অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছেন। স্বধর্ম্মনিরত পুরুষই তেজস্বী হয়েন, পূজ্যপাদ শুক্রাচার্য্যের এই কথা যে, অতিমাত্র সারগর্ভ, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, আমাদের এখন তাহা কিয়ৎপরিমাণে অনুভব হইতেছে।

শ্রীরামঃ

শরণং মম।

মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষের নিদান।

রাগ ও দ্বেষের বা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের (Attraction and Repulsion) তত্ত্ব বিনির্ণয়।

বক্তা—মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষের কারণ কি, নিশ্চয় পূর্ব্বক তাহা জানিতে হইলে, রাগ ও দ্বেষের স্বরূপ কি, প্রথমে তাহা চিন্তা করিতে হইবে, কারণ অখিল জাগতিক পদার্থই রাগ-দেষাত্মক, কি জড়জগতে, কি উদ্ভিজ্জগতে কি জীবজগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা রাগ-দ্বেষবিনির্ম্মুক্ত, যাহার কাহারও প্রতি আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ নাই, যাহার কাহারও প্রতি প্রীতি ও অপ্রীতি নাই। অণু, পরমাণু রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, সপ্রাণ জড় বা উদ্ভিদেরা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, সপ্রাণ, সাধারণ চৈতন্ত বিশিষ্ট প্রাণিগণ রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, মনুষ্যাদি বিশিষ্ট চেতন পদার্থেরাও রাগ-দ্বেষের বশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। রসায়নতন্ত্র (Chemistry), ভূততন্ত্র (Physics), প্রাণবিদ্যা (Biology) মনোবিজ্ঞান (Psychology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখা প্রকৃত প্রস্তাবে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ বর্ণন করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন। জগতের সৃষ্টি ও লয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, আপাত দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয়ের কারণ। তোমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছ, করিয়া থাক, অতএব আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তি দ্বয়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বর্ণিত স্বরূপের সহিত তোমাদের পরিচয় আছে, সন্দেহ নাই। বলিতে পার, কোন এক বস্তু বা ব্যক্তি যে, অন্য এক বস্তু বা ব্যক্তিকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করে, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু ইন্দু—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 'আকর্ষণ দ্রব্যের স্বভাব, ইহা দ্রব্য নিষ্ঠ ধর্ম্ম', আকর্ষণ কোন্ পদার্থ, এই প্রশ্নের এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উত্তর দেন না।

বক্তা—'বিপ্রকর্ষণ' কোন্ পদার্থ?

জিজ্ঞাসু ইন্দু—যে শক্তি বশতঃ দ্রব্যের অণু সকল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হয়, তাহা 'আকর্ষণ' (Attraction), এবং যে শক্তি বশতঃ উহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হয়, তাহা 'বিপ্রকর্ষণ' (Repulsion)। 'আকর্ষণ' ও 'বিপ্রকর্ষণ' ইহারা এক মিথুন (universally Co-existent)। আকর্ষণ কদাচ বিপ্রকর্ষণ বিরহিত হইয়া, এবং বিপ্রকর্ষণ কখনও আকর্ষণ শূন্য হইয়া অবস্থান করে না, আকর্ষণের পর বিপ্রকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের পর আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী।

বক্তা—'আকর্ষণ কদাচ বিপ্রকর্ষণ শূন্য হইয়া অবস্থান করে না,' এই কথার অভিপ্রায় কি?

জিজ্ঞাসু ইন্দু—তাহাত জানি না।

জিজ্ঞাসু অক্ষয়—বাবা! 'আকর্ষণ' 'বিপ্রকর্ষণ', নবীন প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ এই পদার্থদ্বয়কেই বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতীচ্য বিজ্ঞান ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া, আমাদের তৃপ্তি হয় নাই, 'আকর্ষণ' ও 'বিপ্রকর্ষণ' বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, তাহা আমাদের যথার্থভাবে বুদ্ধি গোচর হয় নাই।

বক্তা—ত্রিগুণতত্ত্বের স্বরূপাবলোকন হইলে, আমার বিশ্বাস এই সকল বিষয় সুখবোধ্য হইবে। বেদের উপদেশ—উষ্ণ (অগ্নি) সবিতা-পুংশক্তি, এবং শীত (সোম) সাবিত্রী—স্ত্রী শক্তি। উষ্ণ কদাচ শীত বা সোম শক্তি বিরহিত হইয়া, অপিচ শীত কদাচ উষ্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া, অবস্থান করে না। যেখানে উষ্ণ, সেইখানে শীত এবং যেখানে শীত, সেইখানে উষ্ণ বিদ্যমান আছে। আণবিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ যথাক্রমে সোম ও অগ্নির কার্য্য, অতএব আকর্ষণ—বিপ্রকর্ষণ এক মিথুন (উষ্ণমেব সবিতা শীতং সাবিত্রী, যত্র-হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণ মিত্যেতে দ্বেযোনী একমিথুনম্।"—গোপথ ব্রাহ্মণ ১ম প্রপাঠক)। যে শক্তি দ্বারা অণু সকল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হয়, তাহা সংসর্গ বৃত্তিক সোমাখ্য শক্তি এবং যদ্বারা ইহারা বিপ্রকৃষ্ট হয়, তাহা ভেদবৃত্তিক 'অগ্নি' নামক শক্তি (Attractive and Repulsive forces)। অণুর সমষ্টি মহৎ এবং মহতের ব্যষ্টি অণু, অতএব অণুর যাহা ধর্ম্ম, বলা বাহুল্য, মহৎও তদ্ধর্ম্ম বিশিষ্ট। চিন্তাশীল ইমার্শন্ অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন।*

* "He finds that the universe, as Newton said, 'was made at one cast,' the mass is like the atom,—the same Chemistry, gravity and conditions"——Progress of culture by Emerson.

একটী অণু যে কারণ বশতঃ অপর একটী অণুকে আকর্ষণ করে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম, সকল বস্তুই তৎকারণ বশতঃ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডাদি যাবতীয় বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাকে 'মহাকর্ষণ' বলে। আণবিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি এক সর্ব্ব ব্যাপক মহাকর্ষণ শক্তিরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—তাহারই অবান্তর ভেদ।

জিজ্ঞাসু ইন্দু—নিউটন, লকিয়ার্, স্যারজন্ হার্শেল্, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বুঝাইয়াছেন, 'চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল বস্তুই সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে'। বাবা! অনেক চিন্তা করিয়া, এই কথার যথার্থ আশয় কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক দ্রব্যই যে প্রত্যেক দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহার কারণ কি? আরো জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সকল দ্রব্যই যদি সকল দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তবে বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) নামক পদার্থের অস্তিত্ব আছে কেন? 'রাগ' ও 'দ্বেষ' (Attraction and Repulsion), তাহা হইলে এক মিথুন (Uuiversally co-existent) হইল কেন? তাহা হইলে এক জনের যাহা সুখপ্রদ বা রমণীয়, ব্যক্তিমাত্রের তাহা সুখপ্রদ বা রমণীয় না হয় কেন? সূর্য্যোদয়ে পুণ্ডরীক বিকসিত হয়, চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্ত দ্রবীভূত হইয়া থাকে, লোষ্টকে বলপূর্ব্বক উর্দ্ধে প্রক্ষেপ করিলে, উহা বাধ্য হইয়া, কিয়দ্দূর উত্থিত হয় বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই, প্রবাসীর স্বদেশাগমনের ন্যায় ত্বরিত গতিতে পৃথিবীর অঙ্কে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। রসায়নতন্ত্র প্রসিদ্ধ হাইড্রোজেনাদি ভৌতিক পদার্থ সমূহের মধ্যে সকলের প্রতি সকলের সমভাবে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ নাই, গন্ধক অক্সিজেনের সম্বন্ধে ধন (Positive), কিন্তু হাইড্রোজেনের সম্বন্ধে ঋণ (Negative)। ধন (Positive) ঋণ (Negative) কে আকর্ষণ করে, কিন্তু ধনকে বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, রাসায়নিক আকর্ষণ সজাতীয় অণুসমূহের মধ্যে হয় না, বিজাতীয় অণু সমূহই পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইয়া থাকে, অপিচ আণবিক গুরুত্বের অণুপাত অনুসারে রাসায়নিক সংযোগ হয়। আকর্ষণ তত্ত্বের স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইলে, আমাদের এইরূপ বহু বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয়, প্রতীচ্য বিজ্ঞান দ্বারা উহা বিনিবৃত্ত হয় না। বিজ্ঞান বলেন, প্রত্যেক অণুতেই ধন ও ঋণ (Positive and Negative) এই দ্বিবিধ তড়িৎ বিদ্যমান আছে।

বক্তা—মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ হইবার কারণ কি,

তদবধারণ আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। এই মুখ্য প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে, প্রথমে রাগ ও দ্বেষের কারণ কি, তাহা স্থির করিতেই হইবে। 'রাগ' ও 'দ্বেষের' স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেই, 'আকর্ষণ' ও 'বিপ্রকর্ষণের' রূপ নয়নে পতিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আমি এই নিমিত্ত আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সকল বস্তুই, চুম্বক-লৌহের ন্যায় পরস্পপরকে আকর্ষণ করে। আপাত দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথা যে সার্ব্বভৌম সত্য, তাহা বোধ হয় না, কারণ ইহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত জ্ঞান গোচর হইয়া থাকে। রাগ-দ্বেষ সম্ভূত বৈষম্যময় সংসারে এতৎসমর্থক দৃষ্টান্ত বিরল। সকল বস্তুই যদি সকলকে আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে, সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রকান্ত দ্রবীভূত হইত, চন্দ্রোদয়েও পুণ্ডরীক বিকসিত হইত, তাহা হইলে, অক্‌সিজেন হাইড্রোজেন প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সমূহের মধ্যে সকলেই সকলকে সমভাবে আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে, বিপ্রকর্ষণ বা দ্বেষের ছবি নয়নে পতিত হইত না, তাহা হইলে মুসলমানেরা বৈদিক আর্য্য-জাতির স্বভাবতঃ বিদ্বেষী হইতেন না। তবে কি সকল বস্তুই সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাটী মিথ্যা? মিথ্যা নহে, তবে এ সম্বন্ধে আরো বহু কথা বলিবার আছে। "আকর্ষণের কারণ কি, পাশ্চাত্য সুধীগণ, 'আকর্ষণ দ্রব্যের স্বভাব' এতদ্ব্যতীত আর কোন উত্তর দিতে পারেন নাই," তোমাদের এই কথা মিথ্যা নহে। পাণ্ডিত্যবিভূষিত, বিদ্যাবিনীত মহামতি নিউটন, মাধ্যাকর্ষণকে যাঁহারা জড় পদার্থ নিষ্ঠধর্ম্ম, জড়পদার্থের স্বভাব বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণকে তোমরা কখন কখন জড় পদার্থ নিষ্ঠ ধর্ম্ম বা জড় পদার্থের স্বভাব বলিয়া থাক, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের কারণ সম্বন্ধে আমাকেও তোমরা ঐরূপ মতাবলম্বী বলিয়া স্থির করিও না, মাধ্যাকর্ষণের কারণ অবগত হইয়াছি আমি এবম্প্রকার অভিমান করি না। আকর্ষণ কোন্ পদার্থ, বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এবং যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা অন্যের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু আমার তদুত্তর শ্রবণ পূর্ব্বক তৃপ্তি হইয়াছে। শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, এবং ঈপ্সিত পাইবার জন্যই সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে, কর্ম্মমাত্রেই ঈপ্সিত প্রাপ্ত্যর্থক। যাহা, যাহার প্রকৃতি, যাহা যাহার কারণ, যাহা যাহার অন্তরতম, যাহা যাহার 'আত্মা', তাহাই তাহার ঈপ্সিততম। যতপ্রকার আন্তর্য্য—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, স্বানতঃ আন্তর্য্যই

তন্মধ্যে প্রধানতম। যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য আছে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে, আন্তর্য্য বা আন্তরিক সম্বন্ধের মাত্রানুসারে আকর্ষণ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলি দেব বলিয়াছেন, যে যাহার বিকার, যাহার সহিত যাহার স্থানতঃ আন্তর্য্য আছে, সে তাহার সহিত মিলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। গো বৎস সকল দিবসে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মার ক্রোড় ছাড়িয়া বহুদূরে গিয়া বিচরণ করে, কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইলে, সকলেই 'মা,' 'মা' বলে ডাকিতে ডাকিতে স্ব-স্ব গর্ভধারিণীর সমীপে আগমন করিয়া থাকে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও যে, যাহার প্রসব,—যাহা হইতে যে প্রসূত হইয়াছে, সে তাহার ক্রোড় খুঁজিয়া লয়। যে যাহার বিকার—কার্য্য, যাহা হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার ক্রোড়ে গিয়া জুড়াইতে চায়, আন্তর্য্যের মাত্রানুসারে আকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যাহার সহিত যাহার আন্তরিক সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত সে মিলিত হয় না, তাহার প্রতি তাহার উপেক্ষা বা দ্বেষ হইয়া থাকে। কেবল চেতন পদার্থ নহে, অচেতন পদার্থ সমূহও এই নিয়মাধীন। লোষ্টকে বলপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে বাহুবেগ প্রণোদিত হইয়া উহা কিয়দ্দূর উত্থিত হয় বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পৃথিবীবিকার, অচেতন লোষ্টও, আন্তর্য্য বশতঃ পৃথিবীর অঙ্কে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু— যে যাহাব বিকার, যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত তাহার যে আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সকল বস্তুই যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহার কারণ কি? সকল বস্তুইত সকলের বিকার হইতে পারে না।

বক্তা—'জগৎ ত্রিগুণময়, মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং অভিতঃ রজঃ ও তমঃ (Attraction and Repulsion) কার্য্যাত্মভাবের (যাহার জন্মাদি বিকার হইয়া থাকে তদ্ভাবের) ইহাই স্বরূপ,' ভগবান্ যাস্কের এই কথা এই স্থলে স্মরণ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বই কেন্দ্রস্থান, এই অবিলোপী—এই অচঞ্চল পদার্থের আশ্রয়েই আবির্ভাব—তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ ক্রিয়া করিয়া থাকে। সৎএর ভাব 'সত্ত্ব'। অতএব বলিতে পারা যায়, সত্ত্বই বস্তু মাত্রের ধর্ম্ম, যে কোন বস্তু হোক্, তাহা সত্ত্ব বিকার, সত্ত্বই সকল বস্তুর উৎপত্তি-স্থিতিলয়ের কারণ। যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য—সাদৃশ্য—সাধর্ম্ম আছে, সে তাহাকে ভালবাসে, তাহার সহিত সে মিলিত হয় বা হইবার চেষ্টা করে, তাহার প্রতি

তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে। বস্তু মাত্রেই যখন সত্ত্ববিকার, তখন সকল বস্তুর সহিত সকল বস্তুর আন্তর্য্য;—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। সকল বস্তুর সহিত সকলের আন্তর্য্য আছে, এই কথা যাঁহার সুখ বোধ্য, এবং যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য বা আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সে তাহাকে ভালবাসে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হয়, তাহার সহিত সে মিলিত হয়, বা হইবার চেষ্টা করে, এ কথা যিনি স্বীকার করেন, তাঁহার সমীপে 'সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে' ইহা দুর্ব্বোধ্য হইবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার পদার্থ আছে, হইতেছে, হইবে তৎসমুদায় এক পরম কারণের কার্য্য, এক মূল শক্তির পরিণাম, সকল বস্তুই সুতরাং মূলতঃ পরস্পর আন্তরিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ, সকলের সহিত সকলের (ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে) স্থানতঃ আন্তর্য্য আছে।

জিজ্ঞাসু ইন্দু—সকল বস্তুই মূলতঃ এক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব সকলের সহিত সকলের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, তাহা মনিয়া লইলাম, এখন জানিতে হইবে, তাহা হইলে বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) নামধেয় পদার্থের অস্তিত্ব আছে কেন? রাগ-দ্বেষ তাহা হইলে, এক মিথুন হইল কেন? প্রেম তাহা হইলে সার্ব্বভৌম পদার্থ না হইল কেন? মুসলমানদিগের তাহা হইলে, হিন্দুর প্রতি সহজ বিদ্বেষ হইল কেন? যাহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত নহে, যাহারা তাঁহাদের দৃষ্টিতে অধার্ম্মিক, নাস্তিক (Infidel kafir), তাহাদিগকে হত্যা করিলে, স্বর্গলাভ হয়, মুসলমানদিগের তবে এইরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ কি? তাহা হইলে, প্রত্যেক অণু ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তাড়িতাত্মক, আধুনিক বিজ্ঞানের মুখ হইতে এই কথা শুনিতে পাই কেন?

বক্তা—ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে, বিশুদ্ধ সত্ত্ব কেন্দ্র স্থান' 'বিশুদ্ধ' এই বিশেষণ পদটীর স্বরূপ কি, তাহা চিন্তিত হয় নাই। অতএব দেখা যাক্ 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' বলিতে ভগবান্ যাস্ক কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

যে সত্ত্বে কোনরূপ উপরাগ বা লেপ নাই, কর্ম্মজনিত সংস্কার নাই, যাহা অপরিচ্ছন্ন, তাহাই বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই মলিন বা রঞ্জিত সত্ত্ব সমূহের কেন্দ্র, ইহাঁরই আশ্রয়ে আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক জাগতিক বস্তুজাত অবস্থান করে, ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়াই নিখিল গতি প্রবর্ত্তিত হয়, নিখিল রঞ্জিত বা কষায়িত সত্ত্বের ইনিই আরাম স্থল। 'তুমি,' 'আমি,' 'ইদং,' 'তৎ' ইহারা রঞ্জিত, বিকৃত বা কষায়িত সত্ত্ব। রঞ্জিত বা কষায়িত বস্তুজাতের মধ্যে যে বস্তুর

সহিত যাহার আন্তর্য্য আছে, সাদৃশ্য আছে, যে বস্তুর সহিত যাহার আপাত প্রতীয়মান সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হয়, সে তাহাকে আত্মীয় মনে করে, তাহার সহিত সে মিলিত হয় বা হইবার চেষ্টা করে, আর যাহার সহিত যাহার আপাত প্রতীয়মান আন্তর্য্য নাই, তাহার প্রতি তাহার (প্রকৃতি অনুসারে) উপেক্ষা বা বিদ্বেষ হইয়া থাকে। আমরা যাহা দেখি, যাহাদের অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, যাহা জাগতিক, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বের মায়া পরিচ্ছিন্ন রূপ, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বোপরি সংলগ্ন রাগ দ্বেষাত্মক রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয় কৃত উপরাগ, তাহা রঞ্জিত বা কষায়িত সত্ত্ব। সকল বস্তুই সকলকে আকর্ষণ করে কেন? এই প্রশ্নের তাহা হইলে উত্তর হইতেছে, সকল বস্তুই মূলতঃ একস্থান হইতে, এক জনক-জননী হইতে প্রসূত হইয়াছে, সকলেই সকলের (ব্যাপক দৃষ্টিতে) সোদর, সকলের সহিত সকলের মূল স্থানতঃ আন্তর্য্য—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, তাই সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাই সকলের প্রতি সকলের সোদরোচিত প্রেম আছে। আমরা তাহা বুঝি না কেন? কেন হৃদয়ে দ্বেষের উদয় হয়? ইনি আত্মীয়, উনি পর, ইনি প্রিয়, উনি অপ্রিয়, এটী বিষ, ওটী অমৃত, ইনি শত্রু, উনি মিত্র এবম্প্রকার বুদ্ধি কেন হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে?

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! সকলের প্রতি সকলের সোদরোচিত প্রেম আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না কেন, তাহা বুঝিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইব, দুর্ব্বোধ্য বিজ্ঞান ব্যাখ্যাত তথ্য সমূহের এবম্প্রকার সরল রসাত্মক বিশ্বতোমুখ মধুময় ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে যে, কত লাভ হয়, কত আনন্দ হয়, বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

বক্তা—মনে কর তোমার একটী সহোদর তোমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি তাহাকে কখন দেখ নাই, তোমরা উভয়েই প্রবাসী, উভয়েই পরগৃহে লালিত পালিত হইয়াছ। সোদরের সহিত তোমার যে, কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা তুমি জান না, এবং কেহ জানাইয়া না দিলে, আপনা হইতে তাহা জানিবার শক্তিও তোমার নাই। এইরূপ অবস্থায় সহোদরের প্রতিও যে জন্য দর্শন মাত্রেই তোমার সোদরোচিত আকর্ষণ হয় না, সাক্ষাৎ মাত্রেই যে নিমিত্ত তুমি তাহাকে আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পার না, জাগতিক বস্তু সমূহ, মুলতঃ এক স্থান হইতে প্রসূত হইলেও, সকলের সহিত সকলের মূল স্থানতঃ আন্তর্য্য থাকিলেও, তজ্জন্য সকলেই সকলকে ভাল বাসিতে

পারে না, সকলের প্রতি সকলের আকর্ষণ হয় না। বিদেশ বাস বা দূরবর্ত্তিতা নিবন্ধন আকর্ষণের হ্রাস হয়, বিরাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দূরত্বের বর্গানুসারে মাধ্যাকর্ষণের হ্রাস হয়। এ সত্য উক্ত ব্যাপক সত্যেরই অংশারী, উহারই পরিচ্ছিন্ন রূপ। যাঁহার চিত্ত যে মাত্রায় শুদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বের নিকটবর্ত্তী, যিনি যে পরিমাণে ধার্ম্মিক, যে পরিমাণে নির্ম্মল—নিষ্পাপ, উপরাগ বা পরিচ্ছেদ রহিত, যাঁহার আত্ম বোধের প্রসার যে 'পরিমাণে' অধিক, তিনি সেই পরিমাণে প্রেমিক হন, তাঁহার আত্মীয়বর্গ সেই পরিমাণে অধিক। প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিকাশ না হইলে, বিশ্বজনীন প্রেমের উদয় হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু ইন্দু—যে যাহার বিকার, যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে, এবং যত প্রকার আন্তর্য্য আছে, তন্মধ্যে স্থানতঃ আন্তর্য্য প্রধানতর—বলীয়ান্, এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, সংসক্তি (Adhesion) ও রাসায়নিক আকর্ষণের (Chemical attraction) কিরূপে উৎপত্তি হইবে? যে শক্তি প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের অণু সকল পরস্পর মিলিত হয়, তাহার নাম "সংসক্তি" * এবং যে শক্তি প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূলভূতের পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত নূতন পদার্থ উৎপাদন করে, তাহার নাম রাসায়নিক আকর্ষণ (Chemical attraction)। যে দ্রব্য, ধর্ম্ম বা গুণ সম্বন্ধে যে দ্রব্যের যত বিষম, রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বলেন, তদ্দ্রব্যের রাসায়নিক আকর্ষণ তত প্রবল হইয়া থাকে, ধর্ম্মতঃ বিষম দ্রব্য সমূহই পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় ("Chemical attraction must from its very nature be exerted between dissimilar Substances")† যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য বা আন্তরিক সম্বন্ধ আছে তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে, এবং যত প্রকার আন্তর্য্য—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে স্থানতঃ আন্তর্য্য বলবত্তম, সংসক্তি ও রাসায়নিক আকর্ষণে এই নিয়মের সঙ্গতি হয় কি?

---

* "Analogous to cohesion, or the power which holds similar particles together, is that of adhesion which is exerted between the particles of different kinds of matter." —*Miller's Elements of Chemistry, Partp. I,* 63.

† *Ibid,* p. 9.

বক্তা—বিনাপ্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেহ কাহারও সহিত মিলিত হয় না (Everything in the universe takes place for a certain reason and has a specific action depending on certain conditions)। শ্রুতির উপদেশ, জগৎ ভোক্তৃ-ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক, কোন জাগতিক বস্তুই পূর্ণ বা পর্য্যাপ্ত (Absolute or perfect) নহে, জাগতিক বস্তু মাত্রেই ধন ও ঋণ (Positive and Negative) এই উভয়াত্মক। পরমাণু পুঞ্জ ও ভোক্তৃ-ভোগ্য এই দ্বিবিধ শক্তির সম্মূর্চ্ছিত ভাব, ইহারাও অগ্নীষোমাত্মক। সংসারে উপকার-প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারও সহিত কাহারও অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, সম্বন্ধ মাত্রেই উপকার প্রত্যুপকারাত্মক ("ন হ্যুপকার প্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপদ্যতে")। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলে, সম্বন্ধতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর বিস্তর উপকার হইবে। পাশ্চাত্য রাসায়নিক সুধীবর্গের "যে যে বস্তুদ্বয় রাসায়নিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত বিষম (Dissimilar,) তাহাদের পরস্পর সংযুযুক্ষা (মিলনেচ্ছা) তত প্রবলা" এইরূপ উপদেশ, আমার বিশ্বাস, অসন্দিগ্ধ বা বিশদ নহে। রাসায়নিক আকর্ষণের তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া ভিন্ন—ভিন্ন প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ভিন্ন—ভিন্ন রূপ অনুমান করিয়াছেন। স্যার হম্‌ফ্রে ডেভী বলিয়াছেন, 'যে সকল দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ আছে; তাহারা পরস্পর বিভিন্ন তাড়িতাত্মক, তাহাদের মধ্যে একটী ধন তাড়িত ধর্ম্মী, অন্যটী ঋণ তাড়িত ধর্ম্মী; এই বিরুদ্ধ তাড়িত ধর্ম্মবত্ত্ব যে বস্তুদ্বয়ে যে পরিমাণে অধিক তদ্বস্তুদ্বয়ের পরস্পর সংযুক্ত হইবার ইচ্ছা সেই পরিমাণে প্রবলা। ধনের (positive) প্রতি ধনের বা ঋণের প্রতি ঋণের (Negative) রাসায়নিক আকর্ষণ হয় না। এক বস্তুই সম্বন্ধি ভেদে ধন-ঋণ উভয়ধর্ম্মী হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, প্রত্যেক পরমাণুতেই (Atom) ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তাড়িত বিদ্যমান আছে। "প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ অগ্নীষোমাত্মক, জগৎ অগ্নি ও সোমের পরিণাম", বেদ-শাস্ত্রের এই উপদেশের বোধ হয় ইহাই আশয়। রাসায়নিক সম্বন্ধে (Chemical affinity) ও তাড়িতাকর্ষণ (Electrical attraction), এই দ্বিবিধ শক্তি যে, সমানাত্মিকা (Identical) ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মানুষের হৃদয়ে যেরূপ রাগ-বিরাগ (Love and hate) আছে, খনিজ

পদার্থ সমূহেও (In minerals) সেইরূপ রাগ-বিরাগ আছে, মিলন-বিচ্ছেদের অভিনয় ইহাদের মধ্যেও হইয়া থাকে। 'সংসারে উপকার-প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহার সহিত কাহারও অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না,' সম্বন্ধ মাত্রেই উপকার-প্রত্যুপকার মূলক, পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই অমূল্যোপদেশের প্রকৃত আশয় কি, যথাযথ ভাবে তাহা উপলব্ধি হইলে, রাসায়নিক আকর্ষণ বা রাসায়নিক সম্বন্ধের স্বরূপ অনেকাংশে বিনিশ্চিত হইবে। পূর্ণত্ব প্রাপ্তিই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মের উদ্দেশ্য। যাঁহার যাহা আছে, যাঁহার যৎপদার্থের অভাব নাই, তিনি তাহা চান না, যাঁহার যাহা নাই, যাঁহার যৎপদার্থের অভাব আছে, তিনি তৎপদার্থেরই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহাকে পাইবার জন্যই, তিনি অধ্যবসায় করেন—কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন। অপূর্ণ-অভাব বিশিষ্ট কিছু না কিছু চান। যাঁহার যৎপদার্থে অভাব আছে, তৎপদার্থ সম্বন্ধে তিনি ঋণী (Negative) এবং যাঁহার যৎপদার্থের অভাব নাই, তৎপদার্থ সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ, তিনি ধনী (Positive) অভাব মোচন বা ঈপ্সিত প্রাপ্তিই যখন কর্ম্মের উদ্দেশ্য, তখন ধনীর প্রতি ঋণীর আকর্ষণ হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, উপকার-প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহার সহিত কাহারও অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, সম্বন্ধ মাত্রেই উপকার-প্রত্যুপকার মূলক। যে সকল পদার্থ রাসায়নিক সম্বন্ধে পরস্পর যত বিষম, তাহাদের পরস্পর সম্মিলনের ইচ্ছা তত প্রবলা, এতদ্বাক্য হইতে 'সম্বন্ধ মাত্রেই উপকার-প্রত্যুপকার মূলক,' 'ধনীর প্রতি ঋণীর আকর্ষণ হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব,' এই কথার সারবত্তা অধিকতর। তড়িৎ বা ইংরাজী ভাষায় ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity) এই শব্দদ্বয় দ্বারা যৎপদার্থ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা বেদ বা অন্যান্য বেদমূলক শাস্ত্র ব্যবহৃত 'তেজঃ' শব্দ বোধ্য অর্থ হইতে ভিন্ন নহে। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য, বেদ-শাস্ত্রে তেজস্তত্ত্বের যে প্রকার ব্যাপক রূপ বর্ণিত হইয়াছে, বিজ্ঞানে ইলেক্ট্রিসিটির সে প্রকার ব্যাপক রূপ প্রদর্শিত হয় নাই, বৈজ্ঞানিকেরা সকল তত্ত্বের জড় শরীরই দেখিয়াছেন, সকলতত্ত্বের জড়াবস্থারই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইঁহারা কোন তত্ত্বের আত্মার রূপ দর্শন করিতে পারগ হন নাই, বেদ তেজের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামঃ

শরণং মম।

নৈসর্গিক ঈশ্বরপরায়ণ অতএব স্বভাবত রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের আপৎ-কালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য ?

বিচারিত বিষয় সূচনিকা—

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রস্তাবনা—শান্তিপ্রিয় বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা, কি কারণে আমাদের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল, কি করিলে আমাদের হৃদয় গগন হইতে এই ঘোর অশান্তিমেঘ দূরীভূত হইবে, আমাদের কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় সতত শঙ্কাযুক্তচিত্তে আবার কমনীয় শান্তি সুধাংশুর উদয় হইবে, এই দুর্দ্দিনে আমাদের কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য, প্রত্যেক বৈদিক আর্য্য জাতীয় নর-নারীর ইহাই এখন একমাত্র জিজ্ঞাসা; ধর্ম্ম সুখের—উন্নতির কারণ এবং অধর্ম্ম দুঃখের—অধঃপতনের হেতু শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই লোকের সুগতি—দুর্গতি বা উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে, স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যদিগের ইহাই সহজ বিশ্বাস, স্বধর্ম্মনিরত সুবিজ্ঞ বৃদ্ধমতানুবর্ত্তী নরপতি জগতের বৃদ্ধির (অভ্যুদয়ের) হেতু, সমুদ্রের শশাঙ্কের ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজা, প্রজাদিগের নয়নানন্দজনক, যদি সম্যঙ্‌নেতা নরপতি না থাকেন, তাহা হইলে, প্রজারা সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন অর্ণবতরণির ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে, শান্তি প্রার্থী, সর্ব্বথা আত্মহিতার্থী প্রজাদিগের ঈশ্বর প্রেরিত রাজার বচনে স্থিত হওয়া (রাজার আজ্ঞা বশবর্ত্তী হওয়া) অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মনিরত পুরুষই, তেজস্বী হন, স্বধর্ম্মপালন ব্যতিরেকে সুখ হয় না, স্বধর্ম্মপালনই শ্রেষ্ঠ তপঃ। শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থ

সিদ্ধির হেতু, উচ্ছাস্ত্র পৌরুষ সর্ব্ব অনর্থের কারণ, শ্রুতি শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ। ক্ষাত্রবল বৃদ্ধির এবং যুদ্ধের প্রয়োজন, নালিক ও মান্ত্রিক এই দ্বিবিধ অস্ত্রের কথা। "স্বাধীনতা" কাহাকে বলে। প্রজাপালন রাজার স্বধর্ম্ম, রাজা যদি স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হ'ন, তাহা হইলে, প্রজার কি কর্ত্তব্য? বেদ-শাস্ত্রের আজ্ঞাপালন বিনা কাহারও সুখ হয় না, অভ্যুদয় হয়না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে সর্ব্বতোভাবে বেদ-শাস্ত্রের আজ্ঞাপালন সাধ্য হইতে পারে কি? দুর্দ্ধর্ষ, দুর্বৃত্ত মানবোচিত হৃদয়শূন্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের দেবপ্রাণ হিন্দুর অসহনীয়, অবমাননা হইতেছে দেখিয়া, অসহায়া, অবলাদিগের প্রতি পাশব অত্যাচার হইতেছে অবলোকন করিয়া বা শুনিয়া, শান্তিপ্রিয় ঈশ্বর পরায়ণ রাজভক্ত, স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ কি করিবেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—'নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ' ও 'স্বভাবতঃ রাজভক্ত' এই পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা, বৈদিক আর্য্যজাতিকে কি নিমিত্ত এই বিশেষণদ্বয় দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—'শান্তিপ্রিয়' ও 'স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু' এই বিশেষণ দ্বয়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—'স্বধর্ম্ম' কাহাকে বলে? 'আপৎকালে' এই শব্দের অর্থ কি? 'বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের আপৎকালে কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য' এইরূপ প্রশ্নোত্থাপনের অভিপ্রায় কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—'পুরুষকার' শব্দের অর্থ, 'শাস্ত্রিত' ও 'উচ্ছাস্ত্র' এই দ্বিবিধ পুরুষকারের স্বরূপচিন্তন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—যাঁহারা বেদশাস্ত্র মানেন না, তাঁহাদের আপৎকালে কিরূপ প্রতীকার চেষ্টা হওয়া প্রাকৃতিক, যাঁহারা বেদ-শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, যাঁহারা স্ব-স্ব প্রতিভা বা নিজ নিজ যুক্তিরই অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের পুরুষকার কি সর্ব্বত্র বিফল হইয়া থাকে? যাদৃশ পুরুষকার অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হয়, তাদৃশ পুরুষকার যে, (কর্ম্ম কর্ত্তা বুঝুন না বুঝুন, স্বীকার করুন না করুন) বেদ-শাস্ত্রের অনুকূল পুরুষকার হইবেই তৎপ্রতিপাদন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ক্ষাত্রবল বৃদ্ধির চেষ্টা বিষয়ক প্রশ্ন ও তদুত্তর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—'যোগের সমান বল নাই' এই কথার অর্থ, ক্ষাত্রবল হইতে ব্রাহ্মবলের উৎকৃষ্টতরত্ব প্রতিপাদন।

নবম পরিচ্ছেদ—'যুদ্ধ' ও ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে যুদ্ধের প্রশংসা, ষড়্‌বিধ বলের কথা।

দশম পরিচ্ছেদ—'নালিক' ও 'মান্ত্রিক' এই দ্বিবিধ অস্ত্রের কথা, 'যথার্থ ঈশ্বর পরায়ণ অতএব প্রকৃত রাজভক্ত হইয়া, বেদ—শাস্ত্রজ্ঞ, বেদ—শাস্ত্রনিষ্ঠ, মহাপুরুষের উপদেশানুসারে কর্ম্ম না করিলে, বেদ-শাস্ত্রের অনুকূল কর্ম্ম করা হয় না', এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ—'বেদ' ঈশ্বরের পরাশক্তি, ঈশ্বর হইতে বেদ ভিন্ন সামগ্রী নহেন, ঈশ্বরই ক্ষত্রিয়ের যোনি, 'ক্ষত্রিয়ের নাভি' শুক্ল যজুর্ব্বেদের এই কথার তাৎপর্য্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—অশিক্ষিত মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, অসহায়া অবলাগণই যেন ইহাদের বিশেষতঃ অক্ষিগত হইয়াছে, কাপুরুষোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রধান ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হইয়াছে, ঈদৃশ আপৎকালে বৈদিক আর্য্য সন্তানগণের কিরূপ প্রতিকার চেষ্টা কর্ত্তব্য ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—স্বধর্ম্ম নিরত রাজার ও রাজার রাজা বা ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া কাপুরুষতা নহে। আমাদের বর্ত্তমান রাজাকে বেদ-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি, এই প্রশ্নের উত্তর। সকলেই কর্ম্মাধীন, রাম রাজ্যে বাস করিবার মত কর্ম্ম না করিলে, রাম রাজ্যে বাস হইতে পারেনা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—ইন্দ্র পৃথিবীতে নরপতি রূপে বিচরণ করেন, অতএব প্রজাপুঞ্জের তাঁহার আজ্ঞা অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করা অনুচিত। রাজা যাহা করেন, তাহাই প্রমাণ, নির্গুণ হইলেও পতি যেমন স্ত্রীর পূজ্য, সেইরূপ নির্গুণ হইলেও নরপতি (যিনি স্বীয় তপঃ বা রাজত্ব প্রাপক পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ ঈশ্বরকর্ত্তৃক নরপতি রূপে প্রেরিত হইয়াছেন) প্রজাগণের পূজ্য ("রাজা নাম চরত্যেষ ভূমৌ সাক্ষাৎ সহস্রদৃক্। ন তস্যাজ্ঞামতিক্রম্য প্রতিষ্ঠেরন্নিমাঃ প্রজাঃ॥ যদেব কুরুতে রাজা তৎপ্রমাণমিতি স্থিতিঃ। নির্গুণোঽপি যথা স্ত্রীণাং পূজ্য এব পতিঃ সদা। প্রজানাং নির্গুণোঽপ্যেবং পূজ্য এব নরাধিপঃ॥")। প্রজারা রাজার তপঃক্রীত, অতএব নরাধিপ উহাদের প্রভু, অতএব প্রজাদের রাজার বচনেস্থিত হওয়া উচিত, বার্ত্তা, (কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তি), রাজাশ্রয়—রাজাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ("তপঃ ক্রীতাঃ প্রজা রাজ্ঞঃ" * * *) রাজ বিষয়ক

ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ সমূহের (যাহারা ইদানীং কি প্রতীচ্য সুধীবর্গ, কি ভারত-বর্ষীয় শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দ সকলেরই উপেক্ষিতব্য, সকলেরই হেয়, সকলেরই উপহাসাস্পদ) তত্ত্ব বিচার। আমরা যদি স্বধর্ম্ম নিরত হই, আমরা যদি রাজার বচনেস্থিত হই, রাজাকে কোনরূপ বাধা প্রদান না করি, তাহা হইলে, রাজা কখনও আমাদের অনিষ্টাচরণ করিবেন না, করিতে পারিবেন না, বাধা দিলেই বাধা পাইতে হয়, যে কাহাকেও বাধা দেয় না, সে কাহারও সকাশ হইতে বাধা পায় না, যিনি সর্ব্বতোভাবে অহিংসা ধর্ম্ম পরায়ণ, তাঁহাকে কেহই হিংসা করে না, করিতে পারে না, ইত্যাদি অমূল্য শ্রুতি-শাস্ত্রোপদেশ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীশ্রীরামঃ

শরণংমম

নৈসর্গিক ঈশ্বরপরায়ণ, অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের আপৎ-কালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য?

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি, এল্, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল এবং শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

শান্তিপ্রিয় বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা।

জিজ্ঞাসু বেচারাম—বাবা! শান্তিপ্রিয় বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের বস্তুতঃই বড় দুর্দ্দিন আসিয়াছে, ইঁহাদের হৃদয় গগন ক্রমশঃ গাঢ় অশান্তি মেঘে আচ্ছন্ন হইতেছে,

বৈদিক আর্য্যজাতি কষ্টসহিষ্ণু, বিপদে স্বভাবতঃ ধীর, দুর্ভিক্ষ, হৃদয় প্রকম্পক, গর্ব্ব মদ শোধক পাপভয়োৎপাদক প্লেগ্, ম্যালেরিয়া, মসূরিকা, প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রমারক রোগ সমূহ, ভূকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি আধিদৈবিক বিপত্তি আর্য্যহৃদয়ে বহুদিন হইতে সাটোপে নৃত্য করিতেছে, তথাপি নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ, স্বভাবতঃ রাজভক্ত, স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ করুণাময়, ন্যায়বান্ বিশ্ব সম্রাটের দিকে তাকাইয়া, সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, করিতেছে, কিন্তু এইবার যেন তাহাদের অসামান্য সহিষ্ণুতা, অনুপমেয় ধৈর্য্য ক্লান্ত হইয়াছে, বিচলিত হইয়াছে, আর যেন ইহারা দুঃখ সহিতে পারিতেছে না, সসীম শক্তি মানুষের সহন শীলতাদি গুণ অসীম হইতে পারে না, অতএব ইহাদের ক্লেশ সহিষ্ণুতা, ইহাদের ধৈর্য্য যে, ক্লান্ত হইবে, বিচলিত হইবে, তাহা বিস্ময়জনক নহে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে নিন্দা করা যায় না। যতই ক্ষুদ্র হোক্, যতই দুর্ব্বল হোক্, যতই নিরুপায় বা সাধনবিহীন হোক্, প্রাণরক্ষার্থ সকলেই চেষ্টা (Struggle) করে, বিপদ্ হইতে আত্মোদ্ধারের যত্ন সকলেরই হইয়া থাকে, আসন্ন অহিতের প্রতীকারোপায়ের অন্বেষণে উদাসীন হইয়া থাকা জীবমাত্রের সাধ্যাতীত, প্রিয়জনের দুঃখ দেখিয়া, নিরপরাধ, দুর্ব্বল, দুর্দ্ধর্ষ বলবৎ কর্ত্তৃক বিনা কারণে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকা মানবের পক্ষে অসম্ভবপর। অশিক্ষিত, নীতিবিহীন মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, অসহায়া অবলাগণই যেন ইহাদের বিশেষতঃ অক্ষিগত হইয়াছে, কাপুরুষোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যেন প্রধান ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হইয়াছে, মহাভারতে, রামায়ণে পুরাণ ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে, অরাজক জনপদের যাদৃশ দুর্গতির বর্ণন আছে, আমার বিশ্বাস, আমাদের অধুনা তাদৃশ দুর্গতিই হইয়াছে, অরাজক জনপদবাসীরা যেরূপ শান্তিহীন, দুঃখসঙ্কুল, জীবন যাপন করে, আমরাও এখন তদ্রূপ শান্তিহীন, দুঃখসঙ্কুল, সতত শঙ্কাযুক্ত জীবন যাপন করিতেছি, রামায়ণে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, অরাজক জনপদে যোগ (অলব্ধের—অপ্রাপ্তের লাভ) এবং ক্ষেম (লব্ধের রক্ষণ) হয় না, রাজরহিত জনপদে সেনারা প্রবল শত্রুদিগের নিবারণক্ষম হয় না ("নারাজকে জনপদে যোগঃ ক্ষেমং প্রবর্ত্ততে। ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন্ বিষহতে পরান্ ॥"—রামায়ণ)। অরাজক রাষ্ট্রে ধর্ম্ম থাকে না, রাজা না থাকিলে, প্রজার অপায় পরিহার (দুঃখ বিপদের নিবৃত্তি) হয় না, দুর্ব্বল তাহা হইলে, বলবান্‌দিগদ্বারা অভিভূত হয়, লোকে

তাহা হইলে, শাস্ত্র মর্য্যাদা অতিক্রম করে, পাপের স্রোতঃ তাহা হইলে খরতর-বেগে প্রবাহিত হয়, এক কথায়, তাহা হইলে, সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যেন অনেকতঃ তদ্রূপ হইয়াছে। কেন আমাদের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল, কি করিলে আমাদের এই ঘোর অশান্তিমেঘ দূরীভূত হইবে, আমাদের দুর্দ্দিন কাটিবে, বৈদিক আর্য্য হৃদয় গগনে আবার কমনীয় নয়নানন্দজনক সুধাংশুর উদয় হইবে, এই দুর্দ্দিনে আমাদের কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য, প্রত্যেক বৈদিক আর্য্যজাতীয় নর-নারীর ইহাই এখন একমাত্র জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বাবা! আমাদের যে এমন দুর্দ্দিন আসিবে, ইতঃ-পূর্ব্বে কোনদিন তাহা মনে হয় নাই। বাবা! এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

বক্তা—আমি এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিব? আমি এ সম্বন্ধে যাহা বলিব, তোমাদের কি, তাহা ভাল লাগিবে?

জিজ্ঞাসু বেচারাম—আট দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা ছিলাম, এখন আর আমি তাহা নাই বাবা, ৺ কাশীধামে আপনার দর্শন লাভের পর হইতে আমার আমিত্বের বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, আমার প্রতিভা এখন ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, আমার রুচি, আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি যেন ক্রমশঃ নূতন ছাঁচে আকারিত হইতেছে, আপনার উপদেশই এখন সদুপদেশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, শাস্ত্রিত পুরুষকারই যে, সর্ব্বথা লোকদ্বয়ের হিতকারী, অধুনা এইরূপ বিশ্বাসই আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে, উচ্ছাস্ত্র পৌরুষ দ্বারা যে, কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, উচ্ছাস্ত্র পৌরুষ যে, উন্মত্তের অনর্থক চেষ্টা, আপনার কৃপায় এখন তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইতেছে। আমি এই নিমিত্ত আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কারণ কি, কেন আমাদের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা আপতিত হইল, এই আপৎকালে আমাদের কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আমার দৃঢ় প্রত্যয় আপনি এ সম্বন্ধে যাহা বলিবেন, তাহা আমার ভাল লাগিবে, স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু, শান্তিপ্রিয় বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে অনেকেই তাহাকে সদুপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি আপনার কাছে আসি, যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহাদের মধ্যে বহুব্যক্তিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কারণ কি, কোন্ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ

করিলে, আমাদের এই দুর্ব্বিষহ ক্লেশের নিবারণ হইবে, আমরা শান্তির মুখ দেখিতে পাইব, বাবা শিবরাম কিঙ্কর তৎ সম্বন্ধে কি বলেন ?

জিজ্ঞাসু নন্দ—বেচারাম দাদা যাহা বলিলেন, আমারও তাহাই বিশ্বাস, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কারণ কি, এই আপৎকালে যথোক্ত লক্ষণ বৈদিক আর্য্যগণের কি কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে আমাদের আপনার কিছু উপদেশ শ্রবণের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, এ সম্বন্ধে অনেকে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে অনেক কথা বলিয়াছেন, বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের ধারণা, আপনি এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক যাহা বলিবেন, আমাদের তাহা বিশেষ উপকারক হইবে, আমাদের তাহা অবশ্য শ্রোতব্য ও যথাশক্তি মন্তব্য হইবে। বহুদিন আপনার সঙ্গ করিয়াছি, বহু অমূল্যোপদেশ আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, আপনি যে, বেদ শাস্ত্রের প্রতিকূল কোন কথা বলেন না, আমার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আপনার উপদেশ যে, কখনও বেদ-শাস্ত্র বিরোধী হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। অনাদি প্রতিভা বশত'ই প্রতি প্রাণীর আহারাদি ক্রিয়া নিয়তা হইয়া থাকে, প্রতিভা ভেদ নিবন্ধন প্রীতি ও দ্বেষের ভিন্নতা হয়, কাহারও যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে প্রীতি ও দ্বেষ হইয়া থাকে, প্রতিভাই তাহার কারণ, বর্ত্তমান ও পূর্ব্বজন্মের প্রতিভানুসারে সর্ব্বজীবের ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারিত হয়, কেহই প্রতিভাকে অতিক্রম পূর্ব্বক স্বতঃ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আপনি যাহা বলিবেন, তাহাকে সকলেই যে, সমভাবে ত্যাগ বা গ্রহণ করিবেন না, করিতে পারিবেন না, তাহা স্থির। 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী,' সুতরাং আপনার সত্য বেদ-শাস্ত্র মূলক উপদেশ অনর্থক হইবে না। বাবা! অনেকে বলিতেছেন, মুসলমানেরা যে, হিন্দুর প্রতি এইরূপ অমানুষোচিত ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, রাজার ঔদাসীন্য, রাজার প্রজা পরিপালনে পরাঙ্মুখতাই তাহার প্রধান কারণ, নিত্য প্রজা পরিপালন ও দুষ্ট নিগ্রহণ রাজার পরমধর্ম্ম, নীতি বিনা প্রজাপালন ও দুষ্ট নিগ্রহণ রূপ রাজধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। রাজার অনীতি—নীতি শাস্ত্রের অননুসরণই সম্যক্ ছিদ্র (রন্ধ্রভূত—defect) ইহাই রাজার সতত ভয়াবহ শত্রু সম্বর্দ্ধনের ও বলহ্রাসের কারণ। * শাস্ত্রজ্ঞ, সজ্জনপুরুষের মুখ হইতে

---

*"নৃপস্য পরমোধর্ম্মঃ প্রজানাং পরিপালনম্।
দুষ্ট নিগ্রহণং নিত্যাং ন নীত্যা তে বিনাহ্যুভে॥

শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ না করিলে, শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় জানা যায় না। অতএব এই সকল শাস্ত্রোপদেশের যথার্থ অভিপ্রায় কি, শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞজনের মুখ হইতে তাহা না জানিলে তদবধারণ হইতে পারে না। অতএব কৃপা পূর্ব্বক আপনি আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের প্রকৃত কারণ কি, কি করিলে আমরা এই বিপদ হইতে রক্ষিত হইব, তৎসম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই লোকের যথাক্রমে সুগতি-দুর্গতি বা উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে।

বক্তা—বেদ—শাস্ত্রের উপদেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা শুভাশুভ কর্ম্মই যথাক্রমে সুগতি-দুর্গতির, উন্নতি অবনতির বা সুখ-দুঃখের কারণ। অথর্ব্ববেদ সংহিতা কর্ম্মকেই দেব মনুষ্যাদি রূপ বিশ্বজগতের মূল কারণ বলিয়াছেন। † 'বৃদ্ধসূর্য্যারুণ কর্ম্ম বিপাক' নামক গ্রন্থে, শুক্রনীতিসারে, এক কথায়, বেদ ও বেদমূলক নিখিল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে, কর্ম্ম দ্বারাই প্রাণিদিগের জন্ম, স্থিতি, ও ভঙ্গ (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়) হইয়া থাকে, কর্ম্ম নিবন্ধন জীবের সুখময় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, কর্ম্ম নিবন্ধন দুঃখময় নরকগতি হইয়া থাকে, কর্ম্ম বশতঃ জীব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার কর্ম্ম বশতঃ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কর্ম্মই বন্ধনের এবং কর্ম্মই মোক্ষের কারণ, কর্ম্মই পতন ও উচ্ছ্রায়ের (অধোগতি ও উন্নতির) হেতু, সুখ, দুঃখ

অনীতিরেব সংচ্ছিদ্রং রাজ্ঞো নিত্যং ভয়াবহম্।
শত্রু সম্বর্দ্ধনং প্রোক্তং বলহ্রাসকরং মহৎ॥

—বৃদ্ধসূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক।

† "তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।
তপোহজ্জ্ঞেকর্মণস্তৎ তে জ্যেষ্ঠমুপাসত॥"—

অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।৪।১০।৬

"দেবমনুষ্যাদিরূপস্য সর্বস্যজগতঃ কর্মৈব মূল কারণমিত্যর্থঃ।"—

অথর্ব্ববেদসংহিতাভাষ্য।

ইত্যাদি সকলেই কর্ম্মাশ্রিত। * শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, সুগতি ও দুর্গতির প্রতি কর্ম্মই কারণ ("কর্মৈব কারণমাত্রং সুগতিং দুর্গতিং প্রতি।"—শুক্রনীতিসার ১ম অধ্যায়)।

জিজ্ঞাসু বেচারাম—বাবা! 'কর্ম্মই দেবমনুষ্যাদিরূপ বিশ্বজগতের মূল কারণ,' 'কর্ম্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু,' 'কর্ম্মই সুগতি ও দুর্গতির কারণ' শাস্ত্র ও ভবাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদিগের মুখ হইতে বহুবার এই কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এতদ্বাক্যের প্রকৃত আশয় কি, তাহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া যথোক্ত কর্ম্ম কোন্ পদার্থ, তাহা অদ্যাপি যথার্থভাবে অবধারিত না হওয়ায়, কর্ম্মই বিশ্বজগতের মূল কারণ, কর্ম্মানুসারেই লোকের সুগতি-দুর্গতি হয়, ইত্যাদি গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশ পুনঃ পুনঃ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলেও, আমি বিশেষ লাভবান্ হইতে পারি নাই, 'কর্ম্মই সুগতি-দুর্গতির কারণ,' এই শাস্ত্রীয় কথার উচ্চারণ করিবার শক্তি হইলেও, দুঃখে আপীড়িত, ধৈর্য্যচ্যুত চিত্তকে এই কথা সুস্থির করিতে পারে না, শান্তিহীন হৃদয়ে শান্তি আনিতে সমর্থ হয় না, তরঙ্গিত নদীতে নিমজ্জনশীল, ক্লান্ত হস্ত-পদ ব্যক্তির আলম্বন প্রাপ্তিতে যেমন সুখ হয়, বিপন্ন হইয়া, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, 'কর্ম্মই সুগতি দুর্গতির কারণ,' বারবার এই কথা স্মরণ পূর্ব্বক দেখিয়াছি, ধীরভাবে থাকিতে পারি নাই, শান্তি পাই নাই। তা'ই বলিতেছি, 'কর্ম্মই সুখ-দুঃখের কারণ,' 'কর্ম্মই উন্নতি-অবনতির হেতু', এই শাস্ত্রোপদেশের জড়শরীর দৃষ্টি পথে পতিত হইলেও, ইহার আত্মাকে আজিও দেখিতে পাই নাই।

জিজ্ঞাসু নন্দ—গভীর রজনীতে কোন বিষয় না ভাবিয়া, স্থির চিত্তে, সুখে (দুঃখের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও, শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর সুখময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি বলিয়া) নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময়ে বহুজনের উৎকট চীৎকারে

---

* "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
কর্ম্মণা নরকং সূত স্বর্গং যাতি চ কর্ম্মণা॥
দেবত্বমাপ্নুয়াজ্জীবো রাক্ষসত্বং চ কর্ম্মণা।
কর্ম্মণা বন্ধমাপ্নোতি মোক্ষমাপ্নোতি কর্ম্মণা॥
কর্ম্মণা পতনোচ্ছ্রায়ৌ নৃণাং জন্মনি জন্মনি।
সুখং দুঃখং চ যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং কর্ম্মাশ্রিতং যতঃ॥"

বৃদ্ধসূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক।

নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাকাইয়া দেখিলাম, গৃহে সশস্ত্র ভীমদর্শন দুর্বৃত্ত নিষ্ঠুর দস্যুগণ প্রবেশ পূর্ব্বক আমার নিরপরাধ আত্মীয়দিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিতেছে, নিরুপায়, কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, ভীষণ অসহ্য দৃশ্যও আর দেখিতে পারিতেছি না, তখন ভাবিলাম, আর তাকাইতে না হয় এমন ভাবে চক্ষু বুঁজ, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগকে যথাশক্তি বাধা দিতে দিতে সর্ব্বসন্তাপনাশি মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি, ইহাই এখন আমার, শান্তি প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, ইত্যবসরে একবার ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রকাশের ন্যায় 'কর্ম্মই সুগতি-দুর্গতির একমাত্র কারণ' এই কথা মনে উদিত হইল, কিন্তু মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হিমশিলার ন্যায় হিমাঙ্গের দেহে উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ যেমন অনর্থক হয়, তেমনি অনর্থক হইল, ইহা বিন্দুমাত্র শান্তি দিতে পারিল না, কল্পনা তুলিকা দ্বারা এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিলে অনেকেরই উপলব্ধি হয়, প্রবীণ বেচারাম দাদা যাহা বলিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। 'কর্ম্মই সুখ-দুঃখের কারণ' এই শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত অর্থ কি, এই শাস্ত্রোপদেশকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, কি কর্ত্তব্য তাহা অবগত না হইলে, 'কর্ম্মই সুগতি-দুর্গতির কারণ' এই শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণমাত্রে যে কোনরূপ লাভ হইতে পারে না, তাহা সুখবোধ্য।

বক্তা—যথার্থ, কেবল উপদেশ শ্রবণে জ্ঞান লাভ হয় না, উপদেশের পরামর্শ (তাৎপর্য্যানুসন্ধানাত্মক বিচার) ব্যতীত কেহ কৃতকৃত্য হইতে পারেন না ("নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যঃ পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ।"—সাং দং ৪।১৭)। 'কর্ম্ম সুগতি-দুর্গতির কারণ,' এই শাস্ত্রোপদেশ যে, সারগর্ভ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'কর্ম্ম দেবমনুষ্যাদিরূপ বিশ্বজগতের মূল কারণ,' এই উপদেশ শ্রবণ করিবে, এবং আবশ্যক হইলে অন্যকে শুনাইবে, অথর্ব্ববেদ কেবল এই নিমিত্ত এই উপদেশ প্রদান করেন নাই। তুমি এই উপদেশ শ্রবণ করিবে—এতদ্বাক্যের অর্থের অনুসন্ধান করিবে, ইহার মনন বা যুক্তি দ্বারা ইহার সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধান করিবে, যথাবিধি শ্রবণ ও মনন দ্বারা শ্রুত বিষয়ে যখন নিরস্ত সংশয় হইবে, তখন ইহাতে বিক্ষেপ রহিত একতান চিত্তকে ধারণ পূর্ব্বক নিদিধ্যাসন করিবে, 'কর্ম্মই দেবমনুষ্যাদি রূপ বিশ্বজগতের মূল কারণ' এই উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তবে তাহা তোমার যথার্থভাবে জানা হইবে, তুমি কৃতকৃত্য হইবে। উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইতে হইলে, এই সকল করা চাই। 'কর্ম্ম সুগতি-দুর্গতির কারণ' তুমি যদি এই উপদেশ কেবল শ্রবণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট না

হইতে, কৃতকৃত্য হইয়াছি না ভাবিতে, তাহা হইলে, দস্যুরা তোমার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক এইরূপ অত্যাচার করিতে সমর্থ হইত না, তাদৃশ বিপদে পতিত হইয়া সর্ব্বসন্তাপনাশি-মৃত্যুর শরণ গ্রহণ ভিন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর নাই, তোমাকে এবম্প্রকার কাপুরুষোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইত না, তাহা হইলে, শাস্ত্রোপদেশ সমূহের কোন ব্যবহারোপযোগিতা নাই, তোমাকে এই প্রকার অহিতকর ভ্রম প্রমাদ পরিকলিত মতাবলম্বী হইতে হইত না। 'কর্ম্মই সুগতির কারণ' 'কর্ম্মই দুর্গতির হেতু' তুমি যদি এই স্বল্পাক্ষরাত্মক বিশ্বতোমুখ সারতম শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে, যদি তুমি যাদৃশ কর্ম্ম সুগতির কারণ তোমার সামর্থ্যানুসারে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে, তোমাকে কখন যথোক্তভাবে নিগৃহীত হইতে হইতনা, তাহা হইলে তুমি উক্ত শাস্ত্রোপদেশের হিতকারিতা কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব করিতে সমর্থ হইতে।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! আপনার এই সকল কথা শুনিয়া আমাদের প্রবল জিজ্ঞাসা হইতেছে, কিরূপ কর্ম্ম করিলে যথোক্ত রূপ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? যাদৃশ কর্ম্ম সুগতির কারণ, তাদৃশ কর্ম্মের স্বরূপ কি? অপিচ যেরূপ কর্ম্ম দুর্গতির হেতু তদ্রূপ কর্ম্মেরই বা কি লক্ষণ?

বক্তা—এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর—বেদ-শাস্ত্র-বোধিত ইষ্ট প্রাপক ও অনিষ্ট-হারক কর্ম্মই তাদৃশ কর্ম্ম, বেদে এতাদৃশ কর্ম্ম 'ধর্ম্ম' বা 'প্রেতি' (প্রকৃষ্টগতি) এই নামে লক্ষিত হইয়াছে। বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা না করিলে এবং যথার্থভাবে এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের প্রতিভা না থাকিলে, ইহার সারবত্তা তোমাদের উপলব্ধি হইবে না, তোমরা ইহাকে বিজ্ঞানালোকবিহীন বর্ব্বরোচিত কথা বলিয়াই অবজ্ঞা করিবে। সনাতন বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রোপদেশানুসারে কর্ম্ম করিলে, মানুষের কোনরূপ ক্লেশ হয়না, 'ধর্ম্ম' সুখের এবং 'অধর্ম্ম' দুঃখের কারণ, উন্নতি ও অবনতি, যথাক্রমে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যদিগের ইহাই সহজ বিশ্বাস।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—আপনি বলিলেন, সামর্থ্যানুসারে বেদবোধিত শুভকর্ম্ম করিলে, মানুষকে বিপদে পতিত হইতে হয়না, আপনার এই কথার যথার্থ অভিপ্রায় কি, কৃপা পূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—সনাতন বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র বোধিত কর্ম্মই ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্ট হারক, এই কথা শুনিয়া তোমাদের কি মনে হইয়াছে, তোমাদের কি মনে

হইয়াছে, এই কথার মধ্যে কিছু সার আছে? এই কথা শুনিয়া তোমাদের কি মনে হয় নাই, বেদ শাস্ত্র যাঁহাদের জ্ঞানে অসভ্য কৃষকের গান বা উহাদের সরল হৃদয়োচ্ছাস, বেদশাস্ত্রকে যাঁহারা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করেন না, যাঁহারা বেদ-শাস্ত্রের আজ্ঞা পালন ত দূরের কথা, 'আপনারা কি বেদ-শাস্ত্রের মতানুসারে কর্ম্ম করেন?' এইরূপ প্রশ্ন করিলে বিরক্ত হ'ন, অপমানিত হইলাম বিবেচনা করেন, তাঁহারাই যখন অধুনা পৃথিবীর নায়ক হইয়াছেন, বিদ্যাচার্য্য হইয়াছেন, পার্থিব সুখ-ভোগের অধিকারী হইয়াছেন, তখন সনাতন বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রবোধিত কর্ম্মই ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্টহারক কিরূপে এতদ্বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়?

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বেদ কি, শাস্ত্র কি, (সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতেই হইবে) আমরা অদ্যাপি তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারি নাই। অতএব যাহা বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রবোধিত, তাহাই ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্টহারক, বলা বাহুল্য, আমাদের পক্ষে এই কথাতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব। তবে বেদ শাস্ত্রকে সাধারণতঃ যাদৃশ দৃষ্টিতে দেখা হয়, বেদ-শাস্ত্রকে আমরা তাদৃশ মন্দ দৃষ্টিতে দেখি না, তাদৃশ তুচ্ছ সামগ্রী বলিয়া বুঝিনা। বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মের প্রতিভা এবং বর্ত্তমান জন্মে আপনার সঙ্গ লাভ ইহার কারণ।

বক্তা—তোমাদের এইরূপ উত্তর আমাকে সুখী করিল। মনে কর, যাহা সত্য, যাহা প্রাকৃতিক তাহা বেদ, তাহা শাস্ত্র। যদি ইহা মনে করিতে পার, তাহা হইলে, যাহা বেদ-শাস্ত্রবোধিত তাহাই ইষ্ট প্রাপক ও অনিষ্ট হারক ইহা যে একেবারে যুক্তিহীন কথা নহে, বুঝিতে না পারিলেও ইহাকে উন্মত্তের প্রলাপ বোধে উপেক্ষা করা উচিত নহে, তাহা বোধ হয় স্বীকার করিতে পারিবে। 'কর্ম্মই সুগতি ও দুর্গতির কারণ', এই শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক তোমাদের কিরূপ ধারণা হইয়াছে? ইহা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতিকূল কথা বলিয়া মনে হইয়াছে কি? নীতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, স্বধর্ম্ম নিরত বৃদ্ধমতানুবর্ত্তী নীতিমান্ নরপতি জগতের বৃদ্ধির (অভ্যুদয়ের) হেতু, সমুদ্রের শশাঙ্ক দর্শন যেরূপ আনন্দজনক, স্বধর্ম্ম পরায়ণ রাজা সেইরূপ প্রজাদিগের নয়নানন্দ জনক; শাস্ত্রোপদেশ, যদি সম্যক নেতা নরপতি না থাকেন, তাহা হইলে, প্রজারা সমুদ্রে কর্ণধার বিহীন অর্ণবতরণির ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে; শাস্ত্রোপদেশ, শান্তিপ্রার্থী, সর্ব্বথা আত্মহিতার্থী প্রজাদিগের ঈশ্বর প্রেরিত রাজার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; শাস্ত্রোপদেশ, স্বধর্ম্ম নিরত

পুরুষই তেজস্বী হ'ন, স্বধর্ম্ম পালন ব্যতিরেকে সুখ হয় না, স্বধর্ম্মপালনই শ্রেষ্ঠ তপঃ; শাস্ত্রোপদেশ, শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থসিদ্ধির হেতু, উচ্ছাস্ত্র পৌরুষ সর্ব্ব অনর্থের কারণ। এই সকল শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক তোমাদের কিরূপ ধারণা হইতেছে? ইহারা নবীন সুধীবর্গের মতের অনুকূল নহে, ইহারা সর্ব্বথা সুযুক্তি সিদ্ধ কথা নহে, এই সকল কথা শুনিয়া তোমাদের কি এই প্রকার ধারণা হইতেছে? রাজাকে শাস্ত্র যেন বেশী করে বাড়াইয়াছেন, রাজাকে এইভাবে দেখা, রাজাকে দেবতাজ্ঞানে আদর করা আধুনিক সভ্য ধীমান্ বিদ্বজ্জনদিগের অনুমোদিত নহে, এই সকল কথা শুনিয়া তোমাদের এইরূপ মনে হইতেছে কি?

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বেদশাস্ত্রের সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা জানিতে পারি না, তাহা জানিবার শক্তি আমাদের নাই, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন, এতাদৃশ সদ্‌গুরুও অধুনা সুলভ নহেন, আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, যথাবিধি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার ব্যতীত বেদ-শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব আমরা যে বেদ-শাস্ত্রের সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব, বেদশাস্ত্রোপদেশ সমূহের সার্ব্বত্রিক উপাদেয়ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইব, তাহা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। আমাদের দৃঢ় ধারণা বর্ত্তমান কালে, বেদ-শাস্ত্রের প্রতি বিশুদ্ধ শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের সংখ্যা বৈদিক আর্য্যসন্তান-দিগের মধ্যেই অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। বাবা! আপনার কৃপায় আমাদের একটা বড় লাভ হইতেছে, আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছে, 'যে কোন বিষয় হোক্ তৎসম্বন্ধে যত প্রকার মতের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে, তৎ সমুদায় বেদমূলক,' বেদই সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদ্য প্রসূতি, আপনার এই কথা যে, মিথ্যা নহে, সারহীন নহে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব করিতে পারিতেছি। আপনার তুলনাত্মক রাজনীতি নামক সম্ভাষণে লিখিত হইয়াছে, রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে যত প্রকার মত আবির্ভূত হইয়াছে, হইতেছে, তৎসমুদায় বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের রাজা ও রাজ্য বিষয়ক উপদেশেরই বিকৃত প্রতিধ্বনি। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, পার্থিব রাজা ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি (Vicegerent of God) এই মত (যাহাকে ইদানীং প্রাথমিক অসভ্য মানুষের মত বলিয়া উপেক্ষা করা হয়), কালে সুবিজ্ঞ, সুসভ্য চিন্তাশীল পুরুষদিগ দ্বারা সমাদৃত হইবে। মহম্মদ (Mohammed) আপনাকে ঈশ্বরের (বিশ্বসম্রাটের) প্রতিনিধি বলিয়াই বিশ্বাস

করিতেন। যেমন প্রথম (James I) রাজ সিংহাসনে অধিরোহণের পূর্ব্বে রাজা যে দৈবত, ঈশ্বরাদিষ্ট তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।* 'রাজাকে দেবতা বোধে পূজা করা উচিত'। আধুনিক উন্নতম্মন্য প্রতীচ্য কোবিদগণ শাস্ত্রের এই প্রকার মত অবগত হইয়া, শাস্ত্রকারদিগকে অর্দ্ধসভ্য বলিয়াছেন। আপনার মানবতত্বে লিখিত হইয়াছে, 'যাঁহারা ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস', মানবের অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় হইয়া থাকে, এই কথা বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে, মানুষকে দেবতা জ্ঞান করা, অর্দ্ধসভ্যাবস্থার লক্ষণ বলিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। 'বৈদিক আর্য্য স্বভাবতঃ রাজভক্ত' এবং 'স্বভাবতঃ রাজভক্ত বৈদিক আর্য্যের রাজভক্তির হ্রাসের কারণ কি', আপনার এতদ্বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে, প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদী সুধীবর্গ, নৈসর্গিক ঈশ্বরপরায়ণ অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত বৈদিক আর্য্যের পবিত্র হৃদয় প্ররূঢ় সুদৃঢ় রাজভক্তিকে বিচলিত করিবার সহকারি কারণ বিশেষ। আপনি মানবতত্বে লিখিয়াছেন, রাজাতে দেবতা বুদ্ধি নাই, স্বীয় সুকৃতি বশতঃ, জন্মান্তরের পুণ্যাতিশয্য নিবন্ধন রাজা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, এই শাস্ত্রোপদেশে আস্থা নাই, তাই বৈদিক আর্য্য জাতীয়, অর্দ্ধসভ্য বা বর্ব্বরবোধে শতশঃ সহস্রশঃ অবজ্ঞাত প্রজা ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় প্রজার সকাশে রাজা নির্ভয়ে বাস করিতে পারেন না। প্রজা হইতে রাজার অনিষ্ট হইয়াছে, অধিক কি, প্রজা রাজাকে হত্যা করিয়াছে, অন্য জাতীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যেই তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া দেখুন, এ দৃষ্টান্ত রাজাকে

* "Mohammed considered himself the Vicegerent of God, and Koran contained the law and jurisprudence by which people were governed"—Introduction to Political science by J. W. Garner, Ph. D. P. 129

"James I. of England, before his accession to the throne in a short treatise entitled 'The True Law of a Free Monarchy, is laid down the dogma that kings rule by divine right and that subjects have no recourse against them, and he supported his claims by arguments drawn both from the scriptures and the law of Nature"—Introduction to Political science by J. W. Garner. Ph. D. P 89

দেবতাজ্ঞানে পূজক, অর্দ্ধসভ্য বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে পাইবেন না (মানবতত্ত্ব—রাজা ও প্রজা)। 'মানবতত্ত্ব' প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি তখন সাহসপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন, এখন আর তাহা বলিতে পারেন না। দেব মন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইতেছে দেখিয়া দেবপ্রাণ বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের কি শিক্ষা হওয়া উচিত এতচ্ছীর্ষক সম্ভাষণে আপনি বলিয়াছেন, আমরা এখন অনেকতঃ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, আমরা এখন আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় ঈশ্বর-পরায়ণ বা রাজভক্ত নহি, আমরা যদি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হইতাম, আমাদের যদি ঈশ্বর পরায়ণতার, রাজভক্তির হ্রাস না হইত, তাহা হইলে, আমাদের কখনও এতাদৃশী দুর্গতি হইতনা। বাবা! আপনি যাহা বলিতেছেন, বলিয়াছেন, বলিবেন, সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে না পারিলেও, আমাদের তাহা শিরোধার্য্য, তবে এই সকল শাস্ত্রোপদেশ বর্ত্তমানকালে সাধারণের ভাল লাগিবেনা। প্রতীচ্য বিজ্ঞানকুশল বৈজ্ঞানিক রাজনীতিজ্ঞ বিদ্বজ্জনেরাও এই সকল কথাকে অর্দ্ধসভ্যোচিত কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। রাজাতে দেবতা বুদ্ধি যে, অজ্ঞ অর্দ্ধসভ্যোচিত, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্ প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষগণ তাহাই বলিয়াছেন। রাজা যদি নির্গুণ হ'ন, অত্যাচারী হ'ন, রাজ-ধর্ম্মপালনে বিমুখ হ'ন, তথাপি তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশের অভিপ্রায় কি, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। ভগবান মনু বলিয়াছেন, 'স্বাধীনতাই সুখ এবং পরাধীনতাই দুঃখ' ("সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।"—মনুসংহিতা ৪।১৬০)। ভগবান্ মনু যে স্বাধীনতাকে সুখ বলিয়াছেন, সে স্বাধীনতার স্বরূপ কি? সর্ব্ববিষয়ে যিনি পরবশ, তিনি কি সুখী হইতে পারেন? আপনি বলিয়াছেন, শান্তি-প্রার্থী, সর্ব্বথা আত্মহিতার্থী প্রজাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত রাজার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; আমাদের এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা হইয়াছে, যাঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে অন্যের আজ্ঞা বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়, তিনি কি সুখী হইতে পারেন? প্রজাপালন, দুষ্ট নিগ্রহণ রাজার স্বধর্ম্ম, রাজা যদি স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে, প্রজার কি কর্ত্তব্য? 'বেদ-শাস্ত্রের আজ্ঞাপালন বিনা, কাহারও সুখ হয় না, অভ্যুদয় হয়না', এই কথা কি সার্ব্বভৌম সত্য হইতে পারে? এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে সর্ব্বতোভাবে বেদ-শাস্ত্রের আজ্ঞাপালন সাধ্য হইতে পারে কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা বেদ-শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য

গ্রহণ করিবার যোগ্য নহি, তবে ইহাও পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছি, করিতেছি, বেদ-শাস্ত্রকে অসভ্য কৃষকের গান বলিয়া, অসার সামগ্রী বলিয়া উপেক্ষা করিবার শক্তিও অদ্যাপি আমাদের হয় নাই, বুঝিতে না পারিলেও, বেদ-শাস্ত্রোপদেশ যে, তথ্য বহুল, সারগর্ভ, তাহা আমরা বিশ্বাসকরি। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলদেব যে বেদকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়াছেন, বেদের স্বাভাবিকী যথার্থ জ্ঞান জননী শক্তি আছে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন ("নিজ শক্ত্যভিব্যক্তঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্।"—সাং দং ৫।৫১)

ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গোতমও যে বেদকে এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, শারীরক সূত্র প্রণেতা ভগবান্ বাদরায়ণ যে বেদকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কারণ বলিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি যে বেদকে ঈশ্বর স্থানে বসাইয়াছেন, এক কথায়, সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা ঋষিমাত্রেই যাঁহাকে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে বেদকে আমরা কিরূপে কোন্ সাহসে অসভ্যাবস্থার বিজ্ঞানালোক বিহীন সামগ্রী বলিয়া উপেক্ষা করিব? অতএব বেদ-শাস্ত্র-কথার প্রকৃত আশয় কি আমাদের তাহা জানিবার কৌতূহল হয়, দৃঢ়প্রত্যয়, তাহা জানিতে পারিলে, আমরা কৃতকৃত্য হইব। বাবা! এই নিমিত্ত আমরা বেদ শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করি। আমাদের অধুনা যে যে বিষয়ের বিশেষতঃ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইয়াছে আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

বক্তা—তোমাদের কোন্ কোন্ বিষয়ের বিশেষতঃ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল।

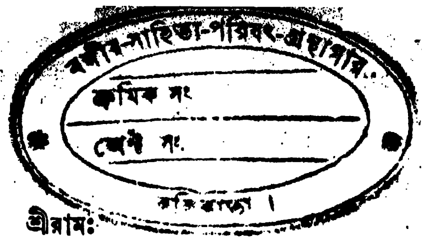
জিজ্ঞাসুদ্বয়—দুর্দ্ধর্ষ, দুর্বৃত্ত, মানবোচিত হৃদয়শূন্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের দেবপ্রাণ হিন্দুর অসহনীয় অবমাননা হইতেছে দেখিলে, অসহায়া অবলাদিগের প্রতি পাশব অত্যাচার হইতেছে শুনিলে বা অবলোকন করিলে, শান্তিপ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ, রাজভক্ত স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের কিরূপ পুরুষকার কর্ত্তব্য, আমাদের তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি বলিয়াছেন, সামর্থ্যানুসারে বেদবোধিত শুভকর্ম্ম করিলে, মানুষকে বিপদে পতিত হইতে হয় না, 'সামর্থ্যানুসারে বেদবোধিত শুভকর্ম্ম করা' কাহাকে বলে? সাধারণ বুদ্ধিতে যাদৃশ পুরুষকার পুরুষকাররূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, বেদে, বেদমূলক শাস্ত্রে কি, তাদৃশ পুরুষকার

সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই? শুনিয়াছি, বেদে, উপবেদে, বেদমূলক ইতিহাস পুরাণাদিতে যুদ্ধের প্রশংসা আছে, অস্ত্র শস্ত্রাদি বিষয়ে বহু উপদেশ আছে, শারীর বলাদির প্রবর্দ্ধন চেষ্টা বেদ শাস্ত্রের প্রতিকূল নহে, আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, শত্রুদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ শারীর বলাদির প্রবর্দ্ধন চেষ্টা যদি বেদ শাস্ত্রের প্রতিকূল না হয়, তাহা হইলে, তাহা না করিব কেন? রাজা যদি আমাদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিতে আজ্ঞা না দেন, তাহা হইলে, আমাদের কি কর্ত্তব্য? যাঁহারা বেদ-শাস্ত্র মানেন না, তাঁহাদের আপৎকালে কিরূপ প্রতীকার চেষ্টা হওয়া প্রাকৃতিক? 'নালিক' ও 'মান্ত্রিক' এই দ্বিবিধ অস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা হইয়াছে; 'যোগের সমান বল নাই', এই কথার প্রকৃত আশয় কি? রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, ক্ষাত্রবল হইতে ব্রাহ্মবল উৎকৃষ্টতর, রামায়ণের এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, আমাদের তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 'স্বধর্ম্ম নিরত পুরুষই তেজস্বী হ'ন', শুক্রাচার্য্যের এই কথার যথার্থ অভিপ্রায় কি? স্বধর্ম্ম পালন কাহাকে বলে? 'বেদ ঈশ্বরের পরাশক্তি,' 'বেদ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন সামগ্রী নহেন,' এই কথার তাৎপর্য্য কি?

বক্তা—আমি যথাশক্তি তোমাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি, তোমরা যথাসম্ভব সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর, আমার কথার সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধান কর। তোমাদিগের প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আমার যাহা অবশ্য বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে, আমি প্রথমে সংক্ষেপে তোমাদিগকে তাহা জানাইব।

যথার্থ ঈশ্বর পরায়ণ অতএব প্রকৃত রাজভক্ত হইয়া, বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ, বেদ-শাস্ত্রনিষ্ঠ সজ্জনের উপদেশানুসারে কর্ম্ম না করিলে, বেদ-শাস্ত্রের অনুকূল কর্ম্ম করা হয় না। যথার্থ বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ মহাপুরুষের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করাই প্রকৃত পুরুষকার, ইহাই শাস্ত্রিত পুরুষকার, এই পুরুষকারই সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র ঈপ্সিত ফল প্রসব করিয়া থাকে। বেদের উপদেশ, ঈশ্বরই প্রকৃত রাজা, ঈশ্বরই ক্ষত্রিয়ের যোনি—উৎপত্তি স্থান, রাজ ব্যবহারের পরম কারণ, ঈশ্বরই ক্ষত্রিয়ের নাভি, রাজ ধর্ম্মের বন্ধন স্থান—প্রবন্ধক—কর্ত্তা ("ক্ষত্রস্য যোনিরসি ক্ষত্রস্য নাভিরসি"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ২০।১)। অতএব বেদ শাস্ত্রের আজ্ঞাপালন, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন কিম্বা অধিকারানুসারে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের অনুবর্ত্তন এককথা। তুলনাত্মক রাজনীতিতে রাজা ও প্রজার স্বরূপ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, ধীরভাবে তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা

করিবে, স্মৃতিশাস্ত্রে, মহাভারতে, পুরাণে; রাজার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, ইন্দ্র পৃথিবীতে পার্থিব রাজা রূপে বিচরণ করেন, অতএব প্রজাপুঞ্জের তাঁহার আজ্ঞা অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করা অনুচিত, রাজা যাহা করেন তাহাই প্রমাণ (রাজানাম্ চরত্যেষ ভূমৌ সাক্ষাৎ সহস্রদৃক। ন তস্যাজ্ঞামতিক্রম্য প্রতিষ্ঠেরন্নিমাঃ প্রজাঃ। যদেব কুরুতে রাজা তৎপ্রমাণমিতিস্থিতিঃ" * * *)। তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের বর্ত্তমান রাজাকে কি, বেদ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট রাজারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? আমি তোমাদের এই প্রশ্নের যথাশক্তি যথাসময়ে উত্তর দিব। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, হে মেধাবিন্ বরুণ! তুমি দ্যুলোকে, তথা ভূলোকে, অর্থাৎ অখিল জগতে বিরাজমান আছ, তুমি বিশ্বজগতের রাজা, 'আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব,' তুমি আমাদিগকে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে শত্রুক্ষেপক বরুণ! কি দেবগণ, কি অসুরগণ, অপিচ কি মরণ ধর্ম্মা মনুষ্য বৃন্দ, তুমি সকলেরই রাজা। ঋগ্বেদ বরুণকে অখিল প্রাকৃতিক নিয়ম বা ব্রতের পর্ব্বতবৎ স্থির বিধায়ক—আশ্রয়, ধৃতব্রত, সুনীতি ব্যবস্থাপক প্রভু (chief of the lords of natural or moral order), পাপ পুণ্যের সাক্ষী ও ফলদাতা এবং সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন ("ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্তাঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা ২।২৭।১০)। অতএব নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ, অতএব স্বভাবতঃ রাজভক্ত বৈদিক আর্য্য সন্তানগণ কখন রাজার দোষ দেখিতে পারেন না, রাজা যদি রাজধর্ম্ম পালনে বিমুখ হ'ন, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন না করেন, তাহা হইলে, স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্য সন্তানগণ বুঝিবেন, আমাদের পাপবশতঃ বিশ্বের রাজা এই পার্থিব রাজাকে আমাদিগকে রক্ষা করিতে বিমুখ হইতে প্রেরণা দিয়াছেন, আমরা ধার্ম্মিক হইলেই তিনি আবার আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আবার রাজাকে সুমতি দিবেন। বিশ্বের রাজা নিত্য, অতএব আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিব, বিপদে পতিত হইলে তাঁহার শরণাগত হইব, পার্থিব রাজাকে তাঁহার প্রতিনিধি জানিয়া পার্থিব রাজার নিদেশবর্ত্তী হইব, যথাশক্তি তাঁহার আজ্ঞা পালনের চেষ্টা করিব। ইহা করিলে, বিশ্বসম্রাট আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। চঞ্চল না হইয়া আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ কর এবং তাহার বিচার কর।



শ্রীরামঃ

শরণং মম।

পৌত্তলিকতা, প্রতিমাপূজা ও সগুণব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক বিচার।

বিচারিত বিষয়—সূচনিকা—

১। পৌত্তলিকতা (পুঁতুলপূজা—Idol worship,—Idolatry) কাহাকে বলে। ২। পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের (Modern Evolutionists); ক্রাইষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মচার্য্যগণের, এবং শিক্ষিতম্মন্য প্রতিমাপূজাবিদ্বেষী ভারতবর্ষীয়দিগের মতের উল্লেখ ও সমালোচনা। ৩। ঈশ্বর বা দেবতা সম্বন্ধীয় অযথাজ্ঞানই, যথোক্ত পৌত্তলিকতার প্রসূতি। ৪। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা যথার্থভাবে না করিলে, নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা করিবার অধিকার হয় না। ৫। ছান্দস মানস স্পন্দন হইতে দেবতার আকৃতি স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ৬। নাম ও রূপের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব। ৭ প্রতিমার লক্ষণ। ৮। চিত্রসূত্র তত্ত্ব যাঁহার সম্যগরূপে জ্ঞাত হয় নাই, তিনি কখন প্রতিমার যথালক্ষণ জানিতে পারেন না। ৯। 'চিত্রসূত্র' কাহাকে বলে। ১০। সঙ্গীত ও চিত্রসূত্র এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তন্নির্ণয়। ১১। গীত, আতোদ্য (বাদ্য) ও নৃত্য তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১২। 'বেদ হইতেই বিশ্ব জগতের পরিণাম হইয়াছে, হইয়া থাকে, এই প্রমেয় বহুল শ্রুতি শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য। ১৩। দেবতাদিগের আকৃতি বেদ প্রসূত। ১৪। বেদ হইতেই অখিল ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। ১৫। দেবতার 'পরা' ও 'অপরা' ভেদে দ্বিবিধ মূর্ত্তির কথা। ১৬। প্রতিমা পূজা কতদিন হইতে চলিতেছে। ১৭। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ে দেবগণের প্রত্যক্ষ দর্শন হইত। ১৮। দেবতাদিগের শাস্ত্র

বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, ধ্যাবিগণের ধ্যানালোকালেখ্য (Photo) উহা অসৎ পদার্থ নহে, কল্পনা বা মিথ্যালোক (Mythology) বিজৃম্ভিত নহে। ১৯। 'অন্তর্বেদি' ও 'বহির্বেদি' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ। ২০। বিশ্বজগতের স্থূল, সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার আকৃতিই, সগুণ পরমাত্মার প্রতিমা। ২১। অতএব প্রতিমা পূজা না করিলে, বিশ্বপতির পূজা হয় না, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। ২২। যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরোপাসক, তাঁহারাই (পুঁতুল পূজক না হইলেও) প্রতিমা পূজক। ২৩। নমস্যা বা বরিবস্যা ('নমাজ' ও 'বোয়ারসিপ') প্রতিমারই হইয়া থাকে; প্রতিমা পূজক নহে কে? 'নমস্যা' ও 'বরিবস্যা' এই পদদ্বয়ের সহিত 'নমাজ' ও 'বোয়ারসিপের' (বর্ণ ও অর্থগত) সাদৃশ্য চিন্তন। ২৪। প্রতিমা পূজা বেদানুকূল নহে, শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর এইরূপ মতের সমালোচনা; ঋক্ ও যজুর্ব্বেদে 'প্রতিমা' শব্দ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; অদ্বিতীয় পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের (যিনি মহদ্ যশঃ—সর্ব্বাতিরিক্তযশা নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার) 'প্রতিমা'—উপমানভূত বস্তু নাই ("ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৩২।৩), শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী, এই মন্ত্র প্রমাণে (মন্ত্রটীর পরম্পরাগত—Traditional ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া) প্রতিমা পূজা যে, বেদানুমোদিত নহে, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ২৫। ঈশ্বরের সাকারতা বিষয়ে বৈদিক প্রমাণ; 'মূর্ত্তি পূজা,' 'বেদ', 'যোগ', ও বেদান্তের বিরুদ্ধ নহে; মূর্ত্তি পূজার উপযোগিতা। ২৬। মূর্ত্তি বা প্রতিমা পূজা বিষয়ে প্রতিকূলমতাবলম্বীদিগের যুক্তি ও তৎসমালোচনা; যথার্থ মনস্তত্ত্ববিৎ প্রতিমা পূজনের সমর্থক না হইয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীরামঃ

শরণংমম

পূজাতত্ত্ব।

পূজা সম্বন্ধে সাধারণ কথা।

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—রমা ও শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল।

প্রস্তাবনা।

রমা—দাদা! আপনি বলিয়াছেন, "পূজা কি, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে কি করিতে হয়, তাহা না জানিলে, কেহ যথার্থভাবে পূজা করিতে পারে না। অতএব ভাল করে 'পূজা' করিতে হইলে, 'পূজা' কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা করিতে হয়, আগে তাহা অবগত হইতে হইবে। তুমি যাহাতে যথার্থভাবে পূজা করিতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে সেইরূপ উপদেশ দিব"। 'শিব' ও, 'রাত্রি' শব্দের অর্থ কি, শিবরাত্রিকে 'শিবরাত্রি' এই নামে অভিহিত করিবার কারণ কি, কি নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে 'শিবরাত্রি' করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ ও উপবাস করিবার বিধি হইয়াছে কেন, 'উপবাস' ও 'জাগরণ' কাহাকে বলে, আপনি কৃপা করে আমাকে এই সকল বিষয় বুঝাইয়াছেন, আমি আপনার সকল কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই, তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আপনার উপদেশ শুনিয়া, আমি আশাতীত লাভবতী হইয়াছি, আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে, আমি বড় শান্তি পাইয়াছি, বড় আশ্বস্ত হইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি, শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়? 'শিব' শব্দের অর্থের ঠিক ভাবনা করিতে করিতে জপ করিলে কি শিব দেখা দেন? আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, তাহাতে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে রমা! আহা! এমন আশাপ্রদ, এমন শান্তিজনক, এমন চিত্তোন্মাদী মধুর

উত্তর আর কখন কাহার মুখ হইতে শুনি নাই। দাদা! 'পূজা' কি, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, কি রূপে যথার্থভাবে পূজা করিতে পারিব, দয়া করে এইবার তাহা বলুন, যথার্থভাবে পূজা করিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, 'ত্রিলোকে পূজার সদৃশ পুণ্য কর্ম্ম নাই', পরমেশ্বর, মহাদেব শঙ্কর, নীলকণ্ঠ, বিরূপাক্ষ, সর্ব্বাধার, মঙ্গলময় শিব পূজা দ্বারাই নিত্যই প্রসন্ন হ'ন। অতএব 'পূজা' কি, কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিতে হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা না হইয়া থাকিতে পারেনা।

বক্তা—'পূজা' কি, ঈশ্বর পূজনের প্রয়োজন কি, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয় তুমি যখন জগদ্‌গুরু করুণাময় শিবের অনুগ্রহে এই সকল বিষয় যথার্থভাবে জানিতে পারিবে, তখন তোমার উপলব্ধি হইবে, "ত্রিলোকে পূজার সদৃশ পুণ্য কর্ম্ম নাই," এই কথা পরম সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি দোষ নাই।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! "লোকত্রয়ে পূজার সদৃশ পুণ্য কর্ম্ম নাই," আপনার এই কথা যে, পরম সত্য, এখন না পারিলেও, আশা হইয়াছে, আপনার কৃপা হইলে, কোন দিন এই পরম হিতকর উপদেশের প্রকৃত আশয় কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব, কৃতার্থ হইব। আপনি অনেকবার বলিয়াছেন, এখনও অবসর উপস্থিত হইলে, বলিয়া থাকেন, 'পূজা' ও 'যোগ' যে, এক সামগ্রী, কায়িক, বাচিক, ও মানস শুভ কর্ম্ম মাত্রেই যে পূজা, তাহা বিস্মৃত হইও না। হৃদয়কে রাগ-দ্বেষাদি দোষ বিরহিত করা, বাক্যকে অনৃতাদি (মিথ্যা প্রভৃতি) দোষ বিমুক্ত করা এবং শরীর দ্বারা হিংসাদি রহিত—আত্ম-পরের হিতসাধক কর্ম্ম করাই যে, প্রকৃত ঈশ্বর পূজন বহুশঃ শ্রুত জাবাল দর্শনোপনিষদের এই কথা ভুলিও না। * বাবা! অতিমাত্র গম্ভীরার্থক (প্রমেয় বহুল) আপনার এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, পূর্ণভাবে তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই, তবে ইহারা যে সারগর্ভ কথা, উপাদেয় কথা আপনার অনুগ্রহে কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছি। 'পূজা' ও 'যোগ' যে, এক সামগ্রী, ভাল করে তাহা বুঝিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, জাবাল দর্শনোপনিষৎ ঈশ্বর পূজনের যে রূপ দেখাইয়াছেন, চিত্ত ঈশ্বরপূজনের সেই মনোহর অপূর্ব্বরূপকে যথার্থভাবে

* "রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিনা হিংসাদিরহিতং কর্ম্মযত্তদীশ্বর পূজনম্।"—জাবালদর্শনোপনিষৎ।

দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে, কিরূপে হৃদয়কে রাগ-দ্বেষাদি দোষ বিরহিত করিব, কিরূপে বাক্যকে অনৃতাদি দোষ বিমুক্ত করিতে, কিরূপে শরীর দ্বারা হিংসাদি রহিত, আত্ম-পরের হিত-সাধক কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইব, তাহা জানিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। বাবা! আমার এখন বিশ্বাস হইয়াছে, 'পূজা' বলিতে আমি যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা পূজার প্রকৃত রূপ নহে, আমি যে ভাবে পূজা করি, সেভাবে পূজা করিলে যে, কখন পূজার যথার্থ ফল লাভে সমর্থ হইব, আমার এখন আর তাহা মনে হইতেছে না। যদ্দারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়, যদ্দারা ভগবানকে জানা যায়, পাওয়া যায়, সে পূজার রূপ যে আমি অদ্যাপি দেখিতে পাইয়াছি, আমার তাহা মনে হইতেছে না।

বক্তা—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যাদৃশ পূজা দ্বারা তুমি কৃতকৃত্য হইবে, তাদৃশ পূজার স্বরূপ যে, অদ্যাপি যথাযথভাবে তোমার উপলব্ধি হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

রমা—দাদা! আপিং জেঠা (নন্দ কিশোরকে রমা ছেলে বেলা হইতে আপিং জেঠা বলে ডাকে, হাকিম জেঠা বলিতে না পারিয়া সে আপিং জেঠা বলিত) যাহা বলিলেন, আমি তাহার অর্থ ভাল বুঝিতে পারিলাম না, 'পূজা' বলিতে আমি যাহা বুঝিয়া থাকি, আপিং জেঠা ত সে পূজার কথা বলিলেন না।

বক্তা—প্রকৃত পূজা কাহাকে বলে, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, আমি তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি তোমার আপিং জেঠা তাহারই স্বরূপ জানিতে অভিলাষী হইয়াছেন, পূজা বলিতে তুমি কি বুঝিয়া থাক রমা?

রমা—যাঁহাকে পূজা করা হয়, তাঁহাকে আবাহন করিতে হয়, আমি তোমাকে পূজা করিব, তুমি আমার সম্মুখে স্থূল রূপ ধরে আগমন কর, এই বলে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হয়, তিনি ত আসেন না, তবে তিনি আসিয়াছেন, মনে করে, তাঁহার পা ধুইয়া দিতে হয়, তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে হয়, অর্ঘ্য দিতে হয়, যথাশক্তি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, পূজ্য দেবকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁহার নাম জপ করিতে হয়, তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়, জপ সমর্পণ করিতে হয়, ঠাকুর! কিরূপে তোমাকে পূজা করিতে হয়, আমি তাহা জানিনা, শুনিয়াছি, তুমি করুণাময়, তুমি শরণাগত সন্তানের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি তাই মূর্খ হলেও কিরূপে পূজা করিতে হয়, তাহা না জানিলেও সাহস করে তোমায় পূজা করিলাম,

তুমি আমাকে রক্ষা কর, তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর, যাহাতে আমি ভাল করে তোমার পূজা করিতে পারি, হে করুণাময়! তুমি আমাকে তেমন শক্তি দেও, তাদৃশ জ্ঞান প্রদান কর, আমি ইহাকেই পূজা বলে জানি, আপনি আমাকে যে রূপে পূজা করিতে শিখাইয়াছেন, আমি সেইরূপে পূজা করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু আপিং জেঠাকে আপনি পূজা সম্বন্ধে এখন যাহা বলিলেন, আমিত সেরূপ পূজা করি না। 'পূজা' ও 'যোগ' এক সামগ্রী, এই কথার অর্থ কি, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা, 'যোগ' কাহাকে বলে, আপনি ত অদ্যাপি আমাকে তাহা বুঝান নাই, "হৃদয়কে রাগ-দ্বেষাদি দোষ বিরহিত করা, বাক্যকে মিথ্যাদি দোষ বিমুক্ত করা, শরীর দ্বারা হিংসাদি রহিত, আত্ম-পরের হিতসাধক কর্ম্ম করা প্রকৃত ঈশ্বর পূজা," দাদা! আপনার এই সকল কথার আশয় কি তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আবাহনাদি উপচার দ্বারা আরাধ্যের পূজা করা কি, তাহা হইলে, প্রকৃত পূজা নহে?

বক্তা—তাহা কেন? অধিকার বা যোগ্যতার ভেদানুসারে ক্রিয়ার ভেদ হওয়া প্রাকৃতিক, জ্ঞানীর পূজা পদ্ধতি ও অজ্ঞের পূজন রীতি একরূপ হইতে পারে না। পূজার সাধারণ অনুষ্ঠান, পূজা করিতে হইলে, সামান্যতঃ যাহা যাহা করা হয়, তাহা তুমি বিদিত আছ, তুমি তাহা করিয়া থাক, কিন্তু পূজা করিতে হইলে কি নিমিত্ত আসন শুদ্ধি করিতে হয়, ভূতশুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিত্ত ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয়, করশুদ্ধি করিতে হয়, জলশুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিত্ত প্রাণায়াম করিতে হয়, উপাস্য বা পূজ্যকে আহ্বান করিতে হয়, আসনাদি উপচার দ্বারা পূজ্যের অর্চ্চনা করিতে হয়, 'ধ্যান' কাহাকে বলে? কিরূপে ধ্যান করিতে হয়, 'জপ' কাহাকে বলে, কিরূপে জপ করিতে হয়, জপ কত প্রকার, 'প্রণাম' কাহাকে বলে, প্রণাম কত প্রকার, যে ভাবে প্রণাম করিলে যথার্থভাবে প্রণাম করা হয়, তোমার এই সকল বিষয় যথাপ্রয়োজন জানা হয় নাই। যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, যে যে বিষয় জানিতে হইবে, আমি তোমাকে তোমার যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক সেই সকল বিষয় ক্রমশঃ জানাইব।

পূজাতত্ত্বে যে যে বিষয়ের যে ভাবে উপদেশ প্রদত্ত হইবে।

শ্রোতা—দাদা! "পূজা" কাহাকে বলে?

বক্তা—তুমি ত নিত্যই পূজা কর, যাহা কর তাহা কি, তাহা তুমি জাননা?

রমা—শিবের পূজা করিবার সময়ে আমি যাহা করি, তাহাত আপনাকে বলিয়াছি। আপনি যাহা করিতে শিখাইয়াছেন, আমি যথাশক্তি তাহা করিবার চেষ্টা করি।

বক্তা—শিবের পূজা করিবার সময়ে তুমি যাহা কর, তাহাই শিবের পূজা।

রমা—শিবের পূজা করিবার সময়ে যাহা করি, তাহা কি, তাহা করি কেন, তাহা করিলে কি হয়, তাহাত আমি জানিনা দাদা! আবাহন করি, ঠাকুরকে বলি, ঠাকুর তুমি এস, আমি তোমার পূজা করিব, মনে মনে বা মুখে এই কথা বলি। ঠাকুর কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসিবেন, ঠাকুর কি, তুমি এস বলিলেই কি আসেন, স্থূলরূপে দেখা দেন? আমি তাহা জানিনা, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। অনেক দিন এইভাবে পূজা করিলাম, একটী দিনও ঠাকুর আসেন নাই, একটী দিনও আমাকে স্থূলরূপে দেখা দেন নাই। অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা হয়, একি ছেলে খেলা করিতেছি? চিরদিন কি এইভাবে ছেলে খেলা করিব? দাদা! 'আবাহন' শব্দের অর্থ কি? আপনি বলিয়াছেন, 'শিব সর্ব্বব্যাপী', শিব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তবে পূজা করিবার সময়ে তাঁহাকে আবাহন করিতে হয় কেন? যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি আবার কোথা হইতে আসিবেন?

বক্তা—"শিব সর্ব্বব্যাপী," তিনি সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তুমি আমার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়াছ মাত্র, তুমিত অদ্যাপি এই কথার প্রকৃত অর্থ কি, যথার্থভাবে তাহা চিন্তা কর নাই। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা তুমি যাহা প্রত্যক্ষ কর, তাহাই ত 'সর্ব্ব' (সব) নহে রমা! চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা তুমি যাহাকে জানিতে পারনা, যাহা আছে বলিয়া তোমার বিশ্বাস হয়না, তাদৃশ পদার্থও সৎ, তাদৃশ পদার্থ আছে, স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারনা, তাহাই অসৎ নহে; তাহাই নাই, মনে করিওনা। "শিব সর্ব্বব্যাপী," 'শিব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান' এই কথার অর্থ হইতেছে, যে দেশ প্রত্যক্ষ হয়না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে দেশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারনা, এতাদৃশ দেশেও শিব আছেন, এমন দেশ নাই, যে দেশে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বময় শিব বিদ্যমান নাই। সূক্ষ্ম—অব্যক্ত এবং স্থূল—ব্যক্ত, এই দ্বিবিধ দেশেই শিব বিদ্যমান। যে দেশ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য নহে, সে দেশেও সর্ব্বব্যাপক শিব আছেন, যে দেশ ইন্দ্রিয়গম্য—সে দেশেও শিব আছেন। সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থাতে আগমন এবং স্থূল অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম অবস্থাতে গমন, একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে

পারিবে, ইহাই জগতের স্বরূপ, জগৎ বা প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থাতে গমন করে, কোন পদার্থ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়না, একেবারে অসৎ হয়না। 'আবাহন' শব্দের অর্থ 'অভিব্যক্ত করিবার—স্থূলভাবে আনয়ন করিবার চেষ্টা এবং বিসর্জ্জন' শক্তিভাবে—সূক্ষ্ম অবস্থাতে গমনের ভাবনা ("আবাহনমভিব্যক্তিঃ শক্তি ভাবো বিসর্জ্জনম্।"—মাধবাচার্য্যকৃত সূতসংহিতা ব্যাখ্যা)। পূজক স্বীয় হৃদয় হইতে পূজ্যকে আবাহন করেন, এবং স্বীয় হৃদয়েই তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, পূজ্যদেব আমার হৃদয়ে নিজরূপে অবস্থান করিতেছেন, এই প্রকার চিন্তনের নাম 'বিসর্জ্জন'। তুমি যদি সূক্ষ্ম-অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের অগম্য এবং স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য এই দ্বিবিধ অবস্থার স্বরূপ দেখিতে না পাও, তাহা হইলে, তুমি কখনও 'শিব সর্ব্বব্যাপী', 'শিব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান' এই কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা জানিতে পারিবে না।

রমা—'আবাহন' ও 'বিসর্জ্জন' কাহাকে বলে, তাহা জানিতাম না, এখনও স্বহৃদয় হইতে স্থূলভাবে আনয়নের নাম 'আবাহন' এবং স্বহৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে—নিজরূপে অবস্থান করিতেছেন এই প্রকার চিন্তন 'বিসর্জ্জন', আপনার এই উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। দাদা! 'বিসর্জ্জন' শব্দ উচ্চারিত হইলে, আমার মন কেমন করে, আমার মন ব্যাকুল হয়, আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিনা, বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিলে, আমার হৃদয় যেন শূন্য হইয়া যায়। এইরূপ হয় কেন? প্রতিমাবিসর্জ্জনকালে দেখিয়াছি আপনিও ব্যাকুল হ'ন, দেখিয়াছি, আপনিও প্রতিমার মুখের দিকে তাকাইয়াই কাঁদিয়া ফেলেন, চেষ্টা করিলেও চো'কের জলকে নিবারণ করিতে পারেন না।

বক্তা—আমি তোমাকে পরে এই বিষয় ভাল করে বুঝাইয়া দিব? স্বর্গগত মাতা-পিতাকে যখন মনে পড়ে, চেষ্টা করিলেও, যখন তাঁহাদিগকে আর ব্যক্ত ভাবে দেখিতে পাইনা, স্থূলরূপে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ যখন বস্তুতঃ ব্যগ্র হয়, তখন স্বতঃ চক্ষু দিয়া জল পড়ে, বিশ্বাস করি, তাঁহারা সুখময় ধামে সুখে অবস্থান করিতেছেন, বিশ্বাস করি, তাঁহাদের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তথাপি অজ্ঞান বশতঃ হৃদয় শোকার্ত্ত হয়। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনকালে তুমি যে, আমাকে ব্যাকুলীভূত হইতে দেখিয়াছিলে, আমি চেষ্টা করিলেও অশ্রু সংবরণে সমর্থ হই নাই, তোমার যে, তাহা লক্ষ্যীভূত হইয়াছিল, তাহার কারণ আমি যেন আত্মহারা হইতেছি, এইরূপ মোহ তৎকালে আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন

করিয়াছিল। 'মা' যে, সর্ব্বদা আমার হৃদ্দেশে বিদ্যমান আছেন, সর্ব্বদা তাহা যে ভাবিতে পারি না রমা! 'বিসর্জ্জন' যে, মাতৃ-স্বরূপে অবস্থানের চিন্তন, তাহাও সব সময়ে মনে থাকে না। 'বিসর্জ্জন' শব্দ উচ্চারিত হইলে, বিসর্জ্জনের বাজনা শুনিলে, তোমার মন যে, চঞ্চল হয়, তুমি যে, কাঁদিয়া ফেল, তাহার কারণ কি, যাহা বলিলাম, বোধ হয়, তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রায় তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে।

রমা—'পূজা' কাহাকে বলে, কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিব তাহা বলিয়া দিন। পূজা করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়, পূজা কাহাকে বলে, তাহা জানিনা, তথাপি পূজা করিতে এত ইচ্ছা হয় কেন? কে আমার পূজ্য, আমার উপাস্য তাহা জানিনা, তাঁহাকে কখন দেখি নাই, পূজা করিবার সময়ে একদিনও ক্ষণকালের জন্য তিনি দেখা দেন না, তথাপি তাঁহাকে ভালবাসি, যে সকল বস্তু আমার প্রিয়, সেই সকল বস্তু তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা হয়, সেই সকল বস্তু তাঁহাকে দিচ্ছি, তিনি যেন দয়া করে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনাতেও বড় সুখ হয়, কেন এইরূপ করি, কেন মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয় তাহা বুঝিতে পারি না। পুষ্পাদি লইয়া পূজা করেন, ধ্যান করেন, জপ করেন, ন্যাস করেন এইরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি, আবার পূজা করেন না, যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া থাকেন, অজ্ঞ বলে উপেক্ষা করেন, এমন লোকও দেখিয়াছি, দেখিয়া থাকি, একজন যাহা করেন, যাহা করিয়া সুখী হ'ন, অপর এক ব্যক্তি তাহা করেন না, যিনি তাহা করেন, তাঁহাকে অনভিজ্ঞ বলে উপেক্ষা করেন, উপহাস করেন, ইহার কারণ কি?

বক্তা—'পূজা' কাহাকে বলে তুমি যখন যথার্থভাবে তাহা জানিতে পারিবে, তখন তুমি স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে সমর্থ হইবে, তখন তুমিই বলিবে, পূজা করা জগতের জগত্ত্ব, কোন জাগতিক পদার্থ (সকলেই পূর্ণভাবে—বিশুদ্ধ রূপে করিতে না পারিলেও, যাহা করিতেছি, তাহা কি, কেন তাহা করিতেছি, সকলেই তাহা জানিয়া না করিলেও) পূজা না করিয়া থাকিতে পারে না, পূজা করাকে যাঁহারা অজ্ঞোচিত কর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষা করেন, যাঁহারা পূজা করেন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে অবিদ্যার প্রেরণায় উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে 'পূজা' করিয়া থাকেন। নাস্তিক পূজা করেন, আস্তিক পূজা করেন, বৈজ্ঞানিক পূজা করেন, দার্শনিক পূজা করেন,

যোগী পূজা করেন, ভক্ত পূজা করেন, অধিক কি পরমাণুপুঞ্জও প্রাণাস্পদের উপাসনা করেন, সত্ত্বাদিগুণ ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতিও (অব্যাকৃত শব্দবাচ্য জগদ্বীজও) অন্তঃস্থ চেতন পুরুষের পূজা করেন। * উপাস্যের সহিত উপাসকের মিলিত হইবার কেন্দ্র হইতে বহির্গতের কেন্দ্রাদিমুখে গমনের, বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহের সামান্যভাবের সহিত সঙ্গত হইবার, সামান্যভাবকে পাইবার, অর্দ্ধের পূর্ণ হইবার নিমিত্ত অপরার্দ্ধের সহিত সংযুক্ত হইবার, ভোগ্য-শক্তির ভোক্তার সহিত, ধনের (Positive) ঋণের (Negative) অথবা স্ত্রীশক্তির পুংশক্তির সহিত সম্মিলিত হইবার, জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইবার চেষ্টা পূজা। স্থিরচিত্ত হইয়া জগতের দিকে তাকাইয়া থাক, অনুভব হইবে, নিখিল জাগতিক পদার্থ পূজা করিবার নিমিত্তই সতত চঞ্চল, নিয়ত গতি-শীল। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আবাহনাদি ক্রিয়াত্মিকা পূজা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, আগমবিদেরা এই কথাই বলিয়াছেন।† অতএব সূতসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, ত্রিলোকে পূজার সমান পুণ্য কর্ম্ম আর কিছু নাই ("পূজয়া সদৃশং পুণ্যং নাস্তি লোকত্রয়েষপি।"—সূতসংহিতা)। রূপ-রসাদি আপাতপ্রতীয়মান ভিন্ন-ভিন্ন ভাব সমূহের, দেশ-কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন নিরুপাধিক পূর্ণ অনন্ত পরব্রহ্মের সহিত যে, সঙ্গতি—যে একীকরণ তাহার নাম প্রকৃত পূজা ("পূজা নাম বিভিন্নস্য ভাবৌঘস্যাপি সঙ্গতিঃ। স্বতন্ত্র বিমলানন্ত ভৈরবীয় চিদাত্মনা॥"—শ্রীতন্ত্রালোক ৪র্থ আহ্নিক)।

জিজ্ঞাসুনন্দ—বাবা! যাহা কখন শুনি নাই, যাহা কখন শুনিতে পাইব এইরূপ আশা করিতে পারি নাই, 'পূজা' সম্বন্ধে আজ তাহা শুনিলাম, নাস্তিক, আস্তিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভক্ত, যোগী, অধিক কি পরমাণুপুঞ্জ, সত্ত্বাদিগুণ ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি পর্য্যন্ত সকলেই পূজা করে; পূজাই জগতের জগত্ব, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আবাহনাদি—বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্মভিন্ন আর কিছু নহে, ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ

---

*"পুরুষশ্চেতা প্রাধানান্তঃস্থঃ স এব ভোক্তা প্রাকৃতমন্নং ভুঙ্‌ক্তইতি।"
মৈত্র্যুপনিষৎ।

†"আগমাগমবিদঃ—আবাহনং স্থাপনং চ সান্নিধ্যং সংনিরোধনম্। সকলীকারমমৃতীকরণং বাথ পাদ্যকম্॥ ততঃ আচমনং চার্ঘ্যং পুষ্পাঞ্জলিক্রিয়া॥"

কথা কোনদিন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। আপনার এই মধুময় অমৃতোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব হইতেছে, রসায়নতত্ত্ব (Chemistry), ভূততত্ত্ব (Physics), প্রাণিবিদ্যা (Biology), মনোবিজ্ঞান (Psychology) ইত্যাদি নিখিল বিদ্যাচার্য্যেরা পূজাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। সামান্যের মধ্যে বিশেষের আবিষ্কার হইতে বিজ্ঞানের (Science) উদয় হইয়া থাকে। যিনি এই কথা বলিয়াছেন, তিনি যে আপনা কর্ত্তৃক প্রদর্শিতরূপ পূজাতত্ত্বের একটু সন্ধান পাইয়াছেন, বিনা বাধায় তাহা বলিতে পারা যায়। জগতের অব্যক্ত (Invisible) অবস্থা হইতে ব্যক্ত (visible) অবস্থায় আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের বিবরণই দর্শনের (Philosophy) স্বরূপ, যিনি এই কথা বলিয়াছেন, তিনি কি, অস্বীকার করিতে পারেন যে, দর্শন পূজাতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? যে সামান্যভাব বা একক (unit) হইতে বিবিধ বিচিত্র বিশেষ বিশেষ ভাবাপন্ন বিশ্ব নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার দর্শন লাভই নিখিল বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য—চরম লক্ষ্য ("The end and aim of all science is to find a unit, that one out of which all this manifold is being manufactured, that one existing as many."—Concentration), যিনি এই কথা বলিয়াছেন, তিনি কি, যথোক্ত লক্ষণ পূজা বা যোগই নিখিল বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন? তাই বলিতেছি, পূজার এমন ব্যাপক রূপ ইতঃপূর্ব্বে নয়নে পতিত হয় নাই। 'ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম', আমার জিহ্বা অবশভাবে বার বার এই কথা উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। যিনি অজ্ঞানান্ধকারকে অপনোদিত করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকদ্বারা অন্যের হৃদয়কে আলোকিত করেন, যিনি সুদৃঢ় সচ্চরিত্রবান্, যাঁহার চিত্ত উৎকৃষ্টতর জ্ঞানার্জ্জন এবং অন্যকে তৎপ্রদান করিবার নিমিত্ত সদা ব্যগ্র, স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যগণ অদৃশ পুরুষকে শ্রুতির আদেশানুসারে ঈশ্বর হইতে অভিন্নরূপে দেখিতেন, সেদিন এখন আর নাই, তথাপি আমি পূজার স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া, আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ নতশির না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বক্তা—'পূজা' ও 'যোগ', 'পূজা' ও 'যজ্ঞ' (মখ) যে, এক সামগ্রী, পূজা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল, আশা করি, তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা তোমাদের বোধগম্য হইয়াছে।

রমা—আপনি জেঠা বিদ্বান, আপনার সারগর্ভ উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার যোগ্যপাত্র, আমি নিতান্ত অপাত্র, তথাপি আপনি যে আমাকে দয়া করেন, আমাকে উপদেশ দেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে দাদা! ইহা ছাড়া আমার আর কিছু বলিবার শক্তি নাই, তোমার করুণা অনির্ব্বচনীয়।

বক্তা—'পূজা' কাহাকে বলে, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি কর্ত্তব্য, আবাহনাদির তত্ত্ব নিরূপণ, বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ পূজার স্বরূপ, বৈদিকী তান্ত্রিকী ও মিশ্র এই ত্রিবিধ পূজার তত্ত্বানুসন্ধান, মানসপূজাতত্ত্ব, আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি দেবশুদ্ধি, এই পঞ্চশুদ্ধি বিনা পূজা হয় না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য, পঞ্চশুদ্ধির স্বরূপ, জপ ও ধ্যানের তত্ত্বানুসন্ধান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ জপ ও হোমের স্বরূপাবলোকন, পূজার গৌণ ও মুখ্য এই দ্বিবিধ ফল বিষয়ক বিবৃতি, পূজ্য বা উপাস্যের স্বরূপাবধারণ, যথার্থভাবে পূজা করিতে পারিলে, পূজ্য বা উপাস্যের রূপ দর্শন হইয়া থাকে, এই কথা সত্য, ইহা অসম্ভোচিত কথা নহে।

জিজ্ঞাসু নন্দ—যে ভাবে যে যে বিষয়ের উপদেশ দিলে, আমাদের উপকার হইবে, তাহা আপনি জানেন, আমরা এ সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিব?

রমা—আমি যথার্থভাবে পূজা শিখিবার ও যথার্থভাবে পূজা করিবার একান্ত অভিলাষিণী, আপনি আমায় যোগ্যতানুসারে উপদেশ দিন, আমি যে যে বিষয়ে অযোগ্যা সেই সেই বিষয়ে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে যোগ্যা করিয়া দিন। আমার অভিমান করিবার কিছুই নাই, তথাপি হৃদয় অভিমানরাহুগ্রস্ত, কৃপা করুন, কৃপা করুন।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! 'পূজা' ও 'সন্ধ্যা' এই উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য? সন্ধ্যা না করিলে, পূজা করিবার অধিকার হয় না, এই কথার অভিপ্রায় কি? পূজার সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ আছে, সেই সকল উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

বক্তা—পূজাতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে হইলে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতেই হইবে।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বহুবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, যথাবিধি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনার যোগাঙ্গ বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক ধারণা হইয়াছে, যিনি যথাবিধি যম-নিয়মাদি যোগা-

ঙ্গের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহার যথার্থভাবে পূজা হয় না। এই নিমিত্ত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, পূজাতত্ত্বে যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইবে কি ?

বক্তা—যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান হোক্ তাহাতেই যম-নিয়মাদির অভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য। 'পূজা' ও 'যোগ' যখন ভিন্ন সামগ্রী নহে, তখন পূজাতত্ত্বে যে, যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গের কথা থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য। পঞ্চশুদ্ধিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গের কথা বলিতেই হইবে।

দগ্ধ হৃদয়ে।

হ'ল কি অমিয় বৃষ্টি।
শুষ্ক সরসী ভরিয়া উঠিল আবার জাগিল সৃষ্টি।
মেঘ মল্লারে গাহিল দাদুর গরজিল ঘন গুরু গুর গুর
পুচ্ছ প্রসারি নাচিল ময়ূর বাদল গতি ছন্দে।
সাবাসি উঠিল মালতী যুথি ভুবন ভরি গন্ধে।
হ'ল কি অমিয় বৃষ্টি।
শুষ্ক সরসী ভরিয়া উঠিল আবার জাগিল সৃষ্টি।
ফুটিয়া উঠিল ভরাবুকে তার ছড়ায়ে গন্ধ কুমুদ কহ্লার
অলি গুঞ্জরি যাচিল আবার যৌবন বন দাস্য।
মুক্ত করিয়া অতীতের স্মৃতি গোপন করি হাস্য।
একি অদ্‌ভুত রঙ্গ।
লিখিতে লিখিতে লেখনী অচল ছন্দ হতেছে ভঙ্গ।
ছুটিছে শোণিত শিরায় শিরায় নূতন সলিলে সফরীর প্রায়
হরষের ঢেউ কানায় কানায় প্লাবন রত সৃষ্টি
বিরহদগ্ধ হৃদি মরুভূমে হ'ল আজ সুধা বৃষ্টি।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
হোমিওপাথ বিষ্ণুপুর।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বঙ্গদেশের বাহিরে ভরত-কৈকেয়ী সংবাদ কিরূপে পৌঁছিয়াছে তাহারও কতক এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

কেকয়নন্দিনী ভারতের আগমন শুনিয়া হর্ষভরে দ্বারে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কৈকেয়ী ভরতকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

ভরত দুখিত পরিবার নিহারী। মনহু তুহিন বনজবন মারী॥
কৈকেয়ী হর্ষিত ইহি ভাঁতি। মনহুঁ মুদিত দবলাই কিরাতী॥

অযোধ্যার লোক দেখিয়া ভরত অতি দুঃখিত—মনে হইতেছে তুষার পাতে পদ্মবন নষ্ট হইয়াছে। একমাত্র কৈকেয়ীই আনন্দিতা—কিরাতী বনে অগ্নি লাগাইয়া হর্ষিত। পুত্রকে শোকাতুর দেখিয়া কৈকেয়ী পিত্রালয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত কুশল বার্ত্তা শুনাইয়া নিজ বংশের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কহু কহঁ তাত কহাঁ সব মাতা। কহঁ সিয় রাম লষণ প্রিয় ভ্রাতা॥

বল পিতা কোথায়? মাতাগণ কোথায়? কোথায় সীতারাম আর প্রিয়ভ্রাতা লক্ষণ।

শুনি সুতবচন সনেহময়, কপট নীর ভরি নৈন।
ভরত শ্রবণ মন শূল সম, পাপিনী বোলী বৈন॥

পুত্রের স্নেহময় বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী কপট ভাবে চক্ষে জল ফেলিল, ফেলিয়া পাপিনী ভরতের কর্ণে ও মনে শূল দ্বারা আঘাত করিল। তাত! সমস্তই আমি করিয়াছি এই কার্য্যে মন্থরা আমার পরম সহায়। বিধাতা কিছু বিপত্তি করিয়াছেন—নরপতি স্বর্গে গিয়াছেন।

শুনত ভরত ভয়ে বিবশ বিষাদা। জনু সহমেউ করি কেহরি নাদা।

শুনিয়া ভরত বিষাদে বিবশ হইলেন—সিংহনাদ শুনিয়া হস্তী যেমন ভীত হয় সেইরূপ। হা তাত! হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভরত ধরাতলে পতিত হইলেন। পিতঃ আমি তোমার শেষ সময় দেখিতে পাইলাম না তুমি ও রামের হস্তে আমাকে সঁপিয়া গেলেনা। ভরত ধৈর্য্য ধরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন—

মাতাকে পিতার মরণ হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। মর্ম্ম বিদারণ করিয়া কৈকেয়ী তখন বিষ ঢালিয়া দিল। কুটিলা কৈকেয়ী তখন নিষ্ঠুর বাক্যে প্রথম হইতে সকলই বলিল।

রামকে বনে দিয়াছে শুনিয়া ভরত পিতার মৃত্যু ভুলিলেন—আহা! আমিই ইহার কারণ জানিয়া ভরত কিছুক্ষণ শোকে গম্ভীর হইয়া রহিলেন। আর কৈকেয়ী পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া দগ্ধ ক্ষতে লবণ দিতে লাগিল। রাজা শোক যোগ্য নহেন—তাঁর কত সুকৃত—কত যশ তিনি ভোগ করিয়াছেন।

"জীবত সকল জন্মফল পায়ে। অন্ত অমরপতি সদন সিধায়ে॥

জীবনে জন্মফল সকল পাইয়া অন্তে ইন্দ্র ভবনে রাজা গিয়াছেন, ইহা জানিয়া তুমি বিষাদ দূর কর, আর এই রাজ্য গ্রহণ কর। রাজকুমার শুনিয়া বড় ভয় পাইয়াছেন—পক্কক্ষতে যেন জলন্ত অঙ্গার কেহ লাগাইতেছে বোধ হইতেছে।

ধীরজ ধরি ভরি লেহিঁ উসাঁসা। পাপিনী সবহি ভাঁতি কুলনাশা॥
জো পৈ কুরুচি রহী অসি তোহীঁ। জনমত কাহে ন মারেসি মোহীঁ॥
পেঁড় কাটি তৈঁ পল্লব সীঁচা। মীন জিয়ন হিত বারী উলীচা॥

ভরত ধৈর্য্য ধরিলেন—বড়ই উদাস হইয়া বলিলেন—পাপিনি—কুল বিনাশ করিলি? যদি তোমার এই কুরুচিই ছিল তবে জন্ম মাত্রেই আমাকে সংহার না করিলে কেন? তরু কাটিয়া পল্লবে জল দিতেছ? মৎস বাঁচাইতে চাও জল তুলিয়া ফেলিয়া? আহা! এমন হংস বংশ, এমন জনক দশরথ—এমন রাম লক্ষ্মণ ভাই—আর এমন জননী তুমি—বিধাতার বুঝি কিছুই অসাধ্য নাই। আহা! কুমতি! তোমার মনে যখন কুমত উঠিয়াছিল তখনই তোমার হৃদয় খণ্ড খণ্ড হইল না কেন?

বর মাঁগত মন ভয় নহিঁ পীরা। জরি ন জীহ মুঁহ পরেউ ন কীরা॥

বর মাগিতে তোর মনে ব্যথা হইল না—জিহ্বা পুড়িয়া গেল না—মুখে কীট জন্মিল না? রাজা তোমাকে কিরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মরণ সময়ে বিধি কি বুদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন?

বিধিহু ন নারী হৃদয় গতি জানি। সকল কপট অঘ অবগুণ খানি॥

নারীর হৃদয় গতি বিধাতাও জানেন না, সমস্ত পাপ, সমস্ত অবগুণ, সমস্ত ছলাকলার আকর ইহা। রাজা সুশীল, ধর্ম্মরত, সরল তিনি কি করিয়া নারীর হৃদয় বুঝিবেন?

অস কো জীব জন্তু জগমাহীঁ। জেহি রঘুনাথ প্রাণ প্রিয় নাহীঁ॥
ভে অতি অহিত রাম তেউ তোহি। কোতু অহসি সত্য কহু মোহী॥
জোহসি সোহসি মুঁহ মসি লাই। ওঁখিওট উঠি বৈঠহু জাই॥

জগতের ভিতরে হেন জীব জন্তু কোথায়, রঘুপতি যাঁর প্রাণপ্রিয় নয়। সেই রাম তোমার অপ্রিয় হইলেন? কে তুই সত্য করিয়া আমায় বল। তুমি যে হও সে হও মুখে কালী মথিয়া আমার চক্ষের আড়ালে উঠিয়া গিয়া বস। অথবা তোমাকে বৃথা তাড়না কেন করি? রাম বিরোধী যার হৃদয় তার জঠরে যখন আমি জন্মিয়াছি, তখন আমার সমান পাতকী কি আর কেহ আছে?

শত্রুঘ্ন সেই স্থানেই ছিলেন। মাতার কুটিলতা শুনিয়া ক্রোধে শরীর অগ্নিমত হইয়াছে। এই সময়ে বিবিধ বসন ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া কুব্জা সেইখানে অসিল। অনল আহুতি পাইয়া যেমন জ্বলিয়া উঠে শত্রুঘ্ন ও সেইরূপ হইাছেন।

হুমকি লাত তকি কুবর মারা। পরি মুঁহ ভরি করত পুকারা॥

শত্রুঘ্ন হুমকি দিয়া গিয়া কুব্জার কুঁজে লাথী মারিলেন, কুব্জা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল আর চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কুব্জার কুঁজা ফুটিল, কপাল ফাটিল, দশন ভাঙ্গিয়া মুখে রক্ত উঠিল। কুব্জা বলিতে লাগিল হায় বিধাতা আমাকে কেন নাশ করিতেছে! ভাল করিলাম তার ফল কি এই পাইলাম?

শুনি রিপুহন লখি নখশিখ খোটী। লগে ঘসী টন ধরি ধরি চোটী॥

শত্রুঘ্ন সকল শুনিলেন, দোষী বুঝিয়া, ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া মাটীতে রগড়াইতে লাগিলেন। দয়ানিধি ভরত ছাড়াইয়া দিয়া রক্ষা করিলেন।

এখন আমরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকট হইতে ভরত-কৈকেয়ী সংবাদ শুনিব।

(১)

দুঃখ সন্তপ্ত ভরত সব শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—পিতা বিহীন হইলাম, পিতৃসম ভ্রাতা বিহীন হইলাম—হায় আমি হত হইলাম—হতভাগ্য আমি, আমার রাজ্য লইয়া কি হইবে? রাজাকে প্রেতাবস্থায় পাঠাইয়া এবং রামকে তাপস করিয়া পাপীয়সি তুই দুঃখের উপর দুঃখ দিতেছিস্, ক্ষতের মুখে ক্ষার—খরমূত্র সহিত চূর্ণ দিতেছ। কুল নাশ করিবার জন্য কালরাত্রি হইয়া রঘুকুলে তুমি আসিয়াছ। হায়! পিতা আমার জ্বলন্ত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। রে পাপদর্শিনি! তোমার দ্বারাই রাজা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন।

তুমি—কুলনাশিনী! তুমি বুদ্ধির দোষে আমাদের কুলে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছ। আমার পিতা সত্যসন্ধ—সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরম যশস্বী, তোমাকে গৃহে আনিয়া তীব্র দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। বল্ কি কারণে আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে তুই বিনাশ করিলি? কি কারণেই বা রামকে বনবাসী করিলি? বল্ তিনি কি জন্য বনে গমন করিলেন? কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে পীড়িত—তাঁহারা যে আমার মাতা তুই—তোর সংসর্গ লাভ করিয়াও জীবিতা থাকিবেন ইহা অসম্ভব। আর্য্যরাম ধর্ম্মাত্মা—এবং গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তিনি তাহাও জানেন। তিনি মাতৃনির্ব্বিশেষে তোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন; আমার জ্যেষ্ঠামাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও সর্ব্বদা তোমার চিত্তাবর্ত্তনরূপ অনুষ্ঠান করিয়া তোকে ভগিনীর তুল্য স্নেহ করেন। রে পাপে! তুই সেই মাতার সেই মহাত্মা পুত্রকে চীরবল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াও কি জন্য শোক করিতেছিস্না? সেই অপাপদর্শী, শূর, শুদ্ধাত্মা, যশস্বী রামকে মুনিবেশে বনে পাঠাইয়া তোর কি ইষ্ট লাভ হইল? রাঘবকে আমি কোন্ চক্ষে দেখি—অত্যন্ত লুব্ধ স্বভাব তোমার তাই তুমি তাহা জানিতে পার নাই, সেই জন্যই তুমি রাজ্যলোভে এই মহান্ অনর্থ ঘটাইয়াছ। আমি সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিলে কাহার শক্তি প্রভাবে রাজ্য রক্ষায় উৎসাহ করিব? সুমেরু যেমন আত্মরক্ষার্থ স্ব-শিখরজাত বন আশ্রয় করেন তদ্রূপ ধর্ম্মাত্মা মহারাজও আত্মরক্ষার্থ সেই বলবান্ মহাতেজস্বী রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমি এখন কোন্ সাহসে মহাবৃষভের বহন যোগ্য সুদুর্ব্বহ ভার, দম্যবৎসতর হইয়া বহন করিব?

অথবা মে ভবেচ্ছক্তি র্যোগৈর্বুদ্ধিবলেন বা।
সকামাং ন করিষ্যামি ত্বামহং পুত্রগর্দ্ধিনীম্॥

অথবা যোগবল বা বুদ্ধিবল দ্বারা যদিও রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ হই তথাপি পুত্রগর্দ্ধিনী তুমি—পুত্ররাজ্যাভিলাষবতী তুমি তোমার মনস্কামনা আমি কিছুতেই পূর্ণ করিব না। রে পাপনিশ্চয়ে! যদি আর্য্যরাম তোমার প্রতি সর্ব্বদা মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না করিতেন তাহা হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। রে পাপদর্শিনি! রে সাধুচরিত্র বিভ্রষ্টে! আমাদের পূর্ব্ব কুলবিগর্হিতা বুদ্ধি তোমার কিরূপে জন্মিল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যে অধিকার, অন্যান্য ভ্রাতাগণ জেষ্ঠেরই অধীন হয়েন। রে নৃশংসে! জানিলাম

রাজধর্ম্ম তোমার জানা নাই এবং রাজধর্ম্মের সনাতনী গতিও তুমি জাননা। রাজকুমারগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী—এই ব্যবহার সকল রাজকুলে বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুদিগের ইহা বিশেষ আদরণীয়। কিন্তু আজ সেই ধর্ম্ম-প্রতিপালক সচ্চরিত্র শোভিত সদাচার গর্ব্ব তোমা হইতেই খর্ব্ব হইল।

মহা সৌভাগ্য শালিনী তুমি—মহাকুল প্রসূতা তুমি—তোমার এই গর্হিত বুদ্ধি—মোহ কেন জন্মিল? পাপে! তোমার অভিলাষ আমি কিছুতেই পূর্ণ করিব না—আহা! আমার এই জীবনান্তকর বিপদ তোমা দ্বারাই সংঘটিত হইল। আমি এখনই তোমার অপ্রিয় জন্য আমার সেই স্বজনপ্রিয় ভ্রাতাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব, আনিয়া সেই দীপ্ততেজা রামের দাস হইয়া থাকিব—ইহা ভিন্ন আমার অন্তরাত্মার সুস্থ হইবার অন্য উপায় নাই। এই বলিয়া মহাত্মা ভরত অতিশয় দুঃখজনক বাক্যে মাতার মর্ম্ম পীড়ন করিলেন আর—

শোকার্দ্দিতশ্চাপি ননাদভূয়ঃ
সিংহো যথা মন্দর—কন্দরস্থঃ ॥

আর শোকার্দ্দিত শোক পীড়িত মন্দর গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন।

(২)

মাতাকে এই ভাবে তিরস্কার করিয়া ভরত অতিশয় রোষভরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন নৃশংসে দুষ্ট চারিণি! তুই এখনিই এই রাজ্য হইতে দূর হইয়া যা। যখন তুই ভার্য্যা-পতি ভাব পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ অধর্ম্ম করিতে পারিয়াছিস্ তখন স্বামীর উদ্দেশে রোদন করিবার তোর কোন অধিকার নাই। রাজা এবং ভৃশধার্ম্মিক রাম তোরে এমন কোন্ বিষয়ে দোষী করিয়া ছিলেন যে তোর জন্য দুই জনের যুগপৎ মৃত্যু ও নির্ব্বাসন আসিল? এই কুলের বিনাশ করিয়া তোর ব্রহ্মহত্যার পাতক আসিয়াছে—কৈকেয়ী তুই নরকে যা, তোর যেন পতিলোক লাভ না হয়। ঈদৃশ ভর্ত্তৃমরণ ও সর্ব্বলোক প্রিয় রামের বিবাসন রূপ ঘোর কর্ম্মে তুই যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিস্ তাহাতে কৈকেয়ী পুত্র ভরত—মাতার মত দুষ্ট স্বভাব লোকের কাছে আমার এই কলঙ্কের ভয় তুই জন্মিয়া দিয়াছিস্। তোর জন্য পিতা মরিলেন, রাম অরণ্য আশ্রয় করিলেন; তুইই আমাকে লোক সমাজে অযশস্বী করিলি। নৃশংসে রাজ্য কামুকি! মাতৃরূপে তুই আমার শত্রু। পতি ঘাতিনি দুর্বৃত্তে! তুই আর আমার নাম করিস্ না। কুলদূষিণী

তুই—তোরই জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং আমার অন্যান্য মাতাগণ দারুণ দুঃখে পড়িলেন। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা তুই নহিস্ পরন্তু আমার পিতৃকুল নাশের জন্য রাক্ষসী হইয়া তাঁহার গৃহে জন্মিয়াছিস্। যখন তুই নিত্য সত্য পরায়ণ বীর ধার্ম্মিক রামকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছিস্ এবং আমার পিতাকে ত্রিদিববাসী করিয়াছিস তখন তোর মত পাপিষ্ঠা কি আর আছে? যাহা প্রধান পাপ—পিতার মৃত্যু ও ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিত্যাগ সেই পাপ আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে সর্ব্বলোকের অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। পাপনিশ্চয়ে! ধর্ম্ম সংযুক্তা কৌশল্যাকে পতি পুত্র বিযুক্ত করিয়া বল্ দেখি আজ তুই কোন্ নরকে যাইবি? ক্রূরে! কেন তুমি বুঝিতে পার নাই যে রাম বন্ধুগণের নিয়ত আশ্রয়, কৌশল্যা হৃদয় নন্দন রাম সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ আমার পিতৃতুল্য?

বান্ধব মাত্রেই প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু পুত্র মাতার প্রিয়তর—অধিকতর প্রিয়, কেননা পুত্র মাতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং হৃদয় হইতে জাত। পুরাবিদ্‌গণ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলেন কোন এক সময়ে সুরমান্যা সুরভি দেখিলেন তাঁহার দুইটী পুত্র বলীবর্দ্দ, লাঙ্গল বহিতে বহিতে পৃথিবীতে অচেতনবৎ পড়িয়া আছে। দিবসের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত ভার বহন করিয়া ঐভাবে শ্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গোমাতা সুরভি পুত্র শোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুররাজ ইন্দ্র আকাশ মণ্ডলে সুরভি যেখানে ছিলেন তাহার নিম্ন দিয়া গমন করিতে ছিলেন। ইন্দ্রের দেহে সুরভির চক্ষু নিঃসৃত বাষ্পবিন্দু কণিকা পতিত হইল। ইন্দ্র উপরে চাহিয়া দেখিলেন আকাশে সুরভি অত্যন্ত দুঃখে, অতিদীন ভাবে রোদন করিতেছেন। বজ্রপাণি ইন্দ্র যশস্বিনী সুরভিকে শোক সন্তপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের—দেবগণের এখন ত কোথাও কোন ভয় নাই; সর্ব্ব হিতৈষিণি তবে কি নিমিত্ত কাঁদিতেছ আমায় বল। সুরভি তখন ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন অমরাধিপ! কোন দিকেই আপনাদের কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। আপনাদের দুঃখ জনক পাপ সর্ব্বত্রই শান্ত। কিন্তু ঐ দেখ আমার দুইটি পুত্র বলীবর্দ্দ বিষম স্থানে পড়িয়া দুঃখ পাইতেছে। উহারা একে কৃশ, হলভার পীড়িত এবং সূর্য্যরশ্মি প্রতপ্ত তাহার উপর দুরাত্মা কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। এই জন্যই আমি শোক করিতেছি। উহারা আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদিগকে দুঃখিত ও ভার পীড়িত দেখিয়া আমি পরিতপ্ত হইতেছি; নাস্তি পুত্র সমঃ প্রিয়ঃ—পুত্র সম প্রিয়

...ই নয়। যাঁহার সহস্র সহস্র পুত্র সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইন্দ্র সেই সুরভিকে দুইটি পুত্রের জন্য রোদন করিতে দেখিয়া বুঝিলেন পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তাঁহার গাত্রে কাম ধেনুর পুণ্যগন্ধি অশ্রুবিন্দু নিপাতে তিনি বুঝিলেন যে সুরভিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আহা! যিনি সর্ব্বপ্রাণীকে অনুগ্রহ করিতে বৈষম্য রহিত এবং সমস্ত লোক প্রতিপালন করাই যাঁহার প্রবৃত্তি, ইষ্ট প্রদানে যিনি শক্তিমতি, যিনি সত্যরূপ মুখ্য গুণবতী, আর যিনি মৈথুন ধর্ম্মে সমুৎপন্ন সহস্র সহস্র সন্তানের জননী হইয়াও দুইটি পুত্রের জন্য শোক করিয়া ছিলেন— হায়! এক মাত্র রামই যাঁহার পুত্র সেই এক পুত্রা স্বাধ্বী কৌশল্যা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন—আহা! তুইই তাঁহাকে বিবৎসা করিলি! তোকে নিশ্চয়ই ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদাই দুঃখে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। আমি সর্ব্বতোভাবে পিতা ও ভ্রাতার অপচিতি—পূজা করিব, করিয়া নিজের কলঙ্ক প্রক্ষালন করিব এবং যশোবর্দ্ধন করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই। কোশলেন্দ্র মহাবল মহাবাহু রামকে অযোধ্যায় আনিব এবং আমি আপনি মুনিজন সেবিত অরণ্যে প্রবেশ করিব। পাপ সঙ্কল্পে—পপিনি পুরবাসী সকলে সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া থাকিবে আর আমি তোর পাপ কার্য্যের ভার বহন করিব—এ শক্তি আমার নাই। এখন তুই অগ্নি প্রবেশ কর বা স্বয়ং দণ্ডকারণ্যে যা অথবা কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া মর তোর আর অন্য গতি নাই। সত্য পরাক্রম রাম রাজ্য প্রাপ্ত হইলে আমি কৃতকৃত্য হই—আমার সমস্ত কলঙ্ক দূর হইবে।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায়, ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভূমিতে পতিত হইলেন। ভরতের চক্ষু রক্তবর্ণ, বসন শিথিল, অঙ্গের আভরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—ভরত উৎসবাবসানে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া রহিলেন।

(৩)

ভরত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন, আর কৈকেয়ী? এই সময়ের কৈকেয়ীর অবস্থা ভগবান্ বাল্মীকি দেখান নাই। আমাদের কিন্তু ভরত-তিরস্কৃতা ভরত-মাতাতে বিশেষ প্রয়োজন। এখানে শিখিবার অনেক আছে, পবিত্র হইবার বিস্তর উপাদান রহিয়াছে। যে দারুণ মোহ কৈকেয়ীকে এতদিন একেবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যে সর্ব্বনাশকারী মোহ, রাজা দশরথের অকথ্য যাতনাতেও কৈকেয়ীকে বিন্দুমাত্র ক্ষুভিত করিতে পারে

নাই, যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কৈকেয়ী রাজার মৃত্যুকেও সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিল, যে মোহাক্রান্ত হইয়া কৈকেয়ী সখীদের উপদেশে কর্ণপাতও করিলনা, যে মোহের বশে কৈকেয়ী প্রিয়তম রামকে চীর বসন পরাইয়া বনগমনে ত্বরান্বিত করিল, যে মোহ কলুষিত হইয়া কৈকেয়ী অত্যন্ত সুকুমারী হরিণ শিশুর মত মুগ্ধা জনক দুলারীর সরলতা পূর্ণ ছলছল ঢলঢল কারুণ্য দৃষ্টিতেও গলিত হইয়া গেল না, যে মোহের আক্রমণে ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের তিরস্কারেও কৈকেয়ী বিচলিত হইল না, যে মোহে কৈকেয়ীর হৃদয়, বৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্রের অতি তীক্ষ্ণ বাক্যেও বিদ্ধ হইল না, যে মোহে অন্ধ হইয়া কৈকেয়ী নিজের বৈধব্য, অযোধ্যার হাহাকার, কৌশল্যার যাতনা, কিছুতেই কোমল হইল না, আজ ভরতের ভাব দেখিয়া সেই কৈকেয়ীর চৈতন্য হইল। কৈকেয়ী আর সে কৈকেয়ী নাই। কৈকেয়ীর চক্ষুজলের বিরাম নাই। কৈকেয়ী আজ অনুতপ্তা। কৈকেয়ী লজ্জায় যেন আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারে না। কৈকেয়ীর এখন নিজের অবস্থায় দৃষ্টিপড়িল, অযোধ্যার হাহাকারে দৃষ্টি পড়িল, রাম বনবাসের বিষময় ফল কৈকেয়ীর মোহ কাটাইল। যাহার মোহ যত প্রবল তার উপরে ততখানি দুঃখ আসিলে তবে তাহার চৈতন্য হয়, তবে তাহার অনুতাপ আইসে। অত্যন্ত প্রিয়বাদিনী রাম জননীরও রামের শোকে মোহ আসিয়াছিল। কিন্তু সে মোহ ক্ষণিক, সে মোহ একক্ষণেই সরিয়া গিয়াছিল। শোকাকুলা, ক্রোধান্বিতা রাম জননীর সেই পরুষ বাক্য—সেই "রাম আজ তাহার পিতৃহস্তে নিহত হইল" বাক্য, মুমূর্ষু রাজা সহ্য করিতে না পারিয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যখন অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি পুটে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কৌশল্যে তুমি ত কখন অপ্রিয়বাদিনী নও, শত্রুর প্রতিও তুমি সদয় ব্যবহার করিয়া থাক—কাহারও উপর কখন নির্দ্দয় ব্যবহার করনা—দেবি! আমি এই অঞ্জলি বন্ধন করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি—তুমি আমার দশা দেখিয়া, আর আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিও না—এই এক কথায় কৌশল্যার চৈতন্য হইল। বর্ষাকালে প্রণালীর বৃষ্টিজল মোচনের ন্যায় অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে কৌশল্যা পতির সেই পদ্মতুল্য অঞ্জলি আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া, বড় ত্রস্ত হইয়া, বড় ব্যাকুল হইয়া স্বামীকে বলিলেন দেব! আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, এই আমি ভূমি লুণ্ঠিতা হইয়া তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি—আর আমি এরূপ পাপ করিবনা—তুমি প্রসন্ন হও—আমি ক্ষমা প্রার্থনা

করিতেছি—পুত্র শোকে অভিভূত হইয়া অবিবেচনা বশতই আমি তোমাকে কঠিন কথা বলিয়াছি—তোমার এই অঞ্জলি বন্ধনেই আমি হত হইলাম। করুণা কর—পাপিনীর দোষ ক্ষমা কর। পতির একটি কথায় কৌশল্যা ফিরিলেন, কৌশল্যা অনুতপ্ত হইলেন, আর কৈকেয়ীকে ফিরাইতে কত নিদারুণ দুঃখ তার আবশ্যক হইয়াছিল? কৌশল্যা ও কৈকেয়ীতে এই পার্থক্য।

তথাপি বলি কৈকেয়ী দুষ্টা ছিলেন না। দুষ্টা থাকিলে কৈকেয়ীর অনুতাপ এই ভাবেও আসিত না। আরও অধিক যাতনা পাইয়া তবে দুষ্টা পথে আইসে। এই যাতনাও তাহাদের জন্য ভগবানের অনুগ্রহ। ভগবান কাহাকেও ত্যাগ করেন না। কাহারও অতি অল্প নিগ্রহে অনুতাপ আইসে, কাহারও অনুতাপ আনিতে বহু নিগ্রহের আবশ্যক হয়।

বলিতেছিলাম মোহটা কোন্ বস্তু—মানুষ মোহটাকে বুঝিতেই বা পারে না কেন? মোহ, অজ্ঞান, মায়া, অবিদ্যা—এই সমস্ত সমানার্থক। এই গুলিই ভগবানকে আবরণ করিয়া ফেলে। মোহও যাহা, পাপও তাই। ভগবান্ নিত্য সত্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজিত। ভগবান্ পাওয়া অতি সহজ। কেবল তাঁহার আবরক পাপ বা মোহ সরাইতে পারিলেই হয়। সূর্য্যদেব সর্ব্বদাই আছেন কিন্তু মেঘ সরেনা বলিয়া দেখা যায় না। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ কেবল অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বলিয়া জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞান লাভ আদৌ দুরূহ নহে অজ্ঞান ত্যাগই দুরূহ। আনন্দ সর্ব্বদাই আছেন কিন্তু মোহ জনিত শোক এই নিত্যানন্দ স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া সর্ব্বদা জীব আনন্দে থাকেনা।

তবে মোহটা কোন পদার্থ হইল? মোহটা অন্ধকার। ইহা কোথা হইতে আসিল? সপ্ত প্রকার অজ্ঞান ভূমিকার প্রথম অজ্ঞানই হইতেছে মোহ। যাহারা অজ্ঞান ভূমিকাতে স্থিত তাহারা স্বভাববাদী। ইহারা ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছাচারে ছাড়িয়া দেয়। ইহারা বলে মন স্বভাবতঃ যাহা করিতে চায় তাহাতেই ইহাকে ছাড়িয়া দাও—যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা যায় তাহাই কর, বিধি নিষেধ মানিয়া চলিও না—ফলাফল কি হইবে তাহাও ভাবিওনা। শাস্ত্রের গণ্ডীমধ্যে পড়িলে কোন কিছুই লাভ হইবে না—সর্ব্বত্রই ক্ষতি হইবে। অজ্ঞানের প্রথম ভূমিকা মোহ এই উপদেশ করে। অজ্ঞান ভূমিকাতে সংসারের দুঃখ প্রচুর কিন্তু জ্ঞান ভূমিকার ফল নিরতিশয় আনন্দ।

মোহ যাহারা ছাড়িতে চায় না তাহারাই অসুর। অসুরেরা স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম্ম লইয়াই থাকে কিন্তু যাঁহারা দেবতা, তাঁহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মদ্বারা দ্যুতিমান্ হয়েন। "বিদ্বাংসো হি দেবা স্তদ্বিপরীতা অবিদ্বাংসোঽসুরাঃ" শতপথ শ্রুতিও ইহা বলেন। বলেন আমি দেহ নই, আমি মন নই, ইহা যাঁহারা অভ্যাস করেন তাঁহারাই বিদ্বান্, তাঁহারাই দেবতা। আমি দেহ, আমি মন ইহা যাহারা বলেন এবং শরীর ভোগার্থ যাহারা লালায়িত তাহারাই অসুর। বলিতেছিলাম মোহ ও পাপ এক বস্তু। অন্ধকারের মত মোহ সেই প্রকাশ স্বরূপকে যেমন আচ্ছাদন করে পাপও তাহাই করে। পাপ কথার অর্থে তাহাই পাওয়া যায়। "পাতি রক্ষতি আত্মানম্ আত্মাদিতি পাপং" যাহা হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে হয় তাহাকেই পাপ বলে। যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে আত্মার স্বরূপ আবৃত হয় তাহাই পাপ কর্ম্ম। অনাত্মাতে আসক্ত হওয়াই পাপ। আত্মাকে অনাত্মা হইতে রক্ষা করিতে হয়। ভ্রম, মানুষের এত প্রবল যে আসক্তির বস্তু যাহাই হউক না কেন, তাহাকেই আত্মার আবরণ দিয়া, আত্মা বলিয়া বিষয়ভোগই করিতে ছুটে। শাস্ত্র বলেন ভূমা আনন্দের দিকে যাঁহারা যাইতে প্রয়াস করেন তাঁহারাই দেবতা আর অসুরেরা অহং প্রবল করিয়া অল্প আনন্দ লাভের জন্য যাহা পায় তাহতেই ছুটিয়া যায়। বহির্মুখে যাওয়া বা বিষয়ে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা গুরুতর মোহ আর নাই। মোহের মূল কোথায়? উত্তরে শাস্ত্র বলেন জ্ঞান স্বরূপ যিনি সেই চিৎ এর দুই স্বভাব—স্পন্দ ও অস্পন্দ। চিৎ যখন অস্পন্দ স্বভাবে থাকেন তখন তিনি সর্ব্ব সঙ্কল্প শূন্য, সর্ব্ব ভোগ শূন্য, সর্ব্ব মোহ শূন্য, তখন তাঁহাতে মায়ামোহের সম্পর্ক পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু চিৎ যখন আপন স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট হন, তখন ইনি মায়া শবল—মায়ার বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত। মায়া-শবলিত চৈতন্য হইতে সৃষ্টির আদিতে চেত্ততা বা বিষয় মুখে জাগ্রত হইবার সময় প্রথম চৈতন্যের চিদাভাস যুক্ত যে রূপ সেই রূপটিই মোহ উৎপাদন করে। তবেই হইল চৈতন্যের বিষয়—মুখে আসিবার যে অবস্থা—সেই বীজ জাগ্রত অবস্থাই মোহের আদি। সমস্ত সৃষ্টি বীজ লইয়া মোহের দিকে—সৃষ্টির দিকে জাগ্রত হইবার আদি অবস্থা বলিয়া সপ্ত অজ্ঞানের প্রথম অবস্থাকে বলে বীজ জাগ্রত অবস্থা বা আদি মোহ। ভগবান্ ভিন্ন অন্য সমস্তই মিথ্যা বলিয়া, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুই পাইতে ইচ্ছা করিনা ইহা যিনি দৃঢ় নিশ্চয় করেন তিনি মোহ ছাড়াইতে চেষ্টা করেন। এই জন্য গুরু ও বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা

রাখিয়া ভগবানকে পাইবার যে প্রবল ইচ্ছা তাহাই শুভেচ্ছা। ইহা সপ্তজ্ঞান ভূমিকার প্রথম ভূমিকা।

কৈকেয়ী গ্রন্থের অবতরণিকাতে লিখিত হইয়াছে কেন জীবন কলুষিত হয়, কেন মানুষ ব্যভিচার করে, কেন পাপ করে, কেন নর নারী ফুল্ল ফুলের মত পবিত্র থাকেনা? ইহার একমাত্র উত্তর—দুষ্ট সঙ্গ হইতেই জীবন কলুষিত হয়। কৈকেয়ী রামকে ভাল বাসিতেন, রাজাকেও ভাল বাসিতেন কিন্তু মন্থরার অসৎ সঙ্গে কৈকেয়ীর মোহ আসিয়াছিল। এই মোহের বীজ কৈকেয়ীর মধ্যে ছিল। মানুষের সকল দুষ্কৃতির ফল একবারে ফলেনা। বহু জন্মার্জ্জিত দুষ্কর্ম্ম সকল পচ্যমান হইয়া উপস্থিত দেহে কোথাও রোগরূপে প্রকাশ পায়, কোথাও বা কৈকেয়ীর মত রাম বনবাস দিয়া ইহার ফল ভোগের শেষ হয়। কৈকেয়ীর কৃত-কর্ম্ম অযোধ্যার উপরে বজ্রাঘাত আনিয়া তবে কৈকেয়ীকে অনুতপ্ত করিল। চিত্রকূটে রাম দর্শনে কৈকেয়ী পাপমুক্ত হইয়াছিলেন ইহা আমরা পরে দেখাইব। সেই সময়ে কৈকেয়ী শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন "ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরম্" প্রভু! সকল স্নেহ বন্ধন তুমি ছেদন করিয়া দাও —আর মা হইবার সাধও আমার রাখিওনা।" ভগবানও বলিলেন "সর্ব্বত্র বিগত স্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষসে চিরাৎ" সর্ব্বত্র বিগত স্নেহা হইয়া আমাকে ভক্তি কর তাহাতেই সংসার সাগর হইতে মুক্ত হইবে—আমিই করিয়া দিব। কৈকেয়ীর জীবনে এই শিক্ষা আছে বলিয়াই আমরা বলিয়াছিলাম রাণী কৈকেয়ী আমাদের জীবনকে পবিত্র করিতে পারেন, আমাদিগকে আসক্তি শূন্য করিয়া রামপদতলে আনিতে পারেন। ইহাই জীবনকে সফল করা।

কৈকেয়ী চরিত্রের আর একদিক দেখাইয়া আমরা এখানকার এই সমালোচনা শেষ করিতেছি। "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ" কর্ম্মের গতি নিতান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়। ব্যবহারিক জগতে যতই দুঃখ আসুক শ্রীভগবান্ কিন্তু মঙ্গলময়। ভগবান্ স্বয়ং লক্ষণের ক্রোধ শান্তি জন্য বলিয়াছিলেন কৈকেয়ীর দোষ এখানে নাই—এই ঘটনা দৈব কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে। ইহাতে মাতা কৈকেয়ীরও মঙ্গল সাধিত হইল এবং জগতেরও মঙ্গল হইল। কৈকেয়ী বহু ক্লেশ পাইয়া নির্ম্মল হইলেন। কৈকেয়ীর যথার্থ বৈরাগ্য আসিল। কৈকেয়ীর রূপগর্ব্ব, রাজা আমারই বশ এই অহংকার সমূলে উৎপাটিত হইল। আপ্তকামা সদাগর্ব্বিতা কৈকেয়ী দেবী আজ দীনের দীন হইয়া সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া শান্ত হইলেন। ইহাই কৈকেয়ীর মঙ্গল। আর জগতের মঙ্গল হইল এই যে, কৈকেয়ীর কর্ম্ম রাবণ বধের প্রথম উপাদান হইল। অযোধ্যায় এই হাহাকার জগতের হাহাকার নাশের ভিত্তি

স্বরূপ হইল। তোমার আমার জীবনের ঘটনাতেও—যাঁহারা দেখিতে জানেন তাঁহারা দেখেন—যে এইরূপ মঙ্গলই সাধিত হয়। জীবের অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করিয়া ভগবান্ জীবকে নির্ম্মল করিবার জন্যই জীবকে দুঃখ দিয়া থাকেন। জীবের পূর্ব্ব কৃত দুষ্কর্ম্মই জীবের দুঃখের কারণ। ভব রোগ বৈদ্য যিনি তিনি জীবের আশুদুঃখ গ্রাহ্য না করিয়া তাহার ভাবী মঙ্গলের জন্যই কর্ম্মফল দাতা হইয়া জীবকে নির্ম্মল করিয়া দেন, জীবকে পাপমুক্ত করিয়া নিজের চরণতলে আনয়ন করেন। যখন মহাপ্রলয়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব তাঁহারই ক্রোড়ে সুপ্ত থাকে তখন তিনি জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা প্রতিজীবের কর্ম্ম দেখিয়া যাহার যে দেহ ধারণে মঙ্গল হইবে তাহারই ব্যবস্থা করেন। পশু ইহা দেখেনা; যে মানুষ, যে সাধক সেই ইহা দেখিয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান দেখিয়া ধন্য হইয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ভরত-কৌশল্যা সংবাদ।

"আর্য্যে কস্মাদজানন্তং গর্হসে মামকিল্বিষম্।
বিপুলাঞ্চ মম প্রীতিং স্থিতাং জানাসি রাঘবে॥ বাল্মীকি

ভরত মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। বহুক্ষণ পরে ভরতের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সেই গৃহে কৈকেয়ী ছিলেন এবং ভরতের অমাত্যগণও ছিলেন। জাগিয়া ভরত দেখিলেন মাতা অশ্রুপূর্ণমুখী, নিতান্ত দীনা। শ্রীভরত মন্ত্রিগণ মধ্যে মাতাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন আমি কখন রাজ্য কামনা করি নাই এবং রাজ্যগ্রহণার্থ জননীকেও কখন পরামর্শ দিই নাই। মহারাজের অভিষেক কল্পনাও আমি জানিতে পারি নাই, আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতি দূরদেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রামের নির্ব্বাসনও আমি জানি নাই, লক্ষ্মণ ও সীতার বন গমনও জানি নাই। মহাত্মা ভরতের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি কৌশল্যার কর্ণে আসিল। ভরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবী কৌশল্যা তখন সুমিত্রাকে বলিতে লাগিলেন, ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন, আমি দূরদর্শী ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করি। কৃশা বিবর্ণবদনা হতজ্ঞানা মহারাণী এই বলিয়া কম্পিত কলেবরে যেখানে ভরত সেইদিকে চলিলেন, আর ঐ সময়ে রাজপুত্র ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যাদেবীর গৃহে আসিতেছিলেন। নিতান্ত দুঃখিত ভরত ও শত্রুঘ্ন কৌশল্যাকে দেখিলেন, তিনি আলিঙ্গন করিতে আসিয়া হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে রোদন পরায়ণা যশস্বিনী মাতাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মুক্তকণ্ঠ রুরোদ হ"

কৌশল্যা ভরতকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন ভরত মাতার চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং স্বাধ্বী যশস্বিনী রাম মাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন—

পুত্র! ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্ব্বমভূদিদম্।
উক্তং মাত্রা শ্রুতং সর্ব্বং ত্বয়া তে মাতৃচেষ্টিতম্।

পুত্ররে! তুমিত দূরদেশে গিয়াছিলে, তখন এই সমস্ত সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তোমার মাতা যাহা করিয়াছেন তাঁহার মুখে তুমি সমস্তই ত শুনিয়াছ।

পুত্রঃ সভার্য্যো বনমেব যাতঃ
স লক্ষণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ।
চীরাম্বরো বদ্ধ জটাকলাপঃ
সন্ত্যজ্য মাং দুঃখ সমুদ্রমগ্নাম্॥
হা রাম! হা মে রঘুবংশনাথ
জাতোঽসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা।
তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ
বিধির্ব্বলীয়ানিতি মে মনীষা॥

রঘুকুলের চন্দ্র আমার রাম চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া, মস্তকে জটাভার বন্ধন করিয়া দুঃখ সমুদ্রমগ্না আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত, লক্ষণের সহিত বনবাসী হইয়াছে। হা রাম! হা আমার রঘুবংশ নাথ! তুমি পরমেশ্বর পরমাত্মা হইয়াও আমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছ ইহা আমি জানি। তথাপি দুঃখ আমায় ত্যাগ করিল না হায়! জানিলাম বিধিই বলবান্। ভরত রে! চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া জটাবন্ধন করিয়া, রাম আমার সীতাও লক্ষ্মণের সহিত কোন্ বনে ভ্রমণ করিতেছে? হায়! সীতা বিনা আমার ভোজনশালা শূন্য, কে আমার ভোজন প্রস্তুত করিবে? রাম বিনা অযোধ্যা শূন্য। বল ভরত! ক্ষুধার সময় কে তাহাদের খাইতে দেয়, পিপাসার সময় কে জল দেয়, নিদ্রার সময় তাহারা কোথায় শয়ন করে? ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে, বল ভরত এখন তাহারা কোন বৃক্ষতলে ভিজিতেছে? বাপ, আমি যে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিনা। আহা! রাম আমার যখন ছাড়িয়া গেল তখনও তার বদন প্রসন্ন কাহারও উপরে রাগ নাই সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া গেল। সীতার সঙ্গে যখন রাম আমার বনে গেল—কে না তখন রামের চরণে অনুরাগী রহিয়া ছিল? যাইবার সময় রাম আমার সকলকে প্রণাম করিয়া গেল—হায় আমি অভাগিনী।

রাম লখণ সিয় বনহিঁ সিধায়ে। গয়উ ন সঙ্গ নহিঁ প্রাণ পাঠায়ে॥
য়হ সব ভা ইন আঁখিন আগে। তউ ন তজন তনু জীব অভাগে॥
মোহি ন লাজ নিজ নেহ নিহারী। রাম সরিস সুত মৈঁ মাহতারী॥
জিয়ে মরে ভল ভূপতি জানা। মোর হৃদয় শত কুলিশ সমানা॥

রাম লক্ষ্মণ সীতা বনে গেল আমিত সঙ্গে গেলাম না—প্রাণও ত তাদের সঙ্গে

পাঠাইলাম না। আমার চক্ষের সম্মুখে এই সমস্ত ঘটিল, অভাগ্য প্রাণ তবু ও ত্যাগ করিলাম না। আমার ভালবাসা দেখিয়া আমার লজ্জা হইলনা—হায় রামের সমান পুত্র! আমি সেই রামের মা! আহা—রাজা জীবন ও মরণ ভালই বুঝিয়াছিলেন হায়! আমার হৃদয় শতবজ্রের সমান। দুঃখ করিতে করিতে দুঃখের কারণের দিকে দৃষ্টি পড়িল—মাতা তখন বলিতে লাগিলেন—

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।

১। সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ মূল্য ৮৵০ দ্বিতীয় খণ্ড ১৷০ প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা বরোদা এজেন্সী কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি, এল। উকিল হাইকোর্ট। উপস্থিত সময় যেরূপ কলুষিত হইয়া উঠিতেছে, "আর্টের" দোহাই দিয়া শুধু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেরূপে দেশটাকে ব্যভিচারের দিকে টানিতেছেন, যেরূপ ভাবে এমন সদাচার, সৎ আহার, সৎকর্ম্ম, এবং সনাতন প্রথার বিপরীত দিকে যুবক সম্প্রাদয়কে ধাবিত হইতে দেখা যাইতেছে তাহাতে সৎসঙ্গই যে ইহার গতি কথঞ্চিত ফিরাইতে সক্ষম এবিষয়ে বিচক্ষণ যথার্থ দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের মতদ্বৈধ নাই। গ্রন্থকার মহাশয় দেশ কালাভিজ্ঞ। তিনি সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ পুস্তকে বহু সাধু জীবনের ঘটনা সংগ্রহ করিয়া সমাজের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। বহু সংবাদ পত্রে পুস্তকখানি প্রশংসিত। পুস্তক পাঠে হৃদয় সৎপথে জাগিয়া উঠিবেই। উন্নতিকামী সকলেরই ইহা পাঠ করা উচিত।

২। শক্তিতত্ত্বামৃত—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য বাঁধাই ২৲ আবাঁধা ১৷৷০ প্রাপ্তিস্থান ১৪ নং ছকু খানসামার লেন মৃজাপুর ও শ্রীরাম প্রেস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে গ্রন্থকারের তত্ত্বনির্ণয় প্রয়াস একরূপ সুসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয় বহুশাস্ত্র হইতে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জটিল বিষয়ের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। চণ্ডী, গীতা, যোগদর্শন, পুরাণ ও যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার নানা বিষয় সরল ভাবে বর্ণনা করিয়া নিজের চিন্তাশীলতা, নিজের একনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ পুস্তক পাঠে বিদ্বান্ ও অল্পজ্ঞ সকলেরই উপকার হইবে।

৩। অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীমতী রাজবালা বসু মূল্য ১৷০। প্রাপ্তিস্থান ১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট উৎসব অফিস এবং ৮ নং আনন্দ কুমার রায়চৌধুরীর লেন শিবপুর, হাওড়া-গ্রন্থ-কর্ত্রীর নিকট। এক সময়ে ব্যাসদেবের এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণ পরম পবিত্র বলিয়া গৃহে গৃহে পূজিত হইত। শ্রীগীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী কিন্তু ইহা সূত্র গ্রন্থ—বহু ব্যাখ্যা না শুনিলে ইহার মধ্যে

প্রবেশ করা যায় না। অধ্যাত্ম রামায়ণ কিন্তু একাধারে তত্ত্বগ্রন্থ ও লীলাগ্রন্থ। মধুর রামলীলার ভিতর দিয়া শাস্ত্রের সমস্ত জটিল তত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত। জ্ঞানের উপদেশ, ভক্তির কথা, কর্ম্মের কথা এই পুস্তকে যেরূপ ভাবে দেবাদিদেব মহাদেব জগন্মাতা পার্ব্বতীর নিকটে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অন্যত্র প্রায় দেখা যায়না। এই পুস্তক নিয়ম করিয়া নিত্য স্বাধ্যায় করিলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় ইহা ব্যাসদেব বলিতেছেন। এই ভক্তি গ্রন্থখানি কবিতা করিয়া অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সমাজের এবং তাঁহার নিজেরও ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনার পথ পুরুষ স্ত্রীলোক সকলের কাছেই সুগম করিয়াছেন। যাঁহারা জীবনকে সফল করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই পুস্তক নিত্য পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। কবিতা সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়িতে অনেককেই ইচ্ছুক দেখা যায়—যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা এই পুস্তকে মূল গ্রন্থের নির্দ্দোষ অনুবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। অনুবাদ কবিতাতে মূলের কোথাও বিকৃতি করা হয় নাই। সুন্দর ভাবে সুন্দর ছন্দে পুস্তক খানি রমণীয় হইয়াছে।

৪। শিবরাত্রি ও শিবপূজা—শ্রীমতী সুশীলা দেবী রচিত। মূল্য ৷৷৹ প্রাপ্তিস্থান—৯ নং হালদার পাড়া রোড কালীঘাট, সাধনা, মানস প্রসূন, প্রার্থনা প্রভৃতি কাব্য রচয়িত্রী গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট। উৎসব পত্রে বহু অংশ প্রকাশিত শ্রীশ্রীভার্গব শিবরাম-কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ দেব প্রণীত শিবরাত্রি ও শিবপূজা গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। শ্রীমতী সুশীলা দেবী কবি—পদ্য লিখিতে সিদ্ধহস্তা। এই পদ্যানুবাদ (প্রথম খণ্ড) দ্বারা যাঁহারা বুঝিয়া পূজা করিতে যান তাঁহাদের যে বিশেষ উপকার হইবে হহা বলাই বাহুল্য। যদিও সমাজ নিতান্ত ব্যভিচারের দিকে চলিতেছে, যদিও স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিয়া বহু স্থানে শুধু গল্প উপন্যাস পড়িয়া এবং লিখিয়া জীবনকে কল্পনার লীলাক্ষেত্র করিয়া অসুখী হইতেছেন এবং অপরকেও অশান্তিতে টানিয়া আনিতেছেন তথাপি এইরূপ গ্রন্থ রচয়িত্রীগণের চেষ্টা দেখিয়া বলা যায় যদি সমাজ কখন আবার সৎপথে চালিত হয় তবে এই সমস্ত স্ত্রীলোক যে তাহার সহায়তা করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরনারী নিজের কল্পনার উৎপীড়নে কত উৎপীড়িত—তাহার উপরে নভেল উপন্যাসের কল্পনাভারে চিত্তকে আক্রান্ত করার যে আবশ্যকতা অতি অল্প তাহা বলাই বাহুল্য। নভেল, উপন্যাস গল্প পড়িয়া উপস্থিত একটু কল্পিত সুখের লোভে মস্তিষ্ক হালকা করা অপেক্ষা অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুবাদ বা শিবরাত্রি শিবপূজা অনুবাদ পড়িলে যে জীবন পবিত্র হয়, নর নারী যথার্থ সুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বলিবেন নিশ্চয়।

আমাদের সময়ও নাই আর সেরূপ ইচ্ছাও নাই—সেইজন্য প্রকৃত সমালোচনা না করিয়া কেবল মাত্র পুস্তক সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইলাম।

ও বদ্ধবুদ্ধি এজগতে ইহা বৃথা কল্পিত। ঐসব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অহঙ্কার শূন্য আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হইয়া ব্যবহারিক কার্য্য কর।

বিচার কর "আমি কর্ত্তা" এই অবিচারিত সিদ্ধভাব কি? একমাত্র আত্মাই আছেন অন্য যাহা কিছু তাহা আত্মার উপরে মায়ার ইন্দ্রজাল তুল্য মাত্র।

স্থিতি ৩৯ সর্গঃ।

সবই এক প্রতিপাদন।

রাম—ভগবন্নেবংস্থিতে পরে ব্রহ্মণ্যেব বিদ্যমানে কুত এবাভিত্তি চিত্ররূপায়াঃ সৃষ্টেরাগম ইতি কথয় মহাত্মন্॥ ১॥

ভগবন্ একমাত্র পরব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, অন্য কিছুই নাই—এই যে সিদ্ধান্ত এখানে জিজ্ঞাস্য কোন ভিত্তি নাই অথচ চিত্র উঠিতেছে—এই বিচিত্ররূপা সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? বলুন সৃষ্টির প্রকার কি?

বশিষ্ঠ—রাজপুত্র! একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বই এই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত। ব্রহ্ম ভিন্ন, চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই ইহারা নহে। যেহেতু ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তি সেই হেতু সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মে লক্ষিত হয়। যস্মাৎ সর্ব্বশক্তি তত্তস্মাৎ সর্ব্বাঃশক্তয়ো ব্রহ্মণি দৃশ্যন্তে॥ ২॥ দৃশ্যন্তে—কার্য্য লিঙ্গৈরনুমীয়ন্তে—জগতের কার্য্য যাহা দেখা যায় তাহা অব্যক্ত শক্তির স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র।

সত্ত্বমসত্ত্বং দ্বিত্বমেকত্বমনেকত্বমাদ্যত্বমন্তত্বমিতি॥ ৩

সত্ত্ব, অসত্ত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, অনেকত্ব সাদিত্ব, অনাদিত্ব এই সমস্তই আত্মার শক্তি অন্য কিছুই নয়।

সমুদ্রের জলরাশি যেমন চন্দ্রোদয় নিমিত্ত উল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া তরঙ্গ নৃত্য দ্বারা নানা আকার ধারণ করিয়া ভাঙ্গে ভাঙ্গে সেইরূপ

ঘনচিৎপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তাঁহারই এক দেশে চিত্ত বা চিত্তউপাধি ধরিয়া জীবচৈতন্য ভাসে। চিত্ত হইতে সমুদায় বাসনাময়ী মনোময়ী কর্ম্মময়ী শক্তি সকল বর্দ্ধিত হয়, দৃষ্ট হয়, ধৃত হয় এবং জাত ও বিক্ষিপ্ত হয়। চিত্তাচ্চ চিনোতি একৈকশঃ সঞ্চিনোতি—চিত্ত হইতে শক্তি সঞ্চিত হয়, সঞ্চিত হইবার পরে ফলমুখে দর্শিত হয়, উপভোগে বিভক্ত হয় শেষে তিরোভাবে বিক্ষিপ্ত হয়। পরমাত্মা হইতে সমস্ত জীবের সমস্ত ভাব ও সকল পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, লয় হইতেছে। তরঙ্গ যেমন সাগরের জলরাশি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

রাম—ভগবংস্তবাতিগহনেয়ং বচনব্যক্তির্নখল্বঙ্গ বাক্যার্থমবগচ্ছামি ॥৮

ভগবন্ আপনার বাক্য অতিগহন—অতিদুর্জ্ঞেয়। আমি আপনার বাক্যের অর্থ অবগত হইতে পারিলাম না। মনের অতীত ব্রহ্মতত্ত্ব কোথায় আর সেই ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এই নশ্বর বস্তু সকলই বা কোথায়? প্রপঞ্চ যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয় তবে ইহার ব্রহ্মাকারই হওয়া উচিত, কারণ "যো যস্মাজ্জায়তে স তৎসদৃশ এব ভবতি"॥১০॥ কারণ যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু তদ্রূপ আকারই হয়। যেমন দীপ হইতে দীপ, পুরুষ হইতে পুরুষ ও শস্য হইতে শস্য। নিরাকার ব্রহ্ম হইতে যাহা আসিবে তাহা নিরাকারই হইবে। আপনার সিদ্ধান্ত নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে।

ভগবান্ বশিষ্ঠ নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বরের কলঙ্কাপত্তির কথা শুনিয়া বলিলেন হে অনঘ! এই সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম—ব্রহ্মের কলঙ্ক বা বিকার এই প্রপঞ্চ নহে। সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা হইতে জলই স্ফুরিত হয়—ধূলিকণা নহে। রঘূদ্বহ অগ্নিতে উষ্ণতা ব্যতীত অন্য কিছুই যেমন থাকে না সেইরূপ ব্রহ্মে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় কল্পনা মাত্র নাই।

রাম—ব্রহ্মে কোন দুঃখ নাই, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ভাবও নাই। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জাত জগৎ দুঃখময়। ব্রহ্মন্ আপনার এই বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট—ন বেদ্মি বচনং তব—আপনার বাক্য বুঝিতে পারিলাম না।

ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীভরদ্বাজকে বলিলেন রাম এইরূপ বলিলে মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ রাঘবকে সৃষ্টিতত্ত্ব কিরূপে উপদেশ করিবেন তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

মানুষের বোধ বৃদ্ধির জন্য রাম যাহা বলিতেছেন তাহাই ত ঠিক। দুঃখশূন্য ব্রহ্ম হইতে দুঃখপূর্ণ জগৎ আসিল কিরূপে ? লোকেত প্রশ্ন করিবেই "কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা"—লোকের প্রশ্ন "অশুভ সৃজন কার নিরমল বিধাতার মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা"। ইহাত ঠিক প্রশ্নই। ভগবান্ বশিষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া মনে মনে স্থির করিলেন—

পরং বিকাসমায়াতা নাস্য তাবদিয়ং মতিঃ।
কিঞ্চিন্নির্ম্মলতাং প্রাপ্তা প্রোহ্যতে চেহ বস্তুনি ॥১৮

রামের বুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই—পূর্ণভাবে নির্ম্মল হয় নাই। বাহ্যবস্তু সমূহের কথঞ্চিৎ ত্যাগে কিঞ্চিৎ নির্ম্মল হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও ইহা অনিত্য দৃশ্যবস্তু সমূহে ভাসমান আছে।

যো ব্যুৎপন্নমনাস্তস্য জ্ঞাতজ্ঞেয়স্য ধীমতঃ।
মোক্ষোপায়গিরাং পারং প্রযাতস্য বিবেকতঃ ॥১৯

যে পুরুষ বুৎপন্নমনা অর্থাৎ যাহার মন জগতের জড়ভাব ত্যাগ করিয়া ইহার চিদেকরস ভাব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, যে বুদ্ধিমান্ পুরুষের মন সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হইয়াছে, যে ব্যক্তি বিবেক দ্বারা জ্ঞেয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছে, যে জ্ঞেয় তত্ত্বের পারে গিয়াছে সেই ব্যক্তিই মোক্ষ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ। এইরূপ ব্যক্তির বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে, রাম যে বিরোধ দেখাইতেছেন তাহা, প্রতিভাত হয় না। অতএব সম্যক্ উপদেশ লাভ না করা পর্য্যন্ত রামের বিশ্রান্তি হইবেনা।

অর্দ্ধব্যুৎপন্নবুদ্ধেস্তু নৈতদ্ব্যক্তং হি শোভতে।
দৃশ্যানয়া ভোগদৃশা ভাবয়ন্নেষ নশ্যতি ॥ ২১
পরাং দৃষ্টিং প্রযাতস্য ভোগেচ্ছা নাভিজায়তে।
সর্ববং [illegible] কালে নামাস্য যুজ্যতে ॥

আদৌ শমদম প্রায়ৈর্গুণৈঃ শিষ্যং বিশোধয়েৎ।
পশ্চাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শুদ্ধস্ত্বমিতি বোধয়েৎ ॥ ২৩

অর্দ্ধ ব্যুৎপন্ন বুদ্ধি—অর্থাৎ অর্দ্ধজ্ঞান যে লাভ করিয়াছে তাহার নিকট "সমস্তই ব্রহ্ম" এইরূপ উপদেশ শোভা পায়না, কারণ তখনও তাহার দৃশ্যদর্শনরূপ ভোগ জীবিত আছে, এইরূপ ভোগদৃষ্টি দ্বারা দৃশ্যদর্শন করিলে তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। যাঁহাদের দৃষ্টি বা জ্ঞান পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতেছেন—তজ্জন্য ভোগেচ্ছা যাঁহার নাই—"তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়া যিনি আত্মাকেই সর্ব্বত্র দেখেন তখনই তাঁহার "সমস্তই ব্রহ্ম" এই সিদ্ধান্ত—এই চরম উপদেশ সুসঙ্গত। কখন্ শিষ্যকে এই চরম উপদেশ দিবে? শিষ্যকে উপযুক্ত করিতে হইলে গুরু মনের নিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা শিষ্যের চিত্ত শুদ্ধি করাইবেন পশ্চাৎ সমস্তই ব্রহ্ম আর তুমিও বিশুদ্ধ ব্রহ্ম এই উপদেশ করিবেন। ত্বংপদের শোধন ও তৎপদের শোধন করিয়া লইয়া তবে চরম উপদেশ করিবে। শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মদ্বারা স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম্ম ছাড়াইয়া তবে সমস্তই ব্রহ্ম তুমিও ব্রহ্ম এই উপদেশ করিবে।

অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরকজালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ ॥ ২৪

অজ্ঞ—অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ শিষ্যকে "সমস্তই ব্রহ্ম" এই উপদেশ যিনি করেন তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করা দূরে থাকুক মহানরকজালে নিপাতিত করেন।

প্রবুদ্ধ বুদ্ধেঃ প্রক্ষীণভোগেচ্ছস্য নিরাশিষঃ।
নাস্ত্যবিদ্যামলমিতি যুক্তং বক্তুং মহাত্মনঃ ॥২৫

যাহাদের বুদ্ধি বিকসিত, ভোগেচ্ছা প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও নাই, তাদৃশ মহাত্মার প্রতি অবিদ্যা কলঙ্ক কোথাও নাই—সবই ব্রহ্ম এইরূপ উপদেশ সুসঙ্গত।

অপরীক্ষ্য চ যঃ শিষ্যং প্রশাস্ত্যতি বিমূঢ়ধীঃ।
স এব নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥২৬

অতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও যিনি অনধিকার চর্চ্চা করেন, সেইরূপ শিষ্য—প্রতারক গুরুর নরকে পতনই যুক্ত—তাই বলিতেছেন, শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া যিনি তত্ত্ব উপদেশ করেন অত্যন্ত বিমূঢ় বুদ্ধি সেইরূপ উপদেষ্টার আকল্প নরকভোগ হওয়াই উচিত।

অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশকারী, ভূতল দিবাকর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকে বলিতে লাগিলেন—হে অনঘ! অকলঙ্ক ব্রহ্মে কলঙ্ক কল্পনা—(নিরমল বিধাতার মনে কোন মলিনতা) আছে কিনা তাহা আমি সিদ্ধান্ত বর্ণনকালে বলিব তখন তুমি আপনিই তাহা বুঝিবে। এখন এইমাত্র শুনিয়া রাখ যে—

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বগতং সর্ব্বোহমেবেতি॥২৯॥

যথেন্দ্রজালিনঃ পশ্যসি চিত্রা মায়য়া ক্রিয়া জনয়ন্তঃ সদসত্তাং নয়ন্ত্যসচ্চ সত্তাং নয়ন্তি তথৈবাত্মা অমায়ামেয়োপি মায়াময়ইব পরম ঐন্দ্রজালিকো ঘটং পটং করোতি পটঞ্চ ঘটং করোতি উপলে লতাং জনয়তি মেরৌ কনকতটে নন্দনবনমিব লতায়ামুপলমুৎপাদয়তি কল্পপাদপেষু রত্নস্তবকমিব ব্যোম্নি কাননমধ্যারোপয়তি॥ ৩০॥

গন্ধর্ব্ব উদ্যানমিব তস্মিন্ জগতি ভবিষ্যতি গগনে কল্পনয়া নগরতাং জনয়তি নষ্টচ্ছায়াঞ্জনমিব ব্যোম ধরাতলং নয়তীতি॥ ৩১॥

গন্ধর্ব্বনগররাজগৃহে বিপুলাঙ্গনাজনমিব ভূতলে ব্যোম নিবেশয়তি॥ ৩২॥

রত্নকুট্টিমেষ্বাকাশপ্রতিবিম্বমিব কিঞ্চিদস্তি জগতি ভবিষ্যতি বা বভূব॥ ৩৩॥

রাম! এখন তুমি এই মাত্র জানিয়া রাখ যে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইয়াই আপনাকে আপনি প্রকাশিত করেন—সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টি কর্ত্তার আত্ম প্রকাশের উপায় নাই; সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপী, ও সর্ব্বগত; ব্রহ্মই "সবই এই আমি" এই বলেন।

যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা মায়া দ্বারা বিচিত্র ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া

সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ স্বরূপে প্রকাশ করে আত্মাও সেইরূপ মায়াতীত হইয়াও মায়াময় মত হয়েন—এই মায়াময়ী দৃশ্যশ্রী প্রকাশ করেন—তিনি আপনি প্রপঞ্চ আকারে আপনাকে প্রকাশ করেন। মায়াই ইঁহার সর্ব্বশক্তি। শিক্ষিত ঐন্দ্রজালিক যেমন ঘটকে পট করে, পটকে ঘট করে, মেরুর সুবর্ণ তটে নন্দন কাননের মত প্রস্তরে লতা জন্মায়, কল্পবৃক্ষে রত্ন স্তবক মত লতাতে প্রস্তর খণ্ড উৎপাদন করে, আকাশে কানন স্থাপন করে আত্মাও সেইরূপ আত্মশক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করেন॥ ৩০॥

আত্মা গন্ধর্ব্ব উদ্যানের ন্যায় কল্পনায় আকাশে নগর সৃজন করেন, আকাশের নীলিমাকজ্জল নষ্ট করিয়া তাহাকেই ধরাতল করেন, গন্ধর্ব্ব নগরের রাজ গৃহে বরাঙ্গনা সঞ্চার করিয়া ভূতলে আকাশ স্থাপন করেন।

রক্ত কুট্টিমে—পদ্মরাগ-মণিময় সৌধভাগে আকাশ প্রতিবিম্ব মত অসিতাও রক্তবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত হইয়া এই জগতে যাহা কিছু আছে, হইবে এবং ছিল—সমস্তই অসৎ হইয়াও ব্রহ্ম সত্তায় সৎমত দেখায়। ফলতঃ একমাত্র অব্যক্ত রূপ ঈশ্বরই মায়া শবলিত হইয়া—মায়া দ্বারা বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া আপনাকেই এইরূপে দেখাইতেছেন।

সেই এক ব্রহ্মই সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সব হইতেছেন এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইহাই যখন একমাত্র সত্য তখন হর্ষ ক্রোধ বিস্ময়ের অবসর কোথায়? ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সতত অবিচলিত থাকাই কর্ত্তব্য। ধৃতিমান্ তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অবলম্বন করতঃ বিস্ময়, গর্ব্ব, হর্ষ, ক্রোধ—এই সমস্ত বিকার কখনই প্রাপ্ত হন না। সমভাব না আসা পর্য্যন্ত জগতের বিচিত্র রচনা দৃষ্ট হইবেই। সাগর যেমন ইচ্ছা করিয়া আপনার বক্ষে তরঙ্গ উৎপাদন করেনা, তরঙ্গের বিনাশও করেনা, সেইরূপ ব্রহ্মও ইচ্ছা করিয়া এই বিশ্ব রচনা উৎপাদনও করেন না, বিনাশও করেন না। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, মৃত্তিকায় ঘট, তন্তুতে বস্ত্র, বটবীজে বটবৃক্ষ অবস্থান করে, সেইরূপে আত্মায় সমস্ত শক্তি—সমস্ত সৃষ্টি শক্তি থাকে। ঐ শক্তি সমুদয় আত্ম হইতে প্রকাশিত হইয়া

ব্যবহার দৃশ্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই ব্যবহার দৃষ্টি কল্পনা মাত্র পরমার্থতঃ জগৎটা অবিরচিত। "অবিরচিতমেব তরঙ্গবৎ" তরঙ্গের রচনা যেমন কেহ করেনা সেইরূপই এই সৃষ্টি তরঙ্গের রচয়িতা কেহ নাই। নাত্র কশ্চিৎ কর্ত্তা ন ভোক্তা ন বিনাশমেতি॥ ৪১ এখানে কেহ কর্ত্তাও নাই, ভোক্তাও নাই কোন কিছুর বিনাশও নাই। আত্মতত্ত্ব কেবল সাক্ষিভাবে অবস্থান করিতেছেন; কলঙ্কশূন্য ব্রহ্ম নিত্য অসংক্ষুব্ধ অবস্থাতে অবস্থিত, তাঁহারই উপরে ক্যানভাসে ছবি উঠার মত বিচিত্র সৃষ্টি ছবি উঠিতেছে।

সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসরঃ।
সতি পুষ্প ইবামোদঃ স্বতঃ সম্পদ্যতে জগৎ॥ ৪৩

যেমন দীপ থাকিলেই আলোক, সূর্য্য থাকিলেই দিবস, পুষ্প থাকিলেই গন্ধ, সেইরূপ আত্মা থাকিলেই আত্মশক্তির স্ফুরণে জগৎ ভাসিবেই। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহাই আভাস মাত্র যেমন বায়ুর স্পন্দনই দৃশ্য সেইরূপ ব্রহ্মের আভাসই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ—ইহা সৎ ও নহে অসৎ ও নহে—ইহা অনির্ব্বচনীয়।

জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশের হেতু হইলেও আত্মা নির্দ্দোষ কিরূপে দেখিতেছ ত? নিত্য সুখ স্বরূপ আত্মার সন্নিধি মাত্রে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে এবং দুঃখ পূর্ণ জগদ্দোষে তিনি কদাচ লিপ্ত নহেন। এইরূপ অলিপ্যমান্ অসঙ্গ আত্মা জগতের কর্ত্তা হর্ত্তা নিয়ন্তা। আকাশে তারকা কুসুম রাশির মত কেবল আত্মা কখন প্রকটিত, কদাচিৎ অল্প প্রকটিত, কদাচিৎ অপ্রকটিত থাকেন। এই আত্মার আত্মভূত যাহা নয় অর্থাৎ যাহা চৈতন্য নহে সেই বস্তুই নষ্ট হয়। যাহা আত্মার আত্মভূত বস্তু তাহার নাশ কিরূপে হইবে? জগৎটা আত্মার আত্মভূত বস্তু নহে তাই এটার নাশ হয়।

আত্মার আত্মভূত যাহা নয় তাহা জন্মেই না, এই জন্যই অজাতবাদই সত্য। যাহা আত্মার আত্মভূত, যে বস্তুই জন্মায়—সেই বস্তুরই উৎপত্তি সত্তা আছে। যদি জিজ্ঞাসা কর আত্মার আত্মভূত যে চৈতন্য

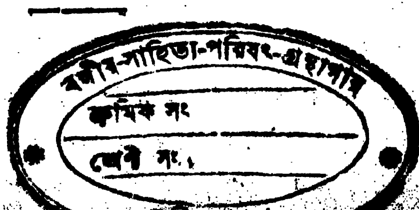
তাঁহার ত জন্ম নাশ ইত্যাদি নাই—তবে তিনি জন্মিলেন কিরূপে? উত্তরে বলি জগতের উৎপত্তি সত্তাটা ব্রহ্মে আরোপিত হয় মাত্র।

তবেই দেখ সৃষ্টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে অবিদ্যার উদয়ে আত্মা হইতে সমস্ত জন্মিতেছে মনে হয়। যেমন অবিদ্যা জন্য রজ্জুটাই সর্প রূপে যেন জন্মে সেইরূপ! প্রথম উদয় কালে অবিদ্যা অদৃঢ় থাকে ক্রমে ইহা দৃঢ়তা লাভ করিলে শত সহস্র স্কন্ধ যুক্ত শুভ অশুভ ফলভার ফলিত অসংখ্য শাখা স্ফুরিত সংসার ক্রম আবির্ভূত হয়।

আশামঞ্জরিতাকৃতিং বিফলিতং দুঃখাদিভির্দ্দারুণৈ
র্ভোগৈঃ পল্লবিতং জরাকুসুমিতং তৃষ্ণা লতা ভাস্বরম্।
সংসারাভিধবৃক্ষমাত্মনিগড়ং ছিত্ত্বা বিবেকাসিনা
মুক্তস্ত্বং বিহরেহ বারণপতিঃ স্তম্ভাদিবোন্মোচিতঃ॥ ৫১

দেখিতেছ এই সংসার বৃক্ষে মঞ্জরী কত?—এইগুলি জীব সমূহের আশা; দেখিতেছ কত পল্লব? সংসার বৃক্ষ আশা মঞ্জরীকা দ্বারা আকৃতি বিশিষ্ট; দুঃখাদি বিবিধ ফলে বৃক্ষ ফলিত! দারুণ ভোগ দ্বারা বৃক্ষ পল্লবিত; জরা কুসুমে বৃক্ষ কুসুমিত, তৃষ্ণা লতা বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া ইহাকে শোভিত করিতেছে। আত্মার নিগড় স্বরূপ এই সংসার নামক বৃক্ষকে বিবেক অসিদ্বারা ছেদন করিয়া স্তম্ভমুক্ত গজপতির ন্যায় মুক্ত হইয়া তুমি স্বচ্ছন্দে বিহার কর।

বুঝিলে সুখ কি জীবিতমানে কিবা অর্থ নির্ব্বাণে? বুঝিলে কা হতে জনমিল জগতের যাতনা? বুঝিলে অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা? এখন উত্তরটি মাত্র শুনিয়া রাখিবে আরও তত্ত্ব কথার আলোচনা যখন হইবে তখন ইহা অনুভবে আসিবে।



উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

শুভবাণী।

১। অন্য সমস্ত বস্তু অস্বীকার করিয়া ভগবানকে স্বীকার করার নাম বৈরাগ্য।

২। মন আসক্ত হয়ে বিষয়ে এসে পড়্‌লেই রাগ দ্বেষ জন্মাবে।

৩। কোন কর্ম্মে যিনি ভগবানের সেবা বিস্মৃত হন না তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী।

৪। যেখানে বিচারের অভাব সেইখানেই কাম ক্রোধের রাজত্ব।

৫। কামনা নিবৃত্তিই জীবের হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য প্রধান কার্য্য।

৬। পরমানন্দে পরম জ্ঞানে চিরকাল ধরিয়া স্থিতিই স্বরূপ বিশ্রান্তি বা মুক্তি।

৭। ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তিশূন্য অবস্থায় অবস্থিতির জন্য নির্জ্জন বাস আবশ্যক হয়।

৮। শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়ের নাম সুহৃদ্।

৯। সমান প্রকৃতি বিশিষ্ট আত্মীয়ের নাম সখা।

১০। দেহাত্মাভিমানই প্রধান ভ্রম।

১১। ধর্ম্মহীন মনুষ্য জগৎরূপ শরীরী পদার্থের বিষাক্ত অঙ্গ।

১২। সুখ দুঃখ অলীক ও ক্ষণিক বলে পণ্ডিতদিগের সেব্য নহে।

১৩। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও লোভ অশান্তির হেতু।

১৪। বাহ্য বিষয়ে প্রীতিই দুঃখের হেতু।

১৫। বিষয়ভোগের পরিণামে তাপ, ভোগকালেও ভয় ও দুঃখ, বিষয় অনুরাগের পরিণাম সর্ব্বত্র দুঃখময়।

১৬। প্রবৃত্তি প্রশ্রয়ে যে সুখ তাহা সুখ নহে দুঃখ।

১৭। সুখ নিবৃত্তি মার্গে।

১৮। অভিমান বা অহং বোধই সর্ব্ব দুঃখের মূল, অভিমান ত্যাগকর দুঃখ ত্যাগ করিতে পারিবে।

১৯। দুঃখ সহ্য কর ক্রমে দুঃখ কিছুই নয় বলে বুঝিবে।

২০। জগৎ মিথ্যা অনুভবে আসিলে বৈরাগ্য আসিবেই।

২১। বৈরাগ্য আসিলেই চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করিবে।

২২। চিত্তে যখন যাহা কিছু উদয় হয় তাহাই বিচার করিবে।

২৩। প্রত্যহ অভ্যাস করিতে করিতে ব্রহ্মে সজাগ অবস্থা দৃঢ় হয়।

২৪। যতদিন অজ্ঞান, যতদিন স্বপ্ন, যতদিন চিত্ত স্পন্দন, যতদিন মনের সঙ্কল্প, যতদিন কোনপ্রকার চলন থাকিবে ততদিনই জনন মরণ থাক্‌বেই।

২৫। যতদিন প্রকৃতিতে বা দেহে আত্মবোধ থাক্‌বে ততদিন সুখদুঃখ থাক্‌বে।

২৬। শাস্ত্র বলেন তত্ত্বভ্যাস মনোনাশ বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস কর দেখিবে অসৎ নাই। সতেরও অভাব নাই।

২৭। কুচিন্তা যাহাদের প্রবল, কুকার্য্য করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

২৮। চিত্ত সংযমই চিত্ত শুদ্ধি।

২৯। মনের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌লেই মন অসৎ পথ হতে বিরত হবে।

৩০ ভগবানকে চাহিলেই পাওয়া যায়।

৩১। ভগবানকে জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না।

৩২। শরীর নাশ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নহে পাপ বাসনাই মৃত্যু।

৩৩। পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত অজ্ঞানের দীর্ঘ সংস্কার দূর হবার অন্য উপায় নাই।

শ্রীভরত লেখিকা।

শ্রীরামঃ।

অথ রামাষ্টকম্।

চিদানন্দরূপো-নরাকারমূর্ত্তি
শ্চতুর্দ্ধাবিভক্ত শ্চতুবর্গদাতা।
চতুর্ব্বেদবেদ্য শ্চতুর্বিৎসুসেব্যো
ভজেতং সসীতং সদা রামভদ্রম্ ॥১

চিদাভাসশক্ত্যা সদাভাসমানঃ
স্বভাবস্বরূপঃ স্বভা ভাসুরো যঃ।
সুরূপোঽপ্যরূপোঽপ্যশক্তশ্চ শক্তঃ
ভজেতং সসীতং সদা রামভদ্রম্ ॥২

ভজামি স্মরামি স্মরারাতিহৃদ্যং
সুভাব্যংসুভব্যৈঃ শুভোদর্কযুক্তৈঃ।
সুরৈর্বানরৈ র্বানরৈর্বাপিদৈত্যৈঃ
ভজেতং সতীতং সদা রামভদ্রম্ ॥৩

প্রশান্তং প্রসন্নং শরণ্যং জনানাং
সুরাণাং বরেণ্যং রিপূনামরণ্যম্।
দহন্তং সুগণ্যং গুণানামধীশং
ভজেতং সসীতং সদা রামভদ্রম্ ॥৪

সুরারাতিকূটপ্রকোপপ্রদাহ
প্রতাপপ্রবাহপ্রভাবাদিজেতা।
মনস্বিস্মিতেষুস্বতঃপূর্ণচন্দ্রো
ভজেতং সসীতং সদা রামভদ্রম্ ॥৫

দবিষ্টো-হসুরাণাং সুরাণাং বরিষ্টো
গরিষ্টোগুরূণাং দ্রঢ়িষ্ঠঃ স্বকৃত্যে।
নবীনঃ সুদর্শঃ সদূর্ব্বাদলাভঃ
ভজেতং সসীতংসদা রামভদ্রম্ ॥৬

রঘূণাং কুলেষু প্রজাতঃ সুপদ্মঃ
দিগন্তঃ সুগন্ধো যশোগন্ধবাহৈঃ।
অগণ্য প্রদানৈরগম্যোনভূতঃ
ভজেতং সসীতং সদা রামভদ্রম্ ॥৭

স্তবনমিদমনর্ঘ্যং রাঘবীয়ং তমুত্রং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ শ্রদ্ধয়াচ ত্রিসন্ধ্যাম্।
শতজনু কৃতপাপং তৎক্ষণান্নাশমেতি
করতলগতমুক্তির্ভক্তিতঃ সম্ভবেচ্চ ॥৮

শ্রীকাশীপতি শর্ম্মণা লিখিতং।
ভট্টাপল্লী

পাইবার আশা রাখ ?

আগে দেখ কতটুকু বিশ্বাস রাখ তবে পাবার আশা রাখিও। ভগবান্ হৃদয়ে আছেন ইহা কি বিশ্বাস কর ?

সকলেই করে।

তবে এমন হয় কেন ?

বিশ্বাসটি সজীব নহে।

বুঝিলাম না।

আচ্ছা—শ্রবণ কর। ভগবান্ সব দেখেন, সব শুনেন—যদিও শ্রুতি বলেন তাঁহার চক্ষুও নাই, কর্ণও নাই—তথাপি তিনি দেখেন, শুনেন, গমন করেন, স্থিরও থাকেন। শ্রুতিবাক্য বিশ্বাস করত ? "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" তাঁর প্রাণ নাই, মন নাই তিনি শুদ্ধ তথাপি "করোষীব ন কর্ত্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি। ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি"—যেন দেখেন, যেন করেন, যেন শুনেন—কেন বলা হয় একটু চিন্তা কর।

প্রথমে বিশ্বাস কর কিছু না বলিলেও তিনি তোমায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন—তুমি যেমন তোমাকে দেখ সেইরূপেই দেখেন। তুমি যা বল, যা ভাব—সবই তিনি শুনেন—তুমি যেমন তোমার ভাবনা শুন, সেইরূপে শুনেন।

যদি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পার তিনি আমায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন, যদি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পার তিনি সর্ব্বদা আমার সব কথা, সব ভাবনা শুনিতেছেন, এই বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া যদি তাঁকে পূজা কর আর তাঁর জন্য অপেক্ষা কর, তিনি নিশ্চয়ই দেখা দিবেন। পূজাটা যে হৃদয়ের বস্তুকে বাহিরে আনিবার জন্য তাহাত বিশ্বাস কর ? নিত্য পূজা কর আর তিনি তোমার সমস্তই সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিতেছেন, তোমার সমস্ত কাতর প্রার্থনা শুনিতেছেন আর সর্ব্বদা তোমায় দেখিতেছেন, এই বিশ্বাস প্রবল করিলে তাঁহাকে স্থূলেও পাওয়া যায়, কিন্তু পূজাটি শাস্ত্রমত করা চাই। নতুবা মনে হইবে এই বুঝি তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, এই বুঝি পাছে পাছে ফিরিতেছেন কিন্তু শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া চল বলিয়া তিনি দেখা দেন না—তাঁর আজ্ঞা তিনি আপনিও উল্লঙ্ঘন করেন না, কাহাকেও করিতেও বলেন না। হৃদয়ের প্রবল ব্যাকুলতায় যতদূর হইতে পারে ততটুকু তোমার হইতে পারে কিন্তু দেখা পাওয়া—যাহা শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহা তোমার হইবে না—কেননা তুমি শাস্ত্রমত তাঁর পূজা কর না। হৃদয়ে ব্যাকুলতা লইয়া ঋষিগণের পদ্ধতি মত চলিলেই তাঁহাকে স্থূলেও পাওয়া যায়।

ব্যাকুলতা।

তুমি সর্ব্বত্র আছ, আর যখন তোমার ইচ্ছা হয়—অথবা তোমার ইচ্ছা আপনা হইতে হয় না, ব্যাকুলপ্রাণে তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া, তোমাকে যখন কেহ বিচলিত করিতে পারে, তখন তুমি যেখানে সেখানে ভাসিয়াও থাক। তুমি স্থির, তুমি শান্ত, কেবল ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে তুমি আসিয়া থাক। তবেই হইল প্রাণ ব্যাকুল না হইলে তোমায় পাওয়া যায় না।

সর্ব্বত্র ত আছ তবে দেখিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয় না কেন? আজ আশ্বিনের কৃষ্ণা দ্বাদশী—তর্পণ পক্ষের দ্বাদশী। রাত্রি দুইটার সময় ঘুমভাঙ্গিল। আর শয্যায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। দ্বাদশীর দিনের বেলায় শরীর সুস্থ ছিল না। খোলা যায়গায় ছাতের উপরে লোকটি বসিল। তখনও চাঁদ উঠেন নাই। কিন্তু নীল আকাশ ভরিয়া নক্ষত্রমালা বড় সুন্দর ভাসিতেছিল। লোকটি ভাবিতেছিল ব্যাকুলতা নাই, তোমাকে দেখিবার উগ্র পিপাসা নাই, তোমাকে দেখিব কি করিয়া? এই সব নক্ষত্র তুমিই সাজিয়াছ সত্য তথাপি তোমাকে ইষ্টমূর্ত্তিতে দেখিতে পাই না কেন? দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না তাই। ক্ষণিকের জন্য তুমি আসিবে, আসিয়াই বলিবে বর নাও—পরে তখনি চলিয়া যাইবে। এই যে চিরতরে তোমার কাছে রাখিবে না—এই সন্দেহে ব্যাকুলতার উগ্রতা থাকে না। ক্ষণতরে আসিবে, আসিয়া বর দিয়া চলিয়া যাইবে ইহাও ত ভারি লাভ। যদি বর চাওয়া যায়, আমাকে চিরদিনের জন্য তোমার চরণে রাখ, আমার প্রাণকে সর্ব্বদা তোমার জন্য ব্যাকুল রাখিয়া তুমি আমাকে স্মরণ কর, তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই আমার সব হইবে। কত নরনারী এই ভাবে তোমাকে দেখিতে চায়। তুমি একা, সকলের বাসনাও পূর্ণ করিয়া থাক। তাই একা হইয়া অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত নরনারীর কাছে আসিয়া থাক। যে যেমন ভাবে চায় তার কাছে তেমন ভাবেই আসিয়া থাক। আর এই জন্যই বুঝি ব্যাকুলতার আহ্বান এত বিরল—এই জন্যই বুঝি সংসার মোহ দিয়া মানুষকে ভুলাইয়া রাখ? কিন্তু সংসারে যাহাদের গরল উঠে, ক্ষণধ্বংসি সংসার যখন আর মানুষের

প্রীতিপ্রদ হয় না, তখন আর মানুষ কি চাহিবে? তোমাকেই চায়। ইহাও তোমার অনুগ্রহ—সংসারে আগুন দেওয়া তোমার কৃপার পরিচয়। কাহারও সব ঘুচাইয়া আগুন দাও, কাহারও বা সব রাখিয়া আগুন দাও। কিন্তু আগুন দেওয়া চাইই। ইহা না হইলে মানুষের ব্যাকুলতা আসিবে না।

তুমি দেখা দিয়া থাক এই বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া মানুষ তোমাকে ডাকুক, প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া ডাকুক, যখনই ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে, তখনই তুমি আসিবে। মানুষ ব্যাকুল প্রাণে তোমাকে ডাকুক, তোমার নাম করুক, অবিরামে করুক, তোমাকে দেখাই তাহার জীবনের কার্য্য হউক, নিশ্চয়ই তোমার দেখা মিলিবে। যথাবিধি তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করুক, আজ্ঞা পালন করুক তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া করিয়া, ইহা ভিন্ন তোমাকে পাইবার, ব্যাকুলতা পূর্ণ করিবার অন্য পথ নাই। আর্ত্তই হউক, বা জিজ্ঞাসুই হউক, বা অর্থার্থী হউক বা জ্ঞানীই হউক ব্যাকুলতা সর্ব্বত্রই থাকা চাই।

মানুষ যেন আর কাহারও সমালোচনা না করে। অন্য মানুষ ত কিছুই করে না, আমি ত তাদের অপেক্ষা অনেক ভাল এইরূপ গর্ব্ব না আসে—এই বিষয়ে সতর্ক হউক; যে যা করে করুক, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তোমাকে ডাকিয়া, তোমার উপরে ভার দিয়া তোমাকে ডাকুক, নিজে যা পারে করিয়া দিয়া মনকে মানুষের ভাবনা হইতে পরিত্রাণ করিয়া ডাকুক, ইহাতেই সব হয়।

বলিতেছিলাম কেমন নির্ম্মল সুনীল আকাশে সুন্দর নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিয়া গিয়াছে। পরক্ষণে সব ছাইয়া তুমি মেঘরূপে আসিয়া সব ঢাকিয়া ফেলিয়াছ। চক্ষু চাহিয়া দেখিল সব ঢাকা। আবার চক্ষু বুঝিল, আবার ভাবিয়া ভাবিয়া চক্ষু চাহিল, দেখিল কোথাও মেঘ নাই; কোথায় সরিয়া গিয়াছে। কে আসিল, কে ঢাকিল, কে সরিয়া গেল—যেন কিসের চমক লাগিল।

কি যেন বলিতে গিয়া বলা হ'ল না। আর বলিয়াই বা কি হইবে? দেখার ইচ্ছা প্রবল রাখিয়া শাস্ত্রমত কর্ত্তব্য পালনে তোমার প্রতীক্ষায় থাকিয়া চলুক. যখন ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে তখন তুমি আসিবেই।

ঈশ্বর বোধ—গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র।

(১)

বলিতেছ গুরুকে ভালবাসি।

তাত বলি।

ঈশ্বর বোধে ভালবাসত ?

সে কেমন ? বুঝিতেছিনা।

আত্মা ভাবিয়া ?

গুরুই আমার আত্মা এই ভাবিয়া ? কি লক্ষণে জানা যাইবে ঐ ভাবিয়া ভালবাসি কিনা ?

অনেক লক্ষণ আছে। একটি প্রধান লক্ষণ বলিব।

বলুন।

তোমার মনের সকল কথা গুরুকে খুলিয়া বলিতে পার ?

পারি কি ? না—সব কথা ত বলিতে পারিনা।

কিন্তু তোমার আত্মার কাছে ত সব বলিতে পার।

তা পারি—তাতে কোন লজ্জাও হয়না এবং সঙ্কোচও হয়না।

বেশী কথায় প্রয়োজন নাই। যখন নিজের কাছে যেমন সকল কথা খুলিতে পার সেইরূপ গুরুর কাছে সব খুলিতে পারিবে তখন গুরুকে ঈশ্বর বোধ হইবে। নতুবা লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকিতে নয়—মন্দ ভাবে এই কথা না লইয়া—অতি পবিত্র, ঈশ্বর সদৃশ গুরুকেই এইরূপ বলিতে হয়।

(২)

ইষ্টদেবতার সঙ্গে যদি সর্ব্বদা কথা কহিতে পার—শুধু ইষ্টের সঙ্গেই কথা এখন হইতে জীবন ব্যাপিয়া—যতদিন বাঁচিবে ততদিন—যদি কহিতে পার তবে গুরুর কৃপা অনুভব করিয়া এই জন্মেই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলনা কি করিতে হইবে ?

আচ্ছা—মনে কর সীতার সঙ্গে কথা। যদি এই সীতাকেই আদ্যাশক্তি না ভাবিতে পার—যদি অধ্যাত্ম রামায়ণের "মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্" "তস্য সন্নিধি মাত্রেণ"—এই সব কথা বিশ্বাস করিতে না পার

তবে শ্রীসীতাকে ইষ্টদেবতা বলা হয় নাই জানিও। যদি বলা হইয়া থাকে তবে কথা কও। সর্ব্বদা সকল কথা মায়ের সঙ্গে কও। প্রথমে মাকেই জিজ্ঞাসা কর মা রাবণ যখন তোমাকে ছুঁইল তখন তোমার মনে কি হইল ?

ইহা যেন হইল। কিন্তু মা ত আর কোন উত্তর দিবেন না। এই এক তরফা কথাতে রস কতদিন থাকিবে ? এইরূপ কথাই বা কতদিন চলিবে ?

বাপু! ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন!" এই শ্লোকার্দ্ধের মধ্যে যে "সুকৃতি" কথাটি আছে তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছ ত ? পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এবং এই জীবনের গত অংশেও যিনি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছেন তিনিই সুকৃতি। আজ যে শ্রীভগবানকে ডাকিতে ইচ্ছা হইতেছে ইহাও জানিও পূর্ব্ব পুণ্যকর্ম্ম করার ফলে। এই জীবনে পুণ্যকর্ম্ম কি করিয়াছ ভাবনা কর। পুণ্যকর্ম্মের কথা মনে হয় ? না দুষ্কর্ম্মের ছবি মনে আইসে ?

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

যে সকল নরাধম অনেক পাপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে তাহারা মূঢ়—বিবেকহীন। মায়া দ্বারা ইহাদের জ্ঞান অপহৃত। ইহারা দম্ভ দর্প প্রভৃতি অসুরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ইহারাই আমাকে ভজনা করে না।

যাহা করিয়া ফেলিয়াছ তাহা আর চিন্তা করিওনা। ভগবানকে ভজিয়া ভাল হইতে যদি ইচ্ছা হইয়াছে তবে এখন হইতে কিছু কিছু পুণ্যকর্ম্ম করিতেও অভ্যাস কর। কোন ভক্ত শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

এই বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, ভিক্ষা করেন তিনি,
চিন্তা ক'রে কিছু বোঝ, মা, এর ভাব ?

গৌরী মেনকাকে বলিতেছেন মা শিব যে ভিক্ষা করেন তা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ—কেন করেন ? যাঁর কোন কিছুর অভাব নেই, যিনি বিশ্বের অধীশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁর ইচ্ছায় হয়—তাঁর ভিক্ষা করাটা লোক শিক্ষার জন্ত। রে! দুষ্কৃত জীব কিছু পুণ্য কর্ম্ম কর। কিছু মুষ্টিভিক্ষা দাও। প্রত্যহ কিছু না কিছু ভিক্ষা দাও। কিছু দান কর, করিয়া আপনাকে ধন্য মনে কর। বিদ্যা দান, অর্থ দান, বাক্ সহায়তা দান, শরীর দিয়া

দুঃখীর উপকার, এই সব পুণ্যকর্ম দ্বারা চিত্তটা যখন নির্ম্মল হয় তখন সৎ-সঙ্গে রুচি হয়, সদাচার করিতে ইচ্ছা হয়, সন্ধ্যাপূজা করাকে কর্ত্তব্য মনে হয়—ক্রমে সর্ব্বদা ভগবানকে লইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তার পরে কথা কহিতে ইচ্ছা হয়। প্রথম প্রথম ত এক তরফা হইবেই। কিন্তু তোমার এক তরফা কথাতেও রস আসিবে তখন, যখন তুমি রামায়ণে দেখিবে মা কোন্ অবস্থায় কার সঙ্গে কোন্ কথা কহিয়াছেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়।

আচ্ছা—দেখ যখন মহাবীর লঙ্কাদগ্ধ করিয়া মার নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন তখন মা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া বলিতেছেন

ত্বং দৃষ্ট্বা বিস্মৃতং দুঃখমিদানীং ত্বং গমিষ্যসি।
ইতঃপরং কথংবর্ত্তে রাম বার্ত্তা শ্রুতিং বিনা॥

দেখ তোমাকে দেখিয়া আমি দুঃখ ভুলিয়াছিলাম—আর তুমিও এখন যাইবে। ইহার পরে রামকথা আর আমায় কে শুনাইবে? রাম কথা না শুনিয়াই বা কিরূপে থাকিব? মারুতি উত্তর দিলেন—মা যদি আপনি এইরূপই মনে করেন তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন আমি ক্ষণকালের মধ্যেই রামের সঙ্গে তোমায় মিলাইয়া দিতেছি।

মা কিন্তু তাহা করিলেন না। মা বলিতে লাগিলেন, না এইরূপ করা হইবে না। রাম সাগর শুষ্ক করিয়াই হউক বা সাগর বন্ধন করিয়াই হউক, বানরগণের সহিত লঙ্কায় আগমন করুন, করিয়া রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করুন, করিয়া আমায় উদ্ধার করুন, ইহাতে রামের শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ হইবে। শেষে মা বলিলেন

অতো গচ্ছ কথং চাপি প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহম্॥

অতএব তুমি যাও—আমি কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। এই ভাবে মায়ের কত কথাই আছে। এই সমস্ত যখন তুমি দেখিবে আর ভাবনা করিবে তখন মায়ের ভাবে ভাবিত হইয়া নিরন্তর একটা অপূর্ব্ব অবস্থায় থাকিতে পারিবে। তখন আর রাম পাইতে কি বিলম্ব হইবে? আর ঐ যে বলিতেছিলে এইরূপ কথাই বা কতদিন চলিবে? একথা তুমি বল কিরূপে? রামায়ণের কথা পড়িতেই জীবন কাটিয়া যায়—তার পর যায় অপর মূর্ত্তির লীলাও ত কত আছে। একটি কবিতার আছে—

এই তুমি আদি যুগে, লোভ দেখিয়ে যাগে যোগে
হয়ে কুলাঙ্গনা বিবসনা রণরঙ্গে মেতেছ
শেষে ধ'রে অসি এলোকেশী দানবে নাশ করেছ।
রূপদিয়ে স্বরূপ ঢেকেছ বল কোথায় শিখেছ॥

ত্রেতায় কুলবধূ হয়ে অসুর গৃহে বন্দী রয়ে
যেন কত অনাথিনী কতই কেঁদেছ
এক হয়ে আর সেজে কৌশলে কুল মজিয়েছ
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেছ বল কোথায় শিখেছ॥

দ্বাপরে আয়ান ঘরে সদা ননদিনী ডরে
বধূরূপে বাস ক'রে কতই করেছ
(তবু) যার বধূ তার বধূ আছ (শুধু) ক্লীব সংসার তরিয়েছ
রূপদিয়ে স্বরূপ ঢেকেছ বল কোথায় শিখেছ॥

(৩)

কত কথা কহিবে কওনা। মায়ের লীলার কি অন্ত আছে? লঘুপায়ে ভজা ইহারই নাম। তার পরে মন্ত্র মূর্ত্তি লইয়া থাক—এই মূর্ত্তির সঙ্গে কথা কও। যাহা কিছু বলিবে, যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভাবিবে তাহাই হৃদয়ের রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর—এই ভাবে চিত্তশুদ্ধি করিলেই বিষয়ের কোন ব্যাপারই আর তোমায় বিব্রত করিতে পারিবে না। বিষয় ব্যাপার মায়িক হইয়া যাইবে। তোমার ইষ্ট মন্ত্র গুরুই মাত্র সত্য আর সব অনাস্থার জিনিষ হইয়া যাইবে। তখন তুমি সর্ব্বদা রসের সহিত নাম করিবে। তোমার আর কোন পাপ থাকিবে না। তোমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে। তখন আপনা হইতেই জ্ঞানরূপী রাম উদিত হইবেন। তোমারও স্বরূপ বিশ্রান্তি হইবে।

আরও দেখ রামের মূর্ত্তি অজস্র ধ্যান কর। লীলার সঙ্গে ধ্যান বড় ভাল। রামের যে মূর্ত্তি তাহাই কিন্তু রামায়ণ। ধর চরণ চিন্তা করিতেছ। এই চরণ অহল্যার বক্ষে যখন দিলেন তখন রামায়ণের কত লীলা আসিল দেখ। আবার এই চরণ গোতমীতটে দেখিয়া পাদসৌন্দর্য্য মোহিত হইয়া যে ছুটিয়া আসিয়াছিল তার সঙ্গে রামায়ণের কতলীলা জড়িত মনে মনে সব স্মরণ করিতে করিতে রামে ডুবিয়া যাওনা—দেখ কেমন সহজে হয়। রামে ভরিত হইতে পারিলে—যাহা দেখিবে তাহাতেই রামের স্মরণে নিজের আত্মারামে ডুবিতে পারিবে। বল বল [illegible] আর বাকী কি রহিবে।

প্রার্থনা।

ঠাকুর! তুমি যাহা করিবে তাহা ত নিশ্চয় করিয়াই রাখিয়াছ, তুমি সত্য-সঙ্কল্প স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আমার কর্ম্ম অনুসারে তুমি ফল যোজনা করিবে। যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তজ্জন্য ভাবনা করায় ফল নাই। আর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও ভাবিবার আবশ্যকতা দেখি না। কেবল উপস্থিতটাই ভাবিবার কথা।

যে কয়টা দিন আর অবশিষ্ট আছে তাহা কিভাবে কাটাইব তাহাই তোমাকে জানাইয়া চলিতে চাই। তুমি আমার এই শেষ সময়ের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া ধরাইয়া দাও ইহাই প্রার্থনা।

বলিতেছি কিছু ভাবিতে হইবে আর কিছু করিতেও হইবে। শুধু ভাবনা ঠিক মত করিতে পারিলেই সব হয়; কিন্তু আমরা কিছু না করা পর্য্যন্ত ভাবনাও ঠিক ভাবে পারি না। ভাবি এক, করি আর এই হইয়া যায়। যখন আমার কার্য্য আমার ভাবনার অনুকূল হয় তখনই ঠিক হয়; এই জন্যই ভাবনা ও কর্ম্ম গুছাইয়া বলিতে যাইতেছি।

শেষ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর উত্থান মন্ত্র গুলি পাঠ ও চিন্তা করিয়া বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে—প্রত্যহ চিন্তা করিয়া করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে—কিছু দানের কথা এবং তাহার পরেই মহাপ্রলয়ের কথা শেষে তীর্থ ভ্রমণের কথা।

প্রত্যহ সাধ্যমত কিছু দান না করিতে পারিলে পুণ্য অর্জ্জিত হয় না। পুণ্য অর্জ্জিত না হইলে চিত্ত পরিষ্কার হয় না—আর তোমার ভাবনাও ঠিক করিয়া হয় না। এখনও যে একটু ভগবানের পথে যাইতে ইচ্ছা হয় তা পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জ্জিত পুণ্যের ফলে এবং তোমারও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য কর্ম্মের ফলে।

দান করার প্রবৃত্তি হইতেছে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দেবভাব। এই প্রবৃত্তির প্রবাহ যিনি রাখিয়া যান তাঁহার চিত্ত মলিন হয় না, তাঁহার চিত্ত ঈশ্বর ভাবনায় পূর্ণ থাকে। যাহা পারা যায়—প্রত্যহ অতি সামান্য হইলেও দান করা উচিত। ইহাতে মহৎ কার্য্য সাধিত হয়। কিন্তু দান করিবার সময় মনে রাখিতে হয় তোমার এই দরিদ্র মূর্ত্তিকে দান করিয়া আমি ধন্য হইলাম। যদি এতখানি ভাবনা নাও করিতে পারি তবে অন্ততঃ ভাবনা চাই যে এই কলিকালে দানই তোমার প্রিয় কার্য্য। তোমার সন্তোষের জন্য দান করিতেছি।

দানের আর একটি সঙ্কেত আছে। এইটি হইতেছে সঙ্কল্পে দান, কল্পনায় দান, মনে মনে দান। যিনি নিতান্ত গরিব তিনিও ইহা পারেন আর ইহাতে ভাবনার কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে হয়। যত দরিদ্র যত স্থানে দেখিয়াছ, সমস্ত দরিদ্র, অন্ধ, রোগগ্রস্থ মানুষকে একত্র করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে আহার দাও, বস্ত্র দাও, সেবা কর ইহা প্রত্যহ অভ্যাস কর। তার পরে ব্যবহারিক জগতে যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু কার্য্যেও কর।

দ্বিতীয় অভ্যাস বলিতেছিলাম মহাপ্রলয়ের চিন্তা। আর কিছুই নাই শুধু স্তিমিত গম্ভীর তুমিই আছ; আলো নাই অন্ধকার নাই, কি আছে বলিবারও লোক নাই। এই আপনি আপনি অবস্থার উপরে স্পন্দনস্বভাব ভাসিল আর সব সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। মহাপ্রলয়ে যখন সমস্তকে বিনাশ করিতেছিলে তখন জীবের কাতরতার দিকে না চাহিয়া তুমি সব বিনাশ করিয়া আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করিলে ইহা প্রত্যহ চিন্তা করা উচিত; তবেই নশ্বর জগতের নশ্বরতার দিকে দৃষ্টি পড়িবে আর মনে হইবে যাহা দেখিতেছি এ সব কিছুই থাকিবে না, থাকিবে এক মাত্র তুমি, আছ ও একমাত্র তুমি, ছিলেও একমাত্র তুমিই। এই স্থির অচঞ্চল তুমি আমার হৃদয়ে দ্রষ্টা রূপে সাক্ষী রূপে সর্ব্বদা আছ, এই দ্রষ্টা সাক্ষী আত্মা তুমি, তোমাকে দেখা, তোমাকে দেখার জন্য উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে তোমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে তোমার প্রসন্নতা অর্জ্জন করিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করা ইহাই কর্ত্তব্য।

আর কিছুই নাই শুধু তুমিই আছ; অন্য যাহা দেখি তাহা তুমিই এইটুকু স্মরণে রাখিয়া তোমার আজ্ঞামত চলা এবং তোমাকে প্রত্যক্ষে দেখার জন্য অপেক্ষা করা ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাধনা।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য যিনি প্রত্যহ সমকালে অভ্যাস না করেন তাঁর দুইটিই অসম্পূর্ণ থাকে। সমকালে সাধিয়া ব্যাকুলতা পূর্ণ করিতে পারিলেই তাঁর কৃপায় তাঁহাকে পাওয়া যায়।

অজাতবাদ।

পরপক্ষে দোষ দর্শন করাইয়া শাস্ত্র যুক্তিসহকারে পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক পঞ্চাবয়ব ন্যায় দ্বারা স্বমত স্থাপন করাই সাধারণতঃ বাদ বলিয়া খ্যাত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু আচার্য্য গৌড়পাদ তদীয় মাণ্ডুক্য কারিকায় অন্যান্য দার্শনিক বাদ খণ্ডন করিয়া অজাতবাদ অর্থাৎ তত্ত্বতঃ কোন বস্তুই জাত হয় না, অথবা দৃশ্য পদার্থ মাত্রই মায়ার বিজৃম্ভণ ইহা স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর কারিকাভাষ্যের একস্থানে বলিয়াছেন যে এখানে পঞ্চাবয়ব এইরূপ :—**প্রতিজ্ঞা** জাগ্রৎকালীন দৃশ্যপদার্থের মিথ্যাত্ব হেতু দৃশ্যত্ব। দৃষ্টান্তস্বপ্ন। **উপনয়** যেমন স্বপ্নে সেইরূপ জাগ্রতে দৃশ্যত্ব হেতুটী একই। **নিগমন** জাগরিত অবস্থাতেও পদার্থসমূহ মিথ্যা। এই মত যে শ্রুতিমূলক তাহা দেখাইতে তিনি সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন এবং অন্যান্য দার্শনিক মত পরস্পর বিরোধী তাহা প্রমাণ করিয়া তাঁহার স্বীয় মত যে বেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা জানাইতে কারিকার মধ্যেই ভূরি ভূরি শ্রুতিবাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিরূপে তিনি স্বমত স্থাপন করিয়াছেন তাহাই এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। আচার্য্যের মতে কি সৎ, কি অসৎ, কোন বস্তুই জন্মায় না—কারণ যাহা সৎ বা অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, তাহা আর জন্মাইবে কিরূপে এবং যাহা অসৎ তাহার জন্ম হইতেই পারে না। গীতায় তাই উক্ত হইয়াছে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। যাহা নির্ব্বিকার, অজ তাহার জন্ম নিতান্তই অসঙ্গত এবং যাহা শশবিষাণাদির মত অস্তিত্বশূন্য তাহার কি পারমার্থিক ভাবে, কি-মায়িকভাবে কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না, তাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে,—

"অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতোনৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যা পুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে॥" অঃ প্রঃ ২৮।

অর্থাৎ যাহা সৎ তাহারও পরমার্থতঃ জন্ম হইতে পারে না কিন্তু মায়া দ্বারা হইতে পারে যথা, "সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে ন তু তত্ত্বতঃ।" অঃ প্রঃ ২৭। কারণ যাহার মতে বস্তুই জন্মায় তাহার মতে জাত বস্তুই জন্মায় কারণ অজের জন্ম নিতান্ত বিরুদ্ধ, কিন্তু জাত বস্তুই

জন্মিয়াছে, ইহার পূর্ব্বেও তাহার জন্ম হইয়াছে—তৎপূর্ব্বেও জন্ম স্বীকৃত হইলে জন্ম প্রবাহ কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে, সেইজন্য আচার্য্য গৌড়পাদ—যাঁহারা নিত্য সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগদাকারে সত্যই জাত হন বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের মত শাস্ত্রতঃ ও বহুল যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। যিনি চিরদিন স্বরূপে বর্ত্তমান সেই নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিরাকার তুরীয়, চৈতন্য, একান্ত শান্ত স্বভাব—তাহাতে বিন্দুমাত্রও চলন বা স্পন্দন নাই। তাই শ্রুতি বলেন 'অনেজদেকং' তথাপি অজ্ঞানতা বশতঃই এই বিরাট স্থূল জগদাড়ম্বর ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইতেছে; ইহা যেন রজ্জুতে সর্প ভ্রম তুল্য। যেরূপরজ্জু জ্ঞানোদয়ে সর্প প্রতীতি থাকে না সেইরূপ যথার্থ অদ্বয়ানুভূতি উদয় হইলে মায়িক জগজ্জাল ছিন্ন হয়, সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম যে সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদ শূন্য—তিনি যে অজ তাহা "স বাহ্যাভ্যন্তরহ্যজঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য সাক্ষ্য দিতেছে। সাধারণ বুদ্ধির প্রবেশ জন্য স্থানে স্থানে মূল শ্রুতি বাক্যই কারিকায় বিন্যস্ত হইয়াছে, যথা

"নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভি রিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ,"

এই কারিকার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি আম্নায়োঃ দ্বৈতভাব প্রতিষেধার্থঃ। তস্মাৎ আত্মৈকত্ব প্রতিপত্তি পত্ত্যর্থা কল্পিতা সৃষ্টি.........ইন্দ্রোঃ মায়াভিঃ ইত্য ভূতার্থ প্রতিপাদকেন মায়াশব্দ ব্যপদেশাৎ ইত্যাদি অর্থাৎ ইহাতে কিছুই ভেদ নাই এইরূপ শ্রুতি বাক্য দ্বৈত্য প্রতিষেধক—আত্মৈকত্ব প্রতিপাদনার্থ কল্পিত সৃষ্টি অসত্য ও "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" এই স্থলে অসত্যতা বোধক মায়া শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মূল শ্রুতি যথা 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' 'অজায় মানো বহুধা বিজায়তে' ইত্যাদি এইরূপ শ্রুতি বাক্য দ্বারা দ্বৈতের অস্তিত্ব আদৌ নাই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং যাহারা সম্ভূতির বা জন্মের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে 'অন্ধতমং প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে'। জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বহু নিন্দনীয় শ্রুতি বাক্য আছে। জন্ম পরমার্থিক হইলে কখনও শ্রুতি এরূপ নিন্দা করিতেন না। জাত বস্তু মাত্রই ধ্বংসশীল—যেখানে উৎপত্তি সেখানেই বিনাশ আছে, ইহাও প্রাকৃত জগতে দৃষ্ট হয় কিন্তু যে একটী বস্তুর আদি নাই তাহাই কেবল অনন্ত হইতে পারে। আত্মার আদি নাই সেই জন্যই উহা অনন্ত। শ্রুতি তাই বলেন,—

"নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" অর্থাৎ এই আত্মা কোন কারণ হইতে কখনও উৎপন্ন হন নাই। অজ বস্তুর যাঁহারা জন্ম কল্পনা করেন তাঁহারা অমৃতেরও মৃত্যু ইচ্ছা করেন কিন্তু ইহা স্বভাব বিরুদ্ধ। যাহার যাহা প্রকৃতি তাহার কখনও অন্যথা ভাব হইতে দেখা যায় না—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তির লোপ কখনও দৃষ্টি গোচর হয় না সেইরূপ অজ ব্রহ্মের ও স্বরূপ বিচ্যুতি কখনই হয় না। তবে মায়াবী যেরূপ ইন্দ্রজাল দ্বারা বহু কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে সেইরূপ ব্রহ্মও মায়াশক্তি দ্বারা জগদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হন। শ্রুতি বলেন,—

'য একো জালবানীশত ঈশনিভিঃ সর্ব্বা লোকানীশত ঈশনিভি
যঃ এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ যে এত দ্বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি"।

অর্থাৎ যিনি অদ্বিতীয় হইলেও মায়াবী হইয়া নিজ নিজ শক্তি দ্বারা প্রভু রূপে সকল লোককে পরিচালিত করিতেছেন—যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারে একই আছেন—যিনি ইহা জানেন তিনি মুক্ত হন। রজ্জু যেরূপ ভ্রান্তি বশতঃই সর্পাকারে জন্মায় ব্রহ্মও সেইরূপ মায়া দ্বারা যেন জন্ম লাভ করেন কিন্তু সত্য সত্যই তাঁহার জন্ম কল্পনা, নিতান্ত অযৌক্তিক কারণ স্বরূপত নির্ব্বিকার 'অশব্দম স্পর্শমরূপমব্যয়ম' তাঁহার আবার পরিণাম কিরূপে হইবে? বিকার শূন্য বস্তুর অবস্থান্তর কল্পনা নিতান্ত বিরুদ্ধ। তাহা হইলে দ্বৈত জ্ঞান কোথা হইতে আসে? তাহার উত্তরে বলা হয় দ্বৈতজ্ঞান মনোবিলাস মাত্র কারণ দৃশ্য দর্শন করে মন যাহা অসৎ। মনই মায়া দ্বারা স্পন্দিত হইয়া বাহ্য জগতের প্রতীতি আনয়ন করে এবং স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ কোন বস্তু না থাকিলেও বস্তু সত্ত্বা প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দৃশ্য পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও মনই নানাত্ব জ্ঞানের জনক। যিনি "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং"—যিনি "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ"—যিনি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" তাঁহার কোনরূপে চলন বা স্পন্দন স্বীকার করা যাইতে পারে না।

শ্রুতি মানবের বুদ্ধি প্রবেশ জন্য অখণ্ড ব্রহ্মের চারিটি পদ কল্পনা করিলেন যথা—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। সহসা তুরীয় চৈতন্যের প্রসঙ্গ অবতারণা না করিয়া ক্রমশ স্থূল বিশ্ব চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম, তৈজস ও সূক্ষ্মতর প্রাজ্ঞ ও শেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুরীয় চৈতন্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনন্তের অংশ হইতে পারেনা—ইহা কেবল অখণ্ডে সখণ্ড ভাবের আরোপ মাত্র। পরে শ্রুতি পাদত্রয়ের অস্তিত্ব 'নেতি নেতি' করিয়া অস্বীকার পূর্ব্বক এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্তাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি

কার্য্যাদি যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও বুদ্ধ্যারোহের জন্য। যেরূপ মায়াবী ব্যক্তি আকাশে সূত্র নিক্ষেপ করিয়া আরোহণ করে সেইরূপ সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদির বিকাশও মায়াবীর সূত্র প্রসরণ সমান; প্রাজ্ঞ তৈজস ও সূত্রারূঢ় মায়াবীর মত কিন্তু কার্য্য মায়াবী যেমন সূত্রারূঢ় মায়াবী হইতে পৃথক্ অথচ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করে সেইরূপ তুরীয় চৈতন্য নামক পরমার্থ তত্ত্বও আত্ম মায়ায় বহুত্বের প্রকট করেন।

তাই আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন,

"মৃল্লোহ বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যাচোদিত পুরা
উপায় সোঽবতারায় নাস্তি ভেদ কথঞ্চন।"

অর্থাৎ মৃত্তিকা, লৌহাদি বিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা ইতি পূর্ব্বে যে সৃষ্টি তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল বুদ্ধি প্রবেশের উপায় মাত্র, সেই এক তুরীয় চৈতন্যই মায়া বিজৃম্ভিত হইয়া বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন কিন্তু তিনি বস্তুতঃ "একমেবা দ্বিতীয়ং" স্বরূপ হইতে প্রচলিত হন না ইহাই বিবর্ত্তবাদের ভিত্তি; যাহা স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্যরূপে প্রতিভাসিত হয় তাহাই বিবর্ত্ত। আচার্য্য বলেন এই যে নয়ন সমুখে বিকট দৃশ্য জগদাকারে অবভাসিত হইতেছে ইহা মিথ্যা—মনের সঙ্কল্প মাত্র। অমনীভাব অবস্থায় অর্থাৎ নিরোধ সমাধিতে যখন মন সকল সঙ্কল্প বিকল্প বর্জ্জিত হয় তখন আর দ্বৈত প্রতীতি হয় না—এই ব্যভিচার জ্ঞানই দ্বৈত প্রপঞ্চের অসত্যতা প্রমাণ করিতেছে। যেমন তিমির রোগাক্রান্ত রোগীই একাধিক চন্দ্র দর্শন করে, সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবই নানাত্ব দেখেন কিন্তু নিরোগীর মত ব্রহ্মবিৎ এক অদ্বয় সত্বাই অনুভব করেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি একটী মাত্র বস্তু বিদ্যমান, তবে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব কে জানে? তাহার উত্তরে বলা হয় যে অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয় ও স্বরূপতঃ জ্ঞাতা; কারণ জ্ঞান ও জ্ঞাতার ভেদ নাই, তাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে—"অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে," অ, ৩৩। শ্রুতি ও বলেন, "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপোবিদ্যতে," অর্থাৎ জ্ঞাতার কথনও জ্ঞানের বিপরিলোপ বা অভাব হয় না। সুতরাং স্বয়ং প্রকাশ সবিতার মত স্বতঃ প্রকাশ ব্রহ্ম আত্ম প্রকাশের জন্য বস্তুন্তর অপেক্ষা করেন না। এইরূপে নামরূপাত্মক দ্বৈত প্রপঞ্চের সত্তা শূন্যতা প্রতিপাদন করিয়া অদ্বয় ব্রহ্ম সত্তা স্থাপিত হইয়াছে। বিকার বা কার্য্য নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য 'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' এই শ্রুতি সাহায্যে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। মৃত্তিকাই সত্য মৃত্তিকার

বিকার ঘট মিথ্যা—যাহার যথার্থ মৃত্তিকা জ্ঞান আছে সে ঘটকে মৃত্তিকাই বলিবে সেইরূপ যাহার পরমার্থ বিজ্ঞান উদ্বোধিত হয় তাহার পক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু থাকে না। তাই শ্রুতি বলেন, 'একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমা ল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ'। আকাশ সদৃশ নির্লেপ আত্মাই আছেন অনন্ত অসঙ্গ পুরুষ মায়ান্ধ জীবের নিকট অবিদ্যা বশতঃ বহু রাগদ্বেষ দুষ্ট বলিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন—যেমন অবিবেকী সূক্ষ্ম সর্ব্ব গত আকাশেও তল মালিন্যাদি দর্শন করে। তাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে,—

"যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ" ॥

পঞ্চদশীতেও উক্ত হইয়াছে,—

"অবস্থান্তর ভানস্তু বিবর্ত্ত রজ্জু সর্পবৎ
নিরংশেহপ্য সৌ ব্যোম্নি তলমালিন্য কল্পনাৎ।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "আত্মা আকাশবৎ', গীতাও বলেন,—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশো নোপলিপ্যতে
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে"।

এইরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মার উদ্ভব কোনরূপেই হইতে পারে না তাই শ্রুতি বলেন, "ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ"। যদি সকলের আশ্রয় স্বরূপ অভয়পদ ব্রহ্মও জাত হন তবে আর নিত্য পদার্থ কি রহিল? ব্রহ্ম অজাত বলিয়াই নিত্য যথা, "অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরু প্রতিপদ্যতে" অর্থাৎ জন্মাদি ষড়্ ভাব বিকার বর্জ্জিত বলিয়াই দুঃখময় সংসারভীত মানব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে।

যে সকল দ্বৈতবাদী বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করেন না, আচার্য্য তাঁহাদের মত দোষদুষ্ট প্রমাণ করিয়া বলেন যে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার আবশ্যক হয় না। স্বপ্ন সময়ে বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও বিচিত্র জ্ঞান ভেদ উৎপন্ন হয় এবং জাগ্রদবস্থায়ও যখন শুক্তিতে রজত ভ্রম হয় তখনও রজতের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না অথচ সুস্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে—সুতরাং বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকেও জ্ঞান বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। পরমার্থ দর্শনে বাহ্য পদার্থ বিচিত্র জ্ঞান বিনিবৃত হয়। এইরূপে চিত্ত বা চিত্ত কল্পিত কোন বস্তু জন্মায় না, তাহা বহুল যুক্তি সহকারে প্রকরণ চতুষ্টয়ে উপন্যস্ত হইয়াছে। অলাৎ শান্তি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—'এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মাঃ অজা স্মৃতাঃ'

অলা-প্র-৪৬। "ধর্ম্মাঃ" শব্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্কর বলেন "আত্মানঃ", 'ধর্ম্মাঃ ইতি বহু বচনং দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাৎ অদ্বয় সৈব উপচারতঃ' অর্থাৎ আত্মা অদ্বয় (এক) হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অনুগত থাকায় বহুত্বের আরোপ করিয়া ধর্ম্ম শব্দের উত্তর বহু বচন প্রযুক্ত হইয়াছে। অজাত চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপই অতএব সেই অজাত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে তাহার অজা প্রকৃতি, সেইজন্য অজার জন্ম বা প্রকৃতির অন্যথা ভাব কোনরূপেই হইবে না। ইহা বিরুদ্ধ কথা— তাই উক্ত হইয়াছে—

"অজাতং জায়তে যস্মাদজাতি প্রকৃতি স্ততঃ
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি"। অলা-প্র-২৯।

শেষে অলাৎশান্তি প্রকরণে আচার্য্য বলিয়াছেন যে, যেমন একটী অলাৎ চক্র সবেগে ঘুর্ণিত হইলে অগ্নিরেখা কখনও সরল কখনও বা বক্র দেখা যায় কিন্তু স্পন্দন শূন্য হইলে ওরূপ বহুরূপে প্রকাশ পায় না সেইরূপ বিজ্ঞানও অবিদ্যা স্পন্দন বর্জ্জিত হইলে অচল ভাবেই অবস্থান করে, কারণ স্বভাবতই আত্মা আদি-শান্ত ও অনুৎপন্ন যথা—"আদি শান্তাহ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ" ইত্যাদি, অল-প্র-৯৩; কোন বস্তুই স্বতঃ বা পরতঃ উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ সৎ, অসৎ বা সদসৎ ভাবেও কিছুরই উৎপত্তি হয় না, সাঙ্খ্যমতে অসৎ হইতে কিছু উৎপন্ন অর্থাৎ আবির্ভাব হয় না যেমন বালুকা হইতে তৈল কোন প্রকারেই বহির্গত হয় না কিন্তু তিল হইতে তৈল লাভ করা যায় কারণ উহা তিলের মধ্যেই নিহিত ছিল। নৈয়ায়িকরা পক্ষান্তরে বলেন যাহা বিদ্যমান বা সৎ তাহার জন্ম হয় না। অসৎ বা যাহার অস্তিত্ব ছিল না তাহাই উৎপন্ন হয়—যেমন ঘট। এইরূপে দ্বৈতবাদীরা বিবাদ করেন, আচার্য্য বলেন যখন উভয় পক্ষই সদসৎ কোনরূপ উৎপত্তিরই অনুমোদন করেন না তখন তাঁহাদের মতেও উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত হইতেছে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে এইরূপ অনুভব হয়,—

"ন নিরোধ ন চোৎপত্তি ন বদ্ধো ন চ সাধক।
ন মুমুক্ষুর্নবৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।" বৈতথ্য প্রকরণ, ৩২

অর্থাৎ প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, যখন বন্ধই নাই তখন মুক্তিও নাই। এইরূপ ভাবই পরমার্থতা, শ্রৌতমন্ত্রে এইরূপ নিত্য, অজ, কার্য্য কারণ হীন আত্মাকে জানিয়াই অমৃতত্বলাভ হয়, তাহা প্রচারিত হইয়াছে, যথা,—

"বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোহি বদন্তি নিত্যম্" ॥

এইরূপে আচার্য্য গৌড়পাদ অজাতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। জীবের ও প্রকৃতির যখন ব্রহ্মসত্ত্বাতিরিক্ত অস্তিত্বই নাই তখন তাহারা ত জন্মায়ই না—ইহা বলাই বাহুল্য। তাই উক্ত হইয়াছে,—

"ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোহস্য ন বিদ্যতে
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্নজায়তে।" অদ্বৈত-প্র-৪৮

অর্থাৎ কোন জীবই জন্মে না, স্বভাবতঃ অজ আত্মার উৎপাদক ও নাই, ইহাই সর্ব্বোত্তম সত্য (ব্রহ্ম) যাহাতে কিছুই জন্মায় না।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। এম, এ।

দুর্গা ও দুর্গার্চ্চন-তত্ত্ব।

দুর্গে! মা তুমি কে?

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় ও রমা।

রমা—প্রায় এক বৎসর কেটে গেল, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কালকের কথা, গত বৎসর মা দুর্গার প্রতিমার আগমন দিন হইতে বিসর্জ্জন দিন পর্য্যন্ত যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম সে সকলি স্মৃতিপথে স্পষ্টভাবে জাগরূক আছে, এই কয়দিন যে ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা ভাবিলে, এখনও হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি সমাধিদ্বারা বিমলীভূত চিত্তে যাদৃশ সুখের উদয় হয়, তাদৃশ সুখের স্বরূপ বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না, তাদৃশ সুখ স্বয়ং অনুভব করিবার যোগ্য। সমাধি দ্বারা কিরূপ সুখ হয়, তাহা কখন অনুভব করি নাই, তবে গত বৎসর মা দুর্গার প্রতিমার আগমন দিন হইতে বিসর্জ্জনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাদৃশ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস তাদৃশ সুখের স্বরূপও বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না, তাদৃশ সুখও স্বয়ংই অনুভব করিবার যোগ্য। যাঁহারা প্রতিমাপূজার নিন্দা করেন, প্রতিমাপূজকদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন, অসভ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, আমার মনে হয়,

তাঁহাদের চিত্ত নীরস, ভাববিহীন। প্রতিমা যে জড়মূর্ত্তি নহেন, প্রতিমাতে যে প্রাণ থাকে, চৈতন্য থাকে, প্রতিমা যে ভক্ত পূজকের দিকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় স্নেহভরা নয়নে তাকাইয়া থাকেন, আহা! সে দৃষ্টি যে প্রাণ শূন্য নহে, উন্মেষ-নিমেষরহিত জড় পুতুলের দৃষ্টি নহে, গত বৎসরে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। "প্রতিমা হাস্য করেন" "প্রতিমা রোদন করেন" এই কথাকে আর মিথ্যা বলে উড়াইয়া দিতে পারিব না। যাঁহারা যথার্থভাবে প্রতিমাপূজা করেন, তাঁহারা যে, সৌভাগ্যবান্ তাঁহারা যে ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আমি এই কথা বলিব। গত বৎসর দুর্গা পূজার অল্পদিন পূর্ব্বে আপনি দয়া করে আপিং জেঠাকে (১) দুর্গা ও দুর্গার্চ্চন তত্ত্ব সম্বন্ধে সে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া, আমার বড় আনন্দ হইয়াছিল। আমি আপনার সকল কথা বুঝিতে পারি নাই তথাপি এতদ্বারা আমার যে আশাতীত লাভ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বক্তা—রমা! তুমি কি মা দুর্গাকে ভালবাস? দুর্গা নাম উচ্চারণ করিলে, তুমি কি নির্ভয় হও? শান্তি পাও? 'দুর্গা' নাম কি তোমার মধুর ব'লে মনে হয়? এ নাম উচ্চারিত হইলে, তোমার কাণ কি জুড়ায় রমা? মুণ্ডমালাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দুর্গার স্মরণ করিলে, ভূতলে কোন্ বিষয় সিদ্ধ না হয়? শৈব হোন্, বৈষ্ণব হোন্, শাক্ত হোন্ সকলেই দুর্গার ভজন করিবেন, সকলেই শিবপ্রিয়া দুর্গার স্মরণ, সকলেই দুর্গার পূজন করিবেন। দুর্গার স্মরণ, পূজন ও ভজন করিলে তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয়, ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়া যে ব্যক্তি সতত 'দুর্গে' 'দুর্গে' এই নাম জপ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন, (দুর্গায়াঃ স্মরণে নৈব কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো বা গিরি-নন্দিনি! মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ * * *"—মুণ্ডমালাতন্ত্র, তৃতীয় পটল)। এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হয়?

রমা—মা'কে কে না ভাল বাসে দাদা! পশু সন্তান ভয় পাইলে, স্পষ্টস্বরে না পারিলেও, 'মা' শব্দ উচ্চারণ করে, পক্ষীরা ভীত হইলেই মা'কে ডাকে, মা'র কোলে আশ্রয় লয় বা লইবার চেষ্টা করে। আপনিই ত মানবতত্ত্বে লিখিয়াছেন মানব শ্রীহীন হইয়াও, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বা শোকে সন্তপ্ত হইয়াও যদি 'মা' বলিয়া

(১) শ্রীমান্ নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়কে 'হাকিম জেঠা' বলিতে না পারিয়া রমা ছেলেবেলায় 'আপিং জেঠা' ব'লত, এখনও পূর্ব্ব অভ্যাস বশত; উঁহাকে 'আপিং জেঠা' বলিয়াই ডাকে।

গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার সকল দুঃখ দূরে যায়, তাহার সকল শোক নিবারিত হয়। মনুষ্যের যখন মাতৃবিয়োগ হয়, তখনি সে বৃদ্ধ হয়, তখনি সে বস্তুত দুঃখী হয়, তৎকালেই তাহার সর্ব্বজগৎ শূন্য বোধ হয়, মাতার সমান সন্তাপহারিণী, সর্ব্বসুখবিধাত্রী আর কেহই নাই, প্রসূতির ন্যায় ত্রাণকারিণী আর কেহ নাই, জননীর ন্যায় আশ্রয় ও বিশ্বাস স্থল দ্বিতীয় নাই। কিন্তু গর্ভধারিণী মাত্রেই মাতা নহেন, যিনি বস্তুতঃ মাতা, তিনিই সন্তানের সর্ব্বসুখ বিধাত্রী, তিনিই ত্রাণকারিণী, তিনিই অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল। "গর্ভধারিণী হইলেই 'মা' হন না"। গর্ভধারিণী, হইলেই যদি 'মা' হইতেন, তাহা হইলে, গর্ভধারিণী স্বীয় সন্তানকে হত্যা করিয়াছেন, পৃথিবীতে কাহারও কর্ণে এই অদৃষ্ট, এই লোম হর্ষণ বার্ত্তা কদাচ প্রবেশ করিত না। প্রকৃত মাতা কি কখন সন্তানের প্রাণ সংহার করিতে পারেন? অতএব গর্ভধারণ করিলেই 'মা' হয় না। যিনি বস্তুতঃ মাতা, তিনিই 'মা'। বস্তুতঃ 'মা' কে? যিনি বিশ্বজননী, যিনি ত্রিতাপহারিণী, যিনি দুর্গতিনাশিনী, যিনি বিশ্বরূপিণী, যিনি মহাদুর্গপ্রশমনী, যিনি মহাকারুণ্য-রূপিণী, যিনি অদিতি, তিনিই প্রকৃত জননী, তিনিই বস্তুতঃ 'মা'। এইরূপ তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র, তিনিই বন্ধু, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই ভগিনী, তিনিই গুরু, তিনিই রাজা, তিনিই প্রজা। বিশ্বজননী সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বত্র বিরাজমানা হইলেও, আধার বা উপাধিমালিন্য বশতঃ সর্ব্বত্র প্রকটিতা হন না। "যে আধার শুভ্র, শুক্ল কর্ম্মনিবন্ধন যে আধার স্বচ্ছ সত্ত্ব গুণ প্রধান, বিশ্বজননী সেই আধারেই প্রকটিতা হয়েন। বিশ্বজননী যে আধারে যে পরিমাণে প্রকটিতা হয়েন, সে আধারে সেই পরিমাণে মাতৃত্বাদি ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।" আপনার এই সকল কথা শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, যে দুর্গা নাম উচ্চারিত হইলে, হৃদয় শঙ্কা-শূন্য হয়, যে 'দুর্গা' নাম শান্তিহীন হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে, যে দুর্গার রূপ ধ্যান করিলে, শত্রুভয় ভীত হইয়া পলায়ন করে, পাপ কম্পান্বিত হয়, দূরে অবস্থান করে, রোগসমূহ ও মৃত্যুভয় দূরীভূত হয়, তিনিই প্রকৃত মাতা, তিনিই দুর্গা। দাদা! মা'র স্থূল উপাধি অন্তর্হিত হইলেও, বিপন্ন হইলেই, ক্লেশ পাইলেই, ভীত হইলেই অবশভাবে মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করে, সে 'মা' শব্দবোধ্য অর্থকে কি আমি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? সে মাকে কি আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারি, আমি ভুলিয়া থাকিলেও, সে মহাকারুণ্যময়ী, সে স্নেহগলিতহৃদয়া মা কি, আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? আমি 'মা' দুর্গাকে বড় ভাল বাসি।

বক্তা—তুমি 'মা' দুর্গাকে কেন ভাল বাস রমা ? তোমার আপিং জেঠা যে কারণে ছেলে বেলা থেকেই মা দুর্গাকে ভাল বাসেন বলিয়াছেন, তুমি ত আমিও সেই কারণে ছেলেবেলা থেকে মা দুর্গাকে ভালবাসি বলিতে পারিবে না রমা ! তুমি ৺কাশীধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, বঙ্গদেশে যেমন বহুগৃহে দুর্গা পূজার বহু পূর্ব্ব হইতে মা দুর্গার প্রতিমা গঠিত হয়, ৺কাশীধামে ত সেইরূপ হয় না, ছেলেবেলাতে তুমি ত মার প্রতিমা গঠন দেখ নাই। বঙ্গদেশে ভাদ্রমাসের শেষভাগে যখন বর্ষাঋতুর অবসান ও শরৎ ঋতুর আবির্ভাব কাল সমাগত হয়, তখনকার রৌদ্রও যেন 'মা' আসিতেছেন বলিয়া সহাস বদন হয়, বিশ্বজননীর শুভাগমনের ঘোষণা করে, সেই সময়ে বাহ্য প্রকৃতি এমন মনোহররূপ ধারণ করেন যে, তাহা দেখিয়া লোকের মন স্বতঃ উল্লাসিত হয়, মা আসিতেছেন, সকলের মনে এই ভাব জাগিয়া উঠে। কিন্তু ৺কাশীধামে ত ঠিক সেইরূপ হয় না। আমি এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি কারণে মা দুর্গাকে ছেলেবেলা থেকে ভাল বাস ? ৺কাশীধামবাসীদিগের 'নবরাত্র' শব্দটী সুপরিচিত, নবরাত্রে অনেকেই দুর্গাপাঠ করেন, কুমারী পূজন করেন, যথাশক্তি উপবাসাদি ব্রত পালন করেন। বঙ্গদেশে যে, নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান হয় না, আমি তাহা বলিতেছি না, বঙ্গদেশে 'দুর্গা' পূজা, 'শারদীয়' পূজা ইত্যাদি নামেরই বহুশঃ ব্যবহার হইয়া থাকে।

রমা—নবরাত্র ব্রত কাহাকে বলে ? গত বৎসর দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ দিবার সময়ে নবরাত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমার তৃপ্তি হয় নাই, 'নবরাত্র' সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই।

বক্তা—এইবার যথাপ্রয়োজন ও যথাশক্তি নবরাত্র সম্বন্ধে কিছু বলিব, তুমি আগে বল শুনি, কি কারণে তোমার ছেলেবেলা থেকে 'দুর্গা' নামে প্রীতি হইয়াছে, কি কারণে ছেলেবেলা থেকে তুমি মা দুর্গাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছ ?

রমা—৺কাশীধামেও বর্ষার পর শরৎ ঋতুর রৌদ্র একটু বিশিষ্টরূপ ধারণ করে, শরৎ ঋতু যে, বর্ষাদি ঋতু হইতে বিশিষ্ট, ৺কাশীধামের শরৎ ঋতুও (ঠিক বঙ্গদেশের মত না হইলেও) তাহা জানাইয়া দেয়। ৺কাশীধামের শরৎকালের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী যে বিশেষতঃ অতিসুন্দর, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। আমি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করি নাই, অতএব যে সকল কারণ বশতঃ 'আপিং জেঠা' ছেলেবেলা থেকে মা দুর্গাকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে

প্রতিমা গঠন দেখা প্রভৃতি কতিপয় যে, আমার মা দুর্গাকে ছেলেবেলা থেকে ভাল বাসিবার কারণ হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য, ছেলেবেলায় আমি মা দুর্গার চাক্ষুষ (চোখে দ্রষ্টব্য) প্রতিমা গঠন দেখিতে না পাইলেও, শ্রাবণ (শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য) প্রতিমাকে প্রাণভরে দেখিয়াছি, পরমানন্দ অনুভব করিয়াছি। চক্ষু না জুড়াইলেও, ছেলেবেলা থেকে আমি বিশেষতঃ মা দুর্গার পূজার কয়দিন অবিরাম আপনার কণ্ঠোত্থিত 'মা' 'মা' এই চিত্তোন্মাদী এই পরম পবিত্র, এই কাণ জুড়ান ধ্বনি শুনিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছি, আমার কাণ জুড়াইয়াছে, মা'র পরম সুন্দর রূপ দেখিবার ভাগ্য না হইলেও ছেলেবেলায় মার কৃপায় আমার তাঁহার সঙ্গীতময় মধুর নাম শুনিবার ভাগ্য হইয়াছিল, নামে রূপ, বীজে অঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, বাল্যাবস্থাতেই এই সত্যের বীজ আপনি আমার চিত্তে রোপণ করিয়াছেন। একটু বড় হইলে দুর্গা পূজার সময়ে দিদিমণির সঙ্গে দুর্গাবাড়ী যাইতাম, মার রূপ দেখিতাম, বড় আনন্দ হইত। 'মা' আমার যে, সৌন্দর্য্যের আকর, তাহা মনে হইত। তবে পাণ্ডা-দের ব্যবহারে লোকের ভিড়ে মন অস্থির হইত বলিয়া মাকে অধিকক্ষণ প্রাণভরে দেখিতে পাইতাম না, তাই কষ্ট হইত।

বক্তা—বঙ্গদেশে আসিয়া মা দুর্গার যে রূপ দেখিতেছ, মার সেই রূপ বেশী ভাল লাগে, না, ৺কাশীধামে দুর্গাবাড়ীতে মা'র যে রূপ দেখিতে, মা'র সেইরূপ বেশী ভাল লাগে ?

রমা—দু'ই ভাল লাগে, দু'ই ত মা'র রূপ দাদা !

বক্তা—তা বটে, তবে তোর মার কোন মূর্ত্তি দেখে বেশী আনন্দ হয় ?

রমা—যে মূর্ত্তিতে মা গত বৎসরে আপনার কাছে আসিয়াছিলেন, যে মূর্ত্তি ধরে মা সহাস বদনে আপনার পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে মূর্ত্তির দিকে আপনি জলে ভরা নিমেষ শূন্য নয়নে 'মা' 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাকাইয়া থাকিতেন, যে মূর্ত্তির পূজা করিবার সময়ে মাতৃভক্ত,'সরলপ্রাণ ভাগ্যবান্ পতিতপাবন কাকা বালকের মত মার পানে তাকাইতেন, যে মূর্ত্তি দেখে আপনার এই জ্ঞানহীন রমার চোখ দিয়েও জল পড়িত, দাদা-গো ! মনে হয়, মা'র সেই মূর্ত্তিই বড় ভাল, তেমন মনোহর মূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই, জানি না, আর কখনও তাদৃশ মূর্ত্তি দেখিবার ভাগ্যোদয় হইবে কি না; সে রমণীয় মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব আমার হৃদয়ে, পাষাণে অঙ্কিত ছবির ন্যায় অচল আসন গ্রহণ করি-

রাছে, এখনও এমন দিন অতিবাহিত হয় না, যে দিন মা'র সেই মূর্ত্তি একবার না একবার মনোমুকুরে জাগিয়া উঠে।

বক্তা—রমা! তুমি ত ছেলে বেলার 'গৌরী শঙ্কর', 'সীতারাম' নাম শুনিতেই ভাল বাসিতে, দেখিয়াছি, 'গৌরীশঙ্কর', 'সীতারাম' নাম উচ্চারিত হইলে, শৈশবাবস্থাতেও তুমি আনন্দে নৃত্য করিতে, আচ্ছা বল শুনি, কবে থেকে তোমার 'দুর্গা' নামে প্রীতি হইয়াছে?

রমা—তাহা ত ঠিক করিয়া বলিতে পারি না দাদা! আপনি ৺কাশীধামে ঘটে মা'র পূজা করিতেন, আমি ছেলে বেলাতে আপনার পূজা দেখিয়াছি, বোধ হয় সেই থেকেই আমার দুর্গা নামে প্রীতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আপনি যখন 'মা' 'মা' বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, আমার তখন মনে হইত, আপনার 'মা' সত্য সত্যই আসিয়াছেন, বহুদিনের পরে মা'কে দেখিয়া আপনি আনন্দে বিভোর হইয়া, মাতৃহারা বালকের মত যখন 'মা' 'মা' বলে ডাকিতেন, দাদা-মণির মা সত্য সত্যই আসিয়াছেন কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি তখন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতাম, 'গৌরীশঙ্কর, 'সীতারাম', নাম আমার এখনও পূর্ব্বের মত প্রিয়, 'গৌরীশঙ্কর', 'সীতারাম' নাম উচ্চারিত হইলে, এখনও আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বুঝাইয়াছেন, যিনি শিব, তিনিই শিবা,' 'যিনি শিব তিনিই রাম' 'যিনি গৌরী তিনিই দুর্গা,' যিনি দুর্গা, তিনিই বেদময়ী জনকদুহিতা রামবনিতা। আমি তাই এখন গৌরীশঙ্কর নাম শুনিলে, মনে করি, সীতারামের নাম উচ্চারিত হইতেছে, 'সীতারাম' নাম শুনিলে, আমার এখন বোধ হয় শিব শিবা বা শিব-দুর্গার নামই শুনিতেছি। 'সীতা' ও 'দুর্গা' যে অভিন্না, আপনি আনন্দ রামায়ণ হইতে আমাকে তাহা শুনাইয়াছেন, আপনি যখন আনন্দ রামায়ণ হইতে 'দুর্গা' ও সীতা যে অভিন্না তাহা শুনাইয়াছিলেন, তখন আমি যে কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না।

বক্তা—আনন্দ রামায়ণ হইতে আমি তোমাকে যাহা শুনাইয়াছিলাম, তোমার তাহা ঠিক মনে আছে কিনা, আমি তোমার মুখ হইতে পরে তাহা শুনিব, এখন 'মা' 'দুর্গা' সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হইয়াছে, 'দুর্গে! মা তুমি কে'? এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি কি বলিতে পার, আমাকে তাহা জানাও।

রমা—গত বৎসর 'দুর্গা ও দুর্গার্চ্চন তত্ত্ব' পড়িয়া মা দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে

আমি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, আমি আপনাকে প্রথমে তাহা বলিব, পরে 'শিবরাত্রি' নামক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া আমার মা দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে যেরূপ অনুভব হইয়াছে, তাহা জানাইব।

বক্তা—তোমার কি মনে হইয়াছে, 'দুর্গা ও দুর্গার্চ্চন তত্ত্ব' বিষয়ক উপদেশ পাঠ করে, মা দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে তোমার যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে 'শিবরাত্রি' নামক সম্ভাষণ শ্রবণ জনিত দুর্গা দেবীর স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন ?

রমা—না দাদা, দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনতত্ত্ব পাঠ করিয়া, মা দুর্গার যে রূপ আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে, আমার বিশ্বাস, শিবরাত্রি বিষয়ক উপদেশ মা দুর্গার সেই রূপকেই স্পষ্টতর করিয়াছে।

বক্তা—এখন বল, মা দুর্গাকে তুমি কোন্ ভাবে গ্রহণ করিয়াছ ?

রমা—দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনতত্ত্ব পাঠ ক'রে মা দুর্গাকে আমি মাতৃভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম, শিবরাত্রি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ধারণা হইয়াছে, মা 'দুর্গা' কেবল 'মা' নহেন, মা দুর্গা 'মা' ও 'বাবা' এই উভয়ের মিলিত ভাব। আপনি বুঝাইয়াছেন'—অগ্নি হইতে তাপ যেমন ভিন্ন নহে, চন্দ্রমা হইতে জ্যোৎস্না যেমন অভিন্ন, তেমন 'শিব' হইতে 'শিবা' বা পুরুষ হইতে প্রকৃতি, শক্তিমান্ হইতে শক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন (শিবরাত্রি ৬৪ পৃ)। আপনি বুঝাইয়াছেন, শিব বিনা শক্তি, এবং শক্তিরহিত শিব কখনও হইতে পারেন না, গৌরীশঙ্করের ঐক্যকে যিনি সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী ("ন শিবেন বিনা শক্তি ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ। উমাশঙ্করয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"—সূতসংহিতা)।

বক্তা—ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে পারিলেই, যথার্থ জ্ঞান হয় না, যথার্থ অনুভব এবং বক্তার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার যোগ্যতা এক সামগ্রী নহে। আমি বলিয়াছি, 'শিব ও শিবা' অভিন্ন পদার্থ, যিনি শিব তিনিই 'শিবা' এখন তুমি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা কর, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রকৃত আশয় কি, তাহা তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আচ্ছা রমা, 'মাতৃভাব' ও 'পিতৃ ভাব' এই দুইটি ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটি তোমার প্রিয়তর ? তুমি বলিলে, মা দুর্গা কেবল 'মা' নহেন, মা দুর্গা 'মা' ও 'বাবা' এই উভয়ের মিলিত মূর্ত্তি, আমার জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, 'মা' ও 'বাবা' এই উভয়ের মিলিত মূর্ত্তি মা

দুর্গাকে তোমার মাতৃভাবে দেখিতে বেশী ভাল লাগে, কি পিতৃভাবে দেখিতে বেশী ভাল লাগে? মা দুর্গাকে তুমি মা বলে ডাকিয়া, অধিক আনন্দ পাও? কি বাবা বলে ডাকিয়া অধিক সুখী হও? মা দুর্গাকে তুমি কোন্ ভাবে দেখিতে স্বতঃ ইচ্ছুক? 'মাতৃভাব' ও 'পিতৃভাব' এই ভাবদ্বয়ের মধ্যে কোন্ ভাবের সহিত জীবের সর্ব্বাগ্রে পরিচয় হয়?

রমা—দাদা! বক্তার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার যোগ্যতা এবং বক্তার মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহার যথার্থ অনুভব যে, এক সামগ্রী নহে, পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিলেও, এখন তাহা অল্প অল্প বুঝিতে পারি। আপনার মুখ হইতে অনেক কথা শুনিয়াছি, শুনিতেছি কিন্তু যাহা শুনিয়াছি, শুনিতেছি, তাহা ঠিক বুঝিয়াছি কিনা, যদি তাহা জানিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলেই বোধ হয়, আপনার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার সামর্থই হইয়াছে, বহুশ্রুত বিষয়ের যথার্থ অনুভব হয় নাই। যিনি শিব, তিনিই শিবা, 'মা দুর্গা কেবল 'মা' নহেন' মা দুর্গা মা-বাবার (শিব-শিবার) মিলিতমূর্ত্তি, আপনার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়াছি, অন্যকে এই কথা শুনাইবার শক্তি হইয়াছে, কিন্তু 'মা দুর্গা' যে, মা ও বাবার মিলিত মূর্ত্তি, যথার্থভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অতএব বক্তার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার যোগ্যতা এবং শ্রুত বিষয়ের যথার্থ অনুভব পৃথক সামগ্রী, আপনার এই কথা যে সত্য, আমার এখন তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব হইতেছে। যিনি 'মা' তিনিই 'বাবা' লৌকিক জ্ঞান এই প্রকার ভাবনা করিবার পথে বাধাই দিয়া থাকে, 'মা' ও 'বাবা' যে পৃথক সামগ্রী, লৌকিক জ্ঞান যেন তাহা বুঝাইবারই চেষ্টা করে। 'অগ্নি' ও 'তাপ' 'চন্দ্রমা' ও 'জ্যোৎস্না' যেমন অভিন্ন, জগন্মাতা ও জগৎপিতা সেইরূপ অভিন্ন, এ দৃষ্টান্ত 'যিনি শিব, তিনিই শিবা,' যিনি জগন্মাতা তিনিই জগৎপিতা এই প্রকার অনুভব করিবার পথে বিশেষ সাহায্য করে ব'লে আমি বুঝিতে পারি না। অগ্নি কখন তাপশূন্য হইয়া থাকে না, জ্যোৎস্না কদাচ চন্দ্রমা বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে 'মা' ও 'বাবা' যে, অগ্নি তাপ বা চন্দ্রমা জ্যোৎস্নার মত সর্ব্বদা মিলিয়া থাকেন, তাহাত বোধ হয় না। মা যাহা যাহা করেন, বাবা যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাহা করেন না, উভয়ের কার্য্য যে, সর্ব্বত্র একরূপ নহে, সহজ জ্ঞানে তাহাইত বুঝিয়া থাকি। পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ জননীকেই চেনে, জননীকেই পরম আত্মীয় বলে বিশ্বাস করে, জননীই যে, সর্ব্বদুঃখের নাশকর্ত্রী, জননীই যে, সর্ব্বসুখবিধাত্রী, ইতর প্রাণীদিগের তাহাই ধারণা, ইতর

প্রাণীরা জনকের কোন সংবাদই রাখে না, জনকের কাছে কোন আব্দার করে না, ক্ষুধাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে, শত্রুদ্বারা প্রপীড়িত হইলে, ইহারা জননীর দিকেই তাকায়, জননীরই আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষের হৃদয়েও আমার ধারণা 'মাতৃভাবই', সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া থাকে, মানুষেরাও শিশুকালে মাকেই আগে চেনে, মাকেই ইহারা দুঃখ জানায়, মা'র কোল পাইলেই ইহারা শান্ত হয়, সুখী হয়। গর্ভধারিণী সন্তানের জন্য কত ক্লেশ সহিয়া থাকেন, সন্তানকে সুখী করিবার নিমিত্ত গর্ভধারিণী নিজ দুঃখকে দুঃখ বলেই মনে করেন না, জননী স্বসুখ-নিরভিলাষ হইয়া সন্তানের সুখ হেতু সতত সচেষ্টা হয়েন। অতএব জীবহৃদয়ে সর্ব্বভাবের মধ্যে মাতৃভাবই যে সর্ব্বাগ্রে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, আমার তাহাই বিশ্বাস।

বক্তা—তবে তুমি বাবার চেয়ে মা'কে বেশী ভাল বাস নাকি? তবে তুমি কি, মা দুর্গাকে পিতৃভাবে দেখিতে স্বতঃ ইচ্ছুক নও?

রমা—শিশুকালে মাকেই ভাল বাসিতাম, মা'র কোলই যে সর্ব্বসন্তাপহর, শিশুকালে তাহাই বোধ হইত।

বক্তা—তার পর?

রমা—তার পর, বয়োবৃদ্ধির সহিত বাবাকে চিনিয়াছি, 'বাবা' ও 'মা' এই দুইকেই ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছি, বাবা ছাড়া মা বা মা ছাড়া বাবা যেন কখন না হন, বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার মনে ক্রমশঃ এইভাব জাগিয়াছে।

বক্তা—কেন এইরূপ হইল?

রমা—বয়োবৃদ্ধির সহিত একটু একটু করে বুঝিতে পারিলাম, বাবাও আমাকে ভালবাসেন, বাবার সাহায্য না পেলে, মা সম্যগরূপে সন্তানকে লালন পালন করিতে পারেন না, বাবাতে যে সকল শক্তি আছে, মাতে সেই সকল শক্তি পূর্ণভাবে নাই, আবার মাতে যে সকল শক্তি আছে, বাবাতে সেই সকল শক্তির মধ্যে অনেকগুলির অভাব আছে, উভয়ে মিলিত না উভয়ে পরস্পরকে সাহায্য না করিলে, সন্তানের লালন-পালনাদি কার্য্য পূর্ণভাবে নিষ্পাদিত হয় না। কেবল সন্তানের লালন-পালনাদি কার্য্য কেন আপনার কৃপায় এখন বুঝিতে পারিতেছি, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি ইহারা যেন এক পূর্ণশক্তির দুই অর্দ্ধ, কোন কার্য্যই এই দুই শক্তির পরস্পর সহকারিতা বিনা নিষ্পন্ন হয় না।

বক্তা—'মাতৃশক্তি' ও পিতৃশক্তি' এক পূর্ণশক্তির দুই অর্দ্ধ, দুই সমানাংশ, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যদি তুমি তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে

পার, তাহা হইলে, 'মা দুর্গা' যে কেবল 'মা' নহেন, 'মা দুর্গা' যে 'মা' ও বাবার মিলিত মূর্ত্তি, যিনি শিব তিনিই যে, শিবা, তোমার এই পরম তথ্যের যথার্থ অনুভব হইবে।

রমা— মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি ইহারা এক পূর্ণ বা অখণ্ডিত শক্তির দুই অর্দ্ধ, এই কথাও আমার মনে হইতেছে, আপনার ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ইহাও আমার যথার্থ অনুভূতির বিলাস নহে।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ। 'মাতৃশক্তি' ও 'পিতৃশক্তি' ইহারা এক পূর্ণ বা অখণ্ডিত শক্তির দুই অর্দ্ধ, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি যথার্থভাবে তাহা অনুভব করা দুঃসাধ্য। কি এদেশের, কি অন্য দেশের (শুদ্ধ, অশুদ্ধ' যে ভাবেই হোক) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই একত্ববাদের পক্ষপাতি। যাঁহারা জড়ৈকত্ববাদী (জড় শক্তি ভিন্ন যাঁহারা অন্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না) তাঁহারাও 'মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি ইহারা যে এক পূর্ণ বা অখণ্ডিত শক্তিরই দুই অর্দ্ধ' এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, একত্ববাদী দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তি বেদ প্রকাশিত বিশুদ্ধ একত্ববাদের প্রতিধ্বনিই করিয়া থাকেন, একত্ববাদীদিগের একত্ববাদবিষয়ক কথা প্রায়শঃ স্বানুভূতি বিলাস নহে। অতএব তোমার দোষ কি রমা!

রমা—'মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি ইহারা এক পূর্ণ বা অখণ্ডিত শক্তির দুই অর্দ্ধ, মা দুর্গা জগন্মাতা ও জগৎ পিতার মিলিত ভাব (যিনি শিব তিনিই শিবা) কি করে এই পরম সত্যের যথার্থ ভাবে অনুভব করিব দাদা?

বক্তা—মা'র কৃপা ব্যতিরেকে কেহই এই পরম সত্যের যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারেন না, পারেন নাই। যথাশক্তি যথার্থভাবে মা দুর্গার পূজা করিতে করিতে করিতে, মা'র অনুগ্রহে সমাধিসিদ্ধি হয়, সমাধিনেত্র উন্মীলিত হয়, সমাধিনেত্র উন্মীলিত হইলে, ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ (প্রথমোৎপন্ন) বিমল আদিভূত জ্ঞানের (চিত্তবৃত্ত্যধীনজ্ঞান বিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের) বিকাশ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় (অর্থাৎ মা'র অনুগ্রহে যখন তুমি বহির্মুখীন চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্মুখীন করিতে পারিবে, তখন) তোমার যথার্থ অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন তোমার সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইবে, এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, যিনি দুর্গা তিনিই শিব,' তখনি তুমি এই পরম সত্যের যথার্থ ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। দয়াবতী বেদময়ী সীতা বা দুর্গাদেবী ঋগ্বেদমুখে এই কথা বলিয়াছেন। (১) অবিদ্যা কাম-কর্ম্মদ্বারা সম্যগবদ্ধ, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, বহির্মুখ

ব্যক্তি দ্বৈতজ্ঞান ছাড়া অদ্বৈতজ্ঞানের পূর্ণভাবে কোন সংবাদ রাখেন না, রাখিতে পারেন না, দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চাদ্বর্ত্তী অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার বুদ্ধির অগম্য, যথোক্তলক্ষণ মহাপুরুষ ব্যতীত সকলেই একত্ব বা অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনিই করিয়া থাকেন।

রমা—আমি আপনার এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। এই গম্ভীরার্থক উপদেশ বচন সমূহের আশয় কি, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস হইয়াছে, মা দুর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে জানিতে হইলে "যিনি বিশ্বজননী, তিনিই বিশ্বজনক," "যিনি শিব, তিনিই শিবা," শিব কখন শক্তি-বিরহিত এবং শক্তি কদাচ শিব-বিরহিত হইয়া অবস্থান করেন না, এতদ্বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, পূর্ণভাবে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির তত্ত্বানুসন্ধান করিতেই হইবে, বিশ্বের পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির স্বরূপ যথার্থভাবে নিরূপিত না হইলে, মা দুর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে জানা যাইতে পারে না। অতএব আপনি কৃপা করে যেভাবে বুঝাইলে, আমি আপনার অতিমাত্র সারগর্ভ, পরম উপাদেয় যথোক্ত উপদেশ বচন সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইভাবে (যদি তাহা করা অসম্ভব না হয়) আমাকে কিছু বলুন। দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনতত্ত্ব পাঠ করে, আমি মা দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, শিবরাত্রি বিষয়ক উপদেশ, আমার সেই জ্ঞানকে যে কিয়দংশে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে জানাইয়াছি, কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে বহু কথা শুনিতে হইবে, তাহা না শুনিলে আমি মা দুর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইব না, বিশ্ব জননীর ঠিকভাবে পূজা করিবার যোগ্য হইব না।

বক্তা—পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, মা দুর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে অনুভব করা, মা'র কৃপা ব্যতিরেকে অসাধ্য ব্যাপার। চিন্ময়ী মা দুর্গা জ্ঞান স্বরূপিণী, চিন্ময়ী মা দুর্গা জিজ্ঞাসা-ও-বিচাররূপা, শিবশক্ত্যাত্মিকা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশশক্তিভূতা, গুণাশ্রয়া, ত্রিগুণময়ী সনাতনী মা দুর্গাই জ্ঞেয়াকারা, অতএব মা দুর্গার কৃপা ব্যতিরেকে মা দুর্গাকে জানিবে কি করে? মা দুর্গাই জ্ঞানেন, মা দুর্গাই জ্ঞান করণ, মা দুর্গাই জ্ঞেয়- জ্ঞানের বিষয়। মা দুর্গা শিবা—চিন্মাত্রাশ্রয় মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা সম্বিৎ (চিৎশক্তি), মা দুর্গাই লীলা বিগ্রহধারিণী 'উমা' মা দুর্গাই নিখিল জড় বর্গের উপাদানভূতা চিন্মাত্রাশ্রয়া 'মায়া,' ইনিই জড়শক্তিরূপে সাধারণের পরিচিতা ("শিবামেতামুমামেনাং জড়শক্তিং তথৈব

চ। জড়কার্য্যং জগজ্জীবং তেষাং ভেদং তথৈব চ॥"—সূতসংহিতা) এই করুণাসাগরা সদাকারা পরমানন্দময়ী, সংসারোচ্ছেদকারিণী শিবাভিন্না (শিব হইতে অভিন্না), শিবঙ্করী পরমাদেবী শাঙ্করীকে যে ভাগ্যবান্ যথাভাবে পূজা করেন, মা'র অনুগ্রহে তাঁহার কিনা সিদ্ধ হয়? তাঁহার কোন্ অভীষ্টপ্রাপ্তি না হইয়া থাকে ("করুণাসাগরামেতাং যঃ পূজয়তি শাঙ্করীম্। কিং ন সিধ্যতি তস্যেহ তস্যা এব প্রসাদতঃ॥"—সূতসংহিতা)। "মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি ইহারা এক পূর্ণ বা অখণ্ডিত শক্তির দুই অর্দ্ধ, মা দুর্গা জগন্মাতা ও জগৎপিতার মিলিত ভাব, "যিনি শিব তিনিই শিবা," কি করে এই পরম সত্যের যথার্থ ভাবে অনুভব করিব দাদা" তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর।

রমা—আপনি বলিয়াছেন, মা' কৃপা ব্যতিরেকে কেহই এই পরমসত্যের যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারেন না, পারেন নাই। আপনি বলিয়াছেন, যথাশক্তি যথার্থভাবে মা দুর্গার পূজা করিতে করিতে, মা'র অনুগ্রহে সমাধিসিদ্ধি হয়, সমাধিনেত্র উন্মীলিত হয়, সমাধি নেত্র উন্মীলিত হইলে, ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ (প্রথমোৎপন্ন) বিমল আদিভূত জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় (অর্থাৎ মা'র অনুগ্রহে যখন তুমি বহির্মুখীন চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্মুখীন করিতে পারিবে তখন) তোমার যথার্থ অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইবে, তখন তোমার সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইবে, এক ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, যিনি দুর্গা, তিনিই শিব, তখনি তুমি এই পরম সত্যের যথার্থভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। আপনি বলিয়াছেন, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম দ্বারা সম্যগ্‌বদ্ধ, বিক্ষিপ্তচিত্ত, বহির্ম্মুখ ব্যক্তি অদ্বৈত জ্ঞানের যথার্থভাবে কোন সংবাদ রাখেন না, রাখিতে পারেন না, দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চাদ্বর্ত্তী, অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈত জ্ঞান, তাঁহার বুদ্ধির অগম্য যথোক্তলক্ষণ মহাপুরুষ ব্যতীত সকলেই একত্ব বা অদ্বৈত বাদের প্রতিধ্বনিই করিয়া থাকেন।

বক্তা—আমার এই সকল কথা শুনিয়া তুমি বলিয়াছ, আমি আপনার এই সকল কথার অর্থ কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। এই গম্ভীরার্থক উপদেশ বচন সমূহের আশয় কি, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। ইতঃপর আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তোমার কিরূপ লাগিল?

রমা—খুব ভাল লাগিল।

বক্তা—কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কি?

রমা—বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—তবে খুব ভাল লাগিল, এই কথা বলিলে কেন?

রমা—কমলা (রমার ভগিনী) আপনার কাছে বসিয়া আপনার লিখিত ও মৌখিক উপদেশ মন দিয়া শুনিত, আপনি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কমলা'! এতক্ষণ স্থির ভাবে যে সকল কথা শুনিলে, তাহা তোমার কেমন লাগিল? কমলা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিত, খুব ভাল লাগিল দাদা, এমন সুন্দর কথা কখনও শুনি নাই। কমলার এইরূপ উত্তর শুনিয়া আপনি জিজ্ঞাসা করিতেন, কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কমলা? কমলা বলিত, 'কিছুই বুঝিতে পারি নাই।' 'কিছুই যখন বুঝিতে পার নাই, তখন খুব ভাল লাগিল দাদা, এমন সুন্দর কথা কখনও শুনি নাই তুমি এই কথা বলিলে কেন?' 'ভাল লাগিয়াছে, আপনার কথা শোনা বন্ধ করে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হয় নাই, অন্যত্র যাইতে পারি নাই, স্থির ভাবে আপনার কথা শুনিয়াছি, ভাল না লাগিলে কি, তাহা করিতে পারিতাম?' কমলার এই সরলতাময় উত্তর শুনিয়া আপনি অত্যন্ত আনন্দ হইতেন; যাঁহারা আপনার ঘরে বসিয়া আপনার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন, আপনি তাঁহাদিগকে কমলার তাদৃশ উত্তরের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছিলেন, অঙ্কশায়ী শিশু সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক হর্ষযুক্ত হয়, আনন্দে নৃত্য করে, ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, মৃগ প্রভৃতি প্রাণিগণও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করে। ইহারা কি, সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞ? সঙ্গীত কেন মধুর লাগে, ইহারা কি, তাহা জানে? সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞ না হইয়াও, সঙ্গীত কেন মধুর লাগে তাহা না বুঝিলেও, যে কারণে অঙ্কশায়ী শিশু সঙ্গীত শুনিয়া হর্ষযুক্ত হয়, ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, মৃগ প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দিত হয়, কমলা সেই কারণে (আমার উপদেশের তাৎপর্য্য বিশেষতঃ বুঝিতে না পারিলেও) স্থিরভাবে উহা শুনিয়াছে, কেমন লাগিল জিজ্ঞাসা করিলে, খুব ভাল লাগিল বলিয়াছে, 'কিছু বুঝিতে পারিলে?' জিজ্ঞাসা করিলে, 'কিছুই বুঝি নাই', সরলভাবে এইরূপ উত্তর দিয়াছে। আমি তাই বলিলাম, 'খুব ভাল লাগিল'. আমিও তাই বলিলাম, 'বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি নাই'। আপনার উপদেশ বচনগুলি মধুময় বলে বোধ হয়েছে, কিন্তু উহাদের তাৎপর্য্য যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। তবে একটা কথা সর্ব্বাপেক্ষায় ভাল লাগিয়াছে, সে কথাটা শুনে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে, বড় শান্তি পাইয়াছি।

বক্তা—কোন কথাটী?

রমা—এই করুণাসাগরা, সদাকারা, পরমানন্দময়ী, সংসারোচ্ছেদকারিণী, শিবাভিন্না, শিবঙ্করী-পরমাদেবী শাঙ্করীকে যে ভাগ্যবান যথার্থভাবে পূজা করেন, মার অনুগ্রহে তাহার কিনা সিদ্ধ হয়? তাঁহার কোন্ অভীষ্টপ্রাপ্তি না হইয়া থাকে? আপনি পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, যথাশক্তি যথার্থভাবে মা দুর্গার পূজা করিতে করিতে মা'র অনুগ্রহে সমাধিসিদ্ধি হয়, সমাধিনেত্র উন্মীলিত হয়, এই অবস্থায় যথার্থ অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়, এই অবস্থায় যিনি দুর্গা তিনিই শিব, এই পরম সত্যের যথার্থভাবে অনুভব হইয়া থাকে। যথার্থভাবে পূজা করা কাহাকে বলে, তাহা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই, তবে বিশ্বাস হইয়াছে, যিনি করুণাসাগরা, যিনি কল্যাণময়ী, তাঁহার বা করুণাময় আপনার কৃপায় কিনা হইতে পারে? আশা হইয়াছে, একদিন না একদিন, আমি মাকে যথার্থভাবে পূজা করিতে পারিব, এক দিন না একদিন যদি সরল হইতে পারি, যদি মার শরণাগত হইতে পারি, মা দুর্গার স্বরূপ দেখিতে পাইব, একদিন না একদিন কৃতার্থ হইব।

বক্তা—তোমার কথা শুনে সুখী হইলাম। করুণাময় পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর প্রণিধান হইতে সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে ("ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"—পাদং)। ঈশ্বর আরাধনাদি সাধন দ্বারা আরাধিত হইলে 'ইহার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হোক', এই প্রকার অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের এই প্রকার অনুগ্রহে সমাধি সিদ্ধি হয়, জীবের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক শরীর ধারণ করিতে পারেন, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা জীবকে জ্ঞান দানপূর্ব্বক মুক্ত করিতে পারেন, ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, করুণাময় তাহা করিয়া থাকেন (শিবরাত্রি ৬২ পৃঃ)। সূত সংহিতা এই কথাই বলিয়াছেন। আমি তোমাকে ইতঃপূর্ব্বে এবং এখন এই শাস্ত্রোপদেশ শুনাইয়াছি।

রমা—দাদা! আমি ত জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন রমা, আমি ত 'পূজা' কাহাকে বলে, তাহাই ভাল জানি না, তবে আমার কি হবে? আমি কিরূপে মা দুর্গাকে জানিব? মা দুর্গার পূজা করিব? দুর্গে মা তুমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর কেমন করে যথার্থভাবে অনুভবপূর্ব্বক বলিব, তুমি সদাকারা, তুমি সদানন্দময়ী, তুমি সংসারোচ্ছেদকারিণী, তুমি শিবা, তুমি পরমাদেবী, তুমি শিব হইতে অভিন্না, তুমি শিবঙ্করী, তুমি করুণাসাগরা, তুমি ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি সকলের জননী, তুমি স্নেহময়ী সীতা, তুমি প্রেমময়ী রাধা, তুমি রাম, তুমি শ্যাম, তুমি প্রাণ, তুমি মন তুমি মায়া, তুমি জড়শক্তি, তুমিই চিচ্ছক্তি, মাগো!

তুমিই সব। দাদা! আমার ধ্যান করিবার শক্তি নাই, তপশ্চরণের শক্তি নাই, যথাবিধি যোগসাধনের শক্তি নাই, যথার্থভাবে পূজা করিবার শক্তি নাই; যে জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন' অপরাধের আলয়, তাহার কি হইবে? তাহার কি কোন উপায় নাই? যিনি বিশ্ব-জননী, যিনি করুণাসাগরা, তিনি কি তাহাকে করুণা করিবেন? বিশ্বজননীকে আমি কি 'মা' বলে ডাকিবার অধিকারিণী নহি? অধম বলে বিশ্বজননী কি আমাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন?

বক্তা—মনের আবেগে বড় ভাল কথা বলিলে রমা! রমা তোর কথা শুনে লোকশঙ্কর দয়ার সাগর, প্রেমপারাবার জ্ঞান-নিধি জগদ্‌গুরু শঙ্করের হতাশ হৃদয়ে আশার উৎপাদিকা অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী আমার স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠিল। ভগবান্ দেবর্ষি নারদকে যোগ্যপাত্র বোধে বলিয়াছেন, সম্বন্ধাখ্য, পরতম, সহজানন্দদায়ক, অমৃতময় ভাবের স্বরূপ যে যথার্থভাবে জানিতে পারে, যে সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে দেহত্রয়ের সংস্কার বিনাশপূর্ব্বক ভগবানের সহিত জননী জনকাদি সম্বন্ধ সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত করিতে পারে, সে বিনা ধ্যানে, বিনা তপস্যায়, বিনা যোগে, বিনা জ্ঞানে কেবল সম্বন্ধপ্রগল্‌ভতা বশতঃ ভগবানে অব্যভিচারিণী প্রেমভক্তিলাভ করে, সে কৃতার্থ হয়। "এভ্যঃ পরতমো ভাবঃ সম্বন্ধাখ্যঃ স্বয়ং স্বরাট্। বিনৈব ধ্যানতপসা যোগং জ্ঞানং বিনৈব হি। শ্রীরঘুনন্দনে প্রীতিঃ পরাহ্যব্যভিচারিণী। বর্দ্ধতেঽনুদিনং বিপ্র সত্যং সত্যং ন চান্যথা।"—অগস্ত্য-সংহিতা)। তুমি মা দুর্গাকে কেবল মুখে 'মা' বলিও না, তোমার অন্তরে, শিরায় শিরায়, তোমার ধমনীতে ধমনীতে, তোমার মজ্জায় মজ্জায়, 'তুমি আমার মা' এই বিশ্বাস যেন অচলভাবে লাগিয়া থাকে। আমি সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিময়ী করুণাসাগরা মা দুর্গার সর্ব্বাশ্রয়. সর্ব্বব্যাপী, শান্তিময়, নির্ভয় ক্রোড়ে বিদ্যমান আছি, ক্ষণকালের জন্য যেন তোমার মন হইতে এইরূপ বিশ্বাস বিচলিত না হয়, তাহা হইলে, তুমি বিনা ধ্যানে বিনা তপশ্চরণে যোগসাধন ব্যতিরেকে জ্ঞানহীনা হইয়াও, মা'র কৃপায় মাকে পাইবে, মা'র অনুগ্রহে তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে, তোমার আর কিছু জানিতে বাকি থাকিবে না, আর কিছু পাইতে বাকি থাকিবে না, আর কিছু ত্যাগ করিবার অবশিষ্ট থাকিবে না।

রমা—আহা কি আশাপ্রদ কথা! কি শান্তিপ্রদ কথা! কি প্রাণপ্রদ কথা! আচ্ছা দাদা! বিনা সাধনায়, কেবল তুমি আমার জননী, তুমি আমার জনক—মা দুর্গার সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেই, বিনা ধ্যানে, বিনা তপশ্চরণে, যোগসাধন ব্যতিরেকে, বিনা জ্ঞানে মা'র কৃপায় যে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ

হইবে, তাহার কারণ কি? আমার মনে আর একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে, মা দুর্গা যখন বিশ্বের জননী, বিশ্বজগৎ যখন তাঁহার প্রজা, তখন তাঁহার সহিত বিশ্বজগতের নিত্য মাতৃ-প্রজা সম্বন্ধ আছে সুতরাং সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে কেন? অজ্ঞান বশতঃ সন্তান যদি মাকে মা ব'লে না জানে তাহা হইলে মার কি তাহার প্রতি স্নেহ থাকে না? 'মা' কি তাদৃশ জ্ঞানহীন সন্তানকে ত্যাগ করেন?

বক্তা—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগকে অথবা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগের উপায়কে 'যোগ' বলে। অপ্রাপ্ত—পরস্পর অসংযুক্ত—পদার্থদ্বয়ের যে প্রাপ্তি, যে মিলন, তাহার নাম 'সংযোগ'। জীবাত্মা কদাচ সর্ব্ব-ব্যাপক, সর্ব্বকার্য্যকারণ পরমাত্মা হইতে স্বরূপতঃ বিযুক্ত হইয়া থাকে না, জীবাত্মার পরমাত্মা হইতে অসংযুক্ত হইয়া থাকা অসম্ভব। জিজ্ঞাস্য হইবে, তাহা হইলে, জীবাত্মার পরমাত্মার সংযোগকে 'যোগ' বলিবার যুক্তি কি? জীবত্মা যে পরমাত্মা হইতে কদাচ অসংযুক্তা হইয়া থাকেন না, তাহা সত্য, তথাপি মানুষ অজ্ঞান নিবন্ধন তাহা জানিতে পারে না। যে অজ্ঞানাদি কারণবশতঃ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত নিত্য সংযুক্ত থাকিলেও, মানুষ তাহা জানিতে পারে না, সেই অজ্ঞানাদি কারণ সমূহকে দূরীভূত করার নাম 'যোগসাধন।' অজ্ঞানাদি কারণ সমূহ দূরীভূত হইলে জীব জানিতে পারে, আমি পরমাত্মার সহিত নিত্য সংযুক্ত, আমি কখনও পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকি না, থাকিতে পারি না। পরমাত্মার সহিত নিত্য সংযুক্ত থাকিলেও যে কারণে জীবাত্মার তাহা অজ্ঞাত থাকে সেই কারণে বিশ্বজননী মা দুর্গার সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও, প্রজামাত্রেই তাহা জানিতে পারে না, জানিতে পারিলে, সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বক্লেশ বিনাশিনী করুণাসাগরা মা দুর্গার কোন সন্তানের কি, কোন রূপ দুঃখ হইত? অতএব বিশ্বজননীর সহিত বিশ্ব প্রজার নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও সদ্গুরু দ্বারা মা দুর্গা, কে, আমার সহিত মা দুর্গার কি সম্বন্ধ, তাহা নিশ্চয় করিতে হয়, মা দুর্গার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়: সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে, মা দুর্গা আমার করুণা-ক্ষমা-বাৎসল্যাদি গুণ বিশিষ্টা জননী এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে স্থূল জননীকে ক্ষুধার্ত্ত সন্তান যেমন বিনা সংকোচে, বিনা বিচারে, মা আমার ক্ষুধা হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করে, খাদ্য চায়, রোগার্ত্ত হইলে ভেষজ চায়, ধনের অভাব হইলে ধন যাচ্ঞা করে সেইরূপ সর্ব্বশক্তিময়ী বিশ্বজননীকে বিনা সংকোচে মানুষ সর্ব্বপ্রকার অভাব জানাইয়া থাকে, ত্রিভুবনগোপ্ত্রী মা দুর্গা আমাকে নিশ্চয় সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন, আমার সকল অভাব মোচন

করিবেন, আমার সর্ব্ব দুঃখ দূর করিবেন, ভবার্ণবতারিণী, সংসারোচ্ছেদকারিণী আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিবেন এবম্প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে কালাতিপাত করে, তাহার আর কোন ভাবনা থাকে না। তোমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, মা'র সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেই যে বিনা ধ্যানে, বিনা তপশ্চরণে, যোগ সাধন ব্যতিরেকে বিনা জ্ঞানে কেবল মা'র কৃপায় সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহার কারণ কি? তোমার এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আমি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর। অখণ্ডসচ্চিদানন্দময়ী, সর্ব্বশক্তিমতী, নিখিলকল্যাণগুণাশ্রয়া ভগবতী মা দুর্গার সহিত যাবৎ সম্বন্ধ বিনির্ণয় না হয়, মা দুর্গা, কে, মানুষ যতদিন তাহা যথার্থভাবে জানিতে না পারে, তাবৎ ধ্যান, তপশ্চরণ, যোগ, বিদ্যার্জ্জন ইত্যাদি সাধনার প্রয়োজন হয়, ততদিন তাহার দৃষ্টি অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মা'র সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহা স্থির হইলেই আর কোন সাধনার প্রয়োজন থাকে না, ধ্যানাদি সাধন সমূহের বিশ্বজননীর সহিত সম্বন্ধ বিনিশ্চই প্রয়োজন। সর্ব্বক্লেশনাশিনী মহানন্দময়ী মাকে না চেনাই, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিনির্ণয় না হওয়াই সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের হেতু। যে ভাবিতে পারে, বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয় আমি সর্ব্বদা বিশ্ব জননীর শান্তিময়, সর্ব্বাধার, সর্ব্বভীতিহর ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছি, তাহার আর ধ্যান করিবার, তপশ্চরণের, যোগসাধনের প্রয়োজন হইবে কেন? ধ্যেয় যাবৎ দূরে থাকেন, তাবৎ ধ্যান করিতে হয়, যে জ্ঞানাবরণ মল দ্বারা আবৃত, যে পাপবিদ্ধ, তাহাকেই তপঃ করিতে হয়, জীবাত্মা সর্ব্বদা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া আছেন, যে ভাগ্যবানের হৃদয়গগনে এই জ্ঞানধ্বান্তারি সদা উদিত থাকেন, তাহাকে আর জীবাত্মার পরমাত্মার সংযোগরূপ যোগসাধন করিতে হইবে কেন? বিশ্ব সম্রাটের সন্তানের ধনার্জ্জনের প্রয়োজন বোধ হইবে কেন? যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহাকে কি কোন সাধনার দ্বারা কেহ সৎ করিতে পারে? যাহা আছে, কিন্তু অভিব্যক্তির (প্রকাশিত হইবার) পথ আবৃত থাকাতে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না, বিদ্যমান থাকিলেও যাহার সত্তার উপলব্ধি হইতেছে না, সাধন দ্বারা তাহার আবরণ ভেদ করিলে, সে অভিব্যক্ত হয়, সে যে বস্তুতঃ অসৎ নহে, তাহা উপলব্ধি হয়। ধ্যানাদি সাধন কখনও অসৎকে সৎ করিতে পারে না। মহেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার অনুস্মরণ করে, আমার ধ্যানে যাহার চিত্ত সদা নিমগ্ন, সে ব্যক্তি কেবল এতদ্দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ হয়, কেবল এতদ্দ্বারা তাহার পরেশত্ব—সর্ব্বোপরি ঐশ্বর্য্য

লাভ হয়, কেবল এতদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তি তার প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে অনন্তশক্তিমান হয় (শিবরাত্রি ৭০ পৃ) অতএব অনন্তজ্ঞানবতী অনন্তশক্তিমতী ব্রহ্মময়ীর সহিত জীবের সম্বন্ধ বিনির্ণয় হইলেই তাহার সর্ব্ব অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার অন্য কোন সাধনার আবশ্যকতা হয় না। তোমার জিজ্ঞাসা কিঞ্চিন্মাত্রায় বিনিবৃত্ত হইল কি রমা ?

রমা—কিঞ্চিন্মাত্রায় বিনিবৃত্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, তবে যখন মা দুর্গার সহিত সম্বন্ধ যথার্থ ভাবে বিনির্ণীত হইবে, যখন আমি মা দুর্গাকে আমার ঠিক 'মা' বলে ভাবনা করিতে পারিব, আমি সর্ব্বদা আমার মার কোলে আছি, যখন ক্ষণ-কালের জন্য আমার এইরূপ বিশ্বাস বিচলিত হইবে না, তখন আমার জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইবে।

বক্তা—লোকেও সম্বন্ধপ্রগল্‌ভতা—সম্বন্ধনিবন্ধন নিঃশঙ্কত্ব ভয়রাহিত্য উৎসাহ বা সাহস পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহার সমীপে অন্যে গমন করিতে ভীত হয়, কিছু প্রার্থনা করিতে সাহসী হয় না, পুত্রাদি সম্বন্ধীরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার কাছে গমন করে, বিনা সংঙ্কোচে তাঁহাকে নিজ অভাব জানাইয়া থাকে। রাজপুত্র নির্ভয়ে অন্যের দুরধিগম্য স্বীয় পিতার অঙ্কে ধূলিধূসরিত গাত্রে সাহস-পূর্ব্বক আরোহণ করে। শঙ্কর বলিয়াছেন, লৌকিক সম্বন্ধবশতঃ যখন এতাদৃশ প্রগল্‌ভতা হইয়া থাকে, তখন যিনি সর্ব্বভাব প্রপূরক (মাতৃ-পিতৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকার ভাবের যিনি আকর, মাতৃত্ব পিতৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকার ভাবের যিনি প্রভব—উৎপত্তি স্থান) সেই সীতাপতির সহিত সম্বন্ধ স্থির হইলে লোকের কীদৃশ সম্বন্ধ প্রগল্‌ভতা সম্বন্ধজনিত নিঃশঙ্কত্ব, সম্বন্ধ জনিত উৎসাহ বা সাহস সম্বন্ধ নিমিত্তক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—প্রতিভা বিশিষ্টতা না হইতে পারে ? ("লোকে পি দৃশ্যতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধস্য প্রগল্‌ভতা। কিং পুনঃ জানকীজানৌ সর্ব্বভাবপ্রপূরকে ॥"—অগস্ত্য সংহিতা)। পুরাণে, সংহিতাতে, বেদে, রামায়ণে, এই সম্বন্ধরাগই কথিত হইয়াছে, দধিতে যেমন ঘৃত গূঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ বেদও পুরাণাদি শাস্ত্রে সম্বন্ধ রাগের কথা গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে। শ্রীমৎ বাল্মিকী কর্ত্তৃক রামায়ণে সম্বন্ধ রাগই স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরাম বহির্ম্মুখ মূঢ় ব্যক্তিরা ইহা জানে না। (১) আমি মা দুর্গার সম্বন্ধ-

(১) "পুরাণে সংহিতায়াং বৈ বেদে রামায়ণে তথা। সম্বন্ধরাগঃ কথিতো গোপ্যা দধিঘৃতং যথা ॥ শ্রীমতা বাল্মীকেনেহ স্পষ্টঃ সম্বন্ধরাগকঃ। কৃতো মূঢ়া ন জানন্তি শ্রীরামস্য বহির্ম্মুখাঃ" ।—অগস্ত্যসংহিতা।

রাগের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া সীতাপতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধরাগের কথা বলিলাম, তোমার কি এইনিমিত্ত কিছু জিজ্ঞাসা হইতেছে? তোমার কি মনে হইতেছে আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম?

রমা—না দাদা! নিতান্ত মূঢ় হইলেও, অপাত্র হইলেও, আমার তাহা মনে হয় নাই, আমার কোনরূপ জিজ্ঞাসা হয় নাই। মা দুর্গার সম্বন্ধরাগের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনি যে আমাকে দয়া করে জগদ্গুরু শিবপ্রোক্ত উপাদেয় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধরাগের কথা শুনাইলেন, তাহাতে আমি কৃতার্থম্মন্যা হইলাম। আপনার অনন্ত কৃপায় আমায় হৃদয়ে যিনি শিব, তিনি রাম, যিনি সীতা তিনি দুর্গা এই বিশ্বাস অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বক্তা—আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিয়া আমি যে কত সুখী হইলাম, তাহা কি করে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিব রমা? সর্ব্বদা মনে করিবে, যিনি শিব তিনিই শিবা—মা দুর্গা, যিনি সীতা তিনি মা দুর্গা; শিবের হৃদয় রাম, রামের হৃদয় শিব, বিষ্ণু যেমন শিবময় তেমনি শিবও বিষ্ণুময়, ("শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণু বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ। যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ॥"—স্কন্দোপনিষৎ)।

রমা—আপনি বলিয়াছেন, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দেহ ত্রয়ের নাশ না করিলে ভগবৎ সম্বন্ধরাগের যথার্থভাবে বিকাশ হয় না, আমি আপনার এই কথার অর্থ কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। দেহত্রয়ের নাশ করিলে কি থাকিবে?

বক্তা—অমৃতময় ভগবৎ সম্বন্ধতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে আমি তোমাকে বিস্তার পূর্ব্বক এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অধুনা এইমাত্র শুনিয়া রাখ, সদ্গুরুর উপদেশানুসারে তপশ্চরণ বা যোগাভ্যাস দ্বারা দেহত্রয়ের সংস্কার রাশিকে বিধৌত করার নাম দেহত্রয়ের নাশ। চিত্ত সর্ব্বথা বিমল না হইলে ভগবৎ সম্বন্ধরাগের উদয় হয় না, ভগবান শঙ্কর কি নিমিত্ত ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য ভাবকে পরতমভাব বলিয়াছেন, স্বয়ং স্বরাট্ বলিয়াছেন, সহজ আনন্দদায়ক বলিয়াছেন, অমৃতময় বলিয়াছেন, সর্ব্ববেদান্তগুহ্য ও অত্যন্ত দুর্ল্লভ পদার্থ বলিয়াছেন, তুমি যখন তাহা জানিতে পারিবে তখন কৃতার্থ হইবে, তখন বিনা ধ্যানে, বিনা তপশ্চরণে, বিনা যোগসাধনে, বিনা জ্ঞানে, কেবল ভগবদনুগ্রহে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই কথা শুনিয়া তোমার কোনরূপ সংশয় উত্থিত হইবে না।

রমা—এখন তাহা একটু বুঝিতে পারিতেছি। দাদা! ভগবানের সহিত

আমাদের সামান্যতঃ কত প্রকার সম্বন্ধ হইয়া থাকে? সর্ব্বাগ্রেকোন্ সম্বন্ধের জ্ঞান হৃদয়ে জাগিয়া থাকে?

বক্তা—জননী-জনক সম্বন্ধ জ্ঞানের সর্ব্বাগ্রে উদয় হয়। পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে এই কথা তোমাকে শুনাইয়াছি, পরে বিস্তৃত ভাবে সম্বন্ধ তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিবে। অধুনা 'দুর্গে মা তুমি কে?' এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক যথা প্রয়োজন আরো কিছু শুনাইতেছি।

রমা—জননী-জনকসম্বন্ধ জ্ঞান যে, সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হয়, আমার তাহাই সহজ বিশ্বাস।

বক্তা—তোমার বিশ্বাস সত্যভূমিক, ভগবান শঙ্কর এই কথাই বলিয়াছেন ("জননীজনকৌ সম্যক সম্বন্ধঃ প্রথমো বিধিঃ")—অগস্ত্য সংহিতা)। দুর্গে মা তুমি কে?" এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, জননী-জনক সম্বন্ধ জ্ঞানের স্বরূপ কি, কিরূপে আমাদের মনে মাতৃ-পিতৃভাবের বিকাশ হয়, তাহা জানিতে হইবে। স্ত্রীশক্তিও পুংশক্তির সংযোগ ব্যতিরেকে কোনরূপ ক্রিয়া বা কর্ম্মের উৎপত্তি হয় না। ভগবান্ যা বলিয়াছেন, স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি যখন পরস্পর মিলিত হয়, তখন গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে ("যদা হি স্ত্রীগুণান্ গৃহ্ণাতি গুণাশ্চাস্যা গৃহ্নন্তেঽথ গর্ভো ভবতি")। পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি এতদুভয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। রসায়নশাস্ত্র, ভৌতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি জড় বিজ্ঞানও এই কথা বুঝাইয়াছেন। বেদে এবং বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে যে, জগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলা হইয়াছে, একটু চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, জগৎ স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির মিলিত মূর্ত্তি, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, বিধাতা নিজ দেহকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইয়াছেন ("দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধাংশে নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥'—মনুসংহিতা) বিরাট্ নামক পুরুষ উক্ত অর্দ্ধাংশদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিরাট পুরুষ যেমন বিশ্বের পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি এই উভয়ের মিলিত মূর্ত্তি, সেইরূপ ধন ও ঋণ (Positive and Negative) এই উভয়বিধ তড়িৎ শক্তি লইয়া পূর্ণ তড়িৎ শক্তি। প্রত্যেক পরমাণুতে (Atom) ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তড়িৎশক্তি বিদ্যমান আছে।

(ক্রমশঃ)

হিমাচলে ৺বদরী দর্শনে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবেরচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ গ্রহণে বদরী কেদার গমনের অর্দ্ধসম্মতি লইয়াই ৩০শে চৈত্র কলিকাতা হইতে ৺কাশীধামে রওনা হইলাম। কি জানি অন্তরে বুঝি কাহারও প্রেরণা টানিতেছিল—তাই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পূর্ব্বে এতটা না থাকিলেও ৺রামের মন্দিরে বদরী পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ারপর হঠাৎ যাওয়া স্থির হইয়া গেল। ট্রেনে উঠিয়া রাম রাম স্মরণে যাইতেছি চিত্তে বহুভাবের তরঙ্গ খেলিতেছিল, একটী উদার কণ্ঠের করুণা ভরা মধুর উপদেশ পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে আবৃত্ত হইয়া একটী ঝঙ্কারের রেশ তুলিয়া কোন পূত আশার আস্বাদনে ডুবিতে চাহিতেছিল, তাই ট্রেনে এত কোলাহলের মধ্যেও আমি যেন একাই ছিলাম, সজল নয়নে পুনঃ পুনঃ স্মরণে প্রণাম করিয়া অন্তর্যামীর চরণে প্রাণের আশা জানাইলাম। সর্ব্বসন্তাপহারীর নাম স্মরণে তাঁহার দর্শনে চলিয়াছি, চিত্তে কোন ভাবনা ভয় না থাকিবার কথা কিন্তু কই সে বাসনা বিদুরিত স্মরণ ব্যাকুলতা, যেথানে একমাত্র তোমার নির্ভরতায় আর কোন কিছুরই আবশ্যকতা মনে আসিবে না। বাঞ্ছাকল্পতরু দয়াল তুমি, দীনের অন্তরের সকল কামনা জান তুমি! ঠাকুর! তোমার দর্শনে যেন দর্শন পিপাসা পূর্ণ হয়। প্রার্থনাত কতই জানাইলাম। তখন কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের খুবই বিরোধ চলিতেছিল, অনেক মুসলমান কলিকাতা ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চলে পলাইতে ছিলেন, ট্রেনে অল্প বিস্তর ভিড় মধ্যে ২ দেখা যাইতেছিল। ১লা বৈশাখ ৺কাশীতে পৌঁছিলাম। সেথানে সঙ্গিনী বা আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম।

৪ঠা বৈশাখ শনিবার। গুরুজনগণের সজল নয়নের স্নেহ আশীর্ব্বাদ লইয়া ৺কাশী হইতে আমরা ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন পূর্ব্বক সকালে আহারাদি করিয়া ৺হরিদ্বারের ট্রেনে উঠিলাম।

৬ই বৈশাখ রবিবার। ভোর ৫টায় ৺হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। উষাকাশের রক্তিমচ্ছটা এখনো পূর্ব্বদিককেই রাঙাইয়া রাখিয়াছিল, সহস্ররশ্মির বিকাশে তখনো চারিদিক সোনালী আভায় ছড়াইয়া পড়ে নাই। মৃদু মন্দ বায়ু প্রভাতের স্নিগ্ধতা ছড়াইতেছিল, ট্রেন গুরু গম্ভীরে যথাস্থানে পৌঁছিলে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ২।৩ জনের কণ্ঠের আনন্দধ্বনি

প্রস্তুত হইল। তাঁহারা আজ ২।৩ দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া আমাদের না দেখিয়া ফিরিতেছেন, আজ তাঁহাদের আশা সফল হইল বলিলেন। তাঁহারা ভোলাগিরির ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছেন আমাদেরও যত্ন করিয়া সেইস্থানেই লইয়া গেলেন। আমাদের তাঁহাদের সহিত একসঙ্গেই ৺বদরী যাইবার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু এখনো আমাদের একজন সঙ্গিনী আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই, এখনো ২।৪ দিন তাঁহার অপেক্ষায় বিলম্ব হইতে পারে শুনিয়া তাঁহারা নিরাশ হইয়া আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই দিন বৈকালেই হৃষীকেশ রওনা হইলেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ায় তখন অসুবিধা মনে হইলেও শেষে বুঝিলাম ভগবান মঙ্গলময় যাহা করেন তাহাতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই থাকে। কারণ এভাবে যাওয়াতে আমরা অনেক স্বাধীন মত জ্ঞাপন করিয়া চলিতাম, অপর কোন লোক আমাদের মধ্যে না থাকাতে কোনরূপ বাধ্য বাধকতার মধ্য দিয়া আমাদের চলিতে হয় নাই। সকালে ৺হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান সন্ধ্যা আহারাদির ব্যাপারেই বেলা গেল। বৈকালে সাধুমার আমন্ত্রণে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে বক্তৃতা হইতেছিল শুনিতে গেলাম। বক্তা ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেছিলেন ভালই, ঋষিকুলকে গঠন করিবার চেষ্টায় ছোট ছোট বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দ্বারা কিরূপে পালন করা হয় এবং ভগবৎ ভক্তের ভক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ছোট ছোট গল্পের সাহায্য লইয়া সুন্দররূপে বুঝাইতেছিলেন। অনেকেই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মুগ্ধ হইয়া ঋষিকুলে কিছু কিছু দান করিলেন। দানের উর্দ্ধ সংখ্যা ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিতে দেখিলাম, আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ কিছু দিলেন। সন্ধ্যায় হরকেপৈরীরঘাটে সন্ধ্যা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম, কিন্তু গৃহে বসিতে ইচ্ছা হইল না; আমার সঙ্গিনী ম—ও আমি আমরা ধর্ম্মশালার ঘাটে আসিয়া বসিয়াছিলাম। শান্ত উদার আকাশ উপরে নীল চন্দ্রাতপ খাটাইয়া রাখিয়াছিল, নিম্নে ধ্যান মগ্ন শ্যাম বিটপী শ্রেণী অতি সন্তর্পণে স্থির হইয়া গঙ্গার কুলে কুলে অবস্থান করিয়া যেন কাহার আসার অপেক্ষায় চাহিয়াছিল। সম্মুখে জাহ্নবী ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া কলকল কণ্ঠে হর হর ধ্বনি করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, গঙ্গাসুরতরঙ্গের তালে তালে হৃদয়তন্ত্রীতে যে সুর চলিতেছিল তাহারি ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে প্রাণ যেন কোন আনন্দ রাজ্যে ঘুমাইয়া পড়িতেছিল; সমস্ত সঙ্কল্পলয় হইয়া যেন কোন আনন্দজ্যোতির মধ্যে চিত্ত ডুবিতে চাহিতেছিল, সহসা তীব্র জ্যোতির ঝলক নয়নে আসিয়া লাগাতে এবং গম্ভীর প্রণব ধ্বনিতে চমকিত নয়নে

চাহিয়া দেখিলাম আকাশভরা নবাম্বুদ কলেবরে তড়িৎমালা স্বর্ণ ভুজঙ্গিনী আকারে জ্যোতির ঝলক উদ্গীরণ করিতে করিতে আপন উৎপত্তি স্থানকে দেখাইয়া অনন্তে মিশিতে ছুটিয়াছে। নব জলধর কায়ে বিদ্যুতের খেলা "অভিনইব বিদ্যুম্মণ্ডিতো মেঘখণ্ড" দেখিতে দেখিতে একবার বুঝি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছি আবার আবার গভীর প্রণব শব্দ বিদ্যুৎ প্রভায় আঁধার সরাইলে চকিত দৃষ্টিতে দেখিলাম একটী সাধু নির্জ্জনে ভাগীরথী তীরে পার্শ্বের ঘাটে দাঁড়াইয়া আপন মনে বার কয়েক দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বোধ হয় তিনি বহুক্ষণ উপাসনায় মগ্ন ছিলেন এই মাত্র বৃষ্টি দেখিয়া উঠিয়া গেলেন, অন্ধকারে লক্ষ্য কাহারই ছিল না। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল গায়ে আসিয়া ভিজাইতেছে তথাপি উঠিতে ইচ্ছা যাইতেছিল না। আমাদের মস্তকের উপর ঘাটের আচ্ছাদন ছিল গায়ে ছাঁট লাগিতেছিল। রাত্র বেশী হইয়া যাইতেছে, আহারাদির ব্যবস্থার জন্য সু—ডাকিতে আসিল ইচ্ছা নাই তথাপি উঠিতে হইবে তখন আমরা গঙ্গার বন্দনা করিতেছিলাম—"ভগবতি ভবলীলা মৌলীমালে তবাম্ভ" :—

আমার সঙ্গিনী ম—র কণ্ঠ ও যেমন মধুর উচ্চারণও সেইরূপ সুন্দর, চিত্তের অবস্থাও তখন সুন্দর ছিল, স্থান কালের সংযোগ সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া তোলে, মনে হইতেছিল মায়ের চরণে সে বন্দনা পৌঁছাইতে ছিল; সু—ডাকিতে আসিয়া নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, আমরা উঠিবার কালে দেখিলাম এবং শুনিতে পাইলাম ২।১ জন অত্যন্ত মুগ্ধ কণ্ঠে সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধতার কথা বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছেন। আমরা রাত্রি হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁহাদের আগ্রহ কণ্ঠের দু একটী কথার উত্তর দিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৬ই বৈশাখ সোমবার। প্রাতঃকালের আবশ্যকীয় কর্ম্মাদির পর ৺বিল্বকেশ্বর দর্শনে যাইলাম। সঙ্গে আর কেহ নাই আমি ও ম—এই দুইজন মাত্র ছিলাম। আর আর সকলে অতি প্রত্যুষে দর্শনে গিয়াছিলেন তাঁহারা বাসায় ফেরার পর আমরা বাহির হইলাম। তখন স্বাদু শীতল সমীর প্রভাত রবির উজ্জ্বলচ্ছটা মাখিয়া মধুর শীতাতপে সকলের চিত্ত বিনোদন করিতেছিল, তখনো রৌদ্রের প্রখরতা সুশীতল বায়ু প্রবাহকে আতপ্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। স্ফুট অস্ফুট কিশলয় দলে মুখ লুকাইয়া সুকণ্ঠ দোয়েল পাপিয়ার মধুর তান সাধা শুনিতে শুনিতে আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। নবপল্লবিত

আম্র মুকুলে তখন ভ্রমরকুল গুঞ্জন করিয়া প্রকৃতির নীরব আহ্বানে আকুল করিয়া তুলিতেছিল, আমরা সুন্দর স্থানের সৌন্দর্য্য, বিশ্ব শিল্পীর কারুকার্য্যের দক্ষতার কথা এবং প্রকৃতির মাধুর্য্য উপভোগের আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতেছি, একজন গৈরীকধারী সাধু আমাদের দেখিয়া এবং আমাদের কথার কতকাংশ শুনিতে পাইয়া বোধ হয় বলিলেন—"দ্রষ্টা স্বরূপ হো যাও" এই সমস্ত দৃশ্যবস্তুর প্রকাশ স্বরূপ তুমি আপন দ্রষ্টারূপে থাকিয়া যাও"। কথাগুলি ভাল লাগিল। শান্ত স্থানের মধুরতা প্রাণে শান্তিময়কে স্পর্শ করাইয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের মাঝে চিত্তকে যেন নিমজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল। আমরা ৺বিল্বকেশ্বর পূজা দর্শন করিয়া গৌরীকুণ্ডের নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া বেলা বাড়িতে দেখিয়া ফিরিলাম। চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীর ঝঙ্কারে তখন সাহানার মধুর আলাপ এবং বিহগ কলকাকলীতে স্তব গুঞ্জন শুনাইতেছিল। ঘুঘু ডাকার করুণ সুরে, পুষ্প সৌরভের ব্যাকুল গন্ধে বাতাস তখন মদির হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা প্রকৃতির যৌবন উন্মেষ, নিভৃতে প্রিয়সঙ্গ বিহারের আনন্দ কল্পনা, পরম পুরুষের সেবায় আত্মোৎসর্গের মধুর প্রেমোচ্ছাস, আনন্দ মুখর কলগীতি শুনিতে শুনিতে মৃদুপদে পথ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মশালার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আহারাদির ব্যাপার চুকাইয়া কিছু বিশ্রামের পর বৈকালে ভীমগোড়া দেখিতে গেলাম। হরিদ্বার আসা আমার প্রথম নহে, হরিদ্বারের সকল স্থান গুলিই প্রায় পরিচিত কেবল চণ্ডীর পাহাড়ে আমার উঠা হয় নাই। কল্য প্রাতে চণ্ডীর পাহাড়ে যাইবার সঙ্কল্প হইতেছিল। ভীমগোড়ার পুষ্করিণীতে এবার জল খুব সামান্যই দেখিলাম, উপরে মন্দির মধ্যে ভীমের শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত খুব সুন্দর বিগ্রহ মূর্ত্তি। আমরা ভীম দর্শনের পর সেখানে একটী ভক্ত লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ সৎসঙ্গ করিয়া গঙ্গাতীর হইয়া সন্ধ্যারপর বাসার ফিরিলাম।

৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার। আজ অন্নপূর্ণা পূজা, বাসন্তী পূজার অষ্টমী। আমরা খুব প্রত্যূষে প্রাতঃ সন্ধ্যাদি করিয়াই চণ্ডীর পর্ব্বতে-চণ্ডীমাতার দর্শনে যাইলাম। চণ্ডী পর্ব্বত সম্বন্ধে একজন বলিতেছিলেন পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি যখন শিবশূন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেন, ত্রিভুবনের নিমন্ত্রণে সকলেই যজ্ঞ দর্শনে আগমন করিলেন কেবল একমাত্র কৈলাস ভবন বাদ পড়িল। দেবর্ষি নারদ এ সংবাদ কৈলাসে পৌঁছাইতে ত্রুটী করিলেন না, ভোলানাথ ঈষৎ হাস্যে এ সংবাদ অগ্রাহ্য করিলেন। অভিমানিনী গৌরী কিন্তু আশুতোষের এ অবমাননায় চঞ্চল

হইলেন। সতীর দক্ষালয়ে গমনে, অনিচ্ছাতেও মহাদেবকে সম্মতি দিতে হইল, ইহার পরিণাম যাহা হইল তাহা সকলেই প্রায় শাস্ত্র শ্রবণে শুনিয়াছেন। সতী যে স্থান হইতে দক্ষের যজ্ঞস্থান প্রথম দর্শন করেন অভিমানিনী মলিন বর্ণ ধারণে চণ্ডীরূপে যেখানে দক্ষকে দর্শন দিয়াছিলেন এই সেই পুণ্য স্মৃতি জড়িত দেব লীলার পবিত্র স্থান। যিনি এই জগত কারণ হইয়া অব্যক্তভাবে জগতের সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া থাকিয়াও জগতাতীত, জগত যাঁহার ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না সেই জগদ্ধাত্রীর এই সমস্ত জাগতীকলীলা পরিচয়প্রদ এই সকল স্থানের মহিমা কতই সুন্দর। সেই সুন্দর বদনের গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ স্ফুরিতাধরা অভিমানিনীর সজল ঘন বিদ্যুৎগর্ভ দৃষ্টিতে কি কথা তখন জানাইতেছিল। পিতৃ সম্ভাষণের জন্য মা তখন কেমন ভাবেই বা দাঁড়াইয়াছিলেন! কি যেন একটা ভাবের ছবি মায়ের পাদাপর্ণে শূন্যে ভাসিয়া স্থানটীকে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। ম—ল—ও আমি তিনজনে যখন মায়ের স্তবে বলিতেছিলাম—

হে দেবি! তুমি অপার মহিমা বৈষ্ণবী শক্তি নিখিল জগতের মূল কারণ মহামায়া তুমিই, তুমিই এই সমস্ত বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া অজ্ঞান যবনিকায় আপনাকে ঢাকিয়া এই মায়ার খেলায় জগৎকে বিমোহিত করিতেছ এই আবরণ বিমোচন করিয়া তুমি না দেখাইলে কেহইত তোমার দেখা পায় না, বিশ্বের আত্মা তুমি, কিন্তু কি তোমার অপূর্ব্ব কৌশল কি মায়া ঘোরে আচ্ছন্ন আমি, মিথ্যার কুহকে মুগ্ধ হইয়া নিত্য প্রত্যক্ষ চেতন স্বরূপ আমার আত্মাকেও আমি চিনিনা। তুমি কৃপা করিয়া একবার যদি চোখের বাঁধন খসাইয়া লইয়া অজ্ঞান সন্তানের এ বদ্ধ দৃষ্টি খুলিয়া দাও তবেই তোমার প্রসাদে অনাদি কালের অজ্ঞান জড়তা নাশে তোমার ভুবন ভরা রূপে জীবনের সকল সাধ আশা মিটাই। তোমার প্রসন্নতা লাভ হইলে জীবের এ ভববন্ধন মুক্তির আরত কোন ভাবনাই থাকে না। প্রাণ ভরিয়া যেন গলিয়া বাহির হইতেছিল—

যারা তোমার চরণে আশ্রয় লয় তাদের কোন বিপদ কখনই হয়না তোমার আশ্রয়ে আশ্রিত জনগণ সকলেরই আশ্রয়ণীয় হয়। ত্রবনয়নে চাহিয়া চাহিয়া প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া প্রণাম করিলাম। পাণ্ডা পূজা গ্রহণ করিয়া কিছু প্রসাদ দিল। আমরা তিনজনে সেইখানেই বসিয়া রহিলাম, অন্যান্য সঙ্গিনীগণ পাণ্ডার সহিত কিয়দ্দূরে অঞ্জনাদেবীর মন্দির দর্শনে গেলেন। সকলে সমবেত হইলে

আমাদের ফিরিতে প্রায় ১২ টা বেলা হইয়াছিল। তখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণ বর্ষণে পর্ব্বতের নিম্নদেশ সৈকত ভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের একটী সঙ্গিনী তি— বড় সুন্দর ভক্তিভরা কণ্ঠে সঙ্গীতের সুরে মাকে ডাকিতেছিল—"দাঁড়া মা প্রসন্ন হয়ে"—ম—ও তার সঙ্গে যোগ দিল, অন্য সকলের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেছিলেন। মায়ের স্নেহ মধ্যে মধ্যে তরুপাদপ রূপে বক্ষ বিস্তার করিয়া ঘন বহুল পল্লব বীজনে আমাদের আশ্রয় দিতে আহ্বান করিতেছিল। নীলধারার নীরে আমরা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা পূর্ব্বেই করিয়া লইয়াছিলাম। বাসায় পৌছিয়া বিশ্রাম অন্তে রন্ধনের জলযোগের আয়োজনে আহারাদিতে প্রায় অপরাহ্ণ হইল। সে রাত্র বিশ্রামের পর শেষ রাত্রে উঠিয়া আমরা কয়জনে ষ্টেসনে গেলাম। গঙ্গাতীর হইয়া যাওয়াতে প্রাতঃক্রিয়া স্নান প্রাতঃ সন্ধ্যাও বাদ পড়ে নাই। তখনো কিন্তু অন্ধকার পরিষ্কার হয় নাই অল্প কয়েকটী নক্ষত্রের সহিত সাক্ষীস্বরূপ শুকতারা মিটি মিটি আলোকের মধ্যে উজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া বুঝি আমাদের কর্ম্ম দেখিয়া হাসিতেছিল তখন আমাদের ষ্টেসনের মধ্যে যাইতে দিবে কিনা ভাবিতেছি, একটী লোক অযাচিত ভাবে ষ্টেসন মাষ্টারকে বলিয়া আমাদের ভিতরে বেঞ্চের উপর বসাইয়া গেল। মনে পড়িল শ্রীগুরুর অভয় বাণী—

"দুর্গম পথে যাইতে ভয় কিরে, ভাব্‌বি কেন, রাম তোদের সঙ্গেই আছে দেখ্‌বি"। ক্রমশঃ

অনুরাগ লেখিকা।



অযোধ্যাকাণ্ডে—অন্ত্যলীলা।

রঘুকুলের পূর্ণচন্দ্র—আমার রাম চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া, মস্তকে জটাভার বন্ধন করিয়া দুঃখসমুদ্রমগ্না আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত, লক্ষণের সহিত বনবাসী হইয়াছে। হা রাম! হা আমার রঘুবংশ নাথ! তুমি পরমেশ্বর পরমাত্মা হইয়াও আমার পুত্র রূপে জন্মিয়াছ ইহা আমি জানি। তথাপি দুঃখ আমায় ত্যাগ করিলনা—হায়! জানিলাম বিধিই বলবান্। ভরত! তুমি যেমন রাজ্যকামনা করিয়াছিলে, তোমার মাতাও অতিশীঘ্র ক্রূরকর্ম্ম দ্বারা নিষ্কণ্টকে রাজ্য তোমার হস্তগত করিয়া দিল। হউক তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু ক্রূরদর্শিনী কৈকেয়ী কি ভাবিয়া আমার পুত্রকে চীরবসনে বনবাসী করিল? শীঘ্র আমাকেও কৈকেয়ীর বনে পাঠান উচিত—সেই বনে—যেখানে আমার হিরণ্যনাভ পরম যশস্বী পুত্র আছেন। অথবা আমি স্বয়ং সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া, অগ্নিহোত্র সম্মুখে করিয়া যেখানে আমার রাঘব আছে পরম সুখে সেইখানে গমন করিব, কিম্বা পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম যেখানে তপস্যা করিতেছেন, আজ তোমাকেই নিজে আমায় লইয়া যাইতে হইবে। এখন এই ধনধান্য সমন্বিত, হস্তী, অশ্ব, রথ বহুল বিস্তীর্ণ রাজ্যত তুমিই পাইয়াছ। রামরসায়নের ও জগদ্রামী রামায়ণের ভাবও সুন্দর।

রামরসায়নে—
শুনিলে ভরত তব জননীর কাজ।
যাহাতে শমনপুরে গেল মহারাজ॥
না জানিনু কি দোষ করিল রঘুবর।
যে লাগি কৈকেয়ী কৈল তারে বনচর॥
সকল ভূষণ তার লইল কাড়িয়া।
পরিবার চীরবস্ত্র দিলেক আনিয়া॥

জগদ্রামে—
ভাব দেখি ভরত জগতে মোর হেন।
এত শোক পেয়ে লোক বাঁচে কোন্ জন॥
রাম হেন পুত্র মোর বধূ সীতা সতী।
লক্ষণ সহিত বনভূমে কৈল স্থিতি॥

জটাধরি রূপের মাধুরী গেছে বন।
পরেছে বাকল বাছা তেজেছে ভূষণ॥
কৃত্তিবাসে— কৌশল্যা বলেন শুন কৈকেয়ী-নন্দন।
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন॥
কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস।
হেন কালে তব মাতা দিল বনবাস॥
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী।
কোন দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী॥
আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা॥
রামরসায়নে— রাজ্য লইবার ইচ্ছা যদি ছিল মনে।
তবে না কহিল কেন মোর রামধনে॥
রাম ত নহেরে মোর তেমন নন্দন।
চাহিলেই তোরে রাজ্য করিত অর্পণ।
তাহা না করিয়া কেন দিল বনবাস।
বিনা দোষে আমার করিল সর্ব্বনাশ॥
তুমিই পূর্ব্বেতে ছিলে রাম হিতকারী।
সম্প্রতি কেমন মন জানিতে না পারি॥
যে হোক্ নৃপতি তোরে দিয়াছেন রাজ্য।
অতএব রাজা হও তুমি এই ন্যায্য॥
আমিই সুমিত্রা সনে যাইব কানন।
যেখানে আছয়ে সীতা শ্রীরাম লক্ষণ॥
এত কহি হা রাম হা সীতা হা লক্ষণ।
বলি রাণী মুক্ত কণ্ঠে করেন ক্রন্দন॥

মাতা—রামমাতা বড় কঠিন বাক্যে ভরতকে ভৎর্সনা করিলেন। ক্ষতস্থানে সূচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয় ভরত, হৃদয়ে সেইরূপ ব্যথা পাইলেন। ভরত তাঁহার চরণে পতিত হইলেন, ভ্রান্তচিত্তে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

হায়! তোমার আমার সংসারে—এই ঘোর কলিযুগে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত প্রকারের দুঃখ উঠিতেছে তাহাত দেখিতেছি—নিরন্তর দুঃখ ভোগ

করিতেছি। আজকালকার সংসারে কোথাও যদি সত্য দুঃখও না থাকে তবে মানুষ কল্পনায় দুঃখ সৃজন করিয়া হায় হায় করিবেই। কিন্তু রামের সংসার—সেই ত্রেতা যুগ—সেখানেও এই দুঃখ? কৈকেয়ীর দুঃখ, মন্থরার দুঃখ, মহারাণীর দুঃখ, সুমন্ত্রের দুঃখ, সমস্ত অযোধ্যায় দুঃখ—আর শ্রীভরতের দুঃখ। যে অপরাধী তাহার দুঃখ আসিতে পারে—কিন্তু যাঁহার কোন অপরাধ নাই—কোন প্রকার অপরাধ করিবার কল্পনাও যাঁহার মনে কখন উঠে নাই তিনি আজ সকলের কাছে অপরাধী। অযোধ্যার বালকেরা ভরতকে দেখিয়া পলাইয়া যায়, অমাত্য, প্রজা ভরতকে দেখিয়া বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, রামমাতা ভরতকে দেখিয়া ভর্ৎসনা করেন, বশিষ্ট, গুহ, ভরদ্বাজ, লক্ষ্মণ কত সন্দেহ করেন—হায়! ভরত কাহার কি করিয়াছেন যে তাঁহার এই বেদনা? আহা! কর্ম্মের গতি কি গহন! আজ মাতৃদোষে ভরত—নিষ্কলঙ্ক ভরত এই দুঃখ পাইতেছেন। তুমি আমি ত কলঙ্কে পূর্ণ, পাপে পূর্ণ, অপরাধে ভরা—আমাদের যে দুঃখ আসিবে এত জানা কথা। রাম রাম করিতে করিতে সহ্য করা ভিন্ন অন্য উপায় ত এখানে নাই।

যাহা হউক ভরত কতক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তখন কৃতাঞ্জলি-পুটে দুঃখ-নিমগ্না কৌশল্যা দেবীকে বলিতে লাগিলেন আর্য্যে! এই সমস্ত ত আমি কিছুই জানিনা, আমি নিরপরাধী তথাপি আপনি আমায় ভর্ৎসনা করিলেন—মা আপনি জানেন রাঘবের প্রতি আমার অবিচলিত প্রীতি। ভরত এখন তাঁহার প্রতি কৌশল্যার অকারণ অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য নানাবিধ শপথ করিতে লাগিলেন। ভরতের শপথ ব্যাপারে বৈদিক আর্য্য-সদাচার সম্বন্ধে আমরা বহু কথা পাই। আজকালকার দিনে সদাচার নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা ইহা পূর্ণমাত্রায় উল্লেখ করিতেছি। শ্রীভরত বলিতে লাগিলেন—

(১) গুরু কৃপালব্ধ শ্রুতি স্মৃতি মার্গগামিনী বুদ্ধি যেন আমার না থাকে যদি আমার পরামর্শে সত্যসন্ধ সাধুশ্রেষ্ঠ আর্য্য রাম বনে গমন করিয়া থাকেন।

(২) অতিশয় পাপাত্মার দাসত্ব করিলে যে পাপ হয়, সূর্য্যের অভি-মুখে মলমূত্র ত্যাগে যে পাপ হয়, নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করিলে যে পাপ হয় আর্য্য রামের বনগমনে যদি আমার পরামর্শ থাকে তবে আমার যেন ঐ সমস্ত পাপ হয়।

(৩) ভৃত্যকে বেতন না দিয়া মহৎকার্য্য করাইয়া লইলে প্রভুর যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমার হয় যদি আর্য্যের বনগমনে আমার পরামর্শ থাকে।

(৪) পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনতৎপর রাজার বিদ্রোহী হইলে যে পাপ হয় তাহা যেন আমার হয় যদি রামবনগমনে আমার অনুমোদন থাকে।

(৫) ষষ্ঠাংশ কর লইয়াও যে রাজা প্রজা রক্ষা না করেন তাঁহার যে অধর্ম্ম হয় তাহা যেন আমার হয় যদি আর্য্য রামের বনগমন ব্যাপারে আমার পরামর্শ থাকে।

(৬) আর্য্য রামের বনগমনে যদি আমার মত থাকে তবে যজ্ঞে তপস্বিগণকে দক্ষিণা দানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা না দিলে যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমার হয়।

(৭) হস্তী, অশ্ব ও রথ পূর্ণ, শস্ত্রসমাকুল যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইলে যে ধর্ম্ম লাভ হয় সেই ধর্ম্ম যেন আমার না হয় যদি আর্য্যের বনগমনে আমার মত থাকে।

(৮) বুদ্ধিমান্ আচার্য্য যে সূক্ষ্মার্থ-বিষয়ক শাস্ত্র যত্নে উপদেশ করেন আমি যেন তাহা নষ্ট করিয়া ফেলি যদি আর্য্যের বনগমনে আমার মত থাকে।

(৯) বিশাল বাহু, বিশাল স্কন্ধ, চন্দ্র-সূর্য্য সম তেজস্বী রামের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত আমি যেন জীবিত না থাকি যদি আর্য্যের বনগমনে আমার মত থাকে।

(১০) আমি যেন নির্ঘৃণ হইয়া দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়াই পায়স, তিলদুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন, বৃথা ছাগমাংস ভক্ষণ করি, গুরুগণকে অবমাননা করি যদি আর্য্যের বনগমনে আমার মত থাকে।

(১১) আমি যেন গোসমূহকে পদদ্বারা স্পর্শ করি, গুরুগণের নিন্দা করি, মিত্রদ্রোহ করি যদি আর্য্যের বনগমনে আমার মত থাকে।

(ক্রমশঃ)

স্থিতি ৪০ সর্গঃ।

ব্রহ্মের জগৎ সাজা ও জীবের উৎপত্তি।

রাম—ব্রহ্মপদ হইতে জীব সকলের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়? জীব সকলের সংখ্যা কত এবং ইহারা কি প্রকার তাহাই বিস্তার পূর্ব্বক বলুন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র ভূত জাতি সমূহ যেরূপে জন্মিতেছে নাশ পাইতেছে, মুক্ত হইতেছে এবং যেরূপে পরিবর্দ্ধিত, স্থিত ও অন্তর্হত হইতেছে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

"ব্রাহ্মী চিচ্ছক্তিরমলা কল্পয়ন্তী যদৃচ্ছয়া"। ৪ ॥

ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ—জ্ঞান স্বরূপ। জ্ঞানের সহিত আনন্দ জড়িত। এই সমস্তই নিত্য। চিৎ এর শক্তি যাহা তাহাকে চিৎ শক্তি বলে। চিৎশক্তি কখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন কখন ইহা স্পন্দিত হইয়া ব্রহ্মেই ভাসেন। এই নির্ম্মল ব্রাহ্মী চিৎশক্তি যদৃচ্ছা কল্পনা তুলেন, বা আপনি আপনি কল্পনা হন। সৃষ্টি ত অনাদি। কাজেই কল্পনার বীজ কবে আরম্ভ হয় বলিবার উপায় নাই। যে সমস্ত বাসনা অতৃপ্ত রহিয়া যায় কালে তাহারা পরিপক্ক হইলে ফলদানে উন্মুখ হয়। চিৎশক্তির যদৃচ্ছা কল্পনার অর্থই ইহা। অর্থাৎ চিৎশক্তি কল্পনার আকারে স্ফুরিত হয়েন।

সর্ব্বশক্তিঃ স্বয়ং চেত্যং ভবত্যাকলনাত্মকম্ ॥ ৪ ॥

সমস্ত শক্তির আধার এই চিৎশক্তি। সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী এই চিৎশক্তিই স্বয়ং—আপনি আপনি আকলনাত্মক—(ভাবি-দেহাদি আকারের ঈষৎ স্ফুরণ হইতেছে আকলনা) বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হন—চিৎশক্তিই স্বয়ং চেত্যভাব ধারণ করেন।

ভাবি-দেহাহি আকারের ঈষৎ স্ফুরণের ঘনতা প্রাপ্তি হইলে এই চিৎশক্তি স্বয়ং অহং ভাব ধারণ করেন। সেই স্ফুরিত অহং ভাবই হইতেছে মন—ইহাই জীবের উপাধি। মন আবার সঙ্কল্পবশে ক্ষণ-কাল মধ্যে গন্ধর্ব্ব নগরবৎ এই অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন; মন ব্রাহ্মীস্থিতি ত্যাগ করিয়াই এই দৃশ্যজাল বিস্তার করেন। স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ যিনি তিনি শূন্য ঘটোদর সদৃশ হইয়া ভাসেন। স্বতঃ-প্রকাশের এই যে শূন্যাকারে অবভাসিত হওয়া বা দৃষ্ট হওয়া ইহাই এই সর্ব্বজন দৃষ্ট আকাশ। আকাশ সঙ্কল্প করেন আমিই পদ্মযোনী—ইহা হইবামাত্র ইনি আপনাকে পদ্মজরূপে দর্শন করেন। পরে দক্ষাদি প্রজাপতি হইয়া জগৎ কল্পনা করেন। ঘুম্‌ঘুম্ শব্দকারী ভূতজাত সমন্বিত চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি চিতের স্বভাব এই চিত্ত হইতেই সমাগত।

চিত্তমাত্রময়ী শূন্যা ব্যোমমাত্র শরীরিকা।
সঙ্কল্প মাত্র নগরী ভ্রান্তিমাত্রাত্মিকা সতী॥ ১০॥

এই জগৎ চিত্ত হইতে সমাগত বলিয়া চিত্তমাত্রময়ী, ইহা শূন্যা, ইহা ব্যোম শরীরা, ইহা সঙ্কল্প নগরী—ইহার বিদ্যমানতা ভ্রান্তির বিদ্যমানতা মত। এই মিথ্যাজগতে কোন কোন ভূতজাতি মহা-মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন, সনকাদি কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন, কেহ কেহ মোক্ষপথে চলিতে চলিতে দৃঢ়বৈরাগ্য অভাবে পুনঃ পুনঃ বিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মোক্ষপথ হইতে স্খলিত হইতেছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে ভারতখণ্ডস্থ নরজাতিরা এই পৃথিবীতে শাস্ত্রাধিকারী—ইহারা বৈরাগ্যসম্পন্ন বলিয়া ইহারা উপদেশের উত্তম পাত্র।

বহু আধিব্যাধি পীড়িত, দুঃখ, ভয়, মোহ, দ্বেষ দ্বারা আতুর হইলেও যাহারা উপদেশ প্রাপ্তির উপযুক্ত সেই রাজস ও সাত্ত্বিক মানুষের কথা বলি শ্রবণ কর।

মরণরহিত সর্ব্বব্যাপী দুঃখশূন্য অনন্ত, মনাদি ভ্রমশূন্য ব্রহ্ম কিরূপে চিদাভাস হইলেন—জীবরূপী হইলেন তাহাও বলিব। পরমাত্মা নিষ্পন্দ বপু হইলেও তাঁহার সত্তার একদেশে নিশ্চল সাগরে চঞ্চল তরঙ্গমালার মত কিরূপে তাঁহা হইতে উত্থিত স্পন্দ ঘনতা প্রাপ্ত হইল তাহাও বলিতেছি।

রাম—অনন্ত আত্মতত্ত্বের একদেশ আবার কি? তিনি বিকার প্রাপ্ত হন কিরূপে? আর কিরূপেই বা তিনি অদ্বিতীয় বিক্রম?

বশিষ্ঠ ব্রহ্মদ্বারা এই জগৎ জাত, ব্রহ্ম হইতে ইহা জাত—ইত্যাদি বাক্য অজ্ঞকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন—ইহা পরমার্থতঃ সত্য নহে। বিকার, অবয়ব, দিক্, দেশ—এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও—ঈশ্বরে ইহাদের অস্তিত্ব আছে প্রমাণ করা যায় না। ইহাদের ক্রমের কথা আর কি বলা যাইবে—ঐ সকল শব্দ কেবল ব্যবহারিক মাত্র। সমস্ত কল্পনাই ঈশ্বর হইতে জাত। বহ্নি হইতে যেমন বহ্নিই জন্মে সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে যাহা জন্মে তাহা ব্রহ্মই। ইহা জন্য, উহা জনক এই সমস্ত ভেদ শুধু কল্পনা মাত্র। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহার নিকট চিৎও যেমন ব্রহ্ম, মনও সেইরূপ, বিজ্ঞানও তাই, শব্দব্রহ্মও তাই।

ব্রহ্ম সর্ব্বমিদংবিশ্বং বিশ্বাতীতঞ্চ তৎপদম্।
বস্তুতস্তু জগন্নাস্তি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥ ৩৩

ব্রহ্মই এই সব বিশ্ব, বিশ্বাতীত যে তৎপদ তাহাও ব্রহ্ম। বাস্তবিক জগৎ নাই—সবই ব্রহ্ম। অসত্য দৃষ্টিতে ইহা উহা তাহা দেখা যায় এই সবই ভ্রান্তি।

সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বগাৎ তস্মাদনন্তাৎ ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
নান্যৎ কিঞ্চিৎ সম্ভবতি তদুত্থং যৎ তদেব তৎ॥ ৩৪

সর্ব্বময় সর্ব্বগামী অনন্ত ব্রহ্ম হইতে অন্য কোন কিছুর জন্ম সম্ভব নহে—যাহা উঠে বলিয়া মনে হয় তাহা তিনিই। ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই—এই সকলই ব্রহ্ম ইহাই পরমার্থতঃ সত্য। রাম! যখন তুমি নিজে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবে তখন (নির্ব্বাণ প্রকরণে) সমস্তই খুলিয়া বলিব। ব্রহ্মে কোন কালিমা নাই। তোমার অজ্ঞানে তুমি ব্রহ্মকে জগদ্রূপে দেখিতেছ, অজ্ঞান দূর কর নিখিলতত্ত্ব তোমার নিকটে ফুটিয়া উঠিবে। যেমন নৈশ অন্ধকার জগৎ ঢাকিয়া রাখে আর অন্ধকার দূর হইলে জগৎ প্রকাশিত হয় সেইরূপ অবস্তু সংক্ষীণ হইলে বস্তু প্রসন্ন হয়েন। অজ্ঞান দূষিত দৃষ্টিতে নিখিল জগৎকে সমন্তাৎ প্রসারিত দেখিতেছ, অজ্ঞান দূর কর, করিলেই তুমি নির্ম্মল পরমপদে স্থিতি লাভ করিবে।

স্থিতি ৪১ সর্গঃ।

অবিদ্যার উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ কথন।

মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান—সমস্তই এক। মায়া কিরূপে জন্মিল এইরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পরে বলা যাইতেছে—অগ্রে মায়া কি অনিষ্ট করিতেছে ও মায়া সম্বন্ধে মানুষকে কি করিতে হইবে সংক্ষেপে কিছু বলা হউক।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে॥ গীতা।

মায়া অত্যন্ত দুস্তরা—যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মায়ানদী পার হইতে পারে।

ভ্রাত যদীদং পরিদৃশ্যতে জগৎ
মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনা ভাবিত শুদ্ধ মানসঃ
সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ॥ রামগীতা।

ভ্রাতঃ এইযে জগৎ দেখিতেছ এই সমস্তই মায়া জানিও, জানিয়া যা দেখ, যা শুন, যা চিন্তা কর, সমস্তই মন হইতে তাড়াও। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া শুদ্ধমন কর। এই করিয়া আময়শূন্য হইয়া—দুঃখশূন্য হইয়া সুখী হও আনন্দময় হইয়া যাও।

আমার ভাবনা ভাবিয়া তোমার মন শুদ্ধ হইয়াছে জানিবে কবে জান—না,

যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।

সমস্ত জগৎ আমিই ইহা যতদিন না দেখিবে ততদিন ভিতরে বাহিরে আমার আরাধনা কর। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—তোমার এই অবস্থা মায়াই ঘটাইতেছেন—সেইজন্য তুমি জাগ্রৎকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে—অর্থাৎ অকে উয়ে, উকে ময়ে এবং মকে চিদ্‌ঘনে পরে আত্মনি—চিৎঘন পরমাত্মাতে লয় করিয়া আমি সেই এই হইয়া আপনার আনন্দে আপনি তুষ্ট হও আর অখিল জগৎ বিস্মৃত হও। "এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে কথং ভবো দুঃখময়ো প্রতীয়তে" এইরূপ করিলে—জ্ঞানময় সুখাত্মক হইয়া থাকিলে দুঃখময় সংসার আর কাহার থাকিবে? শাস্ত্র এই জন্য বলিতেছেন আত্মানুসন্ধান পরায়ণঃ সদা—সদা সর্ব্বদা আত্মার অনুসন্ধান পরায়ণ হও জ্ঞান বিচারবান্ হও। অবিদ্যা নাশ করিতে হইলে "বিদ্যৈব তন্নাশ

বিশ্বে ব্যাপিনী আমি আত্মা ইহা বিচার করিয়া করিয়া সর্ব্বদা বিচার অভ্যাস করিতে পারিলে তবে অবিদ্যার নাশ হইবে।

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ যৎ স্মর্য্যতে বা রঘূত্তম।
ত্বমেব সর্ব্বমখিলং তদ্বিনা ন্যন্ন কিঞ্চন॥
মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ—ইত্যাদি

যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা স্মরণ করা যায় সমস্তই তুমি—মায়া কিন্তু তোমা হইতে ভিন্ন করিয়া সকলকে দেখাইতেছে—তুমি এই ভাবে মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া আমাকে লইয়া থাক।

মায়া তোমাকে কত বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিতেছে, তোমাকে সকলের ভিতরে স্মরণ করিয়া দেখিতে হয়—

রশ্মি জালং রবে যদ্বদ্দৃশ্যতে জলবৎ ভ্রমাৎ।
ভ্রান্তি জ্ঞানাত্তথা রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রকল্প্যতে॥

রবির রশ্মিজাল মরুদেশে পতিত হইয়া মৃগগণের যেমন জলভ্রম জন্মায় সেইরূপ মায়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া তোমাতেই রাম এই দৃশ্য প্রপঞ্চ কল্পনা করিতেছে। এই মায়াদ্বারা তুমি মায়া মানুষ, কপট মানুষ হইয়া দৃশ্যমান হও—মায়ার সাহায্যেই তুমি সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে গোপনে অবস্থান কর।

প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ মায়ার ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়া মায়া হইতে ভিন্ন যে আত্মা তাহাকেই সর্ব্বদা স্মরণ করিতে অভ্যাস করা চাই।

প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদা নঘ॥

প্রাতঃকালে সন্ধ্যাদি শেষ করিয়া সুখাসনে স্থির হইয়া উপবেশন করিয়া ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা কর—যখন বাহ্য বিস্মৃত হইবে তখন

ভিতরে ঢুকিয়াই জানিতে পারিবে। বাহিরের ইন্দ্রিয় সমূহকে আত্মাতে লইয়া যাও, গিয়া বিচার কর আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।

যিনি প্রকৃতি তিনিই মায়া—ইহা দৃঢ়নিশ্চয় কর।

চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তংদৃশ্যতে শ্রূয়তে ন যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥

বুঝিতেছ কোথায় ডুবিয়াছ? ডুবিয়াছ মোহে, ডুবিয়াছ মায়াতে। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ, দেহ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত যাহা দেখা যায়, যাহার কথা শুনা যায়, যাহার কথা মনে মনেও স্মরণ করাযায়—সমস্তই মায়া সমস্তই প্রকৃতি। এই মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" আত্মার শরণাপন্ন হইতে হয়। আহা আত্মমায়া কি বিষম—"যাবন্ত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়ায়াঃ সম্ভবন্তি হি"—এই জগতে যত শক্তি দেখ সমস্তই মায়া হইতে জন্মিতেছে।

আত্মা সর্ব্বদা নির্গুণ থাকিয়াও মায়াকে অঙ্গীকার করিয়াই গুণবান্ সগুণ হয়েন। ভগবান্ যখন সৃষ্টি লীলা করিতে ইচ্ছা করেন তখনই মায়াকে অঙ্গীকার করেন। এই মায়া দুই প্রকার—

"রাম মায়া দ্বিধাভাতি বিদ্যাবিদ্যেতি তে সদা।"

যে মায়া বরেণ্য ভর্গ তাহাই বিদ্যা, যে মায়া অবরণীয় ভর্গ তাহাই অবিদ্যা। অবিদ্যার বশে যাহারা, তাহারা নিত্য সংসারী, আর যাহারা সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাস রত তাহারা নিত্যমুক্ত। স্মরণ রাখিবার কথা আর একবার বলা হউক।

(১) "সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তমনো গৃহম্"

ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়া নিশ্চয় করিয়া আত্মরূপী রামকে ভজিতে হইবে।

(২) দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে॥
অবিদ্যা সংসৃতে র্হেতুর্বিদ্যা তস্য নিবর্ত্তিকা।
তস্মাৎ যত্নঃসদা কার্য্যো বিদ্যাভাসে মুমুক্ষুভিঃ॥

দেহই আমি এই যে বুদ্ধি ইহার নাম অবিদ্যা। আমি দেহ নই আমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এই যে বুদ্ধি ইহা বিদ্যা বলিয়া কথিত। অবিদ্যা সংসার করায়—বিদ্যা দ্বারা সংসার মুক্তি হয়। সেই জন্য যিনি সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসে যত্ন করিবেন।

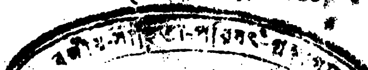
শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিলেন—

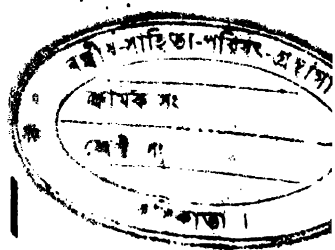
রজ্জাবহি মিবাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ং ভবেৎ।
পরাত্মাঽহমিতি জ্ঞাত্বা ভয়দুঃখৈর্বিমুচ্যতে॥

রজ্জুকে সর্প জানার মত "আমি জীব" ইহা জানিলে ভয় হইবে আর আমি পরমাত্মা ইহা জানিলে ভয় দুঃখ কিছুই থাকিবে না।

মায়ার সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এই বিষয় শেষ করিতেছি—

যথা জলে ফেনজালং ধূমোবহ্নৌ তথা ত্বয়ি।
ত্বদাধারা ত্বদ্বিষয়া মায়া কার্য্যং সৃজত্যহো॥
যাবন্মায়াবৃতা লোকা স্তাবত্ত্বাং ন বিজানতে।
অবিচারিত সিদ্ধৈষাবিদ্যা বিদ্যাবিরোধিনী॥
অবিদ্যাকৃত দেহাদি সংঘাতে প্রতিবিম্বিতা।
চিচ্ছক্তির্জীব লোকেঽস্মিন্ জীব ইত্যভিধীয়তে॥





উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } পৌষ, ১৩৩৩ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

স্বরূপ দর্শনার্থ বেদের উপদেশ।

(৺কাশীধাম ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ)

(১)

সুনীল সুন্দর আকাশ। আকাশ শূন্যই। আকাশকে নীল দেখা যায়। ইহা ভ্রান্তি। আকাশের বহু উর্দ্ধে অতি বৃহৎ এক অতি স্বচ্ছ দর্পণ। পৃথিবী-বাসী সকলেই পৃথ্বীর উপর হইতে এই স্বচ্ছ দর্পণকে ক্ষুদ্র থালির আকারে দেখে। ভারতের যে কোন স্থান হইতে দেখ বা আফ্রিকা দেশের যে কোন স্থান হইতে দেখ বা পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে দেখনা কেন ইহা একভাবেই পরিদৃশ্যমান হয়েন।

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, তেজোময়, অমৃতময়, তেজের ঘনীভূত মূর্ত্তিধারী এক মহাপুরুষ এই স্বচ্ছ দর্পণের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন অথবা সর্ব্বব্যাপী বিশ্বের প্রতিবিম্ব উঠিল দর্পণে। আর সেই তেজোরাশি দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্লোক উদ্ভাসিত করিল। সূর্য্যরশ্মি ভূভু'বঃস্বর্লোক আপূরিত করিবা মাত্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণি নিকর অন্ধকার দূর হইল দেখিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণা প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রিয়েরও ধর্ম্ম অপরের স্পর্শে জীবিত হইয়া বাহিরের বিষয়ে লুব্ধ হইয়া ভোগ করিতে ছুটিয়া যাওয়া।

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা হয় প্রতি জীবের ক্ষুদ্র ভাণ্ডেও তাহাই হয়। সহস্রারে দণ্ডায়মান মহাপুরুষ হইতে বিচ্ছুরিত তেজোরাশি বুদ্ধি দর্পণে পড়িল। জড় বুদ্ধি চেতন প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জাগাইল আর সমস্ত ইন্দ্রিয় দেহের সহিত বিষয় ভোগে লুব্ধ হইয়া বাহিরে আসিল। বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া যখন বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে ও পূর্ণ চৈতন্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হইয়া যায় এই বুদ্ধ্যাত্মাভাসের একতাকেই জীব বলে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে এই ব্যাপার ঘটিতেছে।

তবেই দেখা যায় মানুষের স্বভাব হইতেছে "শরীর ভোগার্থ মহর্নিশং নরঃ" "করোতি দুঃখেন হি কর্ম্ম তন্দ্রং" শরীর ভোগার্থ মানুষ দিনরাত্রি অতিদুঃখে কতই কর্ম্ম করে। কিন্তু যাহার স্পর্শে জড়বস্তু চেতন প্রাপ্ত হয়, হইয়া বাহিরে ছুটিয়া বেড়ায় এবং নানা প্রকার ক্ষণিক সুখ দুঃখে কখন হাসে, কখন কাঁদে—তাঁহার দিকে—সেই পুরুষের দিকে ফিরিতে চায় না। ইহাই সাধন-হীনতা, বহির্ম্মুখতা, চেত্যতা, নরক প্রাপ্তির পথ।

বহির্ম্মুখী না হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইবার জন্য প্রয়াস করাই সাধনা। ভিতরে দণ্ডায়মান পুরুষকে দেখিবার চেষ্টা করিতে করিতে বুদ্ধিদর্পণ যখন উল্টাইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়া যায় তখন সেই মহাপুরুষের দর্শন লাভ হয়। ইহারই নাম স্বরূপ দর্শন। এই স্বরূপ দর্শনার্থ বেদ কি উপদেশ করিতেছেন তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস করা যাইতেছে।

(২)

এই যে ভূর্ভুবঃস্বর্লোক ব্যাপী তেজোরাশি ইনিই প্রকাশ স্বরূপ। যিনি বাহিরের সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন তিনি অবরণীয় ভর্গ আর যিনি ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া সেই হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, আপ্রণখাৎ সমগ্র হিরণ্যবর্ণ মহাপুরুষকে দেখাইয়া দেন তিনিই বরণীয় ভর্গ। এই বরণীয় ভর্গই ব্রহ্ম। যেমন রাহুর শির বলিলে রাহুকেই বুঝায় সেইরূপ সবিতার ভর্গ বলিলে সবিতা ও ভর্গ যে অভিন্ন তাহাই বুঝায়। এই জন্যই শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ বলা হইয়াছে।

এই ভর্গই উপাসনীয়। ইঁহার ধ্যানেই মানুষের চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ধ্যান বা নিদিধ্যাসনই স্বরূপ দর্শনের একমাত্র পথ।

ধ্যান বা নিদিধ্যাসন করিতে হইলে কি করিতে হয়?

ধ্যান ও নিদিধ্যাসনের পার্থক্য পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন "সত্যপরং ধীমহি"—এখানে ধীমহি অর্থে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যেখানে উপাস্য ও উপাসক অভিন্ন সেখানে যে স্থিতি তাহাই নিদিধ্যাসন। আর যেখানে উপাস্য ও উপাসকের ভিন্নতা আছে—যেখানে আমার উপাস্য ঠাকুর একজন এবং আমি উপাসক সাধক আর একজন এইরূপ বুদ্ধি থাকে সেখানে ধ্যান কথার ব্যবহার হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ সরস্বতী ঠাকুরের ইহাই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রের অন্যস্থানেও ইহা দেখা যায়। ভগবান্ গৌড়পাদাচার্য্য বলিতেছেন "উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে" ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কারিকার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন "উপাস্যোপাসনাদি ভেদ জাতং সর্ব্বং বিতথং কেবলশ্চাত্মা অদ্বয় পরমার্থঃ" উপাস্য ও উপাসকের যে ভেদ তাহা মিথ্যা—আত্মা কেবল—আত্মা অদ্বয়। যে দ্বৈতবাদ, উপাস্য ও উপাসকের ভেদ স্থাপন করে, এই জন্য যে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতের বিরোধী শ্রীমৎ ভগবান্ গৌড়পাদাচার্য্য শ্রুতি প্রমাণে তাহারই নিন্দা করিতেছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হিরণ্যগর্ভ হইয়া যখন যেন জন্মান তখনই উপাসনা হয়। আমি উপাসক আমার উপাস্য হইতেছেন ব্রহ্ম—হিরণ্য-গর্ভ। এক্ষণে আমি পঞ্চভূতের সংঘাতে আকার প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছি এবং ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছি আবার শরীরপাতের পরে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইব। উৎপত্তির পূর্ব্বে আমার যে রূপ ছিল উপাসনার সাহায্যে প্রলয়ের পরেও আমি সেইরূপই পাইব। এইরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া মহাত্মাগণ এইরূপ ক্ষুদ্রদর্শী সাধককে কৃপণ বা দীন বা অল্পদর্শী বলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদের বিবাদ কত-দিন হইতে চলিতেছে কে বলিবে? অন্ততঃ গৌড়পাদ আচার্য্যের পূর্ব্বেও এই বিবাদ ছিল। যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা এই বিবাদের মীমাংসা করুন আমরা অন্যভাবে ধ্যানের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখি দ্বৈতভাব পর্য্যন্ত সাধনা, অদ্বৈতে স্থিতিই সিদ্ধি অর্থাৎ দ্বৈতের সাধনায় অদ্বৈতে স্থিতি। আমিই তুমি এই নিদিধ্যানাত্মক ধ্যান, যাঁহারা মনকে নিরোধ অবস্থায় আনিতে পারেন তাঁহাদের জন্য। প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে ক্ষণিকের জন্য নিরুদ্ধ করা যায় সত্য কিন্তু যদি দেহাত্মবোধ চিরতরে না যায় তবে এই নিরোধ ভাব কতক্ষণ থাকিবে? যতক্ষণ না সাধক দৃশ্যদর্শন মুছিয়া ফেলিতে পারে অথবা যতক্ষণ না সাধক সমস্তকেই চৈতন্যভাবে দেখিতে পারেন ততক্ষণ স্থির নিরোধের কোন আশাই নাই। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া উপাসনা করিলে তিনিই স্বরূপে স্থিতিলাভ করাইয়া দিবেন এই জন্য ভক্তিপথই নিরুপদ্রব। কিন্তু তাই বলিয়া যোগপথ যে কিছুই নয় ইহা বলিলে চলিবেনা। শাস্ত্র বলেন

"ন যোগেন বিনা জ্ঞানং যোগস্তত্ত্বার্থশীলনম্" ১১০ স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড ২২ অধ্যায়। ভগবান্ বিশ্বাসী ভক্তকে প্রথমে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিতে অভ্যাস করিতে বলিতেছেন পরে ঐ বিশ্বাসী পরোক্ষজ্ঞানী ভক্তকে যোগী হইতে বলিতে-ছেন—বলিতেছেন "শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" ইত্যাদি আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" মনকে আত্মসংস্থ করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। যোগীরা ইহাই করেন। এই স্থিতি কিন্তু কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না যতক্ষণ না দেহাত্মবোধ চিরতরে দূর হয়। ইহারই জন্য গীতা "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এই শ্লোকের পরেই বলিতেছেন "তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন" ইহার পরেই আছে—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥৬।৪৭

সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গতচিত্ত দ্বারা আমাকে ভজনা করেন। ইনিই যুক্ততম।

আবার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুক্ততম অবস্থা কি অক্ষর নির্গুণ উপাসনায় হয়, না সগুণ বিশ্বরূপাদির উপাসনায় লাভ হয় তাহাই বিচার করিয়া বলিতেছেন —অদ্বৈত বা নির্গুণ বা অক্ষর উপাসনায় আমিই সেই এই ভাবে স্থিতিকেই লক্ষ্য করা হয়। মন নিরোধ অবস্থায় আসিলে জ্ঞান স্বরূপে বা আনন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ হয় আর চির নিরোধ অবস্থাই হইতেছে জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে চিরস্থিতি বা সৎ চিৎ আনন্দে অবস্থান। অক্ষর উপাসনা স্থিতিকেই বলে বলিয়া প্রকৃতপক্ষে ইহা উপাসনা নহে, উপাসনার উপরের অবস্থা যে স্থিতি তাহাই নিদিধ্যাসনাত্মক ধ্যান।

সগুণ উপাসনাই প্রকৃতপক্ষে উপাসনা। এখানে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ থাকিবেই। এখানকার সাধনা হইতেছে ধ্যান। কলির জীবের সর্ব্বস্ব হইতেছে এই ধ্যান।

ধ্যান কি তাহাই বুঝিতে হইবে।

প্রথমে জ্ঞান পরে ধ্যান। বিস্ময়ের পরে ধীমহি। সমস্তই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভূর্ভুবঃস্ব লোক— কোথাও কিছু প্রকাশ নাই। এক প্রগাঢ়তমঃ সমস্ত গ্রাস করিয়াছে। সর্ব্বত্রই শুধু অন্ধকার, শুধু অপ্রকাশ। সমস্তই জড়

কোথাও চেতনা নাই। সহসা আকাশ বা অবকাশ ভরিয়া এক দিগন্তব্যাপী প্রকাশ ধীরে ধীরে দিগন্তপ্রসারীতমকে সরাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রদীপের আলোকে যেমন গুহার নিবিড় অন্ধকার একেবারে সরিয়া যায়, সেইরূপ এক প্রকাশে সব অপ্রকাশ সরিয়া গেল। ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্গলোক এক অখণ্ড প্রকাশে প্রকাশিত হইল আর সেই প্রকাশে প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত জড়বর্গ যেন জীবিত হইয়া উঠিল। উঠিয়াই বহির্মুখে কার্য্যে ছুটিল, ভোগের দিকে মনোযোগ করিল। এইটি স্বভাবতঃ হয়। কিন্তু সাধনা হইতেছে ইহার বিপরীত গতি। এক প্রকাশে জগতের বস্তু প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকাশের এক ঊর্দ্ধ প্রবাহিত গতি আছে তাহাই বরণীয় ভর্গ, এই বরণীয় ভর্গ প্রকাশের আধার যিনি সেইদিকে বুদ্ধিকে উল্‌টাইয়া দেয়।

বুদ্ধি দর্পণ স্বরূপ। চৈতন্য দীপ্তা হইয়া জড় বুদ্ধি সজীব হইয়া বহির্ম্মুখেও আইসে আর বুদ্ধি যখন বিচার করেন এই ত জড়ভাবে ছিলাম কে আমায় জীবিত করিল—এই বিচারদ্বারা বুদ্ধি দর্পণ উল্‌টাইয়া তাঁহার দিকে ঘুরিয়াও দাঁড়ায়। তখন প্রতিবিম্ব বিম্বকে দেখিতে থাকে। এই প্রতিবিম্বের বিম্ব দর্শনই ধ্যান। রূপে স্থির হইলেও ধ্যান হয়, গুণে, লীলায়, স্বরূপে যাহাতে স্থির হও তাহাতেই ধ্যান হয়। মন যখন "ন চলতি" মন যখন আর চলে না তখন সদা ধ্যান নিষ্ঠা হয়। রূপের মোহে বা গুণের মোহে ধ্যান হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্র জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পরে যে ধ্যান হয় কেবল মাত্র তাহাতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় অন্যত্র যে ধ্যান, যাহা মোহ মাত্র, তাহা ক্ষণস্থায়ী। অগ্রে সুখ ও পরে বিষ।

তবে ধ্যান করিতে হইলে কি করিতে হইবে?

অগ্রে বুদ্ধি দর্পণকে উল্‌টাইয়া ধর। ধরিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াও। উপসমীপে উপবেশন ইহাই উপাসনা। গীতা এই জন্য বলিতেছেন "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করিতে হইবে।

কলিতে নাম জপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। বুদ্ধিকে প্রকাশের আধারের দিকে ফিরাইয়া এক অখণ্ড জ্যোতিঃরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আর কিছু না দেখিয়া নাম করিতে করিতে প্রকাশের আধারকেই দেখিতে থাক। ইহাই ধ্যান। এই আধার আবার আত্মাই। এই আত্মাই আমার দেহকে, সকলের দেহকে এক কথায় জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন ইহাও ধ্যান। ধ্যায়েৎ স্বদেহমখিলং ত্বয়া ব্যাপ্ত মরিন্দম ইত্যাদি।

জগৎ দেখা ছাড়িতে ত কতই প্রয়াস কর। কিন্তু যখন বুদ্ধি দর্পণকে উলটাইয়া ধর—যখন দেখ কোথা হইতে প্রকাশ আসিতেছে তখন শুধু প্রকাশ শুধু প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু কি থাকে? সূর্য্যকে থালির মত দেখায় সত্য। কিন্তু সূর্য্য রশ্মি সাহায্যে জগতের বস্তু না দেখিয়া সূর্য্যরশ্মির ঊর্দ্ধ প্রবাহের আশ্রয়ে যখন সূর্য্যের দিকে যাও—যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাক তখন তোমার সম্মুখে কি ভাসে? কত বড় সূর্য্য—কত বড় প্রকাশ। চক্ষু ঝলসাইয়া যায়। এই সূর্য্যের দিকে চাহিয়া জগৎ দেখিলে যখন জগৎ দেখা যায় না তখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য দেখিলে শুধু আলোক শুধু আলোক ভিন্ন আর কি দেখিবে? এই অবস্থার আভাস শাস্ত্রে পাই।

অস্তোবিচ্ছ্রিতিসিদ্ধ নির্ম্মল পদৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণোদ্ভবৈ।
র্ভক্ত্যা গদগদয়াগিরাতি বিমলৈরানন্দবাষ্পৈবৃ্ তঃ।
ততঃস্ফুরৎ সহস্রাংশু সহস্র সদৃশপ্রভঃ।
আবিরাসিদ্ধরিঃ প্রাচ্যাদ্দিশাং ব্যাপনয়ংস্তমঃ॥
কথঞ্চিদ্দৃষ্টবান্ ব্রহ্মা দুর্দ্দর্শমকৃতাত্মনাম্।
ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশংস্মিতাস্যং পদ্মলোচনম্॥
কিরীট হার কেয়ুর কুণ্ডলৈঃ কটকাদিভিঃ।
বিভ্রাজমানং শ্রীবৎস কৌস্তুভ প্রভয়ান্বিতম্॥

দুর্দ্দর্শ—অতি দুর্দ্দর্শ তেজোরাশি মধ্যে আপ্রণখাৎ সুবর্ণ বর্ণ এক পুরুষ—তাঁহা হইতেই জ্যোতিরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া সূর্য্য দর্পণে পড়িতেছে আর সূর্য্য দর্পণ হইতে প্রসারিত হইয়া ভূর্লোক অন্তরীক্ষলোক স্বর্লোক উদ্ভাসিত করিতেছে। তাই ধ্যান করিতে বলা হইতেছে ইঁহাকেই।

ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ
সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্
কিরীটীহারী হিরণ্ময় বপু র্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।

যে ধ্যানে বুদ্ধি দর্পণ উলটাইয়া দুর্দ্দর্শ জ্যোতিরাশি দেখিতে দেখিতে আর জ্যোতির আধার সেই হিরণ্ময় পুরুষকে বিশ্বাসেও চিন্তা করিতে করিতে নাম জপ করিতে হয়, স্তব স্তুতি করিতে হয়, সন্ধ্যা উপাসনা করিতে হয় সেই ধ্যানই ধ্যান আর সেই ধ্যানে থাকিয়া যখন সেই পুরুষের সাহায্যে নিদিধ্যাসনে স্থিতি লাভ হয় তখনই স্বরূপ দর্শনে স্বরূপেই স্থিতি হয়।

এই স্থিতিতে থাকিয়া, এই নিগুর্ণ, সগুণ, আত্মা ও অবতারের সঙ্গ সমকালে করিয়া যখন সাধক ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন তখন তিনি নিগুর্ণ থাকিয়াও বিশ্বরূপে ভাসিতে পারেন, আত্মা হইয়া "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" হয়েন আবার অবতার হইয়া জগতের দুঃখভার হরণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যে স্বরূপ লাভ করিয়া অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে হয় না এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া শীতোষ্ণাদি মহাদুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না তাহাই যথার্থ যুক্ত হওয়ার অবস্থা।

যদি কেহ বিবেচনা করেন এই সমস্ত যাহা লেখা হইল তাহা যে বেদের উপদেশ তাহা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে আমরা বলি তান্ত্রিক সন্ধ্যার গায়ত্রী বা বৈদিক সন্ধ্যার গায়ত্রী বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বেদের উপদেশ কথঞ্চিৎ ধরা যাইতে পারে।

আমরা গায়ত্রীর অর্থের আভাস মাত্র এখানে দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

পরম শান্ত, চলনরহিত, পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বিজড়িত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম অস্পন্দস্বভাব। এখানে চৈতন্য ও চৈতন্যশক্তি—চিৎ ও চিৎশক্তি চন্দ্রে চন্দ্রিকার মত, সূর্য্যে দীধিতির মত, পাবকে উষ্ণতার মত অভিন্ন হইয়াই থাকেন। শাস্ত্র বলেন "পাবকস্যোষ্ণতে বেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকে বেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা"। স্বভাবতঃ অস্পন্দ স্বভাবে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দস্বভাব জাগে। ইহাই মায়া। যখন ব্রহ্মের সহিত ইনি এক হইয়া থাকেন তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু আছে ইহাও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। এই জন্য মায়াকে অনির্ব্বাচ্যা বলা হয়। সগুণ ব্রহ্মে যে বরণীয় ভর্গ সর্ব্বদা মিলিত তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হয় "সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমাদেবী শিবাহভিন্না শিবঙ্করী॥" মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যই উপাস্য।

নাহং সুমুখি মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে ক্বচিৎ।
মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যং উপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্॥

অস্পন্দ অনেজৎ ব্রহ্ম সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তির উদয়ে চেতত্যা বা বহির্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া জগৎ বিস্তার করেন। শান্ত পরম ব্যোমে স্পন্দশক্তির আদি ক্রীড়াই ওঁকার। সৌন্দর্য্যভরিত অত্যদ্ভুত জ্যোতিস্বরূপ পরমব্রহ্ম সাগরে অত্যদ্ভুত অতি সূক্ষ্ম শক্তি লহরীই এই ওঁকার। ব্রহ্ম সাগরে মায়া তরঙ্গ অব্যক্তেরও পূর্ব্বাবস্থা। ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অন্ধকার সরাইয়া এই তিন লোক প্রকাশ করিয়া যে ওঁকার দাঁড়ান তিনি সেই সর্ব্বপ্রসবিতার বরণীয় ভর্গ। ঊর্দ্ধ প্রবাহিত সূর্য্যরশ্মি যেমন আমাদের চক্ষুকে সূর্য্যে উপস্থাপিত করে সেইরূপ বরণীয় ভর্গ— দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল সেই মায়াশবলিত ব্রহ্মের দিকে আমাদিগের বুদ্ধিদর্শনকে উল্‌টাইয়া ধরেন। তখন বুদ্ধিদর্পণ পরম জ্যোতিতে ভরিয়া যায়—আর জগৎ দর্শন থাকেনা, আর কোন সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না আর কোন বাসনাই থাকে না। এই জন্যই বরণীয় ভর্গের ধ্যান করিতে বেদ উপদেশ করিতেছেন। এই ধ্যানে এক মাত্র সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মই থাকেন, যদি জগৎ বলিয়া তখন কিছু থাকে তাহাও সেই পরম চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। চৈতন্য ভাবিয়া, চৈতন্য দেখিয়া, সাধক যখন চেতন হইয়া যান তখনই সিদ্ধি। এই সাধনার অভ্যাস কালে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে অন্তর্দৃষ্টিতে জগৎ চৈতন্যরূপ আর বহির্দৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ। ইতি।

ওঁ

সৎকথা।

দীননাথ তুমি হরি কহ দীনে দয়া করি,
কবে হবে অপনীত এ ভ্রম আমার!
পড়িয়া মায়ার জালে, যাইতেছি পথভুলে,
দূর কর দয়াময় ভ্রম-অন্ধকার ॥১॥

কে আমি চিনিনা আমি, কিমাশ্চর্য্য অতঃস্বামি!
তুমিই সেজেছ আমি এই কথা সার।
তবে কেন এ প্রমাদে পড়িতেছি পদে পদে,
ভাবিতেছি তোমাহ'তে আমি হই আর ॥২॥

কত জন্ম চলে গেল, এ প্রমাদ না ঘুচিল,
হাবু ডুবু খেয়ে মরি এ ভব সাগরে।
কালে কালে কালবায়, জ্ঞানোদয় নাহি হয়,
জ্ঞানময়! জ্ঞানদা[illegible] তার হে দুস্তরে ॥৩॥

ভেদেই প্রমাদ হয়, অভেদে প্রমোদোদয়,
সে পর প্রমোদ হয় জ্ঞানেতে উদয়।
তুমি আমি ভিন্ন নই, তুমিই যে আমি হই,
এই যে অভিন্ন জ্ঞান সদা যেন রয় ॥৪॥

যা দেখি জগৎকায়া, এসব তোমার ছায়া,
আবরণে আবরিয়া রয়েছ স্বরূপ।
জ্ঞানের উদয় হ'লে, বিক্ষেপ যাইবে চলে,
কায়া-ছায়া নাহি রবে মাত্র ব্রহ্মরূপ ॥৫॥*

নিজে দেখ নিজরূপ, অজ্ঞ দেখে জগৎরূপ,
অপরূপ সমুদয় কে বুঝিবে লীলা।
তুমি দ্রষ্টা তুমি দৃশ্য, তুমি হও এই বিশ্ব,
অন্য কিছু নাহি ইথে তুমিই কর খেলা ॥৬॥

মায়ায় মোহিয়া জীব, ভুলেগেছে নিজে শিব,
কত স্বপ্ন দেখিতেছে পড়িয়া অশিবে।
অশিবে নাশিবে যবে, সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে,
মহানন্দে মত্ত হ'য়ে মিশে যাবে শিবে ॥৭॥

কর দয়া দয়াময়! আর না আসিতে হয়,
আসা যাওয়া বড় ভয় সদা ভাবি মনে।
ভব ভয়ে করত্রাণ, তুমি হে ভব তারণ,
কাতর কিঙ্কর করে প্রণতি চরণে ॥৮॥

শ্রীবিষ্ণু আশ্রম দণ্ডী স্বামি
অনন্ত বিজ্ঞানমঠ অসিঘাট রোড, ৺কাশীধাম।

* রজ্জুজ্ঞানাৎ যথা সর্পো মিথ্যা রূপো নিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানাৎ তথা যাতি মিথ্যাভূত মিদং-জগৎ ॥

কথোপকথন।

(কাশীধাম ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ)

প্রথম কথা—জপ্‌তে রহ।

গুরু—সকল সাধনার কথাই আমি তোমাকে বলিয়াছি। তুমি কতদূর কি করিতেছ বল ?

শিষ্য—ঠাকুর আমি আপনার অধম—

গুরু—তা যাক্। যা বলিলাম উত্তর দাও।

শিষ্য—শেষ অবস্থাতে যাহা পারা যাইবে তাহা হইতে আরম্ভ করিব কি ?

গুরু—সকলেই পারে—সকল অবস্থাতেই হইতে পারে এমন সাধনা হইতে আরম্ভ কর—ক্রমে উচ্চ উচ্চ সাধনার কথা যাহা জানিয়াছ তাহা বলিও।

শিষ্য—এই যুগে নাম সাধনাই সহজ সাধনা। বিশেষ শত বৃশ্চিক দংশনের সময়েও শ্বাস চলিবে—শত যাতনার সময়েও প্রাণের চলন থাকিবে—এই জন্য আপনি শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া নাম সাধনার উপদেশ করিয়াছেন।

গুরু—বল কি বলিবে ?

শিষ্য—যদি শ্বাসের সহিত নামকে মাখাইয়া ফেলা যায় তবে শেষ অবস্থাতেও শ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে পারিলে নামে লক্ষ্য পড়িবে—আর নাম করাও হইবে।

গুরু—অজ্ঞানতঃ যদি নাম উচ্চারিত হয় তাহাতে কি হইবে ?

শিষ্য—আপনি বলিয়াছেন শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন জ্ঞানতঃ যিনি নাম করিবেন তাঁহার ত কথাই নাই, কিন্তু লয় কালে অজ্ঞানতঃও যদি পবিত্র নাম মানুষ উচ্চারণ করে তবে অনেক জন্মাভ্যস্ত যে যোগ সেই যোগের ফল, নাম উচ্চারণের ফলে প্রাপ্ত হইবে।

গুরু—শাস্ত্র কোথায় ইহা বলিয়াছেন স্মরণ আছে ?

শিষ্য— যে চাপি তে রাম পবিত্র নাম গৃণন্তি মর্ত্যালয়কাল এব।

অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাং স্তানেব যোগৈরপিচাধিগম্যান্॥

অধ্যাত্মরামায়ণ—উত্তর কাণ্ড ৯ সর্গ ৬৩ শ্লোক।

গুরু—সন্তুষ্ট হইলাম। এখন বল—যাঁহারা নাম সাধনা করেন তাঁহাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্ম্মুখী হয় কিরূপে ?

শিষ্য—ঠাকুর! আপনি বহু প্রকারে ইহা ধরাইয়াছেন।

গুরু—বল।

শিষ্য—শুনিতে হয় নামই শুন, দেখিতে হয় সর্ব্বত্র নামই দেখ, স্পর্শ করিতে হয় সর্ব্বদা চিত্তকে নামই স্পর্শ করাও, এই ভাবে যিনি নামের অক্ষরকেও যথাস্থানে বসাইয়া নামকেই দেখেন, নামকেই উচ্চারিত হইতে শুনেন, নামকেই স্পর্শ করেন, অগ্রে হৃদয়াম্বুজে বা ললাট মধ্যে নাম লিখিয়া লিখিয়া, জ্যোতির্ম্ময় নাম বাহিরে কোন কিছু দেখা হইয়া গেলে সেখানে দেখেন, সকল শব্দই যে নাম করিতেছে ইহা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, এক কথায় ভিতরে নাম লইয়া থাকিতে থাকিতে যিনি বাহিরের সকল দর্শনে, সকল শ্রবণে, সকল স্পর্শে নামকেই দেখেন, শুনেন, স্পর্শ করেন, ভিতরে নাম লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে থাকিতে বাহিরে যাহা ভাসে তাহাতেই নাম দেখেন, শুনেন এবং বাহিরে নাম দেখিয়া শুনিয়া ভিতরের নামে আইসেন, তাঁহার নাম সাধনায় সমস্তই স্ফুরিত হয়। ভিতর বাহির দুই লইয়াই মানুষকে প্রথমে থাকিতে হয় বলিয়া ভিতরের ভাব প্রবল করিয়া বাহিরে আসিতে হয় আবার বাহিরে আসিয়া বাড়িলেই তৎক্ষণাৎ ভিতরে হৃদয়গুহায় নামের কাছে আসিতে হয়—ইহা হইলেই যথার্থ নাম সাধনা হয়। ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্ম্মুখ করাই নাম সাধনার প্রথম লক্ষ্য।

গুরু—মুখে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিলে সেইরূপে অভ্যাস করিতে পারিয়াছ কি?

শিষ্য—ভগবন্ কিছু কিছু করিতেছি বটে কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ ত পারি নাই। এইত আমার দুঃখ—

গুরু—দুঃখের কথা পরে হইবে এখন বল নাম সাধনা করিতে গেলে তোমার বিঘ্ন কি হয়?

শিষ্য—বড় লোকের ভিড় হয় ইহাই ত প্রথম বিঘ্ন।

গুরু—ইহা আবার বিঘ্ন কি? বিশ্বনাথের মন্দিরে ও ভয়ানক ভিড় হয়।

শিষ্য—বিশ্বনাথের মত কথা শূন্য হইয়া থাকিতে পারিলেই ত সব হইল।

গুরু—সম্পূর্ণ কথা শূন্য হইবার জন্যই ত শুভ কথা যে নাম তাহা লইয়াই থাকিতে বলিতেছি। প্রথমে, ব্যবহারিক কথা ত থাকিবেই। সর্ব্বদা নাম অভ্যাস করিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কহিবার পূর্ব্বে নাম করিয়া, নামকে জিজ্ঞাসা করিয়া, নামের কাছে অনুমতি লইয়া কথা কহিবেন, কথা শেষ হইলে আবার নাম করিতে থাকিবেন, ক্রমে নামই কৃপা

করিয়া তাঁহাকে একান্ত মিলাইয়া দিবেন। তখন যে যত কথা কহিতে আসুক না কেন তুমি বিশ্বনাথের মত থাকিয়া সর্ব্বদা রাম রাম করিতে পারিবে। আর বিঘ্ন কি তাহাও বল ?

শিষ্য—খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতেও অনেক সময় নষ্ট হয় ?

গুরু—নষ্ট হইবে কেন ? যাহা কিছু কর বা যাহা কিছু খাও "যৎ করোষি যদশ্নাসি" তাহাই নামের সন্তোষের জন্য করিতেছি বলিয়া নাম করিতে করিতে কি করা যায় না ?

শিষ্য—চেষ্টাত করি কিন্তু শতবার যে ভুলি ?

গুরু—ভুল ত প্রথমে হইবেই। কিন্তু "যদা যদা নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং" যখন যখন মন চঞ্চল হইয়া নাম ছাড়িবে তখন তখনই মনকে হৃদয় মধ্যবর্ত্তী বা ললাট মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে লইয়া নামে ধরিবে "তদাত্মানং বশং নয়েৎ"। আত্মারূপী নামের বশে আনিবে। যদি তুমি দৃঢ় ধারণা করিয়া থাক, যদি সন্দেহশূন্য বিশ্বাস তুমি করিতে পারিয়া থাক, তবে নাম করাতে তোমার সমগ্র মনকে আনিতেই হইবে। অমন আধা আধি যত্ন করিলে আধা আধি ফলই হইবে। আর কোন বিঘ্ন হয় কি ?

শিষ্য—রোগ হয়, শোক হয়, কেহ মরিল, কেহ মরিতে চলিল এসবও ত আছে ?

গুরু—ভগবান্ রামচন্দ্রেরও ত কত বিঘ্ন আসিয়াছিল। সহ্য কর আর রাম রাম কর। যখন যে কাজ পড়িবে রামকে স্মরণ করিয়া করিয়া, রাম রাম জপিয়া জপিয়া করিয়া যাও, বিঘ্ন, নামই দূর করিয়া দিবেন। আধি ব্যাধির সময়েও নামকে প্রণাম কর নামকে জানাও—এই সব অভ্যাস করিয়া ফেল।

শিষ্য—ভগবানের ত অনেক নাম। যে কোন নাম জপিলেই কি চলিবে ?

গুরু—যে নাম তুমি গুরুর কাছে পাইয়াছ—অথবা এখনও যদি গুরুকরণ না হইয়া থাকে তবে যে নামে রুচি হয় তাহাই জপিবে। কালী, দুর্গা, শিব, সীতারাম, রাম, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বিষ্ণু, নারায়ণ, গণেশ, সূর্য্য যে নামে রুচি তাহাই জপ। কিন্তু যে নাম লইয়াই জপনা কেন—লক্ষ্য রাখা চাই যে ভগবানের নাম জপিতেছি—এই ভগবান্ সর্ব্বদা ভিতরে বাহিরে আছেন আর সর্ব্বদুঃখ দূর করিবার শক্তি তাঁহারই আছে, তিনি বড় ক্ষমাসার, তাঁহাকে

ডাকিলেই তিনি ক্ষমা করেন; করিয়া পাপ মুক্ত করিয়া দেন। ভগবানকে ডাকিতেছি ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। একজনের গুরু বলিয়াছিলেন অঘমর্ষন অঘমর্ষন জপিও। শিষ্য ভুলিয়া গিয়া ঘমর্ষন জপিয়াছিল কিন্তু তাহার মনে ছিল ভগবানকেই ডাকিতেছি তাহাতে তাহার সিদ্ধি আসিয়াছিল। ভগবানকে ডাকিতেছি ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

শিষ্য—যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া আর একবার বলুন।

গুরু—প্রথমে দৃঢ় সঙ্কল্প কর। দৃঢ় সঙ্কল্প কি করিয়া করিবে জান? মরিতে হয় মরিব কিন্তু নাম ছাড়িব না। মরণত আছেই—মরণের ভয় করিব না রাম রাম করিবই। যাহা হয় হউক, যাহা আসে অসুক, সব সহ্য করিব—তিনিই বল দিবেন। সর্ব্বদা নাম করাই আমার জীবনের ব্রত হইল। এই সঙ্কল্প জাগাও। আর বিলম্ব করিও না। এই মুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ কর আর "শোয়ত আচাঁওত" রাম করিয়া ফেল। যতক্ষণ নিদ্রা না আইসে ততক্ষণ রাম রাম কর, ঘুমাইয়া পড়িলে নাম হইবে না কিন্তু জাগিয়াই রাম রাম কর, যখন যখন যত বার যত বার নিদ্রা ভাঙ্গিবে তখন তখনই রাম রাম কর।

শিষ্য—আরও কর্ম্ম আছে। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনা, স্বাধ্যায় আহারের আয়োজন, কোথাও যাওয়া আসা—এসবও করিতে হইবে?

গুরু—সবই করিবে—সবই রামের প্রীতির জন্য করিতেছি মনে রাখিয়া করিবে। শয্যাত্যাগের মন্ত্র পড়িয়া নিয়ম করিয়া নাম করিবে—এ সময়ে সংখ্যা রাখার দরকার নাই। নিত্য ক্রিয়ার সময় যে তান্ত্রিক সন্ধ্যা কর তাহাতে সংখ্যা রাখিবে। অন্য সময়ে সংখ্যা না রাখিয়া আথালি পাথালি জপিবে। ক্রিয়া কর তাহাও রামের প্রীতির জন্য করিতেছি মনে রাখিবে, স্তব স্তুতি কর তাহাও রামের প্রসন্নতা জন্য করিতেছি, এমন কি স্নান আহারও রামের আজ্ঞা বলিয়া করিতেছি মনে রাখিয়া করিবে। স্বাধ্যায়ের জন্য গ্রন্থাদি পাঠ কালেও মনে রাখিবে রাম শুনিতেছেন—তিনি ত সর্ব্বত্র আছেন, তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি শুনিতেছেন মনে রাখিয়া করিবে।

শিষ্য—ঐ যে শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া জপিতে বলিলেন?

গুরু—কপাল কুহরে জিহ্বা তুলিতে বিশেষরূপে চেষ্টা কর, চেষ্টা শিথিল করিও না। তুলিবার মুদ্রাটি জানিয়া লইয়া যতদিন না খেচরী হয় ততদিন

চেষ্টা কর। কাহারও শীঘ্র হয় কাহারও বিলম্বে হয়। যতদিন না হয় ততদিন চেষ্টা শিথিল করিও না। নিশ্চয়ই হইবে। জিহ্বা উঠিয়া গেলে কপাল কুহরে জিহ্বা রাখিয়া জপ কর—দেখিবে আপনা হইতেই শ্বাসে শ্বাসে জপ হইতেছে।

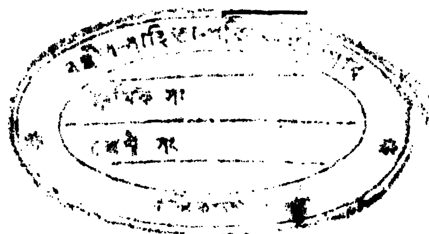
শিষ্য—নামকে কোথায় বসাইয়া জপিব?

গুরু—ললাটমধ্যে জ্যোতির অক্ষরে—সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অথবা হৃদয় পদ্মে জ্যোতির অক্ষরে সূর্য্য মণ্ডল মধ্যে নাম লিখিয়া উহাই দেখিতে দেখিতে জপিবে—ইচ্ছা হয় মহাবীর যেমন সর্ব্বদা শ্রীভগবানের চরণ ধরিয়া থাকিতেন মনে মনে সেইরূপ চরণ ধরিয়া জপিবে। আবার ব্যবহারিক জগতে সকল মানুষ ত সমান নহে। যে তোমার হিংসা করে তাহাকে দেখিয়াও তাহার অঙ্গে রাম রাম লিখিতে থাক। এইরূপে আকাশে তারায়, চন্দ্রে সূর্য্যে, সমুদ্রে পর্ব্বতে, ফলে, শত্রুতে, মিত্রে, পুরুষে, স্ত্রীলোকে রাম রাম লিখিয়া হৃদি জ্যোতির ভিতরে চল। জপ তে রহ—হইবেই। জপিতে জপিতে তোমার পাপ ক্ষয় হইলেই অনুরাগ আসিবে। অনুরাগই জ্ঞান জানিও। তুমি আমার আছ, তুমি সর্ব্ব মঙ্গল দাতা, মৃত্যুসংসারসাগরের ত্রাতা, এই জ্ঞান প্রথমে আসিবে, শেষে বিচারে স্বরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় হইবেই। অনুরাগ আসিলে আপনিই বিচার আসিবে। কর্ম্মদ্বারা ভক্তি, ভক্তিদ্বারা জ্ঞান, পরে মুক্তি ইহাই ক্রম। ক্রম বিপর্য্যয় করিও না। ক্রম বিপর্য্যয়ে যাহা লাভ হয় তাহা ক্ষণিক হইয়া যাইবে জানিও।

———

স্মরণ ও প্রার্থনা।

হে মোর অন্তরযামী
দেখাইয়ে দাও পথ
বিরহে-ব্যাকুল হৃদি
পূর্ণ ক'র মনোরথ
জীবন সন্ধ্যায় ঢাকি
আসিছে তিমির ঘোর
সঞ্চয় হ'ল না কিছু
ফেরার পাথেয় মোর
সংসার আঁধার মাঝে
তোমার স্মরণ বাতি
সংশয় বাতাস উঠি
নিভাইয়া দেয় স্মৃতি
হতাশ নিরাশ প্রাণে
স্মরণ লইনু প্রিয়
দুর্গম পিছল পথে
হাতে ধরে নিয়ে যেও।



মনস্থির করিবার সঙ্কেত।

৺কাশীধাম ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ।

নিত্য কর্ম্ম করিতে বসিয়া প্রথমেই একটু ভাবনা করিয়া লও, লইয়া মনকে শান্ত করিয়া গুরু উপদেশ পালনে চেষ্টা কর।

কি ভাবনা করিবে জান? ভাবনা কর—ঋষিগণ সর্ব্বত্র বলিতেছেন একমাত্র তুমিই আছ। আর এত তেত যে দেখা যায় তাহা তোমাকেই ভ্রান্তিতে অন্যরূপে দেখ হয়। তোমার মায়া তোমাকে আবরণ করিয়া তোমাকেই অন্যরূপে দেখায়। তুমিই আছ। তুমিই একমাত্র সত্য। অন্য সমস্তই মিথ্যা-নিরন্তর অগ্রাহ্যের বস্তু। সমস্ত বিভক্ত বস্তুতে অবিভক্ত রূপে তুমিই আছ। সমস্ত বস্তুতে অন্তঃ প্রকাশ তোমাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে।

আমার প্রয়োজন তুমি। তুমি ভিন্ন অন্য যা কিছু রমণীয় বোধ হয় তাহাই মোহবশতঃ বোধ হয়। অন্য সমস্ত দর্শন শ্রবণ জনিত বস্তুকে মন হইতে বাহির করিবার জন্যই ভাবনা করি তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাই ঘন ঘন তোমার নাম করিয়া করিয়া অন্য সমস্তকে মন হইতে তাড়াইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া তোমারই নাম করি। সুখে নাম কর; দুঃখে নাম কর, ভাবনায় নাম কর, নিশ্চিন্তে নাম কর, রোগে, শোকে, পীড়নে, অনুগ্রহে, সম্পদে বিপদে সকল সময়েই "জপতে রহ"। বলিতেছ নাম করায় ত রস পাইনা। রস না পাওয়াই পাপের পরিচয়। মন নানাবিষয় রসে পাপ করে বলিয়া নামের রস উঠেনা। তাহাতেও হতাশ হইবার কিছুই নাই। আর কিছু নাই শুধু তুমিই আছ। আমার কলঙ্ক রাশিতে আমার হৃদয় দর্পণ এত আচ্ছন্ন যে ইহাতে যেন তোমার ছায়া পর্য্যন্ত পড়ে না। ইহা নিবারণ জন্য কোন একটা ভাব লইয়া নাম কর।

তোমার শত উপদ্রব আছে; তোমার শত শত বিঘ্ন আছে; তোমার নানা—বিধ উৎপীড়ন আছে। তোমার মন, তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার হস্তপদ, একস্থানে একভাবে স্থির হয় না। বাহিরে বহু লোক আসিয়া কেহ যাতনা দেয়, কেহ নানাপ্রকার বিষ ঢালিয়া দিয়া যায়, কেহ বা মৌখিক আদর করিতে আসিয়া কত সংস্কার ঢালিয়া দিয়া যায়। তুমি স্ববশে না থাকিয়া নাম ভুলিয়া কত কি

চিন্তা কর। কখন বা ইচ্ছা পূর্ব্বক চিন্তা না করিলেও কত প্রকারের চিন্তা আপনা হইতে মনে উঠে, উঠিয়া তোমাকে নাম করিতে দেয় না। এই সব ত চেড়ী। ইহারা সর্ব্বদাই তর্জ্জন গর্জ্জন ত করিবেই। ইহাদের লক্ষ্য হইতেছে তোমাকে মহামোহরূপী রাবণের অঙ্কে টানিয়া লওয়া। কিন্তু তুমি ত গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছ তোমার নাম ভিন্ন কেহ নাই। নাম ও নামী এক। নামই সত্য আর সব মিথ্যা। মিথ্যাকে তাড়াইবার জন্য—অন্য অসার ভাবনা দূর করিবার জন্যই ত নাম করা। অশোকবনে যিনি চেড়ী পরিবেষ্টিতা হইয়া শত যাতনায় কাঁদিতে কাঁদিতে রাম রাম করিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতেন—তুমি সেই অবস্থা মনে আনিয়া নাম কর। আর ভাবনা কর—তুমিই আছ—তুমি ভিন্ন আমার উদ্ধার আর কেহ করিতে পারিবে না। এস প্রভু এস, আমি কিছুই জানিনা—কিছুই পারি না। আমার সম্বল তোমার নাম। তাও পারি না। তথাপি ত থাকিতে হইতেছে। আচ্ছা নাম করিয়াই দিন কাটাইব। নাম করিয়াই মরিব। "জপই জপই শ্যাম নাম ছার তনু করব বিনাশ" এই আমার ভাল।

মরণ ত আছেই। আমার সহজ পথ নাম করিয়া মরা। আমি তাহাই করিব। রাম আসে আসুক, না আসে না আসুক, আমি নামই করিব; নামই দেখিব, নামই শুনিব। যা হয় হউক আমি সর্ব্বদা শ্বাসে শ্বাসে নাম করিয়াই এই ছার তনু করব বিনাশ। অন্য কত কি আমায় করিতে হয়—সবই নাম করিতে করিতে যতদূর পারা যায় করিব—যদি কর্ম্মের উৎপীড়নে না পারি—তখন করিতে পারিব না সত্য, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়িলেই নাম করিব—অশোক বনে চেড়ী বেষ্টিতার মত নিরন্তর নাম করিব। যতক্ষণ নিদ্রা না আইসে ততক্ষণ শুইয়া শুইয়া নাম করিব—নিদ্রা ভাঙ্গিবামাত্র আবার নাম করিব, "শোয়ত আঁচাওত নাম" অভ্যাস করিব।

কখন বা নির্ব্বাসিতা সীতার অবস্থা ভাবিয়া নাম করিব, কখন বা অহল্যার অবস্থা ভাবিয়া নাম করিব, কখন বা শ্রীভরতের অবস্থা আনিয়া নাম করিব, কখন বা শ্রীবাল্মীকির অবস্থা চিন্তা করিয়া নাম করিব, নামকে ললাট জ্যোতিতে বা হৃদয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া লিখিয়া, নাম দেখিতে দেখিতে জপিব, নামই শুনিব, নামই স্মরিব।

কত শাস্ত্র ত গুরু শুনাইয়াছেন, কত লীলার কথা ত কর্ণে ঢালিয়া দিয়াছেন,

কত তত্ত্ব কথা ত শুনাইয়াছেন—সমস্তেরই পরিসমাপ্তি আমার "জপতে রহ"তেই হইবে।

আহা যখন আমার মনে হইবে আমি যেন নাম সাগরের কোলে শুইয়া আছি, আমি যেন মায়ের কোলে শুইয়া আছি, আমি যখন বলিতে পারিব "বাহ্যং বিস্মৃতবান্ অহং" বাহির ভুলিয়াছি, স্থূল ভুলিয়াছি, সূক্ষ্ম ভুলিয়াছি—সব ভুলিয়াছি—আছে কেবল নাম, আকাশ নামে ভরা, চাঁদ নামের চাঁদ, নক্ষত্রে নক্ষত্রে নাম, পর্ব্বত গাত্র নামে নামে ভরিয়া আছে, বৃক্ষ লতা পুষ্প পত্র নাম লেখায় ভরিত, জল স্থল অম্বর তল নামে নামে নামেরই রূপ হইয়া গিয়াছে, আমার দেহ, সকলের দেহ, পশু পক্ষীর দেহ শব্দ আমার লেখা নামে ভরা—নাম নাম নাম ভিন্ন ভিতরে বাহিরে আর কিছু নাই, প্রতি শ্বাসটি নাম করিতেছে, প্রতি শব্দে নাম উচ্চারিত হইতেছে—হায় এমনটি আমার কবে হইবে?

হইতেই হইবে। এই করিয়াই দেহ ছাড়িব—ইহার চেষ্টাই আমার পরম পুরুষার্থ হইবে।

নিত্য কর্ম্মের আদিতে নাম করিয়া বসিব, নামকে প্রসন্ন করিবার জন্য মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিয়া করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিব, নামকে ডাকিয়া, নামকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া স্বাধ্যায় করিব—আর কি বলিব—সবই নামের সঙ্গেই হইবে—কথা কহিতে হয় নামের সঙ্গেই কহিব—অন্য কেহ প্রলোভনের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে নাম করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিব—অন্য সমস্তই মন হইতে বাহির করিয়া দিব—অন্তরে নামের কপাট খুলিয়া—আর যাহা কিছু তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া বা মনে উঠিলেই নামের কবাট বন্ধ করিয়া দিব—ভাল লাগিতেছে বলিয়া অন্য কোন কিছুতে নামের আরোপ করিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয় দিব না—সকল চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য—দেখিবামাত্র, শুনিবা মাত্র, স্মরণে আসিবা মাত্র কখন উচ্চৈঃস্বরে কখন বা শান্তভাবে নাম করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিব—ইহাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত রহিল।

দুর্গা ও দুর্গার্চ্চন তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রমা—দাদা! এই সকল কথার অর্থ কি, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। 'আপিং জেঠা' ইংরাজী বিজ্ঞান পড়িয়াছেন, ইংরাজী ও সংস্কৃত দর্শন পড়িয়াছেন। 'আপিং জেঠা' সূক্ষ্ম মনীষা-সম্পন্ন, বিচারশীল, আপনি তাঁহাকে বুঝাইবার সময়ে মাতৃত্ব-পিতৃত্বাদি সম্বন্ধতত্ত্বের এই ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন, আপনার শ্রম সার্থক হইবে। আমাকে, আমার বুঝিবার শক্তি কতটুকু তাহা বিচারপূর্ব্বক উপদেশ দিন। আমি মা দুর্গার স্বরূপ দেখিবার একান্ত অভিলাষিণী, আমি জগন্মাতা দুর্গাদেবীকে মা-বাবার মিলিত ভাব বলিয়া বুঝিতে ইচ্ছুক, মা দুর্গাকে বিশ্বজননী ও বিশ্বজনক জানিয়া, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিনির্ণয় করিয়া, তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে অবস্থান পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

বক্তা—তুমি যে রমা আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, সাধারণের মত তুমি বক্তার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে সমর্থ হইলেই আমি আমার কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইল, মনে করিতে পারিব না। কিরূপে মা দুর্গাকে যথার্থ 'মা' বলে বুঝিতে পারিবে, কিরূপে তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নির্ভয় হইবে আমি তাহার চেষ্টা করিব। প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও, 'মা'র কৃপায় তুমি ক্রমশঃ আমার সকল কথাই বুঝিতে পারিবে, তবে প্রকৃত জিজ্ঞাসা হওয়া চাই। পূর্ব্বে (শিবরাত্রিতে) আমি তোমাকে এই কথা বলিয়াছি। তুমি মুখে মা দুর্গাকে 'মা' বলিয়া থাক, কিন্তু মা দুর্গাকে কেন 'মা' বল, তাহা অদ্যাপি জানিতে পার নাই। বল শুনি, তোমার গর্ভধারিণীকে তুমি যে ভাবে 'মা' বলে ডাক, মা দুর্গাকে কি তুমি ঠিক সেইভাবে 'মা' বলে ডাকিতে পার?

রমা—তাহা ত পারি না দাদা!

বক্তা—আমি তোমাকে বলিয়াছি 'মা দুর্গা' সর্ব্বভাবের প্রপূরক, মাতৃত্ব-পিতৃত্বাদি সর্ব্বভাবের আকর—মূল উৎপত্তি স্থান। লোকে সম্বন্ধের প্রাগল্‌ভতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, আর যিনি সর্ব্বভাবের প্রপূরক, যাঁহা হইতে মাতৃত্ব-পিতৃত্বাদি সর্ব্বভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইলে কীদৃশ প্রাগল্‌ভতা না হইতে পারে? আমার এই সকল কথা শুনিয়া তোমার যে বিশেষ লাভ

হইয়াছে, আমার তাহা বোধ হইতেছে না। তুমি এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথার্থভাবে তাহা অনুভব করিতে পার নাই। কোন কথার প্রকৃত অর্থ কি, কিরূপে যথার্থভাবে তাহা অনুভব করিতে হয় তাহা জান কি? কোন অজ্ঞাত বিষয়কে জানিতে হইলে, যথার্থভাবে অনুভব করিতে হইলে, কোন জ্ঞাত পদার্থের সহিত উহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়। উহা অমুক জ্ঞাত পদার্থের সমান বা অসমান এই ভাবে আমরা অজ্ঞাত পদার্থকে জানিয়া থাকি। যে অজ্ঞাত পদার্থকে আমরা কোন জ্ঞাত পদার্থের সহিত মিলাইতে না পারি, তাহাকে আমরা জানিতে পারি না। লৌকিক মাতা পিতাকে তুমি মাতা-পিতা বলিয়া জান, যদি তুমি শ্রবণ কর 'মা দুর্গা' তোমার মাতা পিতার মিলিতভাব, তাহা হইলে তুমি কি করে' এই কথার অর্থ কি, তাহা বুঝিবে? উক্ত বাক্যের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইলে, তুমি কি করিবে?

রমা—লৌকিক মা-বাবার স্বরূপ সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান আছে, লৌকিক মা-বাবাকে মা-বাবা ভাবিতে গেলে, আমার মনে যাদৃশ ভাবের উদয় হয়, মা দুর্গাকে মা-বাবা বলিয়া বুঝিতে হইলে আমাকে তাঁহাতে লৌকিক মা-বাবার ভাব আনিতে হইবে, মা দুর্গার স্বরূপ, লৌকিক মাতা-পিতার স্বরূপ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। আমি যেমন লৌকিক মাতা পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাকে ভাবিতে হইবে, সেইরূপ বিশ্বজগৎ বিশ্ব মাতা-পিতা দুর্গা দেবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লৌকিক মাতা-পিতা যেমন সন্তানকে রক্ষা করেন, লালন-পালন করেন, বিশ্বজননী-জনক দুর্গাদেবীও সেইরূপ বিশ্বজগৎকে রক্ষা করেন, বিশ্বজগতের লালন-পালন করেন। আমাকে ভাবিতে হইবে, আমার লৌকিক মাতা-পিতা যেমন আমাকে সুখী করিবার জন্য সদা সচেষ্ট, আমার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত নিয়ত ব্যগ্র, বিশ্বজননী-জনক সেইরূপ আমাকে সুখী করিবার জন্য, আমার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত সদা সচেষ্ট, নিয়ত ব্যগ্র। আমাকে ভাবিতে হইবে, আমার লৌকিক মাতা-পিতা যেমন করুণাপূর্ণ হৃদয়, বিশ্বমাতা-পিতাও সেইরূপ করুণাপূর্ণ হৃদয়। কিন্তু এইভাবে বিশ্ব মাতা-পিতাতে মাতৃ-পিতৃভাব অনুভব করিবার চেষ্টা করিলেও, আমার মনে হয়, বিশ্ব মাতা-পিতাকে আমি পূর্ণভাবে বিশ্ব মাতা-পিতা বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না।

বক্তা—তোমার মনে কেন এইরূপ ভাবের উদয় হয়?

রমা—তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। আমার যাহা মনে হয়, আপনাকে তাহা জানাইতে পারি।

বক্তা—তোমার যাহা মনে হয়, তাহা বল।

রমা—আমার মনে হয়, লৌকিক মাতা-পিতাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে, যেমন দেখিতে পাই, বিশ্ব মাতা-পিতাকে সেইরূপ দেখিবার ইচ্ছা হইলে, দেখিতে পাই না। আমি কাঁদিলে লৌকিক মাতা-পিতার হৃদয় ব্যথিত হয়, তাঁহারা আমার ক্লেশ নিবারণার্থ চঞ্চল হন, আমার নয়ন জল মুছাইয়া দেন, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমি কাঁদিলে, লৌকিক মাতা-পিতা আমাকে কোলে লইতেন, আদর করিতেন, কিন্তু বিশ্ব মাতা-পিতা তাহা করেন না, অন্ততঃ তাহা করেন বলে আমি বুঝিতে পারি না। আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, মহোৎপাত, মহারোগ, মহাবিপদ্ সঙ্কট, মহাদুঃখ, মহাশোক, মহাভয় সমুত্থিত হইলে, দুর্গে! দুর্গে বলে যে ডাকে, যে দুর্গা নাম স্মরণ করে, তাহার সকল দুঃখ নিবারিত হয়, তাহার সকল ভয় দূরে পলায়ন করে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কেন তাহা হইবে, তাহা যে হয়, আমি তাহা কাণেই শুনিয়াছি, আমার এ পর্য্যন্ত কখনও তাহা চোখে দেখিবার ভাগ্য হয় নাই। প্রাণসম পুত্রশোকভয়ে ভীত হইয়া লৌকিক মাতাকে 'মা' তুমি যে মহাকারুণ্যময়ী, তুমি যে নিখিল কলুষবিনাশিনী, তুমি যে দুরাচারবিঘাতিনী, তুমি যে মহাভয়নিবারিণী, আমি তাই তোমাকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছি, দুর্গে! দুর্গে! আমার সকল পাপকে বিনষ্ট কর, আমাকে পবিত্র কর, দুর্গে! আমি দারুণ পুত্র-শোকভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি, মাগো! তুমি আমার পুত্রটীকে রক্ষা কর, এইভাবে মা দুর্গাকে ডাকিতে, মা দুর্গার চরণে আত্মনিবেদন করিতে শুনিয়াছি, দেখিয়াছি—ইহা করিয়াও কোন ফল হয় নাই, মা দুর্গা পুত্রশোকভয়ে ভীতা লৌকিক মাতার পুত্রকে রক্ষা করেন নাই, তাঁহার কাতর প্রাণের প্রার্থনাতে কর্ণপাত করেন নাই। যিনি লৌকিক মাতা, তিনিই লৌকিক পিতা, লোকে এ দৃষ্টান্ত বোধ হয়, কাহারও নয়নে পতিত হয় নাই; অতএব আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্ব মাতা-পিতাকে ঠিক মাতৃ-পিতৃভাব আনিতে পারি না। আপনি বলিয়াছেন তুমি মা দুর্গাকে মুখে বল 'মা,' কিন্তু তুমি তাঁহাকে যথার্থ 'মা' বলে ভাবিতে পার না। আপনার এই কথা যে যথার্থ, আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! রমার কথা শুনে আমি বড় সুখী হইলাম, রমা যেন আমারই মনের কথা আপনাকে জানাইতেছে। আমিও যে, মুখেই মা দুর্গাকে মা দুর্গা বলিয়া থাকি, আমারও যে, করুণাময়ী, বিশ্বজননী মা দুর্গাকে ঠিক বিশ্ব-

জননী মহাকারুণ্যময়ী বলিয়া, দুর্গতিনাশিনী বলিয়া, মা দুর্গাকেই বিশ্বমাতা-পিতা বলিয়া ভাবিবার অধিকার হয় নাই, তাহা এখন অনুভব করিতেছি।

বক্তা—মা দুর্গাকে স্মরণ করিলে, সকল ভয় দূরে পলায়ন করে, দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাকে স্মরণ করিলে, 'দুর্গা' নাম জপ করিলে সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হয়, তুমি যে, অনেকবার এইরূপ কথা বলিয়াছ, তাহা কি তোমার কেবল মুখের কথা? তোমার কথা শুনে একটুও বিস্মিত হই নাই, কারণ আমি জানি, কোন বিষয়ের অব্যভিচারি সত্যজ্ঞান না হইলে, 'ইহা এইরূপ,' 'ইহা অন্যরূপ হইতে পারে না', কোন বিষয়ে এবংপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় না হইলে, তদ্বিষয়ে প্রকৃত শ্রদ্ধা হইতে পারে না। শ্রদ্ধা ও সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী। শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রজাপতি সত্যকে শ্রদ্ধার এবং মিথ্যাকে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন ("অশ্রদ্ধামনৃতে দধাচ্ছ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ।")। অতএব যাবৎ মা দুর্গা সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানের উদয় না হইবে, তাবৎ কাহারও মা দুর্গাতে যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে না। মা দুর্গার নাম স্মরণ করিলে, মা দুর্গার নাম যথাবিধি জপ করিলে, যথার্থভাবে মা দুর্গার শরণাগত হইলে, কোন দুঃখ থাকিতে পারে না, এই কথা মিথ্যা নহে। বেদ সত্যময়, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহও সত্যময়, অতএব বেদ শাস্ত্রের কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। দুর্গা দেবী যে, বিশ্বের জননী, দুর্গাদেবীই যে, বিশ্বজনক, দুর্গাদেবী যে, সর্ব্বাধার কার্য্য কারণময়ী, দুর্গাদেবী যে, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও সমাহার শক্তিময়ী, অতএব দুর্গাদেবীই যে, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় স্বরূপিণী, দুর্গাদেবীই যে, সর্ব্ব বিদ্যাময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, যাঁহা হইতে পরতর কিছু নাই, তিনিই যে, মা দুর্গা ("যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।"—দেবী উপনিষৎ), দুর্গাদেবী যে, অজ্ঞান-তিমির-নাশিনী, দুর্গাদেবীই যে, সর্ব্বদুরিতহারিণী, দুরাচার-বিঘাতিনী, দুর্গাদেবী যে, সর্ব্ব-দুঃখহন্ত্রী ("দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাদ্দেবী দুর্গেতি কথ্যতে। প্রপদ্যে শরণং দেবীং দুং দুর্গে দুরিতং হর॥"—দেবী উপনিষৎ). জগদ্গুরু করুণাময় লোকশঙ্কর শঙ্কর বলিয়াছেন, দুর্গা নাম আরোগ্যের, সম্পত্তির, জ্ঞানোদয়ের, পাপবিমুক্তির, ভববন্ধন মোক্ষের পরমহেতু ("আরোগ্যস্য চ সম্পত্তেজ্ঞানস্য চ মহোদয়ঃ। নামেদং পরমো হেতু মুক্তয়ে ভবসঙ্গিনাম্॥")। যে ব্যক্তি মা দুর্গার শরণাগত, মা দুর্গার আশ্রিত, তিনি অন্যের আশ্রয় হইয়া থাকেন, লক্ষ সংখ্যক দুর্গা নাম জপ করিলে, মহাপদ্ মহাত্রাস, মহাদারিদ্র্যসঙ্কট দূরে পলায়ন করে (মহাপত্তি মহাত্রাসে, মহাদারিদ্র্য-সঙ্কটে লক্ষ সংখ্যাজপেনৈব পলায়ন্তে মহাপদঃ॥")। বেদ শাস্ত্রের এই সকল

কথা সত্যের সত্য, অতএব এই সকল কথাতে ভাগ্যবান্ আস্তিকের শ্রদ্ধাবান্ হওয়া প্রাকৃতিক। তবে সকলেই বেদ শাস্ত্রের কথাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন না কেন? দুর্গা নাম জপ করিয়াও লোকের সর্ব্বত্র অভীষ্টসিদ্ধি হয় না কেন? মা দুর্গার শরণাগত হইয়াও লোকে সুতীক্ষ্ণ পুত্র-শোক-শরবিদ্ধ হয় কেন? দারিদ্র্য-দহনে দগ্ধ হয় কেন? এইরূপ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সদুত্তর, 'দুর্গা' নাম মুখে উচ্চারণ করিলেই, দুর্গা নাম জপ হয় না, বিপদে পতিত হইয়া, দুর্গে! মা আমি তোমার শরণাগত, তুমি মা আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা কর, মুখে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তাহার ফলপ্রাপ্তি হয় না, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, শ্রদ্ধাহীনের যজ্ঞানুষ্ঠান সফল হয় না, যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার যজ্ঞ করা উচিত নহে। (১) 'শ্রদ্ধাই সিদ্ধির হেতু' জগতে এমন কোন যথার্থ মননশীল পুরুষ নাই, যিনি, এই কথা শিরোধার্য্য না করেন। শক্তি সর্ব্বত্র,সর্ব্বদা ফলপ্রসবে সমর্থ হয় না, ইহা বিদ্বান, অবিদ্বান, আস্তিক, নাস্তিক, দুর্গাভক্ত, দুর্গাবিমুখ, সকলেরই বিদিত বিষয়। শক্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রসবে সমর্থ হয় না বলিয়া কেহ কি শক্তি কখন কোনরূপ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না, শক্তির ফল-প্রসব-সামর্থ্য নাই, এইরূপ বিশ্বাসবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ হইতে পারেন? প্রতিবন্ধক হেতু শক্তির কর্ম্মনিষ্পত্তি বা ফলপ্রসব পথের অবরোধক হয় বলিয়া শক্তি নষ্ট হয় না, নিরর্থক হয় না। মা দুর্গাকে ডাকিয়াও, মা দুর্গার শরণ লইয়াও, দুর্গা নাম জপ করিয়াও লোকে কি নিমিত্ত সফলচেষ্ট হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এতদ্দ্বারা তোমাদের যে বিশেষ লাভ হইবে, আমি তাহা আশা করি না, সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে যথাবিধি সংস্কৃত হৃদয় হইয়া যথাবিধি বেদ শাস্ত্রোক্ত ব্রত বা কর্ম্ম না করিলে, কাহারও শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইতে পারে না, কেহ সত্যের রূপ দেখিবার যোগ্য হয় না। রমা! তুমি যে, মা দুর্গাকে বিশ্বমাতা এবং মা দুর্গাকেই বিশ্বপিতা বলিয়া ঠিক ভাবিতে পার না তুমি যে, লৌকিক মাতা-পিতার দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশ্বমাতা-পিতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পার না, তাহার কারণ, তুমি স্থূলভাবে আছ, তুমি সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিতে পার না। স্থূলভাবে থাকিয়া স্থূল (কার্য্য) সূক্ষ্ম (কারণ) হইতে কখনও বিযুক্ত হইয়া থাকে না, কারণ হইতে কার্য্য বস্তুত

(১) যো বৈ শ্রদ্ধামনারভ্য যজ্ঞেন যজতে নাস্যেষ্টায় শ্রদ্ধতেহপঃ প্রণয়তি শ্রদ্ধা বা আপঃ; শ্রদ্ধামেবারভ্য যজ্ঞেন যাতি * * * কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা ১।৬।৮

অভিন্ন, কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য (২) শ্রুতি ও বেদান্ত ব্যাখ্যাত এই সত্যের রূপ যথাযথভাবে অনুভব করিতে না পারিলে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি যে কখন পরস্পর একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না, কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, মা'র কৃপা ব্যতিরেকে কেহই এই পরম সত্যের যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারেন না। বিধাতা যখন আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন, স্থূল দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষশক্তি যখন পরস্পর বিযুক্ত হয় তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ হয়, তখন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে, তখন পরমাণু সকল পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে পরস্পর আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ করে। স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাবে বিভক্ত ভাবসমূহের পরস্পর পুনর্ম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের লীলা, জগতের কার্য্য। বিধাতা যখন আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থেই স্ত্রী ও পুরুষ বা ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই দুই ভাব আছে। পুরুষেও স্ত্রী ভাব আছে, স্ত্রীতেও পুরুষ ভাব আছে। স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি এই উভয়ের মিলিত ভাবই পূর্ণশক্তির ভাব। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও বিশ্বজগৎ যে, স্ত্রী ও পুংশক্তির মিলিতরূপ তাহা স্বীকার করেন। বিশ্বজগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিদ্যমান নাই। কার্য্যমাত্রেই গুণত্রয় বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু সকল কার্য্যে গুণত্রয় সমভাগে বিদ্যমান নাই, গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন জগতে গুণত্রয়ের সাম্যভাব থাকিতে পারে না। অতএব জগতের সকল জাগতিক পদার্থে স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি থাকিলেও, ইহারা সর্ব্বত্র সমভাবে থাকে না। এই নিমিত্ত কোন বস্তু সত্ত্বগুণপ্রধান, কোন বস্তু রজোগুণ প্রধান, কোনও বস্তু তমোগুণপ্রধান। আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাগতিক পদার্থমাত্রেই ভোক্তৃ ও ভোগ্য বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি আছে। ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, জগতে এমন পদার্থ নাই যাহা নিরবচ্ছিন্ন ভোক্তৃশক্তি বা নিরবচ্ছিন্ন ভোগ্য শক্তি। স্ত্রীশক্তিকে যদি মাতৃশক্তি বলিয়া বুঝিতে পার, এবং পুংশক্তিকে পিতৃশক্তি বলিয়া ভাবনা করিতে সমর্থ হও তাহা

---

(২) "তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্"—শারীরক ভাষ্য। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" (শারীরক সূত্র ২।১।১৮) এই সূত্রের ভাষ্যে বুঝাইয়াছেন, 'শক্তি' কারণের আত্মভূত। কার্য্য নিয়মার্থা শক্যতাই—কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্যতাই 'শক্তি' শব্দের অর্থ।

হইলে, তোমার প্রতীতি হইবে, বিশ্ব জগতের প্রত্যেক পদার্থই মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির বা ভোক্তৃশক্তি ও ভোগ্য শক্তির মিলিতরূপ। মৈত্র্যপনিষদে পুরুষকে ভোক্তৃ এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু সমূহকে ভোগ্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বজগৎকে ঋগ্বেদে ও বেদমূলক অন্যান্য শাস্ত্রে অগ্নীষোমাত্মক বলা হইয়াছে। বিশ্বজগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলা ও ভোক্তৃ ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক বলা সমান কথা। (৩) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, ভূর্লোক ও দ্যুর্লোক ইহারা প্রথমে, সৃষ্টির পূর্ব্বে পরস্পর একীভূত হইয়াছিল, পরে (সৃষ্টি কার্য্য নিষ্পত্তির নিমিত্ত) ইহাদিগকে বিযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তিকে বিভক্ত করা হয়। ভূলোক ও দ্যুর্লোক পরস্পর বিযুক্ত হইলে উহারা বলিয়াছিল, এস আমরা পরস্পর বিবাহ সূত্রে পরস্পর উপকার্য্য উপকারক ভাবে সম্বদ্ধ হই, আমাদের মধ্যে যাহা একের আছে, এক যাহা পাইয়াছে, তাহা উভয়েরই হোক ; আমি যাহা পাইয়াছি, তুমি পাও নাই, এবং তুমি যাহা পাইয়াছ আমি পাই নাই, যাহাতে তাহা উভয়েরই উপকারে আসে, পরস্পর মিলিত হইয়া, যাহাতে পরস্পরের অভাব বিদূরীভূত করিতে পারা যায়, এস আমরা সেইভাবে পরস্পর মিলিত হই, পরস্পর বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া পূর্ণ হই, ("ইমৌ বৈ লোকৌ সহাস্তাস্তৌ বিয়ন্তাবব্রূতাং বিবাহং বিবাহবহৈ সহ না বস্ত্বিতি।"—তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ভাষ্যঃ ৭।৯।২২ "বিবাহশব্দোঽনুবাদঃ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভাবং করবাবহৈ ইত্যর্থঃ।"—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ভাষ্য। বিবাহ সংস্কারকালে যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, তাহাদের অর্থ চিন্তা করিলে, অবগত হওয়া যায়, বৈদিক আর্য্যদিগের বিবাহ সংস্কার কিরূপ বিশ্ববিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠ। অথর্ব্ববেদ বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য সম্বঃ

---

(৩) "তদিয়ং সর্ব্বমত্তি সেয়মিত্যাদ্যাত্রী অত্তা হ বা আদ্যোভবতি ন তস্যেশে যস্মাদ্যাদ্যম্বৈনং নাদ্যুঃ॥"—ঐতরেয় আরণ্যক।

"অত্তা যোঽয়ং লোকে ভোক্তা, যশ্চ আদ্যঃ ভোগ্যঃ পদার্থঃ তদুভয়রূপেণ সর্ব্বাত্মকং ভবতি ইত্যর্থঃ।" ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্য।

"অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
"অর্কস্ত্রিধাতু রজসোবিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মিনাম॥"

ঋগ্বেদসংহিতা, "তস্মাদ্ভোক্তা পুরুষো ভোগ্যা প্রকৃতিঃ তৎস্থো ভুঙ্‌ক্তে॥"—মৈত্র্যপনিষৎ।

রজঃ তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াশক্তির সহিত স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ পরব্রহ্মের বিবাহের বর্ণন করিয়াছেন। সিসৃক্ষা (জগৎসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) অবস্থাপন্না পারমেশ্বরী মায়াশক্তি পরব্রহ্মের জায়াস্থানীয়া। প্রকৃতি বা মা'য়া শক্তিকে পরমেশ্বরের 'জায়া' বলা হইয়াছে কেন? ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, পতি স্ত্রীতে পুত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত স্ত্রীর 'জায়া' নাম হইয়াছে (পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা স মাতরম্। তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে॥ তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৩) লৌকিক বিবাহে শ্বশুরের গৃহ হইতে জায়া আনীত হ'ন, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পরব্রহ্মের জায়াকে—মায়াকে সত্ত্ব রজ ও তমো গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে—বিবাহকালে কোথা হইতে আনা হয়? পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তি, মায়া বা প্রকৃতি কদাচ বিযুক্ত হইয়া থাকেন না, অতএব পরব্রহ্মের জায়াকে অন্য কোন স্থান হইতে আনিতে হয় না, আমি মায়া দ্বারা বহু হইব, এই প্রকার প্রাথমিক ঈশ্বর কৃত সংকল্পই পরমাত্মার শ্বশুরগৃহ (শ্বশুরবাড়ী) পরব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি করিবার সংকল্প বশতঃ সিসৃক্ষাবস্থা হইয়া থাকে। সৃষ্টি সময়ে সর্ব্বজ্ঞ স্রষ্টা বা পরমেশ্বরের স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনাত্মক তপঃ ("যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ—"মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯) এবং প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্যাত্মক সুখ দুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কর্ম্ম—এই দুইটী বিদ্যমান ছিল।

("তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।—"অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।৪।১০)। (১)

এই সকল শ্রুত্যুপদেশের বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা না করিলে, তোমাদের বিশেষ লাভ হইবে না। যাহা হোক্ মা দুর্গা যে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মিলিত ভাব, মা দুর্গা যে পরব্রহ্মস্বরূপিণী, তাঁহা হইতেই যে, প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগতের আবির্ভাব হইয়াছে, হইয়া থাকে ("কাসি ত্বং মহাদেবি।

---

(১) "যন্মন্যুর্জায়া মাবহৎ সংকল্পস্য গৃহাদধি। ক আসং জন্যাঃ কে বরাঃ ক উ জ্যেষ্ঠবরোঽভবৎ॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।৪।১০। স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য পরব্রহ্মণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকায়া মায়াশক্তেশ্চ প্রাণিকর্ম্মপরিপাকজনিতসম্বন্ধবশাজ্জায়মানা সো কাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্যা যা পারমেশ্বরী। সিসৃক্ষাবস্থা সা লৌকিকবিবাহত্বেন রূপ্যতে। * * * স জায়াম আবহৎ জায়তেস্যাং সর্ব্বং জগৎ ইতি জায়া সিসৃক্ষাবস্থাপন্না পারমেশ্বরী-মায়াশক্তিঃ।—(অথর্ব্ববেদভাষ্য)।

সাব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চা-শূন্যংচ।" —দেবী উপনিষৎ) যাহা বলা হইল, তাহা হইতে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় বুঝিতে পারিবে। এখন একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখ, দুর্গে! মা তুমি কে? এখন চিন্তা কর, এই মা দুর্গাকে পূজা করা ভিন্ন জীবের আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য, মা দুর্গার স্বরূপ জানিয়া যথার্থভাবে তাঁহার পূজা করা ভিন্ন জীবের আর কি পুরুষকার হইতে পারে? ঐহিক বাধা দূরীকরণ ও ঐহিক সুখ লাভার্থ, জীব যাহা কিছু করে, তাহাই বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক মা দুর্গার উপাসনা কি না? এখন ভাবিয়া দেখ, যে মা দুর্গা বিদ্যা—বেদাঙ্গভূত পুরাণাদি রূপে, যে মা দুর্গা অবিদ্যা—বেদ বিরুদ্ধ আগমরূপে, শব্দব্রহ্মময়ী যে মা দুর্গা পরা-পশ্যন্ত্যাদি রূপে বিশ্বশরীরে, সকলের অন্তরে সকলের বাহে বিদ্যমানা, যে মা দুর্গা বিশ্বরূপিণী, সে মা দুর্গাকে (শুদ্ধাশুদ্ধ বা পূর্ণাপূর্ণ যে ভাবেই হোক্) পূজা না করিয়া কেহ কি থাকিতে পারেন? (২) সীতা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—সীতা প্রণবস্বরূপিণী, সীতা মূল প্রকৃতি, সীতা সর্ব্ববেদময়ী, সীতা সর্ব্বদেবময়ী, সীতা সর্ব্বাধার কার্য্যকারণময়ী, সীতা সর্ব্বলোকময়ী, সীতা সর্ব্ব-কীর্ত্তিময়ী, সীতা সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সীতামহালক্ষ্মী, সীতা দেবেশের (পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের) ভিন্নাভিন্ন রূপা, সীতা চেতনাচেতনাত্মিকা, সীতা ব্রহ্মস্থাবরাত্মা ("সা সর্ব্ববেদময়ী সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্বকীর্ত্তিময়ী, সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বাধার-কার্য্যকারণময়ী, মহালক্ষ্মী দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা চেতনাচেতনাত্মিকা ব্রহ্ম স্থাবরাত্মা" * * *—সীতোপনিষৎ)। দেবী উপনিষদে, ঋগ্বেদসংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, চিন্তা পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে, উপলব্ধি হইবে, সীতা ও মা দুর্গা—রাম ও শিব এক পদার্থ। রমা! এইবার আমি আনন্দরামায়ণ হইতে মা দুর্গা ও সীতা-দেবীর স্বরূপাবগতির জন্য তোমাকে যে আখ্যায়িকা শুনাইয়াছিলাম, তুমি তাহা বল। সেই আখ্যায়িকার স্মরণ ও মনন করিলে, দুর্গে! মা তুমি কে, এই প্রশ্নের স্পষ্টতর সমাধান হইবে, তাহার স্মরণ ও মনন করিলে, দুর্গে!

---

(২) "বিদ্যাশ্চ বা অবিদ্যাশ্চ যচ্চান্যদুপদেশ্যম্। শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশদৃচঃ সামাথো যজুঃ॥—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।৪।১০। "তচ্ছাব্দাং ব্রহ্ম পুরুষস্য শরীরং প্রাবিশৎ। পরাপশ্যন্ত্যাদিরূপেণ তত্রৈব প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ।"—অথর্ব্ববেদসংহিত ভাষ্য।

মা তুমি কে, তুমি বিশদভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিবে, মা দুর্গা ও মা সীতা যে অভিন্ন, তাহা অনুভব করিয়া তুমি সার্থক জীবন হইবে।

যিনি সীতা তিনিই দুর্গা, যিনি রাম তিনিই মহেশ্বর।

বক্তা—আনন্দরামায়ণ হইতে আমি তোমাকে শুনাইয়াছি, 'যিনি সীতা তিনিই দুর্গা, যিনি রাম তিনিই সাক্ষাৎ মহেশ্বর।" আমি তোমাকে যাহা শুনাইয়াছি, তাহা যে তুমি বিস্মৃত হও নাই, তাহা অবগত হইয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি। আচ্ছা আনন্দরামায়ণ হইতে আমি তোমাকে সীতারাম ও গৌরীশঙ্করের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনাইয়াছি, তুমি এইবার সংক্ষেপে আমাকে তাহা বল।

রমা—একদা রাজাধিরাজ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মৃগয়ার্থী হইয়া পুত্র বন্ধু ও সৈন্যগণের সহিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সানন্দে বনে গমন করিয়াছিলেন। বনে শ্রেষ্ঠ মৃগ দেখিয়া রঘুনন্দন তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বাণ আকর্ষণ-পূর্ব্বক সবেগে সাদরে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। ভগবান্ বন হইতে বনান্তরে উক্ত মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে অশ্বারূঢ় হইয়া একাকী ক্রমশঃ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণাদি সকলে সৈন্যসহ বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র নিজবাণ দ্বারা উক্ত মৃগকে বিনাশ করিয়া বনে বিচরণ করিতে থাকেন, এমন সময়ে তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধাক্রান্ত হন, এবং শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ কোন বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। ইত্যবসরে এক শবরী (ম্লেচ্ছ বা নীচজাতিয়া বনবাসিনী স্ত্রী) তথায় উপস্থিত হয়, পরম রমণীয়রূপ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শনপূর্ব্বক শবরী অতিমাত্র আনন্দান্বিতা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের রাজচিহ্ন দেখিয়া ইনি যে রাজা তাহা বুঝিয়াছিল, শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে বলিলেন, "দেখ, লক্ষ্মণাদি সৈন্যসহ বহুদূরে অবস্থান করিতেছে, আমি ক্ষুধা ও পিপাসায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি, যাহাতে আমার ক্ষুৎপিপাসা-জনিত ক্লেশ নিবারিত হয়, তুমি এইরূপ কিছু যত্ন কর।" শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনিয়া শবরী বলিয়াছিল, "এস্থান হইতে কিছু দূরে সরস্বতীতীরে দুর্গাদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছেন, আজ মঙ্গলবার, প্রতি মঙ্গলবার বহু নারী এইস্থানে আগমন করেন, যদি আপনি এখন আমার সহিত ঐ স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে ক্ষণকাল-মধ্যে বিচিত্র অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিবেন।" শবরীর এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "হে বনবাসিনি! আমি এইস্থানেই ক্ষণ

শব, লক্ষ্মণ ও আমার সৈন্যদিগের প্রতীক্ষার্থ অবস্থান করিব, তুমিই সেই দুর্গা মন্দিরে গমন কর এবং সমাগত নারীগণকে আমার অবস্থা নিবেদন কর। শবরী শ্রীরামচন্দ্রের বচন শুনিয়া 'তাহাই করি' এই বলিয়া ত্বরান্বিতা হইয়া, দুর্গাপূজার্থ সমাগত স্ত্রীগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিল, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন, রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্র মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন, তিনি নাতিদূরে বৃক্ষতলে ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, হে বরাননাগণ! আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদিগকে তাঁহার কথা জানাইলাম, এখন আপনারা যাহা বলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহাকে জানাইব। শবরীর এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক নারীরা সম্ভ্রমান্বিতা হইয়া, নিজ নিজ বাক্য দ্বারা মুহুর্মুহু অভিনন্দনপূর্ব্বক আনন্দের সহিত শতশঃ বলিলেন,—আহা! অদ্য আমাদের দিবস ধন্য, কারণ আজ আমাদের রাঘব দর্শন হইবে, আজ আমরা রঘূত্তমকে তোষিত করিব। শবরি! আমরা প্রথমে দুর্গার পূজা করিয়া তাঁহাকে নৈবেদ্য নিবেদনপূর্ব্বক পরে শ্রীরামচন্দ্রকে তাহা সমর্পণ করিব এবং তদনন্তর আমরা প্রসাদ ভোজন করিব। এই কথা বলিয়া, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পীতকৌষেয়বাসিনী বরাননা, মৃগলোচনা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া ললনাগণ নৈবেদ্য পাত্র লইয়া সবেগে নূপুরধ্বনি করিতে করিতে মা দুর্গার সমীপে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে দেবী নিজ মন্দিরের সর্ব্বদিকের কপাট দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারীগণ মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, মন্দিরের সকল দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথ পাইলেন না। আশ্চর্য্যমনা হইয়া সর্ব্বদ্বারদেশেই নারীরা কিছুক্ষণ করে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে দেবালয় হইতে শব্দ নির্গত হইল, স্ত্রীলোকদিগের কর্ণে "আমি এইস্থলে সীতা এবং রাম সাক্ষাৎ মহেশ্বর, যাহারা এখানে আমাকে সীতা হইতে এবং রাঘবকে হর হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করিবে, তাহারা কোটি কল্প পর্য্যন্ত রৌরব নরক বাস করিবে। অতএব—হে নারীগণ! তোমরা আমার স্বামী জগৎপ্রভু রাঘবকে প্রথমে বরান্ন দ্বারা তোষিত কর, পরে আমি যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তুষ্টা হইব। ক্ষুধিত রঘূত্তমের সমীপে তোমরা গমন কর"—এইরূপ শব্দ প্রবেশ করিল। গজগামিনীগণ দুর্গাদেবীর এই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিতা হইয়া শবরীর সহিত দ্রুতপদে শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন করিলেন। শবরী তাঁহাদিগকে রাঘবকে দেখাইয়া দিল। নারীরা নেত্রপঙ্কজ দ্বারা রাঘবকে দর্শন করিলেন, প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন এবং দিব্য-

অন্ন ও স্বর্ণপাত্রপূর্ণ সুশীতল জল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ইতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থিতা হইয়া সকল নারীগণ প্রার্থনা করিলেন, হে রামচন্দ্র! শবরীকে পরমাদরের সহিত গহন বনে পাঠাইয়া তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিলে, তোমাকর্ত্তৃক আমরা আজ তারিত হইলাম, আপনার নিমিত্ত দেবীকর্ত্তৃক প্রেরিত, পুরস্থাপিত এই দিব্য অন্ন গ্রহণ করুন। রাঘব নারীগণের এই কথা শুনিয়া স্মিতবদনে বলিলেন—নারীগণ! দেবী কি বলিয়াছেন, আমাকে তোমরা তাহা বল। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই স্ত্রীলোকেরা দেবী যাহা বলিয়াছেন, বিস্তারপূর্ব্বক তাহা বলিলেন। নারীরা বলিলেন, দেবী বলিয়াছেন,—"আমি জানকী, এবং রাম সাক্ষাৎ মহাদেব, হরদুর্গা ও সীতা-রামের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, যাহারা হরদুর্গা ও সীতারামের ভেদজ্ঞান করে, তাহারা রৌরবনরকে পতিত হইয়া থাকে। অতএব তোমরা অগ্রে আমার জন্য আনীত অন্ন জল দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত রামকে তোষিত কর, পরে আমি তদুচ্ছিষ্ট ভোজন করিব। আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য ছিল, তাই আজ জগৎস্বামী শ্রীরামচন্দ্রকে অন্নজল দ্বারা তোষিত করিবার ভাগ্যোদয় হইয়াছে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক অস্মৎ কর্ত্তৃক আনীত অন্ন ভোজন করুন।" এতদ্বাক্য শ্রবণানন্তর মুদিতানন শ্রীরামচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—যদি দেবীর বচন সত্য হয়, তাহা হইলে, দুর্গা সত্বর এই গহন বনে সীতারূপে আমার সমীপে আগমন করুন। তোমাদের মধ্য হইতে কোন নারী দুর্গা দেবীকে আমার এই কথা শ্রবণ করাও। শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনিবামাত্র এক নারী মা দুর্গার কাছে গমন করিলেন এবং আদরের সহিত তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনাইলেন। দুর্গাদেবী রামবাক্য শ্রবণানন্তর আচ্ছা তাই হইবে বলিয়া, অল্প কপাট খুলিয়া সীতারূপে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পুনঃ দৃঢ়রূপে মন্দির দ্বাররুদ্ধ করিলেন এবং তোয় পাত্র হস্তে লইয়া সহাস্যবদনে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নারীগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হৃদয়া হইয়াছিলেন। ইতঃপর শ্রীরামচন্দ্র নারীদিগের দিব্য অন্ন ভোজন করিবার নিমিত্ত স্নান করিতে উদ্যত হইলেন। জগদীশ্বর শ্রীরাম শরাসনে বাণ সন্ধান করিয়া পৃথিবী ভেদ পূর্ব্বক পাতাল হইতে তৎস্থলে জল আনয়ন ও সেই জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক (মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদি) সমাপন করিলেন। স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ভগবান্ ভোজন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এমন সময় কুশাদি শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বারোহী সৈন্যগণসহ তৎস্থানে

উপস্থিত হইলেন। কুশ প্রভৃতি মা জানকীকে সেইখানে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন, পরে শবরীর মুখ হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারা গতমোহ হন; শ্রীরামচন্দ্র যে চন্দ্রশেখর এবং সীতাদেবী যে গিরীন্দ্রজা দুর্গাদেবী তাঁহাদের তখন তাহা দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছিল। ইহার পর, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কুশাদি সৈন্যগণ ও সীতা দেবীর সহিত দিব্য অন্ন ভোজন ও স্বচ্ছ জল পান করিয়া নারীগণকে আদরপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, নারীগণ! যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমরা সেই বর প্রার্থনা কর। শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া রমণীরা রঘুত্তমকে বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমাদের অক্ষয়কীর্ত্তি হয়, আমাদিগকে সেই বর প্রদান করুন।" রমণীদিগের বাক্য শুনিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তুষ্টমানস হইয়া বলিয়াছিলেন, জগতীতলে তোমাদের আমার নাম হোক্, "তোমরা 'রামা' নামে অভিহিতা হও"; পুরুষ হইতে আমার বর প্রভাবে তোমাদিগের আমাতে নিশ্চয় সদা অধিকতর সদ্ভক্তি হইবে, দেবে, ব্রাহ্মণে, সৎকথাতে, ধর্ম্মে তোমাদের স্বতঃ ভক্তি হইবে, তোমরা পবিত্রা হও, তোমরা নিত্য সধবা হও, মাঙ্গল্য সর্ব্বকর্ম্মে তোমরা অগ্রণী হও, তোমরা সর্ব্বত্র ত্রিবেণী ধৃতমস্তকা হও। আমার বাণ হইতে এই স্থানে যে তীর্থ কৃত হইল, তাহা 'রামতীর্থ' নামে খ্যাত হইবে। পরম সৌভাগ্যবতী রামারা রামচন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "জন্মান্তরেও আমাদিগকে পুনঃ দর্শন দিও।" রামাগণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া করুণাসাগর প্রেমময় শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে বনে, যজ্ঞে অন্ন যাচ্ঞা প্রসঙ্গে তোমাদের পুনঃ আমার দর্শন লাভ হইবে। নারীগণ! তোমরা তখন সকলেই দ্বিজপত্নী হইবে, এই শবরীও বিপ্রপত্নী হইবে। মদ্ভক্তিমতী শবরী আমাকে দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইলে, ইহার পতি ইহাকে গৃহস্তম্ভে বাঁধিয়া মহাদণ্ড প্রদান করিবে। পরে মদ্গতমনা শবরী বনে ভিন্ন দেহে আমার কাছে যাইবে, ইহা অভ্রান্ত কৌতুক (অতিমাত্র বিস্ময়জনক, অলৌকিক ব্যাপার) হইবে। তোমরা তখন (দ্বিজপত্নীরূপে) এই মহৎ কৌতুক দর্শনপূর্ব্বক মদ্গতমনা হইবে, নিরন্তর হৃদয়ে আমার ধ্যান করিবে, অন্তে মল্লোক (রামলোক) প্রাপ্ত হইয়া, অনুত্তম সুখ ভোগ করিবে। তোমরা আমার 'রাম' এই তারক নাম নিত্য সর্ব্বদা জপ করিবে, এতদ্বারা তোমাদের উত্তম গতি লাভ হইবে। ইতঃপর রামচন্দ্র পুরঃস্থিতা সীতাকে বলিলেন, তুমি এইবার সুখে স্বীয় স্থানে গমন কর। বিদেহজা (সীতা) তাহাই করিতেছি

বলিয়া, রামচন্দ্রকে প্রণামপূর্ব্বক যথোক্ত নারীগণ যুক্তা হইয়া পুনঃ দেবালয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক আবার দুর্গারূপ ধারণ করিলেন। দাদা, আনন্দ রামায়ণ হইতে আপনি আমাকে যাহা শুনাইয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে শুনাইলাম।

বক্তা—আনন্দ রামায়ণের এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে ?

রমা—আনন্দরামায়ণের এই সকল কথা শুনিয়া, আমি যে কত উপকৃত হইয়াছি, কত সুখী হইয়াছি, তাহা আমি আপনাকে বাক্যদ্বারা জানাইতে পারিব না, আনন্দ রামায়ণ আমার বহু সংশয় দূর করিয়াছেন, আমার বহু বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিয়াছেন। 'দুর্গে মা তুমি কে ?' আনন্দ রামায়ণ আমার এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, আমি তেমন উত্তর আর কোথাও পাই নাই। দুর্গা ও সীতা যে অভিন্না, পূর্ব্বে তাহা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আনন্দরামায়ণ দুর্গা ও সীতার ঐক্য-প্রতিপাদনার্থ যে আখ্যায়িকা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইঁহাদের ঐক্য আমি যেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, এবং তাহা করিয়া আমার যাদৃশ আনন্দ হইয়াছে, আমি অন্য কোন উপদেশ শুনিয়া তেমন স্পষ্টভাবে দুর্গা ও সীতার ঐক্য অনুভব করি নাই, আর কেহ আমার হৃদয়ে তাদৃশ আনন্দ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। যখনি আমার স্মৃতিপথে দুর্গা ও সীতার ঐক্য প্রতিপাদক এই আখ্যায়িকা উদিত হয়, তখনি আমার হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তখনি আমার বোধ হয়, আমি যেন সেই দুর্গামন্দির দেখিতেছি, মা আমার সীতারূপে বহির্গত হইলেন, আমার বোধ হয়, আমি যেন ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমার বোধ হয়, আমি যেন আমার মা'র চরণে পতিত হইয়া 'মা মা' বলে' ডাকিতেছি, আমার দৃঢ় প্রতীতি হয়, আমি যেন মার সঙ্গে আসিয়া আমার প্রাণাভিরামকে, আমার হৃদয়াভিরামকে আমার নয়নাভিরামকে দেখিতেছি, আমি যেন মার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, আমি অন্তরে সীতারামকে দেখিতেছি, আমি বাহিরে সীতারামকে দেখিতেছি, সীতারাম ছাড়া আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। আহা! আনন্দ রামায়ণের এই আখ্যায়িকা কত মধুর, কিরূপ প্রাণপ্রদ, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আনন্দরামায়ণের এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করে' তোমার কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা

হইয়াছে কি না? আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ রামায়ণের উক্ত আখ্যায়িকা শ্রবণান্তর আমার যাহা যাহা জানিতে তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে আপনাকে তাহা জানাইতেছি। যে বনে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, যে পুণ্যতম বনে মা দুর্গার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, যে বনে ভগবান্ বাণ দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতাল হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন, যে বনে সর্ব্বতীর্থময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র 'রামতীর্থ' করিয়াছিলেন, যে বনে পরম সৌভাগ্যবতী পবিত্রহৃদয়া দেবীভক্তা নারীগণ দুর্গাদেবীকে সীতারূপে দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থা হইয়াছিলেন, যে বনে তাঁহারা 'মা দুর্গা ও মা জানকী অভিন্না, যিনি রাম, তিনিই মহেশ্বর, মা দুর্গার মুখ হইতে এই সত্য জ্ঞান লাভপূর্ব্বক সার্থকজীবন হইয়াছিলেন, যে বনে তাঁহারা ভগবানের সকাশ হইতে বিশ্ববরণীয় বর লাভ করিয়াছিলেন, যে বনে পুণ্যবতী শবরী ভক্তপ্রিয় ভগবানের কৃপা পাইয়াছিলেন, আমার একান্ত জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, সে পবিত্র বনে কি এখন যাওয়া যায় না? সে পুণ্যতম তীর্থ কি এখন অগম্য? সে বনে বিশ্বের সুখবিধাতা স্বয়ং সর্ব্বদুঃখাতিগ সংসারতারক, সতত নিরাময়, নিত্য নির্ব্বিকার, সকলের সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পরমভাগ্যবতী স্বভক্তা নারীগণকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্তের ভান করিয়াছিলেন, সে বনে কি এখন যাওয়া যায় না? যে সর্ব্বশক্তিমান্ বাণ দ্বারা পৃথিবী ভেদ পূর্ব্বক পাতাল হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শবরীর অনুগ্রহপ্রার্থী হইবার জন্য যথোক্ত নারীগণের কাছে অন্নজল ভিক্ষা করিবার বস্তুতঃ প্রয়োজন হয় নাই, তথাপি তিনি যে, এইরূপ লীলা করিয়াছিলেন, ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরুর ভক্তগণের ইচ্ছা পূরণই একমাত্র তাহার কারণ সন্দেহ নাই, আমার তাই জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সেই করুণাবরুণালয় ভগবান্ কি, অন্য কোন স্থানে সেই প্রকার লীলা করিতে পারেন না? মা দুর্গা কি, ইচ্ছা করিলেই যথোক্ত নারীগণকেই কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে যাহা করিয়াছিলেন, এখন কি আর অন্য ভক্তদিগের জন্য তাদৃশ অনুগ্রহ করেন না? আমি যদি মা দুর্গার চরণে পতিত হইয়া দিবারাত্রি "মা" "মা" বলে ডাকি, মাগো! আমাকে দেখা দেও বলে, বালক সন্তানের মত দিবানিশি রোদন করি 'মা' কি, তাহা হইলে, আমাকে দেখা দেন না? যাদৃশ পুণ্যকর্ম্ম করে', যথোক্ত নারীগণ মা দুর্গার তাদৃশ কৃপা পাইয়াছিলেন, যাদৃশ সুকৃতিনিবন্ধন শবরী ভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহপাত্রী

হইয়াছিলেন, আহা আমি কি, শিব শিবা বা সীতা রামের তাদৃশ কৃপা পাইবার যোগ্যা হইতে পারি না? কিরূপ সাধনা করিলে যথোক্ত নারীগণের ন্যায় ভগবানের কৃপাপাত্রী হওয়া যায়, ঐ শবরীর মত ভাগ্যবতী হওয়া যায়, আনন্দ রামায়ণের ঐ আখ্যায়িকা শুনিবার পর হইতে আমার তাহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে। 'যিনি রাম, তিনিই মহেশ, যিনি মহেশ তিনিই রাম,' যিনি দুর্গা তিনিই সীতা, ইহাদের মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই, ইহা প্রত্যক্ষ করা কি অল্পভাগ্যের কথা? প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, কিরূপে আমি গৌরীশঙ্কর ও সীতারামকে অভিন্নরূপে দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিব? মনে হয় আমার এত উচ্চ আশাকে হৃদয়ে স্থান দিবার অধিকার নাই।

বক্তা—হতাশ হইও না রমা! করুণা বরুণালয় লোকহিতার্থ 'গৌরী শঙ্কর' বা 'সীতারাম' রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেবল ঐ নারীগণ বা শবরী গৌরীশঙ্করের—সীতারামের একমাত্র সন্ততি নহেন, আমিও তাঁহার সন্তান, অপাত্রকেও তিনি পাত্র করিতে পারেন, করিয়া থাকেন। যদি তুমি এইপ্রকার দৃঢ় সরলবিশ্বাস-বতী হইতে পার, 'আমি অপরাধের আলয়,' 'আমি অকিঞ্চন, আমি অগতি, তুমি আমার উপায়ভূত হও,' (১) তুমি যদি এইভাবে গৌরীশঙ্কর বা সীতারামের প্রপন্ন (শরণাগত) হইতে পার, তাহাহইলে, তুমিও যথোক্ত নারীগণের ন্যায় ভাগ্যবতী হইবে, শবরীর ন্যায় ভগবৎকৃপা লাভ করিবে। যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে, সরলভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন, আমি তোমার বলে, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারেন, তাঁহাদের আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে না, তাঁহা-দিগ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার তপঃ কৃত হয়, সর্ব্বতীর্থ কৃত হয়, সর্ব্বযজ্ঞ ও সর্ব্বদান কৃত হয়, মোক্ষ নিঃসংশয় তাঁহাদের করগত হইয়া থাকে।

রমা—কেন তাহা হয়?

বক্তা—পূর্ব্বে এই বিষয় বুঝাইয়াছি, সময়ান্তরে ভাল করে আবার এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যিনি যজ্ঞরূপধর ভগবান্ বিষ্ণুকে নিজ আত্মাদ্বারা পূজন করেন, সেই মহাত্মার সর্ব্বযজ্ঞ কৃত হইয়া থাকে ("যজ্ঞরূপধরং দেবং যজতে স্বাত্মনৈব যঃ। তেন সর্ব্বেকৃতা যজ্ঞা ভবন্তীহ মহাত্মনা॥"—অহির্বুধ্ন্য সংহিতা, সপ্তত্রিংশ অধ্যায়)।

---

(১) অহমস্ম্যপরাধানামালয়োঽকিংচনোঽগতিঃ। ত্বমেবোপায়ভূতো মে ভবেতি প্রার্থনামতিঃ। শরণাগতিবিত্যুক্তা সা দেবেঽস্মিন প্রযুজ্যতাম্॥—অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা।

রমা—দাদা! নিজ আত্মদ্বারা ভগবানের যজন কাহাকে বলে? কিরূপে তাহা করিতে হয়?

বক্তা—পূজাতত্ত্বে তাহা বিশদভাবে বুঝাইব।

রমা—দাদা! আমার আরো দুই একটী বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—তোমার যে যে বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, তুমি নির্ভয়ে আমাকে তাহা জানাও।

রমা—করুণাসাগর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন, নারীগণ! যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমরা সেই বর প্রার্থনা কর। ভগবানের এই কথা শুনিয়া রমণীরা বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমাদের অক্ষয়কীর্ত্তি হয়, আমাদিগকে সেই বর প্রদান করুন। আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, যাঁহারা দুর্গাদেবীর এতাদৃশ কৃপা পাইয়াছিলেন, মা দুর্গাকে যাঁহাদের সীতারূপে দর্শন করিবার অসাধারণ সৌভাগ্য হইয়াছিল, ভগবান্ যোগ্যপাত্রী বোধে অনুগ্রহপূর্ব্বক যাঁহাদিগকে স্বয়ং "তোমাদের যথাভিলাষিত বর প্রার্থনা কর" এই কথা বলিয়াছিলেন, যাঁহারা ভগবানের দেখা পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিয়াছিলেন, "যাহাতে আমাদের অক্ষকীর্ত্তি হয়, সেই বর প্রদান করুন", তাঁহারা এই বর চাহিয়াছিলেন কেন? ভগবানকে নিত্যভাবে পাইবার জন্য প্রার্থনা না করিয়া, সংসার হইতে মুক্তি লাভের প্রার্থনা না করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন কেন?

বক্তা—উক্ত নারীগণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার উঁহাদের প্রতি অধিক অনুরাগ হইয়াছে, উহাঁদের হৃদয় মহৎ, অত্যন্ত প্রশস্ত, আমার এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে। উক্ত নারীগণ যদি এইরূপ প্রশস্তহৃদয় না হইতেন, অন্যেরও আমাদের ন্যায় সৌভাগ্য হোক, যদি ইহাঁদের মনে এই ভাব না থাকিত, তাহা হইলে, ইহাঁরা নিজমুক্তির বা অন্য কোন কল্যাণের প্রার্থনা করিতেন। যে সুকৃতি নিবন্ধন আমরা আজ সীতারামের বা গৌরীশঙ্করের এইরূপ অসাধারণ অনুগ্রহ পাইলাম জগতে যে কেহ সীতারাম বা গৌরীশঙ্করকে (ইহাঁরা অভিন্ন জানিয়া) আমাদের ন্যায় পূজা করিবেন, আমাদের ন্যায় গৌরীশঙ্কর ও সীতারামের শরণাগত হইবেন, তাঁহারাই আমাদের মত জগন্মাতা ও জগৎপিতার কৃপা পাইবেন, সকলকে ইহা জানাইবার জন্য উক্ত নারীরা আমাদের অক্ষয়কীর্ত্তি হোক্, এই বর চাহিয়াছিলেন। উক্ত নারীরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই অক্ষয়কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, জগন্মাতা ও জগৎপিতার কত করুণা, জগৎ সম্যক্‌রূপে তাহা

অবগত হোক এবং শ্রদ্ধাপুত সরলহৃদয়ে তাঁহার উপরি সর্ব্ব আত্মভার নিবেদন পূর্ব্বক চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হোক্ উক্ত নারীগণের এইরূপ প্রার্থনার, আমার বিশ্বাস, ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

রমা—কৃতার্থ হইলাম। আচ্ছা দাদা! 'জন্মান্তরেও আমাদিগকে পুনঃ দর্শন দিও' উক্ত নারীরা এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন কেন? প্রেমময়, হৃদয়রমণ! তুমি আমাদিগকে নিত্য দর্শন দেও ইঁহারা এই কথা বলে নাই কি জন্য?

বক্তা—ভগবান্‌কে নিত্য দেখিবার ইচ্ছা উহাঁদের হৃদয়ে সতত বিদ্যমান থাকিলেও তখনও উহাঁরা ঠিকভাবে ভগবদ্‌গতমনা, নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবদ্‌গত-প্রাণা হইতে পারেন নাই। ভক্ত যদি জানিতে পারেন, আমার হৃদয় এখনও সর্ব্বতোভাবে বিমল হয় নাই, তাহা হইলে, তিনি কখন বলেন না, করুণাময়! তুমি আমার মলিন হৃদয়ে চির আসন গ্রহণ কর, তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই তুমি কর, আমি যেন তোমার সুখে সুখী হইতে পারি, আমি যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ ইহা ছাড়া কখন অন্য কিছু প্রার্থনা না করি। হৃদয়কে পবিত্র করিবার জন্য তোমার বাসযোগ্য করিবার জন্য, যথাশক্তি চেষ্টা করিব, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ত্বদ্‌গতমনা হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিব, যদি এজন্মে চেষ্টা সফল না হয়, এই দেহের পতন হইলে, প্রারব্ধের অবসান হইলে, জন্মান্তরে তোমাকে নিশ্চয় পাইব, জন্মান্তরেও (যদি বর্ত্তমান জন্মে এমন ভাগ্য আর না হয়) যেন তোমার ঈপ্সিততম দর্শন লাভ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হই----প্রেমভক্তিমতী পরম-ভাগ্যবতী উক্ত নারীগণের বোধ হয় ইহাই ঐরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

রমা—এভাব গ্রহণের শক্তি কি আমার হইতে পারে? ভক্ত না হইলে, যথার্থ ভাবুক না হইলে, ভক্তের ভাব বুঝিতে পারা সম্ভবপর হয় না।

বক্তা—আচ্ছা রমা! ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে 'তুমি এইবার সুখে স্বীয় স্থানে গমন কর' এই কথা বলিয়াছিলেন, বিদেহজা যখন তাহাই করিতেছি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তখন যদি তুমি সেইস্থানে থাকিতে, তাহা হইলে, একটু ভাবিয়া বল শুনি তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত?

রমা—তাহা হইলে আমার অসহ্য ক্লেশ হইত, আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইত, তাহা হইলে, আমি আমার মা বাবার চরণে লুণ্ঠিত হইতাম ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতাম, বাবাগো! মা গো! তোমরা ক্ষণকালও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না, আমি তোমাদের পরস্পর মিলিত রূপ দেখিতে দেখিতে যেন মরিয়া

যাই, আর যেন জাগি না, জাগিয়া আর যেন আমাকে তোমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান দেখিতে না হয়।

বক্তা—তোর প্রকৃত কল্যাণ হোক্। তোমার এইরূপ মনোভাব সমাধি-দ্বারা যাঁহার চিত্তমল বিধৌত হইয়াছে, যিনি আর অনন্ত সুখ শান্তিময় পরমানন্দ নিকেতন হইতে এই জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার মরুভূমিতে আসিতে চাহেন না, বাস করিতে চাহেন না, তাঁহার মনোভাবের কিয়দংশে সদৃশ বলিতে পারা যায়। তোমার এইরূপ প্রার্থনা বৈরাগ্যবানের, প্রকৃত জ্ঞানী বা ভগবদ্ভক্তের নৈসর্গিক প্রার্থনার কিয়দংশে সমান। যিনি বিশ্বমাতা—পিতাকে পরস্পর বিযুক্ত দেখিতে চান না, পরস্পর বিযুক্ত ভাবিতে চান না, পারেন না, দুঃখময় সংসার বাসে, তাঁহারই যথার্থ বৈরাগ্য হয়, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। প্রকৃতির সর্ব্বত্র চিন্ময় পরব্রহ্মকে যিনি দেখিতে পান না, তিনি পূর্ণ সংসারী, তিনি ঈশ্বরবিমুখ, তিনিই সতত মা দুর্গার জড়শক্তিকেই দেখিয়া থাকেন। তবে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা কর, তোমার দৃষ্টিতে মা বাবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকিলেও, স্বরূপতঃ তাঁহারা কদাচ ক্ষণকালের জন্য পরস্পর ছাড়া হইয়া থাকেন না, দেশ কালের ব্যবধান দ্বারা তাঁহাদের পরস্পর সদা সংযুক্ত, নিয়ত একীভূত ভাবের অন্যথা হয় না ("তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।"—ঈশোপনিষৎ)। আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাবই মোহ ও শোকের কারণ। যে 'মা' সীতারূপে নিয়ত শ্রীরাম হৃদয়ে বাস করেন, সেই বিশ্বজননীই 'দুর্গা' রূপে সর্ব্বদা হরহৃদয়ে বিরাজ করিয়া থাকেন। মা'র কষ্ট হইতেছে, শ্রীরাম সান্নিধ্য হইতে দূরে যাইবার সময়ে সীতাদেবীর হৃদয়ে প্রাণের প্রাণ রামের বিরহজনিত শোকবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইহা ভাবিয়াইত তোমার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। আহা! ত্রিভুবনজননী সদাকারা সদানন্দময়ী শিবাভিন্না শিবার শ্রীরাম হইতে অভিন্না সীতাদেবীর শোক হইবে কেন? তাঁহাকে রামবিরহানলে দগ্ধ হইতে হইবে কেন? তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিব, তোমার ভাব বড় মধুর, এভাব প্রকৃত ভক্তের মর্ম্মস্পর্শী, প্রকৃত যোগীর সহজ আনন্দদায়ক।

রমা—দাদা! 'মা' যখন সীতারূপ ত্যাগ করিয়া পুনঃ দুর্গারূপ ধারণ করিয়াছিলেন তখন কি, আবার বাহিরে জড় প্রতিমা রূপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন? প্রতিমাতে দেবতা কি ভাবে অবস্থান করেন? আমার মন কেমন কচ্ছে, উৎসবের পর হৃদয় যেমন শূন্য হইয়া যায়, চারিদিক্ যেমন শূন্য শূন্য বোধ হয়, মা আমার আবার প্রতিমাতে প্রবেশ করিলেন, ইহা ভাবিয়া আমি শোকে

অভিভূত হইতেছি। আমার করপুটে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মাগো! আমি যখন তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিব, তখন তুমি জড় প্রতিমারূপেই থাকিও না, তখন তুমি 'মা' বলে ডাকিলে উত্তর দিও, পাষাণের মত হয়ে অবস্থান করিও না। মাগো! তুমি ত সব করিতে পার, তুমি ত ইচ্ছা করিলে সকলরূপেই থাকিতে পার। আহা ধন্যা সেই বনস্থলী, ধন্য সেই দেবমন্দির, ধন্যা সেই ভক্ত নারীগণ, ধন্যা সেই শবরী। প্রতিদিন এই আখ্যায়িকা স্মরণ করিব, প্রতিদিন সেই বনস্থলীকে প্রণাম করিব, প্রতিদিন সেই পরম ভাগ্যবতী নারীগণকে মনে মনে পূজা করিব, প্রতিদিন সেই শবরীর সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিব। আনন্দ রামায়ণ বস্তুতঃ আনন্দ রামায়ণ।

বক্তা—দুর্গে! মা তুমি কে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া রমা তোমার কি বোধ হইয়াছে তাহা বল।

রমা—আমি জড়বুদ্ধি, আমার স্মৃতি শক্তিও ভাল নহে, আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমি তৎসমুদায়ের বিশুদ্ধ ভাবে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, মন্দ স্মৃতিশক্তি বশতঃ আপনার সকল কথা মনে ধরে রাখিতেও সমর্থা হই নাই। আপনি আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত এক কথা বহুবার বলিয়াছেন, দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনের পূর্ব্বার্দ্ধের অনেক কথা উত্তরার্দ্ধে পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহুবার একরূপ কথা শুনিতে শুনিতে আপনার কৃপায় দুর্গে মা তুমি কে, তৎসম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, আমি আপনাকে তাহা জানাইতেছি, আমার বিশ্বাস "আপিং জেঠা" আমা হইতে আপনাকে বেশী সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন।

বক্তা—দুর্গে মা তুমি কে? মা তোমার এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, আগে তুমি তাহা বল, পরে তোমার আপিং জেঠা কি বুঝিয়াছেন, তাহা শুনিব। আচ্ছা রমা! 'দুর্গে মা তুমি কে? দুর্গে! মা তোমার পূজা কিরূপে করিব?' 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য?' 'পুরাণে ও তন্ত্রে যে তোমার পূজা উক্ত হইয়াছে, মাগো! সে তোমার পূজা কি বেদসম্মত নহে?' এই ভাবে প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা কি তোমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তুমি স্বয়ং এই জিজ্ঞাসাকে কিরূপে নিবৃত্ত করিয়াছ, তাহা বল।

রমা—দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদসম্মত নহে? আমার ইহা জিজ্ঞাসা হয় নাই; কারণ বেদ কি, 'পুরাণ' কি, 'তন্ত্র' কি, আমি তাহা জানি না, সুতরাং

কোন্ মা দুর্গার পূজা বেদসম্মত, কোন্ মা দুর্গার পূজা বেদসম্মত নহে, আমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে না। শরৎকালে যে মা দুর্গার পূজা হয়, যে মা দুর্গার পূজা দেখিয়া আমি যাদৃশ আনন্দ এ জন্মে আর কখন উপভোগ করি নাই, তাদৃশ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, যে মা দুর্গাকে আপনি নিজ গর্ভ-ধারিণীর মত 'মা' 'মা' বলে ডাকিয়াছিলেন, ডাকিয়া থাকেন, আমি কিরূপে যথার্থভাবে সেই মা দুর্গার পূজা করিব, আমার তাহাই জিজ্ঞাসা হয়। আমি মনে মনে জিজ্ঞাসা করি "দুর্গে! মা তুমি কে? আমার দাদামণি যে তোমাকে এত ভালবাসেন, মাতৃহারা বালকের মত পুনঃ পুনঃ তোমাকে 'মা' 'মা' বলে ডাকেন, মা দুর্গে! সে তুমি কে? আমার জিজ্ঞাসা হয়, সে মা দুর্গা কে আমি কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিব?"

বক্তা—তুমি যে, মনে মনে জিজ্ঞাসা কর, দুর্গে। মা তুমি কে? দুর্গে! কিরূপে তোমাকে যথার্থভাবে পূজা করিব, তাহার কারণ কি?

রমা—আমি আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি মা দুর্গা সর্ব্ববিদ্যাময়ী। আপনি শিবরাত্রিতে এই কথা বলিয়াছেন, অন্য সময়েও আপনার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়াছি। আপনার কৃপায় আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, 'মা দুর্গা' ও 'সীতাদেবী' অভিন্না, মা দুর্গা ও সীতাদেবীই সকলের জ্ঞানদাত্রী, সকলের সংশয়চ্ছেদনকারিণী মা দুর্গা ও সীতাদেবী করুণাসাগরা, সদা শরণাগত-পালনতৎপরা। আপনার কৃপায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে, যিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমাকে জিজ্ঞাসু করেন, তিনিই বাহিরে আপনার মূর্ত্তিতে আমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিয়া থাকেন, আমার অজ্ঞান নাশপূর্ব্বক সংশয় ছেদন পূর্ব্বক আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, মা দুর্গা বিশ্বের অনুগ্রহ শক্তি বা জ্ঞানদাত্রী গুরু এবং আপনি তাঁহারই বাহ্যরূপ। আমি এই নিমিত্ত অন্তরে নির্ভয়ে বার বার আমার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী আমার অন্তর্যামিণী করুণাময়ী মা দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করি, বাহিরে বিনা সংকোচে আমার দাদামণিকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করি।

বক্তা—নন্দকিশোর! তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তুমি কি উত্তর দিবে?

জিজ্ঞাসু নন্দ—রমা যাহা বলিল আমি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তাহা ছাড়া আর কিছু বলিতে পারিব না।

বক্তা—রমা! দুর্গে মা তুমি কে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তুমি তাহাদের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছ, সংক্ষেপে আমাকে তাহা জানাও।

রমা—আমি যথাশক্তি আপনার ধ্বনির বিকৃত প্রতিধ্বনিই করিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ ক'রে আমার বোধ হইয়াছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, তাহারা আমার মা দুর্গারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, পরমানন্দ ত্রিগুণ বা শক্তি) সকল পদার্থই আমার মা দুর্গা, বিশ্বজগৎ শিব-শিবাত্মক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, স্বরাট, সম্রাট, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, দেবতাগণ, মনুষ্য, তির্য্যক্ ওষধি, বনস্পতি, নদ, নদী, পর্ব্বত, সাগর, তাপ, তড়িৎ, আলোক ইত্যাদি নিখিল পদার্থই শিবশক্ত্যাত্মক। সাক্ষাৎ শিব যে উপাধি দ্বারা সর্ব্বাকার প্রাপ্ত হন, মা দুর্গাই তাহার শক্তি, সর্ব্বশক্তিরূপিণী মা দুর্গাই জগৎকারণত্বাদিরূপে পরশিবের সর্ব্বজগৎ নির্ম্মাণের হেতু, শিবা বা মা দুর্গা পরমার্থতঃ শিব হইতে অভিন্না, শক্তিহীন শিব নিরর্থক, শক্তি কথনও শিব বিনা অবস্থান করেন না, শিবও কদাচ শক্তিরহিত হইয়া থাকেন না। যিনি উমা শঙ্করের ঐক্য চিন্মাত্ররূপে একত্ব সাক্ষাৎ করেন, অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। মানবগণ যেমন মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি এই শক্তিদ্বয়ে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অখিল জগৎ কারণরূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত শিবশক্তি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, যিনি শিব তিনিই রাম, যিনি দুর্গা তিনিই সীতা। দুর্গা ও দুর্গার্চ্চন তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আমি কৃতার্থা হইয়াছি বলিতে না পারিলেও, কৃতার্থা হইবার আশা যে আমার হৃদয়ে অচল আসন পাইয়াছে তাহা বলিতে পারি। যাহারা জড়শক্তি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও যে মা দুর্গার মায়ারূপের পূজা বা উপাসনা করেন, আপনার কৃপায় আমার তাহা বোধ হইয়াছে। এখন দুর্গে মা তোমাকে কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিব, হৃদয় এই প্রশ্নের সদুত্তর লইবার নিমিত্ত ব্যাকুলীভূত হইয়াছে। পূজা কি, সামান্যভাবে তাহা বুঝিয়াছি, কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে হয়, তাহা শুনিয়াছি, মার পূজা বিনা যে বাবার পূজা হইতে পারে না তাহা একটু উপলব্ধি হইয়াছে। আপনি বলিয়াছেন, আসন, আবাহন, পাদ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি উপচার-দ্বারা পূজা করিতে হয়, কিন্তু এই সকল উপচার মাতৃকা দ্বারা করিতে হইবে, 'মাতৃকা মন্ত্রনায়িকা'। মাতৃকাতে অনুপ্রবিষ্ট নহে, এমন অক্ষর নাই এবং যাহা অক্ষরাত্মক নহে, এমন মন্ত্রও নাই। অতএব মাতৃকা দ্বারা কৃত হইলে সর্ব্বমন্ত্র দ্বারা কৃত হয়। মাতৃকা স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ভেদে ত্রিবিধ। আমি আপনার

এই সকল অতিমাত্র গম্ভীরার্থক বচনসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনি বলিয়াছেন 'পূজা ও যোগ' অভিন্ন পদার্থ, 'পূজা ও ধর্ম্ম' 'পূজা ও কর্ত্তব্যনীতি' এক সামগ্রী। আমার করপুটে প্রার্থনা, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমি যাহাতে এই সকল বিষয় বুঝিতে পারি, সেইভাবে আমাকে এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইয়া দিন। শিবপূজা কি, কিরূপে শিবপূজা করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।

(ক্রমশঃ)

মন্ত্র-চৈতন্য।

"মননাৎ ত্রায়তে" যাহা মনন করিলে পরিত্রাণ লাভ ঘটে—তাহাই মন্ত্র। ইষ্ট দেবতা মন্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ইষ্ট দেবতা ও মন্ত্র একই জিনিস। আবার গুরু যিনি মন্ত্রদাতা তিনি ও মন্ত্র একই। গুরুকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি যে প্রেম ও ভক্তি তাহাই মন্ত্রের জীবনী শক্তি। অতএব মন্ত্র, গুরু ও ইষ্ট-দেবতা প্রকৃত পক্ষে তিনেই এক এবং একেই তিন। সেই জন্য মন্ত্র চৈতন্য করিতে হইলে এ তিনের ঐক্য ভাবনা করিতে হয়। গুরুর প্রতি যদি দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকে এবং মন্ত্র তোমাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ এ ধারণা যদি না থাকে তবে মন্ত্রজপ নিষ্ফল পণ্ডশ্রম মাত্র। মন্ত্রে ত্রাণ করে ; ত্রাণ যিনি করেন ত্রাণের উপায়ও তিনি দেখান অর্থাৎ তিনিই গুরু ইহা বুঝা চাই, ইহাই মন্ত্রের শক্তি। ইহা ঠিক ঠিক অনুভূতির বিষয় হইলেই মন্ত্র চৈতন্য হয়। মন্ত্রকে চৈতন্য করতে না পারলে শুধু জপ করলে কোন ফল হয় না। এই কথাটা আরও একটু বিশদ করে বুঝা যাক। মনে কর একজন দরিদ্র, একজনের নিকট কিছু ভিক্ষা করিতেছে সে তার নিকট চাহিতেছে কেন ? কারণ তাহার মনে বিশ্বাস আছে ইহার কাছে চাহিলে কিছু পাওয়া যাইবে। যদি কিছু পাইবেনা ধারণা থাকিত বা তাহার দিবার সাধ্য নাই মনে ধারণা থাকিত, তবে সে বৃথা পরিশ্রম করিত না অর্থাৎ তাহার নিকট আপনার অভাব জ্ঞাপন করিত না। এই কথা মন্ত্র সম্বন্ধেও খাটে। প্রতিবার জপের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ধারণা করতে হয় যে ইষ্ট দেবতার নিকট আমার যে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইতেছি তাহা তিনি শুনিতেছেন

এবং কৃপা পরবশ হয়ে আমার প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি স্থাপন করে আছেন, এবং আমাকে ত্রাণ করিবার জন্য, আমার সন্তপ্ত চিত্তকে শীতল করিবার জন্য বরাভয় করে আমার দিকে চাহিয়া আমাকে অভয় দান করিতেছেন। এইরূপ একটি ভাব লইয়া জপ না করিলে জপ করিয়া ফল হয় না। যেমন মৃত দেহকে আলিঙ্গন করিয়া লাভও হয় না সুখও হয় না তদ্রূপ। মনেকর হ্রীং একটি বীজ। ইহাতে আছে হ্+র্+ঈ+ং=মহাদেব, র=প্রকৃতি, ঈ=মহামায়া, ং=দুঃখ হরণ। অর্থাৎ যে মহাদেবী এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস বিধান করিতেছেন এবং যে মহাশক্তি হইতে এই শরীর ত্রয় (স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, জাগ্রত, স্বপ্ন; সুষুপ্তি) উৎপন্ন স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে, তিনি আমার সংসার তাপ নিবারণ করুন। জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে ত্রাণ করুন। আমার প্রাণের এই যে গভীর বেদনা, আমি জানাইতেছি কাকে? একটি কল্পিত মূর্ত্তি বা একটি জড় বিগ্রহের নিকটে কি? তা নয়। যে নির্গুণ ব্রহ্মের অসীম শক্তি চরাচর রূপে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে, যে মহাশক্তি সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের নিত্য নব নব উৎস, যিনি আমার মার মধ্যে বাৎসল্য রসে মাতৃ বুক ভরিয়া লইয়া আমার মার বেশে দেখা দিয়াছেন, যাঁর অমৃত স্তন্য পান করিয়া আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি যিনি করুণা পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আমাকে অঙ্কে লইয়া পুনঃ পুনঃ আমার মুখ চুম্বন করিতেছেন, যিনি আমার জন্য সকল ক্লেশ ও ত্যাগকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিতেছেন এই শক্তিই মাতৃ শক্তি, আমার জন্য যাঁর এই শক্তির প্রকাশ বা যে স্থান হইতে উহা স্ফুরিত হইতেছে তিনিই আমার মা; এইরূপ পিতার মধ্যে পালনী শক্তি রূপে, ভাই ভগ্নির মধ্যে সখ্য সৌহৃদ্য এর সম্পদ লইয়া আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, এইরূপ গুরুর মধ্যে ত্রাণ শক্তি রূপে যিনি প্রকাশিত যাঁর অভয় চরণাম্বুজে মুক্তি শোভা সতত বিচ্ছুরিত হইতেছে, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের যিনি মূল উৎস, যাঁর স্নেহের এক কণা মাত্র পাইয়া মা স্নেহময়ী করুণাময়ী সন্তান বাৎসল্যময়ী হইয়াছেন, সেই কোটি শশধর সুধা বিড়ম্বিনী, হাঁসির বিকাশে যাঁর গগনে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষের একমাত্র প্রকাশময়ী জ্যোতি স্বরূপিণী, সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি পবন জল পৃথিবী এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি মহা সুরেন্দ্র বৃন্দ যাঁহার আজ্ঞায় যাঁহাতে জলে জল বিম্বের মত প্রতি নিয়ত ফুটিতেছে ডুবিতেছে—সেই দয়াময়ী মা, ভক্তের জীবন সর্ব্বস্ব মা সকলের যথা সর্ব্বস্ব মা, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমার কাতর প্রার্থনা শুনিতেছেন এবং স্মিত প্রসন্ন মুখে আমায় অভয়দান করিতেছেন।

আমার আবার ভয় কি ? তাঁহার চরণাম্বুজের মহা মহিমায় আমার সমস্ত পাপ আমার মলিন বাসনা ধৌত হইয়া যাইতেছে, হাস্য সুধায় সমস্ত অজ্ঞান ধ্বংস হইয়া এক দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া দিক দিগন্ত আলোকময় করিয়া তুলিতেছে, আমার অজ্ঞান মোহ ভ্রান্তি অচৈতন্য সমস্ত সেই দিব্য তেজে বিলীন হইয়া যাইতেছে—এইরূপ দৃঢ় ধারণা লইয়া, যে মা তোমার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন আর তুমি মার কাছে মনের আবেদন নিবেদন করিতেছ আর তিনি প্রসন্ন মুখে অভয় দিতেছেন। এই দৃশ্য সম্মুখে না রাখিয়া, এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে পোষণ না করিয়া মন্ত্র জপ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় না। প্রতি মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে মাকে এই ভাবে দেখিতে হইবে ও পাইতে হইবে তবে তোমার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে। মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রাণ ভক্তিতে আর্দ্র ও বিহ্বল হইয়া যাইবে, তখনই মার অভয় বাণী শুনিতে পাইয়া জন্ম জীবন সফল করিতে পারিবে ; ভব বন্ধন মোচন হইবে এবং তুমি মুক্তির আনন্দে ভাসিতে থাকিবে। এইরূপে মার কৃপায় জন্ম জরা মোহ পাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মার অভয় পদে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। ইহাই প্রকৃত মন্ত্র-চৈতন্য। এইরূপে মন্ত্রকে চৈতন্যযুক্ত করিয়া চিন্ময়ী মাকে উপাসনা করিতে হইবে। মন্ত্র চৈতন্যের রহস্য অবগত না হইয়া মন্ত্র জপ করা অনেকটা ব্যর্থশ্রম এইজন্য শাস্ত্রেও উহা নিষিদ্ধ।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল।

হিমাচলে—বদরী পথে।

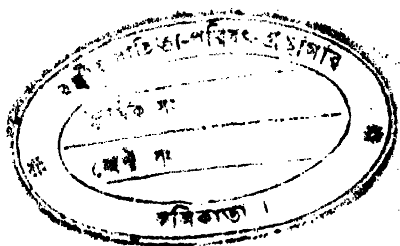
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮ই বৈশাখ বুধবার। আমাদের যে সঙ্গিনীটী উপস্থিত হইতে পারেন নাই তিনি আজ আসিয়া পৌঁছিলেন। আজ রামনবমী। আজই আমাদের হৃষীকেশ যাবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। রামনবমী উপলক্ষ্যে আহারাদির আয়োজনও সকলের ছিল না। যাই হো'ক আজ আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি আত্মকর্ম্ম কিছু করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পাণ্ডার সহিত কথাবার্ত্তা হইয়া আমাদের ছড়িদার ও কাণ্ডিওলার বন্দবস্ত হইয়া গেল। ৬বদরীর পাণ্ডা চন্দ্রাপ্রসাদের ছড়িদার গোবিন্দ এবং ৬কেদারনাথের পাণ্ডা রুদ্রবিশ্বনাথের

ছড়িদার বাসবানন্দ ইহারা আমাদের সঙ্গে রহিল। আর দু'জন কাণ্ডিওলা একজন নেপালী বীরসিংদাই ও পাহাড়ী তুলসীরাম ইহারা আমাদের বোঝা লইবে স্থির হইল। এই খানেই বহু কাণ্ডিবহা লোক, সঙ্গে তাহাদের কাহাকে লওয়া হইবে জানিবার জন্য প্রতিদিন আসিয়া সাধাসাধি করিতে থাকে। ঝাপান, ডাণ্ডি, লোকবহা কাণ্ডির লোকেরও তাহাদের মধ্যে অভাব ছিল না, কিন্তু আমাদের সকলেরই পদচারণে যাইবার সঙ্কল্প ছিল সেজন্য তাহারা আসিয়াই বিদায় পাইত। অতি দরিদ্র এই সব পাহাড়ীয়া, সামান্য ছিন্ন বস্ত্র রুক্ষ মোটা কম্বলের পোষাকেও তাহাদের সরল মুখের প্রসন্নতা দেখিবার জিনিষ। এত অভাবের মধ্যে থাকিয়াও তারা "ধারারপাণি" আর "ক্ষেতির-গঁহু" এইটুকু স্বচ্ছন্দমত পাইলেই সন্তুষ্ট।

যে দেশের লোক তারা তাহা স্বর্গদেশই, অভাব জানাইয়া ভিক্ষা করিতে তারা জানে না। স্বাভাবিক লাবণ্যভরা নিটোল স্বাস্থ্যে স্বচ্ছ সরল চক্ষে, মুখে সারল্য প্রতিভা মাখাইয়া আনন্দ কৌতুহল পূর্ণ দৃষ্টিতে কখন কখন তাকাইয়া দেখে যাত্রীদের কার্য্যকলাপ। মাগিবার মধ্যে জানে "সুঁইতাগা" সামান্য ছুঁচ, সুতার গুটি একটী পাইলেই খুব সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেলা তা' মিলিল ভাল না মিলিল তাও ভাল। এটুকু চাওয়াও তারা যাত্রীদের দেওয়ায় শিখিয়াছে। আর এই যে কত যাত্রী সহায়বিহীন অভিভাবক শূন্য অবস্থায় শুধু ছড়িদার ও কাণ্ডিওলার সাথে একাই এই দুর্গম পথে ৺নারায়ণ স্মরণে চলিয়া আসেন তাঁহারা ইহাদের অক্লান্ত সেবা ও যত্ন চেষ্টায় কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের সঙ্গের লোককয়টী খুবই ভাল ছিল, তুলসীরাম বয়সের অল্পতা হেতু একটু চাপল্য ছেলেমানুষীর ব্যবহার দেখাইত। নেপালী দাইবীরসিংকে যতই কঠিন কাজে নিযুক্ত কর না অথবা বিশ্রামের অবসর না পাক্ কিম্বা কঠিন কথায় কেহ তাকে বিনা দোষেও যদি অনুযোগ করে তথাপি তাহার মধ্যে বিরক্তি বা তাহার মুখে অসন্তোষের চিহ্ন পর্য্যন্ত ফুটিতে দেখি নাই; সকল বিরক্তির বোঝা বহিয়াও সে প্রসন্ন বদন। বাসবানন্দ ছিল অত্যন্ত ভালমানুষ তেমন চতুর ব্যক্তি নহে বটে কিন্তু অকাতরে খাটিতে প্রস্তুত আর অসুবিধার মধ্যে স্বচ্ছন্দ দিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। আর বিদেশের উপযোগী উপযুক্ত লোক ছিল গোবিন্দ ছড়িদার। সে তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আর সকল বিষয়েই কর্ম্মের নিপুণতা দেখাইত এবং যাহাতে কাহারো কোন রকম অসুবিধা না পাইতে হয় সদা তাহাতে

লক্ষ্য রাখিত। লোকটী সৎসঙ্গী ধর্ম্মালোচক এবং যাত্রী চালাইবার কৌশলও বেশ জানিত। সকলের পশ্চাতে সে চলিত যে কেহ পথশ্রান্ত হইয়া চলিতে পারিত না, নানারূপ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ তুলিয়া উৎসাহ জাগাইয়া পথশ্রমের কষ্ট লাঘব করিয়া ভুলাইয়া আনিত। কোন দিন কতটা চলিতে হইবে কোন চটিতে বিশ্রাম হইবে সমস্ত বন্দোবস্তের জন্য গোবিন্দই সকল ভার গ্রহণ করিত। ঠাকুরের গোবিন্দ প্রহরী রূপে প্রহরণায় আমাদের প্রবাসের অসুবিধা দুর্গম পথের বহুবিধ না জানার ক্লেশ কিছুই পাইতে হয় নাই। আর আমরা ছিলাম আটজন ম ও ম'র জননী, ও ন—এবং তার আত্মীয়া স,—আর শৈ—এবং তার সাথী তি—আর একজন ঝি ছিল সু—এবং অবশিষ্ট পরিচয় দিতে "আমি"। সাধুমার স্নেহ যেন আমাদের ছাড়িতে পারিতেছিল না। তিনি আমাদের দুর্গম পথে শরীরের স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া মোটরে উঠাইয়া দিতে আসিলেন। বেলা ২টার সময় আমরা হৃষীকেশ মোটরে করিয়া রওনা হইলাম। মোটর ভাড়া লোকপিছে ৮৹ হইয়াছিল। অর্দ্ধপথে ৺সত্যনারায়ণ লক্ষ্মী দর্শন হইল। সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের ধবল মূর্ত্তি, চিন্ময় যুগল শান্ত হাস্য সুরঞ্জিত বদনে উজ্জ্বল নয়নে উভয়ে দৃষ্টি বিনিময় করিয়া জগতের হাসিকান্নার খেলা খেলিতেছেন। সেখানে সদাশান্তি। অজ্ঞানের সমস্ত উপাধির চিরনিবৃত্তিতে বাসনার বিরামে যেখানে প্রেমময়ের সঙ্গে আত্মার বিনিময়ে শুধু আত্মার সঙ্গে আত্মার রমণ বিশ্রান্তিতে সকল চঞ্চলতা শূন্য হইয়া পূর্ণের মাঝে স্থিতি করিয়া দিয়াছে, আছে শুধু সৎচিৎ আনন্দ।



শুভবাণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩৪। অপরোক্ষানুভূতিই জীবন্মুক্তি।

৩৫। ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ জন্য নিত্য সাধন দ্বারা চিত্তকে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে তুলিতে হইবে।

৩৬। চিত্ত শান্ত কর দেখিবে সংসাড়াম্বর মিটিয়া গিয়াছে।

৩৭। সমগ্র দুঃখের হেতু চিত্ত বিক্ষেপ।

৩৮। তপস্যা বা প্রযত্ন দ্বারা কোন কিছুর অন্যায়ত্ব থাকিতে পারে না।

৩৯। তপস্যার দ্বারা পাপ নষ্ট হয় আর আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ হয়।

৪০। অজ্ঞান গর্ভে গাঢ় সন্নিবিষ্ট চিত্তই এই মিথ্যা জগতের কল্পনা করে।

৪১। যাবৎ পরম বস্তু দেখিতে পাওয়া না যায় তাবৎ জগতের অস্তিত্ব।

৪২। মার্জ্জন দ্বারা মণির প্রভা যেমন প্রস্ফুরিত হয় সৎশাস্ত্র ও উপাসনাদি উপায় সহায়ে চিত্তশুদ্ধ হইলে তাহাতে তেমনি সত্যের প্রভা সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এই সত্যই পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান ও সাক্ষাৎ পরমপদ।

৪৩। যতক্ষণ বিষয় বাসনা ক্ষয় না হয় ততক্ষণ চিত্তশুদ্ধ হয় না অশুদ্ধ চিত্তই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির আস্পদ।

৪৪। অহং অভিমান যুক্ত আত্মাই জীব।

৪৫। দৃঢ় ভাবনা ও একাগ্রতা দ্বারা চিত্তকে রোধ করিতে পারা যায়।

৪৬। চিত্তে যে বিষয়াসক্তি জন্মিয়াছে তাহা অভ্যাসেরই ফল, আবার সেই অভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে অভ্যাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

৪৭। যতদিন দুই দুই থাকে ততদিন অবিদ্যা।

৪৮। যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে তাহাই বিদ্যা।

৪৯। অহং অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম করাই অদ্বৈত জ্ঞানের পরিচায়ক।

৫০। আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত জীবের পুনঃ পুনঃ সংসারগতি নিবৃত্তি হইবে না।

৫১। অসম্যক জ্ঞান হেতু জগৎ প্রপঞ্চকে সত্য বোধ হয় ও দেহে আত্ম বুদ্ধির উদয় হয়।

৫২। এই মনুষ্য দেহেই যাহার যখন হৃদয়গত সমস্ত বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায় তখন সেই মরণশীল মনুষ্যই অমৃতত্ব লাভ করে।

৫৩। আনন্দই একমাত্র শান্তির সোপান।

৫৪। অমর আত্মাকে অমর বলে জানাই অমরত্ব।

৫৫। নিজ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই জীবের সকল দুঃখের হেতু।

৫৬। শোকেতে মানুষকে আত্মবিৎ করে যদি সেই শোক দিয়া মানুষ ভগবানকে পূজা করিতে পারে।

৫৭। দেহাত্মাভিমান ত্যাগ কর জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতি দৃষ্টি কর শোক থাকিবে না।

৫৮। আত্ম বিস্মৃতিই মৃত্যু।

৫৯। অস্থি ভাতি প্রিয় এইটিই আমি।

৬০। সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তিই অবতার ভাবে নিরাকার স্থূল দৃষ্টিতে সাকার।

৬১। যে সমস্ত কর্ম্ম লোকের কাছে করিতে বা বলিতে ভয় হয় তাহাই অধর্ম্ম।

৬২। প্রকৃতির কার্য্যই জগৎ—ইনি সাম্যাবস্থায় যখন থাকেন তখন ইনি অব্যক্তা; ব্যক্তা বস্থায় বিচিত্র সৃষ্টি।

৬৩। আমি কর্ত্তা নহি কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই ইহাই কর্ম্ম কৌশল।

৬৪। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

৬৫। অনন্ত মঙ্গল চিদাত্মায় যে মায়িক বিকল্প জনিত চিদভেদ তাহাই শক্তি নামে অভিহিত।

৬৬। কর্ম্ম ফল ভোগের জন্য জন্ম অপরিহার্য্য।

৬৭। তপস্যা উপাসনা বিচার দ্বারাই মৃত্যু জয় হয়।

৬৮। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ নাই; মায়া শবলিত সগুণ ব্রহ্মে মায়া আছে বলিয়া জগৎ আছে।

৬৯। কর্ম্মের ততদিনই আবশ্যকতা যতদিন না চিত্তের লয় বিক্ষেপ দূরীভূত হইয়া একনিষ্ঠা জন্মায়।

৭০। শাস্ত্র মত তপস্যা স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান লইয়া থাকাই অমরত্বের শুভ পথ।

৭১। ইন্দ্রিয়ারাম হওয়া ব্যর্থ জীবন, মরণের পথ।

৭২। যেখানে জ্ঞান সেই খানেই আনন্দ।

৭৩। অনিত্য দেহ জগৎ ইত্যাদিকে যে নিত্য বলে নিশ্চয় করেছে সে কখনও আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিবে না।

৭৪। যাহার অন্তরে অহংকর্ত্তা অভিমান নাই তাহার সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বিষাদ নাই।

৭৫। সাধুগণ অন্তরে সর্ব্বদা সেই ভয়শূন্য মরণ শূন্য দুঃখ শূন্য ব্রহ্মকে অনুভব করতঃ নির্ভয় হইয়া জীবন্মুক্ত শরীরে বিচরণ করেন।

৭৬। সকাম কর্ম্মই হেয় নিষ্কাম কর্ম্মই করণীয়।

৭৭। অন্তরে বিচার পূর্ব্বক সকলেরই উচিত মহৎ কার্য্যে গুরুতর যত্ন করা।

৭৮। আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান কার্য্য।

৭৯। ভোগদৃষ্টিই সমস্ত আপদ ঘটায়।

৮০। রাগ দ্বেষাদি চিত্তবৃত্তি প্রশমনের শক্তিই সম গুণ।

৮১। মোক্ষ যোগ্য জন্মলাভের জন্য সজ্জন সেবা কর।

৮২। পরিচ্ছিন্ন ভাবনাই দুঃখের কারণ এক ভাবনা থাকলেই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করা যায়।

৮৩। ভোগ বাসনার কণামাত্র থাকিতে, চিত্ত কখন ঈশ্বরে সমাধিস্থ হইবে না।

৮৪। কাম ক্রোধাদির স্বাভাবিক ধর্ম্মই মৃত্যু।

৮৫। শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির হেতু।

৮৬। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান বোধ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ।

৮৭। বিচার দ্বারা মিথ্যা জগতকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া উহাতে অনাস্থা কর এবং সত্য আত্মাকে জানিয়া সর্ব্বদা আত্মসংস্থ হও।

৮৮। এই সংসারের মূল কারণই কামনা।

৮৯। মনের দ্বারা সেই পরমসত্য সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে দেখিতে হইবে।

জলে যেমন ফেন জাল, বহ্নিতে যেমন ধূম সেইরূপ তুমি যাহার আধার, তুমি যাহার বিষয় সেই মায়া তোমাতে এই বিচিত্র সৃষ্টি স্থিতি লয় তুলিতেছে। লোক যতদিন মায়াতে আচ্ছন্ন থাকে তাবৎ তোমাকে জানিতে পারে না। এই মায়া বা অবিদ্যা অবিচারিত-সিদ্ধা অর্থাৎ অবিচারেই ইঁহার বিদ্যমানতা, ইনি বিদ্যার সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ তুলেন। অবিদ্যাকৃত দেহাদি সংঘাত পদার্থে প্রতিবিম্বিতা যে চিৎশক্তি—বা বিদ্যাশক্তি লোকে তাহাকেই জীব বলে। অবিদ্যা জীবের কি অনিষ্ট করে তাহা গীতা অধ্যাত্মাদি শাস্ত্র হইতে দেখান হইল।

সব করি, করিয়াও যখন বলি—কিছু করিয়া আসিলাম বলিয়া মনে হইল না তখন বুঝিতে হইবে ভাল করিয়া কিছুই করা হইল না—তখন আবার করিতে হয়। মায়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যাহা সর্ব্বদা করিতে হইবে তাহাতে যদি দৃষ্টি না পড়ে তবে জানিতে হইবে কিছুই করা হয় নাই। দৃষ্টি যখন পড়িবে তখন সমস্ত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়া শুধু আত্মার কথা, ভগবানের কথা মাত্র গ্রাহ্য করিতে হইবে। দেখিলেই দেখা যায় আমি কোন বস্তু—আত্মা কোন্ বস্তু, আর আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়া—আত্মাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া কে দেখাইতেছে আমি করি, আমি চলি, আমি ফিরি, আমি জাগি, আমি ঘুমাই, আমার দেহ, আমার মন, আমার ইন্দ্রিয়, আমার ঘর বাড়ী পুত্র কন্যা ইত্যাদি। অথচ আমি আছি, আত্মা আছেন সকলেই ইহা অনুভব করে, কিন্তু কেমন করিয়া আছেন, কি ভাবে আছেন তাহা ধরিতে পারে না। আমি বা আত্মা দেহ ব্যাপিয়া আছি, মন ব্যাপিয়া আছি—জাগ্রতে দেহ এবং মনও ব্যাপিয়া আছি, স্বপ্নে মন ব্যাপিয়া আছি, আবার সুষুপ্তিতে দেহ মন ছাড়িয়া কি যেন কি হইয়া থাকি, কিন্তু যাহা ব্যাপিয়া থাকি সেই বস্তু যখন না থাকে তখন আমি কোথায় ইহার ভাবনা করিলে বুঝি আমি যেন কোন দেশেও নাই, কোন কালেও নাই অথচ দেশ বা কাল ভাসিলে আমারই উপর ভাসে। জগতে যাহা কিছু গতিশীল বস্তু আছে তাহারা আত্মার উপরেই ভাসিয়াছে—

যিনি আত্মাকে আবরণ করিয়া, আত্মারই উপরে একটা যবনিকা টানিয়া, আত্মাকেই এই বিচিত্র সৃষ্টি রূপে ভাসাইতেছেন তিনিই মায়া, তিনিই মোহ, তিনিই অবরণীয় ভর্গ, তিনিই অবিদ্যা আর যিনি মোহ নিবৃত্তি করিয়া আমাকে ধরিয়া দিতেছেন, দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং...তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"...তিনিই বিদ্যা, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানময়ী তিনিই বরণীয় ভর্গ, তিনিই মা, তিনিই উপাস্য, তিনিই শক্তি ও শক্তিমান্ সমকালে।

তবে আর বিলম্ব করিও না—বাহিরে কর্ত্তা সাজ কিন্তু ভিতরে সর্ব্বদা জান—যা দেখ, যা শুন, যা স্মরণ কর, তাহাই মায়া, তাহাই অগ্রাহ্যের বস্তু, আর যিনি অগ্রাহ্যের বস্তু সকলকে দেখিতেছেন, যিনি অগ্রাহ্যের বস্তু সকলকে জানিতেছেন তিনি তোমার স্বরূপ; বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া থাকিলেও জানিও ভিতরে তুমি নিঃসঙ্গ—তুমি নির্ম্মল, তুমি পূর্ণ, তোমার কোন অভাব নাই, তোমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। বাহিরে আমি করি, আমি খাই, আমি চলি, আমি ফিরি, আমার দেহ, আমার মন—বাহিরে এই হইলেও ভিতরে কিন্তু সর্ব্বদার জন্য থাকিবে আমার কোন কর্ম্ম নাই, আমার কোন অভাব নাই, আমার মৃত্যু নাই, আমার দুঃখ নাই—আমি সদা পূর্ণ, সদা শান্ত, সদা আনন্দময়, সদা জ্ঞানময়, সদা নিশ্চল। প্রকৃতি আমার উপরে খেলা করিলে আমি চঞ্চল মত হই—নতুবা আমি "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ"।

বুঝিতেছ ত মানুষ আমি করি, আমি খাই, আমার ভাল লাগে, আমার মন্দ লাগে, আমার দেহ, আমার মন ইত্যাদি মায়ামোহে কেমন ভুলিয়া আছে। আমি কি, জগৎ কি, ইহার বিচার ত করিবেই, কিন্তু এই বিচার লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে কি পারিবে? যদি না পার তবে আত্মার মূর্ত্তি ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়ে নিরন্তর বসাও আর ধ্যান কর; প্রার্থনা কর। তাঁর সন্তোষের জন্য কথা কও, কর্ম্ম কর বাহিরে, আর ভিতরে ভাবনা কর, আর নাম জপ কর। সর্ব্বাপেক্ষা

তাঁহার কাছে যাচ্ঞা কর "তবাস্মি" আমি তোমার। কোন ভার নিজে লইও না—সব ভার তাঁর উপরে দিয়া তাঁর আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ কর। একান্তে আমি কি, জগৎ কি, বিচার কর। সর্ব্বদা আমি তোমার, আমি তোমার, অভ্যাস করিয়া চিত্ত শুদ্ধি কর; সন্ধ্যা, জপ, যোগ, স্বাধ্যায় যেমন করিতেছ কর—বাকী যা কিছু সবই তিনি করিয়া দিবেন।

এখন আমরা রাম-বশিষ্ঠ সংবাদে অবিদ্যার কথা আলোচনা করিতেছি।

রাম—ভবদীয় অন্তঃশীতল নির্ম্মল গম্ভীর অর্থ-বিশিষ্ট উপদেশ আমাকে বর্ষাকালের কখন মেঘাচ্ছন্ন ও কখন মেঘমুক্ত দিবসের মত কখন মোহান্ধকারাচ্ছন্ন, কখন জ্ঞানালোকপ্রকাশিত করিতেছে। আপনি বলুন জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে কল্পনা কিরূপে উঠিয়া তাঁহাকে আবৃত করে।

বশিষ্ঠ—আমার উপদেশের কোন দোষ নাই, তোমার বুদ্ধি মালিন্য-বশতঃ এইরূপ হইতেছে। তোমার সম্যক্ দর্শন হইলে সমস্তই পরিষ্কাররূপে বুঝিবে। আপাততঃ জানিয়া রাখ "কলনামল মোহাদি কিঞ্চিন্নাত্মনি বিদ্যতে" আত্মাতে কলনামল মোহাদি কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। আত্মাতে রাগ দ্বেষ নাই, আত্মা কোন কিছুতে লিপ্ত হন না আর আত্মাই এই জগৎ। পুনরায় আমি বিবিধ যুক্তি সহকারে এই বিষয় উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর।

বাক্ প্রপঞ্চ ভিন্ন অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার অন্য পথ নাই। পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে বহু জন্মে অন্তঃকরণাকার অবিদ্যার আপনাকে আপনি বিনাশ করিবার ইচ্ছা জাগে—অবিদ্যা তখন বিদ্যার উদয় কামনা করে। অবিদ্যাকে দেখিতে পাইলেই অবিদ্যার নাশ হয়। মায়াকে দেখিলেই মায়ার নাশ হয়। পরম পদে অবিদ্যা নাই। রাম! তুমি ইহা দৃঢ় ভাবনা কর। যতদিন না প্রবুদ্ধ হইতেছ তাবৎ আমার

বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মায় অবিদ্যা নাই এই দৃঢ় ভাবনা কর। মনে যাহা উঠে তাহা তুচ্ছ—আর মনই দৃশ্যাকারে বিজৃম্ভিত হইতেছে এই জন্য দৃশ্য প্রপঞ্চও তুচ্ছ। এইভাবে যাঁহার অন্তরে, মনও তুচ্ছ; দৃশ্যপ্রপঞ্চও তুচ্ছ, এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছে আর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মভাবই সত্য ইহা নিশ্চয় হইয়াছে সেই মহাপুরুষেরই মোক্ষ হয়। বাহ্যবস্তু সমস্ত এবং মনের বাহ্যবস্তু বিষয়ক কল্পনা সমস্তও মোক্ষের প্রতিবন্ধক। জগৎটা মানুষের বন্ধনরজ্জু। জগৎটাকে যিনি স্বপ্নভূমির ন্যায় দেখেন সেই অনাসক্তচিত্ত মানুষ আর দুঃখে পড়েন না, ইন্দ্রিয়দেহ ইত্যাদি মিথ্যা দ্বৈতে যিনি আমি আমার করেন না তিনি আর অবিদ্যা সরিতে নিমজ্জিত হন না। আত্মায় কোন বিকার নাই।

যাহা যাহা ব্যবহার প্রয়োজনে আত্মা হইতে সৃষ্ট হয় সে সকলও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। তন্তু নাই পট আছে ইহা যেমন হয় না, সেই রূপ বিনা ব্যবহারে শাস্ত্রাদির স্থিতি অসম্ভব। জীব অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া আত্মাকে দেখিতে পায় না। তজ্জন্য অবিদ্যার নাশ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

বিনা আত্মজ্ঞানে অবিদ্যা সরিৎ পার হওয়া যায় না। বিনা শাস্ত্র-চর্চ্চায় আবার আত্মজ্ঞানও লাভ করা যায় না। অবিদ্যা যাহা হইতে হয় হউক, অবিদ্যা জন্মিলে তাহা আত্মাকে মলিন করিবেই। তুমি এখন এই মাত্র জানিয়া রাখ যে আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অবিদ্যা উঠে। "কুতো জাতেয়মিতি তে রাম মাস্তু বিচারণা"৩২ – কোথা হইতে অবিদ্যা জন্মে রাম এ বিষয়ে তোমার বিচার অনাবশ্যক। "ইমাং কথমহং হন্মীত্যেষা তেহস্তু বিচারণা" এই অবিদ্যাকে নাশ করিব কিরূপে ইহার বিচারই তোমার হউক। পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া অবিদ্যাকে ক্ষীণ করিয়া নাশ করিতে পারিলেই তুমি বুঝিবে কোথা হইতে ইহা উঠিয়াছিল, কিরূপে ইহা স্থিতিলাভ করিয়াছিল এবং কিরূপে ইহা নষ্ট হইল। তুমি তখন বুঝিবে বস্তুতঃ ইহা নাই, ইহা প্রকাশিতও হয় না এবং দৃষ্টও হয় না। অসৎ যাহা, ভ্রম যাহা তাহাকে সত্যরূপে কে

কি জন্য জানিবে? এই মায়া যে আকার ধরিয়া বিস্ফারিত হইয়া সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে ইহা দোষেরই জন্য, কোন গুণের জন্য ইহা নহে।

বলাৎ প্রণাশয়ত্বেনাং পরিজ্ঞাস্যসি বৈ ততঃ।
অপি শূরা অতিপ্রাজ্ঞাস্তে ন সন্তি জগত্রয়ে ॥ ৩৬

ইহাকে বিচার বলের দ্বারা বিনাশ কর তবেই ইহার তত্ত্ব বুঝিবে। অতি শূরই হউন বা অতিপ্রাজ্ঞই হউন, ইহার বশীভূত হন নাই এমন কেহই এই ত্রিজগতে নাই। অবিদ্যা রোগকে বিনাশ করিবার যত্ন কর। যাহাতে এই অবিদ্যা জনন মরণ দুঃখে পুনরায় নিক্ষেপ করিতে না পারে তাহার জন্যই তুমি যত্ন কর।

সর্ব্বাপদামেকসখীমজ্ঞানতরুমঞ্জরীম্।
অনর্থসার্থজননীমবিদ্যামলমুদ্ধর ॥৩৮

সমস্ত আপদের একমাত্র সখী, অজ্ঞান বৃক্ষের মঞ্জরী, যাহাতে অনর্থ হইবে তাহাকেই রমণীয় দেখাইয়া প্রয়োজন বোধদায়িনী এই অবিদ্যামল হইতে আপনাকে উদ্ধার কর।

ভববিষাদদুরাধিবিপৎ প্রদাং
হৃদয়মোহমহাপটলাঙ্কুরাম্।
ভৃশমপাস্য কুদৃষ্টিমিমাং বলাৎ
ভব ভবার্ণবপারমুপাগতঃ ॥৩৯

সংসারে যত বিষাদ, যত ভয়, যত আধিব্যাধি, যত বিপদ, সমস্তই প্রদান করেন এই অবিদ্যা; হৃদয়স্থিত আত্মদৃষ্টিকে মোহান্ধ করিবার হেতু যে এই স্থূল দেহাদি তাহার অঙ্কুর স্বরূপ এই অবিদ্যাকুদৃষ্টিকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া তুমি ভব সাগর পার হইয়া যাও।

স্থিতি ৪২ সর্গ।

অবিদ্যা ব্যাধির ঔষধ—জীবাবতরণক্রম।

রাম—অসৎ হইলেও অবিদ্যা কুপিত, অবিদ্যা "প্রেক্ষামাত্র বিনাশিনঃ"—অবিদ্যাকে দেখিবামাত্র ইহার বিনাশ হয়, এই সর্ব্বজগৎবিস্তারিত ব্যাধি স্বরূপ যে অবিদ্যা—আপনার কথায় এই সমস্ত বিশ্বাস করিতেছি—আমার বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই ইহা অনুভব করিতে পারিব। আপনি এই অবিদ্যাব্যাধির ঔষধ কি তাহাই বলুন।

বশিষ্ঠ—অবিদ্যাব্যাধির ঔষধ এই মহারামায়ণ। এই ব্যাধির শান্তি কিরূপে হইবে তাহা বহু প্রকারে বলিতেছি। আরও অনেক বার বলিব। এখন পূর্ব্বসর্গে যাহা বুঝাইব বলিয়াছিলাম অর্থাৎ নিশ্চলবপু পরমাত্মার সত্তার একদেশে নিশ্চল সাগর হইতে তরঙ্গমালার উত্থানের মত স্পন্দন কিরূপে উঠে—সেই স্পন্দন ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীব কিরূপে উঠে তাহাই শ্রবণ কর।

রাম—অবিদ্যার কার্য্য হইতেছে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ। আপনি বহুপ্রকারে এই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। আমি এই সৃষ্টিতত্ত্ব যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা কি এখানে একবার বলিব?

বশিষ্ঠ—বল। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব আমি পুনরায় বলিব।

রাম—মায়া হইতেই এই সৃষ্টি। মায়ার দুইরূপ। বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপে পৌঁছাইয়া দেন আর অবিদ্যা বহুবিধ ক্লেশে বহু বহু জন্ম ধরিয়া জীবকে সর্ব্বদা উন্মজ্জিত নিমজ্জিত করিতেছেন। ঋগ্বেদ সংহিতা বলিতেছেন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ কৃত্বা পুরুরূপো বহুরূপঃ ঈয়তে জায়ত ইত্যমুনা প্রকারেণ শ্রুতি ব্যাপকং ব্রহ্ম বদতি"। মায়া শক্তি দ্বারা পরমব্যোম, পরমপুরুষ, পরমাত্মা ইন্দ্র বহুরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন—ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। মায়াবাদ কোন লোক বিশেষের সিদ্ধান্ত নহে। বেদই বলিতেছেন ব্রহ্ম মায়াদ্বারা যত সহস্র পরিমাণে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন,

বাক্য পদ বা শব্দের সংখ্যাও তত। অনন্তভাবে বিবর্ত্তিত তিনি হয়েন বলিয়া বাক্য, পদ ও শব্দও অনন্ত। গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেক-পদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী অষ্টপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্—বেদ এই মন্ত্রে বাগ্‌দেবী সৃষ্টুপরমে সলিল সদৃশানি বাক্যপদানি তক্ষতী সৃজন্তি মিমায় শব্দমকরোৎ। মায়াই সৃজন করেন ইহা বেদের উপদেশ। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। আবার ঈশাবাস্য উপনিষদে জ্ঞানলাভের জন্য প্রথম উপদেশ হইতেছে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" অর্থাৎ মায়াদ্বারা সমস্তই আচ্ছাদিত; তুমি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছাদিত দেখ তবেই তোমার জ্ঞান লাভ হইবে। গীতাও বলিতেছেন "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। আমার শরণাপন্ন হইলে এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করা যায়। শ্রুতি স্মৃতি মায়া সম্বন্ধে এইরূপই বলিতেছেন। শরণাপন্ন হইতে হইলে এই সৃষ্টিতত্ত্বও বিশেষভাবে শুনিতে হয়।

শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা মায়াদ্বারা এই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসিয়াছেন। অবিদ্যা অন্ধকারে ব্রহ্মকেই সৃষ্টিরূপে দেখা যাইতেছে। কাজেই ভ্রম দর্শনেই সৃষ্টি দেখা যায়—সম্যক্ দর্শনে ব্রহ্মই আছেন—সৃষ্টি ছবি থাকে না। ভ্রমের শান্তিই স্বরূপ স্থিতি। শ্রুতি যখন বলিতেছেন "পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব; অতিথিদেবো ভব" তখন ইনি কোন কল্পনার কথা বলিতেছেন না—যাহা সত্য তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্মই অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথি সাজিয়াছেন। জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই সেই চৈতন্য পুরুষ। সেই চৈতন্য ভিন্ন আর যাহা কিছু দেখা যায় শুনা যায় সমস্তই ভ্রম দর্শন। এই ভ্রম দর্শন অবিদ্যাকৃত।

অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল ইহা জানিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অবিদ্যা দোষ দূর করিতে পারিলেই ইহা জানা যাইবে।

অদ্বৈত ব্রহ্মই বস্তু আর সমস্তই মিথ্যা। এই ব্রহ্মকে শ্রুতি এবং

আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতেছেন। যদি কেহ মনে করে তবে ত অদ্বৈত থাকেন না—শক্তি স্বীকার করিলে দ্বৈতভাবই আসে। না ইহা বলা যায় না। শক্তি যখন ব্রহ্মে থাকেন তখন শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। ব্রহ্মে অস্পন্দ ও স্পন্দভাব এক হইয়াই থাকে। স্পন্দ-ভাব আপনিই জাগে তখন অস্পন্দ ভাব হইতে যেন ইহা পৃথক মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে যাহা আসে তাহা ব্রহ্মই। যেমন জল হইতে যে তরঙ্গ উঠে তাহা জলই। অবিদ্যাই ব্রহ্মতরঙ্গকে আকারবিশিষ্ট করিয়া দেখায়।

বশিষ্ঠ—ঠিক ধারণা করিয়াছ। এখন জীবাবতরণ ক্রম আবার শ্রবণ কর।

রাম—বলুন।

বশিষ্ঠ—স্তিমিত-জল-সমুদ্রের সংক্ষোভ হওয়া ধারণা কর, ব্রহ্মের বহির্ম্মুখ হওয়ার আভাস পাইবে। ব্রহ্মে সর্ব্বশক্তি অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের মত এক হইয়াই ছিল। ব্রহ্মের শক্তি স্পন্দতা প্রাপ্ত হইল।

অন্তরব্ধের্জ্জলং যদ্বৎ স্পন্দাস্পন্দবদীহতে।
সর্ব্বশক্তিস্তথৈকত্র গচ্ছতি স্পন্দশক্তিতাম্ ॥৫

সাগরের ভিতরের জল যেমন স্পন্দ অস্পন্দমত দেখা যায় সেইরূপ সর্ব্বশক্তি একসঙ্গে স্পন্দশক্তির ভাব প্রাপ্ত হয়। এই আদি স্পন্দন—এই আদি ক্রিয়া কেন হয়?

আত্মন্যেবাত্মনা ব্যোম্নি যথা সরতি মারুতঃ।
তথেগাত্মাত্মশক্ত্যৈব স্বাত্মন্যেবৈতি লোলতাম্ ॥৬

আকাশে বায়ু যেমন আপনাতে আপনি প্রসারিত হয় সেইরূপ আত্মা আত্মশক্তি দ্বারা আপনাতেই লোলতা—স্পন্দতা প্রাপ্ত হন।

স্বশিখাস্পন্দশক্ত্যৈব দীপঃ সৌম্যোযথোন্নতম্।
[illegible] সাত্মা তৎ স্বে বপুষি বল্গতি ॥৭

স্বীয় শিখার অন্তর্নিহিত স্পন্দশক্তি দ্বারাই দীপ যেমন ঊর্দ্ধে গমন করে সেইরূপ এই আত্মাও আপনার শক্তি শরীরে স্পন্দিত হয়েন।

উৎসব।



আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } মাঘ, ১৩৩৩ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

গীত।

আমি—দেহের কোথায় করি বাস।
খুঁজে—ভিতরে বাহিরে হইলাম নিরাশ॥
বল—ইহা হ'তে কি আর আছে বিড়ম্বনা
আমি কি তাহাত আমিই জানি না
আমি কিম্ভূতকিমাকৃতি কোথায় বা ঠিকানা
কোথা ব'সে ভুগি সুখ আর যাতনা॥
কোথা হতে কোথায় এসেছি এখন
কোথাই বা পরে করিব গমন
দেহে—স্থির আছি না আমি করি বিচরণ
দেহ আমি? কি মোর দেহাবাস?
যদি—শূন্যগর্ভ একটি কাঁচের মানুষ গড়ে
জল পুর তাতে পরিপূর্ণ করে
তবে—জলের হস্তপদ অঙ্গুল্যাদি ক'রে
জলের মানুষ একটি হয়গে তার ভিতরে
ভাঙ্গ যদি কাঁচ পূর্ব্বাকৃতি জল
ধেয়ে সিন্ধু মুখে যাবে অবিরল

আমিও কি দেহে তেমতি কেবল
আমি নষ্ট যবে দেহ নাশ ॥
আমি—এই কাঁচের নলে হয়েছি বিকৃত
আমি কি তাহা ত আমিই জানি না ত
আমার—দশদিক প্রাচীরে রুদ্ধ সিন্ধু পথ
এখন বদ্ধ জল আমি কীটেতে দূষিত
কবে কৃপাময়ি! দীনে কৃপা করে
বহান ভক্তি স্রোত এই কাঁচের ভিতরে
তবেই সে আমি পূর্ব্বাবস্থা ধরে
আপনাকে চিনায় পাই প্রত্যাশ ॥

নাগোয়া সাধু হরিহরানন্দ সঙ্গ।

(১)

প্রশ্ন—বাবা! আমাদের উদ্ধার বা মুক্তি কি ক'রে হবে?

উত্তর—রামজীকো শরণাপন্ন হো যাও, উন্‌কো নাম জপতে রহ।

প্রশ্ন—কি জপ করিব বাবা!

উত্তর—যো তোমরা দিল চাহে—রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব যো হ্যায়।

প্রশ্ন—বাবা! আপনি কি জপেন?

উত্তর—হাম তো ভাই শিব শিব জপিলা।

প্রশ্ন—আমরা যে বিষ্ণুর উপাসক?

উত্তর—ভালা—বিষ্ণু বিষ্ণু রাম রাম যো তোমারা খুসি জপো।

প্রশ্ন—বাবা! শিব বড়া না বিষ্ণু বড়া?

উত্তর—হাম ত সমঝিলা কি দোনো একই হ্যায় আব্ তু যো সমঝ।

(২)

প্রশ্ন—ভগবানের উপাসনা ঠিক হইতেছে কিনা, কি করিয়া বুঝিব?

উত্তর—যব উনকো নামসে প্রেম বাঢ়তা যায়, তো জানো কি উপাসনা ঠিক হ্যায়।

প্রশ্ন—উপাসনাতে মন লাগে না কেন বাবা ?

উত্তর—পূর্ব্ব সংস্কারকে জোর সে।

প্রশ্ন—কি করিলে সংস্কার ভাল হয় ?

উত্তর—নাম লেতে রহো।

প্রশ্ন—নাম লইতে লইতে যে অন্যমনস্ক হইয়া যাই ? ইহার উপায় কি ? লয় ও বিক্ষেপ যায় কিসে ?

উত্তর—খুব জোরসে চিল্লাকর নাম লেও। যব লয় বিক্ষেপ ছুট যায়গে তো মন মন মে জপো।

প্রশ্ন—আর কিছু সাধনা করিতে হইবে কিনা ?

উত্তর—তোম রামজীকো শরণাপন্ন হো কর নাম লেনা, আউর সব যো করনা হোগা রামজী সামহারেঙ্গে (করেঙ্গে)।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮

মদ্ভক্তগণ আমার কৃপায় অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করেন—ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "যাঁহারা কিন্তু আমাতে সর্ব্ব ভাবনা, সমস্ত বাক্য ও সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য ভক্তিযোগ সহকারে ধ্যান-নিরত হইয়া আমার ভজনা করেন, হে পার্থ! আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই মহাত্মাদিগকে আমি মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।

অতএব আমাতেই মনঃস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর তাহা হইলে মৎপ্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে আমাতেই অবস্থান করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জপ্ তে রহো—সব হো যায়েগা।

রামং চিন্তয় চিত্ত বর্ব্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্
কিং মিথ্যা বহু জল্পনেন সততং রে বক্ত্র রামং বদ।
কর্ণত্বং শৃণু রামচন্দ্র চরিতং কিং গীত-বাদ্যাদিভিঃ
চক্ষু রামময়ং নিরীক্ষ্য সততং রামাৎ পরং নাস্তি বৈ॥

রে বর্ব্বর চিত্ত! সর্ব্বদা রাম চিন্তা লইয়া থাক, নানা চিন্তা করিয়া ফল কি? সতত নানা মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা আর কর কেন? রে বদন! তুমি রাম রাম বল। রে কর্ণ! তুমি রামচন্দ্র চরিত্র শ্রবণ কর আর গান-বাদ্য শুনিয়া কি হইবে? চক্ষু! তোমরা সতত রামময় সমস্তই দেখ—রাম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বেনারস।

গীত।

শক্তি দে মা মহাশক্তি তোর সাধনে।
মা তোর সাধনে কার শক্তি হবে তোর শক্তি বিনে॥
ভাবে—বিভোর হয়ে তোরে ডাকি বড়ই সাধ মনে॥
(পাগল হয়ে তোরে ডাকি—সব ভুলে তোরে ডাকি—ইত্যাদি)
নয়ন মেলে যা দেখি, তা তোরে যেন নিরখি
হেরি যেন মুদে আঁখি হৃদি আসনে॥
শব্দ শুনিলে শ্রবণে, রসনায় রস আস্বাদনে
তোর ভাব উদয় হয় মোর মনে যেন তখনে॥
তোর দয়া মা হয়গো যারে তার অসাধ্য কি সংসারে
বামনে চাঁদ ধর্‌তে পারে তোর কৃপা গুণে।
মাগো রাজমোহনেরে তুই সদা রাখলি ঘুমের ঘোরে
তুই না জাগাইলে পরে (তনয় বলে—সদয় হয়ে) জাগ্‌ব কেমনে॥

তোমার জন্য কি করিলাম ?

(৺কাশীধাম মাঘ মাস ১৩৩৩ সাল)

জীবের আদি প্রতিজ্ঞার কথা যে অবধি শুনিয়াছিলাম, সেই অবধি সাধ জাগিয়াছিল তোমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া—তোমার অনুমতি না লইয়া কোন কাজ করিব না, কোন ভাবনা মনে স্থান দিব না, এমন কি কাহার সহিত, তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া—প্রথম তোমার অনুমতি না লইয়া, কোন বাক্য উচ্চারণও করিব না। হায়! ইহাত হইল না, শতবার ভুল হইয়া গেল, এখনও ভুল হইয়া যাইতেছে, শত শত অপরাধ হইয়া যাইতেছে।

হায়! যে অনুরাগে বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিলাম, যে অনুরাগে জীবন ভরিয়া ইন্দ্রিয়ের সেবা করিলাম, যে অনুরাগে রিপুর কার্য্য করিলাম, যে আগ্রহে বিষয়ের দিকে মনের বাসনা মিটাইতে চেষ্টা করিলাম, যে অনুরাগে শরীর ভোগার্থ অহর্নিশ প্রাণপণ করিলাম, হায়! তাহার শতাংশের একাংশ ও কি অনুরাগে তোমার দিকে ফিরিতে চেষ্টা করিলাম ?

তোমার জন্য কিছু যে না করিলাম তাহা বলি না, কিন্তু সে কার্য্য করায় অনুরাগ কোথায় ? না করিতে পারিলে যাতনা বোধ কোথায় ? সবাই করে তাই দেখা দেখি করিলাম, করিলে ভাল হয় সবাই বলে তাহাই ফলের আকাঙ্ক্ষায় করিলাম, কিন্তু অনুরাগে তোমায় ভজিলাম কৈ ? প্রবল বিশ্বাসে, যেমন করিয়া করিতে হয় তেমন করিয়া করিলাম কৈ ?

কিন্তু হতাশের উচ্ছ্বাসে কথা কহিয়া কি হইবে ? আশা কি কিছু আছে ? এখনও কি কিছু হইবে আমা দ্বারা ? শত শত পাপ হইয়া গেল, কোটি কোটি অপরাধ হইয়া গেল, আর জীবনও ত শেষ হইয়া আসিল। সে উদ্যমও নাই, সে সামর্থ্যও নাই। শরীর এবং মনও আর স্ববশে থাকে না। এই বিপর্য্যয় কালে নিজের শরীরও নিজের কাছে ভার বোধ হইয়া উঠিল।

না, না এখনও হতাশ হইতে গুরু নিষেধ করেন, শাস্ত্র নিষেধ করেন, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশা। তুমি ক্ষমাসার, তুমি করুণা-বরুণালয়, আর অপরাধ করিব না বলিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলে তুমি হস্তপ্রসারণ করিয়া কোলে তুলিয়া নির্ম্মল করিয়া দিয়া থাক, শত শত দুঃখীকে তুমি পার করিয়া

দিয়াছ, তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, তুমি পীড়িতের ত্রাণকর্ত্তা, তুমি সর্ব্বকালেই মঙ্গলময়, তুমি পাপী তাপীর একমাত্র আশ্রয় স্থান, কেন তবে হতাশ হওয়া, কেন তবে হায় হায় করা?

এখনও যে কয়টা দিন অবশিষ্ট আছে তাহার ব্যবহারে চেষ্টা করাই ত শ্রেয়ঃ। "ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্ত্তমানমথাচরম্" যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া কাজ নাই, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও দেখিবার প্রয়োজন নাই বর্ত্তমান সময়টাই ভজনা করা উচিত, বর্ত্তমান সময়েরই সদ্ব্যবহার করিতে শাস্ত্র বলিতেছেন, শ্রীগুরু বলিতেছেন।

কিন্তু ঠাকুর! আর একবার শেষ চেষ্টা করিতে ত বদ্ধপরিকর হইতে চেষ্টা করিব কিন্তু ইহা হইবে ত? তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া আর একবার ত উদ্যম করি, আর যা কিছু সবই তোমার উপর নির্ভর।

অনুরাগ আসিবে কিরূপে? ভাবনা, কর্ম্ম, কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিতে অভ্যাস হইবে কিরূপে? কাহারও সাক্ষাতে মুখ খুলিতে হইলে তোমার সঙ্গে "নেত্রান্ত সংজ্ঞা" করিয়া কথা কহিবার অভ্যাস হইয়া যাইবে কিরূপে? সর্ব্বদা তোমার নাম করার অভ্যাস পাকা করিয়া করিতে প্রাণপণ করা চাই। কেহ আসিলে নাম জপ ছাড়িয়া দিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করা উচিত নহে। শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে পারিলে থপ্ করিয়া কোন কাজ আর হইতে পারে না। কেহ আসিলে কতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া থাকা উচিত অথবা ইহা শ্বাসে শ্বাসে জপ অভ্যাসীর আপনা হইতে হইয়া যাইবে। আরও মনে রাখা উচিত "না পৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়াদিতি বেদানুশাসনম্" কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কথা কহিবে না ইহা বেদের আজ্ঞা।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে তুমিই যে আমার আত্মা ইহা নিত্য অভ্যাস করা চাই। আমার গুরুদেব আমারই আত্মা, আমার ইষ্টদেবতা আমারই আত্মা, আমার মন্ত্র আমার আত্মার মূর্ত্তি ইহা সর্ব্বদা আলোচনা করা উচিত। শাস্ত্র বলিতেছেন "আত্মৈব দেবতা প্রোক্তা" তন্ত্ররাজ, "আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ" "আত্মা এবাসি মাতঃ"—আমার আত্মারই মূর্ত্তি আমার ইষ্টদেবতা, অন্য দেবতা যাঁহারা তাঁহারা আমার আত্মারই রূপ। আমার আত্মার প্রকট রূপ এই আমার প্রাণ। এই জন্য প্রাণকে ভগবান্ বলা হয়। "প্রাণোহি ভগবান্ ঈশঃ" ইত্যাদি।

একটু স্থির হইয়া ভাবনা করিলেই দেখা যায় "আমি আছি" ইহা অপেক্ষা স্থির অনুভবের বিষয় আর কিছুই পাওয়া যায় না। এই আমিই আত্মা।

ইঁহারই রূপ আমার ইষ্ট দেবতা। আমার আত্মাই কৃপা করিয়া আমার জন্য আমার ইষ্টমূর্ত্তিতে আমার গুরু মূর্ত্তিতে আমার মন্ত্র মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। আপনার উপরে আপনার অনুরাগ কার না হয়? সকলেরই আছে। এই তিনকে—গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র এই তিনকে এক করিয়া ইঁহাকেই প্রাণ দিতে হইবে। যতক্ষণ না যথাস্থানে প্রাণ দেওয়া যায় ততক্ষণ কিছুতেই সুস্থ হওয়া যায় না। প্রাণটা "দিবারই" বস্তু। ইষ্টকে প্রাণ দাও, মন্ত্রকে প্রাণদাও গুরুকে প্রাণদাও। ইনি সর্ব্বদা আত্মারূপে হৃদয়ে আছেন। "নেত্রান্ত সংজ্ঞা" ইঁহারই সহিত করিতে অভ্যাস করিতে হইবে; ইঁহাকেই প্রসন্ন করিবার জন্য লেখা পড়া, জপ, তপ, স্নান, আহার, চলা, ফেরা সব করিতে হইবে। শেষে যখন ইনি একান্তে সব ছাড়িয়া আপনি-আপনি ভাবে বিশ্রাম লাভ করিবেন তখনই ইঁহার কৃপায় জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ বিশ্রান্তি হইয়া যাইবেই।

উপসংহারে বলি উপরে যে সাধনার কথা লেখা হইল তাহা চিত্তশুদ্ধির জন্য। "কুর্ব্বন্ নেবেহ কর্ম্মাণি" মন্ত্রে শ্রুতি এই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। চিত্তশুদ্ধির পরে "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" সাধিয়া এই জন্মেই তাঁহার সহিত এক হইয়া থাকিবার কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। কলির জীবের জন্য চিত্তশুদ্ধিই উৎকৃষ্ট সাধনা। উপরে যাহা বলা হইল তাহারই দুই একটি সহজ সঙ্কেত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম—মনে যাহা উঠে তাহা নিবারণের জন্য নালিশ করিতে অভ্যাস করা অতি সুন্দর সাধনা। "কটু কইবি সাজা পাবি মাকে দিব ক'য়ে। সে যে দনুজ দলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে" রাম প্রসাদের সাধনার অঙ্গও ইহা ছিল।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে—"নেত্রান্ত সংজ্ঞার" সহজ উপায় হইতেছে কপাল কুহরে জিহ্বা সর্ব্বদা তুলিয়া রাখার অভ্যাস করিয়া ফেলা। যাঁহারা ইহা পারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার অনুমতি লইয়া কথা কওয়া সহজেই হইতে পারে।

মিলন-গীতি।

আছ জানি তুমি অন্তরতম
প্রকাশিতে যে হে জানিনা
ভাব অভাবে অতুল মহিমা
করিতে পারিনা ঘোষণা
তোমার বিমল আনন্দ শান্তি
অমিয় চরণ পরশি
করুণা কিরণে হৃদয় কমল
উঠিবে কবে বিকাশি
গুরুমুখে শুনি বাসনা বিনাশে
মন হলে চির সুপ্তি
মায়া সরাইয়া উঠিবে ভাতিয়া
তোমার মধুর দীপ্তি
(তখন) হৃদয় বীণাতে নাম রাগিণী
সুললিত তানে বাজিবে
তুমিগো আমার সাধনা পূরণে
মিলন-গীতি গাহিবে।

তুমি আমির কথোপকথন।

(১)

আমি ত "এই আমি" কিন্তু "তুমি" কে ? তুমি কে জান ? আমির মধ্যে যে সর্ব্বদা থাকিয়া বহুরূপ ধ'রে বহু কথা কয়—সর্ব্বদা কয়—আবার বাহিরের কতকির মধ্যে আপনাকে আবরণ করিয়া সেই সেই বস্তুকে ভিতরে আনিয়া আপনিই প্রিয় বস্তুর সাজে সাজিয়া আমির সঙ্গে সর্ব্বদা রঙ্গ করে সেই তুমি। বুঝিলে ?

আমি—বুঝিলাম—বুঝিলাম। তবে ত তোমাকে ছাড়িবার যো নাই। সর্ব্বদা তুমি আমার আছ, থাকিবে, ছিলে ?

তা ত আছি। তবে এক হইয়া গেলেই বেশ হয়। হই এসনা কেন ?

আচ্ছা। আমি ও তুমির সব কর্ম্ম যথন এক রকম হইবে তথন এক হইয়া পরমসুখে থাকিব। এক কথায় বলা হউক আমি দেহাভিমানী বদ্ধজীব আর তুমি হইতেছ চিত্ত বা মনোমায়া।

(২)

আমি—কতলোকে বলে ঈশ্বরকে ডাকিতে গেলে সংসার হয় না, আবার সংসার করিতে গেলে ঈশ্বরকে ডাকা হয় না। ঈশ্বরের আর সংসারের সমন্বয় হয় কিরূপে ?

তুমি---হইবেনা কেন ? সংসারকে সংসারাশ্রম করিতে পারিলেই হয়।

আমি—কিরূপে ?

তুমি—আশ্রমে হয় ভগবানের ভজন। আর আশ্রম ভগবানেরই জন্য। সংসারকে আশ্রম কর।

আমি—সংসারে কত বিভিন্ন প্রকারের বস্তু থাকে ইহাকে আশ্রম করা যাইবে কিরূপে ?

তুমি—সংসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নর নারীর মধ্যে একজনই থাকেন। ঈশ্বরই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু সব সাজিয়া খেলা করেন। এইটুকু মনে রাখিয়া সবাই সবার সেবাতে ঈশ্বরের সেবা করিতেছে এইটি বুঝিয়া ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে সংসার করাটা আশ্রমের কার্য্যই হইয়া যায়।

আমি—কথাত খুব ভাল কিন্তু করা বড় কঠিন নয় কি ?

তুমি—কঠিন ত নিশ্চয়ই। বিশেষ ভাবে সংযমী হইতে না পারিলে ইহা হইবে না। ধ্যান ধারণা সমাধির একত্রাবস্থানে যে সংযম হয় এখানে সে সংযমের কথা বলা হইতেছেনা, বলা হইতেছে সংসারকে আশ্রমে আনিতে হইলে নিজের জন্য কিছু চাওয়া উচিত নহে। বরং শত উৎপীড়ন, শত অসুবিধা সহ্য করিয়া সকলকে ভগবান বোধে সেবা করিয়া যাওয়া উচিত। বয়সে ছোট যে তাহাকেও যে শাসন করিতে হয়, তাহাতেও ভিতরে ভগবৎ ভাব রাখিয়া বাহিরে কর্ত্তা সাজা উচিত। বিশেষ ভাবে ঈশ্বর পরায়ণ না হইলে ইহা হয় না।

পিতা মাতা জন্মভূমি ইঁহারাই প্রধান সেবার বস্তু। জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী।

আমি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—ইহা কি কোন শাস্ত্রবাক্য?

তুমি—কত শাস্ত্রে হয়ত ইহা থাকিতে পারে। আমিত সব শাস্ত্র দেখি নাই। আমি দেখিয়াছি শ্লোকটি বাল্মীকি সংহিতায় আছে।

আমি—এই শ্লোকের অন্য অংশটি কি?

তুমি— জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
শ্রূয়তে সততঃ হ্যেতৎ মানবেষু সুরেষু চ॥

আমি—কি উপলক্ষ্য করিয়া—জননী ও জন্মভূমির কথা ভগবান্ বাল্মীকি বলিয়াছেন?

তুমি—এক সময়ে শ্রুতি সকল একত্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমাদের পিতাই বা কে আর মাতাই বা কে?

একদা শ্রুতয়ঃ সর্ব্বাঃ সমবেতাঃ পরস্পরম্।
চিন্তয়ামাসু রেকান্তে কা নো মাতা পিতা চ কঃ॥

সংসারে আমাদের প্রতিষ্ঠা ত প্রচুর। সকলেই আমাদিগকে শ্রদ্ধাও করে এবং মান্যও করে। কিন্তু আমরা পিতা মাতাকে জানিনা—জন্মভূমিও জানিনা। মনে হয় তাহারাই ধনী, তাহারাই সর্ব্বমান্য—তাহারাই জন্মফল প্রাপ্ত হইয়াছে যাহারা পিতা মাতা ও জন্মভূমির সেবা করিতে পাইয়াছে। কত ক্ষত্রিয় জন্মভূমির জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন।

আমি—বাল্মীকি সংহিতা এই সম্বন্ধে বুঝি অনেক কথা বলিয়াছেন। সব শুনিবার সময় নাই। শ্রুতির পিতাই বা কে আর মাতাই বা কে? আর জন্মভূমিই বা কোথায়?

তুমি—জগতের যিনি পিতা মাতা তিনিই শ্রুতির পিতা মাতা—আর আমাদের জন্মভূমি এই ভারত খণ্ড।

শ্রুতি সকল দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলেন—

শৃণুত প্রহিতধ্যানা দেব্যো যূয়ং বচোমম।
জগতঃ পিতরৌ রামো জানকী বেদ বিশ্রুতৌ॥

জগতের পিতা রাম, মাতা জানকী। ইঁহারা দুষ্টের নাশ করেন আর প্রণতকে রক্ষা করেন। দীন দাসের ত্রাতা ইঁহারা, ইঁহারা সৃষ্টি সংহার করেন। ইঁহারাই কিন্তু মূলে নিত্য চিৎ বা জ্ঞান এবং নিত্য আনন্দ এবং চিৎশক্তি। এই

সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ প্রভুই অবতার হইয়া জগতের পিতা মাতা এবং ইনিই সংসারে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু সাজিয়া সংসারে দেখা দেন। তুমি গুরুমুখে স্বরূপের কথা শুনিয়া, নির্গুণ সগুণ, আত্মা ও অবতারের স্বরূপ, বিশ্বরূপ জ্যোতিরূপ এবং মূর্ত্তিরূপ আর স্বরূপ, গুণ, লীলা ও নাম, শাস্ত্র হইতেও জানিয়া—পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাতে তাঁহাকে দেখিয়া, সংসারের সকল কার্য্যে তাঁহার সেবা করিতেছি মনে করিয়া, তাঁহার জন্য রন্ধন করিতেছি, তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতেছি, তাঁহার তৃপ্তির অনুভব জন্য তাঁহার আশ্রম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া এবং সকলকে এই শিক্ষা দিয়া সংসার আশ্রমের কার্য্য কর—শেষে দেখিবে তিনিই সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সংসার সাগর পার করিয়া দিবেন।

(৩)

আমি—আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—কিন্তু—

তুমি—আর কিন্তু টিন্তু তে কাজ নাই, কি জিজ্ঞাসা বলিয়া ফেল।

আমি—তোমায় আমায় ত দেখি বিবাদও চলে। তখন আমিও জ্বলি আর—

তুমি—তুমিও জ্বল কেমন? তা এই অবস্থায় মনকে শান্ত করিতে হয় কিরূপে এই ত প্রশ্ন? শুন কি করিতে হয়। আমি ও তুমি ছাড়াছাড়ি নাই। কিন্তু যতদিন পার্থক্য থাকিবে ততদিন ভালবাসাও থাকিবে আবার বিবাদও থাকিবে। দুয়ে এক হইয়া গেলে তবে হইবে স্বরূপে স্থিতি। তখন নিত্য আনন্দ, নিত্য জ্ঞান। ইহা যতদিন না হইতেছে ততদিন বিবাদ উঠিয়া অশান্তি আসিলে আমার কর্ণে তুমি নাম জপিতেছ এবং তোমার কর্ণে আমি নাম জপিতেছি মনে করিয়া নাম জপ করিতে হইবে। আমার প্রিয় সর্ব্বদা আমার কর্ণে নাম জপিতেছেন মনে ভাবিয়া জপিলে সব শান্ত হইয়া যাইবে। কর বুঝিবে।

প্রাণ দিতে পার?

৺কাশীধাম পৌষ মাস ১৩৩৩

কি চাও বলত?

যাহা এই আছে এই নাই এমন কিছুই চাই না। জগতে যাহা দেখ তাহাই এই আছে এই নাই। আর চিরদিন আছেন এমন বস্তু একটিই আছে।

কে তিনি? কিরূপ তিনি?

তিনি নিত্য প্রকাশ তিনি নিত্য আনন্দ। সৎচিৎ আনন্দ ইনি। জ্ঞানময় আনন্দময় নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতার সমকালে যিনি তিনিই পাইবার বস্তু। সহজ কথায় বলা যায় চাহিবার বস্তু ঈশ্বরই।

তাই চাই সত্য। কিন্তু পাইব কিরূপে?

প্রাণ দাও। পাইবে।

ঈশ্বরকে প্রাণ না দিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যে পাইয়াছে সে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে তবে পাইয়াছে, সে সত্য সত্য তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে তবে তারে পাইয়াছে। যেখানে সেখানে প্রাণ ছড়াইলে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়?

যেখানে সেখানে প্রাণ ছড়ান কিরূপ?

যাহা ভাল লাগিল তাহাই আমার ঈশ্বর—এ ভাবে ঈশ্বর পাওয়া যায় না। এখানে গভীর আত্মপ্রতারণা আছে। ভাল লাগে বলিয়া ঈশ্বরকে গিল্টি করিয়া ভোগ করিতে চাই অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই ঈশ্বর বলি কিন্তু ঈশ্বর বলিয়া—যাহা ভাল লাগে তাহা ত্যাগ করিয়া—নিজের হৃদয়স্থ ঈশ্বরে ডুবিতে চেষ্টা করি না। ইহারই নাম ধর্ম্মের প্রলেপ দিয়া পাপ করা। তাই বলি সব ভাল লাগালাগি গুটাইয়া নিজের হৃদয়স্থ ঈশ্বরে ধরিতে হইবে তবে হইবে।

বল বল ঈশ্বরকে প্রাণ দিব কিরূপে?

বলিতেছি। প্রাণটাই দিবার বস্তু জানিও। যতদিন না প্রাণ দিতে পারিতেছ ততদিন সুস্থ হইতে পারিবে না। ক্ষুদ্রে প্রাণ দিওনা ভূমাতে দাও।

বুঝিতেছি। বল বল প্রাণ দিবার উপায় কি?

শ্রুতি কি বলেন দেখ। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাবিদ্যতে ঽয়নায়" তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা—ইহা ভিন্ন সংসার সাগর হইতে মুক্ত হওয়ার অন্য পথ নাই।

তাইত—যাহাকে প্রাণ দিব তাহাকে জানিতে হইবে ? এইত বলিতেছ ?

এই ত বলিতেছি—তাহাকে জানিতে হইবে। কিন্তু জানিব কিরূপে ?

জানিবার জন্যই গুরু চাই এবং শাস্ত্র চাই। গুরুর মুখে তার কথা শুন—পুনঃ পুনঃ শুন। একবার শুনিয়াই সব শুনা হইয়া গিয়াছে মনে করিও না। যাহা শুনিলে তাহা অনুভব করিবার জন্য শাস্ত্রমত যুক্তি অনুসন্ধান কর। শুনিয়া শুনিয়া সৎযুক্তি দ্বারা বুঝিয়া তাহাই সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখ। রাখিতে রাখিতে ডুবিয়া যাইতে পারিবে—ডুবিতে পারিলেই ধ্যান হইবে। ধ্যান যখন অচঞ্চল অবস্থায় থাকিবে তখনই দর্শন পাইবে।

আবার বল কি করিলে তাতে ডুবিতে পারিব ?

ডুবিবে মন। মন যদি যেখানে সেখানে ডুবিতে চায় তবে হইবে না। এই জন্য মনটাকে অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা হইতে উদ্ধার কর। মন হইতে সব ভাবনা সব চিন্তা দূর কর—শুধু ঈশ্বর চিন্তাটি মনে থাকুক সেই জন্য এমন দৃঢ় অভ্যাস কর যে আর কিছুই শুনিব না আর কিছুই দেখিব না কেবল তোমার কথাই শুনিব আর তোমাকেই দেখিব—যত কষ্ট হউক, যত যাতনা হউক সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া গুরুবাক্য মত শাস্ত্রবাক্য মত, তোমার কথাই ভাবিব —প্রাণ যায় যাক্‌ কিন্তু তোমার কথা ভিন্ন—অন্য কিছুই মনে আনিব না—পারিবে ইহা করিতে ? যদি পার পাইবে—নতুবা নয়।

দৃঢ় অধ্যবসায় করিতে প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু অনেক কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি সে সব সংস্কার ছাড়াইতে যে পারি না ? কোন সহজ উপায় বলিতে পার যাহাতে মন হইতে অন্য চিন্তা, মনের পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার দূর করিতে পারি ?

পারি—পারিব না কেন ? শাস্ত্রত তাহাই জানাইতেছেন।

বল বল আমি প্রাণপণ করিবই। এখনও কিন্তু আমাকে লোকসঙ্গে থাকিতে হয় ইহা মনে রাখিয়া উপদেশ কর।

একথা সত্য যে একান্তে না গেলে ঈশ্বর পাইবে না। যদি একান্তে যাইবার অবস্থা তোমার না হইয়া থাকে তবে প্রথমে লোক সঙ্গে থাকিয়াই প্রাণপণ করিতে হইবে। যখন তুমি তাহার জন্য ভিতরে কোন কিছু করিবে তখন সর্ব্বপ্রথমে তোমার একটি নির্জ্জন ঘর চাই। তাহার আসিবার আভাসও যে পাইবে সেই জন্য নির্জ্জন গৃহে একাকী উপবেশন কর। করিয়া গুরুদত্ত নিত্য কর্ম্মগুলি কর। ঐ সময়ে মনে রাখিও তুমি প্রসন্ন হইবে বলিয়া করিতেছি।

ইহাও যে হয় না—কি করিব?

মনে অন্য চিন্তা উঠে তাই হয় না—এইত?

তাই ত হয়। মনে বহু অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠে কখন বা ঢুল আসে।

হাঁ—এই লয় বা ঢুল এবং বিক্ষেপ বা অন্য চিন্তা বা অসম্বন্ধ প্রলাপ এই দুইইত ঈশ্বরকে না পাওয়ার প্রধান বিঘ্ন। ভিতরে লয় বিক্ষেপ এবং বাহিরে বহিরঙ্গের বা ভাললাগালাগির জন্য লোক সঙ্গ। প্রথমে ভিতরের বিঘ্ন ছাড়াইতে চেষ্টা কর।

কিরূপে?

সহজ উপায় হইতেছে "নাম কর।" প্রথমে উচ্চৈস্বরে কতক্ষণ ধরিয়া নাম কর। যত জোরে মনে অন্য চিন্তা উঠিবে ততই ঘন ঘন "আথালি পাথালি" উচ্চৈস্বরে নাম কর। যতক্ষণ মন সরস না হয় অর্থাৎ মন হইতে অন্য চিন্তা না যায় ততক্ষণ ঘন ঘন নাম কর। যদি দেখ ঢুল আসিতেছে তবে ঘরে পায়চারি করিতে করিতে নাম কর, পরে আসনে বসিয়া নৃত্য করার মত অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাম কর, ইহাতে লয় কাটিবে। পরে স্থির হইয়া আসনে বসিয়া নিত্য কর্ম্মগুলি কর। নিত্য কর্ম্ম সারিয়া আবার নাম কর। এই সময়ে চক্ষু আর কর্ণকে একটি বস্তুতে ধর। ঘন ঘন নাম করিতেছ আর নামের ধ্বনিতে কর্ণ রাখিয়াছ অথবা আপনার মুখে যে নাম উচ্চারণ করিতেছ তাহাই শুনিতেছ আর কিছুই শুনিও না। আর চক্ষু সেই সময়ে ভ্রূমধ্যবর্ত্তী সূর্য্য-জ্যোতিতে যে নাম লেখা আছে—বা হৃদয়ে সূর্য্যমূর্ত্তিতে নাম লিখিয়া তাহাই দেখিতে থাকুক—এইভাবে চক্ষুকে ও কর্ণকে এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া নাম কর। তার পরে লীলাগ্রন্থ হইতে লীলা পাঠ করিয়া পরে পরে লীলা সকলের চিন্তা কর। ইহাতে সময় লাগিবে কিন্তু বহুদিন ইহারই অভ্যাস কর। করিলে তোমার একান্তে যাইবার সময় হইবে—সেই মিলাইয়া দিবে। প্রথমে এই পর্য্যন্তে প্রাণ দাও শেষে অন্য কথা শুনিও।

আমার দেখা মানুষ।

৺ নীলকণ্ঠ মজুমদার।

(শিক্ষা সেবক নামক ত্রৈমাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত))

রায়সাহেব ৺ দুর্গাকুমার বসু মহাশয়ের শিক্ষাধীনতায় ১৮৮৬ অব্দে এণ্ট্রেন্স্ পাস্ করিয়া ঢাকা কলেজে এফ্, এ, (প্রথমবার্ষিক) শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। তখন ঢাকা কলেজের খুব উন্নতির সময় ছিল—সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় সুপণ্ডিত ডাঃ ডব্লিউ বুথ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, ডাঃ পি, কে, রায়, মিঃ এস্, সি, হিল্, ৺ নীলকণ্ঠ মজুমদার, ৺ সারদারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ অধ্যাপক ছিলেন। জগন্নাথ কলেজ তখনও নূতন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ছিল। এ ছাড়া ঢাকা ডিভিসনে আর কোনও কলেজ ছিল না। এমন কি চট্টগ্রাম ডিভিসনেও চট্টগ্রাম কলেজ তদানীং দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ছিল। তাই পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্তে একমাত্র ঢাকা-কলেজই বর্ত্তমান ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের পরেই সমগ্র বঙ্গে ঢাকা-কলেজেরই নামডাক ছিল।

অধ্যাপকগণের মধ্যে ৺ নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ই ছাত্রগণের প্রিয়তম ছিলেন। তখনকার ঢাকা-কলেজের অধ্যাপকগণের নামে একটা ছড়া শুনা যাইত ; ইহার প্রথম চারি লাইন মাত্র এখন স্মরণ আছে :—

“* * * র প্রধান কার্য্য অঙ্গভঙ্গি করা।
গণ্ডগোলে * * * র ঘণ্টা হয় সারা॥
শুদ্ধশান্ত নীলকান্ত § কার্য্যে বিচক্ষণ।
সাহেবি ফেশনে ব্যস্ত * * * *॥”

যাঁহারা ইহাতে গ্লানির পাত্র হইয়াছেন, তাঁহারাও খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাদের অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট ছিল না ; কিন্তু নীলকণ্ঠ বাবুকে এই ছড়াতেও প্রশংসা করা হইয়াছে।

নীলকণ্ঠ বাবু মেদিনীপুরের অধিবাসী রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। এণ্ট্রেন্সে বৃত্তি, এফ্ এ, প্রথম ১৬জনের মধ্যে ও বি এ তে ততটা ভাল ফল করিতে না পারিলেও নীলকণ্ঠ বাবু এম্, এ, পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম

§ ঢাকায় সর্ব্বসাধারণে ‘নীলকণ্ঠ’ বাবুকে ‘নীলকান্ত’ বলিয়াই ডাকিত।

স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তার তিন বৎসর পরে (১৮৮০ অব্দে) প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্টশিপ পাস্ করিয়া দশহাজার টাকার বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

কলেজে ভর্ত্তি হইয়া নীলকণ্ঠ বাবুর ক্লাসেই বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম পাঠ আরম্ভ করি। কিছু বিলম্বে ভর্ত্তি হওয়াতে প্রথম প্রথম তাঁহার পড়ানের রীতি ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। তারপর গ্রন্থের প্রথমাবধি তাঁহার নোটগুলিসহ পড়িয়া তাঁহার অধ্যাপনার উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

তাঁহার মুখশ্রী মনোরম ছিল না—শরীরের রংটাও ফরসা ছিল না। তথাপি লম্বায় চৌড়ায় দেহের একটা সৌষ্ঠব ছিল—স্বর মধুর গম্ভীর ছিল—প্রকৃতি শিষ্ট শান্ত (ছড়ায় আছে 'শুদ্ধ শান্ত') ছিল; এসকল কারণে ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব পরিপোষণ করিত—নিবিষ্টচিত্তে নীরবে তাঁহার লেক্‌চার শুনিত এবং তাঁহার কথাগুলি নোটবুকে লিখিয়া লইতে পারিত। তাঁহার একটা শক্তি এই ছিল যে তিনি বুঝিতে পারিতেন ছাত্রেরা কোন্ জায়গাটা বুঝিতে পারিবে—কোনটা পারিবে না। তাই পিষ্টপেষণ না করিয়া তিনি কঠিন স্থলগুলির মাত্র অর্থ বলিয়া যাইতেন। বলিবার কায়দা বড় সুন্দর ছিল—ক্লাসের সকলেই শুনিতে পাইত এবং সমস্ত কথাই লিখিয়া নিতে পারিত। অতএব তিনি আপাতদৃষ্টিতে আস্তে ধীরে পড়াইলেও সত্বর পাঠ্যশেষ করিতে পারিতেন—কেননা পড়ানর সময়ে কোনও ছাত্রই 'বুঝিলাম না' বলিয়া বাধা জন্মাইতে পারিত না, আবার বাজে কথা পাড়িয়া বিদ্যা ফলাইবার প্রযত্ন তাঁহার মোটেই ছিল না।

নীলকণ্ঠ বাবুর পাণ্ডিত্য অগাধ—অতলস্পর্শ ছিল। আমরা তখন তাহার ইয়ত্তা করিবার অধিকারীও ছিলাম না। তিনি ইংরেজী সাহিত্য এফ্ এ, হইতে এম এ, পর্য্যন্ত পড়াইতেন, আবার ইতিহাস—পলিটিকেল ইকনমি সহ—এবং দর্শন শাস্ত্রও পড়াইতেন; সর্ব্বত্রই জটিল বিষয়কে সরলভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকাতে তাঁহার অধ্যাপনা ছাত্রগণের বড়ই মনোহারী হইত। ছাত্রাবস্থায় তিনি সংস্কৃত তেমন ভাল জানিতেন না—কিন্তু ঢাকা কলেজের কাজে নিযুক্ত হইবার পর নাকি ঢাকার তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যয়নশীলতা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ঢাকা হইতে রাজসাহীতে বদলী হইবার কিয়ৎকাল পরে কোনও ব্যক্তি নাকি "এখানে কেমন আছেন?" এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার অসুবিধা এইমাত্র অনুভব করিতেছি যে এখানে

লাইব্রেরীতে পড়িবার পুস্তকের অভাব ঘটিয়াছে ; পূর্ব্বে অনধীত যে দুই একখানি গ্রন্থ এখানে ছিল, সবগুলিই ইতোমধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছি।"

তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশালতা সম্বন্ধে এই বলিলেই অনেকটা বুঝা যাইবে যে তিনি ঢাকাকলেজ সোসাইটিতে যে সব বক্তৃতা দিতেন, তার বিষয় এইরূপ থাকিত— "English Poetry Past and Present"; "English Fiction past and present" ইত্যাদি।

নীলকণ্ঠ বাবুর আমি বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার কারণ কেবল যে তাঁহার অধ্যাপনার উৎকর্ষ এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য ইত্যাদিই ছিল এমন নহে; তিনি বড়ই আস্থাবান্ হিন্দু ছিলেন শাস্ত্রে তাঁহার অচলাভক্তি, এবং সামাজিক রীতিনীতিতে একটা প্রবল পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি ঢাকা বাল্যাশ্রমের একজন উপদেষ্টা ছিলেন *—তাহাতে বহুবিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন; 'নারীধর্ম্ম', 'জাতিভেদ', 'সাকারোপাসনা' ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ পাণ্ডিত্যপরিচায়ক বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

১৮৮৭ অব্দে সারস্বত উৎসব উপলক্ষে নীলকণ্ঠবাবু ময়মনসিংহে আমন্ত্রিত হইয়া যান। সেখানে বিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নও উপস্থিত ছিলেন। উভয়েই বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অতুলনীয় বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইলেও নীলকণ্ঠ বাবুর বক্তৃতা সমধিক আগ্রহসহকারে ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজ শ্রবণ করিয়াছিলেন—কেননা ইংরেজী কাব্যেতিহাসদর্শনাদিতে অসাধারণ দখল থাকায় তিনি ঐ সকলের সাহায্যে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাতিশয় ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

তখন মিঃ এ, ই, গফ, (A. E. Gough) নামধেয় একজন অশেষ দর্শনশাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজে ছিলেন। তিনি সংস্কৃতেও পারদর্শী হইয়াছিলেন—"Philosophy of the Upanishads" নামক নিবন্ধে তিনি ভারতীয়দের নিন্দাবাদ করেন এবং হিন্দুগণ আর্য্য কিনা, তদ্বিষয়েও গভীর সন্দেহ প্রকটন করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ বাবু তাঁহার ঐ মতের প্রতিবাদস্বরূপ "Are

* সেই প্রবল ব্রাহ্ম আন্দোলনের যুগে বাল্যাশ্রমের তথা নীলকণ্ঠবাবুর বক্তৃতাদির দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রগণের অনেকেরই বিশেষ উপকার হইয়াছিল; বলাবাহুল্য ঐরূপ উপকৃত ছাত্রগণের মধ্যে এই লেখকও একজন।

We Aryans ?" নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন—তাহাতে গফ্ সাহেবের মতের অসারতা খুব দক্ষতাসহকারে প্রদর্শন করিয়া দেশবিদেশে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

এ ছাড়া তিনি নানা মাসিক পত্রে সারবান্ প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার গীতারহস্য ঢাকা হইতে প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ 'বান্ধব' পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। "নবজীবন", "বেদব্যাস" প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজসমর্থক পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজী নেশনেল মেগেজিন (National Magazine) পত্রে তাঁহার "Village School Master", "Wages of Sin is Death" এই দুইটি নিবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে "নারীধর্ম্ম" এবং মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "গীতারহস্য" ও "Vlllage School Master" গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ফলস্বরূপ আমাদের দেশে অনেক সুগভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনার চর্চা করিলেও তাঁহারা প্রায়শঃ তাঁহাদের বিদ্যার ফল সাধারণ্যে বিতরণ করেন না—বিশেষতঃ নীলকণ্ঠ বাবুর সময়ে কদাচিৎ কেহ বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। যাঁহারা স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করিতেন—তাঁহারা বড় জোর স্কুল-পাঠ্য পুস্তক বা অর্থপুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। নীলকণ্ঠ বাবুর ইহাই বিশেষত্ব ছিল যে তিনি তাঁহার অগাধ বিদ্যার ও অসামান্য মনীষার ফলস্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। ছেলেদের উপকারার্থও তিনি ইংরেজী রচনাশিক্ষার সৌকর্য্যসাধনোদ্দেশ্যে ঢাকায় অবস্থানকালে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন এবং যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ছিলেন তখন সুবিখ্যাত অধ্যাপক রো সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়া অপর একখানি ঐ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি তাঁহার পরম ভক্ত ছিলাম—তাঁহার অনুসরণে তখন হইতেই কিছু কিছু কাজ করিতেছিলাম—তাহা খঞ্জনের নৃত্য দেখিয়া চড়ুইর নাচের মত। তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন; মাদৃশ অযোগ্যের মনেও ঐ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত একটা বাসনা জন্মিয়াছিল। বি, এ, তিন বিষয়ে অনার্স পাস এবং সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষা পাস ঐ সংকল্পের অবান্তর ফল। কিন্তু হায় নীলকণ্ঠ বাবুর প্রতিভা, অধ্যবসায় ও অধ্যয়নশীলতা এ অধমে কোথায়

সম্ভবে? ইংরেজী সাহিত্যে এম্, এ, তে ভাল ফল করিতে না পারিয়া ইতোঽধিক আর অগ্রসরে সাহসী হই নাই। *

বাল্যাশ্রমে নীলকণ্ঠ বাবু যে সব উপদেশ দিতেন তাহার মধ্যে একটি আমার চিত্তে দৃঢ়তর মুদ্রিত রহিয়াছে—এবং তাহা আমি অনেকস্থলেই বলিয়া থাকি। তিনি বলিতেন--শাস্ত্র অভ্রান্তঋষিবাক্য, কায়মনোবাক্যে মানিয়া চলিবে—যুক্তিতর্কের দিকে ঝুঁকিও না। যে যুক্তির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া তুমি কোনও বিষয়ে আস্থা স্থাপন করিবে—তাহা প্রখর বুদ্ধিমান্ অপর একজন আসিয়া এমন ভাবে খণ্ডন করিয়া দিতে পারে যে তুমি প্রবোধ পাইয়া মনে করিবে—পূর্ব্ব যুক্তি সব অসার—তদুপরি স্থাপিত বিষয়ও সুতরাং যুক্তিহীন বলিয়া অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু ঋষিবাক্য এই—ইহা মানিতেই হইবে—এই বলিয়া যদি কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন কর—তবে তদ্বিরুদ্ধে লৌকিক যুক্তি উপস্থাপিত হইলেও তোমার বিশ্বাসের হানি কিছুতেই হইবে না। ঋষিবাক্যের সমর্থক যুক্তি-তর্ক সাদরে গ্রহণ করিতে পার—বিরোধী কিছু দেখিলে দূরতঃ পরিবর্জ্জন করিবে।

আমি ১৮৮৮ইংতে এফ্ এ দিয়া বাড়ী যাইবার কালে নীলকণ্ঠ বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাই। গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে ঢাকায় আসিয়া জানিলাম তিনি রাজসাহী কলেজে বদলি হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পর, বোধ হয় ১৮৯৩ইংর মার্চ্চ মাসে, তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, ইহাই শেষ দেখা। তখন তাঁহার সেই বিশাল দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দারুণ বহুমূত্র রোগের ফলে ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাঁহার শেষ কথাও হইয়াছিল শাস্ত্রে বিশ্বাস সম্বন্ধে। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি যে অঙ্গের দ্বারা (হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ * *) শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে সেই অঙ্গেরই দ্বারা পীড়াভোগ করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি কটক রাভেনশা কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল্ হইয়া যান; ঐ কাজে থাকা সময়েই অকালে পরলোক গমন করেন।

৺ নীলকণ্ঠ মজুমদার মহোদয়ের যোগ্য সহোদর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম্ এ মহাশয় তদীয় অগ্রজের শাস্ত্র-বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছেন;—নীলকণ্ঠ

* 'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ' এটা মস্তকথা; আমি ইহা ভুলিয়া ১৮৯১ইং সম্মতি আইনের আন্দোলনের সময় মাতিয়া গিয়াছিলাম; সেই যে 'ধ্যানভঙ্গ' হইল, আর মনটাকে পূর্ব্বসংকল্পে আনিয়া স্থির করিতে পারা গেল না।

বাবুর ন্যায় তিনিও বক্তৃতা দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া এবং পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়া আজিও সনাতন ধর্ম্মের হিতসাধন করিতেছেন। নীলকণ্ঠ বাবুর 'গীতারহস্য' প্রভৃতির প্রচারার্থেও তিনি যত্নবিধান করিতেছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা, এম, এ।

একটি গান।

নাই বা ভালবাসিতে জানিনু
তুমি তো জান গো ভালবাসা।
নাই বা জানিনু সাধনা কেমন
তুমি ত জান গো সেধে আসা।
নাই বা ভালবাসিনু তোমারে
নাই বা বিদায় দিনু বাসনা রে,
নাই বা ত্রাণ পেনু রিপু করে,
ছাড়িবে না তুমি আছে ভরসা।
নাই বা গাহিনু তব গুণ গান
নাই বা গলিল পাষাণ পরাণ,
নাই বা জানিনু দিতে প্রতিদান
তুমি ত রাখ না পাবার আশা।
ঘৃণার নয়নে জগৎ চায়
তোমার করুণা সে তো না হারায়;
জানি মনে স্থান পাব রাঙা পায়।
ছেড়ে দুদিনের কাঁদা হাসা॥

ভালবাসার ধর্ম্ম হইতেছে উপাস্যের জন্য যাহা কর তাহার কিছুতেই সাধ মিটে না। শত বার শত প্রকারে পূজা করিয়াও সাধক বলিয়া উঠেন "আমি ভাল করিয়া বিল্বদল কখন সংগ্রহ করিয়া তোমার পূজা করি নাই, কখন দধি, মধু দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাই নাই অথচ জন্মাবধি এই সমস্তই পূজা হইয়াছে আর মনে হইতেছে কখন মনের মত করিয়া তোমার পূজা, তোমার সেবা করিতে পারিলাম না—হে মহাদেব হে শম্ভো আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" এই গানটিতে আছে আমি প্রাণপণ করি তবু আমার হয় না। তাই বলা হইতেছে আমি নাই বা ভালবাসা জানিলাম কিন্তু ইহা জানি যে তুমিই ভালবাস। সব সাধিতে প্রাণপণ করিলাম তবু হইল না। তাই বলি সাধনা নাই বা জানিলাম কিন্তু ইহা জানি আমি অপাত্র হইলেও তুমিই সেধে আসিয়া থাক। বাসনা ত্যাগে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না, রিপুর হস্ত হইতে ত্রাণ পাইলাম না—কতই ত করি কিন্তু কেহ যদি আমার দোষ ধরে তখনই দপ্ করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠার মত খপ্ করিয়া রাগ হইয়া পড়ে—এইরূপ কত কি হয়—এ সব জানিলাম কিন্তু ইহাও স্থির জানি আমি কামাদি রিপু ছাড়িতে না পারিলেও তুমি আমায় কখন ছাড়িবে না। সর্ব্বশাস্ত্রে আছে তোমার নাম কীর্ত্তন,তোমার গুণগান করিতে করিতে পাষাণ প্রাণও গলে, জপিতে জপিতে সব অবশ হইয়া যায়। আমি ত কখন তোমায় কোন প্রতিদান দিতে পারিলাম না কিন্তু ইহা জানি তুমি যে ভালবাস—তাহা কোন কিছু পাইবার আশায় নয়। তুমি কিছুই চাও না—কোন কিছু পাবার আশা না রাখিয়াই ভালবাস। জগতের লোকে আমায় ঘৃণা করে কিন্তু তথাপি ত তোমার করুণায় প্রাণ ভরিয়া থাকে। আহা! কত করুণা তোমার, কত ক্ষমা তোমার—আহা! আমার সব দোষ, সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া এমন করিয়া আপনার হইয়া থাকে কে? তোমার ভালবাসা, তোমার সেধে আসা, তোমার আমাকে না ছাড়া, কিছুমাত্র পাবার আশা না রাখিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া তোমার সর্ব্বদা এই ভালবাসা—এই সমস্ত আমি অনুভব করিয়াছি তাই বলি দুদিনের হাসি কান্না—ইহাতে আর কি হইবে—এই কষ্টি নষ্টি হাসি কান্না, সমস্ত অগ্রাহ্যেরই বস্তু। আমি তাই ত সাধি—সিদ্ধি কিন্তু হয় নাই তথাপি তুমিই দিবে জানি। তাই বলি "গ্লানি মনে স্থান পাব রাজা পায় ছেড়ে দুদিনের কাঁদা হাঁসা।"

অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন।

(৺ কাশীধাম ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ)

অতি যত্ন করিয়া অন্বেষণ করিবে।

কে কাহাকে কি করিতে বলিতেছেন ?

"অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন মারুতে জ্যোতিরান্তরম্"

ইহা শ্রুতি বাক্য। মুক্তিকোপনিষদে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ইহা তাঁহার পরম ভক্ত মারুতিকে বলিতেছেন।

অন্তর জ্যোতির অনুসন্ধান করিতে হইবে—অতি যত্নে; অন্তর জ্যোতিতে কি লক্ষ্য করা হইয়াছে ?

জ্যোতি হইতেছে প্রকাশ। মানুষে, পশুতে, পক্ষীতে, কীট পতঙ্গে, বৃক্ষ লতায়, আকাশে সাগরে, পর্ব্বতে নদীতে, বায়ুতে অগ্নিতে, পৃথিবীতে, জলে সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড প্রকাশ অন্তর্নিহিত। "অবিভক্তং বিভক্তেষু" বিভক্ত বস্তু সকলে এক অবিভক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। তুমি প্রযত্ন সহকারে তাঁহারই অন্বেষণ কর। এই জ্যোতি আধারের তারতম্য অনুসারে কোথাও স্ফুট কোথাও অস্ফুট কোথাও অর্দ্ধস্ফুট। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জে প্রকাশ যতটুকু, কীটানু প্রভৃতি স্বেদজে এই প্রকাশ তদপেক্ষা অধিক, আবার পক্ষী সর্পাদি অণ্ডজে তদপেক্ষা অধিক আবার পশ্বাদি জরায়ুজেতে আরও অধিক কিন্তু মনুষ্যে এই প্রকাশের বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সাধারণ মনুষ্যে প্রকাশের বিকাশ অপেক্ষা বিভূতি যুক্ত মনুষ্যে আরও অধিক। আর অবতারে এই প্রকাশের পূর্ণ বিকাশ।

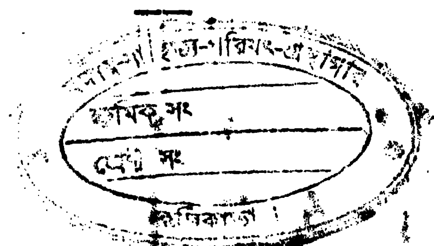
এখন প্রকাশের অন্বেষণ করিবে কিরূপে তাহাই দেখ। সকল বস্তুকে চারি ভাবে দেখা যায়। প্রথম স্থূলরূপ, দ্বিতীয় নাম, তৃতীয় বীজ, চতুর্থ সাক্ষীভাব। রূপ যাহা তাহা নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে ফুটিবেই। আবার নাম যাহা তাহা বীজ হইতে আগমন করে। বীজ হইতেছে শক্তি। আবার শক্তি বা বীজ যাহা তাহা আগমন করেন শক্তিমান্ বা সাক্ষী চৈতন্য হইতে।

শক্তিমান্ বা সাক্ষী যিনি তিনি শান্ত, সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত, আপনি আপনি। এখানে শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হইয়াই স্থিতি লাভ করেন। পরম শান্ত, সচ্চিদানন্দ, পরমেশ্বরে যখন স্পন্দ শক্তি আপনি আপনি ভাসেন তখন পরমব্রহ্ম সাগরে অতি সূক্ষ্ম শক্তিতরঙ্গের প্রকাশ হয়। ওঁকার হইতেছেন পরমব্রহ্ম সমুদ্রে অতি সূক্ষ্ম আদি তরঙ্গ। ব্রহ্ম সাগরে সৌন্দর্য্যলহরী আপনা হইতেই উঠে।

যে স্পন্দশক্তি-মায়া পরম শান্ত ব্রহ্মসাগরে ছিলেন কিনা বলা যায় না, আবার নাই ইহাও বলা যায় না, যিনি সেই জন্য অনির্ব্বাচ্য, সেই সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিই বাক্ হইয়া ভাসিলেন। এই আদি বাক্ই প্রণব বা ওঁকার বা ওঁকার। সাক্ষীকে লইয়া বীজের প্রকাশই প্রথম প্রকাশ। তাহার পরে বীজগর্ভে নাম উঠিলেন আবার নাম গর্ভে যে রূপ আছে নামের পুনঃ পুনঃ আলোড়নে তাহাই ভাসিল।

প্রণব, বীজ, নাম ও রূপ ইহাই প্রকাশের সর্ব্ববিধ অবস্থা। স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মে যাইতে হইবে, সূক্ষ্ম ভেদ করিয়া বীজে যাইতে হইবে, শেষে বীজ হইতে সাক্ষীতে যাইতে হইবে এই সাক্ষীর অন্বেষণ করিতেই ভগবান্ ভক্তকে বলিতেছেন।

নাম কর সবই পাইবে। প্রণব জপও নাম জপ, একাক্ষরী মন্ত্র বা বীজ জপও নাম জপ, আবার অক্ষর সমাম্নায়ে জপও নাম জপ, আবার রূপ দেখিতে দেখিতে নাম জপও নাম জপ। প্রণব, বীজ, নাম লইয়াই মন্ত্র। মন্ত্র জপে আন্তর জ্যোতির প্রকাশ হয়। নাম জপে যখন রুচি লাগে না তখন জানিও পাপ আছে। সাধু সঙ্গে নামের কথা শ্রবণ কর। রূপের ছবি দেখ, ভক্তিগ্রন্থে কর্ম্ম বা লীলার কথা শ্রবণ কর, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে ও গুরুমুখে স্বরূপের কথা শ্রবণ কর, করিয়া পাপ কাটাও অন্তর জ্যোতির দেখা মিলিবে।



দুর্গা ও দুর্গার্চ্চন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দুর্গা মা তুমি কে, জিজ্ঞাসু নন্দকিশোরের এই প্রশ্নের সমাধান শ্রবণানন্তর যেরূপ বোধ হইয়াছে ও যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

বক্তা—নন্দকিশোর! দুর্গে মা তুমি কে, এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যাহা উক্ত হইল, তাহা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে, কোন কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল শুনি।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রই যে বেদমূলক, তাহা বহুদিন হইতে বহুবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, তাই বেদ কি, তাহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে না পারিলেও, বেদের প্রতি একটু ভক্তি হইয়াছে, সর্ব্ববিদ্যাই বেদ প্রসূত, এই সত্যের রূপেই যথার্থভাবে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আথর্ব্বণী শ্রুতির প্রমাণে আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, মা দুর্গাই বিদ্যা (বেদাঙ্গভূত পুরাণাদি) রূপে, মা দুর্গাই অবিদ্যা বা বেদরুদ্ধ আগম রূপে বিরাজ করিতেছেন, শব্দ ব্রহ্মময়ী মা দুর্গাই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ শব্দ দ্বারা বিশ্বের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান আছেন, দেবীউপনিষদে উক্ত হইয়াছে দেবতারা মা দুর্গাকে, মা তুমি কে? এইরূপ প্রশ্ন করিলে, দেবী বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আমা হইতেই প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ প্রসূত হইয়াছে. আমিই বিদ্যা এবং আমিই চিচ্ছক্তি এবং আমিই জড়শক্তি। দেবীউপনিষৎ বলিয়াছেন, ইহা আথর্ব্বণীশ্রুতি (সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি। সাব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ। অহমানন্দানানন্দাঃ। বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহম্। ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে। ইত্যাহাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ॥"—দেবী উপনিষৎ)। 'দুর্গে মা তুমি কে' এই প্রশ্নের বেদ হইতে কি উত্তর পাওয়া যায়, আমার প্রথমে তাহা শুনিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। পুরাণাদি নিখিল

শাস্ত্রই যে, বেদাঙ্গভূত, বেদমূলক, যাহা বহুবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এতদিন পুরাণাদি যে, বেদমূলক, তাহা ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি নাই। না পারিবারই কথা, কারণ 'বেদ' বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ তাহাত পূর্ব্বে মোটেই বুঝিতাম না, এখন আপনার মুখ হইতে বহুবার বেদের স্বরূপ বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক 'বেদ' কি, তৎসম্বন্ধে একটা সধূমিক (ধোঁয়া ধোঁয়া) জ্ঞান জন্মিয়াছে। বেদ ও মা দুর্গা অভিন্ন পদার্থ, মা দুর্গাই শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী, মা দুর্গাই অশেষ বিদ্যারূপে বিদ্যমানা, সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে না পারিলেও, আপনার এই কথা বড় ভাল লাগিয়াছে। মা দুর্গা যে, সর্ব্ববেদময়ী, বেদাঙ্গভূত পুরাণাদিও যে মা দুর্গারই রূপ, বেদ হইতে আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়াছেন।

বক্তা—বেদ যে, মা দুর্গারই রূপ, বেদ ও পরব্রহ্ম যে এক পদার্থ, 'দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য,' এই প্রশ্নের সমাধান করিবার সময়ে আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, বেদ ও পরব্রহ্ম যে এক পদার্থ, পরব্রহ্ম ও বেদ এই উভয়ের মধ্যে যে, কোন প্রভেদ নাই রাধাতন্ত্রেও তাহা উক্ত হইয়াছে। রাধাতন্ত্র বলিয়াছেন, পরব্রহ্মই বেদরূপ ধারণ করিয়াছেন, (পরব্রহ্মণি বেদে চ ভেদো নাস্তি কদাচন। যো বেদ স পরংব্রহ্ম তদেব ব্রহ্মরূপধৃক্।— রাধাতন্ত্র পঞ্চদশ পটল)।

জিজ্ঞাসু নন্দ—রাধাতন্ত্রেও এই কথা আছে? কি সুন্দর কথা।

বক্তা—বেদ বা শব্দব্রহ্ম বিনা পরব্রহ্মকে জানা যায় না, শব্দব্রহ্ম বিনা পরব্রহ্ম শববৎ হন, নিরর্থক হন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'শিবা ছাড়া শিব নিরর্থক', এখন 'শব্দ ব্রহ্ম বিনা পরব্রহ্ম শববৎ হইয়া থাকেন,' এই কথা যে 'শিবা ছাড়া শিব নিরর্থক' এতদ্বাক্যের সমানার্থক, তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর ("শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মদ্বয়মিহোচ্যতে। শব্দব্রহ্ম বিনা দেবিপরন্তু শবরূপধৃক্ ॥" —রাধাতন্ত্র)।

জিজ্ঞাসু নন্দ—তুমি শিবা, তুমি পরমা দেবী, তুমি শিব হইতে অভিন্না, তুমি শিবঙ্করী, তুমি করুণাসাগরা, তুমি ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি সকলের জননী, তুমি বেদময়ী সীতা, তুমি প্রেমময়ী রাধা, তুমি রাম, তুমি শ্যাম, তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি জড়শক্তি, তুমিই চিচ্ছক্তি, মাগো! তুমিই সব, আমি কিরূপে, মা দুর্গাকে এইভাবে ভাবিতে পারিব? বাবা! রমার পূর্ব্বোক্ত এই কাণ জুড়ান, হৃদয়রমণ কথাগুলি আমার এখন মনে পড়িল।

বক্তা—দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, মূল প্রকৃতিরূপিণী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী হইতে জগতের উৎপত্তি কালে প্রাণও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই শক্তিদ্বয় আবির্ভূতা হন। তন্মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধাশক্তি এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা শক্তি। এই অত্যন্ত অদ্ভুতা শিবা (দুর্গা) সকলের মাতা, সকলেরই উপাস্যা, ইনি অন্তর্যামিনীরূপে নিখিল বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দুঃখ সঙ্কট নাশ করেন বলিয়া ইনি দুর্গা নামে খ্যাতা, সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী মূল-প্রকৃতিরূপা ভগবতী দুর্গা কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সকলেরই উপাসনীয়া।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! কি অশ্রুতপূর্ব্ব মনোহর কথাই শুনিলাম, 'রাধা' বিশ্বের প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবীভাগবতের এই কথার প্রকৃত অর্থ কি ?

বক্তা—দেবীভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন, রাধা ও দুর্গা এই উভয়ের উপাসনা না করিলে মুক্তি হয় না।

জিজ্ঞাসু নন্দ—এ কি কথা বাবা! এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি ?

বক্তা—দেবীভাগবতের টীকাতে এই কথার যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে প্রথমে তাহা শুনাইতেছি, পরে যথাসময়ে ইহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। দেবীভাগবতের টীকায় উক্ত হইয়াছে, প্রাণনিরোধ—প্রাণায়াম ও বিচার এই দুইটাই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। অন্নপূর্ণা উপনিষদেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে। (১) যথাক্রমে যথাবিধি প্রাণায়াম ও বিচার করাই রাধা ও দুর্গার উপাসনা। কথাটার বিশদভাবে ব্যাখ্যা না করিলে তোমরা ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! দুর্গে মা তুমি কে ? এই প্রশ্নের সমাধান শুনিয়া আমার আশাতীত লাভ হইয়াছে, আমার বহু সংশয় বিনিবৃত্ত হইয়াছে। দুর্গে মা তুমি কে ? আপনি এই প্রশ্নের বেদ ও তদঙ্গভূত, তন্মূলক শাস্ত্র সমূহ দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। আমরা বড় কৃতার্থ হইলাম। এখন দুর্গে মা কিরূপে তোমার পূজা করিব, এবং দুর্গে মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য—

(১) "দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য বৃত্তিব্রততিধারিণঃ। একং প্রাণপরিস্পন্দো দ্বিতীয়ো দৃঢ় ভাবনা * * * * যোগিনশ্চিত্তশান্ত্যর্থং কুর্ব্বন্তি প্রাণরোধনম্। প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈঃ প্রয়োগৈ যুক্তিকল্পিতৈঃ॥ চিত্তোপশান্তিফলদং পরমং বিদ্ধি কারণম্। সুখদং সংবিদঃ স্বাস্থ্যং প্রাণসংরোধনং বিদুঃ—অন্নপূর্ণোপনিষৎ।"

ঐই প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান করুন। যথার্থভাবে পূজাতত্ত্ব অবগত হইয়া পূজা করিতে না পারিলে মা দুর্গাকে যে, যথার্থভাবে জানা বা পাওয়া যায় না, আপনার কৃপায় তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

বক্তা—যথার্থভাবে মা দুর্গার স্বরূপ জানিতে হইলে কি কর্ত্তব্য, 'দুর্গে মা তুমি কে ?' এই প্রশ্নের সমাধানার্থ সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইল, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক তোমাদের তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই। যে মা-দুর্গা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণী, যে মা দুর্গা ব্রহ্মস্বরূপিণী, যে মা দুর্গা শিব হইতে অভিন্না, যে মা দুর্গা, বিশ্বরূপিণী, যে মা দুর্গা শব্দব্রহ্মময়ী, যে মা দুর্গা সর্ব্বাধারকার্য্যকারণময়ী, যে মা দুর্গা সর্ব্বদেবময়ী, সে মা দুর্গাকে যথার্থভাবে জানিতে হইলে, যথার্থভাবে মা দুর্গার পূজা করিতে হইলে সমাধিনেত্র দ্বারা মাকে দেখিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে অপিচ প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য ও 'মূর্ত্তিরহস্য' এই ত্রিবিধ রহস্যের তাৎপর্য্যপ্রদর্শন কালে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, বিশ্বজগতে এমন কেহ নাই যিনি মা দুর্গার (যে ভাবেই হোক) উপাসনা না করেন।

জিজ্ঞাসু নন্দ—আমার দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শুনিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, পূর্ব্বে বহুবার আপনাকে আমি আমার এই ইচ্ছা জানাইয়াছি। আশা করি দুর্গে! মা তোমার পূজা কি বেদবাহ্য, এই প্রশ্নের সমাধান করিবার সময়ে আপনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। বাবা! শব্দব্রহ্মকে না জানিলে যে পরব্রহ্মকে জানা যায় না, শব্দব্রহ্ম বিনা পরব্রহ্ম যে শববৎ নিরর্থক, আমার মনে পুনঃ পুনঃ এই সারতম উপদেশ জাগিতেছে। বাবা রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিবেন। রাধাতত্ত্ব বেদে আছে, তবে আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে রাধাতত্ত্ব বেদে গোপিত আছে তবে রাধা বিশ্বের প্রাণশক্তির এবং দুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী, একথা শ্রুতিমূলা সন্দেহ নাই। ২

---

(২) নারদ উবাচ "শ্রুতং সর্ব্বমুপাখ্যানং প্রকৃতীনাং যথাতথং। যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুঃ কর্ম্ম সংসার বন্ধনাৎ॥ অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং বেদগোপিতম্। রাধায়াশ্চৈব দুর্গায়া বিধানং শ্রুতিচোদিতম্॥ "নারায়ণ উবাচ "মূলপ্রকৃতিরূপিণ্যাঃ সংবিদো জগদুদ্ভবে। প্রাদুর্ভূতঃ শক্তিযুগ্মং প্রাণবুদ্ধ্যধিদৈবতম্। জীবানাং চৈব সর্ব্বেষাং নিয়ন্তৃ প্রেরকং সদা। তদধীনং জগৎ সর্ব্বং বিরাড়াদি চরাচরম্॥ যাবত্তয়োঃ প্রসাদো ন তাবন্মোক্ষো হি দুর্লভঃ।" (দেবী-ভাগবত ৯।৫০) "বুদ্ধিপ্রাণ-সংযমনা ধীনৌ হি যোগবিচারৌ তদধীনস্তু মোক্ষঃ॥" (দেবীভাগবত টীকা)।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

(১২) আমি যেন প্রত্যুপকার না করি, কৃতঘ্ন হই, সজ্জন পরিত্যক্ত হই, লজ্জাহীন, সর্ব্বলোকের বিদ্বেষভাজন হই, যদি আর্য্যের বনগমনে আমার মত থাকে।

(১৩) আমি যেন স্বগৃহে স্ত্রী পুত্র ভৃত্যে পরিবৃত হইয়া একাকী, অন্য কাহাকেও না দিয়া মৃষ্ট-পরিষ্কৃত শোধিত অন্ন ভক্ষণ করি যদি আর্য্যের বনগমনে আমার অভিমত থাকে।

(১৪) আমি যেন অনুরূপ পত্নীলাভে বঞ্চিত হইয়া, ধর্ম্মসম্মত ক্রিয়াকলাপে বঞ্চিত হইয়া পুত্রশূন্য অবস্থায় প্রাণত্যাগ করি যদি আর্য্যের বনগমনে আমার অনুমোদন থাকে।

(১৫) আমি যেন স্বীয় পত্নীতে পুত্রদর্শন না করিয়া দুঃখিত থাকি, যেন আমার সমগ্র আয়ু লাভ না হয় যদি আর্য্যের বনগমনে আমার মত থাকে।

(১৬) রাজা, স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, ভৃত্য ত্যাগে যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমার হয় যদি আর্য্যের নির্ব্বাসনে আমার অনুমোদন থাকে।

(১৭) পক্ষী, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া আমি সর্ব্বদা যেন পোষ্যগণের ভরণ পোষণ করি যদি আর্য্যের নির্ব্বাসনে আমার অনুমোদন থাকে।

(১৮) সংগ্রামে ভয়ঙ্কর শত্রু পক্ষ হইতে পলায়ন করিতে গিয়া আমি যেন নিহত হই যদি আর্য্যের নির্ব্বাসন ব্যাপারে আমার গুপ্ত পরামর্শ থাকে।

(১৯) আমি যেন উন্মত্তের ন্যায় জীর্ণবস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া নরকপাল হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করি যদি আর্য্যের নির্ব্বাসনে আমার গুপ্ত পরামর্শ থাকে।

(২০) আমি যেন মদ্যে স্ত্রীলোকে, অক্ষক্রীড়ায় অতিমাত্র আসক্ত এবং কাম ক্রোধে অভিভূত হই যদি আর্য্যের নির্ব্বাসনে আমার গুপ্ত অভিমত থাকে।

(২১) ধর্ম্মে যেন তার মতি না থাকে, সে যেন অধর্ম্ম সেবাই করে, সে যেন অপাত্রে দান করে যার মতে আর্য্য নির্ব্বাসিত হইলেন।

(২২) তাহার সঞ্চিত সমস্ত ধন যেন দস্যুতে লুণ্ঠন করিয়া লয় যাহার অনুমোদনে আর্য্য বনে গমন করিলেন।

(২৩) উভয় সন্ধ্যায় শয়ান থাকিলে যে পাপ হয় সেই পাপ যেন তার হয় যে আর্য্যের বনগমনে গুপ্ত পরামর্শ দিয়াছে।

(২৪) গৃহে অগ্নি দিলে যে পাপ হয়, গুরুপত্নীগমনে যে পাপ হয়, মিত্রদ্রোহে যে পাপ হয় তার যেন সেই পাপ হয়; দেবতা, পিতা, মাতা, ইহাদিগকে শুশ্রূষা না করিলে যে পাপ হয় সেই পাপ যেন তার হয় যাহার অভিমতে আর্য্যের নির্ব্বাসন হইল।

(২৫) তাহাকে যেন আজই অতিশীঘ্র সাধুগণের লোক হইতে, সাধুগণের কীর্ত্তিহইতে, সাধুগণের কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় যাহার পরামর্শে আর্য্য বনে গিয়াছেন।

(২৬) স্ত্রীর বশ হইয়া সে যেন মাতৃশুশ্রূষা না করে, স্ত্রীর বশ হইয়া সে যেন অনর্থক কার্য্যে রত হয় দীর্ঘবাহু বিশাল হৃদয় রামকে বনে পাঠাইতে যার পরামর্শ আছে।

(২৭) যাহার মতে আর্য্য বনে গিয়াছেন তাহাকে যেন বহুভৃত্য, দারিদ্র্য, জ্বররোগ জনিত ক্লেশসতত ভোগ করিতে হয়।

(২৮) যে সমস্ত যাচক মুখের দিকে চাহিয়া দীনভাবে স্তুতিবাদ করে সে যেন তাহাদের আশা বিফল করে যে আর্য্যের নির্ব্বাসনে মত দিয়াছে।

(২৯) সেই পুরুষ যেন সর্ব্বদা বঞ্চনায় রত থাকে, সে যেন রুক্ষস্বভাব, অশুচি, রক্তিভয়ে ভীত, অধার্ম্মিক হয় যার মতে আর্য্য নির্ব্বাসিত হইলেন।

(৩০) ঋতুস্নাতা সতীভার্য্যার ঋতুরক্ষা সে দুরাত্মা যেন না করে যার মতে আর্য্য বনে গিয়াছেন।

(৩১) অন্নাভাবে যে ব্রাহ্মণের সন্তান বিনষ্ট হইয়াছে—যার বংশ নাশ হইয়াছে তার যে পাপ সেই পাপ যেন তার হয় যার মতে আর্য্য নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

(৩২) আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন সে যেন বিপ্রগণের অর্চ্চনায় ব্যাঘাত করে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল যেন পাপে কলুষিত হয় এবং সে যেন বালবৎসা ধেনুকে দোহন করে।

(৩৩) ধর্ম্মদারান্ পরিত্যজ্য পরদারান্ নিষেবতাম্।
ত্যক্ত ধর্ম্ম রতির্মূঢ়ো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥

যাহার মতে রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন সে যেন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মানুরাগ পরিত্যাগ করে এবং ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া পরদারে আসক্ত হয়।

(৩৪) অথবা পানীয় জল দূষিত করিলে যে পাপ হয়, বিষপ্রদানে যে পাপ হয় সে যেন একাকী সেই সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়।

(৩৫) অথবা জল থাকিতে পিপাসার্ত্তকে বঞ্চনা করিলে যে পাপ হয় তাহার যেন সেই পাপ হয়।

(৩৬) শিব বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাতে ভক্তি রাখিয়া যাহারা শৈব বৈষ্ণবাদি শাস্ত্র আশ্রয়ে আমার দেবতাই উৎকৃষ্ট অন্যগুলি কিছুই নয় এইরূপ বিবাদ করে, তাহাতে যে পাপ হয়—অথবা তাহাদের বিবাদ দেখিতে বা পড়িতে যাহাদের ভাল লাগে তাহাদের যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমার হয়—যদি আর্য্য রামের নির্ব্বাসনে মাতার সহিত আমার কোন গোপন-পরামর্শ-থাকে।

আমরা ভগবান্ বাল্মীকির কথা কোথাও সংক্ষেপ করিলাম না। আজ কাল ভারতভূমি একপ্রকার সদাচার শূন্য হইয়া উঠিতেছে। অসুরভাবে আক্রান্ত হইয়া নর নারী বড়ই দুরাচার রত হইয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াই আচার পালনা করেনা আবার যাঁহার ইচ্ছা আছে তিনি সদাচার জানেন না বলিয়া আচার পালন করেন না। যাঁহারা সদাচারকে ধর্ম্মজগতে উঠিবার ভিত্তি বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহাদের জন্যই সমস্ত কথা বলা হইল। গোস্বামী রঘুনন্দন অল্প কথায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও আমরা এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

জননি আমিহ রামদাস-অনুদাস।
তাঁর কৃপা লেশ মাত্র মোর অভিলাষ॥
তাঁহার চরণ বিনা স্বর্গাদি আনন্দ।
আমি জানি তৃণ হইতেও অতি মন্দ॥
তিঁহ মোর গুরু পিতা বন্ধু ভ্রাতা পতি।
তাঁহার চরণ বিনা মোর নাহি গতি॥
কৈকেয়ী করিলা যেই কর্ম্ম ঘোরতর।
কিছুমাত্র তাহা নহে আমার গোচর॥

যদ্যপি আমার ইথে অনুমতি হয়।
সর্ব্ব পাপভাগী আমি হইব নিশ্চয়॥
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা, বৃথা মাংসের ভোজন।
গো ব্রাহ্মণ অনলেতে পাদ প্রহারণ।
মাতা পিতা বৃদ্ধবিপ্র আচার্য্য নিন্দন।
সাক্ষী হ'য়ে সভামধ্যে অসত্য ভাষণ॥
কন্যার গৃহেতে থাকি উদর পূরণ।
গুরু মিত্র দ্রোহ, গৃহে অগ্নি সমর্পণ॥
গুরুপত্নী, মিত্রপত্নী, কন্যাদি গমন।
ব্রহ্মহত্যা, চৌর্য্য আর কপিলা হনন॥
আর কি বিস্তর জানাইব ও চরণে।
যত পাপ পদ বাচ্য আছে ত্রিভুবনে॥
এসকল পাপভোগ ঘটিবে আমাকে।
একর্ম্মে যদ্যপি মোর অনুমতি থাকে॥

রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়া পতিপুত্র হীনা কৌশল্যা জননীকে আশ্বাস দিতে দিতে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহারাণী শ্রীভরতকে এইরূপে অতি কঠিন শপথ করিতে দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন।

মহারাণী বলিতে লাগিলেন

মমদুঃখ মিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈঃ শপমানোহি প্রাণানুপরুণৎসিমে॥
দিষ্ট্যা ন চলিতো ধর্ম্মাদাত্মা তে সহ লক্ষণঃ।
বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞো হি সত্যং লোকামবাপ্স্যসি॥
ইত্যুক্ত্বা চাঙ্কমানীয় ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।
পরিষজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভৃশদুঃখিতা॥

বৎস নানাপ্রকার শপথ করিয়া তুমি আমার প্রাণে বড়ই দুঃখদিতেছ ইহাতে আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্য ক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই, তোমার মন নানাপ্রকার শুভ লক্ষণে অলঙ্কৃত। তোমার প্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তুমি সাধুলোক প্রাপ্ত হইবে। মহারাণী কৌশল্যা এই বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন

এবং মহাবাহু ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

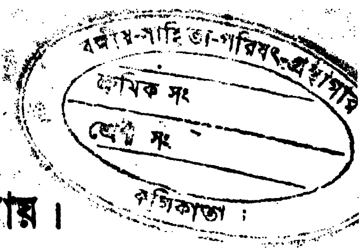
গোস্বামী তুলসী দাস কৌশল্যার শোক হৃদয়ে আনিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বড় মধুর।

মাতু ভরতকে বচনশুনি, সাঁচে সরল সভায়।
কহত রামপ্রিয় তাত তুম, সদা বচন-মন-কায়॥

রাম প্রাণতেপ্রাণ তুম্হারে। তুম্ রঘুপতিহি প্রাণতে প্যারে॥
বিধু বিষ চুবৈ শ্রবৈ হিম আগী। হোই বারিচর বারি বিরাগী॥
ভয়ে জ্ঞান বরু মিটৈ ন মোহু, তুম্ রামহিঁ প্রতিকূল ন হোহু॥
মত তুম্হার অস জো জগ কহহিঁ। সো সপনেহুঁ সুখ সুগতি ন লহহী॥
অস কহি মাতু ভরত হিয়লায়ে। থন পয় শ্রবাহিঁ নয়ন জল ছায়ে॥

ভরতের কথা শুনিয়া—তাহা অতি সরল অতি সত্য গণিয়া মাতা বলিতে লাগিলেন শুন ভরত—কায়মনোবাক্যে তুমি যে রামকেই ভালবাস তাহা আমি জানি। রামের প্রাণের অধীন তোমার প্রাণ, তুমি রঘুপতির প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। চন্দ্র যদি বিষ ক্ষরণ করে, হিম যদি বহ্নিপাত করে, জলচর যদি জলবিরাগী হয়, জ্ঞান যদি মোহনাশ না করে—এই সবও বরং সম্ভব কিন্তু তুমি কখন রামের প্রতিকূল হইতে পারনা। মানুষ যদি বলে তোমার অভিমতে এই সব ঘটিয়াছে, তবে স্বপ্নেও সে মানুষ সুগতি বা সুখ লাভ করিবেনা। মাতা এই বলিয়া ভরতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন—মাতার স্তনে ক্ষীর সঞ্চার হইল আর অশ্রুজলে নয়ন ছাইয়া গেল।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অতি দুঃখিত মহাত্মা ভরতের শোকাধিক্য বশে মোহ আসিল, মনবিলুলিত হইল—নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। বারম্বার বিলাপ করিতে করিতে হতচেতন, হতবুদ্ধি, ভূমিতে পতিত শ্রীভরত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোকে দুঃখে ভরতের সেই রাত্রি কাটিয়া গেল।



অষ্টম অধ্যায়।

বশিষ্ঠদেব—পিতৃশোক শান্তি।

"রুদন্তং ভরতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরম্"

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

ভরতের আগমন সংবাদ পাইয়া—বশিষ্ঠদেব মন্ত্রিগণের সহিত রাজমন্দিরে গমন করিলেন। শোকসন্তপ্ত ভরতকে বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন—

অলং শোকেন ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রাপ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম্॥

শোক করিয়া কি হইবে, মহাযশস্বী রাজপুত্র তোমার মঙ্গল হউক। এখন সময় আসিয়াছে—যথাশাস্ত্র রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কর। সত্যপরাক্রম জ্ঞানী রাজা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মর্ত্ত্যসুখ তিনি যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন, প্রচুর দক্ষিণা সহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে শ্রীহরি রামকে পুত্ররূপে পাইয়া দেহাবসানে সুরপুরে দেবেন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছেন।

তং শোচসি বৃথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনম্।
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জ্জিতঃ॥
শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্।
বিচার্য্যমাণে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন।
পিতা বা তনয়ো বাপি যদি মৃত্যুবশং গতঃ।
মূঢ়াস্তামনুশোচন্তি স্বাত্ম তাড়ন পূর্ব্বকম্॥
নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং যদা।
ভবেদ্বৈরাগ্য হেতুঃ স শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ॥
জন্মবান্ যদি লোকেঽস্মিন্ তর্হি তং মৃত্যুরন্বগাৎ।
তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং মৃত্যুর্জন্মবতাং সদা॥

স্বকর্ম্মবশতঃ সর্ব্বজন্তূনাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
বিজ্ঞানরূপা বিদ্বান্ যঃ কথং শোচতি বান্ধবান্ ॥
ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশোগতাঃ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণ জীবিতে ॥
চল-পত্রান্ত-লগ্নাম্বু-বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আয়ুস্ত্যজত্য বেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব।
দেহী প্রাক্তন দেহোত্থ-কর্ম্মণা দেহবান্ পুনঃ।
তদ্দেহোত্থেন চ পুনরেবং দেহঃ সদাত্মনঃ ॥
যথাত্যজতি বৈ জীর্ণং বাসো গৃহ্নাতি নূতনম্।
তথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনর্নবম্ ॥
ভজত্যেব সদা তত্র শোকস্যাবসরঃ কুতঃ ॥
আত্মা ন ম্রিয়তে জাতু জায়তে নচ বৰ্দ্ধতে।
ষড়্ভাব-রহিতোঽনন্তঃ সত্যপ্রজ্ঞান বিগ্রহঃ ॥
আনন্দরূপো বুদ্ধ্যাদি-সাক্ষী লয়বিবর্জ্জিতঃ।
এক এব পরোহ্যাত্মা হ্যদ্বিতীয়ঃ সমস্থিতঃ
ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা ত্যক্ত্বা শোকং কুরুক্রিয়াম্ ॥

তুমি বৃথা শোক করিতেছ কারণ মোক্ষভাজন যিনি তিনি শোকের পাত্র হইতে পারেন না। মানুষত দেহটি নয়, মানুষ আত্মা। আত্মা চিরদিন আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, তিনি শুদ্ধ, তিনি জনন মরণ বর্জ্জিত। এই শরীরটা জড়, এটা অত্যন্ত অপবিত্র, বিনষ্ট হওয়াই ইহার স্বভাব। এইরূপ বিচার কর, দেখিবে কোনরূপে শোকের কারণ লক্ষিত হইবেনা। পিতাই বল বা পুত্রই বল—যখন কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন যাহারা মূঢ়, তাহারাই বক্ষে করাঘাত করিয়া শোক করে। অপার সংসারে যখন জ্ঞানিগণের প্রিয় বিয়োগ ঘটে তখন ঐ বিয়োগ তাঁহাদের বৈরাগ্যের হেতু হয়; জ্ঞানী তাহাতেই শান্তি-সুখের বিস্তার দেখেন। এই জগতে পুরুষ যখনই জন্মগ্রহণ করেন তখনই মৃত্যু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন—জন্ম হইলে দেহের মৃত্যু সর্ব্বথা অপরিহার্য্য। সমস্ত প্রাণী আপন আপন কর্ম্মবশেই জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত হয়; অতএব আত্মীয় স্বজনের মরণে—তত্ত্বজ্ঞের কথা দূরে থাক জানিনা তত্ত্বজ্ঞান বিহীন মূর্খই বা কি কারণে শোক করে? কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড

নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সৃষ্টিও বহুবার গত হইয়াছে, সমুদ্র সকলও শুষ্ক হইয়া যায়, ক্ষণস্থায়ী জীবনে আবার আস্থা কি ? চঞ্চল পত্রাগ্রবিলম্বিত বারিবিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুর এই আয়ু—ইহা কালাকাল না মানিয়া—বাল্য অবস্থাতেও ত্যাগ করিয়া যায়, বল এই আয়ুর প্রতি তোমার বিশ্বাস কি ? দেহী বা জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহের দ্বারা যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার ফলে আবার নূতন দেহ প্রাপ্ত হয়। আবার দেহোত্থকর্ম্ম দ্বারা আত্মার নূতন দেহ হয় ; এই প্রকারে যতদিন পর্য্যন্ত দেহাভিমান থাকে ততদিন দেহ-বন্ধন কখনই ছুটেনা। যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া লোকে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, দেহীও সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে। সর্ব্বদা যখন এইরূপ হইতেছে, বল তখন শোকের অবসর কোথায় ? আত্মা কখনও মরেন না, কখনও জন্মান না, তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আত্মা ষড়্‌বিকার রহিত, অনন্ত, সত্যস্বরূপ, প্রজ্ঞানবিগ্রহ—অর্থাৎ বিষয়রহিত যে জ্ঞান তাহাই ইহার স্বরূপ মূর্ত্তি। ইনি আনন্দরূপ, বুদ্ধিআদি অন্তঃকরণের সাক্ষী এবং নাশ রহিত। আত্মা স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত বলিয়া একই, আত্মা প্রকৃতি হইতেও ভিন্ন, দ্বৈতভাব বর্জ্জিত, ইনি সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত। এইরূপে আত্মাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়া শোক ত্যাগ কর, করিয়া কর্ত্তব্য কর।

শাস্ত্রীয় জ্ঞানভিন্ন শোক তাড়াইবার অন্য উপায় ত নাই। "তরতি শোক-মাত্মবিৎ" আত্মাকে জানিলেই শোক হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—বেদ ইহা বলিতেছেন। গীতাশাস্ত্রও ইহাই বলিতেছেন—বলিতেছেন মৃত্যু বলিয়া কোন কিছুই নাই, কারণ আমি, তুমি, সকলে পূর্ব্বেও ছিলাম, পরেও আসিব, এখনও আছি তবে মরিল কে ? তার পরে মানুষ যে ক্লেশ পায় বাস্তবিক ক্লেশ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না। যদি মানুষ ইন্দ্রিয় সহিত মনকে আত্মাতে লাগাইয়া রাখিতে পারে, ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়ে লাগাইলেই দুঃখ—আত্মাতে লাগাইতে পারিলেই দুঃখ নাই। এই জন্যই সাধনা। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে কি শোক করিবার কিছুই নাই ? গোস্বামী তুলসী দাস এখানে নূতন কথা বলিয়াছেন।

সুনহু ভরত ভাবীপ্রবল, বিলখি কহেউ মুনি নাথ।
হানী লাভ জীবন মরণ, যশ অপযশ বিধিহাথ॥
অস বিচারী কেহি দিজীয় দোষু। ব্যর্থ কহিঅর কিজীয় রোষু॥
তাত বিচার করহু মন মাহীঁ। শোচযোগ দশরথ নৃপনাহীঁ॥

মুনিনাথ ভগবান্ বশিষ্ঠ বিশেষ বিচার করিয়া বলিতেছেন শুন ভরত! দৈব বড় বলবান্। হানী লাভ, জীবন, মরণ, যশ অপযশ সব বিধাতার হাতে। এখন বিচার কর, বল, দোষ দিবে কাহারে? কাহারও উপরে রাগ করাও বৃথা। তাত! মনের মধ্যে বিচার কর, দেখিবে মৃত রাজা দশরথ শোকের যোগ্য নহেন।

দেহের মরণ অবশ্যম্ভাবী, যাহা অবশ্য ঘটিবে সে জন্য শোক করা উচিত নহে; যদি শোক করিতে হয় তবে শোকের বিষয় অন্য।

শোচিয় বিপ্র যে বেদ বিহীনা। ত্যজি নিজধর্ম্ম বিষয়-লয়-লীনা॥
শোচিয় নৃপতি জো নীতি ন জানা। জেহিন প্রজাপ্রিয় প্রাণসমানা॥
শোচিয় বৈশ্য কৃপণ ধনবানু। জো ন অতিথি শিবভক্তি সুজানু॥
শোচিয় শূদ্র বিপ্র অপমানী। মুখর মানপ্রিয় জ্ঞানগুমাণী॥
শোচিয় পুনি পতিবঞ্চক নারী! কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী॥

সেই ব্রাহ্মণের জন্য শোক করিবে যে ব্রাহ্মণ বেদ জানেনা—যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিষয়ে মত্ত থাকে। সেই রাজা শোক যোগ্য যিনি নীতিধর্ম্ম জানেন না, এবং প্রজাকে প্রাণের সমান ভালবাসেন না। সেই বৈশ্য শোক যোগ্য, যিনি ধনবান্ হইয়াও কৃপণ, যিনি অতিথি সেবা করেননা এবং শিবভক্ত নহেন। সেই শূদ্র শোকের যোগ্য, যিনি ব্রাহ্মণকে অপমান করেন, যিনি বহুকথা কহেন, যিনি সবার কাছে মান্য চান, এবং যিনি জ্ঞানের বড়াই করেন। সেই স্ত্রীলোক শোকযোগ্যা যিনি সৎপতির পথের বিপরীত পথে চলেন, যিনি পতিকে ছলনা করেন, আর যিনি কুটিল অর্থাৎ ভিতরে কুৎসিৎ ভাব রাখিয়া বাহিরে সরল গঙ্গাজল থাকেন অথবা যিনি কলহপ্রিয়া, নিজের ইচ্ছামত চলেন, কাহাকেও মানে না।

আরও শুন

শোচিয় বটু নিজব্রত পরিহারই।
যো নহি গুরু আয়সু অনুসরই॥
শোচিয় গৃহী যে মোহবশ করৈ ধর্ম্ম পথ ত্যাগ।
শোচিয় যতি প্রপঞ্চরত বিগত বিবেক বিরাগ॥
বৈখানস সোই শোচন যোগু।
তপ বিহায় জোহি ভাবৈ ভোগু॥

সেই ব্রহ্মচারী শোকযোগ্য যিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ত্যাগ করিয়া গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সেই গৃহী শোক যোগ্য যিনি মোহবশে বিষয়লালসে সধর্ম্ম পথ ত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ করেন। সেই সন্ন্যাসী শোকযোগ্য যিনি পাষণ্ডী হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, অর্থ সঞ্চয় করেন, আঙ্গরাখা পায়জামা পরেন, গৃহস্থকে শিষ্য করেন, ধন বণ্টন করেন, আপন ইচ্ছামত নূতন ধর্ম্মপথ বাহির করেন, এবং সেই পথে লোককে চালিত করিতে প্রয়াস করেন; সেই সন্ন্যাসীর জন্য দুঃখ করা উচিত, যাঁহার জ্ঞান নাই, বৈরাগ্যও নাই, অথচ যিনি আচার্য্য সাজিয়া বসিয়া আছেন। সেই বানপ্রস্থ আশ্রমী শোকযোগ্য যিনি তপস্যা ছাড়িয়া ভোগলাম্পট্য ভাবনা করেন (৫০ হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বানপ্রস্থাশ্রমের কাল) আরও—

শোচিয় পিশুন অকারণ ক্রোধী জননী জনকগুরু বন্ধু বিরোধী॥
সব বিধি শোচিয় পর অপকারী, নিজতনু পোষক নির্দ্দয় ভারী॥
শোচিয় লাভ নিরত রত কামী, সুরশ্রুতিনিন্দক পরধন স্বামী॥
শোচনীয় সবহি বিধি সোই, জো ন ছাড়িছল হরিজন হোই॥

সেই জন শোকযোগ্য যে "চুগলী" করিয়া—লাগাইয়া বাজাইয়া আত্মীয় বিরোধ ঘটায়, যে অকারণ ক্রোধকরে, যে পিতা, মাতা, গুরু, ভাই ইহাদের মধ্যে বিরোধ বাধায়।

সেই ব্যক্তি শোচনীয়, যে সর্ব্বপ্রকারে পরের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটায়, অর্থাৎ যে সর্ব্ব প্রকারে পরের অপকার করে আর যে লোক আপনার শরীর পুষ্ট করিবার জন্য অতি নিষ্ঠুর হয়। আর যে মহালোভী, আর অত্যন্ত লোলুপ, যে দেবতার নিন্দা করে, আর বেদের নিন্দা করে, যে পরের দ্রব্য অধিকার করে, সেইরূপ লোকের জন্য শোক করা উচিত। শেষে সব প্রকারে শোক যোগ্য সেই জন যে ছল কপট করিয়া হরিভজন না করে আর হরিজন না হয়।

শোচনীয় নহিঁ কোশল রাউ।
ভুবন চারিদশ প্রগট প্রভাউ॥

কোশলরাজ শোকযোগ্য নহেন। চতুর্দ্দশ ভুবনে যাঁহার প্রভাব প্রকটিত তিনি কি শোক যোগ্য?

নবম অধ্যায়।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় শ্রীভরত।

"উন্মত্ত ইব নিশ্চিত্তো বিললাপ সুদুঃখিতঃ"—বাল্মীকি।

ভগবান্ বশিষ্ঠের উপদেশে ভরতের দুঃখ কি গেল? শোকশান্তি কি হইল? শোকের বেগ কথঞ্চিৎ অপসারিত হইল কিন্তু একবারে গেল না। কথঞ্চিৎ গেল কারণ ভরত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইলেন। শোকের সময় মানুষ যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে মন দেয় তখন বুঝা যায় শোকের বেগ আর তত নাই। শোকের ধর্ম্ম মোহ উৎপাদন করা। আর কর্ত্তব্যে মন দিতে পারিলে মোহ বা অন্ধকার একবারে তিরোভূত না হইলেও কথঞ্চিৎ প্রকাশ আইসে। মনই শোক মোহে আচ্ছন্ন হয় আর মনই শোক মোহ ত্যাগ করিয়া পূর্ণ মাত্রায় কর্ত্তব্য করিতে পারিলেই শ্রীভগবানের নিকটে দাঁড়াইতে পারে। মনের স্বভাবই হইতেছে এটা জড় হইলেও চৈতন্যদীপ্ত হইয়া মদোন্মত্ত গজেন্দ্রবৎ সর্ব্বত্র ধাবিত হয়। যাহা মনের সম্মুখে পড়ে তাহাই বালকের মত এটা গ্রহণ করিতে ছুটে। ইহাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মায়া যেমন অবিচারিত সিদ্ধা আর "বিচারে নাস্তি কিঞ্চন" মনও সেইরূপ। বিচারই হইতেছে জ্ঞানাঙ্কুশ। এই জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহারে মনকে পুনরায় কর্ত্তব্য পথে আনিতে হয় ইহাই শোকজয়ের প্রথম কার্য্য। "দীর্ঘসংসার রোগস্য বিচারোহি মহৌষধম্।" দীর্ঘ সংসার রোগ যে শোক মোহাদি—এই রোগের ঔষধ হইতেছে বিচার। শোকে মানুষ এই বিচার হারাইয়া ফেলে কাজেই আত্মজ্যোতির অভাবে হাহুতাশ করে। ভরতের তাহাই হইয়াছিল। ভরত ভাবিতেছিলেন আহা আমি যদি অযোধ্যায় থাকিতাম তবে বুঝি রাম বনবাসও হইত না আর রাজার মৃত্যুও ঘটিত না। তবেত আমিই অযোধ্যার এই হাহাকারের কারণ। আমিই সকলের দুঃখের কারণ ইহাই ত মোহ। এই মোহ নিবারণের জন্য শাস্ত্র যে বিচার দিতেছেন তাহা হইতেছে—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরোদদাতীতি কুবুদ্ধি রেষা।

অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্ম সূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥

কাহারও সুখ দুঃখের দাতা কেহ নহে। আমি অন্যের দুঃখের কারণ বা সুখের কারণ বা অন্যে আমাকে সুখ দেয় বা দুঃখ দেয় ইহা মনে করাই কুবুদ্ধি। আর ভরতের মত, লোকে যখন মনে করে আমি যদি এইরূপ না করিতাম তবে এই দুঃখ আসিত না—আহা! ইহা মানুষের বৃথা অভিমান; কারণ সকল নরনারী আপন আপন কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। কর্ম্মসূত্রে মানুষ দুঃখের দিকে টানা হইয়া যাইবে। যিনি কিন্তু বিচার করিতে পারেন—এই যে সুখ বা দুঃখ ইহা ত অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার বা প্রকৃতিরই কার্য্য। আমি প্রকৃতির বশে যাইব না—প্রকৃতি করে করুক। আমি প্রকৃতি নহি এই বিচার যদি অনুভব করিতে নাও পারি তথাপি প্রাচীন কর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে নূতন কর্ম্মে—আমার কর্ত্তব্যে মন দিতে হইবে; ইহার চেষ্টাই শোককে অগ্রাহ্য করিবার কৌশল।

বশিষ্ঠ দেবের বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীভরত তখন কর্ত্তব্য পথে মনকে ফিরাইলেন। নিজের চিত্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল—শ্রীগুরু শক্তি দিয়া দিলেন আর ভরত কর্ত্তব্যে মন নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মনের সম্মুখে যাহা আইসে তাহার বল এত বেশী যে মনটা আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে আর গুরু বাক্যের বলও এত অধিক যে ইহা মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে না—দুঃখে দুঃখে ও গুরুবাক্য মত কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। এই সংগ্রাম যাহার মধ্যে হয় না তিনি সাধক নহেন। যিনি বলেন মনের উপর আমার জোর কি তিনি বড়ই ভ্রান্ত। এই দুর্ব্বলতা অগ্রাহ্য করিবার জন্যই গুরুর আজ্ঞা পালন চেষ্টা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমেই বলিলেন

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

পার্থ! ক্লীবত্বের প্রশয় দিও না—কাতর হইও না—তোমাতে ইহা শোভা পায় না। পরন্তপ! হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য করিবার জন্য উত্থিত হও।

গুরু এইভাবে শক্তি সঞ্চার করেন আর শিষ্য গুরুদুঃখ ভার লইয়াও কর্ত্তব্য

পথে চলে—ক্রমে যখন গুরুকৃপায় জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পায় তখন অর্জ্জুনের মত বলিতে পারে

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

অচ্যুত! আমার স্বরূপ স্মৃতির অভাব বশতঃ যে মোহ আসিয়াছিল তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, যে হেতু আমি তোমার প্রসাদে স্বরূপের স্মৃতি লাভ করিতেছি। আমি তোমার আদেশ পালনে স্থির নিশ্চয় হইলাম; এখন তোমার আদেশ পালন করিব। "করিষ্যে বচনং তব" ইহা যখন মানুষ বলিতে পারে তখনই মানুষের মোহ কাটিয়াছে জানিও।

বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া ভরত গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, করিয়া পিতার প্রেতকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৈল কটাহ হইতে পিতার মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া ভূতলে বসাইলেন। রাজার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, মনে হইতেছে তিনি যেন নিদ্রিত। নানা রত্নখচিত শয্যায় মৃতদেহকে শয়ন করাইয়া ভরত আবার শোকে অভিভূত হইলেন। বহুবিধ বিলাপ করিয়া ভরত বলিলেন—

বিধবা পৃথিবী রাজন্ ত্বয়া হীনা ন রাজতে।
হীন চন্দ্রের রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্॥

রাজন্ আপনি না থাকায় পৃথিবী বিধবা হইয়াছেন, এবং আপনার এই রাজধানী শশাঙ্কবিহীন শর্ব্বরীর ন্যায় শোভাশূন্য মনে হইতেছে।

দূরের বস্তু তত পারে না যত সম্মুখের বস্তু মানুষের ভ্রান্তি আনয়ন করে। ভরতকে পুনরায় শোক করিতে দেখিয়া বশিষ্ঠদেব ভরতকে বলিলেন রাজকুমার ধৈর্য্যধর, অবিচারিত চিত্তে রাজার যাবতীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভরত ঋত্বিক্ (যিনি যজ্ঞে বৃত) পুরোহিত (যিনি সর্ব্ববিষয়ে কুশল করেন) এবং আচার্য্য (বেদাধ্যাপক) সকলকে ত্বরান্বিত করিলেন, পরে রাজার অগ্নিগৃহ হইতে যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল ঋত্বিক ও যাচক ব্রাহ্মণেরা যথাবিধি ঐ অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন।

তখন পরিচারকগণ মৃতদেহকে শিবিকায় স্থাপিত করিয়া সবাষ্পকণ্ঠে শূন্যহৃদয়ে বহন করিয়া লইয়া চলিল। লোকসকল শব-দেহের অগ্রে

অগ্রে রজত, স্বর্ণ, বিবিধ বস্ত্র বিকীর্ণ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সরযূতীর্থে চিতা সজ্জীকৃত হইয়াছিল। বহুলোকে সেই চিতা-মধ্যে চন্দন অগুরু গুগ্‌গুল, সরলপদ্ম নামক কাষ্ঠ ও দেবদারু কাষ্ঠ এবং উচ্চাবচ নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য আনয়ন করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যজ্ঞপ্রবর্ত্তক ঋত্বিকগণ চিতামধ্যে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করাইলেন, জ্বলন্ত অনলে আহুতি দিলেন, রাজার পরলোক শুদ্ধি জন্য পৈতৃমেধিক মন্ত্র জপ করিতে লাগি-লেন, এবং সামগায়ী ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌশল্যা প্রমুখা শোকসন্তপ্তা স্ত্রীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া যথাযোগ্য শিবিকা ও যানে আরোহণ করিয়া, নগর হইতে বাহির হইয়া চিতাস্থানে গমন করিলেন; এবং ঋত্বিকগণের সহিত অগ্নিপ্রবিষ্ট রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আর্ত্তা ক্রৌঞ্চীর ন্যায় সহস্র সহস্র নারীসকলের করুণ বিলাপ-ধ্বনিতে সেই স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা বিবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন পরে নৃপাঙ্গনাগণ যান হইতে সরযূতীরে অবতরণ করিলেন; তাঁহারা মন্ত্রী পুরোহিত ও ভরতের সহিত প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন, পরে সকলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে নগরে আসিলেন। তাঁহারা ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশদিন অতিবাহন করিলেন। কোথায় ত্রেতাযুগ—এখনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঠিক এইরূপ না হইলেও অধিকাংশে এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। ধন্য বেদের শিক্ষা—আর ধন্য এই জাতির সনাতন ধর্ম্মশ্রদ্ধা।

দশদিন গত হইল, একাদশ দিনে ভরত কৃতশৌচ হইয়া প্রেতমুক্তিদ একাদশৈক শ্রাদ্ধ করিলেন। দ্বাদশ দিনে দ্বিতীয়মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন। পিতার পারলৌকিক শুভাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণ-গণকে প্রচুর ধনরত্ন, ভক্ষ্য ভোজ্য ছাগ গো দাসদাসী বাসভবন ও যান প্রভৃতি দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিনে প্রাতে অস্থিচয়নার্থ সরযূতটে গমন করিলেন। শ্মশানে গিয়া ভরত বহু বিলাপ করিলেন শত্রুঘ্নও শোকে অভিভূত হইলেন। শত্রুঘ্ন উন্মত্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন—

মন্থরা প্রভবস্তীব্রঃ কৈকেয়ীগ্রাহ সঙ্কুলঃ।
বরদানময়োঽ ক্ষোভ্যোঽমজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ॥

মন্থরা এই শোকসাগরের উৎপত্তিস্থান—কৈকেয়ী ইহার গ্রাহ—হায়

আর বরদান হইতেছে এই অপার শোকসাগর—এই শোকসাগরে আমরা নিমগ্ন হইলাম।

পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।
কিং মে জীবিত সামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।

পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, রামও বনবাসী হইলেন, এক্ষণে আমি আর প্রাণধারণে ক্ষমবান্ হইতেছি না—আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব অথবা পিতৃ-ভ্রাতৃহীন হইয়া কিছুতেই আর শূন্য অযোধ্যায় ফিরিব না—তপোবনে যাইব।

উভয় রাজকুমারকে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় শ্মশানে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ভরতকে ভূতল হইতে উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন রাজকুমার আজ ত্রয়োদশদিন হইল তোমার পিতার অগ্নিসংস্কার হইয়াছে, অস্থিচয়ন কার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নহে। জনন মরণ, ক্ষুধা পিপাসা এবং শোক মোহ—এই ষড়ূর্ম্মি শরীর ধারণ করিলেই বিক্ষুব্ধ করিবে—জীবের এই সমস্তই অপরিহার্য্য—কিন্তু ইহাতে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না। সুমন্ত্রও তখন শত্রুঘ্নকে উত্থাপিত করিয়া প্রসন্ন করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থিচয়ন কার্য্য শেষ করিলেন।

শ্রীভরতকে রাম সমীপে যাইতে ইচ্ছুক জানিয়া শত্রুঘ্ন বলিতে লাগিলেন আর্য্য! সঙ্কটকালে যে রাম সকল প্রাণীর আশ্রয় সেই রাম আমাদের গতি। হায়! সেই রামকে স্ত্রীর কথায় বনে দেওয়া হইল। আর্য্য লক্ষণ কেনই বা পিতাকে নিগ্রহ করিয়া রামকে বনবাস দুঃখ হইতে মুক্ত করিলেন না?

শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কুব্জা দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোস্বামী তুলসীদাস কুব্জার কথা পূর্ব্বে দিয়াছেন। ভগবান্ বাল্মীকি যাহা বলিতেছেন তাহাই ঠিক। কুব্জার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, রাজযোগ্য বসনভূষণে কুব্জা বিভূষিত, মেখলাদামে সজ্জিত কুব্জা রজ্জুবদ্ধ বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দ্বারপাল সেই পাপকারিণীকে ধরিয়া লইয়া শত্রুঘ্নের নিকট আনয়ন করিল এবং বলিল

যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসাচ তস্যাঃ কুরু যথামতি॥

যাহার কার্য্যে রামের বনবাস, আপনাদের পিতার প্রাণনাশ সেই এই

পাপপরায়ণা দয়াহীনা কুব্জা—উহার প্রতি ইচ্ছামত ব্যবহার করুন। শত্রুঘ্নের হস্তে কুব্জা বিষমভাবে নিপীড়িত হইল, পূর্ব্বে উহা দেখান হইয়াছে। কুব্জার চীৎকারে রাজগৃহ নিনাদিত হইল—অন্যান্য সখীসকল কৌশল্যার নিকটে পলায়ন করিল। শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীকেও বহু তিরস্কার করিলেন। কৈকেয়ী ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। ভরত কৈকেয়ীকে দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি শত্রুঘ্নকে বলিলেন "অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি" বৎস! স্ত্রীলোক কাহারও বধ্য নহে তুমি ক্ষমা কর। দেখ রাম যদি মাতৃ-ঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন তাহা হইলে আমি এই দুষ্টা কৈকেয়ীকেও বধ করিতাম। "কিন্তু মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে" কিন্তু স্ত্রীহন্তা বলিয়া রঘুশ্রেষ্ঠ আমার মুখ দেখিবেন না। তুমি এই কুব্জাকে বধ করিলে রাম আর আমাদের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। শত্রুঘ্ন কুব্জাকে ত্যাগ করিলেন, কুব্জা কৈকেয়ীর চরণতলে পতিত হইয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল আর কৈকেয়ী কুব্জাকে যন্ত্রবদ্ধ ক্রোঞ্চীর ন্যায় ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।



দশম অধ্যায়।

ভরতের সঙ্কল্প ও চেষ্টা।

রামেহরণ্যং প্রয়াতে সহ জনকসুতা—
লক্ষ্মণভ্যাং সুঘোরং,
মাতা মে রাক্ষসীব প্রদহতি হৃদয়ং
দর্শনাদেব সদ্যঃ।
গচ্ছাম্যারণ্যমদ্য স্থিরমতিরখিলং
দূরতোহপাস্যরাজ্যং
রামং সীতা সমেতং স্মিতরুচির মুখং
নিত্যমেবানুসেবে॥—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

ভরতের আর যেন সহ্য হয় না—ভরত সর্ব্বদা রামচিন্তা করিতেছেন—কিন্তু যে সঙ্গে আছেন সেই সঙ্গ তাঁহাকে মর্ম্মন্তুদ বেদনা দিতেছে। ভরত বলিতেছেন অহো! আর্য্য রাম কৈকেয়ীর কুচক্রে জনকনন্দিনী ও লক্ষ্মণের সহিত ঘোর অরণ্যে গমন করিয়াছেন, আর আমার এই মাতা? এ ত মাতা নয় এ যে রাক্ষসী; হায়! ইহাকে দর্শন করিবা মাত্র হৃদয় আমার দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমি অদ্যই বনে গমন করিব অখিল রাজ্য দূরে বিসর্জ্জন দিয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া সীতার সহিত রামচন্দ্রকে অবিরত পরিচর্য্যা করিব—আহা সেই ঈষৎ হাস্যবিকসিত রুচির মুখমণ্ডল। ইহা যে আমি একবারও ভুলিতে পারিতেছিনা।

চতুর্দ্দশ দিবস প্রত্যুষে রাজঅমাত্যগণ ভরতকে রাজা হইতে অনুরোধ করিলেন। ভরত অভিষেকের দ্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন আপনারা আর এরূপ বলিবেন না। আমাদের কুলপ্রথা-অনুসারে জ্যেষ্ঠই রাজা। রাম আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তিনিই রাজা হইবেন আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গ সেনা সুসজ্জিত

করিয়া আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। এই সমস্ত অভি-ষেচনিক দ্রব্য অগ্রে করিয়া আমি বনে গমন করিব এবং তথায় রামকে অভিষেক করিয়া যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায় সেই পুরুষসিংহকে অগ্রে করিয়া আনয়ন করিব।

ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং মাতৃগন্ধিনীং।
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি॥

আমি এই মাতৃনামধারিণী মাতার মনোরথ কিছুতেই সফল করিব না। দুর্গম বনে আমিই বাস করিব রাম রাজা হইবেন। এক্ষণে শিল্পিগণ আমার বনগমনের পথ প্রস্তুত করুক এবং বিষম স্থান সকল সমতল করুক, আর যাহারা দুর্গমস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে এইরূপ রক্ষক সকল আমার অনু-গমন করুক। শ্রীভরতের এই অত্যুত্তম বাক্যে আর্য্যদিগের নয়ন হইতে বাষ্পবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। অমাত্যগণ আহ্লাদিত হইয়া শিল্পী ও রক্ষকগণকে পথ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন।

তখন অন্তঃসজল নির্জ্জলাদি ভূমি প্রদেশজ্ঞ, শিবিরাদি কর্ম্মে সূত্রগ্রহণ কুশল, সুদক্ষ খনক, যন্ত্রক (জল প্রবাহাদি যন্ত্রণ সমর্থ) বেতনজীবী রথাদি নির্ম্মাতা, ক্ষেপণীয়াদি যন্ত্রকরণ কুশল, পথদর্শক কোবিদ, বনমার্গবিশেষ রক্ষা নিযুক্ত, মার্গাবরোধি বৃক্ষচ্ছেত্তা, সূপকার, অবলেপকার, বংশকার, চর্ম্মকার, প্রভৃতি মার্গনির্ম্মাতা প্রেরিত হইল। আর পরিদর্শনক্ষম মার্গপরিদর্শকেরা তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল। বহু সংখ্যক লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে পর্ব্বকালে সাগরের উচ্ছলিত জলরাশির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পথ-শোধকেরা সর্ব্বাগ্রে সদলবলে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া তরুলতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৃক্ষশূন্য স্থানে বৃক্ষ রোপণ, স্থানে স্থানে বৃক্ষ ছেদন, বদ্ধমূল উশীর গুচ্ছ উৎপাটন, উন্নতস্থান সমতল ও গভীর গর্ত্ত পূরণ ইত্যাদি চলিতে লাগিল। কোথাও সেতুবন্ধন, কোথাও কর্করচূর্ণ, কোথাও জল নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সূক্ষ্ম জলপ্রবাহ সকল জলপূর্ণ করিয়া সাগরের মত বিস্তৃত করিল। যে দেশে জল নাই তথায় বেদীপরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। সৈন্য সকলের গমনের পথে কোথাও বিশ্রামার্থ

সকুট্টিমতল ভূমি সকল স্থাপিত হইল, কোথাও পুষ্পিত বৃহৎ বৃক্ষ স্থাপিত হইল, কোথাও বা পক্ষীসকল আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে পতাকা উড়িতে লাগিল, নানাস্থান চন্দন সলিলে অভিষিক্ত হইল এবং বহুস্থান নানাবিধ কুসুমে বিভূষিত করা হইল। শুভমুহূর্ত্তে শুভনক্ষত্রে মহাত্মা ভরতের জন্য শিবির সকল সংস্থাপিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ, প্রাকার, কপোতগৃহ বিরাজিত সপ্তভূমিক উন্নত ভবন নির্ম্মিত হইল। শিবির সমস্ত ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভাধারণ করিল। ঐ উৎকৃষ্ট রাজপথ নানাপ্রকার বৃক্ষকানন সুশোভিত, শীতল অমল জলপূর্ণ, মহামীন সমাকুল জাহ্নবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

সচন্দ্রতারাগণমণ্ডিতং যথা,
নভঃ ক্ষপায়ামমলং বিরাজতে।
নরেন্দ্রমার্গঃ স তদা ব্যরাজত
ক্রমেণরম্যং শুভশিল্পি নির্ম্মিতঃ॥

রাত্রিকালে নির্ম্মল আকাশ চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল মণ্ডিত হইয়া যেমন শোভা ধারণ করে শুভশিল্পি নির্ম্মিত রমণীয় রাজপথ দেখিতে দেখিতে সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।

একাদশ অধ্যায়।

অভিষেক উপেক্ষা—গমনে উদ্যোগ।

শোকসমাজ রাজ কেহে লেখে * লখণ রামসিয় পদ বিনুদেখে॥
বাদি বসন বিনু ভূষণভারু * বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্মবিচারু॥
সরুজ শরীর বাদি বহু ভোগা * বিনু হরি ভক্তি বাদি জপযোগা॥
জায় জীববিনু দেহ সুহাই * বাদি মোরি সব বিনু রঘুরাই॥ তুলসী

অযোধ্যার রাজ্য সীতা রাম লক্ষণের চরণ দর্শন বিনা শোকেরই সমাজ। পরিধানে বস্ত্র নাই কিন্তু অলঙ্কার সজ্জা ইহা বৃথা ভার মাত্র; ভোগে বৈরাগ্য নাই আর ব্রহ্ম বিচার করা ইহাও বৃথা। শরীর রোগযুক্ত এখানে বহু ভোগ চেষ্টা বৃথা; হরিভক্তি নাই জপ যোগ করা ইহাও বৃথা অর্থাৎ হরিভক্তিরূপা জানকী নাই, জপ যোগ চলে ইহাও বৃথা। সুন্দর শরীর রূপী রাজ্য—রঘুনাথ রূপী জীব বিনা ব্যর্থ আর রঘুরাই বিনা আমার যা কিছু সে সমস্তই বৃথা।

রাম আনয়ন জন্য অভ্যুদয় প্রারম্ভযুক্তা—নান্দীমুখী রাত্রি অল্পই অবশিষ্ট আছে। সূত ও মাগধেরা মঙ্গলস্তবে ভরতকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। যাম দুন্দুভি—নিশাবসান সূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় বাদন দণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া চারিদিক আপূরিত করিল, শত শত শঙ্খধ্বনি এবং উচ্চাবচ স্বরবিশিষ্ট বাদ্য সকল তাহার সহিত যোগ দিল। সেই সুমহান্ তূর্য্যধ্বনি যেন স্থাবা পৃথিবী তুমুল করিয়া তুলিল। আহা! শোক সন্তপ্ত ভরত ইহাতে বড়ই শোকতপ্ত হইয়া উঠিলেন। ভরত প্রবুদ্ধ হইলেন, হইয়া বাদ্যরব থামাইবার জন্য বাদকদিগকে বলিলেন "নাহং রাজা" আমি রাজা নই। ভরত তখন শত্রুঘ্নকে বলিতে লাগিলেন দেখ শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী দ্বারা লোকসকলের কি মহৎ অপকার হইয়াছে। হায়! রাজা দশরথও আমার উপর দুঃখভার নিঃক্ষেপ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের এই ধর্ম্মমূলা রাজশ্রী নাবিক বিহীন নৌকার ন্যায় অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে। আর যিনি আমাদের সুমহান কাণ্ডারী আমার মাতা ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ভরতকে এই ভাবে পরিতপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা দীনমনে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

একদিকে এইরূপ বিলাপ হইতেছে অন্যদিকে রাজধর্ম্মচিৎ মহাযশস্বী বশিষ্ঠ দেব ইক্ষাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। সভা শাতকুম্ভময়ী—সুবর্ণময়ী, পরম রমণীয়, সভার বহুস্থান মণিকাঞ্চন সমাকুল। বশিষ্ঠ দেব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সভায় আসিলেন। স্বস্তিকাকারমণ্ডলবৎ আস্তরণ-ভূষিত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া সর্ব্ববেদজ্ঞ বশিষ্ঠ দেব দূতগণকে আদেশ করিলেন তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, অমাত্য, সেনানায়কগণকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। এমন কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে যাহাতে কাল-বিলম্ব করা কিছুতেই উচিত হয় না। যশস্বী ভরত, শত্রুঘ্ন, অন্যান্য রাজপুত্র,

যুধাজিৎ ও সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রী, অন্যান্য হিতকারী সকলকে এখানে আনয়ন কর। চারিদিকে মহান্ হলহলা শব্দ পড়িয়া গেল। রথ, অশ্ব, গজে আরোহণ করিয়া সকলে আসিতে লাগিল। অমরগণ ইন্দ্রকে যেরূপ অভি-নন্দন করেন, ভরতকে সভা প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রজাগণ রাজা দশরথের ন্যায় অভিনন্দন করিলেন।

হ্রদইব তিমিনাগসংবৃতঃ, স্তিমিতজলো মণিশঙ্খশর্করঃ।
দশরথসুত শোভিত সভা, স দশরথেব বভূব সা পুরা॥

ভিতরে তিমি—নাগ এবং মণিশঙ্খশর্কর পুরিয়া রাখিয়াও স্তিমিত জল-রাশি বিশিষ্ট হ্রদের মত দশরথসুতশোভিত সেই সভা, রাজা দশরথের সময়ে যেরূপ দেখাইত সেইরূপ পরিদৃশ্যমান হইল।

(ক্রমশঃ)

জলান্তরেহম্বুধির্যদ্বৎ লসদ্বারীব চঞ্চলঃ।
সর্ব্বশক্তির্ব্বপুষ্যেব তথা স্পন্দ বিলাসবান্ ॥ ৮

জলের ভিতরে সাগর যেমন শরৎ আতপাদি সম্পর্কে সলিলের স্ফুরণে চঞ্চল হয় সর্ব্বশক্তিরূপ শরীরধারী আত্মাও সেইরূপ স্বীয় শরীরে স্পন্দনের বিলাস করেন।

যথোল্লসতি ভাশ্চক্রেঃ কচন্ কনক সাগরঃ।
তথাত্মনি পরিস্পন্দৈঃ স্ফুরত্যক্ষৈশ্চিদর্ণবঃ ॥ ৯

[ভাসাং শরদাতপানাং চক্রেঃ সমূহৈঃ কচন্ দীপ্যন্ দ্রবীভূত-কনকমিব সাগর স্ফুরতি। অক্ষৈরৈন্দ্রিয়ক প্রকাশৈঃ]

শরৎকালের সূর্য্যকিরণ দ্বারা সাগর যেমন দ্রবীভূত কনকবৎ উল্লাস প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সর্ব্বশক্তি বা আত্মার পরিস্পন্দন দ্বারা চিৎসাগর ইন্দ্রিয় প্রকাশ ধর্ম্মা হইয়া স্ফুরিত হয়েন।

লক্ষ্যতে মৌক্তিক স্পন্দো যথা ব্যোম্নি দৃশোহদৃশি।
তথা ভাতি লসদ্রূপা চিচ্ছক্তিশ্চিন্মহাম্বরে ॥ ১০

অদৃশি = অতীন্দ্রিয়ে। আকাশ অতিন্দ্রিয়—আকাশ দেখা যায় না। সেই অতিন্দ্রিয় আকাশে যেন মুক্তার মালা দুলিতেছে এইরূপ যেমন কখন কখন দেখা যায় সেইরূপ চিৎমহাম্বরে—সীমাশূন্য চিদাকাশে স্পন্দ বিলাসবতী—আকার ধারিণী চিৎশক্তি স্ফুরিত হয়।

কিঞ্চিৎ ক্ষুভিতরূপা সা চিচ্ছশক্তিশ্চিন্মহার্ণবে।
তন্ময়ী চিৎ স্ফুরত্যচ্ছা তত্রৈবোর্ম্মিরিবার্ণবে ॥ ১১

সেই চিৎশক্তি চৈতন্য মহাসমুদ্রে কিঞ্চিৎ স্পন্দিত রূপ হইলেও উর্ম্মিমালা যেমন সমুদ্রই সেইরূপ চিৎই শক্তিময়ী হইয়া স্ফুরিত হয়েন।

আত্মনোহব্যতিরিক্তৈব ব্যতিরিক্তেব তিষ্ঠতি।
আলোকশ্রীরিবালোক কোটরে যত্ততাং গতা ॥ ১২

আত্মার শক্তি আত্মা হইতে অব্যতিরিক্ত—অভিন্ন হইলেও যেন আত্মা হইতে ভিন্ন মত প্রতীয়মান হয়েন; আলোক-কোটরে—সূচি-ছিদ্রে আলোক, সাধারণ আলোক হইতে ভিন্ন না হইলেও যেমন পৃথক্ ক্ষুদ্র আলোক মত বোধ হয় সেইরূপ চিতের শক্তি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া—চিতের শক্তি পরিচ্ছন্ন বস্তুর উপরে ভাসিয়া পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হয়। অস্তি বা সৎ আছে—এইটি আত্মার অখণ্ডরূপ কিন্তু আমরা সৎকে অখণ্ডভাবে দেখিতে পারি না—ঘট আছে, পট আছে এইরূপে আমরা অখণ্ড "আছে কে" "সৎকে" খণ্ড মতই দেখি।

ক্ষণং স্ফুরতি সা দেবী সর্ব্বশক্তিতয়া তয়া।
চেততি সা স্বয়ং শক্তিং কলেন্দোঃ শীততামিব ॥ ১৩

চিতের চিৎশক্তিকেই দেবী বলা হয়। এই দেবী সর্ব্বশক্তিকে গর্ভে ধরিয়া ক্ষণকাল স্ফুরিত—স্পন্দিত হইতে থাকেন; তাহার পর চন্দ্রকলার শৈত্য প্রকাশবৎ স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তি স্ফুরণ করিতে থাকেন।

উদিতৈষা প্রকাশাখ্যা চিচ্ছক্তিঃ পরমাত্মনঃ।
দেশকাল ক্রিয়াশক্তীর্ব্বয়স্যাঃ সম্প্রকর্ষতি ॥ ১৪

আত্মা যেমন প্রকাশস্বরূপ আত্মার শক্তি বা চিৎশক্তিও সেইরূপ প্রকাশ রূপিণী। এই প্রকাশরূপিণী চিৎশক্তি পরমাত্মা হইতেই উদিত হয়েন। পরমাত্মা যেমন অখণ্ড চিৎশক্তিও সেইরূপ অখণ্ড। কিন্তু যখন এই স্থানে চিৎশক্তি দেখিতেছি, বা এই কালে চিৎশক্তি দেখিতেছি বা এই কার্য্যে চিৎশক্তি দেখিতেছি—যখন দেশ কাল ক্রিয়াতে শক্তির স্ফুরণ দেখা যায় তখন ঐ চিৎশক্তিই দেশ কাল ক্রিয়া রূপিণী সখীগণকে যেন আকর্ষণ করেন অর্থাৎ অখণ্ড চিৎশক্তিকে খণ্ড শক্তিরূপেই আমরা দেখি।

স্ব-স্বভাবং বিদিত্বৈব মনাঙ্ক্তত্তপদে স্থিতা।
রূপং পরিমিতেবাসৌ ভাবয়ত্যবিভাবিতা ॥ ১৫

চিৎশক্তি আপন স্বভাবের জ্ঞান লাভ করিলেই আদ্যন্তবিহীন পরম পদে স্থিতি লাভ করেন। কিন্তু অবিভাবিতা হইলে—স্বীয় স্বভাবের জ্ঞান বিস্মৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত কল্পিত রূপকে ভ্রান্তিতে স্ব স্বভাব রূপে গ্রহণ করিয়া আমি পরিচ্ছিন্ন এই ভাবে আপনাকে ভাবনা করেন। শ্রুতিও বলেন প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুরিতি। বৃহদারণ্যক।

যদৈবং ভাবিতং রূপং তয়া পরমসত্তয়া।
তদৈবৈনামনুগতা নাম সংখ্যাদিকা দৃশঃ॥ ১৬

এই ভাবে ভাবিত রূপসমূহকে বাস্তবরূপে ভাবনা করিয়া চিৎশক্তি নাম রূপাদি যাহা দেখেন তাহারই অনুগামিনী হয়েন।

চিদেবৈতদবস্ত্বেব ব্যতিরিক্তা তথাত্মনঃ।
অনন্তা তদ্গতৈবাশু লহরীব মহার্ণবাৎ॥ ১৭

এই ভাবে মহাসমুদ্রোত্থিত লহরী মালার ন্যায় আত্মা হইতে ব্যতিরিক্ত অনন্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ অবস্তু হইলেও—কল্পনামাত্র হইলেও সমস্তই সেই চিৎই। কটক কেয়ূয়াদি যেমন এক সুবর্ণ হইলেও ভাবনা প্রভেদে সুবর্ণ হইতে ভিন্ন বোধ হয় সেইরূপ ভাবনার দোষেই চিৎশক্তির বিজৃম্ভণ জাত বস্তুসমূহ আত্মা হইতে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়। দীপ হইতে দীপের আবির্ভাব যেমন দেশ কাল ও অবয়ব ভেদে আত্মা হইতে দৃশ্যমান বস্তু সমূহের প্রকাশ ও সেইরূপ। চিদাত্মা দেশ কাল পরিস্পন্দনরূপা চিৎশক্তির দ্বারা স্পষ্ট হইয়াই সঙ্কল্পের অনুগামিনী হয়েন এবং কলনা পদ বা সৃষ্টি অবস্থা প্রাপ্ত হন। চিত্তের এই বিকল্প কলিতাকার, দেশ কাল, ক্রিয়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকার বিশিষ্ট যে রূপ তাহা যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ—অহং দেহী ইত্যাকার ভাব বিশিষ্ট চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি আপনার বাহ্য ও অভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ড ভাবে জানেন বলিয়াই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন।

ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনার অনুগমন করিয়া অহঙ্কৃতি পদ প্রাপ্ত হন। ঐ অহঙ্কার অধ্যবসায় যুক্ত হইয়া অন্যবিধ কল্পনারূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত

হইলে বুদ্ধি নামে অভিহিত হন। কল্পনা-কলঙ্কিত বুদ্ধি আবার কল্পনা ভুলিয়া মন হন। মন আবার গাঢ় কল্পনা বলে ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন; ইন্দ্রিয় পুনরায় হস্ত পদ বিশিষ্ট দেহের আকারে আকারিত হন। দেহ উক্ত প্রকারে কল্পিত হইলেও আত্মার উপরে ভাসে বলিয়া সত্যমত জাত, প্রসূত, মৃত ও জীবিত থাকে। চিৎ এইরূপে জীবভাব পাইয়া সঙ্কল্প ও বাসনা রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত ও দুঃখ জালে জড়িত হইয়া চিত্ততা অর্থাৎ বাহিরের বস্তু অনুভবের সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েন। চিৎ স্বভাব একই থাকে কিন্তু অবিদ্যামলের পরিণামে জীবের নানা গতি হয়। জীব সঙ্কল্পবলে অহঙ্কার ধর্ম্ম পায়, অহঙ্কার বুদ্ধিতে পরিণত হয়, বুদ্ধি আবার সঙ্কল্পবলে মন হয়; ঐ সঙ্কল্পময় মন যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করে ও তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হয়। ক্রমে বহু ইচ্ছাশক্তি চিত্তকে দুষিত করে। ক্রমে চিত্তের অহঙ্কার ঘনীভূত হয় চিত্ত তখন কোষকার কীটের মত বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়।

স্ব সঙ্কল্পানুসন্ধানাৎ পাশৈরিব নয়ন্ বপুঃ।
কষ্টমস্মিন্ স্বয়ং বদ্ধমেত্যাত্মা পরিতপ্যতে ॥ ৩২

আত্মা আপন সঙ্কল্পের পশ্চাৎ ছুটিয়া বড়শী জালাদি পাশে বদ্ধ হইয়া মৎস্যাদির ন্যায় নিজ দেহকে মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিয়া অহো সংসারে বিষম কষ্ট এইরূপ পরিতাপ করেন।

বদ্ধমস্মীতি কলয়ৎ বিদ্যাতত্ত্বং জহচ্ছনৈঃ।
অবিদ্যাং জনয়ত্যন্তর্জ্জগজ্জঙ্গল রাক্ষসীম্ ॥ ৩৩

আত্মা, আমি বদ্ধ হইয়াছি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিদ্যাতত্ত্ব শনৈঃ শনৈঃ ত্যাগ করেন এবং অন্তর্জ্জগজ্জঙ্গল রাক্ষসী অবিদ্যাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলেন। তখন ইনি সঙ্কল্প কল্পিত শব্দাদি বিষয় ইন্ধন সমুদ্ভূত রাগরূপ বহ্নি শিখার ভিতরে পড়িয়া দগ্ধ হইতে থাকেন। বাসনা বশেই ইঁহার কর্ত্তা ভোক্তা হওয়া। মননাদি বৃত্তি ভেদে কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন জ্ঞান, কখন ক্রিয়া, কখন অহঙ্কার, কখন পুর্য্যষ্টক (কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মহাভূত, প্রাণ, মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম

এই আট প্রকারের সূক্ষ্ম শরীরকে পুর্য্যষ্টক বলে) কোথাও প্রকৃতি, মায়া, মন, কর্ম্ম, বন্ধ, অবিদ্যা, ইচ্ছা ইত্যাদি নামে ইনিই কথিত হন। চিত্তই বদ্ধ হয়, চিত্তই রাগ দ্বেষের বশ হয়, জরা মৃত্যু মোহ গ্রস্থ হয়। অবিদ্যা রাগে রঞ্জিত ইনিই হন। চিত্ত ইচ্ছা দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া আকার ধারণ করে, ইহা কর্ম্মবৃক্ষ বনের অঙ্কুর। ইহার উৎ-পত্তি স্থান পরমপদ ভুলিয়াই ইহা কল্পিত অনর্থ পরম্পরা কল্পনা করে। কোষকার কীটের মত আপনার সঙ্কল্প জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া শোক প্রাপ্ত হয়, অনন্ত নরকতাপে দগ্ধ হয়। চিত্তকে অন্যে দেখে না—আপনি আপনার দৃশ্য তথাপি সুমেরু অপেক্ষা গুরুভার ও ভয়াবহ ইহাই জরা-মৃত্যুরূপ শাখা বিস্তার করিয়া সংসার বিষ-বৃক্ষ সাজিয়া থাকে। ক্ষুদ্র বটবীজে প্রশান্ত বটবৃক্ষ মত অনন্ত শাখা বিস্তার করিয়া এই ফলহীন নিখিল সংসার চিত্তমধ্যেই অবস্থিত।

চিন্তানলশিখা দগ্ধং কোপাজগর চর্ব্বিতম্।
কামাব্ধিকল্লোল হতং বিস্মৃতাত্মপিতামহম্॥ ৪৫

চিত্ত, চিন্তানলশিখা দ্বারা সর্ব্বদা দগ্ধ, কোপ অজগর সর্প দ্বারা ইহা সর্ব্বদা চর্ব্বিত, কামসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়া ইহা আত্ম-পিতামহ পরব্রহ্মকে ভুলিয়াই থাকে। আহা! বিবিধ শঙ্কট দশায় এই চিত্ত নিরন্তর বিলুণ্ঠিত হইতেছে। রাম! দেহই চিত্তের বন্ধনের হেতু এই দেহে আস্থাবান হইয়া চিত্ত সমুদ্র পতিত পক্ষীর ন্যায় বিষম দুঃখে মগ্ন হয়—ইহা শূন্য গন্ধর্ব্ব জগতে জড়িত—তুমি ইহাকে কর্দ্দম পতিত মাতঙ্গবৎ উদ্ধার কর, কামপল্লল নিমগ্ন, শীর্ণ দেহ বলীবর্দ্দ মত এই চিত্তকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর। বিষম দুর্দ্দশাপন্ন মনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া যে মনকে উদ্ধার করিতে যত্ন না করে, "নরাকৃতির্জ্জগতি স রাম রাক্ষসঃ" হে রাম এই জগতে সেই নরাকৃতি রাক্ষস।

স্থিতি ৪৩ সর্গঃ।

অসংখ্য জীবের অসংখ্য গতি।*

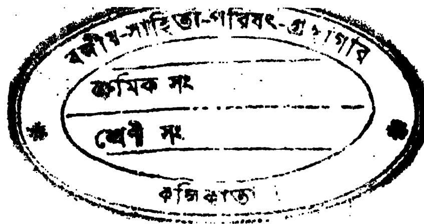
নির্ঝর হইতে জলকণার মত ব্রহ্ম হইতে অসংখ্য জীব জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে। বারিবক্ষে বুদ্‌বুদের মত এই উঠিতেছে এই লয় হইতেছে। অবিদ্যা অসংখ্য সঙ্কল্প কল্পনারূপ মায়া তুলিয়া এই জগদিন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে।

তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে বারিণ্যাবর্ত্তরাশয়ঃ।
যাবন্মূঢ়া ন পশ্যন্তি স্বমাত্মানমনিন্দিতম্॥ ২৮
দৃষ্ট্বাত্মানমসত্ত্যক্ত্বা সত্যামাসাদ্য সম্বিদম্।
কালেন পদমাগত্য জায়ন্তে নেহ তে পুনঃ॥ ২৯

জলে আবর্ত্ত রাশির মত জীবসকল সংসার আবর্ত্তে কেবল ঘুরিতেছে—যতদিন মূঢ় জীব অনিন্দিত আপনাকে না দেখিতেছে ততদিন এই গতাগতির অন্ত নাই। আত্মাকে দেখিয়া অসৎ ত্যাগ করিয়া—সত্য চিৎকে চিরদিনের জন্য প্রাপ্ত হইয়া কালে যাঁহারা পরম পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে আর সংসারে জন্মিতে হয় না।

সংসারে যে দিকে দেখ কত কি দেখা যায়—সমস্তই কিন্তু জীব। তৃণ লতা, ফল, মুল, ওষধী, বৃক্ষ, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, সর্প, কৃমি, কীট, পিপীলিকা সবই কিন্তু জীব। আবার কর্ম্ম বৈচিত্রে কত শত বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত তিরোভূত হইতেছে। অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অনন্ত জীব যাওয়া আসা করিতেছে। আপন আপন বাসনা প্রভাবে জীবরাশি নিরন্তর চতুর্দ্দিকে বিবিধ দশায় পতিত হইয়া দেশে দেশে জলে স্থলে জলবুদ্‌বুদবৎ উঠিতেছে লয় হইতেছে। কোন জীব একবার মাত্র জন্মিয়াছে, কেহ শত জন্ম অতীত করিয়াছে, কেহ অসংখ্য জন্ম ঘুরিতেছে, কেহ দুই একবার জন্মিয়াছে, কাহারও

এখনও জন্ম হয় নাই পরে হইবে। কেহ জীবন্মুক্ত হইয়াছে কেহবা সহস্রকল্প ধরিয়া বারম্বার জন্মিতেছে মরিতেছে। কেহ নরকে দুঃখ ভোগ করিতেছে কেহ সংসারে কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতেছে। কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বিদ্যাধর, কেহ সর্প হইয়া অবস্থান করিতেছে। কেহ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহেশ্বর, কেহ কুষ্মাণ্ড,কেহ বেতাল,কেহ যক্ষ, কেহ রাক্ষস, কেহ পিশাচ, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র হইয়া রহিয়াছে। কেহ শ্বপচ, কেহ চণ্ডাল, কেহ কিরাত, কেহ পুক্কস। কেহ তৃণ, কেহ ওষধী, কেহ ফল, কেহ মূল, কেহ পতঙ্গ, কেহ লতাগুল্মাচ্ছাদিত তৃণাচ্ছাদিত উপল ভূমি হইয়া রহিয়াছে। কেহ শাল কদম্ব জম্বীর তাল তমাল হইয়া আছে, কেহ মন্ত্রী কেহ রাজা কেহ মৌনী কেহ মুনী, কেহ নাগ কেহ অজগর, কেহ কৃমি কেহ কীট কেহ পিপীলিকা, কেহ সিংহ কেহ মহিষ কেহ হরিণ কেহ ছাগ, কেহ সারস পক্ষী কেহ চক্রবাক কেহ বক কেহ কোকিল কেহ দংশ, কেহ পতঙ্গ, কেহ নক্ষত্রলোকে কেহ ব্রহ্মরন্ধ্রে, কেহ জীবের রক্তে, কেহ বায়ু, কেহ আকাশ, কেহ সূর্য্যকিরণে কেহ চন্দ্রালোকে কেহ নদী কেহ সমুদ্র, কেহ পর্ব্বত, কেহ দিক, কেহ সুন্দরী রমণী, কেহ ষণ্ড কেহ ক্লীব, কেহ বিষয় লম্পট, কেহ মুমুক্ষু, কেহ প্রবুদ্ধ বুদ্ধি, কেহ জড়বুদ্ধি— অহো! জীবরাশি আপন আপন বাসনা বশে আবদ্ধ ও বিবশ হইয়া কোথায় না যাইতেছে? সবাই মৃত্যুর ক্রীড়া কন্দুক। জীবসমূহ বাসনা বশে শরীর ধরিয়া আশা পাশে আবদ্ধ হইয়া পক্ষীসকলের ন্যায় শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করিতেছে। মায়া দ্বারা জীবসমূহ জগৎরূপ বিচিত্র ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছে। ত্রিভুবন রচনা ভ্রান্তিলক্ষণা মায়া পরম পদে অবিরত আবির্ভূত বিস্তৃতি প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইতেছে যেমন বারিরাশিতে লহরী জন্মে সেইরূপ।



স্থিতি ৪৪ সর্গঃ।

প্রলয়ের পর শরীর গ্রহণক্রম বা সৃষ্টিক্রম।

রাম—ক্রমেণানেন যেনাপ্তা জীবেন স্থিতিরাত্মনঃ।
স কথং ভগবন্ দেহং সমাধত্তেঽস্থিপঞ্জরম্॥ ১

সংসারে নানা দেহ ভোগ করিয়া জীব ক্রমে মহা প্রলয়ে আত্মাতে বা পরম পদে স্থিতি লাভ করে। হে ভগবন্—পরম পদে স্থিতির নামই ত মুক্তি। জীব মুক্ত হইয়া গেলে আবার কিরূপে অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট দেহ ধারণ করে?

বশিষ্ঠ—রাম! পূর্ব্বে ত ইহা বলিয়াছি তুমি কেন বুঝিতেছ না? "পূর্ব্বাপর বিচারার্হা শেমুষী ক গতা তব?"

তোমার তাদৃশী পূর্ব্বপশ্চাৎ বিচার সমর্থা নির্ম্মলা বুদ্ধি কোথায় গেল। অথবা তুমি সব জানিয়াও অজ্ঞ জীবকে বুঝাইবার জন্য অজ্ঞ সাজিয়া প্রশ্ন করিতেছ। আচ্ছা আবার বলিতেছি শ্রবণ কর।

যদিদং হি শরীরাদি জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্।
আভাসমাত্রমেবৈতদসৎ স্বপ্নমিবোত্থিতম্॥ ৩
দীর্ঘস্বপ্নোহয়ং রাম মিথ্যৈবানঘ দৃশ্যতে।
দ্বিচন্দ্র বিভ্রমাকারং ভ্রমাম্বুভ্রান্ত শৈলবৎ॥ ৪
প্রশান্তা জ্ঞাননিদ্রস্তু মুনং গলিতভাবনঃ।
প্রবুদ্ধচেতাঃ সংসার-স্বপ্নং পশ্যন্ন পশ্যতি॥ ৫



উৎসব

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২২শ বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

গ্রাহ্য অগ্রাহ্য অভ্যাস।

দেশের এখনও যাঁহারা বৈদিক আর্য্য হইতে চেষ্টা করিতেছেন, বৈদিক আর্য্যের কর্ত্তব্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে গ্রাহ্য করিবার বস্তুটি ভাল করিয়া ধরিতে হইবে, কিন্তু অন্য সমস্ত অন্ততঃ ভিতরে অগ্রাহ্য করা অভ্যাস না করিলে গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাইবে না। দেশের মধ্যে কতকগুলি মানুষকে এইরূপ সাধক হইতে হইবে, তবেই দেশের কল্যাণ হইবে। তাই বলা হইতেছে পথিক! এ দেশ ছাড়িবার ত সময় আসিল— পাথেয় লইয়াছ ত? সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। বড় দুর্গম পথ। পথে নানা প্রকারের ভয় আছে। প্রায় লোকে এ পথে রক্ষা পায় না। পথে অতিশয় যাতনা। আবার যেখানে যাইতেছ, সেখানে যাঁহার হাতে পড়িবে সেখানেও ভীষণ যাতনা তোমার জন্য পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। ইহা তোমার কৃত-কর্ম্ম অনুসারে তোমার উপরে আসিয়া পড়িবে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি পাথেয় লইয়াছ ত? যাহা সঙ্গে রাখিলে পথের যাতনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে, আর যেখানে যাইবে সেখানে সকলে তোমায় আদর করিবেন, কোন ক্লেশ তোমার থাকিবে না তাহা সঙ্গে লইয়াছ ত?

কে সঙ্গে থাকিলে ক্লেশ হইবে না জানিয়াছ ত? কোন্ পাথেয় লইলে কি পথে, কি গন্তব্য স্থানে তোমার কোন ভয় থাকিবে না জানিয়াছ ত?

বল বল কি গ্রহণ করিয়াছ? যাহাকে গ্রহণ করিয়াছ সে কি জীবনে মরণে সাথী, না সুখের সময় কাছে আসে আর দুঃখের সময় পলায়ন করে? সে কি রূপ যৌবন দেখিলে ভাব করিতে আইসে আর বিরূপ দেখিলে ভাব করে না? বল বল মরণ মূর্চ্ছায় সে কিছু করিবে ত?

যাহা ভাল লাগে মানুষ তাহাই গ্রহণ করিতে ছুটিয়া যায়। অগ্রাহ্য কিছুই ত করিতে চায় না—অগ্রাহ্য কিছুই করিতে পারে না—শুধু যাতনা ভোগ করে। ভাল লাগে বলিয়া ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা গ্রহণ কর তাহা কি শুধু ইন্দ্রিয়েরই ভাল বা ইন্দ্রিয়ের রাজা মনেরই ভাল, না তাহা শুদ্ধ বুদ্ধিরও ভাল?

বলিতেছি যে বুদ্ধি ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, যে বুদ্ধি শ্রীভগবানের কাছে লইয়া যাইতে পারে সে বুদ্ধি যাহাকে ভাল বলে তাহা গ্রহণ করিয়াছ ত? আর শুদ্ধ বুদ্ধি যাহাকে অগ্রাহ্য করিতে বলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে অভ্যাস করিতেছ ত?

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের রাজা মন যাহাতে অনুরাগ লাগাইতে বলে তাহা শুদ্ধ অনুরাগের বস্তু নহে; তাহা অশুদ্ধ অনুরাগ। শুদ্ধ অনুরাগের বস্তু একটিই আছে। এই বস্তুটি ভগবান্। গ্রহণ করিতে হইবে ইঁহাকেই। অন্যবস্তু ও যে হৃদয়ে আসে না তাহা নহে। যখন যখন অন্য কিছু আসিবে তখনই তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ঐ বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই যথার্থ পুরুষকার।

জীবনের সমস্যা ত ইহাই। ঈশ্বর ব্যতীত কোন কিছু যদি ভাল লাগিয়া যায়, তাহা কেন ভাল লাগে যদি বিচার কর তবে দেখিবে প্রাক্তন কর্ম্ম ইহার মূলে আছে। প্রাক্তন কর্ম্মের বল অত্যন্ত অধিক সময়ে সময়ে দেখা যায়। ইহার বল এত অধিক যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রাক্তন সংস্কারের হস্তে পরাস্ত হইয়া বলেন প্রাক্তন কর্ম্ম আমাকে যেরূপে চালাইতেছে আমি তাহাতেই অবস্থান করিতেছি। আমি পরবশ, আমি আর কি করিব?

অন্য লোকের কথা না বলিয়া আমরা শ্রীভগবান রামচন্দ্রের কথা উদাহরণ স্বরূপে বলিতেছি।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব যখন পুরুষকারের অতিশয় প্রশংসা করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন—

সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমুবাপ্যতে॥

সম্যক্ পুরুষকারের প্রয়োগ করিতে পারিলে সংসারে লাভ করা যায় না এমন কোন কিছুই নাই। বিশ্বামিত্র মুনি দৈব অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষকার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও পুরুষকার বলে বহুক্ষণ ধরিয়া আকাশ গমন করিয়া থাকি। তুমিও রাম পুরুষকার অবলম্বনে মন হইতে সমস্ত তাড়াইয়া দিয়া স্বরূপে অবস্থান কর। রাম ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন তাহা সকল নর নারীর বিষম সমস্যা। রাম বলিলেন—

প্রাক্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়সি মাং যথা।
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিং করোম্যহম্॥ ২৩

পূর্ব্বকার বাসনাজাল আমাকে যে ভাবে চালাইতেছে হে মুনে! আমি সেই ভাবেই আছি। আমি কৃপণ, আমি পরবশ, আমার মনের উপর জোর কি? আমি আর কি করিব? পুরুষকার আর কোথায় হইবে?

সকল নরনারী যে চিত্তদৌর্ব্বল্যের কথা কয় ভগবানও তাহাই বলিলেন। আর বশিষ্ঠদেব যাহা উত্তর দিলেন তাহাই এই কঠিন সমস্যার একমাত্র উত্তর। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

অতএব হি রাম ত্বং, শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোষি শাশ্বতম্।
স্ব প্রযত্নোপনীতেন পৌরুষেনৈব নান্যথা॥ মুমু ৯সর্গ ২৪

যেহেতু রাম তুমি প্রাক্তন বাসনার অধীন হইয়াছ বলিতেছ সেই জন্য আমি বলিতেছি প্রাক্তন বাসনা জনিত ভাবনাকে মন হইতে তাড়াইয়া দাও। ইহাইত পুরুষকার। স্বীয় যত্নেই—আপন পুরুষকার দ্বারাই ইহা দূর করা যায় অন্য কোনরূপে ইহা মন হইতে যাইবে না।

এই পুরুষকারের অভ্যাস প্রতিদিন করিতে হয়, বহুদিন ধরিয়া নিত্য অভ্যাস করিতে হয়।

যাহা নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। নিত্য কর্ম্ম কর তার প্রসন্নতা অনুভব জন্য। সময় পাইলে নিত্য কর্ম্মের পূর্ব্বে এবং অবসানে স্মরণ কর—

আমি আছি ইহার স্থির অনুভব সকল নর নারীর আছেই। আমার সর্ব্বদেহ ব্যাপি চৈতন্যই আমি আছির অনুভবে পাই। এই আমি কখন জন্মেও না, কখন মরেও না। আমি জন্মি নাই আমার মরণও নাই, কোন সম্বন্ধ আমার নাই

কোন দুঃখ শোক আমার নাই, মৃত্যুও আমার নাই জন্মও আমার হয় নাই। ইহাকে নিত্য ক্রিয়ার অঙ্গ করিয়া ফেল। ভিতরে, আমার সহিত কাহারও কোন সম্পর্ক নাই জানিয়া বাহিরে যথাস্থানে কর্ত্তা অভিমান রাখ।

এখন নিশ্চয় করি আইস যাঁহারা আপনারা ভাল হইয়া অন্যকে ভাল করিতে চান তাঁহারা আপন আপন জীবনকে সফল করিবেন কিরূপে।

ব্যবহারিক কার্য্য করিতেই হইবে—যতদিন সমাধিতে অবস্থান না করিতেছ। আর মনে রাখিতে হইবে ঋষিগণের মহামূল্য উপদেশ। ঋষিগণ উপদেশ দিতেছেন—

"অন্তর্মুক্তো বহিঃ সর্ব্বমনুকুর্ব্বংশ্চচার সঃ" যিনি প্রবুদ্ধ, যিনি গতভ্রম তিনি ত ইহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি ভাল হইবার জন্য সাধনা করিতেছেন তাঁহাকেও প্রতিদিন নিত্যক্রিয়া অন্তে অভ্যাস করিতে হইবে "আমি কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও শাস্ত্র আমাকে আমার স্বরূপ দেখাইয়া দিতেছেন, বলিতেছেন আমি স্বরূপে এমন এক পুরুষ, যাঁহার মৃত্যু নাই, শোক মোহও নাই। যদি "আমি মরিনা" ইহাই একমাত্র সত্য কথা হয় তবে কাণের কাছে মহিষ গলঘণ্টা ঘন রব যখন সর্ব্বদা বলিতে থাকে দিন ত শেষ হইয়া আসিল, এখন ত চলিতে হইবে, এখন পশার তুলিয়া লও, লইয়া প্রস্তুত হও—মন যখন এইরূপ ভাবিতে থাকে তখন কেননা স্মরণ করিবে আমার মরণ নাই; দেহ যখন যায়, যাউক তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি নাই। তাই বলিতেছি মহিষ গলঘণ্টা ঘন রব অগ্রাহ্য করিয়া ইহা মিথ্যা জানিয়া নিজের স্বরূপ চিন্তা কর, করিয়া নির্ভয়ে থাক। ভয় কেন থাকিবে? দেহ ছাড়িবার সময়েও যখন কৃতান্ত আসিবেন, তখন যদি তোমার জ্ঞান লাভ নাও হয় তথাপি রামপ্রসাদের মত বলিতে শিখ "তিলেক দাঁড়াও রে শমন আমি বদন ভ'রে মাকে ডাকি। দেখি আমার নিদান কালে ব্রহ্মময়ী আসেন কিনা আসেন দেখি। তবে তারা নামের কবচ মালা বৃথা আমি গলায় রাখি" ইত্যাদি।

শাস্ত্র আবার বলেন যদি মৃত্যু সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ চাও তবে "তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ"—তবে বিদ্যাভ্যাসে সর্ব্বদা যত্ন কর আর যাহা অবিদ্যা তাহা অগ্রাহ্য কর। বুদ্ধি, মন, দেহ এই সমস্ত হইতে তুমি ভিন্ন। তুমি নিঃসঙ্গ পুরুষ ভিতরে। ভিতরে এই ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়া

"ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখ মেব বা"
"প্রবাহ পতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে"

"বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব"।
"অন্তঃশুদ্ধ স্বভাবস্তং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ"

সুখ বা দুঃখ যাহা আসে তাহাই মনে মনে অগ্রাহ্য কর, করিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাও, করিয়া সুস্থ হইয়া থাব—কারণ তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ভোগ হইয়া যাইতেছে, ইহাতে বিচলিত হইবার কি আছে—সুখ আসিলে ভাবিতে হইবে ইহাও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল। সুখও অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে স্বরূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুস্থ চিত্ত থাকিতে অভ্যাস কর। ইহা হইলে সংসার দুঃখ তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। এইরূপ অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে বুঝিতে পারিবে শাস্ত্র কেন বলিতেছেন—

"তস্মাদ্ধৈর্য্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু"
"ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ"

হর্ষ বিষাদ সমস্তই মায়া—দুঃখ করিবার বা বেহুঁস হইবার কিছুই নাই। ইষ্ট বা অনিষ্ট দেখিয়া বিচলিত হইবারও কিছুই নাই। তুমি ভিতরে সদা শুদ্ধ, সদা নির্ম্মল তুমি অন্তঃশুদ্ধস্বভাব। যাহা আসে আসুক। প্রবাহ পতিতভাবে কর্ম্ম করিয়া যাও তবেই কর্ম্ম আর তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না।

বলিতেছি বাহিরে কর্ত্তা সাজ কিন্তু ভিতরে জানিও একমাত্র আত্মাই গ্রাহ্যের বস্তু—অনাত্মা যাহা কিছু সমস্তই অগ্রাহ্যের বস্তু।

এস এস শাস্ত্রের কথা মান্য করি এস। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্ত্তমানমথাচরণ্
বিহরস্য যথা ন্যায়ং ভবদোষৈর্ন লিপ্যসে"।

যাহা করিয়া ফেলিয়াছ তজ্জন্য ভাবনা করিওনা—তাহা অগ্রাহ্য কর, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ভাবিয়াও উৎকণ্ঠিত হইওনা কেবল বর্ত্তমানে কি করিয়া জীবন কাটাইবে তাহাই চিন্তা কর। বেশ করিয়া দেখ "বাহ্যেন্দ্রিয়ার্থ সম্বন্ধাৎ ত্যাজয়িত্বা মনঃ শনৈঃ" "তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিয়োজয়" বাহিরে যাহা দেখ, যাহা শুন, যাহা স্মরণ কর, তাহাই অবিদ্যা,তাহাই মায়া, ইহা দৃঢ়রূপে ভাবনা করিয়া, বাহিরের সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া মনকে রামানন্দে ভাসাইয়া দাও। আমার স্বরূপই রামানন্দ, স্বরূপই রাম ইহাই মাত্র গ্রাহ্য, ভিতরে নিরন্তর স্বরূপ ভাবনা গ্রাহ্য করিয়া বাহিরের সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে অভ্যাস কর।

মানুষ কষ্ট পায় মনের মধ্যে নানা ভাবনা পুষিয়া রাখিয়া। মন হইতে সব ভাবনা তাড়াও—মন হইতে ঈশ্বর ভাবনা ভিন্ন আর সব ভাবনা বাহির করিয়া দাও। কিরূপে করিবে জান ? জননে মরণে একমাত্র সাথী তোমার ইষ্ট। সেই নাম উচ্চৈস্বরে কতকক্ষণ কর,করিলেই দেখিবে রাম নামে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে—দুর্ভাবনা চলিয়া গিয়াছে। তখন স্থির হইয়া নামের সঙ্গে নামীর ভাবনা করিতে থাক। জগতে আর কিছুই সত্য নাই—একমাত্র নামের নামীই সত্য—ইনি নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার সমকালে। আমি আত্মাই। আমার মরণও নাই, আমার দুঃখও নাই, আমার সংসারও নাই। আমার কোন সঙ্কল্প বিকল্পও নাই। আমি পরম শান্ত পরম পুরুষ স্বরূপে। স্বরূপ হইতে সরিয়া আসিয়া হীন হইয়া পড়িয়াছি তাই এই হীন আমিটাকে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি তুমি হীন নও তুমিই সেই।

পুরুষার্থ ইহাই। এই পুরুষকারের অভ্যাস নিত্য কর। বড় শুভ হইবে। উপসংহারে আর একবার বলি নিত্য কর্ম্ম কর ঠাকুরের প্রসন্নতা অনুভব জন্য। নিত্য কর্ম্মের পরে স্থির সুখ আসনে বসিয়া নিত্য ভাবনা কর।—

"আমি আছি" এই স্থির অনুভব আমার সর্ব্বদাই আছে,সকলেরই আছে। আমি আছির অনুভবে পাই আমার সর্ব্ব দেহ ব্যাপিয়া চৈতন্যরূপী তুমিই আছ, সর্ব্বদা আছ। এই আমির মরণ কখন নাই—ইনি কখন জন্মেন না। আমার শোক নাই, আমার কোন দুঃখও নাই। এতকাল বহুবিধ জল্পনা কল্পনায় দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু আমার কোন সঙ্কল্প বিকল্পও নাই। আমির সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। স্থির হইয়া এই সমস্ত প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়াও চিন্তা কর। আর ব্যবহার কালে প্রতিব্যাপারে ইহা স্মরণ কর। এইটি যদি অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পার তবে পবিত্র পাথেয় সংগ্রহ হইল। ইনিই নামের নামী। নাম কর সর্ব্বদা। ইহাও পাথেয়। সর্ব্বদা নাম করিবার জন্য এখন হইতে পথে চলিবার পাথেয় নাম ইহা একান্তে অভ্যাস কর এবং ইহা জীবিত কালেরও নিত্য পাথেয় মনে রাখ। এই অভ্যাস সিদ্ধ কর, সবই হইবে ইতি।

ওঁ

সৎকথা।

কি চিন্তা করিছ চিতে, রে চঞ্চল মন ?
মাতৃগর্ভে যোগে মগ্ন ছিলে যে সময়,
সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ যাতনা—
স্মরণ করিয়া কত হয়েছ কাতর।
সে সময়ে বলিয়াছ যদি পাই ত্রাণ—
এ গর্ভ যাতনা হ'তে ; ভজিব মহেশে,
পূজিব শ্রীহরিপদ, সাংখ্যযোগে সদা
সনাতন ব্রহ্ম ধ্যানে থাকিব নিরত।
যা'তে পে'তে নাহি হবে এ ভব যাতনা,
যাওয়া আসা দূর হবে ভবেশে ভেটিয়া।
বিশ্রাম লভিব চির হয়ে ব্রহ্মেলীন,
ব্রহ্মানন্দে মিটে যাবে সব মনো আশা।*
এবে যেন ভুলিওনা সেই দুর দিন,
মায়ার প্রপঞ্চে কভু না হবে মোহিত।
অমূল্য সময় দেখ যেতেছে চলিয়া,
বৃথা কাল কভু নাহি করিবে ক্ষেপণ।
স্বকার্য্য সাধন কর থাকিতে সময়,
কাল না মানিবে কভু কাতর কাহিনী।
বহু পুণ্যে পাইয়াছ এ দুর্ল্লভ দেহ,
তাহাতে আবার দেখ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলে ;
এ হেন সুযোগ ত্যাগ কভু না করিবে,
যত্নকর মুক্ত হ'তে কায়া—কারাগার।
অনভিজ্ঞ নাহি জানে আত্মার সন্ধান,

---

* যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

অভিজ্ঞের সন্নিধানে আত্মা বিরাজিত।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হ'তে হও যত্নবান,
আত্মাকে জানিলে তবে পাইবে নিস্তার।
পুরুষার্থ কর সদা আত্মা লভিবারে,
দৃঢ় যত্নে হবে তবে আত্ম দরশন।
ধর্ম্ম, অর্থ, কামনায় পুরুষার্থ যার,
সে নহে মানব, হয় পশুর সমান।
মোক্ষার্থী পুরুষ শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়,
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ইহা তুচ্ছ কথা নহে।*

নাগোয়া সাধু সঙ্গ—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ স্বামী।

প্রশ্ন—ভক্তি ক্যায়সে হোতা হ্যায়?

উত্তর—সৎসঙ্গ—সাধুসঙ্গ আউর ধ্রুব প্রহ্লাদাদিকোঁ বৃত্তান্ত শুন কর ভক্তি হোতা হ্যায়—ফের রাম রাম কর্‌তে কর্‌তে উহ বাড়তে যাতা হ্যায়।

প্রশ্ন—ভক্তিকো কারণ ক্যা হ্যায়?

উত্তর—বৈরাগ্য।

প্র—থোড়া আচ্ছা করকে সমঝাইয়ে।

উ—সব চিজ্ বিনাশী—ইয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে—বিচার কর্‌তে কর্‌তে সাধারণ চিজ্‌মে বৈরাগ্য হোতা হ্যায় ঔর মন অবিনাশী চিজ্‌কো ঢুঁড়তা হ্যায়। তব্ সৎসঙ্গ হয়তো ভক্তি উপজাত হ্যায়।

বাবা! আপ্‌কে দর্শনকে বাদ হামারা বহুত দুঃখ হুয়া। হামারা এক এক বরষ দশ মাহিনাকে লেড়কা মর্ গয়া।

---

* পুরুষার্থ ত্রয়াবিষ্টাঃ পুরুষাঃ পশবোধ্রুবম্।
মোক্ষার্থী পুরুষঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ॥

শ্রীবিষ্ণু আশ্রম দণ্ডিস্বামী,
অনন্ত বিজ্ঞান মঠ, অসীঘাট রোড, ৺কাশীধাম।

কাঁহা ?

প্র—৺কাশীজী মে।

উ—তব্ তো আচ্ছা হুয়া। উয়ো শিব হুয়ে উনকো মুক্তি হুয়া। উয়ো পরম জ্যোতিমে মিল গয়ে। দুঃখ কিস্ বাত কি ?

প্র—৺কাশী মুক্তি বিশ্বাস না করে ঔর ৺কাশীমে মৃত্যু হোনেসে ক্যা মুক্তি হোতা হ্যায় ?

উ—হঁা।

প্র—ইয়ে ক্যায়সা ?

উ—যায়সা ৺গঙ্গাজীকি পাণী বহতি হ্যায়, হিন্দু হোয় কি মুসলমান হোয়, তিরপর দোনো কো পিয়াস মিটাতি, কি পিয়াস মিটানে কা কারণ হোতি, অ্যায়সা কাট পতঙ্গ, বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী যো কোই ৺কাশী মে মরেঙ্গে উস্‌কো মরণেকে সময় জ্ঞান হোনেকে সাথ মরণে পর মুক্তি হোগি।

প্র—তোম কাঁহা রহতে হো ?

উ—৺কাশীজী মে।

সাধু—তব্ তো বহুত আচ্ছা। অমৃত কা হ্রদমে পড়া হ্যায়। ইয়াদ রাখনা ৺কাশী অমৃত্ কা হ্রদ হ্যায়।

প্র—বাবা আপ্ কাহে ৺কাশীকে বাহার পড়ে হ্যায় ?

উ—হাম্ তো বেটা মনমে ৺কাশী বানায় লিয়া হ্যায়। দিন রাত উসিকা ধ্যান করতা হুঁ, ইস্ লিয়ে হামারা লিয়ে সব ৺কাশীই হ্যায়।

প্র—বাবা আপ্ ভগবান্‌কো দর্শন কিয়ে হ্যায় ?

উ—হামারা তো দর্শন করনে কা ইচ্ছা নাহি হ্যায়। হাম্ খালি আপ্ত ধ্যান মে মগ্ন হ্যায়।

প্র—আপ্ত ধ্যান ক্যায়সা হ্যায় ?

উ—পরম জ্যোতি রূপ হ্যায়। উস্‌মে হাম হি নাহি হ্যায়, ফির ক্যা ?

শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ৺কাশীধাম।

সর্ব্বদা আনন্দে থাকিবার কথা।

সকলেই নিরন্তর সুখ খুঁজিতেছে। আনন্দ মনে করিয়া কত মানুষ কত কি হৃদয়ে তুলিয়া লইতেছে আবার পরক্ষণেই তাহা সুখ নয় দুঃখ, বলিয়া তাহা ত্যাগ করিতেছে। প্রকৃত আনন্দ স্থায়ী আনন্দ—ভূমা। যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"। আমি ভিন্ন মানুষ আর কোথাও জুড়াইতে পারিবে না। যেখানে সেখানে মানুষ আমাকে আরোপ করিয়া, ধর্ম্মের প্রলেপ দিয়া ইন্দ্রিয়ারাম হইতে চায়। কপট মানুষ ভগবানকে চাটুনি করিয়া বিষয় ভোগ করিতে চায়—অনেক সময়ে ইহা বুঝিয়াও বুঝেনা কেন এমন করে? ইন্দ্রিয় সুখের জন্য এই যে কপটতা করে, আপনার কপটতাও আপনি ধরিতে পারে না। হায়! মানুষের মোহ? সর্ব্বত্র আমাকে মানুষ দেখিতে চায়। কিন্তু জ্ঞান না হইলে ইহা হয় না। কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা, এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা—যখন অভ্যস্ত হয় তখন জ্ঞান হয়। এই জগৎটা কর্ম্মেরই মূর্ত্তি। আর চলন রহিত অনেজৎ ব্রহ্মই অকর্ম্মের অনুভূতি। জগতের সর্ব্ববস্তুতে—সমস্ত কর্ম্মময় মূর্ত্তিতে যিনি চৈতন্যকে দেখেন, যিনি অনেজৎ অকর্ম্ম ব্রহ্মকে দেখেন এবং অকর্ম্মে—ব্রহ্মে—যিনি দেখেন, মায়া তাঁহাকে আবরণ করিয়া—আপনি সমস্ত করিয়া—জীবের মোহ উৎপাদনের জন্য সমস্ত কর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিতেছেন—এইভাবে যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। কিন্তু জ্ঞানী ত সকলেই হইতে পারেনা। নাই হউক কিন্তু বিশ্বাসী ত হইতে পারে? আমি কোথায় নাই—এই বিশ্বাস কি মানুষ আনিতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। ঐ যে পাহাড়ের গায়ে ফুলের গাছটি দুলিতেছে—মানুষ যদি উহার সহিত কথা কয়—আমি ত সর্ব্বত্রই আছি—তবে আমি ঐ ফুলের মধ্য হইতে কথা কহিতে পারি। মানুষ যদি সত্য সত্যই আমার জন্য ব্যাকুল হয়, সকল নির্ম্মল বস্তুতে যদি আমার অনুসন্ধান করে, সকল বস্তুতে আমি আছি স্মরণ রাখিয়া যদি কথা কহিতে অভ্যাস করে, পাখীর শব্দে, বাতাসের স্পন্দনে, আকাশের নীলিমাতে, পুষ্পের হেলাদুলায়, পাহাড়ের স্থিরতায়, সাগরের তরঙ্গ ভঙ্গে যদি আমার ইঙ্গিত দেখিতে পায়—তবে সে সর্ব্বত্র যেন কত কি দেখিতে পায়, সর্ব্বত্র গম্ভীর হইয়া যেন কত কি শুনিতেও পায়। এইরূপ হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতেই আনন্দে আমাকে ভাবিয়া মানুষ আনন্দ

স্বরূপেই স্থিতি লাভ করে। ইহা হইবে তখন যখন মানুষ নিত্য কর্ম্মে সর্ব্বদা আপনার ভিতরে আমাকে লইয়া থাকিবার অভ্যাস করিবে, আর কোন কিছু ভাল লাগিলে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।" প্রকৃত ভালবাসার বস্তুকে অন্তরে স্মরণ করিয়া বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া চৈতন্যরূপী আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। নতুবা ভগবানের চাটনি দিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছুতে আসক্ত হইলে, ভগবানের চাটনি দিয়া বিষয় ভোগ করিলে "ম্যায় সম কোন কুটিল খল কামী" হইয়াই ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

বদরী-পথে।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বৈকালে হৃষীকেশে পৌঁছিলাম। যোগাদ্রির ধর্ম্মশালা গঙ্গার নিকট—সাধুমার প্রস্তাবে সেই খানেই বিশ্রামের স্থির হইয়াছিল। পার্শ্বেই খুরজামহলের ঘাট, এ স্থানের দৃশ্য পূর্ব্বে অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু প্রকৃতি নিত্য পরিবর্ত্তনের চিত্র অঙ্কনে অতি পটু; পর বৎসরের বন্যায় সে শোভা সৌন্দর্য্যের হ্রাস করিয়া দিয়াছে। এখন তার গতগরিমার ধ্বংসাবশেষ অতীত সৌন্দর্য্যের স্মৃতিকে মাত্র উজ্জ্বল করিয়া অনিত্যতার পরিচয়ই প্রদান করে। আজ উপবাসে শরীর যাওয়া আসার উদ্বেগ পরিশ্রমে সামান্য ক্লান্তি অনুভব করিলেও ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ কিছুই মনে হয় নাই। তবে এ ভাবে পর্য্যটন অভ্যস্ত নহে বলিয়া চিত্ত বিশ্রামই খুঁজিতেছিল। বহুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একান্তের নিঃসঙ্গতা লাভের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া কোন চিরশান্তিময়ের সঙ্গ, সাড়া খুঁজিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল কাহারও সঙ্গ ভাল লাগিতেছিল না। চিত্তের অবস্থা কেমনই যেন আজ একটু মুহ্যমান, তাই একটু মনের সন্ধান লইতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি গঙ্গায় অবগাহন স্নানের পর জনকোলাহল শূন্য স্থান দেখিয়া তীর দেশের একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর আপন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া প্রকৃতিদত্ত আসন গ্রহণ করিলাম। কি জানি কার অপেক্ষার সাড়া প্রাণের মাঝে জাগিয়া সব ভুলাইয়া এমন পাগল

করিয়া টানিয়া আনে তখন বিষয় পিপাসার আলো ক্ষীণ হইয়া দুর্দ্দম প্রকৃতি— নিভৃত প্রকৃতি সঙ্গ একান্তের সাড়া খুঁজিয়া ব্যাকুল আবেগে অমনি করিয়া সম্মুখের বিপুল উচ্ছ্বাসভরা মনোহারিণী গঙ্গার তটান্ত চুম্বনে আছাড়িয়া পড়ার ন্যায় সাগর বক্ষে তরঙ্গের লয় করিতে লুটিতে থাকে। স্থান ত তার অন্তরের অন্তঃপুরেই, কেবল সংস্কারের তাড়নায় পুনঃ পুনঃ বাহিরে আসিয়া পড়ে। আপন স্থানে বিশ্রাম না পাওয়াবধি এ ছুটাছুটিরও অন্ত নাই। কোথায় কতদিনে তাহার বিশ্রান্তি মিলিবে, কই সে, কতদূরে,—কত পরে তাহার প্রাপ্তি, পূর্ণ ইচ্ছার মিলন ব্যতীত বাসনা পূর্ণ কিরূপে সম্ভবে! বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া চিত্ত যতক্ষণ এই আবেষ্টনের মধ্যেই আপনাকে বদ্ধ রাখে ততক্ষণ তার বিষয় বিমুখতা—হর্ষ উদ্বেগ শূন্য চিত্তের নিঃসঙ্গ অবস্থা বুঝি কল্পনাতেই থাকে! আত্মপদে স্থিতি চিত্তের লয় না হওয়াবধি ইচ্ছাতেই থাকে প্রাপ্তি কই ঘটে? সংস্কারযুক্ত চিত্তটাই ত প্রধান বিষয়, তা ছাড়া মনের কল্পনা তরঙ্গ ত বহু বহু। প্রাপ্তিতে হর্ষ অপ্রাপ্তিতে উদ্বেগ হওয়াই মনের স্বভাব। এই মনকে রাগদ্বেষ বর্জ্জিত চঞ্চলতা শূন্য অচঞ্চল পদে স্থাপিত করার আশা করা, বিনা সাধনায়, বিনা ভগবৎকৃপায় হইতেই পারেনা আত্মপদে বিশ্রান্তি ত বহু দূরের কথা। সাধনাই নাই তা' সাধনার সিদ্ধি খুঁজি কিরূপে? আত্মা যতক্ষণ না উপাধি বিহীন হইবেন ততক্ষণ উপলব্ধি বা আপন শান্ত স্বরূপের মধ্যে অবস্থান কই? মনের বিকারইত এই জগত বা দেহ, আর এই দেহ লইয়াই যত বাসনা বিকার সুখ দুঃখের কল্পনা। এ কল্পনার শেষ কোথায় ঠাকুর? ভ্রমের দেখাতেই দুঃখ। সবইত কল্পনা, সবইত মিথ্যা। অহংয়ের দ্রষ্টারূপে থাকিয়া যখন দ্রষ্টা, দৃশ্যের সহিত একতা লাভে 'আমিই সেই' "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" রূপে মায়ার উপাধি ত্যাগে জগতের সকল বস্তুর মধ্যে আপনার স্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া আপনাতেই স্থিতিলাভ করেন তখনই না নামরূপের ইন্দ্রজাল মুছিয়া একমাত্র অখণ্ড সত্য শান্ত সত্তার মাঝে তাহার বিলীন হয়? যতক্ষণ অজ্ঞানের খেলা মায়ার উপাধি গ্রহণ, মায়িক জগতের সুখ দুঃখ গ্রহণ ও ততক্ষণ আছে। বাহিরের প্রকৃতিতে যে কর্ম্ম কোলাহল ছিল এখানে তাহা বিরল। যাদুকরের মায়ার তুলিকা বুলানতে তখন গড়িয়ে পড়া বেলার শ্রান্তির নিশ্বাসটুকু ঝরে একটা নিখুঁৎ শুব্ধতার স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করে দেখাচ্ছিল। প্রচ্ছন্ন শান্তির সরসতায় সব যেন ভরাট, কেমন যেন শান্ত নীরব। এটাই বোধ হয় স্থানের মহিমা! কিন্তু বাসনার শেষ না হওয়াবধি সে স্বচ্ছতা বা পূর্ণতা কই? বহুক্ষণ নাম করিতে করিতে চিত্ত শান্ত, বাসনার চঞ্চলতা তরঙ্গের উত্থান পতন বিলীন হইয়া

কোন অচিন্ত প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া মিশিতে চাহিতেছিল কিন্তু চিরকালের ঘানির জের টানার অভ্যাস একেবারে ছাড়তে যেন তার দম বাহির হইয়া যাইবে, তাই অহঙ্কারের বোঝা রিক্ত হয়ে কিছুতেই সহজে হাল্‌কা হতে চায় না; অনেকটা সময় তারে স্বতন্ত্র করে তার রঙ্গ, কৌতুক দেখার পর তবে সে ধরা দিতে চাহিল, কত প্রকারই খেলে, কত সাজে, এমন বহুরূপী হতে বুঝি আর কেহই পারে না। তখন নামের সঙ্গে সঙ্গে গুণ কর্ম্ম লীলা সব যেন ফুটিয়া উঠিল। সম্মুখে হৃষীকেশের গঙ্গা বিপুল উচ্ছ্বাসময়ী—"ক্বচিৎ পদ্মিণী রেণু ভঙ্গ প্রসঙ্গে, মনঃ খেলতাং জহ্নু কন্যা তরঙ্গে"—দুকুল বাহিনী সর্ব্বসন্তাপহারিণী কলি হর মহা-পাতকনাশিনী নির্ম্মল বারি প্রবাহ হরশীর্ষপরে নাচিয়া নাচিয়া মধুর তোয়ঝঙ্কারে যেন গৌরীর ভ্রুকুটি ভঙ্গীকে অগ্রাহ্য করিয়া ধূর্জ্জটীর জটাজাল লইয়া আপন মনে খেলিতেছেন, বক্ষে নীল আকাশের রক্তিম ছায়া ফুটিয়া রক্তরাগকে আরো গাঢ় করিয়া রাঙ্গাইতে ছিল। উপরের শান্ত আকাশ তখন অপরাহ্নের রক্তিম রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া সূর্য্যের সন্ত্রস্ত্য ভাবে পশ্চিমসাগরে অবতরণ প্রয়াস আপনার স্বরূপে নিমগ্ন হওয়া নির্ব্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন কি জানি কি এক অপূর্ব্বতার মধ্যে চিত্ত নিমগ্ন হইয়া কাহার সম্মোহন স্পর্শের স্নিগ্ধতার মধ্যে অমনি করিয়া ডুবিতে চাহিতেছিল। স্বপ্রকাশের আত্মজ্যোতি প্রকৃতির যত্নের আবরণকে উন্মোচন করিয়া প্রকৃতির সজ্জায় সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তাই সর্ব্বত্রে এক গুহ্য লীলার বিকাশ ভূমানন্দের আভাষ মধুময় ভাবে জগতকে তৃপ্ত করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু এতটুকুতেই চিত্তের চিরতৃপ্তির সাধ মেটে কই? প্রাণ যে ওই অনন্ত আব-রণ ভেদ করিয়া তাকে সীমার মধ্যে আনিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি শব্দ স্পর্শ গন্ধ রূপ রসে অসীমের তৃষ্ণা মিটাইতে ব্যাকুল! যে রূপ দর্শনের জন্য প্রাণ সতত পাগল হইয়া আপনার সব বিসর্জ্জনে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা চায়, তার দেখা কোথায়? কোথায় কোথায় গো? তেমন করিয়া কবে আসিবে গো? কোথায় কোন শুভ-মুহূর্ত্তে সে দর্শনে মিলিত হইব, কোথায় পাইব? চক্ষুজলে ব্যাকুল প্রাণের তৃষ্ণা লইয়া সন্ধ্যাদীপের আরতির সাথে বাসায় ফিরিলাম। গঙ্গাতীর হইতে সন্ধ্যা করিয়াই কি যেন একটু বিদ্যুৎস্পর্শ মাথামত হইয়া আসিয়াছিলাম প্রাণে রাম রাম ঝঙ্কার দিতেছিল। আজ রামনবমী উপলক্ষে সকলে মিলিত হইলে কিছু কিছু রাম কথার আলোচনা এবং শেষে স্তোত্র পাঠ হইল। কতকগুলি স্তবের পর যখন স্তব হইতে-ছিল—"ভজে বিশেষ সুন্দরম্ সমস্ত পাপ খণ্ডনম্। স্বভক্ত চিত্তরঞ্জনম্ সদৈব রাম মদ্বয়ম্॥" আমাদের পার্শের ঘরে একজন ক্ষত্রিয় যুবক সস্ত্রীক ছিলেন লোকটী রাম

নাম শুনিয়া ভক্তি গদগদ চিত্তে থাকিতে না পারিয়া আমাদের গৃহ প্রবেশের অনুমতি লইয়া নাম কীর্ত্তনের আনন্দে যোগ দিলেন। তাঁহার একটী শিশুপুত্রকে সম্প্রতি ৺হরিদ্বারের গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষালাভের জন্য দিয়া আসিয়াছেন, ছেলেটীর অত্যন্ত শিশুকাল হইতেই ভগবৎ অনুরাগ নিষ্ঠা দর্শনে তাহাকে গৃহে আবদ্ধ না রাখিয়া সৎসঙ্গে পালিত হইলে হয়ত তার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূলতা হইবে, এবং পুত্রটী যদি স্বধর্ম্মবান হয় সন্তানের গৌরবে পিতাও ধন্য হইবেন তাঁহার অভিপ্রায় ইহাই। যাইবার কালে পুত্রের বিষয়ে দুএকটী কথা অত্যন্ত স্নেহবিগলিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়া অতীতকালের গৌরব গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়া এইরূপ বালকগণ মানসিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতের কত শিক্ষার স্থল হইয়া সমাজ এবং ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা করিয়া কেমন জাতীয় জীবনের গৌরব রক্ষায় আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতেন, আর আজকালকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষার প্রভেদ এ বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা পূর্ব্বক আপন গৃহে বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সাধনা ও সাধ্য।

সুখ দুঃখ ও মোহের তরঙ্গ তুলিয়া কাল জীব সমূহকে তৃণ গুচ্ছের মত সংসার সাগরে নিত্যই নিঃক্ষেপ করিতেছে তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছ! তোমার ও দেহ মন কি ছিল কি হইয়াছে কাল তোমাকে সংসারের আবর্জ্জনা মনে করিয়া কোথায় ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে ফেলিতেছে—একবার অনুভব কর করিয়া প্রতীকার কর। এই দেখনা—ফুল্ল ফুলের মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তোমার সে দেহটি দেখিতে দেখিতে সৌন্দর্য্য হীন হইল, যে মন নিত্য নূতন কল্পনার তুলিকা লইয়া নিত্যই সংসারের সুশোভন চিত্র আঁকিতে ব্যস্ত ছিল, সে মন শক্তিহীন—অবসন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু কর্ণাদির শক্তি হ্রাস হইল, প্রাণের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে দেহ অপটু হইল ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান নেপথ্যে সংসার রঙ্গের অন্তিম দৃশ্য প্রস্তুত হইতেছে সূচনা পাইয়াও তুমি নিশ্চিন্ত মনে এই বিয়োগান্তক নাটকের অভিনয়ে মত্ত রহিলে! দুঃখের কণামাত্রে এত অসহিষ্ণু তুমি, কেমন করিয়া

এই মহাদুঃখের আয়োজন দেখিয়াও নিশ্চিন্ত আছ? আর নিশ্চিন্ত থাকিও না উদ্ধারের পথে চল উদ্ধারের সনাতন পন্থা ঋষিপ্রদর্শিত সাধনা, সাধনায় অবতরণ কর। কালের প্রতিকূল শক্তি খণ্ডন করিবার জন্য মহাকালের উপদেশ গ্রহণ কর, নিত্য স্মরণ কর। মহাকালের অধিকার উপেক্ষা করিয়া বড় আদরে কালের অধিকারে আসিয়া কত যন্ত্রণাই পাইলে, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া করিয়া সেই সেই জন্মে গর্ভ যাতনা সংসার যাতনা, মরণ যাতনা—একবার চিন্তা করিয়া দেখদেখি—কি অসহনীয় যাতনা পরম্পরাই না অনুভব করিলে! আর না এইবার ফিরিয়া. চল আবার মহাকালের অধিকারে এস—সাধনা কর।

(১)

কালের অধিকার উপেক্ষা করিয়া মহাকালের অধিকারে আসিবার জন্য স্বভাবের সহিত যে সংগ্রাম তাহাকেই সাধনা বলিতেছি। ইহাতে সর্ব্বদার জন্য যে ঐকান্তিকতা আবশ্যক হয় তাহা না করিয়া লোক ব্যবহারের অনুবর্ত্তনে নিত্য কর্ম্ম —যাহা তুমি করিতেছ ইহা সাধনা নহে, সাধনার অভিনয় মাত্র; ইহাদ্বারা তুমি কালের অধিকার হইতে নির্গত হইতে পারিবে না। ঐকান্তিকতাই সাধনার প্রাণ, সাধনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, সজীব সাধনা লইয়া অনুক্ষণ তীব্র প্রয়াস কর, যে পর্য্যন্ত সাধ্য পদার্থসমূহের মধ্যে যে কোন একটিও না প্রত্যক্ষ হয় তাবৎ সেই ভাবে সাধনা করিতে থাক দূর হইতে আকুল কণ্ঠে তাঁহার চরণে প্রার্থনা কর হইবেই। যে ভাব সমূহের একটিও আসিলে তুমি আশ্বস্ত হইতে পার, দৈনিক সাধনা সফল হইতেছে মনে করিতে পার,—আমরা নিম্নে সেই ভাব সমূহের মধ্যে তিনটি ভাব আপাততঃ বলিতেছি; যেরূপে সংগ্রাম করিয়া সেই ভাবসমূহ আনয়ন করা যায় এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তাহাও বলিতেছি, প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। নিত্য অণুক্ষণ এই সাধনা কর। সাধনার পূর্ব্বে চিত্তের বিষয় সংস্কারগুলি—লয়বিক্ষেপগুলি মন্দীভূত করিয়া লও, কিরূপে করিবে জান? প্রথম তাঁহার লীলাগ্রন্থ—যাহা তোমার নিত্য পাঠ্য তাহা পাঠ কর, পাঠ করিতে করিতে যখন চিত্ত আকুল হইল, অথবা ভগবদ্ ভাবে ভরিয়া গেল, তখন সাধনা আরম্ভ কর সহজ হইবে; নির্ব্বাধে সাধনা করিবার অবসর পাইবে।

প্রথম হৃদয় কমল স্মরণ কর—প্রফুল্ল রক্তবর্ণ অষ্টদল কমল—উপরে ছত্রাকারে দ্বাদশদল কমল; এই কমল কুঞ্জে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত উপবেশন কর। মধুর

'অফুরন্ত ভাণ্ডার' সম্মুখে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর—সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় প্রণব মণ্ডল, অকার উকার ও মকারে সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলও বহ্নিমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া এই রসময় প্রণব, সৌন্দর্য্যমুগ্ধ সাধককে আবাহন করিতেছেন প্রত্যক্ষ কর, করিয়া ভিতরে প্রবেশ কর, সম্মুখে উপাস্যদেবতার মহাযন্ত্র, সেই ষট্‌ কোণ মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ, প্রথমতঃ এই ত্রিকোণ ভাবনা করিয়া করিয়া বুদ্ধিকে ত্রিকোণ—ময় করিয়া লও, বুদ্ধি যখন ত্রিকোণময় হইল, তখন বুদ্ধির জ্ঞানাংশ অবলম্বনে বুদ্ধি হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র অনুভব করিতে চেষ্টা কর, অজ্ঞানের ছলনায় বুদ্ধির বিষয়ানুভব গুলি লইয়া তোমার নিত্য শুদ্ধ নিত্য মুক্ত আত্মা তোমার দৃষ্টিতে কিরূপ বৃথা সুখ দুঃখ মোহাক্রান্ত হইতেছেন তাহা প্রত্যক্ষকর, অনাদিকাল কিরূপে অমৃতময় এই আত্মবস্তু আত্মবধ নাটকের অভিনয় করিয়া আসিতেছেন তাহা উপলব্ধি কর, করিয়া করিয়া অজ্ঞানের উপরে বৈরাগ্য আন, নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা কর। বুদ্ধির ত্রিগুণময় ত্রিকোণ বিগ্রহ একাংশে স্পর্শ করিয়া যে অনন্ত অসীম সচ্চিদানন্দময় আত্মসত্তা বিরাজমান তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও, যতক্ষণ পার এই সুধাময় আত্মসত্তার আবিষ্ট হৃদয়ে অপেক্ষা কর। আধি-ব্যাধি নাই, জনন মরণের ভাবনা নাই, ক্ষুধা পিপাসার যাতনা নাই, অর্জ্জন রক্ষণের চেষ্টা নাই—সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত এই আত্ম-সত্তা কত মধুর, অনাদি সংসার পরিশ্রান্ত তুমি একবার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর।

পুনঃ পুনঃ এই অখণ্ড সত্তায়, চিত্ত সাধনা কর, ভাবনা করিতে না পার ত ইহার সৃষ্টিস্থিতি লয়ের লীলা চিত্তকে স্মরণ করাও। এই অনন্ত সুধাসাগরের বহিরাবরণে কিরূপে সংসার তরঙ্গ উদিত হইল; কিরূপে অনন্ত ফেন বুদ্‌বুদ রাশির মত অনন্ত জীব মণ্ডলী—দেবতা যক্ষ রাক্ষস সিদ্ধ কিন্নর গন্ধর্ব্ব দানব মানব পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা বনস্পতিরূপে ইহাকে স্বরূপ করিয়া তুলিল সৃষ্টি ক্রমে তাহা ভাবনা কর। কিরূপে তিনি দ্রষ্টা হইয়াও দৃশ্য হইয়া পুনঃ ভোক্তা হইয়াও ভোজ্য হইতে-ছেন, কেমন করিয়া ভোজ্য-ভোজনের অভিনয় অনন্ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন ভাবনা কর কেমন করিয়া মৃত্যুর ও মৃত্যু হইয়া অগ্নিরূপে চন্দ্রমার সকল কলা গ্রাস করিয়া তম আবরণে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন—অনুভব কর চিত্ত বিস্ময়ে ভরিয়া যাইবে। কল্পনায় এই স্বরূপ সত্তার সৃষ্টিস্থিতিলয় লীলার অভিনয় করিয়া করিয়া স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রয়াস কর, ভাবনা কর—

ময্যনন্ত মহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীব-বীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥

কি আশ্চর্য্য অনন্ত মহাসাগর আমি! অনন্ত জীব-তরঙ্গ আমাতেই ভাসিতেছে, ভাঙিতেছে, খেলা করিতেছে, পরিশেষে আমাতেই প্রবেশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে। যখনই এই অনুভবে সজীবতা আসিবে, চিত্তবিস্ময়ে বলিবে—

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো নাস্তি যস্য মে।
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ॥

অহো কি মধুর সনাতন এই আমি! আমাকে প্রণাম। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত এই জগৎ বিনষ্ট হইয়া গেল, তথাপি আমি অক্ষত স্বরূপে বিরাজমান!

কখনও সাধনার মন্থন দণ্ডে অনন্ত সংসার সাগর মন্থন করিয়া করিয়া খণ্ড দৃশ্য সমূহের সমবায়ে অখণ্ড শক্তির সুষমা মণ্ডিত অখণ্ড দৃশ্য উদ্বুদ্ধ কর, তাহা দেখিয়া—চিত্ত পরিপূর্ণ সত্তার বিলোম নৃত্য করিতে করিতে বলিবে—

সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীম্।
নিজ শক্তি মুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি॥

দেখিবে—সমাধি সন্ধ্যার প্রারম্ভে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্নিগ্ধা নিজশক্তির সন্দর্শনে মহেশ্বরের মত চিত্ত বিলোম নৃত্য করিতেছে। কখনও আবার দেখিবে—

যশোদাগীতি মধুরৈ র্মৃদু বেদান্ত ভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব খেলসি॥

যশোদার ঘুম পাড়ান ছড়ার মত উপনিষদ দেবীর মৃদু গীত লহরী শ্রবণ করিয়া—বাল গোপালের মত চিত্ত বাহিরে ঘুমাইয়া স্বরূপানন্দে বিভোর হইতেছে। এইরূপে বিবিধ উপায়ে স্বরূপ স্থিতির অভিনয় করিয়া আত্মাস্বাদের মাধুরী অনুভব কর।

(২)

যখনই এই অভিনয়ে পরিশ্রান্ত হইলে, তখন আবার উপাস্য যন্ত্রের ষট্ কোণ মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণে অবতরণ কর, নিজে প্রকৃতি হইয়া মহাপুরুষের সেবা কর। সেই নিরাবরণ—সুন্দর বিরাট পুরুষ বিগ্রহ, যাহার সংস্পর্শ মাত্রে বুদ্ধি রূপে তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, পূর্ব্ব অভিনয়ে যাঁহাকে 'আমি' বলিয়া অনুভব করিয়াছিলে তাঁহাকেই এই অভিনয়ে তুমি বলিয়া নিত্য সেবনীয় সতত উপাস্যরূপে গ্রহণ কর। প্রতিভাবনায়, প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে, তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া

তাঁহার আরাধনায় ব্যাপৃত হও। সতত এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে যখনই বুদ্ধি তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইবে, তখনই এই বুদ্ধিকে সমষ্টিরূপে পরিণত করিয়া লও। বিষয়ানুরাগ যে বুদ্ধিকে মর্ত্তলোকের অঙ্গুষ্ঠমাত্র মূর্ত্তিতে—কলা মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া সংসার অমানিশার সৃষ্টি করিয়াছিল, বুদ্ধি মহাপুরুষের সীমা শূন্য মাধুর্য্যে অভিনিবিষ্ট হওয়া মাত্রই বুদ্ধির সে মর্ত্ত মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইবে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিহারিণী জগজ্জননীরূপে বুদ্ধি পরিণত হইবে। করুণাময়ের করুণা স্পর্শে অনন্ত বিশাল সেবার বিগ্রহ লাভ করিলে, এইবার সেবা করিয়া সাধ মিটাইয়া লও। কেমন করিয়া স্পন্দধর্ম্মিণী তুমি সুষুপ্তি-ভঙ্গে অব্যক্ত মাতৃকারূপে মহাপুরুষের বিরাট ক্রোড়দেশে স্বপ্নাবস্থায় আসিলে স্মরণ কর, কেমন করিয়া অকারাদি হকারান্ত নাদ বিন্দু সমন্বিত বিরাট অব্যক্ত অহং সত্তায় পরিণত হইলে, কিরূপে 'অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়' (আমি বহু হইব, প্রজারূপে অনন্ত সন্তানরূপে বহুভাবে পরিণত হইব) সংকল্প প্রণয়নে ইচ্ছাশক্তি হইয়াছিলে, কিরূপে তোমার সংকল্প মাত্রে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত সমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, কিভাবে পঞ্চীকৃত, পঞ্চমহাভূতের বিচিত্র মিলনে অনন্ত ভোগ্য ও ভোগাশ্রয়ের সমবায়ে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল—স্মরণ কর। এইরূপে সৃষ্টিলীলা চিন্তা করিয়া স্থিতিলীলায় অবতরণ কর,—কিরূপে তোমার সৃষ্টি বিশাল দৃষ্টির স্নেহ সিক্ত হইয়া এই সংসার অশ্বত্থতরু স্বীয়স্থিতি কেন্দ্রে উপচিত হইতেছে কিরূপে তুমি নিজে সপ্তবিধ অন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনন্ত বিশ্ব প্রতি পালন করিতেছ—চিন্তা কর, কিরূপে সোমরূপে একাংশে অন্ন হইয়া অপরাংশে অগ্নি রূপে তাহা আহার করিয়া একের স্থিতি অপরের বিনাশ সাধন করিতেছ—স্মরণ কর। এইরূপে মনুষ্য দেবতা ও ব্রহ্মার সৃষ্টিস্থিতিলয় পরম্পরা নির্ব্বাহ করিয়া কিরূপে—প্রাকৃত প্রলয়ারম্ভে নিজে নিজের প্রলয় নির্ব্বাহ করিতেছে—ভাবনা কর। এইরূপ অখণ্ড সাধনার অভিনয়ে যতক্ষণ সম্ভব চেষ্টাকর, যখন এই অবস্থায়ও স্থিতিলাভ করিতে পারিলে না তখন আবার উপাস্যযন্ত্রে অবতরণ কর।

যে দুইটি বড় ত্রিকোণ ঊর্দ্ধমুখে ও অধোমুখে সম্মুখাসম্মুখি রহিয়াছে ইহার ঊর্দ্ধ মুখটি মহাপুরুষ অধোমুখটি অধোমুখী মহাপ্রকৃতি অবগত হইয়া, ইহাদের মহাকেন্দ্র সংস্কারে ইহাদের যে সম্মিলিত মূর্ত্তি খণ্ডরূপে প্রতিভাত, তাহা স্মরণ কর। সুশান্ত সুরম্য স্থান, উপরে সুশুভ্র সহস্রদল কমল নীচে সুশুভ্র দ্বাদশ দল কমল, দুইটি কমলের দলসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া ঐ

সুশান্ত রমণীয় স্থানটিকে একটি দিব্যকুঞ্জে পরিণত করিয়াছে, কুঞ্জমধ্যে অর্দ্ধ শুভ্র অর্দ্ধরক্ত একটি দিব্য সিংহাসন, এই সিংহাসনে এক দিব্য দম্পতি বিরাজমান! দক্ষিণে শুক্লবর্ণ মহাপুরুষ, তাঁহারই বাম উরু-আসনে রক্তবর্ণা মহাপ্রকৃতি। এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবাবেশে দিব্যদম্পতি স্থির। একে অন্যের স্বরূপাস্বাদনে নিমগ্ন। বাহিরে মূর্ত্তি দুইটি এই মহাপ্রস্থানের পন্থা নির্ণয়ে অনন্তকাল সুশান্ত হইয়া পড়িয়া আছে—তুমিও এই ভাব সুধা-সাগরে নিমগ্ন হইতে চাও ত নিজ খণ্ড প্রকৃতি পুরুষকে এই অখণ্ড প্রকৃতি পুরুষের ঊর্দ্ধ প্রসারিত অঞ্চল ধরিয়া ইহাদের প্রদর্শনে স্থির হও, আবার সেই স্বরূপানন্দে, আবার সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের বিরাট লীলায় পৌঁছিতে পারিবে। না পার ত ইহাদের সাংসারিক খণ্ডলীলায় অবতরণ কর।

৩ক

আবার একবার সেই দিব্যদম্পতি স্মরণ কর—শুক্লবর্ণ মহাপুরুষ রক্তবর্ণা শক্তি, শুক্ল ও রক্ত মিলিত, বর্ণান্তরের উৎপত্তি হইতেছে না, সমষ্টি শুক্র, সমষ্টি রক্তে মিলিত—সৃষ্টি নাই। 'অহং বহুস্যাম্' রূপে কামকলা জাগিলেন, মহা-প্রকৃতি সংক্ষুব্ধা হইলেন, ক্রমে বুদ্ধি ও অস্মিতারূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, রাজসিক অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। বুদ্ধি অস্মিতা মন, দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় তন্মাত্র—প্রকৃতি যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন, সকল সৃষ্টিরই অভ্যন্তরে একান্ত মণ্ডপের আয়োজন রাখিলেন, মহাপুরুষের সে মিলনানন্দ সে মিথুনানন্দ সেই সমরসতা সর্ব্বত্রই অক্ষুন্ন রহিল এই মিলনানন্দ, খণ্ড প্রকৃতির, খণ্ড সৃষ্টির জীবন। এইরূপে ভিতরে স্বরূপ লীলার ফল্গু প্রবাহ রাখিয়া বাহিরেপঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক বিচিত্র জগৎরূপে পরিণত হইলেন, এই ত তাহার বিশ্ব পরিণতির ধারা, এই ত অন্তঃপ্রকৃতির লীলা সর্ব্বস্ব। প্রকৃতির নিভৃত অন্তঃপুর—সহস্রার হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত গুরুদত্ত সাধনা লইয়া গতাগতি করিতে করিতে এই লীলাস্বাদে ভরিত হইয়া যাও তখন একবার সাধনা রঞ্জিত দৃষ্টি জগতের বিচিত্র কুঞ্জের দিকে নিক্ষেপ কর—দেখিবে কুঞ্জবিচিত্র উপাদানে রচিত কিন্তু কুঞ্জ বিহারিণী এই শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই অভিন্ন।

নিভৃত সাধনায় প্রকৃতি পুরুষের এই মনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি অন্তশ্চক্ষুতে এমন ভাবে আঁকিয়া লও যে বাহিরে আসিলেও দৃষ্টি যেন ঐ পরম রমণীয় শ্রীবিগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ না করে। তখন দেখিবে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যাহা নিত্যই সুখ দুঃখ

মোহ পরম্পরা উদ্‌গিরণ করিত, আজ তাহা নিত্যই সুধাময় আনন্দ ধারা উদ্‌গিরণ করিতেছে, প্রাকৃত দৃষ্টিতে জগৎ বহু বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ হইলেও তোমার সাধনা রঞ্জিত দৃষ্টিতে জগৎ প্রকৃতি পুরুষের দিব্যবিভূতি মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

প্রথম সাধনায় সর্ব্ববিকল্প শূন্য এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আত্ম-স্বরূপই সাধ্য, দ্বিতীয় সাধনায় দুইভাগে বিভক্ত অখণ্ড প্রকৃতি পুরুষ সাধনায় আলম্বন, তৃতীয় সাধনায় জাগতিক প্রতিবস্তুর অন্তঃসঞ্চারী প্রকৃতি পুরুষের যুগল-মূর্ত্তি সাধ্যবস্তু।

মনে রাখিবে—সকল বস্তুর স্বরূপভূত আত্মবস্তু বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় 'আমি' ততদিন তোমার সাধনায় স্ফুরিত হইবেন না, যতদিন দ্বিতীয় সাধনায় অখণ্ড 'তুমি' কে না প্রসন্ন করিতে পারিবে; এই অখণ্ড তুমিও ততদিন তোমার সাধনায় স্ফুরিত বা সুপ্রতিষ্ঠ হইবেন না যতদিন প্রতিদেহ বিহারী জীবরূপী খণ্ড তুমি কে না প্রসন্ন করিতে পারিবে; আবার ইহাও মনে রাখিবে নিজ দেহভোগ্য স্বার্থ দোহনের জন্য যতদিন তুমি জীবসমূহকে স্বার্থের উপহারে সেবা করিবে, ততদিন জীবসমূহের মধ্যে একজনকেও তুমি প্রসন্ন করিতে পারিবে না।

যাহা হউক, বলিতেছিলাম— সমগ্র জগতের বৈচিত্র্য ঢাকিয়া সর্ব্বত্র দুইটি মূর্ত্তি বিকসিত হইল—সর্ব্বত্র নয়ন মনোহর উমামহেশ্বর মূর্ত্তি বড় সাধের অবসর মিলিল, এস আমরা এই হৃদয় সর্ব্বস্বকে নমস্কারের উপচারে পূজা করি—'নম উক্তিং বিধেম' বল—

রুদ্রো নর উমানারী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো ব্রহ্মা উমাবাণী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রো বিষ্ণু রুমা লক্ষ্মী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রঃ সূর্য্যউমা ছায়া তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রঃ সোম উমা তারা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো দিবা উমা রাত্রি তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদি তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রোবহ্নি রুমা স্বাহা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো বৃক্ষ উমা বল্লী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥

রুদ্রো গন্ধ উমা পুষ্পং তস্মৈ তস্মৈ নমোনমঃ।
রুদ্রোহর্থঃ অক্ষরং সোমা তস্মৈ তস্মৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রো লিঙ্গমুমা পীঠং তস্মৈ তস্মৈ নমোনমঃ।

কি মধুর সাধনা কি মধুময় সাধ্য পদার্থ—যে দিকে দৃষ্টি পাতকর সেই দিকেই বিচিত্র আধারে এই দিব্য দম্পতি!

বাসন্তী পঞ্চমীঃ—

(পুরস্কার প্রাপ্ত বালকের লেখা)

"শ্বেত-সরোজবাসিনী বীণাপাণী দয়া কর।
চরণ-কমল তব ভরসা মা মো সবার"॥

আজ মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী, সরস্বতী পূজা। মা আসিবেন। এস, আমরা তাঁহার জন্য সাজিয়া অপেক্ষা করি। এ সাজ, এ অপেক্ষা বড় সুখের। আমাদের ঈপ্সিত, আমাদের চির-বাঞ্ছিত, আমাদের চির-আরাধ্য, আমাদের হৃদয়ানন্দ আমাদের মা আসিতেছেন। মায়ের সাড়া পাইয়া জীব-জগৎ যেন জাগিয়া উঠিয়াছে।

আজ থেকেই নাকি বাসন্তীদেবী সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বনিয়ন্তার বিধানানুসারে ধরিত্রীকে প্রাকৃতিক বেশভূষায় সজ্জিত করিবেন, পুষ্পসম্ভারে ঢাকিয়া ফেলিবেন। সেই ধরণী বক্ষঃস্থিত গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত পুষ্প সকল দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা স্নিগ্ধনেত্রে অসীমাকাশ পানে চাহিয়া আছে—জানিনা তাহারা কোন্ চিন্তায় রত? প্রভাতকালে পুষ্পগাত্রে পতিত নীহার বিন্দু দেখিলে মনে হয় যেন ইহা নীহার বিন্দু নয়, অশ্রুবিন্দু। আহা, কি চমৎকার দৃশ্য! নিশ্চয় ইহাতে কোন স্বর্গীয় ভাব নিহিত আছে নতুবা মন ইহাতে এত আকৃষ্ট হয় কেন?

আবার পুষ্পনিচয় মন্দমারুৎভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইলে মনে হয় যেন ইহারা জগৎকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, "মানব, করুণানিদান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্ত্তা বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ন্যায় আমাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা

আয়তনে অতি ক্ষুদ্র ও অল্পকালস্থায়ী। তাই বলি, আমাদিগকে অনতিবিলম্বে আহরণ করতঃ দেবপূজায় নিয়োজিত কর। আমরা তাঁহার পদ-ধূলি-কণাস্পর্শে ধন্য হইয়া যাই। বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে আমরা দেবপূজার অযোগ্য হইয়া পড়িব, এবং ইহাও জানিয়া লও তোমরাও আমাদিগের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী। তরঙ্গরাজি বিশাল বারিধিবক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়া পরক্ষণেই যেমন তাহাতেই বিলীন হয়, সেইরূপ তোমরা এক মহান্ ঈশ্বর হইতেই উদ্ভূত এবং তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইবে। অতএব হে মনুজ, তোমরা সেই এক ঈশ্বরেরই আরাধনা কর। এই সুবর্ণসুযোগ হারাইও না। মানবজন্মের সার্থকতা সাধন কর"।

বসন্তের সবই মধুর। পুষ্পসৌরভাকৃষ্ট মধু পানে রত মধুকরের মধুর-গুঞ্জনগীতি মধুর। নিশাকালিন্ গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত জ্যোৎস্নারাশি বিধৌত তারকামালায় পরিশোভিত নভঃস্থল মধুর। বসন্তের পুষ্প-সৌরভ-কণাবাহী মৃদু মন্দ সমীরণ মধুর। মধুর সেই বৃক্ষ শাখাগ্রে বিহঙ্গম-কুলের কূজন গান। বসন্ত-কালিন্ কোকিলের সেই সুমধুর কুহু কুহু ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলে মন কি জানি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়, কোন স্বপ্নরাজ্যে ভাসিয়া বেড়ায় ও জগদীশ্বরের মহিমারাশি স্মরণ করিয়া সে যেন আত্মহারা হইয়া যায় ও ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে।

বসন্তের শোভা অবর্ণনীয়। বসন্তকালে এই ধরণী অমরাবতীর শোভা ধারণ করে। সেইজন্য বসন্তের অন্য নাম মধুঋতু বা ঋতুরাজ। আজই বসন্তারম্ভের দিন এবং আজই বিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতীর পূজা। মা আসিয়া তাঁহার আর্ত্ত, তাপিত, দুঃখী দীন কাঙ্গাল, দুর্ব্বল সকল সন্তানকেই কোলে লইবেন। মা ভিন্ন অনাথ দুর্ব্বলের আঁখি নীর মোচন করিবে কে? মা যে জগজ্জননী, সবার জননী। আমরা মায়ের শিশু, মায়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি।

আজ মায়ের পূজা, তাই সকলের আজ আনন্দের দিন। প্রভাতকাল। সূর্য্যদেব তখন সবে মাত্র তাঁহার কর্ত্তব্য সাধনের জন্য শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আস্য হাস্যপূর্ণ ও লোচন নিদ্রাবিজড়িত। তিনি শীঘ্রই তাঁহার সুবর্ণ-কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক শ্যামল গগনসলিলে ভাসিবেন। উষাদেবীও যেন অরুণ দর্শনে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া পলায়ন করিতেছেন—জানিনা কোন সুদূর দেশে।

এদিকে বালকমহলে আনন্দের বৈঠক বসিয়াছে। এখনও হংসবাহিনী মা সরস্বতীর আগমন হয় নাই, তথাপি যে প্রকোষ্ঠে মায়ের পূজা হইবে তাহা সুন্দর-রূপে পরিষ্কৃত রহিয়াছে। যাহা হউক অনতিবিলম্বে বালকেরা সরস্বতীর বিগ্রহ

আনিতে ছুটিল। কাঁসর ঘণ্টা সশব্দে মায়ের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া দিল। আহা, কি সুন্দর দেখাইতেছে! বালকবৃন্দ পুনঃ পুনঃ গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া মাকে দেখিতেছে, তথাপি যেন দেখার সাধ পূর্ণ হয় না।

সে রূপের তুলনা করিবে কে? কোটী শশাঙ্কের দীপ্তি যে পদনখর হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই অতুল রাতুল চরণপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে করিতে যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম। নয়ন আর ফিরিল না।

"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ই ন পার"॥

নূপুর যেন কাঁদিয়া বলিতেছে বহু ভাগ্য তাই চরণে স্থান পাইলাম। কিন্তু চরণের যোগ্য কই হইলাম? এই সরোজ বিকশিত যুগলচরণ ভক্ত হৃদয়ে কত সুন্দর। কত সুন্দর ঐ রাম রম্ভা উরু, ক্ষীণ কটীতট। মৃণাল ভুজযুগল কেয়ূর কঙ্কনে ভূষিত। আর ঐ অকলঙ্ক ইন্দুবদন যেথা চন্দ্রের সুধাও মলিন হইয়া থাকে।

তাহার পর ঐ নয়ন। ঐ করুণাপূর্ণ আকর্ণ-বিস্তৃত দীর্ঘনয়নে কুরঙ্গভঙ্গীতে চাওয়া—ঐ নীল নলিনাভ চোখে চেয়ে চেয়ে ডাকা। ললাটে সিন্দুর বিন্দু প্রাতঃকালীন্ রক্তবর্ণ নবারুণের ন্যায় কি অপূর্ব্ব সাজিয়াছে!

মা, এই তোমার স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ। আহা! কি সুন্দর তোমার রূপ! এ রূপের বুঝি বর্ণনা হয় না। নীহার, মুক্তাহার, ঘনসার কর্পূর ও সুধাসার চন্দ্রের ধবলতা তোমার অঙ্গকান্তি। আর ঐ হস্ত? কল্যাণদায়িনী—কল্যাণ দিবার জন্যই তুমি বরদণ্ডমণ্ডিত করা। মা সুবর্ণময়, চম্পকমালা ধারিণি! তোমার নিকট নিত্য আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান কর,—আমার জিহ্বাগ্রে সন্নিবিষ্ট হও। মা, তুমি ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রহ্মাণী। মা, তুমি আমার মানসসরোবরে উদিত হও। তোমায় আমি হৃদি পদ্মাসনে বসাইয়া ভক্তিপুষ্পে সাজাইব। দেবি সারদে, আমার ভূলুণ্ঠিত অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ কর।

সরস্বতী শ্বেতপদ্মোপরি সমাসীনা, দীপ্তিশালিনী, শ্বেতমাল্যে সুশোভিতা, শ্বেতাম্বরধারিণী, তিনি শ্বেতবর্ণের জপমালা ধারণ করিয়াছেন, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা, শুভ্রবর্ণা ও শ্বেতালঙ্কারে সমলঙ্কৃতা। আহা সত্যসত্যই মায়ের ঐ মনোহর মূর্ত্তি দেখিলে কিম্বা ধারণ করিলে মন কি জানি কোন্ এক স্বর্গীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয় তাহা বর্ণনাতীত। মায়ের পূজা আরম্ভ হইল। সম্মুখে পুষ্পচন্দন ও অক্ষত

পূজার সরঞ্জাম। পুরোহিত পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ সচন্দন পুষ্প তুলসী মায়ের চরণে দিতেছেন।

অঞ্জলি দিবার সময় উপস্থিত হইল। বালকেরা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করতঃ মায়ের পাদ পদ্মে অঞ্জলি অর্পণ করিল। মায়ের চরণ কমল কমলনিচয়ে ঢাকিয়া গেল।

* * * * * * *

দিনের আলোকতরী স্বীয় সুবর্ণ পাইল গুটাইয়া নীরবে অস্তাচলের ঘাটে চলিয়া গিয়াছে। তাই বিহগকুল আকুল হইয়া সরবে স্ব স্ব নীড়ে প্রস্থান করিতেছে। স্নিগ্ধ শান্ত আঁখি ধেনুগণ গোষ্ঠগৃহে ফিরিতেছে। তারকারাজিও যেন সূর্য্যের অনুপস্থিতিতে গগন সরোবরে শ্বেত কুমুদিনীর ন্যায় এক একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহারা যেন সূর্য্যের উপস্থিতিতে কোন্ গভীরতম সলিলে মগ্ন হইয়াছিল। এইরূপে কত যুগযুগান্তর হইতে এই শ্বেত কুমুদগুলি দিবাভাগে নিমীলিত হয় এবং দিনমণির অস্তগমনে আবার ফুটিয়া উঠে। কখনও কখনও দেখি এক একটি নক্ষত্র-কুমুদ স্থানচ্যুত হইয়া যায়। কিছুদূর সবেগে ছুটিয়া—কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়। কেন এত সবেগে ছোটা? বোধ হয় সেই জগজ্জননীর চরণোদ্দেশে—তাঁহার চরণপদ্মে নিজেকে উপহার দিতে।

সন্ধ্যাকাল। মায়ের আরতির সময় হইয়াছে। মায়ের মন্দির ধূপ, ধুনা ও গুগ্গুলের দ্বারা সৌরভান্বিত।

হংসবাহিনী সারদাদেবীর আরতি আরম্ভ হইয়াছে। কাঁসর ও ঘণ্টার ধ্বনিতে মন্দিরটি ধ্বনিত। ইতিমধ্যে মায়ের মূর্ত্তি আমার নেত্রপথে পতিত হইল। মনে হইল—ইনি কি হরিপ্রিয়া? ইনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখ স্বরূপ কমল বনের হংসবধূস্বরূপিণী? ইনি কি দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মুনি কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা ভক্তজন জিহ্বাগ্রবাসিনী? এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে কি জানি এক স্বর্গীয় আনন্দ রসের উৎস বহিল।

পুনরায় আমার চিত্তচকোর চন্দ্রকান্তি মা সরস্বতীর দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, সম্মুখে মায়ের সেই অপরূপ মূর্ত্তি। শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত কণ্ঠ, সুন্দর বিম্বফলের ন্যায় আরক্ত অধর—তাহাতে ঈষৎ হাস্যরেখা। কি সুন্দর চন্দ্রলেখালঙ্কৃত ঐ অলকামালা—ঐ চূর্ণ কুন্তলরাজি। মায়ের ঐ রূপসাগরে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া গেলাম।

আজ সরস্বতী বিসর্জ্জনের দিন। আজ আমাদের মন তত প্রফুল্ল নয়—মায়ের ভাবী বিরহে। মায়ের মুখেও একটি বিষাদের ছায়া দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক বৈকালে আমরা আমাদের আরাধ্যদেবী সরস্বতীকে লইয়া একটি তরণীতে আরোহণ করিলাম। পূত সলিলা ভাগিরথী বক্ষে দেহ ভাসাইয়া আমাদের তরীখানি চলিল। দেখিলাম ঘাটে অনেক লোক-সমাগম হইয়াছে—মাকে সেই বৎসরকার শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্য।

ভাস্কর দেব সেইদিনকার মত কাশীবাসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সেই সূর্য্যাস্তকালীন্ সুবর্ণ কিরণ গগনস্থিত ধূসর মেঘগুলিতে পতিত হইয়া তাহাদিগকেও সুবর্ণময় করিয়া তুলিয়াছে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী তাঁহার সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চলের দ্বারা চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এ কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চলের আবরণ আমাদিগের নিকট প্রীতিকর হইল না। কারণ শীঘ্রই সেই বৎসরকার মত আমাদিগকে মায়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। হইলও তাহাই। আমরা গঙ্গাবক্ষে মাকে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য তরীখানি লইয়া ফিরিলাম।

সন্ধ্যাদেবীর কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। এমন সময় সুধাকর কুমুদিনী নায়ক চন্দ্রমা অসীমাকাশের এক অংশে উদিত হইলেন। চন্দ্ররশ্মি চঞ্চলসলিলা গঙ্গাবক্ষে পতিত হইলে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিল। মনে হইল গঙ্গাভ্যন্তরবাসিনী কণ্যাগণ মুক্তারাজি লইয়া 'ছিনিমিনি' খেলা করিতেছে। চন্দ্রমার দিকে তাকাইলাম। মনে হইল সেই সরোজবাসিনী চন্দ্রকান্তি মায়ের কথা। আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম, "মা, কবে আবার পূজা লইতে আসিবে?" দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া সেই একই বাক্যের প্রতিধ্বনি শুনিলাম, "কবে আবার আসিবে?"

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
(মিণ্টো)



মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে যে নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কি নিমিত্ত "শিবরাত্রি" ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই কালের তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন, দেবতা ও ভূতাদির স্বরূপ কি, তাহা জানাইবার চেষ্টা করিলেন, এখন কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন। মাঘ-ফাল্গুন মাস ও কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির সহিত শিবরাত্রি ব্রতের কি সম্বন্ধ তাহা শুনিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে।

বক্তা—"কাল" পদার্থ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ (ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ আমি তাহা মনে করি নাই) 'কাল' পরমাত্মা এবং 'কাল' বিশ্বজগৎ, কাল শক্তিমান্, কাল শিব, এবং কালই শক্তি—কালই প্রকৃতি বা চিন্ময়ী 'রাত্রি'—ভুবনেশ্বরী। রাত্রি সূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহাই যে রাত্রি সূক্তের তাৎপর্য্য তাহা বোধ হয় তোমার অনুভব হইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বুঝাইয়াছেন, 'স্পন্দ' (vibration) ও 'পবন', ইহারা দুইটী নাম, 'স্পন্দ' ও 'পবন' দুইটী নাম বটে, কিন্তু ইহারা বস্তুতঃ দুইটী ভিন্ন সামগ্রী নহে। 'আত্মা' ও 'প্রকৃতি' ইহারাও সেইরূপ দুইটী ভিন্ন নাম বটে, কিন্তু বস্তুতঃ দুইটী ভিন্ন সামগ্রী নহে। 'কাল', 'ক্রিয়া', 'করণ, 'কর্ত্তৃত্ব-শক্তি', 'কারণ', 'কার্য্য', 'জন্ম' 'স্থিতি', 'প্রলয়' প্রভৃতি নিখিল পদার্থকে যিনি ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, তাঁহাকে আর সংসার ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না ("কাল ক্রিয়া করণ কর্ত্তৃ নিদান কার্য্য জন্ম স্থিতি সংসরণাদি সর্ব্বম্। ব্রহ্মেতি দৃষ্টবত এব তবাত্ম দৃষ্ট্যা ভূয়োঽপি কিং।"—যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ)। 'শিব' ও 'শিবার' স্বরূপ প্রদর্শন কালে এই কথা তুমি শুনিয়াছ। 'রাত্রি' শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ কি, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। 'রাত্রি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, 'রাত্রি' প্রলয়ের রূপ। জাগরণ ও নিদ্রা যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় পরিণামেরই বাচক। জগতের রূপ

স্থির চিত্তে নিরীক্ষণ করিলে, বুঝিতে পারা যায়, দিন ও রাত্রি, জাগরণ ও নিদ্রা, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থাতে আগমন, এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে পুনর্ব্বার অব্যক্ত অবস্থাতে গমন ইহারাই জগতের স্বরূপ। জগৎ যেন কি হারাইয়াছে, জগৎ যেন কোন প্রিয় বস্তুর বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে, সেই ঈপ্সিততম পদার্থকে পাইবার নিমিত্ত জগৎ নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে, শ্রান্ত হইলে জগৎ ঘুমাইয়া থাকে, বিশ্রাম করে, আবার জাগিয়া উঠে, আবার প্রিয়তমকে খুঁজিতে প্রবৃত্ত হয়। জগৎ যখন শ্রান্ত হয়, বিশ্রাম প্রার্থী হয়, যখন ঢুলিয়া পড়ে, তখন নিদ্রালু শিশুকে স্নেহময়ী জননী যেমন কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, তেমনি বিশ্রাম প্রার্থী নিদ্রালু জগৎকে কেহ কোলে লইয়া ঘুম পাড়ান, যিনি জগৎকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, তিনি বিশ্বজননী, ঋগ্বেদ তাঁহাকে 'রাত্রি' বলিয়াছেন (রাত্রি সূক্ত স্মরণ কর)। শিব শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তুমি অবগত হইয়াছ, যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, তিনি 'শিব'। যিনি সকলের আধার, শ্রান্ত হইলে, যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব, এবং নিদ্রালু সন্তানগণকে যিনি ঘুম পাড়ান, তিনি 'রাত্রি', তিনি চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী ; অতএব 'শিব' ও 'শিবা' এক সামগ্রী। জগৎ কাহাকে অন্বেষণ করে? কাহাকে পাইবার জন্য জগৎ নিয়ত গতিশীল, সতত চঞ্চল? জগৎ শিব যুক্ত শিবাকে পাইবার জন্যই নিয়ত গতিশীল, সতত চঞ্চল, আমি এই কথা বুঝাইবার জন্য তোমাকে বহুবার বলিয়াছি, উপাসকের উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ত্ব। চলিবার জন্য জগৎ চলে না, স্থির হইবার জন্যই জগৎ চলিয়া থাকে, প্রবৃত্তিই প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য নহে, নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য। জ্যোতিষ বেদের নয়ন, জ্যোতিষ মানুষকে বুঝাইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়, সর্ব্বব্যাপক বিশ্ব সবিতা পরমাত্মা অখিল জাগতিক পদার্থের কেন্দ্র, তিনিই সর্ব্ব পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া আছেন, বিশ্বসবিতার সঙ্কর্ষণ শক্তিতেই জগৎ ধৃত হইয়া আছে, সূর্য্যের আকর্ষণে যেমন পৃথিব্যাদি লোক সকল ধৃত হইয়া আছে, বিশ্ব সবিতা পরমেশ্বরের আকর্ষণে সেইরূপ সূর্য্যাদি যাবতীয় লোকই নিয়ামিত হইয়া আছে। 'পারমাণবিক আকর্ষণ', 'আণবিক আকর্ষণ', 'মাধ্যাকর্ষণ' ইত্যাদি এক মহাকর্ষণ শক্তিরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহারই অবান্তর ভেদ। পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় হৃদয়জাত জালা বিনির্গত ভৃগুদেবকে গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে আমি বলিয়াছি। মানব যখন জ্যোতিষরূপ নয়ন দ্বারা জানিতে পারে, সর্ব্বব্যাপক পরম-প্রেমময় পরমেশ্বরের আকর্ষণই সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণের মূলতত্ত্ব,

তখন মানবের হৃদয়ে সর্ব্ব সন্তাপনাশিনী ভক্তিদেবী প্রকটিত হইয়া থাকেন। গ্রহদিগের গতিজ্ঞান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, হে সূর্য্যদেব! তুমি আকাশচারী মরুৎ দেবতাগণের সম্মুখে, তুমি পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের সম্মুখে, তুমি সমস্ত স্বর্গবাসীর সম্মুখে উদিত হইতেছ, তোমার এমনি মহিমা যে, ত্রিলোকের সকল প্রাণীই তোমাকে স্ব-স্ব সম্মুখে উদিত হইতে দেখিতেছে, তোমার সকলের প্রতি সমান আকর্ষণ, সমদৃষ্টি ("প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে।"—ঋগ্বেদসংহিতা ১।৫০।৫)। বেদ নয়ন দ্বারা মানব যখন দেখিতে পায়, কাঁহার আকর্ষণে সে আকৃষ্ট, কে তাহার প্রাণবন্ধন, তখন তাহার বহির্ম্মুখ চিত্ত, অন্তর্মুখ হয়, তখনি তাহার ব্যুত্থান শক্তির অভিভব ও নিরোধ শক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি মানবের যথার্থ ভাবে উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তখনি মানবের সকল কর্ম্ম 'ব্রত' হইয়া থাকে, সকল কর্ম্মই উপাসনা হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হন, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে 'সূর্য্য রশ্মি, চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ' অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যের কিরণে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ("সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ"—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।৪।৭।১)। চন্দ্রমাকে মনের দেবতা বলা হইয়াছে। চন্দ্রমা একবার সূর্য্যের সমীপে আগমন করেন, অন্যবার সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যান। চন্দ্রমা যখন এক এক কলা করিয়া সূর্য্যের সন্নিকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার এক এক কলা করিয়া ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহার নাম কৃষ্ণপক্ষ। অমাবস্যার দিন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) সূর্য্য ও চন্দ্রমার পর সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। অমরকোষ এই নিমিত্ত অমাবস্যাকে "সূর্য্যেন্দু সঙ্গম" বলিয়াছেন।

চক্রাকার পথে ভ্রমণশীল বস্তুতে কেন্দ্রাভিকর্ষণী (Centripetal) ও কেন্দ্রাপসারণী (Centrifugal) এই দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করে।

কোন বস্তু যখন চক্রাকার বা তদনুরূপ পথে ভ্রমণ করে, তখন তাহাতে 'কেন্দ্রাভিকর্ষণী' ও 'কেন্দ্রাপসারণী' এই দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ শক্তির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া বিনা চক্রাকার গতি হইতে

পারেনা। চক্রাকারে ভ্রমণশীল বস্তুর কেন্দ্রস্থান ত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়নের প্রবৃত্তিকে নিবারিত করিতে না পারিলে উহা কেন্দ্রস্থান ত্যাগ পূর্ব্বক দূরে চলিয়া যায়, চক্রাকারে ভ্রমণ করেনা। চক্রাকারে ভ্রমণশীল বস্তুর যে শক্তি দ্বারা দূরে পলায়ন প্রবৃত্তি সমীকৃত হয়, যে শক্তি উহাকে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে, তাহার নাম কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি। চক্রাকার পথে পরিভ্রমণশীল বস্তু, কেন্দ্রস্থান ত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, আমার বিশ্বাস, ইহা সৎ সিদ্ধান্ত নহে। চক্রাকার পথে পরিভ্রমণশীল বস্তু সমূহ, কেন্দ্রস্থান ত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়নের চেষ্টা করেনা। শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, যে শক্তি দ্বারা বস্তু-সকল পরিচালিত হয়, তাহা প্রবৃত্ত্যাত্মিকা 'রজঃ শক্তি' এবং যে শক্তি গতিকে বাধা দেয়, গতির প্রতিবন্ধক হয় তাহা সংস্ত্যানাত্মিকা 'তমঃ শক্তি'। 'প্রবৃত্তি' ও 'সংস্ত্যান' এই শক্তিদ্বয়ের বলের তারতম্যানুসারে গতির দিক্, পরিমাণ ও প্রয়োগ বিন্দুর ভেদ হইয়া থাকে।

বেদ জগতের গতিকে চক্রগতির সহিত তুলিত করিয়াছেন।

বিশ্বজগৎ যে চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রুতি জগতের গতিকে চক্রগতির সহিত তুলিত করিয়াছেন। সূর্য্য সোমময় চক্রে বর্ত্তমান গ্রহাদি উক্ত চক্রের পরিভ্রমণ বশতঃ প্রতিনিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, একবার কেন্দ্রের সমীপে আসিতেছে, অন্যবার বহির্মুখ হইতেছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, ইন্দ্রের—বিশ্বনিয়ামক পরমেশ্বরের সূর্য্য ও সোম এই শক্তিদ্বয় জগৎকে চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত করিতেছে, সূর্য্য ও সোম ইহারাই শকটের ধুর সম্বদ্ধ অশ্বাদি যেরূপ ধুরকে বহন করে, সেইরূপ বিশ্বজগৎকে বহন করিতেছে, অগ্নি ও সোম বা 'রজঃ' ও 'তমঃ' বা 'প্রবৃত্তি' ও 'সংস্ত্যানশক্তি' ইহারাই বিশ্বের গতি হেতু, ইহারাই বিশ্বকে চক্রাকার পথে আবর্ত্তন করে। যখন কোন বস্তুকে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তখন নিশ্চয় করিতে হইবে যে, উক্ত বস্তুর উপরি অবিরাম দুইটী বল ক্রিয়া করিতেছে। যদি কোন প্রস্তর খণ্ডকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করা যায়, তাহা হইলে, আমাদিগের হস্ত উহাকে নিয়ত প্রক্ষেপ করিতে থাকে, এবং রজ্জুটী উহাকে চক্রাকার পথের মধ্যস্থানে আকর্ষণ করিয়া রাখে। গ্রহগণ এই দ্বিবিধ শক্তির প্রভাবেই স্ব স্ব কক্ষে নিয়ত ভ্রমণ করে। কেন্দ্রাভিকর্ষণী ও কেন্দ্রাপসারণী এই শক্তিদ্বয় পরস্পর সমান না থাকিলে, কোন বস্তুর চক্রগতি হইতে পারেনা (যে অর্বাঞ্চ স্তা উপরা

চ আহু র্যে পরাঞ্চ স্তাঁ উ অর্বা চ আহুঃ। ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরান যুক্তা রজ সো বহন্তি॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা ২।১।২২।১৬৪)। বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ, সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ এবং যুগ-যুগান্তরের ন্যায় নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামই চক্রবৎ আবর্ত্তন করে। কালের ভিন্ন ভিন্ন চক্রাবর্ত্তই ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়া থাকে। 'কাল' বলিতে আমরা সাধারণতঃ জগতের ক্রিয়া, পরিবর্ত্তন বা গতিকেই বুঝিয়া থাকি।

ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ত সকলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যতদিন না ঈপ্সিততমের সমাগম হয় ততদিন কর্ম্ম নিবৃত্তি হইতে পারেনা। যাহা যাহার কারণ, তাহা তাহার আত্মা, তাহা তাহার ঈশ্বর, তাহা তাহার নিয়ামক এবং আত্মাই সকলের প্রিয়তম। ছান্দোগ্যোপণিষৎ বলিয়াছেন—শকুনি (পক্ষী) ব্যাধের হস্তগত সূত্র দ্বারা প্রবদ্ধ হইয়া প্রথমে বন্ধন মোচন পূর্ব্বক পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোথাও স্থির হইতে পারেনা, কোথাও বিশ্রাম স্থান পায়না, তখন শ্রান্ত হইয়া অনন্যগতি পক্ষী বন্ধন-স্থানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, ব্যাধের হাতেই আত্মসমর্পণ করে। মায়ামুগ্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিঙ্‌মূঢ় জীবগণও সেইরূপ বিশ্রাম স্থানের অন্বেষণার্থী হইয়া প্রথমে দিকে দিকে পতিত হয়, বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অবিদ্যার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, স্বগৃহস্থিত চিন্তামণিকে খুঁজিতে গিয়া বাহিরে গমন করে, কিন্তু যখন কোথাও আরাম স্থান, আনন্দভবন দেখিতে পায় না, যেখানে বিশ্রাম করিতে যায়, যাহাকে ঈপ্সিততম বলিয়া ধরিতে যায়, তাহাই তাহা নহে বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন বিশ্বের মহাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রান্তজীব, অনন্যগতি জীব কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে সর্ব্বসন্তাপহর হর চরণে নিপতিত হয়, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমিই আমার প্রিয়তম, আমি তোমাকে পাইবার জন্যই সদা চঞ্চল, এই বলিয়া জগৎ প্রাণের প্রপন্ন হয়।*

---

* "স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশংদিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবো পশ্রয়তে প্রাণবন্ধনংহিসোম্যমন ইতি"— ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন স্থিরভাবে অবস্থান করে কোন ক্রিয়া করেনা, চক্ষুঃ যখন রূপ গ্রহণ করেনা, কর্ণ যখন শব্দগ্রহণ করেনা, ত্বগিন্দ্রিয় যখন স্পর্শ গ্রহণ করেনা, জিহ্বা যখন রসাস্বাদন করিতে নিবৃত্ত হয়, নাসিকা যখন গন্ধ গ্রহণে বিমুখ হয়, ইন্দ্রিয়গণ যখন সংকল্পাদি ক্রিয়াত্মক অন্তঃকরণের অনুগত হয়, নিবৃত্ত ব্যাপার (ক্রিয়া শূন্য) হয়, অধ্যবসায় লক্ষণা (অধ্যবসায়-ইহা এইরূপই এবম্প্রকার নিশ্চয়, বুদ্ধির বৃত্তি—বুদ্ধির কার্য্য) বুদ্ধিও যখন নিশ্চেষ্ট হয়, ব্যাপার শূন্য হয়, তখন তাদৃশ অবস্থাকে "পরমগতি" বলা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় আত্মার স্বরূপাবস্থান হইয়া থাকে। বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণের যে স্থিরা—অচলা ধারণা তাহাকে "যোগ" বলা হয় ("যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।"—কঠোপনিষৎ)। 'রাত্রি' শব্দের অর্থ কি, তাহা তুমি শুনিয়াছ। যাহা কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করে, অথবা যাহা নিদ্রাদি সুখপ্রদান করে যাহা নক্তঞ্চর (যাহারা নক্তঞ্চর—যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে, রাত্রি যাহাদের বিহার সময়) ভূত সকলকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করে (রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাত্রিচর প্রাণীরা আমাদের বিহারের সময় আসিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হয়) এবং যাহা মনুষ্যাদি দিবাচর প্রাণিবর্গকে ইতিকর্ত্তব্যতা হইতে উপরত করে, তাহা "রাত্রি"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহামতি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, যে পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ার্থ (রূপ-রসাদি) হইতে সর্ব্বশঃ নিগৃহীত হয়—আকর্ষিত হয়, তাঁহারই প্রজ্ঞা—আত্মতত্ত্ব বিষয়িনী বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হয়। † কঠশ্রুতি এই কথাই বলিয়াছেন।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনে॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২।৬৯

সর্ব্বভূতের—বিষয়াসক্ত চিত্ত, আত্মার স্বরূপ দর্শনে অযোগ্য সর্ব্বপ্রাণীর যাহা নিশা, আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানাভাবরূপ রাত্রি, সংযমী—পরাবৃত্ত—সম্যগরূপে

---

† "তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৮৬

নিগৃহীত ইন্দ্রিয় যোগী তাহাতে—সেই রাত্রিতে প্রবুদ্ধ জাগিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত আত্মদর্শন বিমুখ প্রাণিগণ যাহাতে—যে জগদাবস্থাতে জাগিয়া থাকে, স্বব্যবহার করিয়া থাকে, মননশীল আত্মদর্শনে নিরত চিত্ত যোগীর তাহা নিশা—তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের উপরম রূপা রাত্রি। দিবাভীতের (উলুক-পেঁচা) দিন যেমন রাত্রিস্বরূপ এবং রাত্রি দিন স্বরূপ, সেইরূপ বিষয়াসক্ত প্রাণীর যাহা দিন স্বরূপ সংযতেন্দ্রিয় যোগীর তাহা রাত্রিস্বরূপ এবং যোগীর যাহা দিন, যোগী যাহাতে প্রবুদ্ধ, বিষয়াসক্তের তাহা তামসী রজনী। রাত্রি দিবাচর প্রাণীদিগকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন, এবং নক্তঞ্চর প্রাণীদিগকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করেন, প্রবোধিত করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রলয়কালে শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশ শূন্য হয়না, অজ্ঞানাবৃত হয়না। আমরা রাত্রি বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা দৈনন্দিন প্রলয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব বিষয় গ্রহণরূপ ক্রিয়া করে, তখনকার অবস্থাকে আমরা জাগরণাবস্থা বলিয়া বুঝি এবং ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়, তখনকার অবস্থা আমাদের সমীপে নিদ্রিতাবস্থারূপে পরিচিত। যোগীগণ ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করেন, প্রত্যাহার করেন, অতএব সাধারণভূতের যাহা জাগরণাবস্থা, যোগীদিগের তাহা নিদ্রিতাবস্থা। যোগীরা ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা জ্ঞান শূন্য হ'ন না, যোগনিদ্রা ও সাধারণের পরিচিত নিদ্রা এক সামগ্রী নহে। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা কখনও বুঝিতে পারিবেন না, ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিলেই চিত্ত জ্ঞানহীন হয় না। রাত্রি সূক্তে উক্ত হইয়াছে, বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, রাত্রি বা দেবী ভুবনেশ্বরী প্রলয়কালে তাঁহাদের মূল অজ্ঞানকে বিদূরিত করেন, তাঁহাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন। কঠোপনিষৎ যাহাকে পরমগতি বলিয়াছেন, যাহাকে যোগ বলিয়াছেন, যথোক্ত পুরুষগণ তাদৃশ অবস্থাতে জাগ্রত থাকেন। বিষয়াক্ত যাহাতে নিদ্রিত সংযমী তাহাতে প্রবুদ্ধ গীতার এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করিলে, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিলে, যোগীর চিত্ত প্রকাশ শূন্য হয় না, জ্ঞানহীন হয় না। সমাধি দ্বারা যোগী সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম

যোগ, চিত্তবৃত্তি সর্ব্বথা নিরুদ্ধ হইলে, আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে। শিবের—পরমেরশ্বর বা পরমাত্মার উপাসনা ও চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ, এক সামগ্রী। জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত সংযোগই 'যোগ'। জীবাত্মা যদিও সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন, তথাপি আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি বশতঃ জীবের তাহা বোধ হয় না, যে উপায় দ্বারা সেই আবরণ ও বিক্ষেপ এই শক্তিদ্বয়ের (অবিদ্যার এই দ্বিবিধ শক্তির কথা রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে) নাশ হয়, সেই উপায়ের নাম যোগ। অতএব যোগ দ্বারা জীবের অজ্ঞানের নাশ হয়, অজ্ঞানের নাশ হইলেই জীব যে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, তাহা সে বুঝিতে পারে।

ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং 'শিবরাত্রি ব্রত', এক সামগ্রী—

চন্দ্রমা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্রমা সূর্য্যের আলোকে অলোকিত হন—প্রকাশিত হন। চন্দ্রমা যখন পূর্ণিমার পর এক এক তিথিতে ক্রমশঃ সূর্য্যের অভিমুখে গমন করেন, অমনি তাঁহার এক এক কলা করে ক্ষয়—অন্তর্ধান হয়। অমাবস্যাতে যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের পর সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে, তখন আর চন্দ্রমাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগীরা যখন ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন, উভয়াত্মক মনে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি যখন প্রত্যাহৃত হয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত যখন অধ্যবসায়াদি ব্যাপার শূন্য হয়, তখন জীবের কঠোপনিষৎ বর্ণিত পরমগতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীভবনরূপ যোগ হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, অহঙ্কার, চিত্ত ও বুদ্ধি এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ইহাদের—এই চতুর্দ্দশের নিরোধই পরমগতি, এই চতুর্দ্দশের নিরোধ দ্বারা শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই চতুর্দ্দশের নিরোধই শিবদর্শন, এই চতুর্দ্দশের নিরোধই "শিবরাত্রিব্রত।" চন্দ্রমা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে যে কারণে সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হন, জীবাত্মা সেই কারণে অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, অহঙ্কার, চিত্ত ও বুদ্ধি পরমাত্মার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, এই চতুর্দ্দশের নিরোধ করিতে পারিলে, অমাবস্যাতে জীব চন্দ্রমার পরমাত্মরূপ সূর্য্যের সহিত একীভবনরূপ যোগ হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণীদিগের যাহা নিশা, যোগীর তাহা

দিন, সাধারণ জীবের যাহা দিন, যোগীর তাহা আত্মদর্শনরূপা প্রকাশাত্মিকা রাত্রি। ইন্দ্রিয়গণের উপরতি না হইলে অন্তঃকরণের বৃত্তি নিরোধ না হইলে, চিন্ময়ী রাত্রিদেবীর উদয় হয় না। অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিই শিবকে দেখিবার উপযুক্ত কাল।

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রিব্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন ?

ক্ষণচক্র হইতে মহাপ্রলয় চক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রই অহোরাত্র চক্র, ক্ষণচক্রেও অহোরাত্রের চক্রের আবর্ত্তন হয়, মুহূর্ত্ত চক্রেও অহোরাত্র চক্রের আবর্ত্তন হয়, বৎসর চক্রও অহোরাত্র চক্রের আরম্ভনাত্মক। গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিভব-প্রাদুর্ভাবই চক্র শব্দের অর্থ। 'ক্রিয়া' ও পরিচ্ছিন্ন কাল এক পদার্থ, ক্রিয়া মাত্রেই ত্রিগুণ পরিণাম, অতএব সকল পরিণামই ক্রম-পরিণাম বা চক্রাবর্ত্ত। জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টী ভাব বিকার অবিরাম পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন (রাত্রি সূক্তের ব্যাখাতে উক্ত হইয়াছে) 'উষা' ও 'রাত্রি' সদা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, ইহাদের পর্য্যায়ক্রমে আগমন—প্রত্যাগমনের আবির্ভাব—তিরোভাবের বিরাম নাই, ইহাদের প্রবৃত্তির অন্ত নাই। 'উষা' ও 'রাত্রি' উভয়েই অমৃত-অমরণধর্ম্মা। মাঘ—ফাল্গুনের পর নূতন বৎসর চক্রের আরম্ভ হয়। রাত্রির পর দিন এবং দিনের পর রাত্রি যথাক্রমে লয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর লয়। প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং মাঘ—ফাল্গুনের পর নববর্ষচক্রের পুনরাবৃত্তি এককথা। মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রাত্রিতে জাগরণশীল পুনর্জ্জন্মভীরু শিব-শিবার পরম শান্তিময় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া এই দুঃখময় সংসারে আসিতে একান্ত অনিচ্ছুক পুরুষগণ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেন, হে রাত্রে! তুমি যে অতি দয়াবতী, তা'ই মাগো! প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আমাদিগকে তোমার চিরশান্তিময় কোলে স্থান দেও, আমাদিগকে সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থনা কি করিতে পারিতাম মা! আমরা তোমার পামর সন্তান আমাদের কোন সুকৃতি আছে কিনা, তাহা তুমি দেখিওনা, আমরা অপরাধের আলয়, আমাদের দুর্ব্বাসনারূপ বৃক এবং বৃকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি আমাদিগ হইতে পৃথক কর, চিত্তাপহারক কামাদি তস্করগণকে আমাদিগ হইতে দূরীভূত

কর এবং তাহা করিয়া আমাদিগের সুখে ভবার্ণব তারিণী হও, আমাদের ক্ষেমঙ্করী হও, মোক্ষদাত্রী হও।

জিজ্ঞাসু—কেবল মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিতে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন কেন, ভবভীত ব্যক্তি সংসারার্ণব তারিণী পরম কল্যাণময়ী বিশ্বজননীর কাছে নিরন্তর এইরূপ প্রার্থনা না করিবেন কেন? 'শিবরাত্রি' নিত্য শিবরাত্রি না হইবে কেন?

বক্তা—পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, ক্ষণচক্রে শিবরাত্রি আছেন, মুহূর্ত্ত চক্রে 'শিবরাত্রি' আছেন, 'সম্বৎসর' চক্রে শিবরাত্রি আছেন, যুগচক্রে শিবরাত্রি আছেন, মহাপ্রলয় শিবরাত্রি ভিন্ন আর কি? দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন যে চক্রবৎ আবর্ত্তন করে, দিন কখন রাত্রি ছাড়া, রাত্রি কদাচ দিন ছাড়া থাকেনা, ইহা ত তোমার বহুশ্রুত কথা, ইহা ত তোমার বহুশঃ অনুভূত বিষয়। 'রাত্রি' লয় বা সংহারের সময় দিন সৃষ্টির সময়। রাত্রিতে দিবাচর মনুষ্যাদির স্বভাবতঃ বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণের উপরতি—নিরোধ হইয়া থাকে। রাত্রিতে দিবাচর শ্রান্ত মনুষ্যাদি প্রাণিগণ বিশ্বজননী ভুবনেশ্বরী রাত্রি দেবীর সর্ব্বাধার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া থাকে। করুণাময়ী রাত্রিদেবী সকলকে নির্ব্বিশেষে কোলে স্থান দেন বটে, কিন্তু সকলের অজ্ঞান নাশ করেননা, প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে নির্ব্বিশেষে আত্মদর্শনের প্রবৃত্তিকে প্রবোধিত করেননা, পুনর্ব্বার জন্ম না হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিতে প্রেরণা দেননা। যাঁহারা ভবভীত হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহারা শিবযুক্ত শিবার সর্ব্বাধার ক্রোড়কে পরম শান্তিময় পরমানন্দ-প্রদ নিজ নিকেতন বলিয়া বুঝিয়াছেন, বিশ্বের জনক-জননীকে জনক-জননী বলিয়া জানিয়াছেন, অতএব যাঁহাদের ব্যুত্থান শক্তির অভিভব ও নিরোধ শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব যাঁহারা জনক-জননীর অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হইতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছেন, আমাদের অজ্ঞানকে অপসারিত কর, আমরা যাহাতে আর অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি না হই তাহা কর, যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ প্রার্থনা করেন, চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী-রাত্রিদেবী তাদৃশ সুসন্তান দিগেরই অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তাহাদের হৃদয়কে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে পূর্ণ করেন, সাধারণ প্রাণীগণের কাছে মা আমার চিন্ময়ীরূপে প্রকটিত হন না, সাধারণ প্রাণীগণ মার ঘোরা তামসী মূর্ত্তিই দেখিয়া থাকে; সুষুপ্তিকালে সকলেই পরমাত্মার কাছে যায়, কিন্তু সকলেই কি, তাহা জানিতে

পারে ? জানিতে পারিলে কি, আর জাগতিক ভাবে জাগিতে চাহিত ? আর পরমোল্লাসে জাগতিক ব্যবহারশীল হইতে পারিত ? ভগবান্ তা'ই বলিয়াছেন, বিষয়াসক্ত অবিবেকীরা যাহাতে প্রবুদ্ধ, সংযমীরা তাহাতে নিদ্রিত এবং উহারা যাহাতে নিদ্রিত সংযমীরা তাহাতে প্রবুদ্ধ।

শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানে রাত্রি জাগরণকে প্রধান কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে কেন ?

জাগরণ শব্দের অর্থ কি ?

জিজ্ঞাসু—শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণকে এত প্রশংসা করা হইয়াছে কেন ? কি নিমিত্ত ইহা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত হইয়াছে ?

বক্তা—'জাগরণ' বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, শিবরাত্রিতে তাদৃশ (সাধারণের পরিচিত) জাগরণের ব্যবস্থা করা হয় নাই। সর্ব্বপ্রাণী যাহাতে যে ভাবে নিদ্রিত এবং মুমুক্ষু, সংযমী যে ভাবে জাগ্রত, শিবরাত্রিতে সেই ভাবে জাগ্রত থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 'ব্রত' ও উপবাস এই শব্দদ্বয়ের অর্থ অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, শিবরাত্রি ব্রত যথার্থভাবে করিতে হইলে, কি ভাবে জাগিয়া থাকিতে হয়, শিবরাত্রিতে যে ভাবে জাগরণ করিবার বিধি হইয়াছে, সে ভাবে জাগরণ কাহাকে বলে।

জিজ্ঞাসু—মাঘ-ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ব্রত করিবার নিয়ম হইয়াছে কেন, আর একটু স্পষ্টভাবে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—মাঘ-ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ব্রত করিবার বিধি হইয়াছে কেন, তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছি। মাঘ-ফাল্গুন মাস সম্বৎসর চক্রের শেষ আবর্ত্তনের মাস, ইহারা পুনঃ সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী মাস, যে বৎসর চলিতেছে মাঘ-ফাল্গুন এই মাসদ্বয় তাহার রাত্রি রূপ, ইহার পর আবার সৃষ্টি হইবে, আবার জাগতিক ভাবে জাগিতে হইবে। ধারণা করিবার চেষ্টা কর, বৎসর ও অহোরাত্র চক্র বিশেষ। দিন যায়, রাত্রি আসে এবং রাত্রি যায় দিন আসে, এই অহোরাত্রের সন্ধিতে যে কারণে সন্ধ্যার উপাসনা করিবার বিধি হইয়াছে, সেই কারণে মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রির ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে 'সন্ধ্যা' কি, সন্ধ্যোপাসনার কাল কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে উক্ত হইয়াছে, অহোরাত্রের যে সন্ধি সেই কাল সন্ধ্যার উপাসনার অনুকূল কাল।

জিজ্ঞাসু—অহোরাত্রের সন্ধিকালে সন্ধ্যা করিবার—ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন?

বক্তা—ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, সুরবিরোধী—অসুরেরা আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যখন আদিত্যের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তখন আদিত্য স্পর্দ্ধমান অসুর দিগ হইতে ভীত হইয়াছিলেন, অসুর ভয়ে ভীত আদিত্যের হৃদয় তখন কূর্ম্মরূপে (কচ্ছপের ন্যায়) সঙ্কুচিত হইয়াছিল। আদিত্য ভীত হইয়া প্রজাপতির সমীপে গমন করেন। প্রজাপতি আদিত্যের রক্ষণার্থ ঋত অনৃত বা মিথ্যার বর্জ্জন—কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্বের সম্যগ্‌ জ্ঞানার্জ্জন, সত্য—যথার্থ ভাষণ, 'ব্রহ্ম' (ঋগ্বেদাদির উপদিষ্ট কর্ম্ম), 'প্রণব' ও পাদত্রয়বতী গায়ত্রী এই পাঁচটীকে ভেষজ—প্রতীকারের ভীতিনাশের, আত্মরক্ষার উপায়রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন। অপিচ এই পঞ্চবিধ উপায়ের দ্বিজগণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়কে) এই ভেষজের মুখ প্রধান প্রয়োগ কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দ্বিজগণ এই নিমিত্ত অহোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া থাকেন ("অসুরা আদিত্যমভিদ্রবংৎস আদিত্যো বিভেত্তস্য হৃদয়ং কূর্ম্মরূপেণাতিষ্ঠৎ স প্রজাপতিমুপাধাবৎ তস্য প্রজাপতিরেতদ্ভেষজমপশ্যদৃতঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচোঙ্কারশ্চ ত্রিপদাঞ্চ গায়ত্রীং ব্রহ্মণোমুখমপশ্যত্তস্মাদ্ব্রাহ্মণোঽহোরাত্রস্য সংযোগে সন্ধ্যামুপাস্তে"—ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ)।

জিজ্ঞাসু—আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আদিত্য অসুর ভয়ে ভীত হইবেন কেন? আদিত্য ভীত হইয়া প্রজাপতির সমীপে গমন করিলে, প্রজাপতি আদিত্যের রক্ষণার্থ ঋত, সত্য, বেদোক্ত কর্ম্ম, প্রণব ও গায়ত্রী এই পাঁচটীকে ভেষজ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, অপিচ দ্বিজগণকে এই ভেষজ প্রয়োগের প্রধান পাত্ররূপে স্থির করিয়া ছিলেন, এই সকল কথা বেদের কথা, অতএব ইহাদের গর্ভে যে সার আছে, ইহারা যে অত্যন্ত গম্ভীরার্থক আমার তাহা বিশ্বাস হইতেছে, কিন্তু আমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অহোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যার উপাসনা করিবার বিধি হইয়াছে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন। আদিত্যের ভয় নিবারক ভেষজ সমূহের ব্যবহার করিবার দ্বিজগণ মুখ-প্রধান, এই কথার আশয় কি? একজনের রোগের প্রতীকারার্থে অন্যে ঔষধ ব্যবহার করিবেন কেন? যাঁহার রোগ, তিনি ঔষধ ব্যবহার না করিয়া, অন্যে ঔষধ ব্যবহার করিবেন, এই কথার গূঢ় অভিপ্রায় কি, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—বর্ত্তমান কালে যাঁহাদের বৈদিক সন্ধ্যা করিবার অধিকার আছে, যাঁহারা ভয়ে বা পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচরিত নিয়ম বলিয়া এখনও বাহ্যভাবে সন্ধ্যার উপাসনা করেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি তোমার মত সন্ধ্যাতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন, আবার বলিতেছি, বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের যে, (শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেখিলে) শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অহোরাত্রের সন্ধিতে চিত্ত সত্ত্বগুণে স্থিত হয়, অহোরাত্রের সন্ধিতে চিত্তে জ্ঞানের আবরক তমঃ ও রজঃ (আবরণ ও বিক্ষেপ) এই শক্তিদ্বয়ের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হওয়ায়, চিত্ত এই সময়ে লঘু হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রশান্ত হয়, এই সময়ে স্বভাবতঃ অন্তঃকরণের গতি কেন্দ্রাভিমুখী হয়, এই সময়ে ভগবান্ বা আত্মাকে মনে পড়ে, তাঁহার উপাসনা করিবার স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। সাংসারিক কর্ম্ম, বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম পরায়ণ, অতএব সত্ত্বগুণ প্রধান চিত্ত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ এই নিমিত্ত এই সময়ে অহোরাত্রির সন্ধিতে ভগবানের ধ্যান করিতে, তাঁহার নাম স্মরণে তাঁহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, উষাকাল, জাগরণের কাল। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে জাগরণ এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে নিদ্রা হইয়া থাকে ("সত্ত্বাজ্জাগরণম্")। মাতৃবৎ অনুকম্পাবতী শ্রুতি জীবকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন, উত্থিত হও, জাগরিত হও, সর্ব্ব অনর্থবীজ ঘোররূপ অজ্ঞান নিদ্রার ক্ষয় কর, প্রকৃষ্ট আত্মবিদের সকাশ হইতে দুর্গম আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক, তাঁহাদের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হও, কবিরা—আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষবৃন্দ বলিয়াছেন, যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভের পথ সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, ইহা তীক্ষ্ণীকৃত ক্ষুরাগ্রবৎ, ইহা দুর্গম। অতএব সাবধান হও, মোহনিদ্রা ত্যাগ কর ("উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"—কঠোপনিষৎ)। উষাকালে এবং সায়ংকালে শুক্র ও বৃহস্পতির উদয়কালে দ্বিজগণের হৃদয়ে শ্রুতির এইরূপ উপদেশ (প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া) ক্রিয়া করে, তাই স্বভাবে স্থিত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ অহোরাত্রির সন্ধিস্থলে একবার প্রাণের প্রাণের দিকে, হৃদয়ের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করেন, নিশানাথ অস্তমিত হইয়াছেন, উষাদেবী সমাগতা হইয়াছেন, সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন, পূতচিত্ত স্নাত শরীর ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবকে অবলোকন (তখন সূর্য্যদেবের দিকে তাকান

যায়, তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) করিয়া বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক (প্রাকৃতিক নিয়মে এই সময়ে অল্প চেষ্টাতেই চিত্তকে পবিত্রভাবে একাগ্র করিতে পারা যায়), উদীয়মান লাক্ষারসবৎ অরুণ সূর্য্যদেবে হর্ষ পুলকিত শরীরে, ভক্তি নম্র হৃদয়ে, আশাযুক্ত প্রাণে, চিত্তকে সম্বদ্ধ করিয়া অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক স্থাবর জঙ্গম জগতের আত্মা সূর্য্যদেবের স্তুতি করিয়া থাকেন। প্রকাশের আবরক বা তমোগুণই অসুর। তমোগুণ, প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে অভিভব করিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করে, ইহার নাম দেবাসুর সংগ্রাম। 'ঋত' সত্য জ্ঞানার্জ্জন, সত্যভাষণ, বেদোক্ত কর্ম্ম সম্পাদন, প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থ-চিন্তন পূর্ব্বক জপ, ইহারাই অজ্ঞান নাশক, ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না, ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাংসারিক কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ থাকিতে হয় না। আদিত্য অসুর ভীত হন না, সূর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে উদিত বা অস্তমিত হন না, ইনি সর্ব্বদাই সমভাবে বিদ্যমান আছেন। জ্ঞানময়, প্রকাশময় সূর্য্যদেবের অস্তময় কখন হয় না, যিনি এই সত্যের রূপ যথাযথ ভাবে দর্শন করিতে পারেন, এই সত্যজ্ঞান যাঁহার বিমল হৃদয় গগনে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সূর্য্যদেবের সাযুজ্য—সহবাস, সূর্য্যদেবের সারূপ্য-সমান রূপত্ব এবং ইহঁার সলোকতা প্রাপ্ত হয়েন ("স বা এষ ন কদাচন নিম্রোচতি ন হ বৈ কদাচন নিম্রোচত্যে তস্য হ সাযুজ্যং সরূপতাং সলোকতামশ্নুতে য এবং বেদ য এবং বেদ।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।৬)।

জিজ্ঞাসু—তবে সূর্য্য অসুর ভয়ে ভীত হন, এই কথা বলা হইয়াছে কেন? সূর্য্য অসুর ভয়ে ভীত হইয়া প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—সূর্য্যই প্রজাপতি, আদিত্যই হিরণ্যগর্ভ। সূর্য্য সিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'বেদে হিরণ্যগর্ভ' এই নাম দ্বারা আদিত্যই লক্ষিত হইয়াছেন। আদিভূত বলিয়া (সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত হন, এই নিমিত্ত) ইহঁার আদিত্য নাম হইয়াছে, এবং বিশ্বের সবিতা প্রসব কর্ত্তা বলিয়া ইনি সূর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি প্রকাশস্বরূপ, ইনি প্রলয়াবস্থারূপ অন্ধকারের নাশকর্ত্তা, ইনি ভূতভাবন জগদীশ্বর। এই কালাত্মা পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডরূপ রথোপরি বর্ষরূপি চক্র দ্বারা বেদকে 'গায়ত্রী,' 'উষ্ণিক্', 'অনুষ্টুপ্' 'বৃহতী' 'পঙ্‌ক্তি' 'ত্রিষ্টুপ্' ও 'জগতী' এই সপ্ত ছন্দরূপ অশ্ব করিয়া নিরন্তর লোক হইতে লোকান্তরে পর্য্যটন করেন

("হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষচ্ছন্দসি পঠ্যতে। আদিত্যোহ্যাদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্য উচ্যতে॥ পরং জ্যোতি স্তমঃ পারে সূর্য্যোঽয়ং সবিতেতি চ। পর্য্যেতি ভুবনান্যেষ ভাবয়ন্ ভূতভাবনঃ। প্রকাশাত্মা তমোহন্তা মহানিত্যেষ বিশ্রুতঃ॥"—সূর্য্য সিদ্ধান্ত—দ্বাদশ অধ্যায়)। ভগবান্ আদিত্য ত্রয়ীময়—অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়াত্মক। এই আদিত্য অসুর ভয়ে ভীত হইতে পারেন কি? অসুর ভয়ে ভীত হন, জীবাত্মা, জীবাত্মাই অবিদ্যার শাসনাধীন, আবরণ ও বিক্ষেপ এই শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি। জীবাত্মা যদি ঋক, সত্য, ব্রহ্ম, প্রণব ও গায়ত্রীকে আশ্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে, অসুরগণ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। অহো-রাত্রির সন্ধিতে দ্বিজগণকেই সন্ধ্যা করিতে বলা হইয়াছে, ঋতাদিকে জীবাত্মার অসুর-রক্ষা (কবচ বা বর্ম্ম) রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্ষণ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অহোরাত্র চক্রের পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব সন্ধ্যার অহরহঃ উপাসনা করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সমর্থ হইলে, প্রত্যেক ক্ষণ চক্রের অহোরাত্রের সন্ধিতে প্রতি মুহূর্ত্তের, প্রতিদিনের, প্রতিপক্ষের, প্রত্যেক মাসের, প্রত্যেক অয়নের, প্রতি সম্বৎসরের, অহোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যার উপাসনা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপক্ষের অহোরাত্রি সন্ধি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি, সম্বৎসরের অহোরাত্রের সন্ধি মাঘ-ফাল্গুন। অতএব মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রাত্রিতে চার প্রহরে বিশ্বের সংহারকারি শিবের (শিবযুক্ত শিবার) যথার্থ ভাবে পূজা করিলে, উপবাস ও জাগরণ পূর্ব্বক বিশ্বকারণের উপাসনা করিলে, ঐহিক, পারত্রিক কল্যাণ হইয়া থাকে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হইয়া থাকে। শিব স্বরোদয় নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সাধারণে দিন-রাতের সন্ধিকে সন্ধি বলিয়া থাকে, কিন্তু সাধুগণ ইহাকে সন্ধি বলেন না, সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত প্রাণকে ইঁহারা সন্ধি বলিয়া থাকেন। এই সন্ধিতে সন্ধ্যাকরিলে সন্ধ্যার যথার্থ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ("ন সন্ধ্যা সন্ধি রিত্যাহুঃ সন্ধ্যা সন্ধি র্নিগদ্যতে। বিষমঃ সন্ধিগঃ প্রাণঃ স সন্ধিস্সন্ধিরুচ্যতে॥"

—শিব স্বরোদয়)।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, অহোরাত্রির সন্ধিতে সন্ধ্যা কর্ত্তব্য, ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণের এই উপদেশের কি গতি হইবে?

বক্তা—শিব স্বরোদয়, ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণের উপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

অহোরাত্রির সন্ধিতে সন্ধ্যা করা উচিত এই শ্রৌত উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ কি তাহা বুঝাইয়াছেন। জাবালোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ইড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিতে অর্থাৎ সুষুম্নাতে যখন প্রাণ সমাগত হন, তখন দেহধারীদিগের দেহে 'অমাবস্যা' হইয়া থাকে, অর্থাৎ তখনি জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত যোগ হয় ("ইড়া-পিঙ্গলয়োঃ সন্ধিং যদা প্রাণঃ সমাগতঃ। অমাবস্যা তদা প্রোক্তা দেহে দেহভৃতাংবর॥"—জাবালোপনিষৎ)। এতদ্দ্বারা কি কারণে মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকটিত হইবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব' ও 'রাত্রি' এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ বিদিত হইয়াছি, তাহাতে 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' এইরূপ অর্থের কিরূপ সঙ্গতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা দাদা! 'রাত্রি' চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী, রাত্রি দুর্গা, অতএব তিনি পরমাত্মার—শিবের প্রিয়া হইবেন, তাহা বুঝিতে আমার কোন বাধা হইতেছে না, কিন্তু শিবের যে রাত্রি প্রিয়, সেই রাত্রিতে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা 'শিব-রাত্রি ব্রত' এই পদের সাধারণতঃ জ্ঞাত এই অর্থের সঙ্গতি কিরূপ হইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—শিব প্রিয়া রাত্রিতে 'শিবরাত্রি ব্রত' করিতে হয়, এই নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতের, 'শিবরাত্রি ব্রত' এই নাম হইয়াছে, শিবরাত্রি পদের যথোক্ত অর্থ হইতে ইহাই সূচিত হয়। শিবরাত্রি পদের আমি তোমাকে যে অর্থ বলিলাম, তাহা হইতে শিব প্রিয়া রাত্রি = শিবরাত্রি এইরূপ ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা তুমি জানিতে পারিবে, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' 'শিবরাত্রির' এইরূপ অর্থ, শিবরাত্রি ব্রতের হৃদয়-রমণ রূপ দেখাইতে পারে না, মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রি কি নিমিত্ত শিবের প্রিয়, উক্ত অর্থ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায় না। রাত্রি সূক্তে 'রাত্রি' শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে শিবরাত্রির 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' এই অর্থ হইতে রাত্রি শব্দের সে অর্থ বুঝা যায় না। শিবকে পাইতে হইলে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে, যে ব্রত বা কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা 'যোগ'। 'উপবাস,' 'জাগরণ' ও 'শিবপূজন' এই তিনটী ইহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনেরই স্বরূপ। রাত্রি সূক্তে যে রাত্রির স্তুতি করা হইয়াছে, সে রাত্রি যে, শিবের প্রিয়তম, তাহা বলা বাহুল্য। শিব কদাচ শিবা বিযুক্ত হইয়া থাকেন না, শিবযুক্ত শিবা বা শিবযুক্ত রাত্রির পূজা না করিলে 'শিবরাত্রি' ব্রতের যথার্থভাবে অনুষ্ঠান হইতে পারে না;

ব্রহ্মের উপাসনাতে কেবল ব্রহ্ম গৃহীত হন না, শক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মই, শিবাযুক্ত শিবই গৃহীত হইয়া থাকেন, এইরূপ শিবার বা যথোক্ত রাত্রিদেবীর উপাসনাও শিব বিযুক্ত রাত্রি বা কেবল শিবার—মায়ার উপাসনা নহে "যথা ব্রহ্মণ উপাসনায়ামপি ন কেবলং ব্রহ্মণো গ্রহণং কিন্তু শক্তি বিশিষ্টস্যৈব, শক্তেস্তদতিরেকেণাভাবাৎ। কেবল স্তোপাসনা সম্ভবাচ্চ। তথা মায়া স্বরূপোপাসনায়ামপি ন কেবলং মায়ায়া অবস্থানমস্তি। যেন কেবলায়া উপাসনং সম্ভবেৎ" * * *—নাগোজী ভট্ট কৃত দুর্গা সপ্তশতী ব্যাখ্যা।) 'ব্রত', 'উপাসনা', পূজা ও উপবাস এই সকল শব্দের অর্থ বিচার করিলে, তোমার অনেক সংশয় নিরস্ত হইবে। যাহাতে জীবগণের প্রতিদিনের ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা 'জীবরাত্রি'। কঠোপনিষদে 'যোগ' শব্দের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যোগী-দিগের রাত্রি ও সাধারণের রাত্রি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, 'শিবরাত্রি' যে, শিব+শিবার সহিত জীবাত্মার সংযোগ বা সমাধি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। এখন 'ব্রত' ও 'উপবাস' এই শব্দ-দ্বয়ের অর্থ কি তা বলিব।

রামলীলায়—শ্রীগুরু।

(১)

অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম পরাৎপর
নির্গুণ নির্ম্মল শান্ত বেদে অগোচর
সর্ব্বব্যাপি স্ব প্রকাশ আত্মা নির্ব্বিকার
চৈতন্য স্বরূপ নিত্য জগত আধার
অব্যয় অচিন্ত্য সূক্ষ্ম শুদ্ধ নিরঞ্জন
পরম পুরুষ আদি ভূত সনাতন
খেলিতে মায়ার খেলা ধরি নরাকার
আপনি আপনা সাথে করেন বিহার

সামান্য মানুষ ভাবে ভাবের আবেশে
খেলেন অনন্ত খেলা সাজি নানা বেশে
বিলাস স্বভাবে বিশ্ব করিয়া সৃজন
আপন আনন্দে সদা রহেন মগন
কে বুঝে তাঁহার মায়া পরম মায়াবী
দেখায় স্বরূপ ঢাকি অভিনব ছবি
ছায়া চিত্রে কায়া ধরি দেখায় সুন্দর
স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বাতীত নাহি যার পর
পিতা পুত্র সখা ভ্রাতা সর্ব্বত্র রমণ
খেলিতে প্রেমের খেলা সাজে একজন
অনন্ত ভাবেতে ভরি নাম রূপ সাজে
বহুত্বের আবরণে সেই জন রাজে
অরূপে ধরায় রূপ ভক্তচিত্ত সাধে
প্রেমমাখা ভক্তি দিয়া চির মুক্তে বাঁধে
আনন্দের প্রস্রবণ প্রেমের উল্লাস
আপনা আস্বাদ স্বাদে আপনি প্রকাশ
অনুপ সুন্দর সে যে ভক্ত চিত্ত হারী
ভক্ত সাথে খেলে তাই আপনা আবরি

(২)

অভিষেক আয়োজন করিতে সত্বর
কহিয়া বশিষ্ঠ গুরু হইয়া তৎপর
রথ আরোহণ করি প্রফুল্লিত প্রাণে
আসিলেন ত্বরা করি রাম সন্নিধানে
কণক প্রাসাদ পরে মাণিক আসনে
অভিনব রূপে সাজি জানকীর সনে
করেন আনন্দ হৃদে আপনি বিহার
প্রেমের মধুর ছবি সাধনার সার
অভিনব শ্যাম কান্তি জগত মোহন
কনক লতিকা সীতা আনন্দ স্বপন
কেলি মরালিকা যেন রাঘব মানসে

নয়নে সমর রঙ্গ প্রেমরসে ভাসে
তেজ পুঞ্জ স্নিগ্ধ কান্তি করুণা নিলয়
পরমার্থ সিদ্ধ জ্ঞানী গুরু দয়াময়
কনক গৃহের দ্বারে এ হেন সময়
আসি উপনীত হন প্রসন্ন হৃদয়
জীবের মোক্ষের সেতু মুক্তির উপায়
সাধনার ধন গুরু চির প্রেমময়
দরশ পরশে ঘুচে ত্রিতাপের তাপ
বাসনা বিকার জ্বালা শোক ব্যথা পাপ
নিত্য শান্তি প্রেম ভক্তি করিতে প্রদান
আত্মার প্রকট মূর্ত্তি গুরু ভগবান
সংসারের দাব দাহ তীব্র যাতনায়
জ্বালে যবে জীব হৃদে শ্মশান চিতায়
তখন ব্যাকুল প্রাণে মোহ অন্ধ জীবে
ডাকে শুধু দয়াময় কে জ্বালা জুড়াবে
জানিনা কি চাই আমি কে আছে আমার
দাও শান্তি প্রেমময় তুমি সারাৎসার
নীরব পরাণ মাঝে অসহ বেদনা
গভীর প্রাপ্তির আশা অব্যক্ত কামনা
গুমরি গুমরি বাজে অন্তর ভরিয়া
অজানা কাহার সাড়া আকুল করিয়া
আকাঙ্ক্ষার সফলতা আসিবে যখন
নিমেষে উন্মুক্ত করি সকল বন্ধন
মৌন আবাহনে হবে সব সমর্পণ
সুষুপ্তির চির শান্তি সে নহে স্বপন
মহিমায় সমুজ্জ্বল চির মনোহর
আনন্দ মধুর কান্তি অসীম সুন্দর
আসি অভিনব বেশে নয়নের আগে
দেখায় মোহন ছবি কি ভাবে কি রাগে
প্রিয় প্রেম বিরহের অতীত জীবন

আত্ম মাঝে আত্ম প্রীতি সে সুখ মিলন
অভাব আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বিরহ বিষাদ
অজ্ঞান কামনা মোহ বৃথা অবসাদ
অস্তি নাস্তি সত্য মিথ্যা আমি ও আমার
সকলি মায়ার রঙ্গ কল্পনা বিকার
হেরিছ স্বপন যাহা অজ্ঞান বিলাসে
এতো শুধু ছায়া বাজী ভ্রমে কাঁদে হাসে
যাহা নাই আছে মত হেরিছ তাহারে
আছে যাহা তারে তুমি রেখেছ আঁধারে
বোধ রূপ নিজ আত্মা আপন অন্তরে
বিবেক বৈরাগ্য বলে জাগাও তাঁহারে
অভ্যাস সাধনে হয় অসাধ্য সাধন
বায়ু গতি মনোনাশ অভ্যাসের ধন
শাস্ত্র উক্তি গুরু বাক্যে ঐক্য বোধ হলে
নিশ্চয়াত্ম বুদ্ধি জাগে বিচারের বলে
সুখ দুঃখ স্নেহ মোহ প্রিয়া প্রিয় জ্ঞান
চিত্ত মল রাগ দ্বেষ অভাব অজ্ঞান
আর নাহি উঠে ভাসি বুদ্বুদের প্রায়
মিথ্যা অহমিকা ভ্রান্তি সেথা নাহি ভায়
সকল উপাধি শূন্য নিত্য নির্ব্বিকার
পরিপূর্ণ সত্ত্বা মাত্র কেবল আকার
সবার স্বরূপ ব্রহ্ম সত্য স্ব প্রকাশ
যোগ যুক্ত চিত্তে কর সতত অভ্যাস
রাখ স্মরণের ধুনি হৃদয়ে জ্বালিয়া
পাইবে অনন্ত শান্তি যাবে জুড়াইয়া
অজ্ঞান বিকার ঘোর করিতে মোচন
বুঝাইয়া তৎপদ স্বরূপ লক্ষণ
তত্ত্ব জ্ঞান দিয়া গুরু করিয়া প্রবুদ্ধ
মুছায়ে অজ্ঞান করি ত্বম্ পদ শুদ্ধ
দেখান পরম ভাব সৎচিৎ স্বরূপ

তত্ত্বমসি মহাবাক্য আত্ম বোধ রূপ
চির স্থিতি নিত্য শান্তি এ পূর্ণ মিলন
ব্রহ্ম ভাবে হয় সদা আনন্দ রমণ
সর্ব্বলোক মহেশ্বর মহিমা মণ্ডিত
গুরুই পরম পদ আত্ম জ্ঞান স্থিত

আবেদন।

হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ মেলা।

প্রথম স্নান ১৮ই ফাল্গুন বুধবার ২মার্চ শিব রাত্রি
দ্বিতীয় স্নান ১৯ চৈত্র শনিবার ২ এপ্রিল অমাবস্যা
তৃতীয় স্নান ৩০ চৈত্র বুধবার ১৩ এপ্রিল বিষুব সংক্রান্তি।

সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষান্তে আগত পূর্ণ কুম্ভমেলার আয়োজনে আজ হরিদ্বার ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছে। গতবারাপেক্ষা এবার আরও বিপুল জনতার কল্পনা সকলে করিতেছেন। কারণ, বিগত কুম্ভের সময় রাস্তা, ঘাট, যান, বাহন, বিশেষ করিয়া মটর ও রেলগাড়ীর অধুনাতন কালের ন্যায় উৎকর্ষতা প্রাপ্তি ঘটে নাই।

বিগত ২৬শ বৎসরাবধি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আড়ম্বর শূন্য হইয়া প্রকৃত কর্ম্মীর ন্যায় ধীরভাবে জনসেবাব্রত বহনে এই মায়াপুরীতে প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। এজন্য এই গুরুতর ব্যাপারে সেবাকর্য্যের দায়িত্ব ভার, বিভিন্ন স্থান হইতে নবাগত সাময়িক সেবক দলাপেক্ষা আমরা অধিক বিবেচনা করি; এবং প্রকৃত পক্ষে ঘটেও তাহাই। কারণ, প্রত্যেক বারই দেখা যায়, প্রারম্ভে অনেকেই হৈ চৈ করেন বটে কিন্তু সমাপ্তি পর্য্যন্ত নহে। শেষ তাল আমাদিগকেই সামলাইতে হয়। স্থায়ী বলিয়া এই আশ্রমের উপরই সকল ঝোঁক আসিয়া পড়ে।

এবার আমাদের কার্য্যবিধি এই প্রকার রচনা করিয়াছি, যথা :—

(১) স্থায়ী হাঁসপাতাল সেবা-বিভাগ।—ইহা ১জন ডাক্তার, ২জন কম্পাউণ্ডার ১জন ড্রেসার এবং কতিপয় শুশ্রূষক দ্বারা গঠিত হইবে। ইঁহারা স্থায়ী হাঁসপাতালে in-door এবং out-door প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধানে, নিযুক্ত থাকিবেন, কেবল কলেরা ওয়ার্ড ভিন্ন।

(২) অস্থায়ী সেবা বিভাগ।—ইহাতে ২জন ডাক্তার, ১জন কম্পাউণ্ডার, এবং ২জন সেবক থাকিবেন। উঁহারা প্রত্যহ ঔষধাদি সঙ্গে লইয়া রোগীর অনুসন্ধানে শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। রোগী পাইলেই, যাহাদিগের আশ্রমে আসিতে অক্ষম দেখিবেন, তাহাদিগকে সেই স্থানেই চিকিৎসাদি করিবেন এবং যে স্থলে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠান একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সে স্থলে প্রধান কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাইবেন।

(৩) কলেরা রোগী সেবার খাস বিভাগ।—তিন দল সেবক দ্বারা ইহা গঠিত হইবে। তন্মধ্যে এক দল দিবারাত্র পৃথক ওয়ার্ডে ঐ সকল রোগীদিগের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিবেন। আর এক দল, পথে ঘাটে অসহায় অবস্থায় পতিত ঐ সকল রোগীকে "এ্যাম্বুলেন্স কারে" করিয়া তুলিয়া আনিবেন এবং মৃতের সৎকার কার্য্য করিবেন। অবশিষ্ট দলটিতে চারিজন কর্ম্মী থাকিবেন। যে যে স্থান হইতে কলেরা রোগী আনয়ন করা হইবে সেই সেই স্থান সকল এবং ঐ প্রকার অপর সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তদের স্থান সমূহ, তাঁহারা কেবল ডিস্‌ইন্‌ফেক্ট্যাণ্ট জলে ধৌত করিয়া গন্ধক ও ধুনা জ্বালাইয়া সংস্কৃত করিবেন।

(৪) রন্ধন বিভাগ।—এই শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে ভাণ্ডার ও রন্ধনশালার ভার ন্যস্ত হইবে। উহারা রোগীর পথ্য হইতে অতিথি অভ্যাগত পর্য্যন্ত আশ্রম সমুদায়ের আহারের তত্ত্বাবধান করিবেন।

কুম্ভমেলার পরিচয় নূতন করিয়া জানাইবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিনা। কারণ ইহা আধুনিক ব্যাপার নহে। এবার কুম্ভের ১ম স্নান ২রা মার্চ্চ তারিখে হইবে। এই স্নানে জনসমাগম বিশেষ হয় না। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় হোলির উৎসবের পূর্ব্বে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। ২য় স্নানের দিন ২রা এপ্রিল। এই স্নানে সকল সম্প্রদায় একত্র মিলিত হন। ৩য় স্নান ১৩ই এপ্রিল। ইহাই প্রকৃত কুম্ভের স্নান, ইহা সমাপনান্তে ক্রমশঃ জনতার হ্রাস হইতে থাকে।

নিত্যকর্ম্মোপযোগী মুষ্টিমেয় সেবক ও যৎসামান্য অর্থের সাহায্যে আমরা এই

আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। এরূপ বিরাট অতি নৈমিত্তিক ব্যাপারের জন্ত বহুল সেবক ও অর্থের প্রয়োজন। স্বার্থত্যাগী প্রকৃত কর্ম্মীর ভাবনা আমাদের নাই; কাতর--একমাত্র অর্থের জন্ত। বিধিমত এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, হিসাব করিয়া আমরা দেখিয়াছি, ন্যূন পক্ষে ইহাতে প্রায় ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রার আবশুক। এই জন্ত আমরা সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনমণ্ডলীর দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নগদ বা ঔষধাদি দ্রব্যরূপে, অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত নারায়ণ গণের সেবা কল্পে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা সামান্ত হইলেও যথেষ্ট জ্ঞানে ধন্তবাদ সহকারে গৃহীত হইবে এবং সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে সংবাদপত্রে যথাসময়ে উহার হিসাব নিকাস প্রকাশিত হইবে। নিম্নলিখিত যে যে কোন এক জায়গায় উহা প্রেরণ করিলেই আমাদের নিকট পৌছিবে।

(১) স্বামী কল্যানানন্দ, অনারারী সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। পোঃ কনখাল। জিঃ সাহারাণপুর।

(২) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন। ১নং মুখার্জ্জির লেন। বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

(৩) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন। মঠ বেলুড়। পোঃ বেলুড়। জিঃ হাওড়া।

[রাম! স্বপ্নে মানুষ কত কি দেখে। কোথাও কিছু নাই—মনই এই সমস্ত দেখায়। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে—যাহা দেখিতেছিলাম—যাহা লইয়া হাসি কান্না কত কি করিতেছিলাম—"সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ"—স্বপ্নভঙ্গেই বুঝিলাম সমস্তই মিথ্যা।]

এই যে শরীরাদি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ—এই সমস্তই আভাস মাত্র—এই সমস্তই আত্মার বিবর্ত্ত—এই সমস্তই রজ্জুকে সর্প দেখার মত আত্মাকেই বিচিত্ররূপে দেখা মাত্র। এই সমস্তই স্বপ্নের মত উত্থিত—এই সমস্তই অসৎ। বল দেখি এই সমস্ত শরীর, এই সমস্ত জীব—এই সমস্ত কোথায়? এই সমস্ত নাই—স্বপ্নে কত কি উঠার মত উঠিয়াছে। অজ্ঞানে দেখা যাইতেছে—স্বপ্নভঙ্গে—অজ্ঞান নাশে ইহারা নাইই। তবে বল দেখি—মহাপ্রলয়ে মুক্ত হইয়া গিয়াও ইহারা অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট দেহ ধারণ করে কিরূপে—এই প্রশ্ন কি সঙ্গত? সাধারণ মানুষ এই অজ্ঞানের দীর্ঘ স্বপ্ন কি ইহা দেখিতেই চায় না—তুমি রাম! ইহা ত জান। জীবকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য অজ্ঞানী সাজিয়া প্রশ্ন করিতেছ ইহা আমি জানি। হে অনঘ! এই সংসার, এই জগৎ, এই শরীরাদি—এই সমস্তই দীর্ঘ স্বপ্নে দেখা যাইতেছে—এই সমস্তই মিথ্যা। ভ্রমে যেমন দুইটি চন্দ্র দেখা যায়, ভ্রমের ভিতরে—ভ্রমের শৈলের মত—এই সমস্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। মানুষ এই দীর্ঘ স্বপ্নের কথা নিরন্তর চিন্তা করুক—বৈরাগ্য সাধনা করুক সঙ্গে সঙ্গে আত্মার কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করুক। একদিন ভ্রম ভাঙ্গিবে—সবই মিথ্যা তখন দেখিবে। যাহাদের অজ্ঞান নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, কাজেই স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর ভাবনা বিগলিত হইয়াছে, যাহাদের চিত্ত অজ্ঞান ছাড়িয়া মুক্ত হইয়াছে, তাহারা এই সংসার-স্বপ্ন দেখিয়াও দেখেনা—পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ ভ্রম হইলেও তৎক্ষণাৎ সমস্তই মিথ্যা সমস্তই মায়া বলিয়া আত্মাতে—আত্মস্বরূপে ডুবিয়া যায়।

রাম! অজ্ঞান জন্যই জীবভাব। জীবভাবেই সংসার কল্পনা।

জীবস্বভাব যে অজ্ঞান—সেই অজ্ঞান-কল্পিত এই সংসার সর্ব্বদাই জীবাত্মার অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে—মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা থাকিবেই।

জলের ভিতরে যেমন আবর্ত্ত থাকে সেইরূপ জীবের ভিতরে সূক্ষ্মভাবে দেহটা থাকে। বীজে যেমন অঙ্কুর থাকে, অঙ্কুরে যেমন বিস্ফারিত পল্লব থাকে, পল্লবে যেমন পুষ্প থাকে, পুষ্পকোশে যেমন ফল থাকে সেইরূপ মনের ভিতরে কল্পনা রূপে দেহও থাকে। মনটা কল্পনাময়। কল্পনা বহু এজন্য মনও বহুরূপ ইহা প্রসিদ্ধ। বহু দেহই সূক্ষ্মভাবে মনের মধ্যে থাকে। বলিতে পার তবে একবারে বহুদেহ হয় না কেন? বহু বাসনা থাকিলেও পরিপক্ক কর্ম্ম দ্বারা একটি একটিই অভিব্যক্ত হয়—সকল বীজ হইতে একসঙ্গে যেমন অঙ্কুর হয় না সেইরূপ যখন যেটি ফলদানে উন্মুখ হয় তাহারই অভিব্যক্তি হয়। শরীরগুলি মনেরই প্রতিভাস অর্থাৎ ভ্রম। মৃৎপিণ্ড যেমন ঘটত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে মনের প্রতিভাস সকল (ভ্রম সকল) বাসনা দ্বারা মূর্ত্তি ধারণ করে অর্থাৎ মনটাই দেহরূপ ধারণ করে। ফলদানোন্মুখ উত্তম বাসনার পরিপাকে উত্তম দেহ হয়। উত্তম কর্ম্মের ফল উত্তম দেহ, যেমন পদ্মযোনি ব্রহ্মার দেহ। সৃষ্টিক্রিয়া-নিপুণ ব্রহ্মা যেরূপ সৃষ্টিসঙ্কল্প লইয়া পদ্মকোশ রূপ গৃহে অবস্থান করেন, সেই সঙ্কল্পের অনুরূপ সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে। ফলে এই সৃষ্টি—অনন্ত সৃষ্টি মায়ারই রচনা।

রাম—জীব মনঃ হইল, মন বিরিঞ্চি পদ প্রাপ্ত হইল—কিরূপে হইল বলুন। ব্রহ্ম যেরূপে হিরণ্যগর্ভ হইলেন, হিরণ্যগর্ভ যেরূপে বিরাট হইলেন সেইরূপেই ত ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতেই স্থূল সৃষ্টি হইতেছে।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর। এই দৃষ্টান্তে তুমি সংসারের স্থিতি তত্ত্বও বুঝিবে।

এক অখণ্ড আত্মতত্ত্ব—ইনি দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন—

অর্থাৎ অখণ্ড আত্মা সম্বন্ধে বলা যায় না, ইনি এই দেশে আছেন বা এই কালে আছেন। অখণ্ড আত্মার দ্বিবিধ স্বভাব—অস্পন্দ ও স্পন্দ। সর্ব্বশক্তিময় আত্মা যখন অস্পন্দ স্বভাবে থাকেন তখন শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। কিন্তু স্বভাবতঃ আত্মতত্ত্বের অন্তর্নিহিত যে শক্তি তাহার স্ফুরণে আত্মার স্পন্দ স্বভাব, চেত্যতা বা বহুমুখিতা প্রাপ্ত হয়। আত্মশক্তি দ্বারা যখন এই অখণ্ড আত্মতত্ত্ব অবলীলাক্রমে দিক্ কালে পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ করেন তখনই ইনি চঞ্চল স্বভাব কল্পনাময় মন হয়েন। ইনিই হিরণ্যগর্ভ বা প্রথম জীব।

পূর্ব্বকল্পে যে মহামন বা হিরণ্যগর্ভ "আমিই সেই" এই উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করেন, কল্পশেষে এই সংস্কৃত মনই অব্যাকৃতে লীন থাকে। লীনাবস্থায় এই মন বা এই আদি জীবই মনঃশক্তি। কল্পারম্ভে এই মনঃশক্তিই আপনার হিরণ্যগর্ভাকারের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ বা পদ্মযোনি ব্রহ্মা নাম ধারণ করিয়া অন্যান্য সৃষ্টি কল্পনায় প্রবৃত্ত হন।

রাম—আপনি বলিতেছেন মনঃশক্তি আত্মতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। অপরিচ্ছিন্নের পরিচ্ছিন্ন যে আকার তাহা হইতেই মন জন্মে। এই মন বাসনাময়, ইহা জীব সংজ্ঞার কারণ এবং ইনি কল্পনা বিষয়ে উন্মুখ। মনঃশক্তিই ক্ষণমধ্যে আপনার হিরণ্যগর্ভ আকারে আবির্ভাব কল্পনা করেন। সৃষ্টি ব্যাপারে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

ক্রমে ঐ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মপদ হইতে জাত মন বা হিরণ্যগর্ভ আপনাকে আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ভাবনা করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্রা রূপ ধারণ করেন ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্ব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ত্ব ত্বগিন্দ্রিয়ত্ব ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। মন পঞ্চভূতের সৃজন করেন ও পঞ্চভূতাত্মক সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করেন। এই ভূতসৃষ্টি মন হইতে পৃথক্ নহে। অর্থাৎ মন দৃঢ়ভাবনা করিয়া আপনাকে ঐ ঐ রূপে দর্শন করেন মাত্র। অনন্ত চিদাকাশের

একদেশে মন সূক্ষ্মভূত বেষ্টিত, অহংগর্ভ এবং বুদ্ধিবীজ সমন্বিত শরীর অনুভব করেন। এই শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর, লিঙ্গ শরীর, পুর্য্যষ্টক ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। ক্রমে সূক্ষ্মশরীর, ভাবনা দ্বারা ঘনীভূত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যগর্ভই বিরাট রূপ ধারণ করেন। হিরণ্যগর্ভই পরমাকাশে অবস্থান করেন। ইনিই কখন চিত্তলীলা দ্বারা মোহ উৎপাদন করেন—কখন বা বিষ্ণুরূপে কখন বা ব্যোমরূপে অবস্থান করেন। যখন স্বরূপে থাকেন তখন ইনিই পরমব্যোম, পরমপদ, আবার যখন মায়া অঙ্গীকার করেন তখন মায়াধীশ ঈশ্বর, কখন বা মোহাচ্ছন্ন জীবরূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মানন্দ বিস্মৃত হওয়াই জীবত্ব প্রাপ্তি—আপনাকে আপনি ভুলিয়া আপনাকে অন্যরূপ দেখাই জীব ভাব গ্রহণ।

এই দেবতা ব্রহ্মা আপনার দেহ দেখিয়া যখন ভাবনা করেন—এই সীমাশূন্য আকাশে আমার উৎপত্তির পূর্ব্বে কি ছিল? তখন অতীত সৃষ্টি পরম্পরা তদীয় জ্ঞানে প্রকাশ পায়। ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ধর্ম্মাধর্ম্ম তিনি স্মরণ করেন এবং সঙ্কল্প দ্বারা প্রজা সৃজন বা কল্পনা করেন। পরে প্রজাগণের ব্যবহারের জন্য আচার ও শাস্ত্র সমূহ কল্পনা করেন।

মনোনামধারী বিরিঞ্চি হইতেই এই সৃষ্টি শোভা। ইহা হইতেই যেমন সৃষ্টি সেইরূপ স্থিতি।

জগৎ সম্পন্নমেবেদং সম্পন্নং কিঞ্চিদেব ন।
শূন্য মেব চ ভামাত্রং মনোবিলসিতং স্থিতম্॥ ১

জগৎ উৎপন্ন মত দেখা গেলেও বাস্তবিক ইহা উৎপন্ন হয় নাই। ইহা শূন্যমত, ইহা প্রতিভাসাত্মক বা মিথ্যারূপ—ইহার স্থিতি যাহা তাহা মনোবিলাস মাত্র। স্বপ্নে যেমন কত কি দেখা যায় সেইরূপ এই সৃষ্টি।

এতৎ সঙ্কল্পমাত্রাত্ম—স্বপ্নদৃষ্ট পুরোপমম্।
যত্রৈব তত্র তচ্ছূন্যং কেবলং ব্যোম সংস্থিতম্॥ ৩

স্বপ্নদৃষ্ট পুরীর মত এই সঙ্কল্পমাত্রাত্মক জগৎ যেখানে আছে সেখানে ইহা শূন্যই—কেবল আকাশেই ইহা স্থিতি।

অভিত্তি রাগরচনমপি দৃষ্টমসন্ময়ম্।
অকৃতং কৃতমেবৈতদ্ব্যোম্নি চিত্রং বিচিত্রকম্॥ ৪

দৃষ্ট হইলেও জগৎটা অসৎ। ইহার ভিত্তি নাই—রঙ্গ নাই চিত্র-পট নাই অথচ একটা চিত্র উঠিয়াছে। কেহই ইহাকে করে নাই তথাপি করার মত দেখাইতেছে ইহা আকাশ লিখিত বিচিত্র চিত্র।

মনসা কল্পিতং সর্ব্বং দেহাদি ভুবনত্রয়ম্।
সংস্মৃতৌ কারণঞ্চৈতচ্চক্ষুরালোকনে যথা॥ ৫

এই দেহ, এই ত্রিভুবন—এই সমস্ত—মনেরই—হিরণ্যগর্ভেরই কল্পনা। দর্শন ব্যাপারে চক্ষু যেমন কারণ সেইরূপ মনের স্মৃতি মাত্রেই হেতু। সেইজন্য মনঃকল্পিত এই বিশ্ব স্মৃতিতুল্য। মন গুটিপোকার মত বাসনা দ্বারা এই শরীর নির্ম্মাণ করে। মন করিতে না পারে এমন কিছুই নাই। পরমেশ্বরে সমস্ত শক্তি আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ মহাপুরুষে সমস্ত সত্তাই আছে। আর কল্পনাই সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন।

আকাশ সদৃশং সর্ব্বং কল্পনামাত্র জৃম্ভিতম্।
জগৎ পশ্য মহাবুদ্ধে সুদীর্ঘং স্বপ্নমুত্থিতম্॥ ১৩

এই যা কিছু দেখ সমস্তই আকাশ মত—শূন্য; সমস্তই কল্পনার বিজৃম্ভণ—জগৎটা এক দীর্ঘ স্বপ্ন। কোথাও কিছু জন্মেনা কোথাও কিছু মরেওনা। যাহা নাই তাহার আবার হওয়া যাওয়া কি? সমস্তই মিথ্যা। সত্য বস্তু সেই ভূমা। দেহাভিমান ত্যাগ কর, দেখিবে পরিপূর্ণ চিদ্বস্তুই দেহরূপে দেখা যাইতেছিল। অজ্ঞের কাছেই জগৎ আছে বিজ্ঞের কাছে ইহা নাই ভূমাই আছেন। "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই যখন শ্রুতি সিদ্ধান্ত তখন বল দেখি পদার্থান্তরের অস্তিতা কিরূপে থাকে? যাহাদের বিবেক নাই, যাহারা কামুক, ভোগলম্পট তাদের মনেই জগৎ থাকে। সেইজন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছি অজ্ঞ জনের মননী-ভূত জগৎ ত্যাগ করিয়া—এই ভ্রম যাহার উপর আসিয়াছে সেই ব্রহ্ম বস্তুকেই নিরন্তর ভাবনা কর। সংসারটা আশা-ভুজঙ্গের বল্মীক।

অসদেতদিতি জ্ঞাত্বা মাত্র ভাবং নিবেশয়।
অনুধাবতি ন প্রাজ্ঞো বিজ্ঞায় মৃগতৃষ্ণিকাম্॥ ২৬

জগৎটা অসৎ ইহা জানিয়া ইহাতে ব্রহ্ম ভাব স্থাপিত কর। মৃগতৃষ্ণিকা জানিয়া প্রাজ্ঞজন কি তাহার অনুধাবন করে? মিথ্যা কল্পনা যাহার স্বরূপ সেই অসতের পশ্চাৎ অনুধাবনই কেবল দুঃখ ভোগ করা। বস্তু যদি না থাকে তবে না হয় অবস্তুর দিকে লোকে ছুটিতে পারে কিন্তু পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বস্তুই আছেন—ইহাকে ছাড়িয়া অবস্তু লইয়া থাকে যে সেই ত মূর্খ। দেহের ভাবনায় যার সুখ অনুভব হয় সে ব্যক্তি ইচ্ছা কল্পিত বহ্নি দ্বারা শীত নিবারণের চেষ্টা করে। মনঃকল্পিত মিথ্যা সংসার নষ্ট হইলে ক্ষতিই বা কি আর দুঃখই বা কি? এখানে সুখ দুঃখের কিছুই নাই। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপিতত্তথা"। ৪৫ যাহা আদিতে ছিলনা অন্তেও থাকেনা বর্ত্তমানে তাহা থাকার মত দেখা গেলেও তাহা নাইই। সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ ইহা বিচার কর। একদিকে অসৎ ত্যাগ, অন্যদিকে সৎ লইয়া থাকা ইহাই কার্য্য।

স্থিতি ৪৫ সর্গঃ।

সংসারে বৈরাগ্য সাধনা ভিন্ন মন ঈশ্বরে ডুবিবেনা।

রম্যে ধনেষু দারাদৌ শোকস্যাবসরোহি কঃ।
ইন্দ্রজালেক্ষণাদৃষ্টে নষ্টে কা পরিদেবনা॥ ১
গন্ধর্ব্ব নগরস্যার্থে দূষিতে ভূষিতে তথা।
অবিদ্যাংশে সুতাদৌ বা কঃ ক্রমঃ সুখদুঃখয়োঃ॥ ২
রম্যে ধনেষ দারাদৌ হর্ষস্যাবসরোহি কঃ।
বৃদ্ধায়াং মৃগতৃষ্ণায়াং কিমানন্দোজলার্থিনাম্॥ ৩

ধনদারেষু বৃদ্ধেষু দুঃখং যুক্তং ন তুষ্টয়ঃ।
বৃদ্ধায়াং মোহমায়ায়াং কঃ সমাশ্বাসবানিহ ॥ ৪
যৈরেব জায়তে রাগো মূর্খস্যাধিকতাগতৈঃ।
তৈরেব ভোগৈঃ প্রাজ্ঞস্য বিরাগ উপজায়তে ॥ ৫
নষ্টে ধনেথ দারাদৌ হর্ষস্যাবসরোহি কঃ।
পারাবলোকিনস্তৈর্ব্বিরাগং যান্তি সাধবঃ ॥ ৬
অতো রাঘব তত্ত্বজ্ঞো ব্যবহারেষু সংসৃতেঃ।
নষ্টং নষ্টমুপেক্ষস্ব প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাহর ॥ ৭
অনাগতানাং ভোগানামবাঞ্ছনমকৃত্রিমম্।
আগতানাঞ্চ সম্ভোগ ইতি পণ্ডিত লক্ষণম্ ॥ ৮

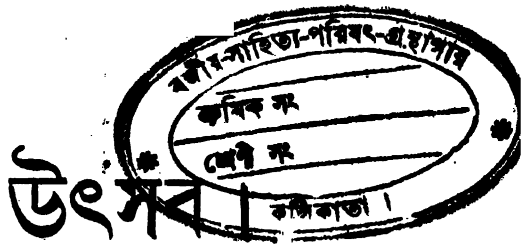
বশিষ্ঠ—[অসৎকে ত্যাগ কর—সৎ লইয়া থাকিতে পারিবে নতুবা যতক্ষণ ততক্ষণ ঘুচিবে না।] আপাত রমণীয় কামিনী কাঞ্চনাদি জন্য শোক কেন করিবে বল? ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রজাল আর দেখিতে পাই না—এই বলিয়া কে কবে রোদন করে? অবিদ্যার অংশ স্বরূপ পুত্র কন্যাদি—ইহা গন্ধর্ব্ব নগরের মত অসৎ ক্ষণস্থায়ী। গন্ধর্ব্বনগর দূষিত হউক বা ভূষিত হউক ইহার জন্য আবার সুখ দুঃখ কি হইবে বল? আবার আপাত রমণীয় কামিনী কাঞ্চনাদিতে সুখই কি কোথায় বল? মৃগতৃষ্ণা নদী বৃদ্ধি পাইলে—জল না পাইয়া যে শুষ্ক থাকে তার আর আনন্দ কিরূপে হইবে? ধন স্ত্রী পুত্র বাড়িয়া উঠিলে দুঃখই করা উচিত সন্তোষ উচিত নহে, মোহ মায়ার বৃদ্ধিতে কোন্ মূঢ় আশ্বস্ত হয়? যে ভোগ জালের বৃদ্ধিতে মূর্খের অনুরাগ জন্মে জ্ঞানবানের তাহাতেই বৈরাগ্য জন্মে। নষ্ট অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব ধন দারাদিতে আনন্দের অবসর কোথায়? ইহার শেষ যাঁহারা দেখেন সেই সব সাধুর ইহাতে বৈরাগ্যই হয়। অতএব রাঘব তুমি সংসার ব্যবহারে তত্ত্বজ্ঞ হও, নশ্বর যাহা তাহাকে নষ্ট বলিয়াই উপেক্ষা কর আর প্রাপ্ত বস্তু যে আত্মা তাহাকে সর্ব্বদা পাইয়াই আছ জানিয়া সর্ব্বদাই গ্রহণ করিয়া থাক অনাগত ভোগের প্রতি যে স্বাভাবিক বাঞ্ছা তাহার ত্যাগ এবং যে ভোগ উপস্থিত

হইয়াছে তাহাতে ভোক্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া ভোগ করাই পণ্ডিতের লক্ষণ। অর্থাৎ যে ভোগ পাওয়া যায় নাই তাহার প্রতি স্বাভাবিক ইচ্ছাও যাঁহার নাই এবং যে ভোগ আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেও ভোক্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া যাহারা ভোগ করেন তাহারাই পণ্ডিত। সংসারে ভ্রম জন্মায় কাম। এই কাম শত্রু প্রচ্ছন্ন ভাবে সর্ব্বদা হিংসা করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংসার ভ্রমে প্রবুদ্ধ থাকিয়া এইরূপে বিহার কর যাহাতে তোমার শত্রু তোমাকে মোহে ফেলিতে না পারে। প্রপঞ্চরহিত পরম পদের সম্যক্ জ্ঞান যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা সংসারাড়ম্বর দেখেন না। কিন্তু যাহারা কুবুদ্ধি—উক্ত গুণহীন তাহারাই হত হয়। যে কোন যুক্তিতেই হউক না কেন যাহার দৃশ্য প্রপঞ্চেরতি না থাকে এবং পরমার্থ বিষয়েই যাঁহার আস্থা তাঁহার নির্ম্মলমতি আর কখন মোহ সাগরে নিমজ্জিত হয় না। সবই অসৎ—সব মিথ্যা ইহা জানিয়া কোন কিছুতে যাঁহার আস্থা নাই সেই সর্ব্বজ্ঞকে, অবাস্তবী অবিদ্যা ক্রোড়ীভূত করিতে পারে না।

আমি এবং জগৎ এক আমি ও জগৎ এক অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য যাঁহার বুদ্ধি এই ভাবে সমস্তই চৈতন্য এইরূপে নিশ্চয় করিয়াছে, অনাত্মাতে আস্থা বা অনাস্থা ত্যাগ করিয়া যাঁহার বুদ্ধি স্থিতি লাভ করিয়াছে তিনি ভবসাগরে নিমজ্জিত হন না।

সৎ ও অসতের মধ্যে যে শুদ্ধ পরম পদ, বুদ্ধি দ্বারা তাহা অবলম্বন করিয়া বাহিরের বা ভিতরের দৃশ্যকে গ্রহণও করিও না, ত্যাগও করিও না—উদাসীন ভাবে থাক। রাম তুমি ব্যবহারিক কর্ম্মপর হও তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু অত্যন্ত বিরত—সর্ব্বতোভাবে বিষয় হইতে উপরত হও, স্বস্থ হও—অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাক, সর্ব্ব বাসনা বর্জ্জিত এবং আকাশের মত রঞ্জনা শূন্য হও। কর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যে জ্ঞানবানের ভোগে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকে না সেই ব্যক্তি পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় কর্ম্মে বা ভোগে লিপ্ত হয় না। তোমার ইন্দ্রিয়গণ এবং মন আপন স্বভাব বশে বিষয়ে ধাবিত

উৎসব।



আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩৩৩ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

বর্ষশেষে রক্ষার নিয়ম।

বর্ষ আসে, বর্ষ যায়, আবার আসিবে, আবার যাইবে; পূর্ব্বেও কতবার আসিয়াছে, কতবার গিয়াছে। এই যাওয়া আসা একটি নির্দ্ধারিত নিয়মেই চলিতেছে। যে নিয়মে জগৎ চলে, সেই নিয়মে যদি শরীর চলে, সমাজ চলে, পরিবার চলে, জাতি চলে তবেই শরীর রক্ষা হয়, সমাজ রক্ষা হয়, জাতি রক্ষা হয়। শরীর বল, পরিবার বল, সমাজ বল, জাতি বল, জগৎ বল—ইহার কোনটিই কিন্তু চিরদিন থাকে না। সমস্তই কিছু দিনের জন্য। ইহারা কিছু দিনের জন্য হইলেও, যতদিন থাকিবে ততদিন যদি নিয়ম মত চলে তবেই শুভ হয়, কিন্তু ব্যভিচারী হইলে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়।

জগৎ রক্ষার যে নিয়ম, শরীর রক্ষারও সেই নিয়ম। আবার সমাজ রক্ষার ও জাতি রক্ষারও সেই নিয়ম হওয়া উচিত।

কোন্ নিয়মে জগৎ চলিতেছে? এখানে অন্ধকার আছে সেই জন্য আলোক বা প্রকাশ চাই। দিবাভাগে সূর্য্য উঠিয়া অন্ধকার নাশ করেন, রাত্রির অন্ধকার নাশের জন্য চন্দ্র আছেন, অগ্নিও আছেন। সূর্য্য এক নিয়মে উদিত, অস্তমিত হয়েন, চন্দ্র ও অগ্নি একই নিয়মে কার্য্য করেন। এখানে বায়ু আছেন, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, স্বর্গে—সমস্ত জীবের প্রাণ রক্ষার জন্য, জল আছেন, পৃথিবী আছেন—এই সমস্তই জগৎ রক্ষার জন্য। ইহাদের প্রত্যেকের কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন।

যদি সকলেই বিবাদ করেন, যদি একের কর্ম্ম অন্যে লইতে চাহেন তখন ব্যভিচার হয়, ধ্বংস শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যায়।

দেহ রক্ষার নিয়ম যদি পর্য্যালোচনা করা যায় তবে রক্ষার নিয়ম আমরা স্পষ্ট ভাবে ধরিতে পারি। দেহ রক্ষার জন্য কতগুলি শক্তি কার্য্য করিতেছে দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আবার শক্তিগুলির প্রকাশের জন্য শরীরের মধ্যে কতগুলি যন্ত্র কার্য্য করিতেছে! শক্তিগুলি, যন্ত্রগুলি আপন আপন স্থানে থাকিয়া, আপন আপন নিয়মে চলিতেছে তাহাতেই দেহ রক্ষা হইতেছে। ইহার ব্যভিচার হইলে শীঘ্র শীঘ্র শরীর নষ্ট হইয়া যায়।

চক্ষুশক্তি চক্ষুকোটরে থাকিয়া দর্শন ক্রিয়া করিতেছে এইরূপ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার সকলেই আপন আপন স্থানে থাকিয়া, আপন আপন কর্ম্ম করিয়া যায়। একজনের কর্ম্ম অন্যের দ্বারা হয়না, অন্য যন্ত্র দ্বারাও হয়না। শক্তি ও যন্ত্রের অপব্যবহারে শক্তিরও ক্ষয় হয় এবং যন্ত্রও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে অযথা নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিলে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইহাদিগকে ব্যভিচার করাইলে, রক্ষকের স্থান ভক্ষকে অধিকার করে।

হস্ত, পদ, উদর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইহারা যদি বিরোধ করিয়া আপন আপন কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকে, অথবা যদি বলে আমরা সমস্ত সংগ্রহ করিব, সমস্ত আহরণ করিয়া দিব আর মন তাহা লইয়া ভোগ করিবেন —আমরা কোন কিছুই করিবনা তখন কি হইবে সকলেই তাহা আমরা জানি; অথবা যদি বলা যায় পদ নীচকর্ম্ম করিবেনা ইনিও মস্তকের কর্ম্ম করিবেন ইহা দ্বারাও ধ্বংস অতিশীঘ্র আসিয়া যাইবে। সকলকে আপন আপন স্থানে থাকিয়া—আপন আপন নিৰ্দ্ধারিত কর্ম্ম করিতে হইবে। সমাজেরও এই ভাবে কার্য্য করা উচিত। ইহার ব্যভিচার করিলেই ধ্বংস অতি শীঘ্র।

একজন মানুষকে দিয়া সকল কর্ম্ম করান উচিত নহে। আপন আপন নিৰ্দ্ধারিত কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। উপস্থিত সময়ে যে এত ব্যভিচার হইতেছে তাহা সকলকেই এক কর্ম্মে নিযুক্ত করিবারই জন্য। কর্ম্ম-বিভ্রাটেই জগতের অশান্তি বাড়িয়া যাইতেছে।

পুরাতন সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া দাও তবে উন্নতি হইবে ইহাই আধুনিক মত। আমরা ইহা জগৎ রক্ষা ও শরীর রক্ষার নিয়মে দেখিতে পাইনা।

দেহের মত সমাজও শরীরী পদার্থ। সমাজের যন্ত্রগুলি ঠিক কর, শক্তিগুলি ধর, ধরিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়া দাও সমস্তই সুশৃঙ্খলা মত চলিবে। শিক্ষক, ছাত্র, স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই যদি এক কর্ম্ম করে, আপন আপন নিদ্ধারিত কর্ম্ম না খুঁজিয়া পায় এবং যখন যাহা মনে আইসে তাহাই করিতে ছুটে—যদি এইরূপই হয় তবে কি হয় তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ১৮।৪৫

ভগবান্ জীবের জন্য আপন আপন কর্ম্ম কি ও কিরূপ ভাবে তাহা করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। যদি ভগবান্ বলিয়া যিনি আছেন এবং যিনি আসেন তাঁহার নিদ্ধারিত পন্থাতে আমরা না চলি তবে আমাদের গতি কি হইবে তাহা তিনিই দেখিতেছেন।

সমাজের মধ্যে যাঁহারা সাধু তাঁহারাই উপস্থিত সামাজিক অন্ধকার বিনাশ জন্য প্রকাশ সূর্য্য সমাজে আনয়ন করুন ইহাই প্রার্থনা। আমরা এতদিন ধরিয়া যে নির্দ্ধারিত পথে অধিকার মত চলিতে চেষ্টা করিতেছি এবং বর্ষশেষে তাহাই একবার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিতেছি।

দেহের যিনি রাজা তাঁহার জন্যই দেহের সকল শক্তি কার্য্য করিবে, সকল যন্ত্র চলিবে; জগতের যিনি রাজা তাঁহার জন্যই, আদিত্যাদি গ্রহগণ, ইন্দ্রাদি দশদিকপালগণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি জল, পৃথিবী সকলকে কর্ম্ম করিতে হয়। সমাজে যে এত কর্ম্ম চলিতেছে তাহা যদি সমাজের রাজার জন্য না কৃত হয় তবে এই সমস্ত উন্মত্ত চেষ্টায় সমাজ কোথায় পৌছিবে? যিনি দেহের রাজা, যিনি সমাজের রাজা, যিনি জগতের রাজা তিনি হন ঈশ্বর। সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরের জন্যই করিতে হয়। সমাজের যিনি রাজা তাঁহাকে জানা চাই। তাঁর অতি নিকটে যিনি তিনিই তাঁর প্রতিনিধি।

সকল নরনারী আপনি পবিত্র হউক, সতী হউক হইয়া মনকে সেই রাজাতে একাগ্র করিতে শিক্ষা করুক এবং শেষে নিরোধ করুক তবেই নরনারীর জীবন সফল হইবে। যদি নিজের কর্ম্ম ও সমাজের কর্ম্ম সমকালে কৃত না হয় তবে মঙ্গল হইবেনা। শুধু সমাজের জন্য কর্ম্ম করিলাম, নিজের জন্য কিছুই করিলাম না এক্ষেত্রে শেষ অবস্থায় অনুতাপ আসিবেই।

নিঃশ্রেয়স্ ও অভ্যুদয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই সকলের কর্ম্ম করা উচিত। আমরা আমাদের অধিকার মত সেই পথেই চলিতে প্রয়াস করি মাত্র। *

এই বৎসরের শেষ ভাগে আমরা সকল নরনারীতে করিতে পারেন এমন একটী কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিব। আমরা শুনি ভারতবর্ষ স্থিতিলাভ করিয়াছিল ঈশ্বরে। অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদিও আবশ্যক। আমরা এই সমস্ত আলোচনা না করিয়া, ঈশ্বরকে ভাবনা করিয়া কিরূপে পবিত্র হইতে হয় কিরূপে নিজের ও দশের কার্য্য করিতে হয় তাহাই বহু বৎসর ধরিয়া আলোচনা করিতেছি। এখন বর্ষশেষে তাহাই সুশৃঙ্খল ভাবে আলোচনা করিতেছি।

মানুষ ঈশ্বরে আসক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করুক ইহাই ভারতের মুখ্য শিক্ষা। সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বলিতে আমরা বুঝি, ভাবনা, বাক্য ও স্থূল স্থূল কর্ম্ম। যখন যাহা করিবে তাহা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া—ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য করিবে। যাহা কর, যাহা খাও. যজ্ঞ, দান, তপস্যা—সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিতে হইবে। এই কার্য্যটি সুচারুরূপে করিতে যিনি অভ্যস্ত হইতে পারেন, তিনিই সর্ব্বত্র ঈশ্বর দ্বারা সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া, সমস্ত বস্তু, সমস্ত ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়, ত্যাগ করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড় হইয়া এই জন্মেই তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন।

আমরা এই মুক্তি লাভ জন্য কলির জীব মাত্রেরই অতি সহজ সাধনার কথা উল্লেখ করিতেছি।

নাম করা—নাম সর্ব্বদা করা—ইহাই সহজ সাধনা। মনে অন্য ভাবনা যখন সবলে আইসে তখন উচ্চৈঃস্বরে নাম করিয়া করিয়া কতক্ষণ পরে মনে মনে নাম জপ আবশ্যক। যাঁহার যে ইষ্ট নাম তিনি তাহাই জপিবেন। কিন্তু জপ সর্ব্বদা করিতে হইবে। ইহার জন্য যাহা করিতে হইবে তাহা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে।

যেখানে মানুষ আসক্ত হয় না সেখান হইতে মানুষ মনে মনে সরিয়াই থাকে। কিন্তু যেখানে মানুষ আসক্ত হয়, যাহা দেখিতে ভাল লাগে, যাহা শুনিতে ভাল লাগে তাহাতে যখন ঈশ্বর ভুল হয় তখন কি করিলে ঈশ্বরকে ভুলিতে না হয়—তাহার কৌশল হইতেছে নাম করিতে করিতে দেখ, নাম করিতে করিতে শুন। অর্থাৎ নাম ছাড়িয়া কিছুই দেখিওনা, কোন কিছুই শুনিওনা। শুধু অভ্যাসেই ইহা হইতে পারে কিন্তু ইহা করিবই এইরূপ পুরুষার্থ রাখাচাই।

ইহাতে কিরূপে সমস্ত আসক্তি ছুটিয়া গিয়া ঈশ্বর আসক্তি আসিবে? বলিতেছি। ইহা, যেমন করিয়া নাম করা উচিত তাহারই সাধনা।

নাম কর কিন্তু রূপের দিকেও দৃষ্টি রাখ। যদি বল নাম রূপ ত মিথ্যা—

ইহাতে কি হইবে? মিথ্যা বটে কিন্তু মিথ্যার ভিতর দিয়াই সত্যে পৌঁছিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। প্রণবও নাম এবং জ্যোতিও রূপ।

মিথ্যা আশ্রয় না করিলে সত্যের আপন স্বরূপ প্রকাশের অন্য পথ নাই ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছ ত? সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টি কর্ত্তার আত্মপ্রকাশ হয় না। কারণ দেহ, সূক্ষ্মদেহ, স্থূল দেহ না থাকিলে আত্মাকে ধরা যায় না। প্রতিবিম্ব না থাকিলে বিম্বকে ধরা ছোঁয়া যায় না। বিম্বটি সত্য—প্রতিবিম্ব সর্ব্বদা মিথ্যা। জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ বিম্বদ্বারা, চৈতন্য দীপ্ত হইয়া প্রতিবিম্ব বিম্বের মত দেখায়। জগতে যাহা কিছু দেখ তাহাতেই বিম্ব, প্রতিবিম্ব রূপে ধরা দিয়া থাকেন। এই প্রতিবিম্ব দেখিয়া, প্রতিবিম্বকে মিথ্যাবোধে ত্যাগ করিয়া বিম্বে পৌঁছিতে হইবে, ইহাই সাধনা। সত্ত্বে, রজে, তমে সেই একই বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে ভাসিতেছেন। কাজেই নামের সাহায্যে নামীকে ধরিতে হইবে, নাম ধরিয়া কিরূপে স্বরূপে যাইতে হইবে তাহাই বলা হইতেছে।

নাম কর—প্রতি নাম করাতে রূপের রেখা পাত হইবেই। অধিক নাম করিতে করিতে আপনা হইতেই রূপ আসিবেই। কিন্তু কলির জীব বড় দুর্ব্বল—বেশী সময়ও তত দিতে পারেনা। সেই জন্য যখন নাম করিবে তখন ভ্রূমধ্যে বা হৃদয়ে জ্যোতির মধ্যে ইষ্টকে বসাইয়া অন্ততঃ তাঁহার চরণ যুগলে চক্ষু রাখিয়া নাম জপ কর। অর্থাৎ রূপ চিন্তা করিয়া করিয়া নাম কর। তার পর ইষ্টের গুণ, ইষ্টের কর্ম্ম চিন্তা কর। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে ইষ্টের লীলা যে গ্রন্থে আছে তাহা শুনা আবশ্যক অর্থাৎ ইষ্টের লীলাগুলি জানা আবশ্যক। তবেই হইল নাম, রূপ ও লীলা চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতেছে স্বরূপ চিন্তা। স্বরূপ চিন্তা শ্রীগুরুর নিকট শুনিতে হয়, সৎসঙ্গেও ইহার আলোচনা চাই। স্বরূপ চিন্তায় প্রলয়ের চিন্তা নিতান্ত আবশ্যক। আর কিছুই নাই শুধু নামের নামী মাত্র আছেন। শুধু নামের নামীই গ্রাহ্য বস্তু অন্য যাহা কিছু—যাহাই অনাত্মা তাহাই অগ্রাহ্যের বস্তু। অনাত্মাকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে আত্মা লইয়া সর্ব্বদা থাকা যাইবে না। অগ্রাহ্য কর এবং গ্রাহ্য কর কিন্তু সমকালে। শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন সমকালে বাসনা ক্ষয়, মনোনাশ ও তত্ত্বাভ্যাস অভ্যাস কর—নাম সাধনাতেও গ্রাহ্য অগ্রাহ্য সমকালে অভ্যাস চলিতে থাকুক। এইরূপে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে এমন পাথেয় সঞ্চিত হইবে যে এই পাথেয় ইহ জগতের পথে চলিতেও ভুল হইবে না। এই প্রবন্ধে

নির্গুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার সমকালে যিনি, তাহারই নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম বা লীলা এবং স্বরূপ কিরূপে চিন্তা করিতে হয় তাহাই বলা হইল।

সুখরূপ।

সুখের বেশেতে দিয়েছ মা দেখা তাই সুখ আমি চাহি বার বার।
আনন্দরূপিণী চিদানন্দ রূপে প্রেমানন্দ দান কর অনিবার॥
সুরাসুর নর স্থাবর জঙ্গম, সুখের লাগিয়া ছুটে অনুক্ষণ,
তুমি সুখরূপা সুখ নিকেতন, তোমার মায়াতে মুগ্ধ এসংসার।
সুখ আস্বাদন যদি না থাকিত, ধন জন দারা কেইবা চাহিত,
সুখ এক মাত্র জগত্ বন্দিত, সুখের লাগিয়া উন্মত্ত সংসার॥
সুখের লাগিয়া এই বিশ্ব ফোটে, রবি চন্দ্র তারা গ্রহগণ ছুটে,
সুখ তরে ভক্ত তব নাম রটে, যোগী যোগসুখে দিতেছে সাঁতার।
সুখ বলে যাহা ধরি গো জননী, তুমি সেই সুখ চিত বিমোহিনী,
না জেনেও তাই ভুবনমোহিনী, তব পাছু মাগো ছুটি শতবার॥
জ্ঞানীর হৃদয়ে আছ এ নিশ্চয়, তুমি সুখরূপে ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
নিজ বোধরূপ চিদানন্দময়. সোহং শিবরূপি চির নির্ব্বিকার।
মোহ মায়া ঘোরে হয়ে অচেতন, ভ্রান্ত নরনারী দেখিছে স্বপন,
বিষয়ের মাঝে তুমি সম্মোহন, তাই সুখাস্বাদ ছোটে না ম তার॥
সুখ সুখ বলে চারিদিকে ধায়, কোথা সুখ কিছু খোঁজ নাহি পায়,
সুখের সমুদ্র ওই রাঙ্গা পায়, চিদানন্দময়ী জননী আমার।
স্ত্রী পুত্র ও ধনে পাই যাহা সুখ, সে সবার মাঝে তুমি সুখ রূপ,
অরূপিণী! সুখ তোমার সরূপ, সুখময়ী তুমি সম্বিত সবার॥
বিশ্বারাধ্যা তুমি ত্রিলোক জননী, সদানন্দের তুমি আনন্দ রূপিণী,
মায়ানন্দ রূপে জীব বিমোহিনী, বিশ্ব খেলা তব একি চমৎকার।
সেই সুখরূপা তুই মা আমার, চিদানন্দময়ী চির নির্ব্বিকার,
আর কি ডরি মা ভব পারাবার, তোর পদতরী পেয়েছি এবার॥
ভোগ্য বস্তু যত কামিনী কাঞ্চন, তার মাঝে তোরে করি অন্বেষণ,
সুখাভাস তারা নহে সত্যধন, দুঃখ দিয়ে তাই জাগাও আবার॥

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল।

কর্ম্মতত্ত্ব।

শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ চিত্ত শুদ্ধির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। অনাদি জ্ঞানসংসর্গা-ভাব বিশিষ্ট জীব ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, এইজন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে, আবার যাহাতে উহা পুনরায় বন্ধন সৃষ্টি না করে এইরূপে করণীয়। উহাই শ্রীগীতাতে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" রূপে উক্ত হইয়াছে। যদি মানুষ কর্ম্মের ফলাফল কিছুই আশা না করিয়া লাভালাভে উদাসীন হইয়া ভগবানের আদিষ্ট নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি সম্পাদন করে তবে ঐ কর্ম্মই ভগবৎ বহির্মুখ জীবকে শুভ ফলদানে কৃতার্থ করিবে—উহাই ঈশ্বর উন্মুখতা আনয়ন করিয়া অনাদি সংস্কার মলদুষ্ট হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের ও জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিবে। শ্রুতিও বলেন,—

"আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ"। শ্বেত ৬।৪

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি জ্ঞানের দ্বারা সেই সকল কর্ম্মের অভাব হইলে প্রকৃত্যাদি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন হন ও আত্ম স্বরূপ লাভ করেন। কিন্তু ঐ কর্ম্মই যদি আবার ফলাকাঙ্খা করিয়া কৃত হয় তবে উহা বন্ধনের সৃষ্টি করিবে। কারণ আশানুযায়ী ফললাভে বঞ্চিত হইলে দুঃখ, ও সমর্থ হইলে সুখ অবশ্যম্ভাবী, সেই জন্যই সকল শাস্ত্রই ফলাভিসন্ধি বর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। গীতায় তাই দেখা যায়—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা আপনাকে অকর্ত্তা ভাবিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন আর যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম করেন। যাহারা মোহান্ধ কেবল তাহারাই কর্ম্মে আসক্ত হইয়া, ঊর্ণনাভ সদৃশ আপনার কৃত কর্ম্মজালে আপনার বন্ধন সৃষ্টি করে।

জ্ঞানী জানেন আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়। তিনি কোনই কর্ম্ম করেন না। প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন ও সেই কর্ম্ম আত্মায় আরোপিত হয়। কিন্তু যাঁহার কর্ম্ম লিপ্সা আছে তিনি এই তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারেন না। তাই গীতা বলেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

যাঁহারা ভাগবত তাঁহারা শ্রদ্ধা লাভের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করেন তাহার উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তোষ সাধন। তাঁহারা কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন ও যাহাতে ঐ কর্ম্ম বৈগুণ্যরহিত হইয়া শুভ ফলপ্রসূ হয় তাহার জন্য আদৌ প্রার্থনা করেন না। এইরূপ ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ দিয়াছেন—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ" ইত্যাদি অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্ম্মই ভগবানে অর্পিত হইলে কর্ম্ম আপ্যায়িত হইয়া যাইবে ও ঐরূপ অধিকারীর নিকট হইতে আপনি বিদায় গ্রহণ করিবে। এই জন্য শাস্ত্রে দেখা যায় "ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভি স্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।" কিন্তু সকলে এরূপ কর্ম্মার্পণের অধিকারী নহেন। যাহাদের স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ চরিতার্থ সাধনই কর্ম্মের লক্ষ্য—যাহারা ভগবানে অর্পণচ্ছলে নানা কুৎসিত কর্ম্ম করিয়া থাকে—তাহাদের কর্ম্ম শ্রীভগবানের সন্তোষ সাধন করিতে পারে না বলিয়া তাহারা কর্ম্মার্পণের অধিকারী নহে। বিষ্ণুপুরাণে এরূপ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে,—

"পর পত্নী পর দ্রব্য পরহিংসাসু যো মতিম্।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥"

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পর দ্রব্য লোভী ও হিংসাদি কুবৃত্তি পরায়ণ তাহাদের কর্ম্মদ্বারা ভগবান কখনই সন্তোষ লাভ করেন না। এখানে কর্ম্মার্পণের পূর্ব্বেই তাহার নিষেধ দেখা যায়। তাহা হইলেই দেখা গেল ঈদৃশ কদাচারী ব্যক্তি কর্ম্মার্পণের অধিকারীই নহে। শ্রীভগবান্ অতি তুচ্ছ বস্তুও প্রত্যাখ্যান করেন না যদি তাহা ভক্তি মিশ্রিত হয়। তাই গীতায় দেখা যায়;—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥"

এখানে "ভক্ত্যা" শব্দটীর উপরই বিশেষরূপে চিত্ত আকর্ষিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী তদীয় টীকায় লিখিয়াছেন "পত্র-পুষ্পাদি মাত্রমপি মহ্যম ভক্ত্যা যং প্রযচ্ছতি তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধ চিত্তস্য নিষ্কাম ভক্তস্য তৎপত্রপুষ্পাদিকং প্রীত্যা গৃহ্ণামি।" "শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি, ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।" ইত্যাদি বাক্যে উপরোক্ত অর্থই পরিস্ফুট দেখা যায়। যাঁহারা যথার্থ ভগবানের সন্তোষ সাধনই জীবনে ধ্রুবতারার মত লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা সকল কর্ম্মই কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই কখনও বীভৎস কর্ম্ম করিতে পারেন না। ভগবানে ঐ সকল

কর্ম্মের ফলার্পণত দূরের কথা। যাঁহারা জানেন যে হৃদয়াবস্থিত ভগবান্ তাঁহাদের সকল কর্ম্ম প্রেরণার মূল কেন্দ্র স্বরূপে অবস্থান করতঃ কর্ম্মে প্রণোদিত করিতেছেন এবং তাঁহার যন্ত্রের মতই পরিচালিত হইয়া ভগবানের মহান উদ্দেশ্য সাধনের সহায়রূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন তাঁহারা কি কখনও কদর্য্য কর্ম্ম করিতে পারেন ?

সাধারণ মানুষ যাহা করে তাহা দ্বারা যে শুভ ফল উদ্ভূত হয় সেটী স্বয়ং গ্রহণ করে কিন্তু অশুভটী ভগবানে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেই জন্য এইরূপ ধর্ম্মের নামে প্রস্তুতঃ অধর্ম্মই আচরিত হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানকে আশ্রয় করিয়া "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই "চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি ময়ি সংনস্য মৎপরঃ" ইত্যাদি বাক্য উক্ত হইয়াছে। এখন দেখা গেল ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিতে হইলে কি প্রকার সাধনার প্রয়োজন ও কিরূপ ভাবে তৎপূর্ব্বে চিত্ত শুদ্ধি আবশ্যক।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।"

এই বাণীর গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে কর্ম্মার্পণ ব্যাপারটী কত সাধন সাধ্য ও কঠিন তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয় এবং এরূপ কর্ম্মাচরিত হইলে যে ভগবৎ সাম্মুখ্য লাভ হয় তাহা বলা বাহুল্য। তখন নামে কেবল কর্ম্ম হইল কিন্তু উহা বস্তুতঃ আরোপ সিদ্ধা ভক্তি, কারণ কর্ম্মের সাধ্য বা উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবদর্পণ। আর ঐ অর্পণ ভক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় ভক্তি সন্দর্ভে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। আরোপ সিদ্ধা ভক্তি যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি নয় তথাপি ভগবচ্চরণার্পণ নিবন্ধন কর্ম্মই ভক্তিরূপে পরিণত। কর্ম্ম ত্যাগাধিকার বিচারেও তিনি দেখাইয়াছেন কিরূপ উচ্চাধিকারী শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধা ভক্তি লাভে উপযুক্ত। শাস্ত্র সর্ব্বত্রই সাধনার অধিকারী বিবেচনা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন এবং উক্ত অধিকার বিধি উল্লঙ্ঘনে অধর্ম্মই আচরিত হয়। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে—

"মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যোভিনত্তি স মানবঃ।
ন বিষ্ণুভক্তঃ বিজ্ঞেয় সাধু ধর্ম্মার্চ্চনোহরিঃ।"

এবং নিজাধিকারানুসারে ধর্ম্ম পালনে প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথা "স্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" যেমন শাস্ত্রে কর্ম্মার্পণ সম্বন্ধে অধিকারী

নির্দ্দিষ্ট আছে তেমন কর্ম্মত্যাগেও কে অধিকারী তাহার বিধান দেখা যায়। সাধারণ কর্ম্মাসক্ত মানবদিগকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলেন "নহি দেহভৃতা" শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ" "নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণং" ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই যাহাতে নিষ্কামভাবে কর্ম্মগুলি সাধন করিতে পারেন তাহার সবিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতি ও বলেন,—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথে তোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।"

অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর বাঁচিয়া থাক। তুমি যখন দেহাভিমানী তখন তোমার পক্ষে অন্য কোন উপায় নাই যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পার। ঈশ্বরারাধন কর্ম্ম আসক্তি শূন্য হইয়া কৃত হইলে উহা যে কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য হয় না তাহাও "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তবেই দেখা গেল যাহারা শুদ্ধ জ্ঞানী বা শুদ্ধ ভক্তিতে অধিকারী তাহাদেরই শাস্ত্র কর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ কর্ম্ম, ভক্তি বা জ্ঞানের সমুচ্চয়ে সাধিত হইতে পারে না' উহাদের বিরোধ দুর্লঙ্ঘনীয়, শ্রুতি তাই বলেন, "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" অর্থাৎ কৃত কর্ম্মের দ্বারা কখন নিত্য পদার্থ জ্ঞান বা প্রেম প্রাপ্তব্য নহে। তবে শাস্ত্র সেরূপ উচ্চ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেমন গীতায় দেখি, "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ, আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"। "সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী, নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্।" একই কর্ম্ম অধিকারী ভেদে করণীয় ও ত্যাজ্য, যথা—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনে র্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে, যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" অর্থাৎ যিনি এখনও প্রবৃত্তি মার্গে আছেন তাহার পক্ষে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। আর যিনি নিবৃত্তি মার্গে বিচার করেন তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই বিধেয়, শ্রীভাগবতে তাই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাযাবন্নজায়তে," অর্থাৎ যতদিন না নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় বা আমার কথায় রুচি জন্মায় ততদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করণীয়। এই শ্লোক লইয়া শ্রীপাদজীব গোস্বামী তদীয় ভক্তি সন্দর্ভে কর্ম্মত্যাগাধিকার বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ।

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলেরই করণীয় কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান বা ভক্তি কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত হইবে এই আশঙ্কায় কত দিন কর্ম্ম করণীয় তাহার সীমা শাস্ত্র নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যাহারা নির্ব্বিণ্ণ তাহারা জ্ঞানী, তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই শাস্ত্রে বিহীত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। আর যাহারা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত তাহাদের পক্ষেও কর্ম্মত্যাগ বিহীত হইয়াছে। যথা "দেবর্ষিভূতাপ্ত নৃণাম্পিতৃণাং ন কিং করণায়মৃণী চ রাজন্, সর্ব্বাত্মনা য শরণং শরণ্যং গতেমুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ম্মম্।" তাহাদের কর্ম্মত্যাগে দোষ স্পর্শ করে না বরং তৎকরণেই আজ্ঞা লঙ্ঘন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উক্ত শ্লোকে যে "শ্রদ্ধা" শব্দটী আছে উহা লইয়াই শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা দুই প্রকার, একটী শাস্ত্রীয় অপরটী পারম্পারিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্র পাঠে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভগবানে ও গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন তাদৃশ শ্রদ্ধাই অনন্যাখ্যা ভক্তি প্রবৃত্তির এবং এইরূপ শ্রদ্ধাবান ভক্তের পক্ষেই কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে শ্রদ্ধা লোক পরম্পরায় জাত তাহা লঘু ও অশাস্ত্রীয়, তাহা নানা কারণে বিচলিত হইতে পারে। সেই জন্য শ্রদ্ধা মাত্রই যে কর্ম্মত্যাগে অধিকার দান করিবে তাহা নহে। যিনি জাতরুচি দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে ভজন করেন তাঁহার পক্ষেই "তাবৎ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি বাক্য প্রযোজ্য। অতএব এখানে যে শ্রদ্ধা শব্দটীর প্রয়োগ তাহার অর্থ শাস্ত্র বিষয়ে সুদৃঢ় প্রত্যয়, উহা অনন্য ভক্তির অধিকারী নির্ণয়ার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাগবতে তাই উক্ত হইয়াছে,—

"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত,
তদেবহ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুণাতি চিকিৎসিতম।"

অর্থাৎ যে ঘৃতাদির দ্বারা রোগ উৎপন্ন হয় সেই ঘৃতই যদি অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করা যায় তাহাতে রোগ নিবৃত্তিই হইয়া থাকে, এই প্রকার নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মার্পণ দ্বারা সংসারোপরমই হয়, যথা,—

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বসংসৃতি হেতবঃ।
ত এবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাপরে॥"

এখানেও দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মফল ভগবানকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। যদি কেহ স্বার্থান্ধ হইয়া সেই ফলটী আত্মসাৎ করিতে চাহে তবে সে তুচ্ছ বস্তুই

পাইয়া থাকে। কারণ যেমন নদীর গতি স্বভাবতঃই সাগরের দিকে, সেইরূপ সকল কর্ম্মফল শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াই কৃতার্থ হয়, মধ্য পথে কেহ তাহার গতি রোধ করিলে তাহার কৃত কৃতার্থতা সিদ্ধ হয় না; কিন্তু সাগর সদৃশ তুমাকে স্পর্শ করিলে সকল কর্ম্মই আপ্যায়িত হইয়া যায় এইরূপ কর্ম্মার্পণটী ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম, কারণ ইহাতে ভগবানের প্রীতি সাধনই উদ্দেশ্য। ঈদৃশ ধর্ম্মাচরণকারীর পতন নাই। তাই উক্ত হইয়াছে 'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলের পতোদিহ।" এইরূপ অল্প কর্ম্মের ও যে মহাফল তাহা শ্রীগীতা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেনেছ,—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

এইরূপ কর্ম্মের বিষয় শ্রীনারদ বেদব্যাসকে উল্লেখ করিয়াছিলেন। যথা—

"এতৎ সমুচিতং ব্রহ্মং স্তাপত্রয় চিকিৎসিতম্.
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম।"

অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণই তাপত্রয়াভিভূত আত্ম বিস্মৃত মানবের দুরারোগ্য ভবরোগের মহৌষধি।

যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে আবশ্যক নাই—তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে উহা বলা বাহুল্য; কারণ তাহা না হইলে কায়মনোবাক্যে শরণাগতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ও নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি হইতেই পারে না। তবে তাদৃশ মহাভাগবতও ভগবদ্ভজন কখনই ত্যাগ করেন না। কারণ মুক্ত্যাবস্থায় ও ভক্ত পরমহংসগণ ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন যথা "মুক্তাপিলীলয়া বিগ্রহংকৃত্বা ভগবন্তংভজন্তে" ইহা শাস্ত্রে দেখা যায় এবং এরূপ ভাগবত অনধিকারীকে কখনও কর্ম্ম ত্যাগ উপদেশ করেন না।—

"ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
"স্বয়ং নিশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি।"

কিন্তু যাঁহারা উক্ত অধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বেই নৈষ্কর্ম্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া নিঃশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করেন তাঁহারা অধঃপতিত হন, তাই শাস্ত্র বলেন,—

"যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং।"

কর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা যে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার তাহা স্বয়ং ভগবানের বাণী হইতেই বুঝা যায় এবং কোনটী কর্ম্ম কোনটী অকর্ম্ম ও কোনটী বিকর্ম্ম তাহা অবগত হইতে বিবেকীগণও মূঢ়তা প্রাপ্ত হন। "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতা।" "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহা দৃষ্ট হয়।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্, এ।

তন্ত্রশাস্ত্র বুঝিতে প্রয়াস।

তন্ত্রশাস্ত্র যেমন বিশাল সেইরূপ অদ্ভুত। সকল প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া এখানে অনন্ত প্রকারের সাধনা বলা হইয়াছে। আবার একই প্রকার সাধনা এমন কৌশলে বলা হইয়াছে যাহা দেবভাব ও অসুর ভাব উভয়েরই মুখ রোচক। দেবতারও আত্ম পরীক্ষা এবং অসুরেরও উন্নতির উপায় একসঙ্গে বলা হইয়াছে। পাদুকা পঞ্চক সম্বন্ধে কতক কতক উৎসব পত্রে বলা হইয়াছিল। কিন্তু তন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এখানে আলোচনা করা হয় নাই। আমরা এখন হইতে তন্ত্রশাস্ত্র সাধ্যমত বুঝিতে প্রয়াস করিব। সার জন উড্রফ মহোদয় তন্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। তন্মধ্যে শক্তি ও শাক্ত, বর্ণমালা (Garland of letters) বা মন্ত্র শাস্ত্র, পুণ্যানন্দকৃত কামকলা বিলাস—নটনানন্দ নাথ কৃত টীকাসহ, ষট্চক্র নিরূপণ ও পাদুকা পঞ্চক ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে আমরা যাহা যাহা তন্ত্রশাস্ত্র বুঝিবার উপযোগী মনে করিব তাহাও এখানে মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিব। এতদ্ভিন্ন কুলার্ণব, রুদ্র যামল, মহানির্ব্বাণ, সৌভাগ্যভাস্কর ভাষ্য সহ ভাস্কর রায় প্রকাশিত ললিতা সহস্র নাম, প্রাণ তোষিণী, ষট্যোগ প্রদীপিকা গোরক্ষ সংহিতা, সৌন্দর্য্য লহরী বা আনন্দ লহরী, চণ্ডী, দেবী ভাগবত, দেবী পুরাণ, হরতত্ত্ব দীধিতি, গৌতমীয় তন্ত্র, সারদা তিলক, নীলতন্ত্র, তোড়ল তন্ত্র, গায়ত্রী তন্ত্র, মাতৃকাভেদ তন্ত্র, কামধেনু তন্ত্র, বৃহন্নীল তন্ত্র, কামাখ্যা তন্ত্র, কঙ্কাল মালিনী তন্ত্র, নির্ব্বাণ তন্ত্র, ফেৎকারিণী তন্ত্র, মন্ত্র কোষ, রাধাতন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, গন্ধর্ব্ব তন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র সমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমরা তন্ত্রশাস্ত্র বুঝিতে প্রয়াস করিব।

তন্ত্র সম্বন্ধে আমরা যাহা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি তাহার কিছু আভাস এখানে দিতেছি।

তন্ত্র শব্দের অর্থ কি? তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম কতদিন চলিতেছে? তন্ত্র আমাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন? তন্ত্রের উপদেশ, বেদের উপদেশের সহিত এক কিনা? তন্ত্রের প্রধান প্রধান সাধনা কি? বেদের মুখ্য সাধনা তন্ত্র কোন ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন? তন্ত্রের ত্রিপুটী ও বেদান্তের ত্রিপুটীর মর্ম্ম কি? ইত্যাদি।

আর্য্য শাস্ত্র অনন্ত। কালও অল্প এবং বিঘ্নও বহু। যাহা সারভূত তাহাই উপাসনীয়। আমরা ইহা মনে রাখিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহার প্রসন্নতা জন্য যেন আমাদের সমস্ত কার্য্য কৃত হয়, ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

বদরী-পথে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৯ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার। প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া ৺ভরত দর্শনে যাত্রা করিলাম। সাধনার স্বর্গভূমি এই হিমালয় পথ। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ এবং দেবতাবর্গ সকলেই প্রায় এই অতি পবিত্র উত্তরাখণ্ডে বাস করিয়া তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎসল ভরতের তপস্যার স্থান এখানেও বর্ত্তমান শুনিলাম। শ্রীভরতের নাম স্মরণেই চিত্তকে এমন একভাবে স্পন্দিত করিয়া তোলে যেখানে স্বার্থময় জগতের বীজ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। কি অসাধারণ ভ্রাতৃ অনুরাগ ইষ্টপ্রেমে পরিণত হইয়া শ্রীভরতকে রামভক্তের আদর্শস্থানীয় করিয়া জগতে শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছে। পরম ভক্ত তুলসী গোঁসাইয়ের বাক্য—

"সিয়রাম প্রেম পিযুষ পূরণ, হোত জন্ম না ভরত কো।
মুনি মন অগম যম-নেম-সম, দম বিষম ব্রত আচরত কো॥
দুখদাহ দারিদ্র্য-দম্ভ দূষণ, সুযশ মিশু অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে শঠহি, হঠি রাম সন্মুখ করত কো॥"

শ্রীসীতারামের প্রেমামৃত পূর্ণ করিবার জন্য যদি সাক্ষাৎ প্রেমাবতার স্বরূপ শ্রীভরতের জন্ম না হইত তবে যাহা মুনিগণের ও মনের অগম্য যম নিয়ম শম দম

রূপ বিষম ব্রত কে আর আচরণ করিত ? দুঃখ দাহ, দারিদ্র্য দোষ, পাষণ্ড দোষ অপহরণ করিয়া কেই বা সুযশ লাভ করিত ? তুলসী বলিতেছেন কলিযুগে আমার মত শঠকে কেইবা রামের সম্মুখীন করিত ? ভক্ত না হইলে ভক্তের মহিমা বর্ণন এমন করিয়া আর কে করিতে পারে ? সেই—

"চীরাম্বরং ঘনশ্যামং জটামুকুট ধারিণম্।
রাম মেবানু শোচন্তং রাম রামেতি বাদিনম্॥"

পরিধানে চীরবস্ত্র, নীল মেঘের মত শ্যামবর্ণ, মস্তকে জটাভার কিরীট, সর্ব্বদা রামের জন্যই শোক প্রকাশ, মুখে রাম রাম শব্দ—

"ইত্যদ্ভুত প্রেমরসাপ্লুতাশয়ো।
বিগাঢ় চেতা রঘুনাথ ভাবনে॥"

প্রেমরসে আদ্রচিত্ত ইষ্ট ভাবনায় নিমগ্ন ভরতের ব্যাকুলতাভরা আদর্শ চিত্র খানি ভক্তের আকুলতাকে চিরদিনই জীবন্ত করিয়া তোলে, যে প্রেম পীযুষপানে রসময়ের মধুর রস আস্বাদনে ভরত জগতের সকল ঐশ্বর্য্যকে পদদলিত করিয়া রাজভোগের মধ্যে অপূর্ব্ব দীনতা প্রকাশে চিরঅমরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই একান্ত সাধে প্রিয় সাধনায় রামময় চিত্ত—

"পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরা
জীহ নাম জপি লোচন নীরা।
লক্ষ্মণ রাম সিয় কানন বসহীঁ,
ভরত ভবন বসি তপ তনু কসহীঁ॥"
"গণয়ন দিবসাণোব রামাগমন কাঙ্ক্ষয়া,
স্থিতো রামার্পিতমনাঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মামুনির্যথা॥"

অন্তরে অঙ্কিত মানস মোহন অভিনব সুন্দর আনন্দ ঘন মধুর সীতারাম ছবি, ভক্তের সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঙ্কিত, নয়নে অজস্র প্রেমাশ্রুধারা জিহ্বা নাম রসে বিগলিত সতত রাম নাম জপ উচ্চারণে রসময়ের রস আস্বাদনে বিভোর, শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কানন মধ্যে অবস্থান করিতেছেন আর ভরত রাজভবনে সম্পদের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াও কঠোর তপস্যায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন—

ভক্তের মন প্রাণ ইষ্টাগমন রাম আগমনের আকাঙ্ক্ষায় দিবস গণনা করতঃ

শ্রীরামে চিত্ত অর্পণ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় অবস্থিত। কি সুন্দর! এই সেই ভরত, মন্দির মধ্যে শ্রীভরতের প্রস্তর গঠিত অপূর্ব্ব ভাবময় রসোচ্ছ্বাস ভরা মূর্ত্তি দর্শনে, রাম দর্শনের পাথেয় ওই হৃদয় ভরা অনুরাগের কণাটুকুও পাইবার জন্য তৃষিত প্রাণের ভিক্ষা জানাইলাম। যে প্রেম জগত চক্ষে অপূর্ব্ব কীর্ত্তির ঘোষণা রাখিয়া ভক্তকে চিরঅমর করিয়া বাঞ্ছিত ইষ্টে সাধনা সিদ্ধি দিয়াছিল, আজ তাহার পূতস্মরণেও হৃদয়ে ভক্তিধারা উছলিত হইয়া পাষাণবক্ষকেও আর্দ্র করিয়া আনে, ভক্তের প্রাণের এ ব্যাকুলতা, যে ব্যাকুলতায় ভগবানকে শুদ্ধ চঞ্চল করিয়া এক মুহূর্ত্তের বিলম্ব সময়কে অতিবাহিত করিতে দেয় নাই। চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী এ কঠোর সাধনা আর কোথায়? শ্রীলক্ষ্মণ ইষ্ট নিকটে থাকিয়া বনে বনে তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সেবার অক্লান্ত নিষ্ঠায় জগৎকে মুগ্ধ রাখিয়াছেন। আর ভরতের সাধনা সম্পূর্ণ বিপরীত, রামভক্ত ভরতকে কি কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া তীর বিদ্ধ বক্ষে বিনাদোষে মাতৃ অপরাধে অপরাধী হইয়া তাঁহারই ইষ্টের পাদমূলে সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তারপরে সেই ব্যাকুল প্রাণের তৃষ্ণা লইয়া প্রতি পলকের অপেক্ষায় চাহিয়া চাহিয়া সহস্রারে স্থাপিত রামপাদুকায় চিত্ত স্থির রাখিয়া অবিচলিত ভাবে সাম্রাজ্যের পালনে প্রতি কর্ম্ম প্রতি বাক্য প্রতি ভাবনা জানাইয়া তাঁহারই অনুমতি গ্রহণে সমস্ত পরিচালনে কর্ম্মের কৌশলরূপ নিত্য যোগাভ্যাসে কাল কাটাইয়া তাঁহাকে ইষ্টধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। কর্ম্মের কৌশল না অবগত হইয়া কর্ম্ম করিলে অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম বন্ধনে জীব বড়ই জর্জ্জরিত হয়, কর্ম্মে যখন বন্ধন মুক্ত করায় তখনই কর্ম্ম যোগ রূপে পরিণত হয়। শ্রীভরতের আচরিত কর্ম্ম কর্ম্মকে সাধনারূপে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" শ্রীভগবানে সমর্পিত ভগবৎ প্রসন্নতায় অনুষ্ঠিত হইয়া অহং-কর্ত্তা শূন্য করিয়া গ্রন্থি উন্মোচনে কর্ম্মকে যোগরূপে পরিণত করিয়া কর্ম্ম অন্তে ইষ্টলাভ করাইয়াছিল। লীলাময়ের মধুর লীলার কত ছবিই মানস নয়নে অঙ্কিত হইয়া স্ফুরিত হইল। আমরা ভরত দর্শনের পর তীর্থকুণ্ড স্পর্শ, গঙ্গাস্নান, হৃষীকেশ শিবপূজা, সন্ধ্যা ক্রিয়াদির পর শেষে রামনবমীর পারণ করিলাম। আজ আহারাদির পরই যাত্রার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। বেলা ৩টার মধ্যে আমরা বদরিগমনের অভিনব বেশভূষা ধারণে অর্থাৎ গায়ে গেঞ্জি প্রভৃতি পায়ে দড়ির জুতা পরিয়া শ্রীগুরু স্মরণে সেই দুর্গম পথ অতিক্রমে পদব্রজে বাহির হইলাম। ১॥ মাইল পরে মৌনী কিরেথী চটীতে পৌঁছিয়া আমাদের মালপত্র ওজন করা হইল। প্রতিসেরে ।।৵০ হিসাবে মণ পিছু ৬৫৲ টাকা কুলিভাড়া এবং ৵১০ করে তাদের

'চ্যবেনা' জলখাবারের জন্ত এবং ৺কেদার পৌছিলে ১৲ টাকা ও খিচুড়ি বা খোরাকির মূল্য এবং ৺বদরি পৌছিলে ২৲ টাকা বক্‌শিস্‌ ও খিচুড়ি এবং তুঙ্গনাথ ও ত্রিজুগী নারায়ণেও এইরূপ বন্দোবস্ত রহিল। যেখানে একদিনরাত্র অবস্থান বা বিশ্রাম করা হইবে সেখানে ইহাদের খিচুড়ি দিতে হইবে এ বন্দোবস্তও স্থির করা রহিল। এই চটীর সম্মুখেই ভরতের অনুজ শত্রুঘ্ন দেবের মন্দির। আমরা মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঠাকুর দর্শনে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ৺নারায়ণ দর্শনের প্রার্থনা জানাইয়া পুনরায় গমন করিলাম। প্রায় এক মাইল পরে লছমন ঝোলা মিলিল।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভরত আজ সবার চক্ষে অপরাধী। কিন্তু ভরতের ত কোন অপরাধ ছিল না। তুমিও আজ নিতান্ত নির্দ্দোষ হইয়াও যেমন জঠর দোষে শত কলঙ্কে কলঙ্কিত, ভরতও আজ সেইরূপ মাতৃদোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন। তুমি যদি ক্ষণকালের জন্তও ভরতের দুঃখ হৃদয়ে আনিয়া নিজের নিজত্ব ক্ষণকালের জন্ত বিস্মৃত হইয়া অযোধ্যার মানুষ হইতে পার—ভরতের জ্বালাময় প্রাণ লইয়া এই মহতী সভায় প্রবেশ করিতে পার—ভরতের চক্ষু লইয়া এই সভা একবার নিরীক্ষণ করিতে পার তবে বুঝি ভরতও যে ভাবে এই সভার জনগণকে দেখিতেছিলেন তুমিও সেই ভাবে দেখিতে সক্ষম হইলেও হইতে পার।

ভরত এখনও বেশ পরিবর্ত্তন করেন নাই। সেই আর্য্যগণ—সম্পূর্ণ সভায় প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রীভরত দেখিলেন সভা পূর্ণচন্দ্র শোভিতা নিশার ন্যায় শোভা পাইতেছে। যথোপযুক্ত আসনে আর্য্যগণ উপবিষ্ট, তাঁহাদের বস্ত্রালঙ্কার শোভায় সেই উত্তম সভা দ্যোতিত। সেই বিদ্বজ্জন—সম্পূর্ণা মনোরমা সভা বর্ষান্তে শরচ্চন্দ্র মণ্ডিতা শর্ব্বরীর ন্যায় রমণীয়া হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ রাজপুরোহিত প্রজা সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুমধুর বাক্যে ভরতকে বলিতে লাগিলেন তাত! রাজা দশরথ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন;

এই ধন ধান্তবতী স্ফীতা পৃথিবী তিনি তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। সত্যব্রতি রামও সজ্জনের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করেন না সেইরূপ পিতৃরাদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। তুমিও এখন পিতা ও ভ্রাতা প্রদত্ত এই রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ কর; অমাত্যগণ আনন্দিত হউক; তুমি শীঘ্র অভিষিক্ত হও। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশের রাজগণ, সমুদ্রদ্বীপ-বাসী বণিকগণ তোমাকে উপহার দিবার জন্ত অসংখ্য ধনরত্ন আনয়ন করুন।

ভরতের প্রাণে আজ কিসের অভাব অনুভূত হইতেছে? আহা! একজনের অভাবে "অব সব বিষ সম লাগহি"—একজনের অভাবে সবই বিষসম বোধ হইতেছে। বশিষ্ঠ দেবের কথা শুনিয়া শ্রীভরত শোকের উপর শোকে অভিভূত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন। "জগাম মনসা রামং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া"। ভরত মনে মনে ভবিতেছেন ভগবান্ বশিষ্টদেব সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও একি পরীক্ষা বাক্য মৎপ্রতি প্রয়োগ করিতেছেন। হায়!

মোহি রাজ্য হঠি দেহহু জবহি * রসা রসাতল জাইহি তবহী।
মোহি সমান কো পাপ নিবাসী * জেহি লগি সীয় রাম বনবাসী॥
মৈঁ শঠ সব অনর্থকর হেতু * বৈঠি বাত সব শুনউ সুচেতু॥

* * * * * *

বিনু রঘুবীর বিলোকিয় বাসূ * রহে প্রাণ সহি জগ উপহাসূ॥

জেদ করিয়া আমাকে রাজা করিলে পৃথিবী রসাতলে যাইবে। আমার সমান পাপী আর কে আছে? আমার জন্তই না সীতারাম বনে গিয়াছেন? অহো! রঘুবীর নাই—এই বাসভবন দেখিতেছি! জগতের উপহাস সহ্য করিয়াও প্রাণ রহিয়াছে! কলহংসস্বর যুবা ভরত তখন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া গদ্ গদ্ বাক্যে বশিষ্টদেবকে বলিতে লাগিলেন—

চরিত ব্রহ্মচর্য্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ॥
কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্রাজ্যাপহারকঃ।
রাজ্যঞ্চাহঞ্চ রামস্য ধর্ম্মং বক্তুমিহার্হসি॥
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্ম্মাত্মা দিলীপনহুষোপমঃ।
লব্ধুমর্হতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা॥

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি।
ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ ॥
যদ্ধি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে।
ইহস্থো বনদুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥
রামমেবানুগচ্ছামি সরাজা দ্বিপদাং বরঃ।
ত্রয়াণামপি লোকনাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি ॥

হায়! এই যে "জন্মস্মৃতি", এই যে পূর্ব্বাচরিত আচরণ দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ—ইহাকি আজকালকার ব্যভিচার সম্পূর্ণ মানুষ বুঝিবে? ভরত বলিলেন—যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি সর্ব্ববিদ্যা অধ্যয়নান্তে ভাবিস্নানযুক্ত, যিনি ধীমান, যিনি নিয়ত ধর্ম্মরত—তাঁহার রাজ্য আমার মত লোকে কিরূপে হরণ করিবে? রাজা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কিরূপে রাজ্যাপহারক হইব? রাজ্যও রামের, আমিও রামের, ভগবন্ এক্ষেত্রে আপনি ধর্ম্মই বলুন। দিলীপতুল্য, নহুষসদৃশ ধর্ম্মাত্মা রাম আমাদের জেষ্ঠ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—রাজা দশরথের ন্যায় সেই কাকুৎস্থই রাজা হইবার যোগ্য। অনার্য্য সেবিত, নরকপ্রদ এই পাপ যদি আমি অনুষ্ঠান করি তবে আমি ইহলোকে ইক্ষ্বাকুকুলের কলঙ্কস্বরূপই হইব। জননী কর্ত্তৃক যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার কিছু মাত্র অভিরুচি নাই। আমি এখানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বনদুর্গস্থ রাজাধিরাজকে প্রণাম করিতেছি। রামেরই আমি অনুগমন করিব, তিনিই রাজা, তিনিই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ, ত্রৈলোক্যরাজ্যের রাজা হইবার যোগ্যই তিনি।

সভাসদ সকলে রামে তদ্গতচিত্ত হইয়াছেন, ভরতের ধর্ম্মসংযুক্ত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে হর্ষভরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

ভরত পুনরায় বলিতে লাগিলেন যদি আর্য্যকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে না পারি, তবে আর্য্যের ন্যায়, লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সেই বনেই বাস করিব। রামকে বন হইতে ফিরাইবার জন্য আপনাদের সমক্ষে যত কিছু উপায় আছে সমস্তই অবলম্বন করিব। পথ প্রস্তুত করিবার জন্য আমি অগ্রেই সমস্ত প্রকারের লোক প্রেরণ করিয়াছি এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক। সুমন্ত্র নিকটেই ছিলেন, ভরত তখন সুমন্ত্রকে বনযাত্রা ঘোষণা করিতে বলিলেন এবং সৈন্যগণকে আনয়ন করিতে বলিলেন। ভরতের আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সৈন্যগণকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা পাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষগণ

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সৈনিক গৃহিণীগণ এই সংবাদ পাইয়া স্বামীদিগকে ত্বরা করিতে লাগিলেন। অশ্ব, গোরথ, মনের ন্যায় শীঘ্রগামী রথে সেনাপতিরা সৈন্য-দিগকে ভরতের নিকটে আনয়ন করিলেন। তখন ভরতের জন্য উৎকৃষ্ট রথ আসিল। প্রতাপশালী ভরত মহারণ্যগত যশস্বী রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে দেখিলেন।

অযোধ্যার সকল লোকে আজ অতি আনন্দিত। ভগবান্ বশিষ্ঠ ভরতকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

দশরথ রাজা হতে যাহার জনম।
তাহাতে আশ্চর্য্য নহে এমত কথন॥
এমন ধর্ম্মিষ্ঠ রাম বিনা নাহি অন্য।
তোমার সম্বন্ধে সব লোক হল ধন্য॥
তোমার গুণেতে উল্লসিত ত্রিভুবন।
হেন না হইলে রাম-ভ্রাতা হবে কেন?

ভরত ও শত্রুঘ্ন আর একবার কৈকেয়ীর প্রাসাদে গিয়াছেন। উভয়ের হস্তে চীর খণ্ড। ভরত কৈকেয়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা মা বলিয়া ডাকিলেন। অনেক দিনের পর কৈকেয়ী মা ডাক শুনিলেন। কৈকেয়ীর চক্ষে জল। ভরতের মুখে মা ডাক শুনিয়া কৈকেয়ী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভরতের দিকে চাহিয়া আছেন, ভরত কৈকেয়ীর হস্তে চীর দিয়াছেন আর ভরত বলিতেছেন—মা আমাকে সাজাইয়া দাও। ভরত কি বলিতেছে কৈকেয়ী কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। ভরত বলিতে লাগিলেন—সেই যে যেমন করিয়া আমার রামকে সাজাইয়া বনে পাঠাইয়াছ তেমনি করিয়া আমায় সাজাইয়া দাও। বলিতে বলিতে ভরত কৈকেয়ীর সম্মুখেই রাজ বেশ ত্যাগ করিতে লাগিলেন—এবং কৈকেয়ীর হস্ত হইতে চীর খণ্ড গ্রহণ করিয়া কাঙ্গালের বেশ ধারণ করিলেন।

ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজবেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কৈকেয়ীর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

নিদ্রা গেলে লোকে যথা স্বপ্নে সচেতন।
হেনই হয়েছে সেই কৈকেয়ীর মন॥

প্রবল অনুতাপে কৈকেয়ী অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছেন—পূর্ব্ব হইতেই তিনি—

ত্যেজিয়া আসন পান ভোজন শয়ন।
নিরন্তর মনে এই করেন চিন্তন॥
হায় হায় কি হইল অনর্থ ঘটন।
কেন হেন কদর্য্য হইল মোর মন॥
পূর্ব্বেত রামের প্রতি অতি স্নেহ ছিল।
বুঝি কেহ তন্ত্রে মন্ত্রে এমন করিল॥
কাকু করি নরপতি কতেক সাধিল।
সে সকল কিছু মোর কাণে না পশিল॥
সে হেন রাজাধিরাজ ধরিল চরণে।
ধিক্ মোরে তবু না চাহিনু স্নিগ্ধ মনে॥
রাম মোর মাতৃভক্ত সদ্‌গুণ ভাণ্ডার।
দয়া না হইল কেন মুখ চাহি তার॥
আগেতে জিজ্ঞাসা না করি স্বনন্দনে।
কেন কৈলু হেন কাজ কুব্জার মন্ত্রণে॥
স্বামীর বিনাশ হল ত্রিলোকে অযশ।
হেন কর্ম্মে কেন মোর হইল সাহস॥
কি করিব সম্প্রতি যাইব কোথাকারে।
কেবা আনি দিবে ঘরে শ্রীরাম বাছারে॥
তারে না দেখিয়া প্রাণ স্থির নাহি হয়।
দগ্ধ হইতেছে যেন সর্ব্বদা হৃদয়॥
আপনি যাইয়া তারে আনিব বাটীতে।
আর কেহ না পারিবে তারে ফিরাইতে॥
সেই রাম বড় ভক্তি করে মোর প্রতি।
কোন মতে না লঙ্ঘিবে আমার ভারতী॥
যদি কেহ নিতান্ত না যায় মোর সনে।
যোগিনীর বেশ ধরি যাইব কাননে॥
এইরূপ করিছেন কৈকেয়ী ভাবনা।
হেনকালে শুনিলেন নগরে ঘোষণা।
জিজ্ঞাসা করিল তবে আপন দাসীরে।
কিসের ঘোষণা শুনি নগর মাঝারে॥

দাসী কহে কালি ফিরাইতে রঘুবরে।
ভরত যাইবে নিজে কানন ভিতরে॥
এই লাগি ঘোষণা দিতেছে নগরেতে।
যার ইচ্ছা হবে সেই যাইবে সঙ্গেতে॥
কৈকেয়ী কহেন তারে আনন্দিত হিয়া।
বড় সুখ দিলে মোরে এই বার্ত্তা দিয়া॥
কর কর যাইবার সকল সাজন।
আমিও করিব রামে আনিতে গমন॥
দাসীগণে শুনিলাম রাণী যে বচন।
বুঝি না হইতে পারে তোমার গমন॥
ভরত কহিলা যার ইচ্ছা সেই যাবে।
কেবল আমার মাতা যাইতে না পাবে॥
এত শুনি নিশ্বাস ত্যেজিয়া ঘনে ঘন।
কৈকেয়ী করেন মনে মনেতে চিন্তন।
হায় তবে কি হইবে যাইব কি মতে।
কোন্ জন সান্ত্বনা বা করিবে ভরতে॥
নিশ্চয় করিনু মনে করিয়া বিচার।
রাম মাতা বিনা ইথে গতি নাহি আর॥
তিনি বড় কৃপাময়ী সুকোমল হিয়া।
মানাতে পারিব তাঁর চরণে ধরিয়া॥
এত ভাবি ভয়েতে কম্পিত কলেবর।
ধীরে ধীরে চলিলেন কৌশল্যার ঘর॥
কৈকেয়ীরে দূর হ'তে কৌশল্যা দেখিয়া
আদরেতে ডাকিলেন ভগিনী বলিয়া॥
কেমন সারল্য তাঁর কিবা সে বিনয়।
এ দোষেরও মর্য্যাদা করিল অতিশয়।
কৈকেয়ী চরণে পড়ি করেন ক্রন্দন।
রাখহ ভগিনী মোরে লইনু শরণ॥
করিয়াছি যেমত কুকার্য্য আচরণ।
তাহা সহিবারে নাহি পারে কোন জন॥

কিন্তু জানি তুমিহ নিতান্ত কৃপাবশ ।
এই লাগি আসিয়াছি করিয়া সাহস ॥
শুনিলাম কালি রামধনে ফিরাইতে ।
ভরত যাইবে লয়ে সবে অটবীতে ॥
তাহে কিছু বাসনা করিয়ে আমি চিতে ।
লজ্জা লাগি কিন্তু তাহা নারি উগারিতে ॥
হইয়াছে অতিশয় অকার্য্য করণ ।
কি কহিব মুখে নাহি নিঃসয়ে বচন ॥
এত শুনি কৈকেয়ীরে উঠাইয়া রাণী ।
সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন মৃদুবাণী ॥
ভগিনি হইয়া গেছে এই যে কারণ ।
নাহি হয় দৈব বিনা ইহার ঘটন ॥
ভরত অধিক স্নেহ রামেতে তোমার ।
দৈব বিনা হেন কর্ম্ম ঘটে কি প্রকার ॥
নৃপে বিপ্রশাপ এক কারণ ইহার ।
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ শাপ আছয়ে তোমায় ॥
রঘু কহে রাণী ইহ অত্যন্ন কথন ।
পশ্চাৎ জানিবে ইথে অনেক কারণ ॥
রাণী ভণে এ সকল দৈব লঙ্ঘিবারে ।
কার শক্তি হয় এই সংসার মাঝারে ॥
অতএব সম্প্রতি সুস্থির করি মন ।
রামের কুশল সদা করহ প্রার্থন ॥
সম্প্রতি কি করিবারে করিছ মনন ।
কহ কহ তাহে এত ভয় কি কারণ ॥
কৌশল্যার বাক্যে সুখী ভরত জননী ।
প্রথম বৃষ্টিতে যেন শীতল ধরণী ॥
কহিছেন শুন আমি ভগ্নি যোজনা ।
করিয়াছি সঙ্গে যাব বলিয়া বাসনা ॥
রামধনে না দেখিয়া স্থির নহে মন ।
অবিরত হৃদয়ে জাগয়ে সে বদন ॥

সে হেন মধুর বাণী শুনিতে না পাই ।
প্রাণ মোর নিরবধি কান্দে ভাবি তাই ॥
ভরত আপন পুত্র নিকটে আছয়ে।
তথাপি রামের শোকে বুক বিদরয়ে ॥
যাইবার কালে কহিয়াছি যে কুকথা।
সে সকল মনে পড়ি বড় পাই ব্যথা ॥
যদি পারি রামে কোন মতে ফিরাইতে।
সব দুঃখ তবে পারি অক্লেশে তরিতে ॥
যদ্যপি নিতান্ত রাম না আইসে ঘরে।
রহিব তাহার কাছে কানন ভিতরে ॥
রাম বিনা ঘর মোর লাগে যেন বন।
ভরতের তর্জ্জনেতে তাহে ভীত মন ॥
অতএব ইচ্ছা করি যাইব কানন।
কিন্তু শুনি করিয়াছে ভরত বারণ ॥
তুমি অনুকূল হয়ে ভরতের কহি।
যদি সঙ্গে লয়ে যাও তবে প্রাণে রহি ॥
অন্যথা গরল খাই ত্যেজিব জীবন।
কহ আপনি যেই হয় বিবেচন ॥
কৈকেয়ীর কাকু কথা করিয়া শ্রবণ।
করুণাতে আর্দ্র হল কৌশল্যার মন ॥
এমন আশ্চর্য্য ভার্য্যা যদি না থাকিবে।
শ্রীরামের মাতা তবে কেমনে হইবে ॥

দেবী তখন ভরতকে ডাকাইলেন আর ভরত ভগবান্ বশিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন। বশিষ্ঠদেবকে আসন দিয়া রাণী প্রণাম করিলেন ; করিয়া ভরতকে কৈকেয়ীর অনুতাপের কথা বলিলেন এবং রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইবার বাসনা জানাইলেন।

এতশুনি শ্রীভরত কৌশল্যা বচন।
[illegible] দেখেন মনে বিস্ময় বদন ॥
অনেক পরেতে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিলেন বশিষ্ঠেরে কাতর হইয়া ॥

শুনিলেন গুরুদেব মাতার আজ্ঞায়।
আগে ইহা জানিলে না আসিনু হেথায়।
কৈকেয়ীরে সঙ্গে করি অযোগ্য গমন।
শয়ন গৃহেতে যেন ভুজঙ্গ রক্ষণ॥
ইহার মনের কথা কিছু নাহি জানি।
পুনর্ব্বার কি দুর্দ্দৈব ঘটাইবে আনি॥
ইহারে সঙ্গেতে করি যদি যাই বনে।
রঘুমণি তবে কিবা করিবেন মনে॥
লঙ্ঘিতেও নাহি পারি জননী বচন।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করুন জ্ঞাপন।

নিজের ইচ্ছা হইতেছে কৈকেয়ীকে লইয়া যাওয়া হইবেনা অথচ মাতা আজ্ঞা করিতেছেন লইয়া যাইতে। ভরত কি করিবেন নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ সঙ্কটেই গুরুর প্রয়োজন। গুরু যাহা বলিবেন তাহাই করিব, সেখানে আর নিজের ইচ্ছার কথা শুনিব না। গুরুর উপরে আর কি কিছু অবলম্বন আছে? গুরুবাক্য ও ঈশ্বর বাক্য সমান। গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা গুরুতর অপরাধ—ইহা অপেক্ষা গুরুতম পাপ আর নাই। যেকালে মানুষের গুরু-ভক্তি প্রবল থাকে সেকালে মানুষ গুরুর উপরে ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু যখন গুরু- ভক্তিটা মৌখিক হইয়া যায় তখন মানুষ নিজের ইচ্ছায় ব্যভিচার করিয়া পাপপঙ্কে লুণ্ঠিত হয়—মনে ভাবে গুরু আমার অন্তরের অবস্থা বুঝিবেন না—আমার সঙ্কটে আমি নিজেই নিজের ভার লইব। মানুষ নিজের ব্যভিচারের ভার লইয়া বড় বিপদে পড়ে।

ভরত বশিষ্ঠ দেবের উপরে ভার দিলেন। বশিষ্ঠদেব পরামর্শ দিলেন কৈকেয়ীকে লইয়া যাইতে হইবে। মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে না। বিশেষতঃ রাম যদি ফিরিয়া আইসেন তবে মাতা কৈকেয়ীর কথাতেই ফিরিবেন—অন্য কাহারও কথায় ইহা হইবে না। শ্রীভরত গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন।



দ্বাদশ অধ্যায়।

চিত্রকূট পথে ভরত।

মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং জগতঃ শোকনাশনম্॥ বাল্মীকি।

প্রভাত হইল। ভরত রামদর্শন কামনায় রথে উঠিলেন। অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও পুরোহিত সূর্য্যরথোপম রথে চলিলেন। সুসজ্জিত রথ, সহস্র হস্তী, শত সহস্র অর্থাৎ একলক্ষ অশ্বারোহী এবং বিবিধ আয়ুধধারী বীরপুরুষেরা ভরতের অনুগমন করিলেন। কৈকেয়ী সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌশল্যা দীপ্তিশালী রথে আরোহণ করিয়া সন্তুষ্ট মনে রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। ত্রৈবর্ণিক আর্য্যগণ রামলক্ষ্মণ দর্শন লালসায় হৃষ্টমনে রামের বিচিত্র কথা কহিতে কহিতে চলিলেন।

মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং জগতঃ শোক নাশনম্॥
দৃষ্ট এব হি নঃ শোকমপনেষ্যতি রাঘবঃ।
তমঃ সর্ব্বস্য লোকস্য সমুদ্যন্নিব ভাস্করঃ।

আহা! কবে আমরা রামকে দেখিব? সেই মেঘশ্যামবর্ণ—আহা! কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ত সবাই দেখে—কিন্তু কখন কখন চারিধারে ছিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণবর্ণের মেঘের মধ্যে আকাশের গায়ে শ্যামবর্ণের মেঘখণ্ড ভাসে—সেই শ্যাম মেঘখণ্ড কত সুন্দর—তাহা যে না দেখিয়াছে সে ধারণা করিবে কিরূপে? বলিতেছিলাম—সেই মেঘশ্যাম রাম বর্ণ, সেই দীর্ঘ বাহু, সেই স্থায়ী সত্ত্বগুণ মণ্ডিত মূর্ত্তি, সেই দৃঢ় সঙ্কল্পময়, আহা কবে আমরা এই রামকে দেখিব? তখন আমাদের কোন শোক থাকিবে না—রাম যে জগতের শোক নাশ করেন। দেখিবামাত্রই রাঘব আমাদের শোক নাশ করিবেন—ভাস্করের উদয়ে ত্রিভুবনের অন্ধকার কি থাকে?

নাগরিকগণ হৃষ্টচিত্তে এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে চলিয়াছেন। অযোধ্যার নর নারী আর গৃহে কেহই নাই।

নগরের প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ বণিক এবং রাজানুগত প্রজা সকলেই চলিয়াছে।

মণিকার, (মণি শোধক) কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত ব্যজনাদি ব্যবসায়ী, করপত্র (করাত) ব্যবসায়ী, মণি মুক্তাদির ছিদ্রকার, কাচ নির্ম্মাণকার, গজদন্ত ব্যবসায়ী, সূপকার, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক (যাহারা স্নান করায়), অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপজীবী, মদ্যকার, রজক, সীবন কারক, গ্রাম ও আভীর পল্লীবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি, নট ও কৈবর্ত্তগণ—এই সমস্ত লোক "সহ স্ত্রীভির্যান্তি"—ইঁহাদের স্ত্রীগণও সকলেই চলিয়াছেন।

সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥

সহস্র সহস্র বেদবিদ্ সমাহিতচিত্ত সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গো যোজিত রথে ভরতের অনুগমন করিয়াছেন। সকলেরই সুন্দর বেশ, সকলেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, সকলেই গোরোচন কুঙ্কুমাদি অনুলেপন অঙ্গে মাখিয়াছেন সকলেই বিমল যানে ভরতের সঙ্গে চলিয়াছেন।

ভরত এইরূপে নাগরিকগণের সহিত, চতুরঙ্গিনী সেনা সঙ্গে রথ, যান, অশ্ব ও গজারোহণে বহু পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শৃঙ্গবেরপুরে শ্রীভরত।

পূঁছত সখহি সো ঠাঁব দেখাউ।
নেকু নয়ন মন জরনি জুড়াউ॥
জহঁ সিয়রাম লষণ নিশি শোয়ে।
কহত ভরে জল লোচন কোয়ে॥ তুলসীদাস।

"সখা! আমাকে সেই স্থান দেখাও—সেই স্থান দেখিয়া আমি নয়ন মনের জ্বালা জুড়াই। সীতা রাম লক্ষণ কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন? বলিতে বলিতে ভরতের লোচনের কোণে অশ্রু ভরিয়া উঠিল।

[১]

আজকালকার চুণারকে শৃঙ্গবের পুর কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু রামায়ণের বর্ণনা বুঝে মনে হয় চুণারের অপর কূলে শৃঙ্গবের পুর। সেকালে অযোধ্যা হইতে শৃঙ্গবের পুর পর্য্যন্ত রাজপথ ছিল। গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগে যাওয়া যাইত। এখনও বুঝি সেই চক্রবাক শোভিত ভাগীরথীর তীর দৃষ্ট হয়। এখনও ভাগীরথী তীরে বহু চক্রবাক ক্রীড়া করে দেখা যায়। শ্রীভরত সেই চক্রবাক শোভিত ভাগীরথী তীরে বিপুল বাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। শৃঙ্গবের পুর কোথায় ছিল বলা যায় না কিন্তু মনে হয় চুণারের বিপরীততীরে চক্রবাক্ শোভিত ভাগীরথীর অপর পারে—যেখানে উপস্থিত কালে একটি দেবতার স্থান আছে হয়ত সেই স্থানেরই নিকটে শৃঙ্গবের পুর ছিল। শ্রীভরত উহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন। রাত্রিকালে ঐ স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরদিনে সাগরগামিনী নদী পার হইবেন স্থির হইল।

শ্রীভরত এই স্থানে স্বর্গপ্রাপ্ত রাজা দশরথের পরলোক নিমিত্ত তর্পণ করিলেন। রামকে কিরূপে ফিরাইয়া আনিবেন চিন্তা করিতে করিতে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

রাম সখা গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া শৃঙ্গবের নগর রক্ষা করিতেন। গঙ্গাতীরে চতুরঙ্গিনী সেনা অবলোকন করিয়া গুহ জ্ঞাতিগণকে বলিতে লাগিলেন —এই সাগর সদৃশী মহতী সেনার অন্ত পাইতেছি না—রথোপরি অতুচ্চ কোবিদার ধ্বজা দেখিয়া মনে হইতেছে—ইহা ভরতের সৈন্য। মহতী সেনা দেখিয়া মনে হইতেছে, নিশ্চয়ই ভরতের মনে কপট ভাব আছে—হয় ভরত আমাদিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিবে, না হয় আমাদের সকলকে হত্যা করিবে—করিয়া রাম সীতাকে বধ করিবে।

বুঝিলাম ভরত রসিয়া সিংহাসনে।
আসিয়াছে রামেরে বধিব করি মনে॥
পরাইয়া বাকল সে পাঠাইল বনে।
রাজ্য নিল তবু কিন্তু ক্ষমা নাহি মনে॥
রাজ্যলক্ষ্মী হৈলেই প্রভাব কিছু ধরে।
বধ করাইতে পারে পিতারে সোদরে॥
যদ্যপি নিশ্চয় হয় সেই দুরাশয়।
তবে গঙ্গা পার হতে দিতে যোগ্য নয়॥

রাম মোর সখা প্রাণাধিক প্রিয় হয়।
তার বিঘ্ন আমার জীবনে নাহি সয়॥
সাজরে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চাড়া।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতি ঘোড়া॥

গুহ জ্ঞাতিগণকে বলিলেন তোমরা কবচ বন্ধন করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর। আমার অধীনস্থ দাসেরা নদী-তরণ-পথের বিঘ্ন সাধনার্থ মাংস ও ফলমূল ভক্ষণে বলবান হইয়া গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করুক। পাঁচশত নৌকার শত শত কৈবর্ত্তেরা—শত শত যুবা যোদ্ধারা, বর্ম্ম ধারণ করিয়া এই স্থানে অপেক্ষা করুক। ভরত যদি রাম সম্বন্ধে কোন অসৎ সঙ্কল্প না করিয়া থাকেন তবে এই সেনা আজ কুশলে গঙ্গা পার হইবে। নিষাদ পতি জ্ঞাতিবর্গকে এইরূপ অনুমতি করিয়া মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকটে চলিলেন।

সুমন্ত্র গুহকে আসিতে দেখিয়া ভরতকে বলিলেন রাজকুমার জ্ঞাতিগণে পরিবৃত রাম সখা গুহ আসিতেছেন। এই বৃদ্ধ নিষাদাধিপ দণ্ডকারণ্যের সমস্তই অবগত আছেন, ইনি রাম লক্ষ্মণের সংবাদ দিতে পারিবেন।

ভরতের অনুমতি পাইয়া গুহ হৃষ্টমনে আসিয়া ভরতকে অভিবাদন করিলেন। গুহ অভিনিবেশ সহকারে একবার চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিন্তু কি দেখিলেন? নীরদ নীলকান্তি ভরত চীরাম্বর পরিধান ও জটামুকুট ধারণ করতঃ অনুজ শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া হা রাম! হা রাম! বলিয়া নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। গুহ অবনত মস্তকে ভরতের চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন রাজকুমার! আমার নাম গুহ!

আপনি এখানে আগমনের পূর্ব্বে আমাদিগকে কোন সংবাদ না দিয়া আমাকে অনুগ্রহ দানে বঞ্চনা করিয়াছেন। যাহা হউক আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে অর্পণ করিতেছি, নিজ দাস বিবেচনায় আমার গৃহে অবস্থান করুন। নিষাদেরা স্বহস্তে এই ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়াছে এবং আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্য সুলভ অন্যান্য খাদ্যও আনিয়াছে। আপনার সৈন্যগণ অদ্য রাত্রিতে আমার গৃহে আহারাদি করিয়া কল্য যেন গমন করেন।

প্রিয় সখাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া কণ্টকিত গাত্রে ভরত গুহকে

গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমরীতি দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল। আশ্চার্য্য—

লোক-বেদ সব ভাঁতিহি নীচা।
জাসু ছাঁহ ছুই লেইয় সাঁচা॥

লোকে বেদে সর্ব্বরূপে যে সবার অধম, যাহার ছায়া স্পর্শে লোকে স্নান করে ভরত প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আহা! ইহাত হইতেই পারে!

রাম রাম কহি জে জমু হাহী।
তিনহিঁ ন পাপপুঞ্জ সমু হাহী॥

ভরত ভাবিতেছেন রাম রাম করিয়া যে জৃম্ভন করে তাহার সম্মুখে ত পাপ থাকিতে পারে না; আর ইঁহাকে রাম বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, ইঁহাকে কুল সহ পবিত্র করিয়াছেন। জাহ্নবী স্রোতে কর্ম্মনাশার জল পড়িলেও লোকে তাহাও মস্তকে ধারণ করে আর—

উল্‌টা নাম জপত জগ জানা।
বাল্মীকি ভে ব্রহ্ম সমানা॥

জগতে সবাই জানে উল্‌টা নাম জপ করিয়া বাল্মীকি পৃথিবীতে ব্রহ্ম সমান হইয়া রহিয়াছেন। জ্ঞান হীন স্বপচ, শবর, যবন, পামর, কিরাত, কোল, খশ— যে কেহ মুখে 'রাম' 'রাম' করে সেই পরম পবিত্র হয় এবং চতুর্দ্দশ ভুবনে বিখ্যাত হয়।

ভরত গুহকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আর বলিলেন, অহো ভ্রাতঃ এই রাজ্যে তুমি রামের সহিত মিলিত হইয়াছিলে, এই রাজ্যে পবিত্রাত্মা রঘুমণি তোমাকে সজল নয়নে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; এই রাজ্যে তুমি জনক-নন্দিনী ও লক্ষ্মণের সহিত রাজীব লোচন রামচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়াছ আহা! তোমার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? এই জগতীতলে তুমিই ধন্য! গুহ শ্রীভরতের পদযুগল ধারণ করিয়া সপ্রেমে বলিতে লাগিলেন—

রামকীহ্ন আপন জব হীতে।
ভাউ ভুবনভূষণ তব হীতে॥

যদবধি রাম আমাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন তদবধি আমি ভুবন-ভূষণ হইয়া আছি। প্রভু! আমার সমস্তই মঙ্গল। গুহ রাণীমাতাগণকে প্রণাম

করিলেন—সকলেই ভাবিল ইহার জীবন সার্থক—ভরত ইহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ভরত তখন গুহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ঊর্জ্জিতঃ খলু তে কামঃ কৃতো মম গুরোঃ সখে।
যো মে ত্বমীদৃশীং সেনামভ্যর্চ্চয়িতু মিচ্ছসি॥

হে আমার গুরুর সখা! তুমি যে আমার এই সৈন্যগণকে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইয়াছে। এই বলিয়া ভরত পথের দিকে দেখাইয়া বলিলেন গঙ্গার এই কচ্ছদেশ নিতান্ত গহন এবং দুষ্প্রবেশ, বল কোন পথ দিয়া আমি ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব। গুহ বলিলেন—আমি ও এই সকল নিষাদ সকলেই আমরা এই সমস্ত পথ জানি। যাইবার সময় আমরা সকলেই সঙ্গে যাইব। কিন্তু এখন আমার মনে সেরূপ সংশয় না থাকিলেও এই সমস্ত সৈন্যসামন্ত দেখিয়া প্রথমে মনে যাহা উদিত হইয়াছিল তাহা গোপন করিব না।

গুহ সরল। সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্ট কর্ম্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে॥

তুমি ত কোন দুষ্টভাব লইয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকট যাইতেছ না? তোমার এই মহতী সেনা দেখিয়া আমার মনে শঙ্কা হইতেছে।

গোস্বামী রঘুনন্দন লিখিতেছেন—

কিন্তু এক কথা আমি পুছিব তোমায়।
না হইরে তুমি কিছু দুঃখিত ইহায়॥
যদ্যপি তোমার চর্চ্চা দেখিনু নির্ম্মল।
তথাপি আমার মন সন্দেহে বিকল॥
ভাল বটে যাইতেছ রাম বরাবরে।
কিন্তু কোন দুষ্টভাব নহেত অন্তরে?
অতিশয় সেনার সজ্জট্ট নিরখিয়া।
সংশয় সাগরে মগ্ন হয় মোর হিয়া॥

আকাশের মত নির্ম্মল ভরত বড় ব্যথা পাইলেন—পরে মিষ্ট বাক্যে গুহকে বলিতে লাগিলেন—

নিষাদ ভূপাল তুমি কর যে সংশয়।
মন্দভাগ্য মোহে তাহা সম্ভাবিত হয়॥

কৈকেয়ীর গর্ভেতে আমার উৎপত্তি।
মোর লাগি বনে গিয়াছেন রঘুপতি ॥
কিন্তু হেন দিন যেন মোর নাহি হয়।
যে দিনেতে রামে দুষ্ট হইবে হৃদয় ॥
তিঁহ মোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন পিতৃসম।
তাঁহারে আনিতে মোর জান এই শ্রম ॥

গোস্বামী বহু স্থানে ভগবান্ বাল্মীকির কথাই বসাইয়া দিয়াছেন। মূলে আছে—

মাভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি।
রাঘবঃ সহি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মতঃ ॥
তং নিবর্ত্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্।
বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্য্যা গুহ সত্যং ব্রবীমি তে ॥

এরূপ সময় আমার যেন কখন না হয় যেদিন রামের মন্দ করিবার কথা আমার মনে উদয় হয়। তুমি কোন শঙ্কা করিও না। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। আমি তাঁহাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি। গুহ আমি সত্যই বলিলাম তুমি অন্য বুদ্ধি করিও না। ভরতের কথা শুনিয়া গুহের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, গুহ বলিতে লাগিলেন—

ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥

তুমিই ধন্য—তোমার মত এই জগতে আর কাহাকেও দেখি না। আহা! অযত্নাগত রাজ্যও তুমি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছ, তোমার কীর্ত্তি অনন্তকাল ঘোষিত হইয়া পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে আর এদিকে

বভৌ নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত।

সূর্য্যরশ্মি মন্দীভূত হইয়া আসিল—দেখিতে দেখিতে একক্ষণেই লোহিতবর্ণ সূর্য্য ডুবিয়া গেলেন এবং রজনী সমাগত হইল। নিষাদ পতির পরিচর্য্যায় সবিশেষ প্রীত হইয়া সৈন্যগণকে সন্নিবেশিত করিয়া ভরত শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

'ব্রত' ও 'উপবাস'।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বিচার।

বক্তা—"শিবরাত্রি" শব্দের অর্থ কি, তাহা অবগত হইলে; এখন 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, এবং উপবাস কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'শিবরাত্রি' 'ব্রত' বিশেষ, অতএব শিবরাত্রিতে কি কর্ত্তব্য, কেন কর্ত্তব্য, 'ব্রত' এই শব্দের অর্থ কি, তাহা জানিলে, তুমি সামান্যতঃ তাহা জানিতে পারিবে। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, 'উপবাস' প্রভাবে, 'জাগরণ' বলে এবং শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের প্রপূজন দ্বারা অক্ষয় ভোগ প্রাপ্তি এবং শিবসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। ("উপবাস প্রভাবেণ বলাদপি চ জাগরাৎ। শিবরাত্রেস্তথা তস্যাং লিঙ্গস্যাপি প্রপূজয়া। অক্ষয়া ল্লঁভতে ভোগাঞ্ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥" —নাগর খণ্ড)। অতএব 'উপবাস' 'জাগরণ' ও 'শিবপূজন' 'শিবরাত্রি ব্রতের' এই তিনটী প্রধান কর্ম্ম। শাস্ত্র মুখ হইতে শিবরাত্রিতে 'উপবাস' ও 'জাগরণের' বিশেষ ফলের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু—শিবরাত্রি ব্রতের কথাতে শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ দ্বারা যে বিশেষ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক ব্যাধ নাকি না জানিয়া, বাধ্য হইয়া ঐ তিথিতে উপবাস ও জাগরণ করিয়াছিল বলিয়া, ব্রতহীন হইলেও উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আচ্ছা দাদা! শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ করিলে যে, বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয় তাহার কারণ কি? 'উপবাস' ও 'জাগরণ' শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি?

বক্তা—'উপবাস' ও 'জাগরণ' এই দুইটী যে প্রধান 'ব্রত,' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি দেব বলিয়াছেন "সাধু শব্দই বেদ"। একটী সাধু শব্দের অর্থ, যথার্থভাবে অবগত হইলে, সর্ব্ব পদার্থের যথার্থ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই দেখ 'ব্রত' শব্দের অর্থ হইতেই শিবরাত্রি ব্রতে কি কর্ত্তব্য, কি জন্য কর্ত্তব্য, 'উপবাস' ও 'জাগরণের' প্রয়োজন কি, ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের সমীচীন সমাধান হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, 'ব্রত' শব্দের অর্থ কি, কৃপা করে তাহা বলুন।

বক্তা—অমর কোষে 'ব্রত' মাত্রের "নিয়ম" এই অর্থ উক্ত হইয়াছে। ("নিয়মো ব্রতমস্ত্রী"—অমর কোষ)। ভগবান্ যাস্ক 'ব্রত' শব্দের 'কর্ম্ম' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতুর উত্তর 'কিৎ' প্রত্যয় করিয়া ('পৃষিরঞ্জিভ্যাং কিৎ'—উণাদি ৩।১০৯) 'ব্রত' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তাতে নিবদ্ধ—সংস্কাররূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কর্ম্মের 'ব্রত' নাম হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'ব্রত' শব্দ কি, তাহা হইলে, 'কর্ম্ম' মাত্রের বাচক ?

বক্তা—না; 'ব্রত' শব্দের সাধারণতঃ যৎ অর্থের বাচকরূপে ব্যবহার হয়, তাহা কর্ম্ম মাত্রের বাচক নহে। যে কর্ম্ম অভ্যুদয়ের ও নিঃশ্রেয়স—নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—স্থির কল্যাণ বা মোক্ষের হেতু, তৎ কর্ম্মই, অর্থাৎ ছন্দঃ বা বেদ বোধিত, ইষ্ট প্রাপক ও অনিষ্ট নাশক কর্ম্ম সমূহই যে, 'ব্রত' শব্দের ব্যাবহারিক অর্থ, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রপাঠ করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়। যাহা আবৃত করে, কর্ত্তা বা কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাতে যাহা সংস্কাররূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে, যাহা কর্ত্তাকে বাঁধিয়া রাখে, 'ব্রত' শব্দের এই অর্থ হইতে, ইহা যে, শুভ, অশুভ এই দ্বিবিধ কর্ম্মেরই বাচক হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতে পারে ("ব্রত ইতি কর্ম্মনাম, বৃণোতি সতঃ * * * তদ্ দ্বিবিধং। শুভমশুভং বা বৃণোতি নিবধ্নাতি কর্ত্তারম্।"—নিঘণ্টু টীকা)। শতপথ ব্রাহ্মণ বা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'বিদ্যা, কর্ম্ম, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা, ইহারা কর্ত্তাতে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে, ভবিষ্যৎ জন্মে কর্ত্তার অনুবর্ত্তন করে'। প্রমাদ বশতঃ অনিষ্ট কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান পুরুষকে যাহা নিবারণ Resist করে, অপিচ যাহা শুভ বা ইষ্ট কর্ম্মে প্রবর্ত্তন করে, তাহা 'ব্রত'। আত্মা, পরমেশ্বর বা বিধি-নিষেধাত্মক সনাতন বেদশাস্ত্রই পুরুষকে অশুভ কর্ম্ম করিতে নিবারণ এবং শুভ-হিতকর কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তন করে। সদসদ্বিবেক শক্তির সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বা সনাতন বেদই আত্ম প্রসৃতি, মূল আশ্রয়। বরুণকে (বরুণ পরমেশ্বরেরই—বিশ্ব সম্রাটেরই নাম বিশেষ) এই নিমিত্ত 'ধৃতব্রত' বলা হইয়াছে। 'বরুণ' শব্দ বরণার্থক 'বৃ' ('বৃঞ্ বরণে) ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় করিয়া, নিষ্পন্ন হইয়াছে (উণাদি ৩।৫০)। নিঘণ্টু নির্ব্বচনকার দেবরাজ বলিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষে উদককে আবৃত করেন, তিনি 'বরুণ'। ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থাষ্টকের চতুর্থাধ্যায়ের ত্রিংশবর্গে উক্ত হইয়াছে, 'অখিল ভুবনের রাজা বরুণ লোকত্রয়ের হিতার্থ মেঘকে বিদারণ পূর্ব্বক উদককে অধোমুখ করেন'। বৃহদ্দেবতাতে উক্ত হইয়াছে, 'ত্রিলোককে যে শক্তি

মূর্ত্তি রূপ দ্বারা আবরণ করিয়া আছেন, সেই শক্তি 'বরুণ' এই নামে স্তুত হইয়া থাকেন। *

ঋগ্বেদও বলিয়াছেন, "পূতদক্ষ—পবিত্রবল মিত্র এবং শত্রুসংহারক বরুণ, ইহাঁরা জলের যোনি—উদকের উৎপত্তি হেতু। § কোন কোন আধুনিক বৈদিক এই মন্ত্র সাহায্যে ঋষিগণ যে, জলের উপাদান 'অক্সিজেন' ও 'হাইড্রোজেন' এই পদার্থদ্বয়ের অস্তিত্ব বিদিত ছিলেন, তাহা প্রতিপাদন করিতে চাহেন। বেদে বহুস্থলে 'মিত্র' ও 'বরুণ' এই দেবতাদ্বয়কে পরস্পর সম্বন্ধরূপে স্তব করা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য 'মিত্র'কে দিনাধিপতি এবং 'বরুণ'কে রাত্রির অধিপতি বলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, 'মিত্র' ও 'বরুণ' যথাক্রমে 'অগ্নি' বা সূর্য্য ও সোমেরই বাচক। 'অগ্নি' ও 'সোম' যে, অন্যোন্যমিথুন বৃত্তিক, গোপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্টতঃ তাহা উক্ত হইয়াছে। ("উষ্ণমেব সবিতা, শীতং সাবিত্রী যত্র হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণমিত্যেতে দ্বে যোনি এক মিথুনম্।"—গোপথব্রাহ্মণ)। বরুণই সমাজের প্রতিষ্ঠাপক, বরুণই সর্ব্বপ্রকার পাপনাশক—অনিষ্ট নিবারক বরুণই নিরোধ বা সংযমন শক্তি, অতএব বরুণই 'ধৃতব্রত'। সুধীবর অধ্যাপক গ্রীফিৎ (R. T. H. Griffith M. A. C. I. E) অনুমান করিয়াছেন, বরুণ সমাজের প্রতিষ্ঠাপক, কর্ত্তব্যনীতির, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রবর্ত্তক। † যাহা হোক্, ব্রত শব্দের মূল অর্থের সহিত বরুণ পদার্থের সম্বন্ধ

---

* "বৃঞ্ বরণে।" কৄবৃদারিভ্যউনন্ (উণা ৩।৫০)। "অন্তরিক্ষে উদকমাবৃণোতি।"—নিঘণ্টু নির্ব্বচন। "নীচীন বারং বরুণঃ কবন্ধংপ্রসসর্জ রোদসী-অন্তরিক্ষম্। তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যনত্তিভূম॥"

ঋগ্বেদ সংহিতা ৪।৪।৩০

"ত্রীণীমান্যাবৃণোত্যেকো মূর্ত্তেন তুরসেন যৎ। তবৈনং বরুণংশক্ত্যা স্তুতিস্বাহুঃ ক্রপণ্যবঃ॥"—বৃহদ্দেবতা ২য় অধ্যায়।

§ "মিত্রংহুবে পূতদক্ষং বরুণং চ বিশাদসম্। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥" ঋগ্বেদসংহিতা ১।২।৭

† "Varuna regarded as the founder of Society united by Common religious observances"—R. T. H. Griffith, M. A., C. I. E.

আছে, সন্দেহ নাই। হিতাহিত বিবেক শক্তি যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বা বেদের আশ্রিত তাহা স্থির। আমাদের হিতাহিত বিবেক শক্তির কেন্দ্র ভবন কি, কর্ত্তব্যনীতির (Morality) মূল প্রভব বা উৎপত্তিস্থান কোথায়, তদবধারণার্থ প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকেরা বহু বিচার করিয়াছেন, করিয়া থাকেন এবং তাহা করিয়াও এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন আমার তাহা মনে হয় না। 'ধর্ম্ম ঈশ্বর বা বেদ হইতে আবির্ভূত হয়' এই শাস্ত্র বাণী যে, অত্যন্ত সারবতী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'ব্রত' শব্দের যথার্থ ভাবে অর্থ বিচার করিলে, প্রতীতি হইবে, 'ব্রত' সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যনীতির, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের বাচক। যিনি প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের প্রভু, যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাপক, যিনি অনিষ্ট নিবারক অতএব যিনি সমাজ সংস্থাপক, তিনিই যে বিশ্বের সম্রাট্, তিনিই যে বিশ্বের প্রকৃত রাজা, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? 'বেদ' এই নিমিত্ত 'বরুণ' বা পরমেশ্বরকে বিশ্বের রাজা বলিয়াছেন। সুবোধিনীকার বলিয়াছেন, 'সর্ব্বভোগ যা হতে বর্জ্জিত হয়, তৎকর্ম্ম 'ব্রত'। 'উপবাস' এই নিমিত্তও ব্রতবিশেষ। অমরসিংহও বলিয়াছেন, ব্রত উপবাসাদি-পুণ্যক—পুণ্যহেতু—পুণ্যজনককর্ম্ম ("তচ্চোপবাসাদি পুণ্যকম্।" —অমরকোষ) অষ্টাঙ্গ যোগের 'যম' ও 'নিয়ম' নামক অঙ্গদ্বয়কে 'ব্রত' বিশেষ বলা হয়।'

'ব্রত' শব্দের বেদ ও শাস্ত্রে কোন্ কোন্ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

"নিয়মঃ সমাসেন।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ নিয়মই সমাসতঃ 'ব্রত' শব্দের অর্থ।

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্ দক্ষিণয়া শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।"—শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতা, ১৯।৩০ 'ব্রত' শব্দটী এস্থলে বেদবোধিত, ইষ্টপ্রাপক, অনিষ্টহারক কর্ম্ম বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

"অগ্নে! ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ম্ তন্মেরাধ্যতাম্। ইদমহম নৃতাৎসত্যমুপৈমি।"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ১।৫।

হে ব্রতপতে—হে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক অগ্নে! আমি তোমার অনুজ্ঞানুসারে ব্রত (কর্ম্ম) করিব; তোমার প্রসাদে আমি যেন ব্রতের যথার্থ

ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারি; তোমার অনুগ্রহে আমার কর্ম্ম, যাবৎ সিদ্ধ না হয় তাবৎ যেন বিনা বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়। অনৃত--মিথ্যা হইতে সত্যকে পাইবার নিমিত্তই আমি কর্ম্ম করিতেছি, অতএব আমি যাহাতে সত্যকে লাভ করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি তাদৃশ কৃপা কর। যাহা মিথ্যা হইতে সত্যকে, অসৎ হইতে সৎকে প্রাপ্ত করায় এতাদৃশ কর্ম্ম বুঝাইতে এই স্থলে 'ব্রত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে কর্ম্ম অনৃত বা মিথ্যা হইতে সত্যকে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-ময় ব্রহ্মকে পাইবার হেতু হয়, যে কর্ম্ম মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বপ্রাপ্তির কারণ হয়, তৎকর্ম্ম ভিন্ন আর সৎকর্ম্ম কি হইতে পারে? এই শ্রুতিতে 'ব্রত' শব্দের কিরূপ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা কর। সৎকর্ম্ম বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, জ্ঞানীদিগের দৃষ্টিতে প্রকৃত সৎকর্ম্ম বলিতে যাহা পতিত হয়, জাগতিক উন্নতিপ্রার্থী যে সকল কর্ম্মকে 'সৎ' কর্ম্ম—অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সংসার বিরক্ত, অক্ষয় পরমপদ প্রাপ্তি কাম পুরুষগণ যে সকল কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করেন, তৎসমস্তই যে 'ব্রত' শব্দের বাচ্য, এই মন্ত্র হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

"অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবা নাগসো অদিতয়ে স্যাম।"—ঋগ্বেদ সংহিতা ১।২।২৫।৫, শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা ১২।১২ হে আদিত্য! হে বরুণ! আমরা অপরাধ রহিত হইব, নিষ্পাপ হইব, এবং তাহা হইয়া আমরা তোমার ব্রতে পরিচ্ছেদ বা খণ্ডন রাহিত্যের নিমিত্ত তোমার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। ব্রত শব্দ এ স্থলেও বেদ বোধিত কর্ম্মেরই বাচক।

"মম ব্রতেতে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তস্তে অস্তু।"

বিবাহ কালে এই মন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। 'ব্রত' শব্দ এ স্থলে শাস্ত্র বিহিত নিয়মাদির বাচক ("হে কন্যে ইত্যধ্যাহারঃ মম ব্রতে শাস্ত্র বিহিত নিয়মাদৌ"—পারস্কর গৃহ্য সূত্রের জয়রামকৃত ভাষ্য)।

"বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্যযুজ্যঃ সখা॥" ঋগ্বেদ সংহিতা ১।৫।২২

হে ঋত্বিগাদি বেদনিষ্ঠ পুরুষবৃন্দ! তোমরা বিষ্ণুর পালনাদি জীবানুগ্রহরূপ কর্ম্ম সমূহ পর্য্যবেক্ষণ কর, যে কর্ম্মবশতঃ সকল যজমান—বৈদিক বা ছান্দস কর্ম্মপরায়ণ সকল পুরুষ ব্রত—বেদোপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক, করুণা-

সাগর, ধর্ম্ম বা শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ভগবান্ বিষ্ণুর প্রণোদন ব্যতিরেকে কাহারও অগ্নি হোত্রাদি ইষ্ট সাধক অনিষ্ট হারক ব্রতানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হইত না, মানুষ যে অগ্নি হোত্রাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করে, ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহই তাহার কারণ। এই বিষ্ণু ইন্দ্রের যোগ্য সখা, ইন্দ্রাদি দেবতারা যখনি বিপন্ন হ'ন, শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত হন, তখনি বিষ্ণু তাঁহাদিগেব আনুকূল্য করিয়া থাকেন ("হে ঋত্বিগাদয়ঃ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পালনাদীনি পশ্যত যতো যৈঃ কর্ম্মভিঃ ব্রতান্যগ্নি হোত্রাদীনি পস্পশে। সর্ব্বে যজমানঃ স্পৃষ্টবান্ বিষ্ণোরনুগ্রহাদনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তাদৃশো বিষ্ণুরিন্দ্রস্য যুজ্যো যোগ্যাঽনুকূলঃ সখা ভবতি।"—সায়ণভাষ্য)।

'ব্রত' শব্দ এখানে বেদ বোধিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বাচক। সদসদ্বিবেকশক্তির, কর্ত্তব্য বুদ্ধির করুণাময় বিষ্ণুই যে প্রসূতি, বিষ্ণুই যে ধর্ম্মের নিদান, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে, অপিচ এই মন্ত্রে ভগবান্ বিষ্ণুর ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ রাবণাদির বধের জন্য বিগ্রহধারণের, অবতারের বীজ আছে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে যদর্থে 'ব্রত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বক্তা—'ব্রত' শব্দের অমরকোষে ও নিরুক্তে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা তোমাকে বলিলাম, বেদে ইহার যদর্থে ব্যবহার হইয়াছে, যথাপ্রয়োজন সংক্ষেপে তাহাও জানাইলাম, এখন পুরাণাদি শাস্ত্রে 'ব্রত' কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পুরাণাদি শাস্ত্রে 'ব্রত' শব্দ যে, ধর্ম্মমাত্রের বাচক, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'ব্রত' পদার্থের স্বরূপ, ইহার প্রকার ভেদ ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্য পুরাণ প্রথমে ধর্ম্মেরই স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছেন।

"ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবপূজাঽগ্নিহবনং সন্তোষস্তেয় বর্জনম্। সর্ব্বব্রতেষ্বয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধাস্থিতঃ॥" ভবিষ্যপুরাণ।

যে কোন ব্রত হোক্, 'ক্ষমা', 'সত্য', 'দয়া', 'আন্তর' ও 'বাহ্য' শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ, স্তেয় বর্জ্জন (চৌর্য পরিত্যাগ) এই দশটী, তাহার সামান্য ধর্ম্ম।

জিজ্ঞাসু—যে কোন ব্রত হোক্, ক্ষমাদি দশটী তাহার সামান্য ধর্ম্ম এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা—যিনি ক্ষমাদিগুণ বিশিষ্ট নহেন, তাঁহার কোন বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানের অধিকার নাই, ক্ষমাদি দশটী ধর্ম্ম সকলের সাধারণ ব্রত। ক্ষমাদির অভাবে সাধারণ মানব ধর্ম্মের বিলোপ হয়। যাঁহার হৃদয় ক্ষমাশূন্য, যিনি সত্যনিষ্ঠ নহেন, যিনি মিথ্যা বলেন, যাঁহার দয়া (পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা) হয় না, যিনি পরদুঃখে দুঃখিত হন না, যিনি দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, যিনি কাম ক্রোধ, মাৎসর্য্য অসূয়া প্রভৃতি আন্তর মল শোধন করেন না, যিনি বাহ্যতঃ অশুচি, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন না, যিনি দেবপূজা বিমুখ, যে হৃদয়ে অনুত্তম সুখ হেতু সন্তোষ বাস করে না, যিনি চৌর্য্যবৃত্তি বিরহিত নহেন, স্তেয় বা চৌর্য্য বৃত্তিকে যিনি সর্ব্বথা বর্জ্জন করেন নাই, তাঁহার সাধারণ মানবীয় ধর্ম্মই নাই, তিনি কিরূপে ব্রত বিশেষের অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য হইবেন? যাঁহার আত্মা অত্যন্ত সংকীর্ণ, যাঁহার মন সদা চঞ্চল, তিনি কোন বিশেষ নিয়ম পালন করিতে পারিবেন কিরূপে? দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, ব্যক্তিগত সংস্কার বা প্রতিভা ভেদে মানুষের প্রবৃত্তির, রুচির, শক্তির ভেদ হওয়া প্রাকৃতিক। যাঁহারা বৈদিক আর্য্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা যথাবিধি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার বিশিষ্ট, মাতা পিতা হইতে যাঁহারা বেদ-শাস্ত্র বোধিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান যথার্থ ভাবে করিতে পারিবেন, অন্য দেশে বা অন্য জাতিতে জাত ব্যক্তিদিগের সেই সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, অনুকূল দেশ, কাল, প্রতিভা, জাতি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্রত বা অসাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অসাধারণ সহকারী কারণ। দেশ, কাল ও অবস্থাদি ভেদে ধর্ম্ম সকলের যে বহুবিধত্ব হইয়া থাকে, মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে—উমামহেশ্বর সংবাদে তাহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। কলিতে মনুষ্যদিগের প্রায়শঃ প্রয়াস সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে না, ধর্ম্মের জন্য কলির মানুষগণ বিশেষ প্রয়াস করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃহস্পতি ও বিষ্ণু এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া (গুণে দোষারোপ না করা) শৌচ, অনায়াস (যে সকল কর্ম্মের সুশুভ হইলেও, অনুষ্ঠানে শরীর পীড়িত হইতে পারে, সেই সকল কর্ম্ম অধিক না করার নাম অনায়াস) মঙ্গল (প্রশস্ত আচরণ,—তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যে সমস্ত আচরণকে হিতজনক বলিয়াছেন, সেই সমস্ত কল্যাণকর আচরণ প্রশস্ত এবং যে সকল আচরণকে তাঁহারা

অকল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল আচরণ অপ্রশস্ত। নিত্য প্রশস্ত আচরণ করা এবং অপ্রশস্ত আচরণের বর্জ্জন মঙ্গল কর এই নিমিত্ত উহারা 'মঙ্গল' নামে উক্ত হইয়াছে) অকার্পণ্য, অস্পৃহত্ব ইত্যাদি ইহারা সাধারণ ধর্ম্ম, ইহারা মানুষ মাত্রের ধর্ম্ম। বিষ্ণু সাধারণ ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণনার্থ বলিয়াছেন, ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থানুসরণ, দয়া, আত্মরক্ষিত্ব, অলোভত্ব, দেবতাদিগের পূজন ও অনভ্যসূয়া, ইহারা সামান্য—সাধারণ ধর্ম্ম। অসাধারণ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম (পরাশর সংহিতা ও মাধবাচার্য্য কৃত তদ্ব্যাখ্যাতে এই সকল কথা আছে।) শাস্ত্রে মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম বলিতে যাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে তাহাদের মধ্যে সকলগুলি মানুষ মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম নহে। 'শৌচ' (বিশেষতঃ বাহ্য), দেবতা পূজন (বেদশাস্ত্রানুসারে), তীর্থানুসরণ, গুরু শুশ্রূষা (শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে) মানুষ মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, অনার্য্য দেশ নিবাসি মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ বেদোপদিষ্ট ব্রত বা কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহাদের তাহা করিবার যোগ্যতা নাই ("কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো না শিরং দুহ্রে ন তপন্তি অর্থম্।"—ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৩।২১।৪)।

মহাভারতে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম, তপ, সত্য, অক্রোধ, নিজ পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা, পরদার বিমুখতা (পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ অবলোকন), শৌচ, নিত্য অসূয় শূন্যতা, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা (ক্লেশসহনশীলতা) এই সকল চাতুর্ব্বর্ণ্যের সাধারণ ধর্ম্মরূপে অভিহিত হইয়াছে ("শ্রাদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ। স্বেষু-দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়িতা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥"—মহাভারত)। অতএব ইহারা মনুষ্যমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা অতপস্ক, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান বা কর্ম্মফল লাভ হয় না। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে বহু অর্থে 'তপঃ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অতপস্কের আত্মজ্ঞান লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি হয় না, এস্থলে 'তপঃ' শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে? রামতীর্থ স্বামী মৈত্র্যুপনিষদের দীপিকাতে বলিয়াছেন, 'তপঃ' শব্দ এস্থলে বৈধ—শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে 'কায়শোষণ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ("অতপস্কস্য বৈধকায়-শোষণ রহিতস্যাত্মজ্ঞানে নাধিগমো নাধিগমনমাত্মজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু কর্ম্মসিদ্ধি র্বা কর্ম্মফললাভো বা তস্য ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥" —মৈত্র্যুপনিষদ্দীপিকা।) স্বধর্ম্মের আচরণ করিয়া, তাহার অবিরোধি বৈরাগ্যাদি নিষ্কাম ব্রত বিশেষের আচরণ লক্ষণ যে তপঃ তদ্বারা চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান হয়; চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান হইলে, বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইলে, বিবেক বিজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, বিবেক বিজ্ঞানের উদয় হইলে, আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় এই আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, আর সংসার মণ্ডলে আসিতে হয় না ("তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ, মনসঃ প্রাপ্যতেহ্যাত্মা যমাপ্ত্বা ন নিবর্ত্ততঃ ইতি ॥" —(মৈত্র্যুপনিষৎ)।

মহাভারত, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ যে ধর্ম্মকেই মাতা, পিতা বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মকেই প্রকৃত বন্ধু ও সুহৃৎ বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মকেই ভ্রাতা বলিয়াছেন, স্বামী বলিয়াছেন, সখা বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মের সমান বন্ধু নাই, গতি নাই এই কথা বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ তপঃ বলিয়াছেন 'ব্রত' শব্দ সাধারণ ও অসাধারণ সেই ধর্ম্মের বাচক ("ধর্ম্মো মাতা, পিতা চৈব বন্ধুঃস্বামী পরন্তপঃ। ধর্ম্মো ভ্রাতা সখা চৈব ধর্ম্মঃ স্বামী পরন্তপঃ ॥ নাস্তি ধর্ম্ম সমো বন্ধুর্নাস্তি ধর্ম্ম সমঃ সুহৃৎ। নাস্তি ধর্ম্ম সমো লাভো নাস্তি ধর্ম্ম সমাগতিঃ ॥"—মহাভারত)। অতএব বলা বাহুল্য 'ব্রত' অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

জিজ্ঞাসু—যে ধর্ম্মের এত প্রশংসা, যে ব্রত ও ধর্ম্ম সমান পদার্থ, সে 'ব্রত' যে আত্মহিতার্থীর অবশ্য অনুষ্ঠেয় তাহা কি, আর বলিতে হইবে? কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, তাহা নিশ্চয় পূর্ব্বক জানিবার উপায় কি?

বক্তা—তোমার এই প্রশ্নের শাস্ত্র সম্মত উত্তর 'বেদ'; ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, পরমধর্ম্ম কি, তাহা একমাত্র বেদ হইতেই জানা যায় ("অতঃ স পরমোধর্ম্মো যো বেদাদবগম্যতে ॥")।

রমা! আমি বলিলাম, সর্ব্বদা বলিয়া থাকি, (অবশ্য বেদ-শাস্ত্রের অনুজ্ঞানুসারেই বলিয়া থাকি) "বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বেদই নিখিল, জ্ঞান বিজ্ঞানের, সকল শিল্প-কলার মূল প্রকৃতি, ধর্ম্ম কি, বেদ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা যথার্থভাবে, পূর্ণরূপে বলিতে পারেন না।" আচ্ছা রমা! তুমি নির্ভয়ে বল, শুনি, আমার এইরূপ কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হয়? যে বেদের আমি এত প্রশংসা করি, তুমি ত সে বেদের কিছুই জান না, তাই আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, বেদের নাম শুনিয়া, বেদের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা শুনিয়া তোমার কি মনে হয়?

জিজ্ঞাসু—বেদের প্রশংসা শুনিয়া আমার একবার খুব আনন্দ হয়, অন্তবার বড় দুঃখ হয়।

বক্তা—তাহা হইবার কারণ কি, রমা ?

জিজ্ঞাসু—যাঁহা হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহা হইতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প-কলার আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহা হইতে ঐহিক পারত্রিক পরমহিতকর ব্রত বা ধর্ম্ম সমূহের বিকাশ হইয়াছে, তিনি কে ? সে বেদ কি সামগ্রী ? আমি অনেক সময়ে ভাবি, কিন্তু কিছু ঠিক করিতে পারি না। একদিন হঠাৎ মনে হইল, বোধ হয় আমার দয়াময়, জ্ঞানময়,প্রেমময় শিবই আমার হৃদয়ে এই ভাবে জানাইয়া দিলেন, রমা! তুমি কেন ভাবিতেছ ? কেন দুঃখিত হইতেছ ? বিশ্বজগৎকে আমি ভিন্ন আর কে সৃষ্টি করিতে পারে ? নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সর্ব্ব শিল্প-কলার আমি ভিন্ন আর কে প্রসূতি হইতে পারে ? 'ধর্ম্ম' কি, 'ব্রত' কি, আমি ছাড়া আর কে তাহা যথার্থভাবে বলিতে পারে ? শঙ্করের কৃপায় যে দিন আমার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই আমি বড় সুখী হইয়াছি। এখন আপনি যখনি বেদের প্রশংসা করেন, তখনই আমি শঙ্করকে ধ্যান করি, তখনি আমার মনে হয় স্ত্রীজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারি না, প্রবল ইচ্ছা হইলেও যাঁহার পূজা করিতে পারি না, তিনি যে আমার 'শিব,' আহা স্ত্রী, পুরুষ, বিদ্বান্, মূর্খ, পাপী, পুণ্যবান্ সকলেই ত আমার সকলের সবকে নির্ভয়ে স্পর্শ করিতে পারেন, বিনা বাধায় পূজা করিতে পারেন, ধ্যান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার দুঃখ করিবার কারণ কি ? 'বেদ'নাম, 'বেদ'রূপ, স্ত্রী বলিয়া, জ্ঞানহীন বলিয়া ত্যাগ করিলেও আমার শিব ত আমাকে জ্ঞানহীন ব'লে, স্ত্রী ব'লে, ত্যাগ করিবেন না, বেদই ত আমার শিব, তবে আর দুঃখ করি কেন ? দাদা! তুমি যখন বেদের নাম কর, বেদের প্রশংসা কর, এবং তাহা করিতে করিতে যখন তোমার চোক্ দিয়ে জল পড়ে, কৃতজ্ঞতাতে হৃদয় পূর্ণ হয়, স্বর গদগদ হয়, আমি তখন আমার করুণাময় সহাসবদন শিবকে ধ্যান করি, মুখে, 'শিব' 'শিব' 'শিব' এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করি, হৃদয়ে তাঁহারই ধ্যান করি।

বক্তা—তবে তোমার কষ্ট হইবার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—কষ্ট হয় কেন ? আহা! কষ্ট হয় কেন ? তাহা বলিতেছি ; আপনি যখনি বেদের প্রশংসা করেন, তখনি যদি তৎসঙ্গে আমার শিবের নাম গ্রহণ করেন, 'বেদই শিব' এই কথা বলেন, তাহা হইলে আমার আর কোন

কষ্ট হয় না। আপনি ত সর্ব্বদা তাহা বলেন না, আমার তাই সংশয় হয়, তবে কি 'বেদ' ও আমার পতিতপাবন, অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব "শিব" এক সামগ্রী নহেন?

বক্তা—রমা! আমি ত অনেকবারই বলি, যিনি বেদ, তিনিই শিব, তিনিই শিবা, তিনিই আমার প্রাণাভিরাম, নয়নাভিরাম, হৃদয়াভিরাম "রাম" তিনিই আমার মা "সীতা"। আমি সীতাতত্ত্বে, মা যে আমার বেদ স্বরূপা, তাহাইত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি, করিব।

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইলাম। এখন "উপবাস" কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দিন।

উপবাস শব্দের অর্থ।

বক্তা—'উপবাস' শব্দটী উপ উপসর্গ পূর্ব্বক 'বস' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ-সমীপে বাস-উপাস্যের আরাধ্যের নিকটে অবস্থান 'উপবাস' শব্দের মূল অর্থ। বরাহোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মার পরমাত্মার সমীপে যে বাস তাহার নাম 'উপবাস' (উপ সমীপে যো বাসো জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো নতু কায়স্য শোষণম্॥" —বরাহোপনিষৎ)। ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে—পাপ সমূহ হইতে উপাবৃত্তের—নিবৃত্তের, পাপকর্ম্ম না করিয়া নিখিল সদ্‌গুণের সহিত যে বাস, সেই সর্ব্ব ভোগ বর্জ্জিত কর্ম্মের নাম উপবাস', (উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ।"—ভবিষ্যপুরাণ)। মৈথিলেরা 'পাপেভ্যো' ইহার পরিবর্ত্তে 'দোষেভ্যো' এইরূপ পাঠ করেন এবং 'দোষ' শব্দের তাঁহারা রাগ-দ্বেষ ও মাৎসর্য্যাদি নিষিদ্ধ আত্মধর্ম্ম এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ("মৈথিলাস্তু দোষেভ্য ইতি পঠিত্বা দোষেভ্যো রাগ-দ্বেষ মাৎসর্য্যাদি নিষিদ্ধাত্ম ধর্ম্মেভ্য ইত্যর্থমাহুঃ।" —একাদশীতত্ত্ব—মহামহোপাধ্যায় শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিত স্মৃতিতত্ত্ব)।

জিজ্ঞাসু—পাপ সকল হইতে নিবৃত্ত হইয়া, কোন্ কোন্ গুণের সহিত বাসকে উপবাস বলা হইয়াছে?

বক্তা—মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি অথবা অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা, পাপ কর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া এই সকল গুণের সহিত বাসের নাম 'উপবাস'। আমি পূর্ব্বে তোমাকে (সাধারণ ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার সময়ে) এই সকল গুণের কথা শুনাইয়াছি।

দয়াদির লক্ষণ।

জিজ্ঞাসু—যথোক্ত দয়াদি গুণ সমূহের একটু ব্যাখ্যা করুন।

বক্তা—পরে—উদাসীনে—যাঁহার সহিত কোন প্রত্যক্ষ জাগতিক সম্বন্ধ নাই তাঁহাতে, অথবা বন্ধুবর্গে, কিংবা মিত্রে এবং দ্বেষ্টাতে—যিনি দ্বেষ করেন তাঁহাতে যে সর্ব্বদা আত্মভাব ভাবনা, ইঁহাদিগকে যে আত্মভাবে দেখা, ইঁহাদের প্রতি যে নিয়ত আত্মবৎ ব্যবহার তাহার নাম 'দয়া'। কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহ্য বা আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎপাদিত হইলে, তাঁহার প্রতি যে কোপ না করা, তাঁহার যে কোনরূপ অনিষ্ট না করা, তাহার নাম 'ক্ষমা'। অপরাধ সহনশীলতাই ক্ষমার [illegible] যিনি গুণী, তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করেন না, মন্দ বা স্বল্প গুণবানের ও তিনি প্রশংসা করিয়া থাকেন। অন্যের দোষ দেখিয়া আনন্দিত না হওয়ার, অন্যে দোষারোপ না করার নাম 'অনসূয়া'। অভক্ষ্যের পরিহার (শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য খাইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের না খাওয়া) অনিন্দিতের সহিত সংসর্গের এবং স্বধর্ম্মে ব্যবস্থানের—স্বধর্ম্ম পালনের নাম 'শৌচ'। প্রতিদিন যথাশক্তি (যৎকিঞ্চিৎ হইলেও) বিনা ক্লেশে দান করার নাম 'অকার্পণ্য'। ভগবানের কৃপায় যাহা প্রাপ্ত (অত্যল্প হইলেও) হইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকার নাম 'সন্তোষ'। পরের অর্থাদি চিন্তা না করা, পরের অর্থাদি চিন্তা করিয়া তাহাতে স্পৃহা না হওয়ার নাম 'অস্পৃহা'। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ভগবানের —আরাধ্য দেবতা বা উপাস্যের ধ্যান, তাঁহার 'জপ,' 'স্নান' (বাহ্য মল শোধন) ভগবানের কথা শ্রবণাদি এই সকল গুণের সহিত বাস, এই সকল ক্রিয়া করিয়া কাল যাপনই উপবাস কারীর গুণ, ব্রতীর এই সকল গুণের সহিত বাস কর্ত্তব্য। ব্রতীর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগ বিবর্জ্জিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, 'উপবাস' ও 'ব্রত' যে এক সামগ্রী, তাহা বুঝিতে পারিলাম, শিবরাত্রিতে কেন উপবাস করিতে হয়, উপবাসকে কেন 'ব্রত বিশেষ' বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। এ উপবাসের প্রশংসা করা না হইবে কেন? কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইলেই যে যথোক্ত উপবাস করিতে হয়, উপবাসই যে, ব্রতের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা বুঝিতে পারিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'উপবাস' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা কি 'উপবাস' শব্দের অর্থ নহে? অনশনকেই আমি 'উপবাস' বলিয়া বুঝিয়া থাকি, ইহা কি ভুল?

বক্তা—ভুল কেন? অনশনকে শাস্ত্রে প্রধান 'তপঃ' বলিয়াছেন। তবে কষ্ট

ক'রে, কোনরূপে (ঘুমাইয়া, তাস খেলিয়া, নানা বিষয়ের গল্প করিয়া) কেবল অনশন করিলে ব্রত হয় না, যথার্থ 'উপবাস' হয় না , আমি এই কথাই বলিলাম। কোনরূপ শরীরে বাধা না হয়, এই ভাবে উপবাসের অভ্যাস করিলে অনেক উপকার আছে, মধ্যে মধ্যে আহার বন্ধ করিলে, কিম্বা অল্প আহার করিলে, শরীর ভালই থাকে। উপবাসের (প্রসিদ্ধ উপবাসের) আর একটী গুণ আছে। যথাশাস্ত্র অল্প অল্প ক'রে উপবাসের অভ্যাস করিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিকাশের পথ সুপরিস্কৃত হয়, দেহের প্রতি আত্ম বোধের হ্রাস হয়। ভগবানের ধ্যান, তাঁহার জপ করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণ সমূহের সহিত বাস করিলে, না খাওয়ার জন্য কোন কষ্ট হয় না। উপবাস বা অন্য কোন কারণ বশতঃ আমাদের যে কষ্ট হয়, বাধা বোধ হয়, শরীর ও মনের সংস্কারই তাহার কারণ। অল্প, অল্প ক'রে এই সংস্কারকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, মহৎ লাভ হইয়া থাকে। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে, এমন শক্তির আবির্ভাব হয় যে, বহুদিন কিছু না খাইলেও কোন কষ্ট বোধ হয় না। আর পরম লাভ যদি ইহার সহিত (সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে) জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের অভ্যাস করিতে পার তাহা হইলে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি যে অসাধ্য ব্যাপার নহে তাহা তোমার দৃঢ় নিশ্চয় হইবে। মৃত্যুভয় দূরে পলায়ন করিবে, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। রমা! আর কি দরকার ?

জিজ্ঞাসু—আর কিছু যেন চাই না, আর কিছু চাইবার প্রবৃত্তি যেন আর না হয়। আহা, আমি যেন যথার্থ উপবাস করিতে পারি, আমি যেন যথার্থভাবে জাগিতে পারি, আমি যেন যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে পারি, আমি যেন অবিরাম তাঁহাকে ধ্যান করিতে পারি, আমি যেন তাঁহার সেবাতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে পারি। ধন্যা হইলাম, কৃতার্থা হইলাম, এইবার যথার্থ ভাবে শিবপূজা করিতে শিখাইয়া দিন, হৃদয়ের সর্ব্বকলুষ নাশ ক'রে দিন, শিব-রূপে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দিন, আর যেন ইহাতে শিব-শিবা ভিন্ন অন্য, কোন বিষয়ের থাকিবার স্থান না থাকে।

সমালোচনা।

ভট্টপল্লী বাশিষ্ঠ বংশ পরিচয়। মহামহোপাধ্যায় বাশিষ্ঠ শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১৲ এক টাকা। ১৬২, বৌবাজার উৎসব অফিসে পাওয়া যায়। ব্যক্তি বুঝিয়া মূল্য সম্বন্ধে বিবেচনাও করা হয়।

পুস্তকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই বংশ আমাদের গুরুবংশ। "স্ববংশাদধিকং জ্ঞেয়ং গুরুবংশং শুভাবহং" এই তন্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করিয়াই যে পুস্তক খানি পাঠ করিয়াছি তাহা নহে কিন্তু এই বিখ্যাত বংশে যে সমস্ত মনীষী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের বিদ্যা, আচার অনুষ্ঠান লোকহিতকর কার্য্য এবং কাহারও কাহারও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া স্বতঃই মন যুগপৎ আনন্দে ও বিষাদে পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণগণের বিশুদ্ধ আচার অনুষ্ঠান বিদ্যা ধর্ম্ম ইঁহারা অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন এবং এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম পিপাসু জনগণকে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন, ইহাতে আনন্দ হয় কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির ও বৈদিক আর্য্যজাতির ব্যভিচারে রুচি এবং দিন দিন অধোগমন দেখিয়া অতিশয় বিষন্ন হইতে হয়। এই প্রাচীন বংশের পরিচয় অনেকেরই প্রাণে আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীকৃষ্ণচিন্তা।

(প্রাপ্ত)

মূল্য বার আনা।

প্রাপ্তিস্থান—উৎসব আফিস ও ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স লাইব্রেরী।

পূজনীয় গুরুদাস, উচ্ছ্বাসপঞ্চক, এবং ধর্ম্মজীবন, প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত "শ্রীকৃষ্ণচিন্তা" নামক পুস্তকখানির বিষয় গুলি আমরা পূর্ব্বেই মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের কদম্ব পুষ্প,

শ্রীকৃষ্ণের বেণু, শ্রীকৃষ্ণের আকার, শ্রীকৃষ্ণের ঈক্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা এই পাঁচটি প্রবন্ধই আমাদের উৎসব পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের বিষয় গুলি শ্রীমদ্ভাগবত ও অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। আর্য্য-ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের জন্য এই পুস্তকখানি যে অতি আদরের হইবে তাহা আমরা সাহসের সহিত লিখিতে পারি। এ প্রকার পুস্তক বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এই উপন্যাস-নাটকের যুগে যে এই পুস্তকখানি হিন্দু সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ভাষা অতি উপাদেয়। ইতি—

সটীক—অধ্যাত্মরামায়ণ।

তত্ত্ব, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাত্ম রামায়ণের মত গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী হইলেও অধ্যাত্ম রামায়ণে লীলার সহিত শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্বগুলি অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত দেখা যায়।

এই মনোহর গ্রন্থের যে সংস্কৃত টীকা আছে তাহা যেন সংক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্য আমরা যাহাতে আমাদের দেশ হইতে একটি বিষদ টীকা সহ অধ্যাত্ম রামায়ণ বাহির হয়, বহু দিন হইতে তাহার চেষ্টা করিতেছিলাম। আমাদের সেই আশা এখন ফলবতী হইতে চলিল।

সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় সটীক অধ্যাত্ম রামায়ণের একটি নূতন সংস্করণ বাহির করিতেছেন। ইহা কিছুদিন পরে স্বতন্ত্র পুস্তক আকারেই বাহির হইবে। যতদিন পুস্তক বাহির না হইতেছে ততদিন আমরা এই পুস্তক অল্পে অল্পে উৎসব পত্রে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এই মাসে যদি স্থান করিতে পারি তবে কতক প্রকাশ করা যাইবে। আগামী বর্ষ হইতে প্রতিবারেই অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

পণ্ডিত মহাশয় এখন অনেকেরই পরিচিত। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অবি-চলিত শাস্ত্র বিশ্বাস এবং তাহার সারল্য যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি তাঁহাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারেন না।

তিনি জ্ঞানী এবং ভক্ত। সটীক অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রকাশ করিতে তাঁহার মত উপযুক্ত ব্যক্তি আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই জন্য নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় তাঁহার এই কার্য্য সকলেরই অতি প্রিয় হইবে।

অধ্যাত্মরামায়ণ ভূমিকা।

(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদান্ততীর্থ পণ্ডিত মহাশয় লিখিত)

তক্ত্বা জীর্ণতৃণকুলবদ্ বসুমতী বন্ধোঽম্বুধির্বিন্দুবদ্-
বাণাগ্রেণ জরৎ-কপোতক ইব ব্যাপাদিতো রাবণঃ।
লঙ্কা কাপি বিভীষণায় সহসা মুদ্রেব হস্তেঽর্পিতা-
শ্রুত্বৈবং রঘুনাথস্য চরিতং কো বা নরো নাঞ্চতি ॥ ১ ॥

ভগবান্ প্রাচেতসো বাল্মীকিঃ সর্ব্ববেদসারভূতায়াঃ ভাগবত্যা গায়ত্র্যাস্তাৎপর্য্যার্থ বিবরণায় প্রবৃত্তো "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ইতি "সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী"তি চ শ্রুতিবাক্যৈরুপশ্লোকিত মাহাত্ম্যায়াশ্চতুর্বিংশত্যক্ষরায়শ্চতুষ্পদায়া ভগবত্যা গায়ত্র্যাস্তাৎপর্য্যোপপ্রদর্শনব্যাজেন চতুর্বিংশতি সহস্রৈঃ শ্লোকৈর্ভগবতো লীলাবতারস্য রঘুনায়কস্য ভগবতঃ শ্রীরামস্য চরিতামৃত মন্দাকিনীমাবির্ভাবয়ামাস।

এতদ্রামচরিতং প্রাগ্ ভগবতে প্রাচেতসায় দেবর্ষিণা নারদেনোপদিষ্টম্। তদেব সংক্ষিপ্তং রামায়ণমঙ্কুরস্থানীয়ং গায়ত্র্যক্ষর পুটিতং "তপঃ স্বাধ্যায়ে"ত্যারভ্য "দ্রুদ্রোহপি মহত্ত্বমীয়াদি"ত্যন্তং গায়ত্রী প্রথমাক্ষর'তকারে'ণারভ্য গায়ত্রীচরমাক্ষরেণ 'যাৎ' ইত্যনেন পরিসমাপ্য দেবর্ষিণৈব রামচরিতস্য গায়ত্র্যর্থপ্রতিপাদকত্বং সূচিতং স্পষ্টমভিহিতঞ্চ "পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতমি"তি। 'আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যেতি' প্রদর্শয়িতুং নারদানুশাসনং ভগবতা প্রাচেতসেনাপ্যুপনিবদ্ধং দেবর্ষেরপি তপঃস্বাধ্যায়নিরতত্বেনাচার্য্যত্বং সমর্থিতং গায়ত্রী প্রতিপাদস্য পরব্রহ্মণো লীলাবতারস্য ভগবতো রামচন্দ্রস্য লীলামনুধ্যানেনাপি সর্ব্ববিধ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ সূচিতা। নহ্যঙ্কুরং বীজাদৃতে ভবিতুমর্হতীত্যঙ্কুরায়মাণ-রামায়ণস্য বীজমপি

তত্রৈব:বাপনিবদ্ধং "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥" ইতি করুণরসভরিতেন শোকোপহতহৃদয়-বাল্মীকি মুখোদ্গতেন শ্লোকেন উক্তঞ্চ তত্রৈব "শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথে"তি যঃ শোক ঋষিহৃদয়মালোড়য়ন্ শ্লোকাত্মনোজ্জগাম, তদেব বীজমনন্তশাখাপল্লবপুষ্পফলোপেতস্য রামচরিতমহামহীরুহস্য,বীজানুগুণতয়া যদ্দেবর্ষি-বদনাদঙ্কুরিতং তদেব বাল্মীকিমুখাৎ ক্রমশঃ কাণ্ডশাখাদিরূপেন ফলিতম্। ক্রৌঞ্চমিথুনয়োরাত্যন্তিকং বিয়োগমভিপশ্যতো ভগবতো বাল্মীকের্যঃ শোকভারো রামায়ণাত্মনাপি সন্দৃষ্টোঽনুস্যূতশ্চ রামায়ণেষু স এব। শকুন্তমিথুনয়োরাত্যন্তিকবিয়োগসন্দর্শনসমুদ্বেলিত চেতসা সর্ব্বথা নির্ব্যূঢ়শ্চায়মর্থো রামসীতয়োরাত্যন্তিকবিয়োগমুপনিবধ্নতা ভগবতা বাল্মীকিনা। উক্তঞ্চ তত্রৈব "মচ্ছন্দাদেব্ তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী। রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম॥" ইতি নহ্যস্তি সম্ভবো বীজবিজাতীয়ং কার্য্যমিতি রামসীতয়োর্মেলনান্তমিদং কাব্যমিতি বদন্তঃ কাব্যতত্ত্বাভিযোগশূন্যা এব। যদ্যপি গায়ত্র্যাখ্যপ্রতীকদ্বারেণ গায়ত্র্যুপাধিদ্বারেণ চ পরব্রহ্মণ উপাসনমুপনিষৎস্বাম্নাতমেব তথাপি তৎ পুরুষধুরন্ধরস্য ত্যক্তৈষণত্রয়স্য সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকাবাপ্তয়ে উপযোগমাবহদপি কামকর্ম্মাদিমলিনমনসাং বিষয়লোলুপামিন্দ্রিয়ারামায়ণাং নোপকর্ত্তুমলমিতি তাননুজিঘৃক্ষুর্ব্বর্গার্থকামোপহার মুখেনোপলালয়ন্ পরম্পরয়া পরমপুরুষার্থেঽবতারয়ন্ প্রতিপদন্যাসেন সাক্ষাৎ শ্রোত্রমনঃ প্রহর্ষনং রসগর্ব্বিতমিদমাদিকাব্যং রচয়ামাস। তত্রাপি "কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্ম্মার্থগুণবিস্তরমি"ত্যুক্ত্যা তথা ধর্ম্মকামার্থসহিতমিত্যুক্ত্যা চ প্রাধান্যেন চিত্তশুদ্ধিদ্বারতয়া ধর্ম্মার্থকামানামেব নিরূপণং কৃতং সংক্ষেপতঃ মোক্ষোঽপি সূচিতঃ, শাস্ত্রোদ্ভাসিতবর্ত্মনা ধর্ম্মকামার্থেষু প্রবর্ত্তমানানাং ক্রমশঃ পরম পুরুষার্থেঽধিকারো ভবতীতি বিচিন্ত্য ভগবল্লীলামন্দাকিনীজলৈরাক্ষালিতানি মনাংসি জনানাং ভগবতা বাল্মীকিনা। তদেতদ্ রামচরিত মনুধ্যায়তাং চিত্তশুদ্ধিমালক্ষ্যাবশিষ্যমান পরম পুরুষার্থ সমর্পণেন রামচরিত ধ্যানশীলাননুজিঘৃক্ষুর্ভগবান্ দ্বৈপায়নো লীলাবতারস্য ভগবতো রামচন্দ্রস্য লীলারহস্যোদ্ঘাটনেন তস্য পারমার্থিকং রূপং চিদ্ঘনানন্দরূপমাবিশ্চিকীর্ষুঃ স্বাত্মৈক্যতয়া চ প্রতিপিপাদয়িষুঃ "আত্মনি বুদ্ধৌ সাক্ষিতয়া বর্ত্তমানো যো রামঃ" 'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥" তস্য অয়নং প্রতিপাদকত্বাৎ প্রাপক মধ্যাত্মরামায়ণম্" অন্বর্থনাম গ্রন্থরত্নং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোত্তরখণ্ডান্তর্গতং শ্রীরামতত্ত্বজিজ্ঞাসু পার্ব্বতীপ্রশ্নোপন্যা-

সমুখেনাবির্ভাবয়ামাস। তস্তৈতস্ত মহাকলস্তাধ্যাত্মা রামায়ণস্ত মাহাত্ম্যোপবর্ণনেন শ্রোতৃন্মুমুখয়ন্ তত্রাপি মঙ্গলাচরণ ব্যাজেনাধ্যাত্মরামায়ণ প্রতিপাদ্যমুপনিবধ্নাহ —অপ্রমেয় ইত্যাদি।

অধ্যাত্ম রামায়ণ ভূমিকা।

মর্ত্ত্যবাসিজনগণের সৌভাগ্যোদয়ে একদিন ভগবান্ মহাদেব ব্রহ্মলোক হইতে ক্ষরিত মন্দাকিনী ধারা স্বীয় শিরোদেশে ধারণ করিয়া ধরিত্রীতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আজ আমরা স্বর্গারোহণসোপান স্বরূপা সাক্ষাৎ ভোগ-মোক্ষ প্রদায়িনী মা ভাগীরথীকে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। সেই পুণ্য মন্দাকিনী ধারার পৃথিবীতলে প্রথমাবতরণ দিন অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যের নিদর্শন সেই দিন, যে দিনে পরম পুণ্য সারস্বত প্রবাহ ব্রহ্মার মুখকমল হইতে ক্ষরিত হইয়া সুদূর ধাবনে শ্রান্ত হইয়া ভগবান্ বাল্মীকির বদনারবিন্দে বিশ্রান্ত হইয়াছিল, আর সেই সুদূর ধাবন জনিত ক্লান্তি অমরলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমনের খেদ পরিত্যাগ করিয়া নবীভূত হইয়াছিল, সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী ব্রহ্মলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া যদি ভগবান্ বাল্মীকির মুখারবিন্দে উপবিষ্ট হইতে না পারিতেন, তবে বোধ হয় তাঁহার সেই পরি-শ্রান্তি, সেই খেদ কখনও অপগত হইত না। আর সেই অমরগণারাধ্যা বাগ্‌দেবী ভগবান্ বাল্মীকির মুখারবিন্দ হইতে ক্ষরিত হইয়া অগণিত কবি-হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিলেন। আর তাহার ফলে মাদৃশ অকৃত পুণ্য জনের দগ্ধ হৃদয়ও তাঁহার স্পর্শে আপ্যায়িত হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজর্ষি ভগীরথের তপঃ পুঞ্জ প্রভাবে আজ এই দগ্ধ দেহ যেমন ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে আপ্লুত হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ ভগবান্ বাল্মীকির ঐকান্তিকী রামভক্তির প্রভাবে এই দগ্ধহৃদয়ও কথঞ্চিৎ আপ্যায়িত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। যাঁহার ঐকান্তিকী রামভক্তি এই হীনজনের শ্রোত্রযুগলকে রামশব্দ স্পর্শের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে, তাঁহার চরণ যুগলে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত।

নারদ মুখে রামচরিত্র শ্রবণ করিয়া ঋষিহৃদয় যখন উদ্‌বেলিত হইয়াছিল, ভগবান্ বিষ্ণুর লীলাবতার রামচন্দ্রের কীর্ত্তি মন্দাকিনীতে স্বয়ং অবগাহন করিয়াও বিশ্ববাসি জনগণকে অবগাহন করাইয়া কৃতার্থ করিতে ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। যে ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষার প্রভাবে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্পন্দিত

হইয়াছিল; ব্রহ্মা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া উদ্বেলিত ঋষিহৃদয় সুশান্ত করিবার জন্য রঘুনায়কের কীর্ত্তি-প্রবাহিনীতে আপ্লুত হইবার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইতঃ-পূর্ব্বে তমসা নদী তীরে ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ ক্রৌঞ্চটী যখন ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল; আর বাণবিদ্ধ সেই ক্রৌঞ্চকে দর্শন করিয়া তাহার সহচরী আকুল হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সেই সময় স্নানার্থী বাল্মীকি সেই তমসা-তীরে এই শোকাবহ নিদারুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া অতিমাত্র শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই ক্রৌঞ্চমিথুনের আত্যন্তিক বিরহ দর্শন করিয়া শোকাবেগে উদ্বেলিত-হৃদয় ঋষি স্বীয় শোকভার বহনে অসমর্থ হইয়া শ্লোকরূপে সেই শোকের উদ্গিরণ করিয়াছিলেন 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

এইরূপে আদিকবি বাল্মীকির মুখারবিন্দ হইতে শোকভরিত হৃদয়ে বাগ্‌দেবী প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আদিকবির এই প্রাথমিক বচোভঙ্গী রামায়ণের বীজ; এই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া রামায়ণরূপী মহামহীরুহরূপে পরিণত হইয়াছে। এই রামায়ণরূপী মহাবৃক্ষ সেই ক্ষুদ্রবীজের গর্ভে শয়ান রহিয়াছে; এই জন্যই এই ক্ষুদ্র বীজ-শ্লোকটীর এত মহিমা! এই বীজ হইতে যে মহাবৃক্ষ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা এই বীজেরই অনুরূপ। আদিকবি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডাবসানে শ্রীসীতা দেবীর পাতাল প্রবেশ কীর্ত্তন করিয়া রামসীতার আত্যন্তিক বিয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আদি-কবি কোন হৃদয়ে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলারাশি শ্লোক দ্বারা উপনিবদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা কবি নিজেই রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"শ্রুত্বা বস্তু সমগ্রং তদ্ ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীমতঃ॥ ১॥
উপস্পৃশ্যোদকং সম্যক্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্ম্মেণান্বেষতে গতিম্॥ ২॥
রামলক্ষ্মণসীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সভার্য্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ॥ ৩॥
হসিতং ভাসিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎসর্ব্বং ধর্ম্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সংপ্রপশ্যতি" ॥ ৪॥

বাল্মীকি নারদ ও ব্রহ্মার নিকট হইতে বর্ণনীয় বস্তু রামচরিত্র সমগ্র শ্রবণ করিয়া সেই ধীমান্ রামচন্দ্রের চরিত্র প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, যে চরিত্র ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধন বলিয়া পরমহিতকর ॥ ১ ॥

বাল্মীকি রামচরিত্র প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত উদ্যুক্ত হইয়া হইয়া স্বীয় চিত্ত-সংযমের জন্য যথাশাস্ত্র আচমন করিয়া পূর্ব্বাগ্রপাতিত কুশরাশিতে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া যোগজাত ধর্ম্মদ্বারা ও ব্রহ্মার প্রসাদলব্ধ ধর্ম্মদ্বারা রামলক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দশরথ, রাজমহিষীগণ ও রাজ্যবাসি প্রজাবৃন্দের সহিত সংবদ্ধ যে সমস্ত ব্যবহার, এমন কি তাঁহাদের হসিত-ভাসিত গতিচেষ্টা প্রভৃতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ব্যবহার পর্য্যন্ত যোগজধর্ম্ম বলে সমাধিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বাল্মীকি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥—আদিকাণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

ভগবান্ বাল্মীকি কীদৃশ শ্রদ্ধা, ভক্তি, সামর্থ্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আজ আমরা কল্পনাও কি করিতে পারি? আর পারি না বলিয়াই ত শ্রদ্ধারহিত ভক্তিবিমুখ সামর্থ্যহীন সমাধিবার্ত্তানভিজ্ঞ আমরা বাল্মীকি কীর্ত্তিত রামচরিত্রের সমালোচনাতে সাহসী হইয়া থাকি! স্বীয় পুঞ্জীকৃত পাপরাশির ঘোর কালিমা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীঅঙ্গে লেপন করিয়া কত বিভীষিকাই না দর্শন করিয়া থাকি!

সাক্ষাৎ শ্রুতিনিরূপিত তত্ত্বের অবধারণে অসমর্থ জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া আদি কবি বাল্মীকি পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ বেদার্থ ধর্ম্মার্থকামরূপ পুরুষার্থের সাধন বিবৃত করিয়াছেন এবং চতুর্থ পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধনও সংক্ষেপতঃ সূচিত করিয়াছেন। আর যাঁহারা শ্রুতির তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ তাঁহারাও প্রভুস্থানীয় ভগবান্ বেদকে অন্য আভূষণে সুসজ্জিত সুকুমারতর মূর্ত্তিতে আদি কাব্যরূপে অবলোকন করিয়া আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইবেন, সুতরাং পরম কৃপালু ঋষি তাঁহাদেরও পরমোপকার-সাধনে ব্রতী। এই বেদার্থ-উপবৃংহণ রামায়ণ, অজ্ঞবিজ্ঞ উভয়কেই পরম অনুগৃহীত করিতেছেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম বিমুখ হৃদয়ও বাল্মীকির রস গর্ভিত উক্তিতে পরবশ হইয়া রঘুনায়কের চরণকমলে আলুণ্ঠিত হইবে। উচ্ছৃঙ্খল মানবচিত্ত ও তাহাদের উদ্দাম প্রবৃত্তি প্রবাহ এই আদিকাব্যপ্রভাবে সুশৃঙ্খলিত ও দান্ত হইবে। ভগবান্ বেদের প্রবর্ত্তনাশক্তির এই চমৎকারিতা সাধনই এই আদিকাব্যের অসাধারণতা। এই বাল্মীকি কীর্ত্তিত রামায়ণের নিরন্তর অনুধ্যানের অগণিত

অন্যান্য বহু ফল কীর্ত্তিত থাকিলেও মুখ্যফল চিত্তশুদ্ধি। রামচরিত্র চিন্তনের ফল যে চিত্তশুদ্ধি, তাহা ভক্তিসহকারে একবার মাত্র রামায়ণ পাঠ করিলেই প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে। রামভক্তি-পরায়ণ জনগণের এই চিত্তশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মরামায়ণের কীর্ত্তন করিয়াছেন। যিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র নায়ক তিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবগণের সর্ব্বপাপাপহারি কীর্ত্তিরাশি স্থাপন পূর্ব্বক বসুধাতল পবিত্র করিয়াছিলেন। যাঁহাকে দেবাদিদেব, ভগবান্ বিষ্ণুরূপে, সমস্ত বসুধার অধিপতিরূপে, সত্যের প্রতিষ্ঠারূপে, গুরুভক্তির আয়তনরূপে, সাধুতার নিবাসগৃহরূপে, প্রীতি ও বৎসলতার আকররূপে, বীরত্বের মর্য্যাদারূপে, অশেষ গুণ গুণরাশির ভূষণরূপে জানিতে পারিয়াছি বটে; কিন্তু তাঁহাকে আমি আমার হৃদয়নাথরূপে জানিতে পারি নাই। তিনি যে আমার হৃদয় বল্লভ হইয়া আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহা ত জানিতে পারি নাই! যাঁহাকে দূরাৎ সুদূরে জানিয়াছিলাম, তাঁহাকে আমার পরম সমীপে, আমার আত্মরূপে জানিতে পারি নাই। আমার নয়নাভিরাম মনোভিরাম বলিয়া জানিয়াছি বটে, কিন্তু আমার আত্মাভিরাম বলিয়া জানিতে পারি নাই। সেই সর্ব্বরাজচক্রবর্ত্তী সর্ব্বগুণাধারকে আমার আত্মরূপে পরিচিত করাইয়া কৃতার্থ করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অধ্যাত্মরামায়ণের অবতারণা করিয়াছেন। ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত পরিচিত করাইতে যে যে অংশ বিস্তৃত ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ব্যাসদেব সেই সেই অংশের সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ মাত্র করিয়া আমার আত্মরূপে পরিচিত করাইবার জন্য পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, বাল্মীকির উক্তিমাত্রের চর্ব্বিত চর্ব্বন করিবার জন্য অধ্যাত্মরামায়ণ কীর্ত্তন করেন নাই। যিনি বাল্মীকির উক্তিতে সেই রাজাধিরাজ জগদেক সম্রাট্‌কে দর্শন করিবার জন্য বড় ব্যাকুলিতচিত্তে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন; তাঁহাকেই তাঁহার হৃদয়নাথরূপে দর্শন করাইয়া চিরকৃতার্থ করিবার জন্য ভগবান্ দ্বৈপায়ন এই অধ্যাত্মরামায়ণের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিতে পারা যায় যে, যিনি ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে ভগবান্ রামচন্দ্রের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তিনি এই অধ্যাত্মরামায়ণ দ্বারা কৃতার্থ হইবার সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারিবেন না। যিনি অনন্ত লীলার আবরণে স্বীয় স্বরূপ আবৃত করিয়া জগদেক সম্রাট্‌রূপে বিরাজমান; তাঁহার সেই লীলারূপ অজ্ঞাবরণরাশি উন্মোচন করিবার যথাযোগ্য অধিকার লাভ করিয়া নারায়ণের জ্ঞান

শক্তির অবতার ব্যাসদেব সেই রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্টদেবের প্রণিপাত-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

অপ্রমেয়ত্রয়াতীত নির্ম্মল জ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
মনোগিরাং বিদূরায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১ ॥

নমো নারায়ণায়।

ব্যথার কথা।

আমি গন্ধর্ব্ব-নগর কখনও দেখি নাই। তবে শুনিয়াছি কোন কোন ভাগ্যবান বিমান পোত-বিহারী ঊর্দ্ধ আকাশে এই বিচিত্র গন্ধর্ব্ব নগরের প্রকাশ দেখিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষেরাও জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব বুঝাইবার জন্য বহুস্থানে গন্ধর্ব্বনগরের উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—যাঁহারা জগতকে সত্য বলিয়া অনুভব করেন তাঁহাদের নিকট গন্ধর্ব্ব-নগর (যাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে আকাশ পটে আশ্রয়হীন ভাবে শূন্যে প্রকাশিত হইয়া পরমুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয় তাহা) যেমন মিথ্যা, সেইরূপ যাঁহারা ভগবানকে একমাত্র সত্য বলিয়া অচ্যুতভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই জগৎ-মূর্ত্তিও নিতান্ত মিথ্যা।

এই প্রসঙ্গে আর কিছু বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যায় যে, যাঁহারা নিজেদের বাস-নগরকে সত্য বলিয়া বুঝেন তাঁহারা গন্ধর্ব্ব-নগরকে মিথ্যা বলিয়াই অনুভব করেন। কারণ তাঁহাদের নিজেদের বাস-নগরের আশ্রয়রূপে যে ভগবতী পৃথিবী বিরাজমানা তাহা তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত সত্য; এইরূপে আশ্রয়টি সত্য হওয়াতেই আশ্রিত নগরটিও তাঁহাদের নিকট সত্য। অপর পক্ষে গন্ধর্ব্ব-নগরের আশ্রয়রূপে যাহা বিরাজিত তাহাতে তাঁহাদের সত্যবুদ্ধি নাই, ইহা তাঁহাদের নিকট শূন্য এবং তজ্জন্য এই আকাশস্থ নিরালম্ব ক্ষণ প্রকাশিত গন্ধর্ব্ব-নগরটিও তাঁহাদের নিকট নিতান্ত শূন্য ও মিথ্যা। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যাহার আশ্রয়কে আমরা সত্য বলিয়া বুঝি, তাহাই আমাদের কাছে সত্য বলিয়া

গৃহীত হয়; আর যাহার আশ্রয়েই আমাদের বুদ্ধিতে শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত তাহাকে কখনও আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ঠিক এই কারণেই পূর্ব্বকালে শকবংশীয় গৌতম বুদ্ধের শূন্যাশ্রয়ী বৌদ্ধমত বিচিত্র চাকচিক্যে আমাদের দেশে প্রকাশিত হইলেও সত্যাশ্রয়ী ভারতে স্থায়ী হইতে পারে নাই—মিথ্যা বলিয়াই পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

এখন যদি প্রশ্ন হয়,—যে সত্য মিথ্যার ধারণার ফলে দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় সেই সত্য মিথ্যা কসিবার কষ্টিপাথর (নিকষ) কোথায় পাইব? তাহা হইলে বলা যাইতে পারে তাহার কষ্টিপাথর মনুষ্য-হৃদয়। ইহার পরও যদি কথা উঠে—, যেহেতু সকল মনুষ্যের হৃদয় সমান নহে এজন্য ঐ কষ্টিপাথর নিতান্ত অসার। তাহা হইলে বলা যায়—যে হৃদয় সত্য স্বরূপ, পূর্ণস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সমাশ্রয় করিয়াই বিচার-বিজ্ঞান-পূত ও শান্ত তাহাই সত্য মিথ্যার রেখাপাত গ্রহণ করিয়া তাহাদের পার্থক্য বুঝাইবার একমাত্র নিকষ। অন্য হৃদয়, যাহা রাগ দ্বেষের বালুকণার সমষ্টি মাত্র, যাহা বাসনা-বন্ধুর ও রেখাপাতের চাপ সহনে অক্ষম তাহাতো নিকষ হইতে পারে না এবং পারেনা বলিয়াই উহা আমাদের নিকট অগ্রাহ্য।

কালক্রমে কখন কখন এই সত্যাশ্রিত হৃদয়-পাষাণ ভেদ করিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রস্রবণের মত এক একটা সর্ব্বকল্যাণী ভাগবত-বিজ্ঞান-ধারা নিঃসৃত হয়। তাহা সত্যাশ্রিত বলিয়াই আমাদের নিকট অতীব সত্য এবং জগতের জীব কেবলমাত্র এই অপৌরুষেয় অমৃত ধারায় অবগাহিত হইয়াই সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝিতে পারে ও তদনন্তর উহাদের পার্থক্যের যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা আপন আপন ইষ্টলাভ করিতে পারে। অন্য আশ্রয়ের সাহায্যে এই পার্থক্য বুঝিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং রাগদ্বেষ বিজড়িত ব্যক্তি বিশেষের কল্পিত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে এই পার্থক্য-বোধের অভাবে জীবের প্রকৃত কল্যাণ যে শুধুই বিঘ্নবহুল হইবে এমন নহে—অসম্ভবও হইতে পারে।

এই যে সর্ব্বকল্যাণী ভাগবত-বিজ্ঞান-ধারার কথা বলা হইল ইহার প্রচলিত নাম শাস্ত্র। শাস্ত্র ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা নহে—ইহা রাগ দ্বেষ বিহীন লক্ষ লক্ষ শান্ত হৃদয়ের দ্বারা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া নিঃশেষে পরীক্ষিত ও সেবিত। এইরূপ লক্ষ লক্ষ নিকষে পুনঃ পুনঃ একইরূপ রেখাপাত করিয়াছে বলিয়াই শাস্ত্র অটল অচল অপরিবর্ত্তনীয়, আপন মহিমায় আপনি ভাস্বর। ইহাই তাহার সত্যস্বরূপ শ্রীভগবৎ-আশ্রয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই শাস্ত্র বিভিন্ন প্রকৃতির

জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য কত বিভিন্ন প্রকারেই আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, সংসার দুঃখী জীব তদভিপ্রায়ে কর্ম্ম করিয়া দুঃখ মুক্ত হইবে—আনন্দ লাভ করিবে।

যে শাস্ত্র আমাদিগকে আনন্দলাভের এমন অব্যর্থ পথ বলিয়া দিবার জন্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রাদেশ পালন করিয়াও যখন আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি বলিয়া অনুভব করি, তখন কি বুঝিব বলুন তো? বুঝিব না কি যে,—হয় শাস্ত্র মিথ্যা, আর না হয় আমি শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে শাস্ত্রাদেশ পালন করি নাই? শুধু আমার মূঢ় বুদ্ধির খেয়ালের ঝোঁকে তাঁহাকে কঠিন ভাবে অপমানিত করিয়াছি মাত্র। ইহার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, দেখা যাউক। শাস্ত্র যে মিথ্যা, এ কথা আমার বলিবার উপায় নাই; কারণ এক আধ জন নহে; আমা অপেক্ষা বহুগুণে বিচার নিপুণ লক্ষ লক্ষ প্রজ্ঞামূর্ত্তি সাক্ষী তাঁহাদের জীবন-ব্যাপী কঠোর শাস্ত সাধনা দ্বারা আবহমান কাল ধরিয়া প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন যে, শাস্ত্রবাক্য অলঙ্ঘনীয়, অভ্রান্ত। সুতরাং বুঝিতে হয়, আমার মূঢ়তা দ্বারা শাস্ত্রাবমাননা করিয়াই আমি দুঃখ পাইতেছি মাত্র—শাস্ত্র পালনের জন্য নহে। আমি এ পর্য্যন্ত একদিনও শাস্ত্রাদেশ পালন করি নাই—শুধু পালনের ভাণ করিয়া ব্যভিচার করিয়াছি—তাই আজ আমার এত দুর্গতি। শুধু একা আমার দুর্গতি নহে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বজনগণের এমন কি আমার দেশবাসীগণেরও দুর্গতি। অন্যে বিশ্বাস না করিলেও আমি বিশ্বাস করি, যেমন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সান্নিধ্যে বিরাট রাজ্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি আমার মত অধর্ম্মরাজের সান্নিধ্যেই আজ আমার বড় আদরের স্বজাতীয়েরা বহু দুর্গতি ভোগ করিতেছেন। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! কত বড় দুঃখ এই অনুভবে—কত বড়! তাই আজ আমি নির্লজ্জ হইয়া যদি আমার দুষ্কৃতিগুলার একটাকেও উদাহরণ স্বরূপে আপনাদের দেখাই তাহা হইলে আপনারা আমাকে কুকর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিলেও আমার সংশোধনের জন্য আমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

যে শাস্ত্র সত্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানে আশ্রিত বলিয়া অতীব সত্য ও আনন্দধামের একমাত্র পথ প্রদর্শক, সেই শাস্ত্র বলিলেন—সকল ভূতের একমাত্র গতি শ্রীভগবানকে নারায়ণরূপে ভাবনা করিয়া প্রণাম করিবার জন্য বল—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়।